

অকস্মৎ

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্

(প্রথম ভাগ)

Private Collection

“ আরশিনগরের পড়শি ”

<http://www.facebook.com/arshinogorer.porshi>

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তী

কর্তৃক

অনুদিত ও সম্পাদিত ।

। দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশক

শ্রীকীরোদচন্দ্র মজুমদার ।

২১১, বালাগুরু লেন, কলিকাতা ।

সন ১৩৩৯ সাল ।

ওম্ তৎ সৎ একাগ্ৰে নমঃ ।

শুक्ल-যজুৰ্বেদীনা-

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ।

আনন্দগিরিকৃত-টীকোপেত-শাক্তরত্নাম্রসমেত ।

অথ শান্তিপাঠঃ—

ওম্, পূৰ্ণমদঃ পূৰ্ণমিদং পূৰ্ণাৎ পূৰ্ণমুদচ্যতে ।

পূৰ্ণস্য পূৰ্ণমাদায় পূৰ্ণমেবাবশিষ্যাত ॥

ওম শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ ॥

অথ ভাস্ক্যভূমিকা ।

ওম নমো একাদেভ্য একবিদ্যাসম্পাদনকভূত্যা

এ শাস্তিভাঃ, নমো শুকভাঃ ।

অথ আনন্দগিরিকৃত টীকা ।

যদবিজ্ঞানশাস্তিঃ দৃশ্যে রশনাসিবে । যদ্বিজ্ঞান্য চ ওজানিতং বলে পুরুষোত্তমং । ১

নমস্ক্যান্তসম্পাদনকভূত্যা পূৰ্ণমদঃ পূৰ্ণমিদং পূৰ্ণাৎ পূৰ্ণমুদচ্যতে ॥ ২

ভগবৎপাদ-পাদাঙ্কনং বন্দনবিবৰ্ণনং । সুবেদ্যাদিসদভূতৈরবলম্বিতমাত্তে ॥ ৩

বৃহদারণ্যকে ভাস্ক্যে শিষ্টোপনিষদিসিদ্ধয়ে । সুবেদ্যোপনিষদ্যাঃ বিধিতে স্থাবনির্ঘঃ ॥ ৪

কাণোপনিষদিবরণবাঞ্ছনং অপেষামেব উপনিষদং শোধয়িতুকামো ভগবান্ ভাস্ক্যকামো
বিশ্বোপনিষাদিসমর্থঃ শিষ্টোপনিষদপ্রমাণকং পৰাপরগুণনমস্বাবকপং মঙ্গলমাত্তবতি—নমো ব্রহ্মাদিত্য
ইতি । বেদো হিরণ্যগৰ্ভো বা ব্রহ্ম, তন্নমস্বায়েণ সৰ্বং দেবতা নমস্কৃত্য ভবন্তি, তদ্বৰ্ণনং
তদাঙ্কনং, “এব উ কেব সৰ্বং দেবাঃ” ইতি শ্রুতং । আদিপদেন পৰমেষ্ঠি প্রভৃতিমো গৃহ্যন্তে ।
যদ্যপি তেভ্যামুজো ব্রহ্মান্তর্ভাঃ, তথাপি তেষু অনালমনিবাসার্থং পূণ্যগহনং ।

বংশব্রাহ্মণং প্রমাণয়তি—বংশবিশিষ্টা ইতি । যদ্যপি তত্র পৌত্তিম্যাদ্বাদয়ো ব্রহ্মাস্তাঃ সম্প্রদায়-
কর্তারঃ ক্ষরন্তে, তথাপি গুরুশিষ্যক্রমেণ ব্রহ্মণঃ প্রাথম্যমিতি তদাদিত্বমিতি ভাবঃ । সম্প্রতি
অপরগুরুন্ নমস্করোতি—নমো গুরুস্তা ইতি । যদ্যপি ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়কত্রুতীবাৎ এতে
প্রাগেব নমস্কৃত্যঃ, তথাপি -শিষ্টাণাং গুরুবিষয়াদরাতিরেককাধার্যং পৃথগ্গুরুনমস্করণম্, “যন্ত
দেবে পরা ভক্তিঃ” ইত্যাদিক্রতেয়িতি ।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ :

ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়প্রবর্তক ব্রহ্মাদি বংশগুরুগণের উদ্দেশে নমস্কার এবং
শিক্ষাদাতা গুরুগণের উদ্দেশে নমস্কার ।

ভাষ্যভূমিকা :

“উবা বা অশস্ত” ইত্যেবমাত্মা বাতসনেয়িরাক্ষণোপনিষৎ । তস্তা ইরমন্নগ্রস্থা
ব্রতীরভাতে সংসার-বাবিগ্ৰস্ততাঃ সংসারেতু-নিবৃত্তিসাধন-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-
বিজ্ঞাপ্রতিপত্তয়ে ।

টীকা । যদুদ্ভিক্ত মঙ্গলম্ভাচারিত, তৎ প্রতিজ্ঞাতুঃ প্রতীকমাদিত্তে—উবা বা ইতি । এতেন
চিকীষিতায় বৃত্তে: তত্ত্বপ্রপঞ্চভাষ্যেণাত্মতত্ত্বমুক্তম্ । তচ্চি “ব্রহ্ম হ” ইত্যাদিমাধ্বনিমুক্তম্
অধিকৃতা প্রবৃত্তম্, ইয়ং পুনঃ ‘উবা বা অশস্ত’ ইত্যাদিকাপ্ৰতিমাশ্রিত্যেতি । অথ উদ্দেশ্য-
নির্দেশিত—তস্তা ইতি । তত্ত্বপ্রপঞ্চভাষ্যান্ বিশেষাশ্রমরাস—অন্নগ্রহেতি । অস্তা গ্রহতঃ
অন্নগ্রহোপনিষৎ: তথাহমিতি গ্রন্থস্ত গ্রন্থম্ । ব্রতীশকো ভাষ্যবিষয়ঃ । সূত্রাসূকারিতিক্রমিকৈঃ
সূত্রার্থস্ত স্বপদানঃ ৫ উপবর্ণনস্ত ভাষ্যলক্ষণস্তাৎ ভাবাদিত । নমু কর্তৃকাণ্ডাধিকারিণো
বিলক্ষণঃ অধিকারী ন জ্ঞানকাণ্ডে সম্ভবতি, অধিহাদে: সাধারণবাদ, বৈরাগ্যাদেশ চর্যচনভাৎ ।
ন ৫ নিরধিকারঃ শাস্ত্রমারম্ভমহতি, ইত্যত্ অতঃ—সংসারেতি । কর্তৃকাণ্ডে হি স্বর্গাদিকামঃ
সংসারপরবশো নরপশুরধিকারী, ইহ তু সংসারান্ বাবৃত্তিমিচ্ছবো বিরক্তাঃ । ন ৫ বৈরাগ্যঃ
চর্যচন, শৃঙ্গবৃক্ষেবৈবেকিনো ব্রহ্মলোকান্তে সংসারে তৎসম্ভবাৎ । উক্তং হি—

“পোধ্যমানঃ তু তচ্চিত্তমীধরাপি তকশ্চিঃ ।

বৈরাগ্যং ব্রহ্মলোকাদৌ বানস্তাশ্চ শূনির্গলম্ ।” ইতি ।

৭ (১) ভাবপথা—এখানে ‘ব্রহ্ম’ শব্দে বেদ বা হিরণ্যগর্ভ বৃত্তিতে হইবে; কারণ, প্রকৃত
শব্দে বেদই প্রথমে ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন, পরে হিরণ্যগর্ভ তাহার প্রচার করিয়াছেন
নাম; সুতরাং উভয়কেই ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্রবর্তক বলা হইতে পারে। এই উপনিষদে ‘বংশব্রাহ্মণ’
নামের কয়েকটি অংশ আছে; তাহাতে ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্রচারক আচার্যগণের নাম পারস্পর্য্য ক্রমে
লিখিত আছে, অর্থাৎ পর পর যে যে আচার্যের উপদেশক্রমে অগ্রে ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রচারিত হইয়া-
ছিল, তাহার বিবরণ এই সমস্ত বংশব্রাহ্মণে প্রদত্ত হইয়াছে। সেই বংশব্রাহ্মণোক্ত আচার্যগণকেই
এখানে ‘বংশ-বিশিষ্ট’ সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে।

অতো যথোক্তবিশিষ্টাধিকারিত্যো বৃত্তেরারম্ভঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ । তথাপি বিষয়-প্রয়োজন-সম্বন্ধানাম্ অভাবে কথং বৃত্তিরারম্ভাতে, তত্রাহ—সংসারহেতুঃ । প্রমাতৃতাগ্রমুখঃ কর্ণ-জ্ঞাদিরনর্থঃ সংসারঃ, তন্ত্বে হেতুঃ আত্মাবিত্তা, তন্নিবৃত্তেঃ সাধনং ব্রহ্মত্বৈকবিত্তা, তন্ত্ভাঃ প্রতি-পত্তিঃ অপ্রতিবন্ধায়াঃ প্রাপ্তিঃ, তদর্থঃ বৃত্তিঃ আরম্ভাত ইতি যোজনাম্ । এতচ্ছব্দঃ ভবতি—সনিদানানর্থনিবৃত্তিঃ শাস্ত্রস্ত অয়োজনম্, ব্রহ্মত্বৈকবিত্তা তদুপায়ঃ, তদৈক্যং বিষয়ঃ, সম্বন্ধো জ্ঞানকলয়োঃ উপায়োপেষয়ম্, শাস্ত্র-তদ্বিসয়য়োঃ বিষয়-বিষয়িত্বঃ, হদারম্ভঃ শাস্ত্রমিতি ।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ ।

বাজসনেয়ি-বাক্যে (২) “উস বা অশ্বস্ত মেধাস্ত শিরঃ” ইত্যাদি উপনিষদ্বাগ্ অপ্রক্ক ইতিবাচ্যে । যাহারা সংসারের হেতুভূত অবিজ্ঞানবৃত্তির অতিনাশী ; তাহাদের জন্য, সংসারের কারণভূত অবিজ্ঞানবৃত্তির উপায় ব্রহ্মত্বৈকবিত্তা লাভের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মা একই বস্তু, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপাদনের জন্য সেই উপনিষদের এই ক্ষুদ্রাবয়ব ব্যাপ্য-গ্রন্থ বিবচিত হইতেছে ।

ভাষ্যভূমিকা ।

সেই ব্রহ্মবিত্ত উপনিষচ্ছব্দবাচ্য, তৎপ্রমাণঃ সহেতুঃ সংসারহাত্যাস্তা-বিসাদনঃ । উপ-নি-পূর্ব্বস্ত সন্দেহনর্থহ্যং, তাদর্থ্যাদ্ গ্রন্থেতদপি উপনিষদ্ব্যচ্যতে ।

সেই ব্রহ্মবিত্তী অরণ্যে অনুচ্যমানহ্যং আরণ্যকম্ : বহুহ্যং পরিমাণতো বৃহদারণ্যকম্ । তস্মাস্ত কৰ্ম্মকাণ্ডেন সম্বন্ধোহভিধীয়তে—

টীকা । অয়োজনাদিশ্চ প্রবৃত্তান্তরা উক্তেৰপি সন্ধাবাগায়াঃ অয়োজনার্থহ্যং তন্ত্বে প্রাধান্যম্ । উক্তং হি—

“সকলৈব হি শাস্ত্রস্ত কল্পণো বাপি কল্পচিং ।

যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবৎ তৎ কেন গৃহ্যতে ॥” ইতি ॥

তথাচ শাস্ত্রারম্ভোপয়িকং অয়োজনমেব নামবুৎপাদনদ্বারা বুৎপাদয়তি—সেইমিতি । অধ্যায়শাণ্ডেয়ী প্রসিদ্ধা সগ্নিহিতা চাত্র ব্রহ্মত্বৈকবিত্তা, তন্নিষ্ঠানাং সৰ্ব্বকৰ্ম্মসম্মাসিনাং সনিদানস্ত সংসারস্ত অত্যন্তনাশকহ্যং—ভবতি উপনিষচ্ছব্দবাচ্যঃ । “উপনিষদং ভো ক্রুহি” ইত্যাদ্য চ প্রতিঃ । তস্মাৎ উপনিষচ্ছব্দবাচ্যপ্রসিদ্ধে, বিজ্ঞানঃ, ততো যথোক্তকলসিদ্ধি-রিত্যর্থঃ । কথং তন্ত্ভাঃ তচ্ছব্দবাচ্যেতদপি এতাবানর্থো লভ্যতে, তত্রাহ—উপ-নি-পূর্ব্বস্তেতি ॥ অন্ত্যর্থঃ—“বহু” বিশরণপভাবসাদনেন্” ইতি স্মর্যতে । সন্দেহাতোঃ উপ-নি-পূর্ব্বস্ত কিবন্তস্ত সহেতুসংসারনিবৰ্ত্তকব্রহ্মবিত্তার্থহ্যং উপনিষচ্ছব্দবাচ্যো সা ভবতুক্তকলবতী । উপ-শব্দো হি সার্বীপামাহ ; তচ্চাসতি সঙ্কোচকে এতৌচি পর্যাবস্ততি । নি-শব্দক নিশ্চয়ার্থঃ, তস্মাৎ ইকাদ্ব্যং

(২) তাৎপৰ্য্য—গুরু যজুর্বেদের অপর নাম ‘বাজসনেয়’ । বাজসনেয় নাম যে, কেন হউল, তাহা ঈশ্বোপনিষদের ভূমিকার আমরা বলিয়া দিয়াছি ।

নিশ্চিতং, তদ্বিত্বা সহেভুঃ সংসারঃ সাদয়তীতি উপনিষদ্বচনং । উক্তং হি—‘অবসাদমার্থং চাবসাদাৎ’ ইতি । ব্রহ্মবিদ্যেন চৈব উপনিষাদ্বচনং, কথং তদ্বি এবে ব্রহ্মাঃ তদ্বৎ প্রবৃত্ততে ? ন ননু একত্ব শব্দভাবার্থঃ ভাব্যঃ । ইত্যাপকাহ—তাদর্থ্যাদিতি । প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা-ভবনকর্তৃদ উপচার্যঃ তত্র উপনিষৎ-দ্বিত্বার্থঃ ।

যথোক্তবিজ্ঞানকৰে প্রকৃত নিশ্চিতি তদ্বৎভাবাঃ সন্দেহাঃ বিজ্ঞা ন ভবতীত্যাপকাহ-
 অবসাদপরাধমেব অরণ্যমুপনিষদ-নিরমাবীতাকরেভাঃ তদ্বৎ, ইতি বৃহদারণ্যক-
 নামনিবন্ধনপুণ্যকমাহ—সেরমিতি । অথ অরণ্যমুপনিষদ-নিরমাবীতবেভ্যোভাবমপি
 কেবলিকং বিজ্ঞানপুণ্যভাৎ কুতো যথোক্তাকরেভাঃ প্রবৃত্তিঃ । ইত্যত্র আহ—বৃহদারণ্যক-
 উপনিষদ্বচনং । প্রবৃত্তিমাধাতুরেকাদন্ত বৃহৎ, অসিদ্ধং, অর্থভোগি তদন্তি, বঙ্গপঃ
 অর্থভোগকরত্বাৎ প্রতিপাদ্যত্বাৎ, তদজ্ঞানকর্তৃভাঃ চ অন্তরমবহিরভায়াং ভূতসামিহ প্রতি
 পাদ্যত্বাৎ । অতো বৃহৎ আরণ্যকত্বাৎ চ বৃহদারণ্যকত্বঃ । ন চ এতৎ অন্তঃকর্তৃভোগী শব্দপি
 বিজ্ঞানমাবধাতি । “কথং কথং পকে তদো জ্ঞানম্” ইতি বৃত্তিরিত্যর্থঃ । জ্ঞানকর্তৃ
 বিশিষ্টাবিকাধাদি-বৈশিষ্ট্যেতপি কল্পকাণ্ডেন নিরতপুলাপরতাবাপুপপত্তিলভাঃ সম্বন্ধে বক্তব্যঃ ।
 ন চ পরীক্ষকবিশ্রুতিপত্তেঃ সম্বন্ধে । বিশেষতঃ জ্ঞাতুং, ইত্যাপকাহ—তৎকর্তৃঃ ।

ভাস্কর্যমিকাশ্রবান ।

যাতানা এই ব্রহ্মবিজ্ঞান অন্তর্গত তৎপন, তাত্পর্যম্ ন সঙ্গ, কথংভূত
 প্রবৃত্তি ও তৎকর্তৃভূত অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে উচ্ছিন্নসংগত করে বলিয়া সেই
 এই ব্রহ্মবিজ্ঞান উপনিষৎ-পক্ষে অতিষ্ঠত ইহঁরা থাকে । কেন না, ‘উপ’ ও ‘নি’
 পূর্বক ‘সম্’, উপ-নি-সম্, যাতুর ইকপ অর্থই প্রসিদ্ধ । উল্লিখিত প্রত্যেক
 সিদ্ধির আশ্রয়লা করে বলিয়া প্রকৃত ‘উপনিষৎ’ নামে কথিত ইহঁরা থাকে ।

চরটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ সেই এত উপনিষদগত অরণ্যমুপনিষদ পঠনীর বলিয়া
 আরণ্যক, জ্ঞান পরিমাণেও সন্ধ্যাপক বৃহৎ বলিয়া ‘বৃহদারণ্যক’ নামে
 অভিহিত হয় । এমন কল্পকাণ্ডেন সর্ভিত ইহার কল্পক স্বব্দ, তাহা বলিত
 হইতেছে ।

ভাস্কর্যমিকা ।

সংসারপারম্ বৈঃ প্রত্যাকৃত্যনাত্যাম্ অনবগতেষ্টানিষ্টপ্রাপ্তি-পরিহারোপার-
 প্রকাশনপরঃ, সর্বপুত্রবাণা নিবর্গত এব তৎপ্রাপ্তি-পরিহারোপারিত্বাৎ ।

চুটবিধরে চ ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তি-পরিহারোপারজানন্ত, প্রত্যাকৃত্যনাত্যাবেব
 দিক্ভাৎ নঃ আগমাবেষণা । ন চ অসতি কল্পান্ত-সংসারাদ্বিত্ববিজ্ঞানে
 কল্পান্ত-ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তি-পরিহারেভ্য ভাৎ ; যতাবাদি-বর্ণনাৎ ।

ভাষ্যভূমিকা ।

তন্মাং জন্মান্তর-সম্বন্ধাভ্যাস্তিহে জন্মান্তরেষ্ঠানিষ্টপ্রাপ্ত পরিহারোপারবিশেষে
চ শাস্ত্রঃ প্রবর্ততে ;—

“যেষাং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে, অস্তীত্যোকে নান্যস্তীতি চৈকে” ইতু্যপক্রম্য
“অস্তীত্যোবোপলক্ষ্যঃ” ইত্যোবমাণি-নির্ণয়দর্শনাং ।

“যথা চ মরণ প্রাপ্য” ইতু্যপক্রম্য—

“যোনিমন্ত্রে প্রপঞ্চস্তে শরীরস্থার দেহিনঃ”

স্তাণ্ডমন্ত্ৰেহুস যন্তি যথাকথং যথাশ্রুতম ॥” ইতি চ ;

“স্বয়ং জ্যোতিঃ” ইতু্যপক্রম্য “ত বিজ্ঞা-কল্পণা সমগ্রাবভেতে” “পুণ্যো বৈ
পুণ্যেন কল্মশং ভবতি, পাপঃ পাপেন” ইতি চ ;

“জপরিহাংমি” ইতু্যপক্রম্য “নিজ্ঞানময়ঃ” ইতি চ বাতিবিত্তাভ্যাস্তিহম্ ।

টীকা । প্রতিজ্ঞাতঃ সম্বন্ধঃ একচরিত্বম্ অসিদ্ধপ্রমাণভাবানাং বেদান্তানাং সম্বন্ধাভিধানা-
বসনভাবাৎ তৎপ্রামাণ্যং প্রতিপাদ্য পক্ষাৎ তেষাং কল্পকাণ্ডেন সম্বন্ধবিশেষবচনমুচিতম্—ইতি
মহানঃ তৎপ্রামাণ্যং সাধয়তি—সন্দোহীতি । প্রত্যক্ষানুমানাতাম্ হতাগম্যতিরিক্ত-প্রমাণোপ-
লক্ষণার্থম্ । এষঃ অর্থঃ অধারন-বিধাপাত্তঃ সন্দোহপি কাণ্ডব্যাখ্যায়কে বেদঃ—মানাত্তরানধি-
গতঃ যদ ইষ্টোপাঙ্গাদি, তজ্জ্ঞাপনপরঃ ; তথাচ অজ্ঞাতজ্ঞাপকভাবিশেষাৎ তুলাং প্রামাণ্যং
কাণ্ডেরোতি । অথবা বেদনং বেদোপসূতবঃ ; স চ শব্দেত্তরমান্যবোধ্যঃ, রূপাদিহীনত্বাৎ,
“এতদগ্রমেরম্” ইতি হি কথিতঃ । স চ ইষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তিপরিহারোপারঃ, তন্ত্বেব তত্ত্বদ্বাদ্বান-
বহানাৎ, “সচ্চ তাত্ত্বতবৎ” ইত্যাদিকথ্যে । স চ প্রকাশনঃ, সন্দপ্রকাশকত্বাৎ ; “তমেব
তাত্ত্বমুচ্চতি সর্বম্” ইতি কথ্যে । স চ পরঃ, অবিদ্যা-তৎকাণ্ডাতীতত্বাৎ ; “বিরজঃ পর
প্রকাশাৎ” ইত্যাদিকথ্যে । এবংরূপো বেদপদ-বেদনীয়ঃ চিদেকবসঃ প্রত্যক্ষাত্ত্বেরেব সন্দোহপি
কার্যকারণস্বকঃ প্রপঞ্চঃ, “আত্মবেদং সর্বম্” ইতি কথ্যে । তথাচ যথোক্তং বস্তু প্রকাশয়ন্তো
বেদান্তা বিবিধাকারবৎ প্রমাণমিতি । অথবা প্রত্যক্ষাদিনা অনবগতেঃ বোধসৌ ইষ্টপ্রাপ্ত্যা-
ছাপারো প্রমাণম্, তন্ত প্রকাশনপরঃ সন্দোহপি অগ্রং বেদঃ, তন্ত্বেব অজ্ঞাতত্বাৎ । তত্র কর্মকাণ্ডঃ
কর্মাদ্বৈতানপ্রবৃত্ত বুদ্ধিভিষ্যয়া প্রকাশিতো আরাণ্ড উপকারকম্, “বিবিধমিতি বজ্জেন” ইতি
কথ্যে । জ্ঞানকাণ্ডঃ তু সাক্ষাৎবে তত্ত্বোপবৃত্তম্, পরমপুরুষত্বম্ ঔপনিষদ্বিশবদাৎ, “সর্বো বেদা
বৎ পদমায়মিতি” ইতি চ কথ্যে । তন্মুক্তং কর্মকাণ্ডবৎ জ্ঞানকাণ্ডত্বাৎ প্রামাণ্যমিতি ।
অধিকারিলৌপত্য-প্রতিপাদনদ্বারা জ্ঞানকাণ্ডপ্রামাণ্যমেব সূচয়তি—সম্বন্ধপ্রমাণমিতি । অতঃপূর্বাৎ
—“হুং বে ত্বাৎ, হুং বা ত্বৎ” ইতি কথ্যবতঃ শাস্ত্র-বিদ্যা সন্দোহা পুঙ্খপাণ্ড্য অনবজিত-
স্থাবিষ্যত্রে অভিল্যোবোপলক্ষ্যং তন্মাত্ত চ বোধ্যত্বাৎ তৎকাণ্ডিনঃ জ্ঞানকাণ্ডাবিকারিণঃ হুত্বত্বাৎ
তন্মিৎ প্রমাণবর্ত্ত্যবিষয়ম্ আদ্যং কথং তদপ্রমাণমিতি ।

নহু বেদস্ত কাব্যপঠস্তা প্রাযাণাৎ কৰ্মকাণ্ডং কাণ্ডান্তরূপাণি কাব্যপঠস্তা প্রাযাণ-
 মেইবাসিত্তি, নেতাহ—দৃষ্টবিষয় ইতি । ত্রিষ্ণু-কারক কলেতিকৰ্ত্তব্যাত্মান্ অন্ততমস্মিন্
 কার্ণে সমীহিত-প্রাপ্ত্যাহুপারভূতে ব্যুৎপত্তিকালে প্রত্যকাদিসিদ্ধে তথাবিধকাব্যবিধিঃ অন্তথা-
 লঙ্ঘ্যে তত্র নাগমঃ অনুসংঘেঃ । ন হি লোকবেদন্তোত্তত্তিত্তে ; আলৌকিকে তস্মিন্ অবাৎ-
 পত্তিপ্রসঙ্গাৎ । ন চ অব্যুৎপন্নানি পদানি বোধকানি, অতিপ্রসঙ্গাৎ । ন চ ত্ৰক্ষ্যাপি তুলা
 ব্যুৎপত্ত্যনুপপত্তিঃ ; তস্মিন্ ত্রক্ষ্যেন আত্মাহুত চ প্রসিদ্ধে । তত্ত্বংসামান্তোপাধৌ বিজ্ঞানাদি-
 পদান্যে ব্যুৎপত্তেঃ সূচকব্যাৎ । তানি চ আলৌকিকম্ অংগং প্রত্যঙ্গত্রয় নিলুপ্তিত-সামান্ত্যবিশেষ-
 লক্ষণায় বোধদায়কং । তস্মাদ্ ত্রৈক্যে বেদপ্রমাণকং, ন কাব্যমিতি ভাবঃ । কিঞ্চ, তিষ্ঠতু বেদান্ত
 প্রাযাণা, কৰ্মকাণ্ডোপি ব্যতিরিক্তাত্ম্যবিশেষে সিদ্ধেঃ প্রাযাণাবশ্যকম্ ; তদভাবে তৎ
 প্রাযাণাবোধাৎ । ন হি ত্ববিভূতবেদ-সম্বন্ধাচ্চ সম্ভাবানবিশেষে পারলৌকিক-প্রসুত্তিবিষয়তঃ ।
 তস্মাৎ কৰ্মকাণ্ড প্রাযাণমিচ্ছতা সিদ্ধেঃ প্রাযাণ-সম্বন্ধনি আত্মনি বর্ণ্যম্ চ তৎপ্রাযাণস্ত
 অভ্যুপগমব্যাৎ কার্ণে বেদপ্রাযাণানিরমাদ্ বেদান্তান্যাপি ব্যার্থে যানত্ সিন্ধুতীতাহ—ন চেতি ।
 নহু বেদান্তর সম্বন্ধানুজ্ঞান বিন'পি বিবিধল'ৎ অষ্টদ্বৈতীকৃত্যহ প্রসুত্তি' স্তানিতি, নেতাহ—
 বক্তাব্যেতি । নহা আত্মা বেদান্তরসম্বন্ধী নাহ্ম্যে যান'স্বরূপে ন প্রসিদ্ধাঃ, তস্মাৎ তোকুরনদগম্যৎ
 ন প্রেক্ষাপূৰ্ণকর্তা যোগাণি অনুভিষ্টেৎ ; লোকান্তরত ব্যতিরিক্তাত্ম্যবিশেষ অজ্ঞানেন তস্মাদ্ভেদে
 নিষ্ট-প্রাপ্তি হানীচ্ছতা বৈরিকক্রিয়াহ অপ্রসুত্তেৰ্গম্যতঃ ; অতঃ ন ব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞান বিন
 সাম্পর্য্যকিক প্রসুত্তিরিত্যর্থঃ ।

নহু বিধঃ সাধনবিশেষ বোধকবো ন ব্যতিরিক্তাত্ম্যবিশেষে যান, বাক্যভেদগম্যতঃ ।
 উক্তাত আত—তস্মাদিতি । ব্যতিরিক্তাত্ম্যবিধ' বিন পারলৌকিক প্রসুত্ত-সুপপত্তা' কৰ্মকাণ্ড
 প্রাযাণাবোধগতিত্বং যাবৎ । বিদীনা' কৰ্মকাণ্ড'ম উত্তরাধ্বয়বিধকম্ উক্তার্থ । ন তেনল'
 বিবিধিভেদে অৰ্থালাকিকম্ ব্যতিরিক্তাত্ম্যবিধ', কিঞ্চ তত্রাপি অনুঃসংক্রম, উতাহ—
 বৈরমিতি । নির্ভরত্বনাদ্ ব্যতিরিক্তাত্ম্যবিশেষে সন্ধ্যাঃ । তেইন প্রকৃষ্টোপ'যোগিয়েন উপ-
 ক্রমোপসংহারাত্তরে কৰ্মভিঃ—বহা চেতি । পূৰ্ণবস্তুবে সম্বন্ধভেদনার্থে চকারঃ । উপক্রমোপ-
 সংহারৈকরূপাৎ কৰ্মবলীনাদ্ ব্যতিরিক্তাত্ম্যবিধে ব্যুৎপাদ্যম্ । বৃহদারণ্যক বাক্যতাপি তত্র তৎ-
 পদানাহ—বহবিত্তি । ন হি প্রসিদ্ধতত্ত্বস্ত বেদান্তে বহাভ্যোভিষ্টমিতি ভোগ্যভিত্ত্য'অপ'ভোপ
 ক্রমঃ ত্বিকবে বেদাদিব্যতিরিক্তাত্মান্ অবিকরোতি । ত' প্রেত' বিজ্ঞানকৰ্মণী পুরোপার্জিত
 কলণানার অনুপলঙ্ঘতঃ । ন চ পদা' জ্ঞানকৰ্ম্মানুষ্ঠান কলনভূতবতীতি শাস্ত্রিকত্ৰাঅপ'ভোপ-
 সংযোগোপি জ্ঞানভূতসম্বন্ধবিধঃ । ন চ অত্বেন তদ্ব্যভবতো বেদান্তে জ্ঞানভূতসম্বন্ধো যুক্তঃ ।
 'ঐন আত্ম' বেদাদিব্যতিরিক্তো জ্ঞানভূতসম্বন্ধী সিদ্ধো ত্রাঅপ'ভাণিত্যর্থঃ । অজ্ঞানভূতত্ৰাঅপ'ভে
 চ 'বোব ভা' জ্ঞানভিত্ত্য'মি' ইতুপ'ক্রমো ব্যতিরিক্তাত্ম্যবিধ' বিধঃ । ন হি প্রত্যকে বেদান্তৌ
 জিজ্ঞাসা অস্তি । তত্বেই উপসংহারে "য এষ বিজ্ঞানবহুঃ পূৰ্ণঃ" ইতি বিজ্ঞানবহু-বিশেষনাদ্
 ব্যতিরিক্তাত্ম্যবিধা বসিতম্ । ন হি বেদান্তে বিজ্ঞানবহুত্বম্ অস্তি, তস্মাৎ তস্মি উপক্রমোপ-
 সংযোগো ব্যতিরিক্তাত্ম্যবিধা বহুত্বতীতাহ—জ্ঞানভিত্ত্য'মি' ইতুপ'ক্রমোতি । ন চ জ্ঞানভূতত্বনাদ্
 তাকানাদ্ অপ্রাযাণাৎ তৎপ্রাযাণস্তে উপপত্তিকবদ্যে বেদবিশেষনাদ্ অভ্যুপগম্যবিত্তি ভাবঃ ।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ ।

অতীষ্ট বিষয়ের প্রাপ্তি ও অনিষ্ট বিষয়ের পরিচয় বলা 'পরিচয় কবা')
মজ্জমাৎসেবই অভিপ্রেত ও নৈসর্গিক ধর্ম, অর্থাৎ কি উপায়ে নে, সেই ইষ্টপ্রাপ্তি
ও অনিষ্টপরিচয় করা যাইতে পারে, তাহা কেবল পতাক ও অজ্ঞমানের
সাহায্যেই অবধারণ করা যাইতে পারে না, এইজন্য লোকপ্রসিদ্ধ সমস্ত বেদশাস্ত্রই
সেই উপায় প্রকাশনে আগ্রহাবিত ।

বিশেষ এই যে, যাহা দৃষ্ট বা ইন্দ্রিয়লৌকিক ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিচয়,
তাহা সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ ও অজ্ঞমান-প্রমাণ দ্বারা নিকপিত হইতে
পারে, এই কারণে তদ্ব্যবসায় অব বেদশাস্ত্র অবধারণ করিবার প্রয়োজন
হইয়া, [সুতরাং অদৃষ্ট বা অলৌকিক বিষয়ে ঋদ্ধ প্রমাণের প্রয়োজন
হয়] । কিন্তু জন্মান্তরভাগী আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে অর্থাৎ
দেহাতিবিক্ত আত্মার জন্মান্তর-সত্তা বিষয়ে স্থিতিবিশ্বাস না থাকিলে কখনই
জন্মান্তরীয় ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিচয়ের জন্য কাহানও ইচ্ছা হইতে পারে না,
সেহেতু, 'স্বভাবানী' লোকও দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ একপ একশ্রেণীর
লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা বলেন,—দেহের অতিবিক্ত ও জন্মান্তরভাগী
আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, পৃথিব্যাदि ভূতবস্তুগণই স্বভাব এই যে, পদ
স্বভাবের সঞ্চিত সঞ্চিত হইয়া—দেহাকারে পবিণত হইয়া চৈতন্যস্বরূপ করিয়া
থাকে (৩), সুতরাং পদলৌকিক শুভাশুভপ্রাপ্তির প্রমাণ অনাবশ্যক, ইত্যাদি ।

বস্তুতঃ এই কারণেই আত্মার জন্মান্তরবাস্তব প্রতীপদনে এত জন্মান্তরীয় ইষ্ট-
প্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিচয়ের উপযুক্ত উপায় প্রকাশনেই বেদশাস্ত্রের প্রধানতঃ
প্রবৃত্তি বা যত্ন । কেন না, [কঠোপনিষদে] 'মজ্জমাৎসেবই বলা, কেহ কেহ বলেন,
[আত্মা] থাকে, অর্থাৎ পদলৌকিক আত্মা আছে আবার কেহ কেহ বলেন,—

(৩) তাৎপৰ্য্য—ভাস্কর সম্প্রদায়কে 'স্বভাববাদী' বলা হইবে থাকে । তাঁহারা বলেন—
বুদ্ধমান বুদ্ধদেহের অতিরিক্ত জন্মান্তরগামী বিভাচৈতন্যরূপ আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ
নাই । চৈতন্য দেহেরই ধর্ম; স্বভাবগুণ হুণ ও স্বভাবগুণ হরিয়া যেমন একত্র মিশ্রিত হইলে
তাহাতে অভিনব বুদ্ধিবাক্য উদ্ভূত হয়, তেমনি পৃথিব্যাদি জড় পদার্থেরও পদস্বরূপ বিলক্ষণ
সংযোগে সর্বগুণ এই বুদ্ধদেহেই এক অভিনব চৈতন্যরূপের আবির্ভাব হয় থাকে; সুতরাং
অজ্ঞানবুদ্ধির চৈতন্যগুণ দেহেরই ধর্ম । দেহের সঙ্গেই—তাহার সংগতি আবার দেহের
সঙ্গেই তাহার বিদ্যমান হইয়া যায়; এখানেই স্বর্গ-নরক-ভোগ, লোকান্তর বা জন্মান্তর
কল্পনা, এবং বৈজ্ঞানিক বিভা আত্মার জন্মান্তর—এ সমস্ত মিশ্র, করিত কথা যায় ।

না—মৃত্যুর পর এই আত্মা আর থাকে না, দেহের ধ্বংসেই আত্মার ধ্বংস হইয়া যায়, এইরূপ যে একটা সংশয়বাদ আছে—‘এইরূপ বাক্যোপক্রমের পর ‘নিশ্চয়ই আছে’ অর্থাৎ [জন্মান্তরগামী আত্মা] নিশ্চয়ই আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে’ এই প্রকার অবধারণপ্রকাশার্থক ঋতি দেখিতে পাওয়া যায় । [তন্মধ্যে] ‘জীব মৃত্যুর পর যে প্রকারে থাকে’ এইরূপ উপক্রম করিয়া ‘কোন কোন দেহী নিজ নিজ জ্ঞান ও কর্ম্মানুসারে শরীরলাভের জন্ত মনুষ্যাদি যোনি (মনুষ্যাদি জন্ম) প্রাপ্ত হয়, আবার অজ্ঞ দেহীরা স্থাণু (বৃক্ষাদি দেহ) লাভ করে’, এই কথা বলা হইয়াছে । তাহার পর [বৃহদারণ্যকে] ‘আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ বা স্বপ্রকাশ’, এইরূপ উপক্রম করিয়া ‘বিজ্ঞা ও কর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মসম্বন্ধে তাহার (মৃতব্যক্তির) সমাক্ অমুগমন করিয়া থাকে’, ‘পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা পুণ্য (স্বর্গাদিগামী) হয়, আর পাপকর্ম্ম দ্বারা পাপ (নরকাদিগামী) হয়’, এই কথা বলা হইয়াছে । পুনশ্চ ‘তোমাকে বুঝাইব’ এইরূপ উপক্রমের পর [আত্মা] ‘বিজ্ঞানময়’ (অল্পপ্ৰচৈতন্যস্বভাব) এইরূপ বলা হইয়াছে ; [কলতঃ, এতদ্বারা শাস্ত্রই] দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন ।

ভাত্যভূমিকা ।

তং প্রত্যক্ষবিষয়মেবেতি চেৎ ; ন ; বাধি-বিপ্রতিপত্তি-দর্শনাৎ । ন হি দেহানুরসম্বন্ধিন আত্মনঃ প্রত্যক্ষেণ অস্তিত্ববিজ্ঞানে লোকায়তিকা বোদ্ধান্তঃ । নঃ প্রতিকূলাঃ স্মাঃ—নাত্ম্যায়ৈতি বদন্তঃ । ন হি ঘটাদৌ প্রত্যক্ষবিষয়ে কশ্চিৎ বিপ্রতিপত্ততে—নাস্তি দৃষ্ট ইতি ।

টীকা :। যথোক্তান্নি অহংপ্রত্যয়ে মানঃ, তত্র দেহাকারানুরণাৎ অতিরিক্তাত্ম্যস্তিত্বং তেইব স্মৃৎপণ্ডিতৈঃ, অতো ন তত্র ঋতিপ্রাধাণ্যমিতি শব্দতে—তৎ প্রত্যাক্ষেতি । প্রত্যাক্ষত্ববিষয়ঃ অবকাশঃ যস্মিন্ ইত্যতিরিক্তাত্ম্যস্তিত্বম্ উচ্যতে । বস্তুপি ব্যতিরিক্তাত্ম্যস্তিত্বং ত্বতিপ্রাচ্যেণ অহংপ্রত্যয়ে, তথাপি ন সা ব্যতিরেকাত্ম্যনো গোচরয়তি ; বুদ্ধ্যাপসম্বিবেকশূন্যতাম্ অহং-প্রত্যয়ভাষ্যঃ ব্যতিরেকপ্রত্যয়প্রাপ্তৌ বিপক্ষিতাঃ বিপ্রতিপত্ত্যাবশ্যক্যমিতি পরিহরতি—ন, বাধীতি । বেদপ্রতিকূলা বাদিনো নাস্তিক্যং নৈব বিবাকঃ মুকতীভাষ্য—ন ইতি । তেহু প্রতিকূলাদভাবনার্হা বিশেষণং নেভ্যসি । ইতি বদন্তঃ সন্ধ্যো মোহন্ত্যকং প্রতিকূলা নহি স্মাঃ, এতৎ বদনৈস্তেব অনন্তবাৎ অধাকবিরোধাতিতি বোদ্ধবান । প্রত্যক্ষে বিষয়ে বিপ্রতিপত্ত্যভাবে দৃষ্টান্তমহ—ন ইতি ।

ভাত্যভূমিকাসম্বাদ ।

• যদি বল, সেই আত্মা যে দেহাতিরিক্ত, ইহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধই বটে ; [সুতরাং সে বিষয়ে বলিবার আর কি আছে ?] না,—তাহা বলিতে পার না ; বেহেতু

এ বিষয়ে বাদিগণের মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারাই যদি দেহান্তরগামী আত্মার অস্তিত্ত্ববিজ্ঞান স্থির হইত, তাহা হইলে লৌকায়তিক (নাস্তিক) ও বৌদ্ধগণ কখনই ‘আত্মা নাই’ বলিয়া আমাদের প্রতিপক্ষ হইত না, কেন না, প্রত্যক্ষের বিনয়ীভূত ঘটাদি বস্তুব অস্তিত্ত্ববিষয়ে ত ‘ষট্ নাট’ বলিয়া কেহই বিরুদ্ধ মত প্রকাশ কবে না।

ভাষ্যভূমিকা :

স্বাধ্বাদো পুরুষাদিদর্শনাৎ নেতি চেৎ, ন, নিকপিতে অভাবাৎ। ন হি প্রত্যক্ষেন নিরূপিতে স্বাধ্বাদো বিপ্রতিপত্তির্ভবতি। বৈনাশিকান্ত অহমিতি প্রত্যয়ে জ্ঞায়মানেষপি দেহান্তবাব্যতিবিক্রান্ত নাস্তিত্ত্বমেন প্রতিজ্ঞানতে। তন্মাত্ প্রত্যক্ষবিষয়বৈলক্ষণ্যাৎ প্রত্যক্ষাৎ ন আত্মাস্তিহিসিদ্ধিঃ।

টীকা। তত্র বাস্তিচারঃ শব্দতে—স্বাধ্বাদাবিতি। প্রত্যক্ষে যদিপি স্বাধ্বাদো পুরুষো বেতি বিপ্রতিপত্তেরূপলভ্যাৎ ন প্রত্যক্ষে বিপ্রতিপত্ত্যভাবো বাস্তিচারাদিতি শব্দার্থঃ। আদিপদেন পাদ্যাদো গজাদি-বিপ্রতিপত্তিঃ সংগৃহ্যতে। কিং প্রত্যক্ষমাত্রে বিপ্রতিপত্তিঃ? কিং বা তেন বিবিক্তে প্রতিপত্তে? নান্তঃ, অস্বীকারাৎ। ন চৈবমাত্মনি প্রত্যক্ষ বিপ্রতিপত্তৌ অপি ন আধমাত্মেষণা, তেনৈব তন্নিরাসেন তন্নিয়মাত্, ততি মদ্বানো দ্বিত্ব দৃশ্যতি—নেত্যাदिना। প্রত্যক্ষতো বিবিক্তেহর্থো বিপ্রতিপত্ত্যভাবঃ প্রপঞ্চযতি—ন হীতি। স্বাধ্বাদেহ-বাতি-রিক্তম্ ন প্রত্যক্ষমিতি প্রতিপাদ্য সূক্ষ্মদেহ-বাতিরিক্তমপি ন অহ-প্রত-বগ্রাহমিত্যাহ—বৈনাশিকাস্তিতি। তে গবহমিতি ধিয়ম্ অনুভবন্তি; তথাপি দেহাত্ম-সূক্ষ্মদেহাতিরিক্তম্ সূক্ষ্মং, তত্র প্রধানভূতাস্বাধ্বদেহতিরিক্তম্ আত্মনো নাস্তিত্বমেব পশ্যন্তি। তৎ ন তৎ থিমা সূক্ষ্মদেহাতি-রিক্তমসিদ্ধিরিতিার্থঃ। কিং চ, প্রত্যক্ষস্ত বিবরো রূপাদিঃ, তদ্বাহ-ত-স্বলক্ষণ্যং, তদাত্ম-বোহন্তি, “অশকম্পর্শমরূপম্” ইত্যাদিভ্রান্তেঃ। ন হি রূপাদি তদাবাৎ বিন প্রত্যক্ষং ক্রমতে। অতো ন দেহান্ততিরিক্তমাত্মাস্তিত্বম্ প্রত্যক্ষাৎ এসিদ্ধিরিত্যাহ—তন্মান্বিত।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ :

যদি বল, [প্রত্যক্ষসিদ্ধি] স্বাধ্ব (= স্বাধ্বাদিশূন্য বস্তু) প্রতীতিতেও যখন মল্লছাদি-ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়, তখন এ কথা সঙ্গত হইতে পারে না। না,—যেহেতু সেখানেও স্বাধ্বের নিশ্চয় নাই, কাবল, প্রত্যক্ষ দ্বারা স্বাধ্ব নিশ্চিত হইলে, কখনই তাহাতে মল্লছাদিভ্রম উৎপন্ন হইতে পারে না। বৈনাশিকেরা (বৌদ্ধগণ) কিন্তু ‘অহং’ প্রতীতিসত্ত্বেও দেহান্তিবিহীন আত্মার নাস্তিত্ত্ব বা অভাবই স্বীকার করেন, (অস্তিত্ত্ব স্বীকার কবেন না)। অতএব লৌকিক প্রত্যক্ষবিষয়ের সঙ্গে বৈলক্ষণ্য থাকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা আত্মার অস্তিত্ত্ব সিদ্ধ বা প্রমাণিত হইতেছে না।

ভাষ্যভূমিকা ।

তথা অনুমানাদপি । শ্রুত্যা আত্মাস্তিত্বে লিঙ্গস্ত দর্শিতত্বাৎ, লিঙ্গস্ত চ প্রত্যক্ষবিবরণ্যাৎ নেতি চেৎ ; ন ; জন্মান্তরসম্বন্ধস্ত অগ্রহণাৎ । আগমেন তু আত্মাস্তিত্বে অবগতে বেদপ্রদর্শিত-লৌকিক-লিঙ্গবিশেষেচ্চ, তদনুসারিণো মীমাংসকাস্তাকিকাণ্ড অহং-প্রত্যয়লিঙ্গানি চ বৈদিকান্তেব স্ব-মতিপ্রভবাণি— ইতি কল্পয়ন্তো বদন্তি—প্রত্যক্ষচ অনুমেরচ্চ আত্মা ইতি ।

সর্বথাপি অন্ত্যাত্মা দেহান্তরসম্বন্ধীভাবঃ প্রতিপত্ত্বঃ দেহান্তরগতেষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তিপরিচারোপায়বিশেষাণিনঃ তদ্বিশেষজ্ঞাপনায় কৰ্ম্মকাণ্ডঃ সমারম্ভম্ । ন তু আত্মন ইষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তি-পরিহারেচ্চাকারণম্ আত্মবিষয়মজ্ঞানঃ কড়তোক্ত-স্বরূপভিমানলক্ষণঃ তদ্বিপরীতব্রহ্মাত্মস্বরূপবিজ্ঞানেন অপনীতম্ । যাবৎ চি তং ন অপনীয়েত, তাবদনঃ কৰ্ম্মকল-সাগরেমাদি স্বাভাবিকদোষপ্রযুক্তঃ শাস্ত্র-বিহিত-প্রতিবিজ্ঞাতিক্রমেণাপি প্রবর্তমানঃ মনোবাক্কায়েঃ দৃষ্টাদৃষ্টানিষ্টসাধনানি অধ্বংস-জ্ঞকানি কৰ্ম্মাণি উপচিনোতি বাতলোন, স্বাভাবিকদোষবলীম্বাৎ ; ততঃ শ্রাবাস্ত্রাণোগতিঃ ।

টীকা । প্রত্যক্ষতঃ বিবিধে বিশ্রুতিপত্রযোগাৎ ; প্রকৃতে চ তদুপলব্ধিঃ যাবৎ । অথ ইচ্ছাদয়ঃ কচিদাশ্রিতাঃ, গুণত্বাৎ, রূপত্বাৎ ; ইত্যনুমানাৎ অতিরিক্তাসিদ্ধিরিতি ; নেতাহ— তথেষ্টি । ন আত্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ ইতি ন বাক্যার্থঃ ‘তথা’-শব্দঃ । অহং ভাবঃ—‘ইচ্ছাদীনা’ বাতরো বরূপাসিদ্ধিঃ, পারতরো পরম্পরাশ্রয়ত্বম্, আধারস্ত ইদানীমেব সাধনানহাৎ । কচিৎ-পক্ষেণ চ আশ্রয়মাত্রবচনে সিদ্ধসাধনত্বাৎ, মনসঃ তদাশ্রয়স্ত সিদ্ধত্বাৎ, আত্মোক্তো চ দৃষ্টান্তস্ত সাধাবিকলভেতি । “যঃ প্রাণেন প্রাণিতি” ইত্যাদিশ্রুত্যা প্রাণনাদিবাংপারাবান্ত লিঙ্গস্ত আত্মাস্তিত্বে প্রদর্শিতত্বাৎ, তস্ত চ বাপ্তিসাপেক্ষতঃ প্রত্যক্ষানিসিদ্ধাস্তবিসরণ্যাৎ ন তস্ত লৌকিক-গম্যতা, ইতি শব্দতে—শ্রুতেতি । আত্মনঃ বাতরো লিঙ্গসম্বন্ধাতিপ্রায়েণ শ্রুত্যা লিঙ্গঃ ন উপপত্ত্বমিতি পরিহরতি—নেতি । যোগেচেতনবাংপারঃ, স চেতনাবিষ্ঠানপূৰ্ণকঃ, যথা রূপাদিবাংপারঃ । প্রাণনাদিবাংপারস্তাপি অচেতনবাংপারত্বাৎ চেতনাবিষ্ঠানপূৰ্ণকত্বমিতি সজ্ঞাবনামাত্রায়েণ লিঙ্গোপপত্ত্বাৎ । ন হি নিষ্কারকহেতু তদুপপত্ত্বতে । আত্মনো জন্মান্তরসম্বন্ধস্ত প্রমাণান্তরেণ অগ্রহণাৎ তদ্ব্যাপ্তিলিঙ্গাবোগাদিতাহ—জন্মান্তরেতি । নহু বাতিরিক্তাত্মাস্তিত্বম্ আগমৈকগম্যা চেৎ, কথং তৎ প্রত্যক্ষম্ অনুমেরঃ চ—ইতি বাদিনো বদন্তীতি, তত্রাহ—আগমেন হিতি । “যেরং প্রেতে বিচিকিৎসা” ইত্যাজ্ঞাপমেন “কো হেবাভ্যাৎ” ইত্যাদিবেদোক্তৈস্ত প্রাণনাদিভিঃ লৌকিকৈলিঙ্গবিশেষৈঃ আত্মাস্তিত্বে সিদ্ধে যথোক্তাসিদ্ধম্ অনুসরন্তো বাদিনো বৈদিকমেব অহং-প্রত্যয়-প্রতিবর্তমানা বৈদিকান্তেব চ লিঙ্গানি পঞ্চমঃ যোগ-প্রেক্ষানির্দিষ্টানি তানি—ইতি । কল্পয়ন্তো যিথা আত্মানঃ বদন্তি । বদন্তস্ত আত্মা যথোক্তপ্রত্যক্ষসম্বন্ধিনা ইত্যর্থঃ ।

‘তত্ত্বাত্ত’ ইত্যাদিনা কাওরোঃ সৰ্বকঃ প্রতিজ্ঞায় তাদর্থেন সিক্বেৰ্ণে বেদান্ত-
প্রমাণাঃ ‘সৰ্বোহপি’ ইত্যাদিনা প্রমাণা, অধুনা কৰ্ম্মভিঃ শুদ্ধবুদ্ধেঃ বৈরাগ্যাদিযাঃ জ্ঞানোৎ-
পত্তিরিতি তয়োঃ সৰ্বকঃ কথয়তি—সৰ্বধাপীতি । আগমাৎ মানাত্মনাম্ ব্যতিরিক্তান্নাস্তিঃ
প্রতিপত্তাবপি ইত্যর্থঃ । পূৰ্ব্বার্থোপায়-বিশেষাধিনঃ তজ্জ্ঞাপনার্থঃ কৰ্ম্মকাণ্ডমারম্ভঃ চেৎ,
তর্হি তত্রোক্তকৰ্ম্মভিরেব বিবক্ষিতপুণ্যবশিক্বেঃ বেদান্তারম্ভ-বৈয়র্থ্যাৎ ন সৰ্বকোক্তিঃ সাবকাশা,
ইতাশঙ্ক্যাহ—নহিতি । আত্মাজ্ঞানঃ পদনর্থকারণম্, অদ্বয়-বাতিরেক-শাস্ত্রগম্য মিথ্যাজ্ঞান-
কুর্বাণিহকং চ ; তচ্চ অকৰ্ম্ম-তোক্ত-ব্রহ্মজ্ঞানাদ্ অপনয়ম্ । ন হি তৎ কৰ্ম্মকাণ্ডোক্তিরেব
কৰ্ম্মভিঃ শকাবগম্যেতৎ, বিরোধাত্মকং । তস্মাৎ তৎপ্রমাণার্থঃ জ্ঞানসিদ্ধয়ে বেদান্তারম্ভ-সম্ভবাৎ
উক্তসৰ্বকসিদ্ধিরিতির্থঃ । যদি কৰ্ম্মভিঃ অজ্ঞানং ন নিবৰ্ত্ততে, ন নিবৰ্ত্তিষ্ট, সত্যেব তস্মিন্
কৰ্ম্মবশাৎ মোক্ষঃ স্তাৎ, ইতাশঙ্ক্যাহ—যাবদ্ব্যাহিত । সমাগ্জ্ঞানমেব সাক্ষাৎসাক্ষ্যহেতুঃ, ন কৰ্ম্ম ;
তৎ তু প্রনাতা তদুপযোগি । ন হি সত্যেব অজ্ঞানে মূৰ্খিঃ ; তস্মিন্ সতি সংসারস্ত দুর্কারহাৎ ।
তস্মাৎ কৰ্ম্মকাণ্ডস্ত বৈরাগ্যাদি প্রবেশো যুক্ত্যবিত্তি ভাবঃ । ‘অয়ম্’ ইতি অজ্ঞো নির্দিষ্টতে ।
‘রাগদ্বेषাদি’-ইত্যাদিশব্দেন অবিত্ত্যামিত্যভিনিবেশাদয়ো গৃহ্যন্তে । নোমানাঃ স্বাভাবিকভঃ
শাস্ত্রানপেক্ষম্ । ‘অপি’ কারঃ সম্ভাবনার্থঃ । ‘দৃষ্টম্’ অদ্বয়বাতিরেকসিদ্ধম্ । ‘অদৃষ্টম্’
শাস্ত্রমাত্রগম্যম্ । অধর্মোপচরপ্রাচুর্যো হেতুমাঃ—স্বাভাবিকেন । যদ বৈরাগ্যার্থং কৰ্ম্মকলঃ
প্রপঞ্চয়ন্ অধর্মকলমাহ—তত ইতি । উক্তং হি—

“শরীরজৈঃ কৰ্ম্মদোষৈযাতি স্থাবরতা নরঃ” ইতি ।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ ।

প্রত্যকের দ্বারা অনুমান দ্বারাও আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না ।
যদি বল, প্রতি নিজেই আত্মার অস্তিত্বজ্ঞাপক সুপুরুষাদি ধর্ম প্রদর্শন করিয়া-
ছেন, এবং ঐ সমস্ত লিঙ্গ বা অস্তিত্বজ্ঞাপক ধর্ম যখন প্রত্যক্ষগাহ, তখন আত্মাকে
আর প্রত্যক্ষাদির অবিষয় বলা যাইতে পারে না । না,—একথাও বলিতে পার
না ; কারণ, আত্মার যে জন্মান্তরের সহিত সৰ্ব্বত্র আছে, তাহা প্রত্যক্ষগম্য
নহে । বস্তুতঃ, শাস্ত্রপ্রমাণ ও বেদোক্ত লৌকিক হেতুবিশেষ (অহং প্রতীতি-
রূপ হেতু) দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব অবগত হইয়া তদনুসারে মীমাংসকগণ ও
তাত্ত্বিকগণ বেদোক্ত ‘অহং’-প্রতীতিরূপ হেতুকেই আপনাদের উদ্ভাবিত হেতু
বলিয়া কল্পনা করত আত্মাকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানগম্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া
থাকেন (৪) ।

(৪) তাৎপৰ্য্য—তাত্ত্বিকদিগের অনুমানপ্রণালী এইরূপ—জীবদেহে ইচ্ছা, বেদ ও সুখ দুঃখ
প্রভৃতি কতকগুলি অভ্যন্তরীণ গুণ আছে ; গুণমাত্রই জব্যাপ্তিঃ ; হুতরাঃ ঐ সমস্ত গুণের
আত্মরূপে বেদমিত্তিরিত্ব আত্মারই অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে । বস্তুতঃ একম অনুমান দ্বারাও

ভাষ্যভূমিকানুবাদ ।

ফল কথা, যে কোন প্রকারেই হউক, যিনি দেহান্তরসম্বন্ধী আত্মার অস্তিত্ব অবগত আছেন, এবং দেহান্তরগত (ভবিষ্যৎদেহে) ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহার-প্রার্থী হন ; তাহার পক্ষেই সেই উপায়বিশেষ-জ্ঞাপনের জন্য বৈদিক কৰ্ম্মকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে । কিন্তু [তাহাতেও জীবের প্রকৃত ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে না ; কারণ,] আত্মার ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের কারণীভূত কৰ্ত্তৃহস্তোক্তরূপ (আমি কৰ্ত্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদিরূপ) অভিমান বাহ্যার লক্ষণ বা পরিচায়ক, আত্মবিষয়ক সেই অজ্ঞান ত তখনও কৰ্ত্তৃবাদবুদ্ধির বিপরীত ব্রহ্মাত্ম-স্বরূপ বিজ্ঞান (আত্মা ব্রহ্মস্বরূপই বটে, এইরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান) দ্বারা অপনীত হয় নাই । আর যতকাল তাহা অপনীত না হয়, ততকাল সংসারী জীব স্বভাবসিদ্ধ রাগদ্বेषাদি দোষ বশতঃ কৰ্ম্মকলে আসক্তই থাকে, এবং স্বভাবসিদ্ধ সেই রাগদ্বেষাদি দোষের প্রাবল্য বশতঃ শাস্ত্রের বিধি-নিষেধও লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা ঐহিক ও পাবলৌকিক অনিষ্টসাধক রাশি রাশি পাপকৰ্ম্মও সঞ্চর করিতে থাকে ; আন তাহার ফলে স্বাবরত্বপর্যাস্ত অধোগতি প্রাপ্ত হয় (৫) ।

আত্মান্তিত্ব প্রমাণিত হয় না ; কারণ, মনকে ইচ্ছাদির আশ্রয় বলিলেও ঐপ্রকার অনুমানসার্থক হইতে পারে । তাহার পর, তাহার যে, এইরূপ প্রমাণ প্রশ্নন কবেন, তাহারও মূল—শাস্ত্র । কারণ, পুনোক্ত “যেষাং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে” ইত্যাদি শ্রুতি ও শ্রুতান্ত “কো ক্লেবাস্ত্যাকঃ প্রাণ্যাকঃ” অর্থাৎ ‘কেউ বা বাস ছাড়িত, কেউ বা চেষ্টা করিত’ ইত্যাদি লোকপ্রসিদ্ধ শাস-প্রমাণাদি লিঙ্গ বা হেতু দ্বারা শাস্ত্রই আত্মার অস্তিত্বে যে সমস্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাত্ত্বিকগণ সেই সমস্ত হেতুকেই আপনাদের বুদ্ধি দ্বারা সমুদ্ভাবিত হেতু বলিয়া প্রকাশ করেন, এবং তাহার সাহায্যে আত্মাকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানগম্য বলিয়া ঘোষণা করেন মাত্র । বস্তুতঃ, ঐ সমস্ত হেতু যখন শাস্ত্রবহিত নহে, তখন আত্মার অস্তিত্বকে একমাত্র আগম-গম্যই বলিতে হইবে ।

(৫) তাৎপর্য—অধর্মাণ পাপকৰ্ম্মের ফলে জীবের যেরূপ অধোগতি হইয়া থাকে, মনুষ্যজাতিতে তাহার একটা মোটামোটা হিসাব এতদন্ত হইয়াছে । তিনি বলিয়াছেন,—

“শরীরতঃ কৰ্ম্মদোষৈর্গতিঃ স্বাবরতাঃ নরঃ ।

বাচিকৈঃ পক্ষিযোনিভাঃ মানসৈরন্ত্যজাতিভাম্ ॥”

অর্থাৎ মানুষ শারীরিক ব্যাপার দ্বারা পাপ কৰ্ম্ম করিলে, বৃকলভাদি স্বাবর-দেহ লাভ করে, বাক্য দ্বারা পাপ করিলে পক্ষিযোনি গ্রহণ করে, আর মানসিক চিন্তা দ্বারা পাপ করিলে

ভাষ্যভূমিকা।

কদাচিৎ শাস্ত্রকৃতসংস্কারবলীয়ত্বম্। ততো মনআদিভিঃ ইষ্টসাধনং বাহ-
ল্যেন উপচিনোতি ধৰ্ম্মাধ্যম্। তদ্ দ্বিবিধম্—জ্ঞানপূৰ্ণকং কেবলম্। তত্র
কেবলং পিতৃলোকাদি-প্রাপ্তিকলম্; জ্ঞানপূৰ্ণকং দেবলোকাদি-ব্রহ্মলোকান্ত-
প্রাপ্তিকলম্। তথা চ শাস্ত্রং—“আত্মযাজী শ্রেয়ান্ দেবযাজিনঃ” ইত্যাদি।
স্মৃতিশ্চ—“দ্বিবিধং কৰ্ম্ম বৈদিকম্” ইত্যাদ্য। সামো চ ধৰ্ম্মাধ্যম্ময়োঃ মনুস্মৃ-
তপ্রাপ্তিঃ। এবং ব্রহ্মজ্ঞা স্বাবরাস্তা স্বাভাবিকাবিছাদি-দোষবতো ধৰ্ম্মাধ্যম্মসাধন-
কৃত্য সংসারগতির্নামরূপকৰ্ম্মাশ্রয়।

টীকা। তৎ কিং পুণ্যোপচয়াভাবাদ্ অনবকাশং স্বর্গাদিকলমিতি, নেতাহ—কদাচিদिति।
শাস্ত্রীয়সংস্কারস্ত বলীয়স্বে কলিতমাহ—তত ইতি। ‘আদি’-শব্দো বাগ্দ্বেহবিষয়ঃ। কলবিভাগঃ
বক্তৃ কল্প ভিনতি—তদ্ দ্বিবিধমিতি। তস্ত মুক্তিকলম্ নিরদিহুঃ কলং বিভজ্যে—তত্রিতি।
কেবলমিষ্টাদিকল্পেতি শেষঃ। “কৰ্ম্মণা পিতৃলোকঃ” ইতি হি বক্তাতি। তস্মিন্ কলে নানাবন্ম
অভিপ্রোক্তা আদিশব্দঃ। ‘বিভক্তয়া দেবলোকঃ’ ইতি ক্রতিম্ আশ্রিতাহ—জ্ঞানেতি। দেবলোকো
বস্ত্র আদিঃ, ব্রহ্মলোকো যস্ত্র অস্ত্রঃ, তস্তার্থস্ত্র প্রাপ্তিরেব কলমন্তেতি বিগ্রহঃ। উক্তেৎপে
শাতপথীঃ ক্রতিং প্রমাণয়তি—তথা চেতি। সৰ্ব্বত্র পরমাত্ম-ভাবনাপুরঃসরং নিত্যং কৰ্ম্মাশ্রুতিষ্ঠন
আত্মযাজী। কামনাপুরঃসরং দেবান্ যজমানো দেবযাজী। তয়োর্মধ্যে কতরঃ শ্রেয়ানিতি
বিচারে সতি আত্মযাজী শ্রেয়ানিতি নির্ণয়ঃ কৃতঃ; অতো জ্ঞানপূৰ্ণকং কৰ্ম্ম দেবলোকস্ত, কামনা-
পূৰ্ণকং তু পিতৃলোকস্ত প্রাপকমিত্যর্থঃ।

“প্রবৃত্তঃ চ নিবৃত্তঃ চ দ্বিবিধং কৰ্ম্ম বৈদিকম্।

ইহ বামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কৰ্ম্ম কাৰ্ত্তব্যেত।

নিষ্কামং জ্ঞানপূৰ্ণকং তু নিবৃত্তমভিধীয়তে।”

ইত্যাদিমনুস্মৃতিং চ অত্রৈব উদাহরতি—স্মৃতিশ্চেতি। ধৰ্ম্মাধ্যম্ময়োঃ একৈকস্ত কলম্ উক্ত।
মিশ্রয়োঃ কলমাহ—সামো চেতি। উক্তং হি—

“উভাত্যাং পুণ্যাপাভ্যাং মানুস্ম্যং লভতেহবশঃ” ইতি।

অন্ত্যজ্ঞ—হীনজাতিস্ত্র প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ বাস্তুষ্ঠিত কৰ্ম্মের কল যে, কতদিনে উৎপন্ন হয়,
তাহারও নির্দেশ করিয়াছেন,—

“ত্রিভির্কর্ষৈঃ ত্রিভির্মানসৈঃ ত্রিভিঃ পট্টৈঃ ত্রিভির্ভিনৈঃ।

অত্যাংকটৈঃ পুণ্যাপাটৈরিহৈব কলমন্তে ॥”

কৰ্ম্মকালীন মানসিক অভিনিবেশের তীব্রতানুসারে কৰ্ম্মকল তিন বৎসরে, তিন মাসে, তিন
পক্ষে কিংবা তিন দিনের মধ্যেও প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু তীব্রতার পরিমাণ অত্যন্ত
অধিক হইলে তৎক্ষণাৎও কল প্রকাশ পাইতে পারে। যেমন—মহারাজ নহব অগত্যা ঝরিকে
পদাঘাত করার সময় সেই সর্পদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৰ্ম্মকলগত এই প্রকার বৈচিত্র্য
পুণ্যাপাশ্রে বহুতর বর্ণিত আছে।

টীকা। ত্রিবিধমপি কর্তৃকলং বৈরাগ্যার্থং সাক্ষ্য উপসংহরতি—এবমিতি। সা চ অবিজ্ঞা কৃতবাৎ অনর্থকপা, ইত্যাহ—বাভাবিকেনিতি। বিচিৎকর্তৃকলং তত্তা বৈচিত্র্যমাহ—ধর্মী ধর্মেনিতি। তর্হি ধর্মীধর্মীভ্যামেব তন্নির্মাণসম্ভবাৎ কৃতম্ অবিজ্ঞত, ইত্যাহ আই—নামেনিতি। তথা—হুম্মাবস্থা অবিজ্ঞা, তদালমেনিতি বাবৎ। ধর্মাদে. অবিজ্ঞারাক্ত নিমিত্তত্বোপাদানহ। ভাষ্য উপযোগ ইতি ভাবঃ।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

কখনও বা শাস্ত্রানুশীলনজাত স দ্বাবও প্রবল হইয় থাকে। তখন মানসিক বাচিক ও কাষিক চষ্টায় আপনান অস্তীষ্টসিদ্ধিব জ্ঞান নচলপনিমাণে ধর্মকর্ম ও সঞ্চয় কবিয়া থাকে। সেই ধর্মকর্ম আবার দুই প্রকাণ্ড ১ জ্ঞানপূরক ও (২) কেবল জ্ঞানবহিত। ওয়াং কেবল ধর্মকর্ম দ্বারা পিতৃলোকানি লাভ হয়, আন জ্ঞানপূরক ধর্মকর্মেণ ফলে দেবলোক স্বয়ং তটতে আনন্ত কবিয়া একলোক পর্যান্ত লাভ হয়। তত্বেদক ক্ষতি এই 'দেবলোকে' অর্থাৎ যাহা কেবল দেবতাব আনন্দনা কখন, তাহাদেব অপেক্ষা আনন্দগত আনন্দজ্ঞানসম্পন্ন লোক শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। স্মৃতিও আছে 'দেবলোকে' কথ্য বিবিধ' ইত্যাদি। ধর্ম ও অর্থ্য অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য সমান হইলে যজ্ঞাদি প্রাপ্তি হয়। ৬,। এইকপে স্বভাবসিক্ত অবিজ্ঞাদি লোবসম্পন্ন ব্যক্তিব ধর্মাদ্য কন্মাত্মজ্ঞানের ফলে বন্ধাদি দ্বাববহ প্রাপ্তি পর্যান্ত গতি হয়, কিন্তু ই সমস্তই স সমন দশান অসুগত এন নাম কপ ও কন্মশ্রিত।

ভাষ্যভূমিক।

তদেন টম ব্যাকৃত সাধা সাধনরূপ ভগৎ প্রাপ্তংপন্তে: অব্যাকৃতমাসীৎ। ন এন বীজাক্রবান্দিব অবিজ্ঞাকৃতঃ সংসান আনুনি ক্রিয়া-কাবক কলাধারোপ

(৬) ভাৎপল্য—বেদোক্ত কন্ম সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, (১) প্রবৃত্ত কন্ম ও (২) নিবৃত্ত কন্ম। ওয়াং ঐহিক ব পারলৌকিক ফলোন্মেষে যে কন্ম অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা নাম 'প্রবৃত্ত' বা 'কাম' কন্ম। নিত বৈনিতিকাদি কন্মও এই 'প্রবৃত্ত' কন্মেরই অন্তর্নিবিষ্ট, আর কোন প্রকার ফল উদ্দেশ্য ন করিয়া কেবল জ্ঞানের জন্য যে কন্ম অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহার নাম 'নিবৃত্ত' বা 'নিকাম' কন্ম। প্রবৃত্ত কন্মের ফল বই উৎকৃষ্ট উটক না কেন, কখনই উটা সসারের বাহিরে বাইতে পার না, এম্ ভাবী বিনাশের হস্ত হইতেও পরিভ্রাণ করিতে পারে না; এই জন্য বৃহৎ পুত্রক প্রবৃত্ত কন্ম পরিভ্রাণপূরক নিবৃত্ত কন্মের আশ্রয় লইয়া থাকেন, এবং 'তাহা' ব্যাখ্যাত ক্রমে চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানোৎকর্ষ লাভ করিয়া ব্রহ্মানুভাব সাধনে করিতে সমর্থ হন।

ভাষ্যভূমিকা ।

লক্ষণঃ অনাদিবনশ্চঃ অনর্থঃ—ইতি, এতন্মাদ্ এবকৃত্য অবিচ্ছা-নিবৃত্তয়ে তদ্বিপরীত-ব্রহ্মবিচ্ছা-প্রতিপত্তার্থা উপনিষদ্ আরভাতে ।

টীকা । নমু সংসারগতেঃ আবিচ্ছদ্যম্ অমুক্তং, অত্যাঙ্গাদিপ্রতিপন্নহাং, “তৎ নামরূপা-ভামেব ব্যাক্রিয়ত” ইতি শ্রুতৌ চ নামরূপান্ননো জগতঃ অভিব্যক্তিশ্রবণাৎ । ন চ প্রামাণি-কন্তু অবিচ্ছাকৃতত্বম্; অত আত্ম—তদেবেদমিতি । জগত স্বরূপমাস্মা, তত্র অধ্যস্তহাং; তন্মাৎ আন্ততঃ অনভিব্যক্তে অত্যাঙ্গাদিনা শ্রুতৌ চ অভিব্যক্তমিব দৃশ্যমানমপি জগদনভিব্যক্ত-মেবোক্ত, ন তন্তু অবিচ্ছাকৃতত্ব কতিঃ ইতিভাব । অবিচ্ছাকৃতঃ স সাংসারগতিম্ অনুভবতে—স এষ ইতি । নমু অবিচ্ছাকৃতত্বে কথম্ অনাদিত্বম্—তৎপ্রত্যক্ষং তন্তু প্রবাহকপেণেত্যাহ—বীজাহুরাদিনাদিত্বাৎ । তত্রি কাঙ্গাদিচৈকতয়া সাধনাপেক্ষানন্তবে নাশো ভবিষ্যতি, ইত্যাহ—শঙ্করাহ—অনাদিরিতি । চৈতন্তবদাস্মনি তন্তু অবিচ্ছাকৃতত্বানুপপত্তিম আশঙ্ক্য নানারূপহেন ততো বিলক্ষণহাং এককপে যুক্তং তন্তু কল্পিতত্বম্, ইত্যাহ—শ্রুতিঃ । অনাদেয়পি সংসা-রন্তু আগতাববৎ নিরুত্তিঃ স্তাদিতি চেৎ, তথাপি ব্রহ্মবিজ্ঞানমন্তবে নাশো নাস্তি, ইত্যাহ—অনন্ত ইতি । প্রবক্তৃতা হেরহা স্তোত্রয়িতুম্ ‘অনর্থ’ ইতি বিশেষণম্ । ‘নৈসর্গিক’ ইতি পাতে হু কারণকপেণ তবম্ উল্লেকম্ । তন্মাৎ কন্তু সংসারফলং, ন মোক্ষ ফলমতি; তন্মাৎ সনিদান সংসাং নিবর্তকায়জ্ঞানার্থহেন সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নম্ অধিকাংবিশম্ অধিকৃত বেদান্তাবন্তঃ সম্ভবতি, ইত্যাপসংহতিঃ—উক্তোক্তমাদিতি ।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ ।

সেই এই নাম-রূপাত্মক সাধ্য সাধনরূপ অর্থাৎ কার্য্য কাবণ-প্রবাহরূপে অভিব্যক্ত পরিদৃশ্যমান এই সমস্ত জগৎই উৎপত্তির পূর্বে অনাকৃত বা অনভিব্যক্ত ছিল । বীজ ও অঙ্কুরের কার্য্যকাবণভাব যেমন অনাদি অনন্ত, তেমনি অবিচ্ছা দ্বারা আত্মাতে আরোপিত ক্রিয়া, কারক (কর্তৃত্বাদি) ও কণ্মকলাত্মক অনর্থময় এই সংসাংও অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রবাহক্রমে বর্তমান রহিয়াছে ও থাকিবে । যে লোক এই সংসাং হইতে বিবর্ত বা বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়াছে, তাহার অবিচ্ছানিবৃত্তির জন্তু এব-অবিচ্ছাবিবোধী ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভের উদ্দেশ্যে উপনিষৎ শাস্ত্র আরম্ভ হইতেছে ।

ভাষ্যভূমিকা ।

অন্ত তু অবশেষ-কর্ম্ম-স্বাক্ষিনো বিজ্ঞানন্ত প্রয়োজনং বেদাম্ অবশেষে নাধিকারঃ, তেদাম্ অস্মাদেব বিজ্ঞানাৎ তৎফলপ্রাপ্তিঃ, “বিজ্ঞা বা কর্ম্মণা বা” “তদ্বৈতলোকভিদের” ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যাঃ ।

কর্ম্মবিষয়কমেব বিজ্ঞানন্তেতি চেৎ; বা; যোঃস্বমেদেন যজতে, য উ

ভাষ্যভূমিকা ।

চৈনমেবং বেদ" ইতি বিকল্পক্ৰতেঃ । বিভাগপ্রকরণে চ আত্মানাং, কর্মান্তরে চ সম্পাদন-দর্শনাং বিজ্ঞানাং তৎকলপ্রাপ্তিঃ অসীতি অবগম্যতে । সর্বোবাৎ কর্মণাং পবং কর্ম অর্থমেধঃ, সমষ্টি-ব্যাষ্টি-প্রাপ্তি-কলহাং ।

তত্ত চ ইহ ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্রারম্ভে আত্মানাং সর্বকর্মণাং সংসারবিষয়ত্বপ্রদর্শনার্থম্ । তথা চ দর্শয়িত্বাতি কলম্—অশনায়াং মৃত্যুতাবম্ ।

টীকা । যথোক্তজ্ঞানার্থম্বেন উপনিষদারম্ভে 'ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ' ইত্যারম্ভব্যং, তন্মাদাবজ্ঞানোপদেশাৎ; 'উবা বা অবত' ইত্যারম্ভস্ত ন বৃত্তঃ, সাক্ষাৎ অত্র ভদ্রভুক্তঃ, ইত্যাপেক্ষা অশ্বাদারম্ভ উপনিষদারম্ভে অসীৎ কলম্ অতিবিশেষমানঃ প্রথমম্ অবশেষোপাসন-কলমাহ—অত্র স্থিতি । রাজবজ্রহাদ্ অবশেষত্ব উদনধিকারিণামপি ব্রাহ্মণাদীনাম্ তৎ-কলার্থিনাম্ অশ্বাদেব উপাসনাং তদাপ্তিরিতি বহা ক্রতো তদুপাসনোক্তিরিত্যর্থঃ । কিমত্র নিবাসকম্? ইত্যাপেক্ষা বিকল্পব্রবণ কেবলতাপি জ্ঞানত্ব সাধনম্ সূচয়তি, ইত্যর্থতো বিকল্প-ক্রতিমুদাহরতি—বিভক্তয়েতি । 'তৎকলপ্রাপ্তি'রिति পূর্বেণ সন্ধ্যঃ । তত্রৈব ক্রত্যন্তরমাহ—তচ্ছতি । তদেতৎ প্রাপদর্শনং নোকপ্রাপ্তিসাধনং এসিদ্ধমিতি বাবৎ । 'আদি'-শব্দেন কেবলোপাত্তা ব্রহ্মলোকান্তিবাধিত্ত্বঃ ক্রতরো গৃহ্যন্তে ।

অর্থমেধে বহুপাসন, তস্তাপি অশ্বাদিবৎ তচ্ছেষম্বেন কলবহাৎ ন ব্যতিস্রোণ তদ্বদম্, অদেব্ স্বতন্ত্রকলাতাবাদিতি শব্দে—কর্মবিষয়মিতি । জ্ঞানত্ব ক্রত্বর্থঃ সূচয়তি—নেতি । পূর্বেই অর্থতো দর্শিতা বিকল্পক্রতিম্ অত্র চেতুঃতরা স্বরূপতঃ অন্তর্ভাব্যতঃ—গোহবশমেতি । "স সৰ্বং পাপানং তরতি, তরতি ব্রহ্মহত্যাম্" ইতি সন্ধ্যঃ । জ্ঞানকর্মণোঃ তুল্যকলত্বত্ব জ্ঞাবাদিতি শেষঃ । উপাস্তিকলক্ৰতেঃ অর্থবাদকমানত্বাৎ অবশেষত্ব উপাস্তেরপি কর্মহাৎ বিহিতত্বাৎ কর্মপ্রকরণাদ্ বুখিতত্বাচ্চ যৈবম্, ইত্যাহ—বিভক্তয়েতি । কলক্ৰতেঃ অর্থবাদত্বাভাবে হেতুস্তরমাহ—কর্মান্তরে চেতি । অবশেষাতিরিক্তে কর্মণি "অত্র বাব লোকোহগ্নিঃ" ইত্যাদৌ চিত্যাদ্যাদৌ এতল্লোকাদিসম্পাদনত্ব স্বতন্ত্রকলোপাসনত্ব দর্শনাৎ ন কলক্ৰতেঃ অর্থবাদত্বা ইত্যর্থঃ । অবশেষোপাসনং ন ক্রত্বর্থঃ, কিং তু পুরুষার্থঃ; তত্র চ অধিকারঃ অবশেষকর্মণধি কারিণামপীতি এতাবশেষ ইষ্ট চেৎ, উপাসনে কর্মপ্রকরণহেতুপি তন্মাতাং বিভাগপ্রকরণে ন অন্তাধারনবর্ষব্যং, ইত্যাপেক্ষাহ—সর্বোবা চেতি । পরবে হেতুঃ—সমসীতি । অনুবৃত্তব্যাবৃত্তরূপ স্মরণার্থ-প্রাপ্তিহেতুত্বাৎ তত্ত্ব জ্ঞেয়তা ইত্যর্থঃ ।

তত্ত পুণ্যজ্ঞেয়ত্বমপি একুতে কিমাত্রাতঃ, তদাহ—তত্ত চেতি । যদা ক্রতুপ্রধানত্ব অবশেষত্ব উপাস্তিসহিতত্বাপি সংসারকলত্ব, তদা অগ্নীরসাদ্ অগ্নিহোজ্বালীনাঃ সংসারকলত্ব কিং বাচ্যম্, ইত্যন্তিম্ কর্মপ্রাণো বহুহেতৌ বিরক্তাঃ সাধনচতুর্বিধিষ্টা জ্ঞানমপেক্ষমাণাঃ তদুপারে একবাদৌ এব সর্বকর্মসংসারপূর্বেক কথং অবর্তেদম্—ইত্যাপ্রবর্তী ক্রতিরূপাদনাং বিভক্তয়ে অর্জিতমিতি । তেন "উবা বা অবত" ইত্যাদ্যুপনিষদারম্ভে বৃত্তঃ, অত্র বিশিষ্টাধি-কারিসম্বন্ধত্বাৎ ইত্যর্থঃ । উপাস্তিকলত্ব সংসারমোচনম্বেন বৃত্তঃ সিকম্? অত্র আহ—তথা

চেতি । অশনারা হি মৃত্যুঃ, “স বৈ নৈব যেনে, সঃ অবিত্তেৎ” ইতি ভবান্ভাদিভ্রবণাৎ উপাস্তি-
মৃত্যুভ্রুকলস্ত মৃত্যু বন্ধমধ্যপাতিত্বাৎ বিশিষ্টোহপি ক্রতুঃ ন-মুক্তয়ে পর্যাপ্নোতীত্যর্থঃ ।

ভাষ্যভূমিকামুবাদ ।

এই অধ্যমেধ কর্মসম্বন্ধী বিজ্ঞানের (অর্থাৎ এই ব্রহ্মদারণ্যকোপনিষদের
প্রথমে উপদিষ্ট অধ্যমেধ যজ্ঞেব রূপক-কল্পনার) উদ্দেশ্য এই যে, অধ্যমেধ যজ্ঞে
বাহাদের অধিকার নাই, সেই ব্রাহ্মণপ্রভৃতিও যে, এব বিধ বিজ্ঞান হইতেই প্রকৃত
অধ্যমেধ যজ্ঞের যথার্থ ফল লাভ করিতে পারিবে, (৭) তাহা ‘বিদ্যা অথবা কর্ম’
দ্বারা [যথোক্ত কলপ্রাপ্তি হয়] এবং ‘সেই এই প্রাণবিজ্ঞান নিশ্চয়ই লোক-
প্রাপ্তির সাধন’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [জানা যায়] ।

যদি বল, কর্মই উক্ত বিজ্ঞানের বিবরণ, (অর্থাৎ শাশ্বত অধ্যমেধ যজ্ঞেরই অঙ্গ-
রূপে ঐরূপ উপাসনার বিধান কবা হইয়াছে, স্বতন্ত্র ভাবে নহে ;) না,—তাহাও
বলিতে পার না ; কারণ, ‘যে লোক অধ্যমেধ যজ্ঞ কবে, অথবা যে লোক যথোক্ত
প্রকারে ইহা চিন্তা করে (=বিজ্ঞানসম্পন্ন হয়)’ এই শ্রুতিতে যজ্ঞ ও যজ্ঞ-বিজ্ঞানের
বিকল্প (পূর্ণক অন্তর্ভেদ) কথিত হইয়াছে । বিশেষতঃ, উপাসনা-প্রকরণে পঠিত
হওয়ার, এব অধ্যমেধাতিরিক্ত কর্মেও এইপ্রকার বিজ্ঞানের উপদেশ দৃষ্ট হওয়ার
বুঝা যায়—তাহে যে, কেবল বিজ্ঞান হইতেও অধ্যমেধ যজ্ঞেব ফললাভ হইয়া থাকে ।
অধ্যমেধ যজ্ঞ সর্বকর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম ; কারণ, ইহা চরা সমষ্টি-ব্যাপ্তি—সমস্ত
কলই প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

ব্রহ্ম-বিজ্ঞান প্রারম্ভে যে, ইহার উল্লেখ কবা হইয়াছে, তাহাব প্রধান উদ্দেশ্য
হইতেছে—কর্ম্মমাত্রেরই সংসার-বিবরণকল্প (অর্থাৎ সা সাংবিক ফলসাধক)
প্রদর্শন করা । আন ফলভোগের ইচ্ছায় বা সন্ধ্যা ভাবে কৃত কর্ম্মেব ফল যে মৃত্যু-
প্রাপ্তি, তাহা পরেও প্রদর্শন করিবেন ।

ভাষ্যভূমিকা ।

ন নিত্যানাং সংসারবিবরণ-ফলস্বমিতি চেৎ ; ন ; সর্বকর্ম্মফলোপসংহার-
শ্রুতেঃ । সর্বং হি পরীক্ষকং কর্ম্ম ; “জান্না মে শ্রুৎ, এতাবান্ বৈ
কামঃ” ইতি নিসর্গত এব সর্বকর্ম্মণাং কাম্যত্বং দর্শয়িত্বা, পুত্র-কর্ম্মাপর-
বিজ্ঞানাক্ষ “অয়ং লোকঃ পিতৃলোকো দেবলোকঃ” ইতি ফল দর্শয়িত্বা,

(৭) তাৎপর্য—কর্ম্মকাতোক্ত অধ্যমেধযজ্ঞে একমাত্র কত্রির রাতাবই অধিকার ; মৃত্যুরা,
ব্রাহ্মণাদি জাতি ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ও ফললাভে অধিকারী নহে । সেই মৃত্যুই শ্রুতি
রূপাপরবশ হইয়া রূপক-যজ্ঞের উপদেশ দিয়াছেন । ব্রাহ্মণাদি জাতি ঐরূপ ভাবনাব দ্বারা—
অধ্যমেধের ফললাভের সমর্থ হইবেন ।

ভাষ্যভূমিকা ।

ত্র্যায়াক্ততাঞ্চ অস্তে উপসংহরিষ্যতি—“জয়ং বা ইদং নাম রূপং কৰ্ম” ইতি ।
সৰ্বকৰ্মণাং ফলং ব্যাকৃতং সংসার এবৈতি ।

টীকা । উক্তে সৰ্বকৰ্মণাং বাক্যকলমে নিভানৈমিত্তিকানাং ন তৎকলম্, তেষাং বিধুক্ষেপে
কলাজ্ঞেতঃ বট্টাৰ-দক্ষরথস্তায়েন বৃত্তিকলকলাভামিতি শব্দেত—ন নিভানামিতি । “এতাবান্
বৈ কামঃ” ইতি সৰ্বকৰ্মণাম্ অবিবেচ্যেণ ফলসম্বন্ধপ্রবণাৎ পঞ্চাক্ষেত কামাকলম্বস্ত তদ্বিধুক্ষেপবশাৎ
সিদ্ধবাৎ “কৰ্মণা পিতৃলোকঃ” ইতি বাক্যস্ত নিভানৈমিত্তিকলবিষয়বাৎ ন যোককলহানকা, ইতি
পরিহার্যতি—নোতি । উক্তমেব শূটয়তি—সৰ্বাঃ হীতি । পত্নীসম্বন্ধে মানমাহ—জ্ঞায়তি ।
তথাপি কথং কৰ্মণঃ সৰ্বস্ত কামোপায়কং, তত্রাহ—এতাবান্ বৈ কাম ইতি । কথং তর্হি তেষা
কলভেদো লভ্যতে, তত্রাহ—পুত্রোতি । অথৈব কলবিভাগে কথং সন্ততিবাহিঃপ্রাপ্তিকলম্ অত
মেধতোজম্, অত আত—ত্র্যায়াক্ততাং তেতি । অস্তাখ্যায়স্ত অবশানে কন্মকলস্ত হিরণ্যগর্ভ-
রূপতাং ত্রয়মিত্যাক্তা জ্ঞতিঃ উপসংহরিত্তত্যর্থঃ । উপসংহারজ্ঞেতঃ তাৎপৰ্য্যমাহ—
সৰ্বকৰ্মণামিতি ।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ ।

বদি বল, না—নিত্যকর্মেবও ফল সংসারবিষয়ক নহে, অর্থাৎ নিত্যকর্ম দ্বারা
যে ফল লাভ হয়, তাহা সাংসারিক ফলাপেক্ষা উৎকৃষ্টও হইতে পারে । না,— তাহাও
বলিতে পার না ; কেন না, এই অধ্যায়েরই শেষভাগে সমস্ত কর্মকলমে যেক্রম
উপসংহৃত করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, কর্মের সর্বোচ্চ ফল হইতেছে—
হিরণ্যগর্ভ-প্রাপ্তি পূর্ণাঙ্গ, সেই হিরণ্যগর্ভও ত সংসারের বাহিরে নহেন । বিশেষ
কৃতঃ, কর্মমাত্রই পত্নী-সম্বন্ধ, কাবল, ‘আমার পত্নী চউক’, ‘এই পূর্ণাঙ্গই আমার
কামনার বিষয়’, এই সকল স্থলে কাম্য ফলবিষয়েই সমস্ত কর্মের প্রবৃত্তি প্রদর্শন
করিয়াছেন, এবং পুত্র, কর্ম ও অপরা বিচার [--ত্রয়বিচারতির বিচার]
আবার ইচ্ছলোক, পিতৃলোক ও দেবলোকরূপ ফল নির্দেশ করিয়াছেন,
(অর্থাৎ পুত্রের ফল ইচ্ছলোক, কর্মের ফল পিতৃলোক আর অপরা বিচার
ফল দেবলোকপ্রাপ্তি, এইরূপে ফলবিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন) । তাহার পর
উপসংহারকালেও ‘হুলস্থল্লায়ক এই ভগৎ ত্রিবিধ—নাম, রূপ (আকৃতি)
ও কর্মায়ক’ ; এই কথা বলিয়া ভগতের ত্র্যায়াক্ততা অর্থাৎ ত্রিবিধ অন্নরূপ
প্রদর্শন করিবেন (৮) । অতএব, নামরূপাতিব্যাক্ত এই সংসারই যে, সমস্ত
কর্মের প্রাপ্তব্য ফল, তাহা বেশ বুঝা বাইতেছে ।

(৮) তাৎপৰ্য্য—এখানে অন্ন অর্থে জীবের হ্রোদাভ্যন্তর বৃত্তিভেদ হইবে । নাম, রূপ ও
কর্ম এই ত্রিবিধ ভগতের অস্তিত্ব । ভাগ্যতিক সেই নাম, রূপ ও কর্ম-তিনই জীবনের

ভাষ্যভূমিকা।

ইদমেব ত্রয়ং প্রাপ্তংপন্তে: তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ। তদেব পুনঃ সর্ব-
প্রাণিকর্ষবশাদ্ ব্যাক্রিরতে বীজাদিব বৃক:। সোহিরং ব্যাকৃত্যব্যাকৃতরূপঃ
সংসারঃ অবিজ্ঞাবিষয়ঃ। ক্রিয়াকারক-কলাত্মকতয়া আত্মরূপত্বেন অধ্যা-
রোপিতঃ অবিজ্ঞয়েব মূর্ত্তামূর্ত্ত-তৎসানাত্মকঃ, অতো বিলক্ষণঃ, অনাম-রূপ-
কর্ণাত্মকঃ অময়ঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তবৃত্তাবোহপি ক্রিয়াকারক-কলভেদাদি-
বিপর্যায়েন অবভাসতে। অতঃ অস্মাৎ ক্রিয়াকারক-কলভেদস্বরূপাৎ ‘এতাবৎ
ইদম্’ ইতি সাধা-সাধনরূপাদ্ বিরক্তস্ত কামাদিদোষ-কর্মবীজভূতাবিজ্ঞা-
নিবৃত্তয়ে রক্ষামিব সর্ববিজ্ঞানাপনয়ান ব্রহ্মবিজ্ঞানভূতে।

টীকা।। কর্মকলা সংসারক্ষেত্রে, প্রাক্ তদমুচ্চানাং তদভাবাৎ নুজানাং পুনর্কর্ম: জ্ঞাৎ,
ইত্যশঙ্ক্যাহ—ইদমেবেতি। ‘তর্হি’ তত্ত্বামবহরামিতি বাবৎ। তত্ত্ব পুনর্কর্মাকরণে কার্শন্যমাহ—
‘তদেবেতি। ব্যাকৃত্যব্যাকৃতাত্মনঃ সংসারস্ত প্রামাণিকত্বেন সত্যমশঙ্ক্য অবিজ্ঞাকৃতত্বেন
তদ্বিধাকৃতমুক্তং স্মারয়তি—সোহয়মিতি। স এব তি জ্ঞানবিষয়ো ন প্রামাণিকঃ, তৎ কুতোহস্ত
সত্যতা ইত্যর্থঃ। কথমুজ্ঞানি অময়ে কুটং প্রাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ক্রিয়ৈতি। সমারোপে
মূলকারণমাহ—অবিজ্ঞয়েতি। আত্মনি অবিজ্ঞারোপিতং বৈতম্, ইত্যত্র ‘যে বাব ব্রহ্মণে। রূপে
মূর্ত্ত: চৈবামূর্ত্ত: চ’ ইত্যাদিবাচ্যঃ প্রমাণয়তি—মূর্ত্তৈতি। নমু আত্মজ্ঞারোপো ন উপপত্ততে,
তত্ত্ব নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তবৃত্তাবস্ত বৈতবিলক্ষণত্বাৎ, অসতি সাদৃশ্যে অধাসানিক্ষেপে; অত আহ—
অত ইতি। সংসারাবৈলক্ষণ্যমেব একটয়তি—অনামেতি। ‘আদি-পদেন অন্তেষপি বিপর্যয়-
ভেদাঃ সংগৃহ্যন্তে। আরোপে ‘প্রমিণোমি করোমি ভূক্তে চ’ ইত্যনুভব’ প্রমাণয়তি—অবভাসত-
ইতি। আত্মতৎসান্যাস: সাদৃশ্যভাবোহপি নভসি মলিনত্বাদিবৎ যতোহনুভূতং, অতঃ সবিজ্ঞান-
বিজ্ঞানিবর্ত্তক-ব্রহ্মবিজ্ঞানার্থত্বেন উপনিষদারম্ভ: সম্ভবতি, ইতুপসংহরতি—অত্র ইতি। এতাব-
দ্বিতি অনর্থান্বযোক্তি:। তত্ত্বজানাং অজ্ঞাননিবৃত্তৌ দুষ্টান্তমাহ—রক্ষামিবেতি।

ভাষ্যভূমিকানুবাদঃ।

এই তিনটিই অর্থাৎ উক্ত নাম, রূপ ও কর্মই উৎপত্তির পূর্বে অব্যাকৃত
বা অনতিব্যক্ত অবস্থায় ছিল; বীজ হইতে মেরূপ বৃক্ষ বহির্গত হয়, তদ্রূপ

তোমা; এই তত্ত্ব অরসজ্ঞার পরিচিতি। কর্মের চূড়ান্ত কল হইতেছে—হিরণ্যগর্ভের জ্ঞান,
সেই হিরণ্যগর্ভের বশব শাস্ত্রপনকর্মান্বক সংসারের জড়ীত মছে, তখন অগ্নের আর কথা কি?
বিশেষ এই যে, পুত্র দ্বারা ইহলোকে প্রতিষ্ঠা দি লাভ হয়, জ্ঞানরহিত কর্ম দ্বারা পিতৃলোক
লাভ হয়, আর অগ্নি দ্বারা দ্বারা—বাহ্য ব্রহ্মবিজ্ঞান মছে, সেই বিজ্ঞান দ্বারা—দেবলোক লাভ
হয়, কিন্তু কেবলমাত্রই কর্ম দ্বারা সাধার লবকে দুষ্টিলাভ সম্ভব হয় না।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ ।

সেই তিনটিই জীবগণের প্রাক্তন কর্তব্য বা অদৃষ্ট বশতঃ ফলরূপে অভি-
 ব্যক্ত হইল। সেই এই সংসারের (জগতের) অবস্থা দুইপ্রকার—ব্যাকৃত
 (ফল) ও অব্যাকৃত (হৃদয়)। এই উভয়াবস্থার সংসারই অবিজ্ঞার অধিকারে
 বর্তমান, অথচ অবিজ্ঞাকর্তৃকই আত্মাতে ক্রিয়া, কারক ও ফলরূপে অধ্যারোপিত
 (আরোপিত), (২) এবং মূর্ত (ফল—আকৃতিসম্পন্ন), অমূর্ত (হৃদয়—
 ফলাবয়বরহিত) ও তদ্বিষয়ক সংসারময়। পরব্রহ্ম ঠিক ইহার বিপরীত—নাম-
 রূপ-কর্ত্ত-সম্বন্ধশূন্য অদ্বিতীয় এবং স্বভাবতই নিত্যওক্ষুণ্ণরূপ; কিন্তু তথাপি
 (১০) অবিজ্ঞা-বিভ্রমে ক্রিয়া, কারক ও ফলাদিভেদে বিভিন্নাকারে প্রতিভাসমান
 হইয়া থাকেন। এইজন্য 'ইহা এই পর্য্যন্তই', অর্থাৎ ক্রিয়াদি সমস্তই পরিচ্ছিন্ন
 ও বিনাশাদি-দোষগন্ত, এইরূপ ভাবনাবশে বাহ্যার সাধ্য-সাধনাত্মক বা কার্য্য-
 কারণভাবাত্মক ক্রিয়া-কারক-ফলাদিবিভাগময় সংসার হইতে বিরক্ত বা অনাসক্ত,
 বৈরাগ্যসম্পন্ন সেই সমস্ত পুরুষেরই রক্ষুতে সৰ্পব্রহ্ম-নিবৃত্তির জ্ঞান, কামাদি
 দোষের ও কর্ত্তের বীজভূত অবিজ্ঞানিবৃত্তির জ্ঞান এই ব্রহ্মবিজ্ঞা (উপনিষৎ) আরম্ভ
 হইতেছে।

(২) তাৎপৰ্য্য—‘অধ্যারোপ’ কথাটি বেদান্তশাস্ত্রে বিশেষার্থে পরিভাষিত, ‘অধ্যাস’
 ইহার নামান্তর। ইহার পরিচয় এই প্রকার;—‘বস্তুস্তবছারোপোহধ্যারোপঃ’ (বেদান্তসার)।
 অর্থাৎ কোন একটি সত্য পদার্থের উপর অপর কোন অসত্য পদার্থের যে, আরোপ বা অজ্ঞানমূলক
 কল্পনা, তাহাই অধ্যারোপ। যেমন—বাবহাররূপে তৎ একটি সত্য পদার্থ; অজ্ঞানের ফলে
 তাহাকে সৰ্পরূপে মনে করা হয়। এই রক্ষুতে যে সৰ্পজ্ঞান, ইহাই অধ্যারোপ; সুতরাং সৰ্প সেখানে
 অধ্যারোপিত। এই প্রকার, ব্রহ্ম নিত্য নিম্পাপ ও বৃত্তবতাব এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু অজ্ঞান
 তাহাতে আত্মময় অনিত্য জগৎ-ভেদে অধ্যারোপিত করিয়া দেয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে,
 অধ্যারোপ বস্তুই হউক বা কেন, সেই আরোপিতের দোষগুণে আরোপাধার সত্য বস্তুটি কখনও
 বিকৃত বা পরিবর্তিত হয় না, একত পক্ষে অবিকৃত নিজ বৃত্তাবেই থাকে। অতএব এই বিশাল
 জগৎপ্র-ক্টের আরোপেও ব্রহ্মের কিছুমাত্র কতিবৃত্তি হয় না।

(১০) তাৎপৰ্য্য—নিত্য অর্থ কোন কালে বা কোন দেশে কোনও রূপে বাহ্যার বিনাশ
 বা পরিবর্তন না ঘটে। কিন্তু সাংখ্যবাদীরা বলেন,—বিকার বা পরিবর্তন হইলেও বাহ্যার
 অত্যন্ত উচ্ছিন্ন না হয়, তাহাও নিত্য। এই দ্বিরবাক্যসারে ঠাহারা চিরবিকারশীল অকৃতিকেন্দ্র
 নিত্য বলেন; কারণ, একতের বিকার হয় সত্য, কিন্তু একেবারে ধ্বংস বা উচ্ছিন্ন হয় না;
 হতভাং ঠাহাদের মতে নিত্য পদার্থ দুই প্রকার;—(১) পরিণামী নিত্য, ও (২) কূটন্য নিত্য।
 ঠাহাদের মতেশূন্য (আত্ম) ভিন্ন আর কিছুই কূটন্য নিত্য নাই; আর বেদান্তমতে কূটন্য নিত্য
 অকৃতিকার কিছুমাত্রই নিত্য পদার্থ নাই; অপর সকলের নিত্যতা কেবল দ্রাণৈকিক মাত্র।

ভাষ্যভূমিকা।

তত্র তাবদ্ অখমেধবিজ্ঞানায় “উবা বা অখন্ত” ইত্যাদি। তত্র অখবিষয়মেব দর্শনমুচ্যতে, প্রাধান্তাদখন্ত। প্রাধান্তঞ্চ তন্মামাক্ষিতত্বাৎ ক্রতোঃ প্রাজাপত্যত্বাচ্চ।

টীকা। এবম্ উপনিষদারম্ভে স্থিতে প্রাথমিকব্রাহ্মণয়োঃ অবাস্তুরতাৎপৰ্য্যমাহ—তত্র তাবদিতি। আন্তস্ত পুনঃ অবাস্তুরতাৎপৰ্য্যং দর্শয়তি—তত্রৈতি। নহু অখমেধস্ত অজবাহল্যো ক্রম্বাৎ অখাখ্যাত্তবিষয়মেব উপাসনমুচ্যতে, তত্রাহ—প্রাধান্তাদিতি। তদেব কথমিতি, তদাহ—প্রাধান্তং চেতি। প্রাজাপতিদেবতাকত্বাচ্চ অখন্ত প্রাধান্তমিত্যাহ—প্রাজাপত্যত্বাচ্চেতি।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

অখমেধ যজ্ঞবিষয়ে বিজ্ঞান সমুৎপাদনার্থ প্রথমে “উবা বা অখন্ত” ইত্যাদি বাক্য আরম্ভ হইতেছে। তন্মধ্যেও আবার সৰ্ব্বপ্রথমে অখবিষয়ক দৃষ্টির (রূপক-বিজ্ঞানের বিষয়) কথিত হইতেছে; কারণ, অখই অখমেধ যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ। ঐ যজ্ঞটি অখের নামে পরিচিত, এবং প্রাজাপতি উহার দেবতা; এই উভয় কারণে অখের প্রাধান্ত বুঝিতে হইবে।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

[ব্রাহ্মণক্রমেণ তু তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।]

[উপনিষদারম্ভঃ ।]

প্রথমঃ ব্রাহ্মণম্ :

ওঁম্ উষা বা অশ্বস্য মেঘস্য শিরঃ সূর্য্যশ্চক্ষুর্বাতিঃ প্রাণো
ব্যাভ্রমগ্নিবৈশ্বানরঃ সংবৎসর ভাক্তা অশ্বস্য মেঘস্য । গোঃ
পৃষ্ঠমন্তরীক্ষমুদরঃ পৃথিবী পাক্তম্ দিশঃ পার্শ্বে অবাস্তরদিশঃ
পর্শ্ব ঋতবোহঙ্গানি মাসাশ্চার্দ্ধমাসাশ্চ পর্বাণ্যহোরাত্রাণি
প্রতিষ্ঠা নক্ষত্রাণ্যস্বীনি নভো মাংসানি । উবধ্যত্ সিকতাঃ সিদ্ধবো
গুদা বহুচ্চ ক্রোমানশ্চ পর্বতা ওষধয়শ্চ বনস্পত্যশ্চ লোমানি
উগ্ৰন্ পূর্বার্দ্ধো নিম্নোচন্ জঘনার্দ্ধো যদ্বিজৃম্বতে তদ্বিত্যোততে
যদ্বিধুম্বতে তৎ স্তনয়তি যন্মেহতি তদ বর্ষতি বাগেবাস্ত্য বাক্ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ ।

সচ্চিদানন্দ-সন্দোহ-সমীপিত-কলেবরম্ ।

সানন্দং ভগদানন্দং বন্দে শ্রীনন্দ-নন্দনম্ ॥

প্রণম্য গুরুপাদাভ্যং দ্বিভা শঙ্করভাবিতম্ ।

বৃহদারণ্যকে ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিত্তম্ভতে ॥

সরলার্থঃ—অনান্তবিদ্যাসমুখ-জন্মমরণপ্রবাহ প্রসার-সংসার-মাগর-নিমগ্নান্
জীবান্ ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশেন সহদ্বিধীর্ভূঃ কৃতিরারোহপকারায় সুখবোধায় চ প্রথমং
কর্ম্মাক্রমরূপসনং বক্তৃরূপক্রমতে । তত্রাপি বক্তেযু অবশেষত প্রেত্ভ্যাং, তদন্ত
চ অবশ্য প্রজাপতিদেবতাদ্য অববিষয়কবেব বিজ্ঞানং প্রথমং প্রত্যোতি “উষা বৈ”
ইত্যাদিভিঃ ।

উষাঃ (ব্রাহ্মো বৃহতঃ) । বৈ-শবকঃ (আরলার্থকঃ—প্রসিদ্ধকালহারকঃ) ।
বেধ্যত (পবিত্রত বজীরত) অবশ্য শিরঃ (বক্তব্য) উষাঃ (অবশিরসি

উষোবুধিঃ করণীরা, শ্রেষ্ঠত্বসাম্যাদিতার্থঃ) । চক্ৰঃ সূর্য্যঃ (সিন্ধুঃসান্ধিয়াং) ;
 প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্তাস্থকঃ) বাতঃ, (বায়ুধৰ্মপৰ্বাৎ প্রাণস্ত) ; বাতঃ (মুখবিবরঃ)
 বৈশ্বানরঃ অগ্নিঃ, (মুখস্তায়িদেবতাকথাং) ; আত্মা (শরীরঃ) সংবৎসরঃ
 (ছাদণাদিমাশ্রয়কঃ কালঃ, অবয়বসমষ্টিরূপত্বাৎ) ; পৃষ্ঠা ছোঃ (ছ্যালোকঃ,
 উচ্ছ্বাসমাং) ; উদরম্ অন্তরীক্ষং (আকাশম্, অবকাশরূপত্বাৎ) ; পাজস্তং
 (পাদস্তং, পাদাধারস্থানং) পৃথিবী ; পার্শ্বে দিশঃ, পৰ্শ্বাঃ (পার্শ্বাঙ্গীনি) অবাস্তর-
 দিশঃ ; অঙ্গানি (অবয়বাঃ) ঋতরঃ (বসন্তাদ্যাং, ২ বৎসবাক্তত্বাৎ) ; পৰ্শ্বানি
 (অঙ্গসঙ্করঃ) নাসাঃ চ অঙ্গমাশাঃ (পক্ষাঃ) চ, প্রাণ্ঠাঃ (পাদাঃ) অহো-
 বাত্ৰাণি ; অস্থানি নক্ৰাণি ; বা সানি নভঃ (আকাশত্বাৎ মেঘাঃ) ; উবধাঃ
 (উদরস্থমধ্ভীর্ণময়) শিকতাঃ (বালুকাঃ, বিশীর্ণতাসামাং) ; শুদাঃ (মলহারঃ,
 বহা বহবচনসামিথ্যং শুক্লনসাম্যাত্মাচ্চ নাভাঃ) সিন্ধবঃ (নভঃ) ; বক্ৰং চ
 ক্রোধানঃ (প্লীহা) চ পৰ্শ্বতাঃ ; লোমানি ওবধবঃ চ বনস্পত্যঃ চ ; পূৰ্শ্বাঙ্গঃ
 (দেহস্ত পূৰ্শ্বভাগঃ) উদান্ (উপগচ্ছন্ সূর্য্যঃ) ; জঘনাক্ (উত্তরাঙ্গঃ) নিম্নোচ্চন্
 (অন্তঃ গচ্ছন্ সূর্য্যঃ) , যৎ বিজ্জুততে (অথঃ গাত্ৰাণি বিক্ষিপতি), তৎ বিজ্জো-
 ততে, (বিজ্জুতস্ত বিদোতনসামাং) ; যৎ বিধুততে (গাত্ৰাণি কম্পয়তি), তৎ
 স্তনয়তি, (মেঘগচ্ছনসামাং বিধুননস্ত), যৎ মেহতি অথঃ মুত্রং ত্যজতি),
 তৎ বৰ্ষতি (ভলবৰ্ষসামাং মেহনস্ত) ; অস্ত (অথস্ত) বাক (শব্দঃ) এব বাক্
 (নাত্র পূপক্ কল্পনমিতার্থঃ) ।

অত্রেয়ঃ বোধা — য খলু শাস্ত্রোক্তাঃ অথমেধবজ্ঞাধিকানিগং, তেবামেব বজ্ঞাঙ্গে
 অথে সঙ্কারাদানস্ত আবগ্ৰকত্বাৎ অগ্নাঙ্গেষু উবঃপ্রভৃতিদৃষ্টং কৰ্ত্তব্যং, যে পুনর-
 থমেধে অনধিকানিগং বাক্ৰণাদয়ঃ, তেনাস্ত উবঃপ্রভৃতিষেব অগ্নাস্তদৃষ্টং করণীয়-
 তরা বিধীয়ন্তে ; অতএব তে জ্ঞানবজ্ঞা ইতাভিধীয়ন্তে ॥ ১

অত্রেয়ঃ বোধা—অথমেধ-বজ্ঞীয় অথের মন্তুকাদি অঙ্গে উষাকাল
 প্রভৃতি চিন্তার নিধান হইতেছে,—বজ্ঞীয় অথের মন্তুক হইতেছে উষা অর্থাৎ
 আত্মা মুহূৰ্ত্ত ; চক্ৰ হইতেছে সূর্য্য ; প্রাণ হইতেছে বায়ু ; ব্যাভ মুখবিবর হই-
 তেছে বৈশ্বানরনামক অগ্নি ; দেহ হইতেছে সংবৎসর ; পৃষ্ঠ হইতেছে ছ্যালোক
 (স্বর্গ) ; উদর হইতেছে অন্তরীক্ষ ; পাদাধিষ্ঠান (পুর) হইতেছে পৃথিবী ; পার্শ্ব-
 ণ্য হইতেছে দিক্‌সমূহ ; পার্শ্বস্থ অঙ্গিসমূহ হইতেছে অবাস্তর দিক্‌সমূহ (কোণ-
 সমূহ) ; অঙ্গান্ত অঙ্গ হইতেছে হস্ত পদ ; অঙ্গসঙ্কিসমূহ হইতেছে মাস ও অঙ্গ-
 মাস (এক এক পক্ষ) ; প্রতিষ্ঠা বা পদসমূহ হইতেছে দিনরাত্র ; অঙ্গিসমূহ

হইতেছে নক্ষত্রমণ্ডল ; মাংস হইতেছে আকাশস্থ মেঘমালা ; উদরস্থ অর্কজীর্ণ ভুক্তাঙ্গ হইতেছে বালুকারণি ; নাড়ীসমূহ হইতেছে নদীসংঘ ; বকুৎ ও গ্রীহা হইতেছে পর্বতরাশি ; লোমসমূহ হইতেছে তৃণ ও বৃক্ষরাজি ; পূর্বার্দ্ধ হইতেছে উদীয়মান সূর্য্য ; আর পশ্চাদ্ভাগ হইতেছে অন্তগামী সূর্য্য ; অথ যে জন্তন করে—শরীরবিক্ষেপ করে, তাহা হইতেছে মেঘের বিদ্যুৎসঞ্চার ; আর অথ যে শরীর কম্পন করে, তাহা হইতেছে মেঘ গর্জ্জন, এবং অথ যে মূত্রভাগ করে, তাহাই মেঘের বারির্দর্শন ; অথের শব্দই মেঘের শব্দ ॥ ১ ॥

শাকরভাষ্যম্—‘উবা’ ইতি । ব্রাহ্মো মুহূর্ত্ত উবাঃ ; বৈ-শকঃ দ্বার-
গাৰ্হঃ, প্রসিদ্ধ কালঃ দ্বারগতি । শিরঃ, প্রাধাত্মাঃ ; শিরশ্চ প্রধানঃ শরীরা-
বয়বানাম্ । অথত মেধাত্ত মেধার্হত্ত যজ্ঞিরত্ত উবাঃ শির ইতি সধকঃ । কণ্ঠাভ্যন্ত
পণোঃ সংস্কর্তব্যাত্ত কালাদিত্যৈঃ শিরজাদিভু ক্রিপাস্তে । প্রাজাপত্যক প্রজা-
পতিতৃষ্টাধ্যারোপণাৎ । কাল-লোক-দেবতাদ্বাধ্যারোপণক প্রজাপতিত্বকরণ-
পণোঃ । এবংরূপো হি প্রজাপতিঃ ; বিষ্ণুত্বাদিকরণমিব প্রতিমাদৌ ।

সূর্য্যাক্ষঃ, শিরসোহনন্তরহাঃ সূর্য্যাদিদৈবতত্বাচ্চ ; বাতঃ প্রাণঃ, বায়ু-
স্বাতাব্যাত্ত ; ব্যাত্ত বিবৃত্ত মুখম্ অগ্নিকৈবধানরঃ ; বৈবধান ইত্যগ্নিকৈবষণম্ ;
বৈবধানরো নামাগ্নিঃ বিবৃত্তমুখমিতার্থঃ, মুখত্যাগিদৈবতত্বাৎ । সংবৎসরঃ আত্মা ;
সংবৎসরো দ্বাদশমাসত্বরোদশমাসো বা । আত্মা শরীরম্ ; কালাবয়বানাক
সংবৎসরঃ শরীরঃ, শরীরকাহ্না, “মধ্যং ছেদামঙ্গানামাত্মা” ইতি শ্রুতেঃ । অথত
মেধাত্তেতি সর্গত্বাত্ত্বস্বার্থঃ পুনর্গতেনম্ ।

ভ্যোঃ পৃষ্ঠম্, উর্দ্ধব-সামান্তাৎ । অন্তরিক্শুদরম্, সুবিরত্ব-সামান্তাৎ ।
পৃথিবী পাক্তম্ ; পাদতমিতি বর্ণবাত্ত্যরেন, পাদাসনস্থানমিতার্থঃ । দিশ-
শ্চতত্রোহপি পার্শ্বে, পার্শ্বেন দিশাং সধকাত্ত । পার্শ্বরোদ্ধিশাক্ সংখ্যাবৈবধ্যাত্ত
অধুতমিতি চেৎ ; ন ; সর্গমুখত্বোপপত্তেঃ ; অথত পার্শ্বাত্ম্যাবেব সর্গদিশাং
সধকাদ্ অদোষঃ । অবান্তরশিঃ আরোহ্যাত্তাঃ পর্ববঃ পার্শ্বাধীনি ; ঋতবঃ অজানি,
সংবৎসরাবয়বত্বাৎ অজসাদ্বর্ধ্যাৎ । বাসান্ধাৰ্দ্ধমাসাক পর্কানি সধকঃ, সন্ধি-
সামান্তাৎ । অহোরাত্রাণি ঐতিষ্ঠাঃ ; বহুবচনাৎ প্রাজাপত্য-দৈব-পিত্র্য
বাহুবানি ; ঐতিষ্ঠাঃ পাদাঃ, ঐতিষ্ঠিষ্ঠি ঐতিষ্ঠি ; অহোরাত্রৈঃ হি কালাত্মা
ঐতিষ্ঠিষ্ঠি, অথত পাদৈঃ । নক্ষত্রানি অধীনি, ত্ত্ববৎসামান্তাৎ । নভঃ নভঃত্বাঃ
-মেধাঃ, অন্তরিক্শু উদরত্বোক্তেঃ ; বাসানি, উদক-বহির-সেজন-সামান্তাৎ ।

উবদাম্ উদরস্থম্ অর্কজীর্ণমশনং সিকতাঃ, বিশিষ্টাবয়বক্-সামান্যত্বাৎ । সিক্তবঃ
জ্বলনসামান্যত্বাৎ নত্বঃ শুদাঃ নাভ্যঃ, বহুবচনাচ্চ । বরুচ ক্রোমানশ্চ জ্বলনভাষ্যত্বাৎ
দক্ষিণোক্তরৌ মাংসখণ্ডৌ ; ক্রোমান ইতি নিত্যং বহুবচনমেকস্মিন্নেব ; পৰ্বতাঃ,
কাতিষ্ঠাতচ্ছিত্ত্বত্বাচ্চ । ওষধয়শ্চ কুদ্রাঃ স্থাবরাঃ, বনস্পত্যত্রো মহাস্তম্, লোমানি
কেশাশ্চ বণাসমুদ্রবম্ । উগ্ধন্ উদগচ্ছন্ ভবতি সবিতা অা মধ্যাহ্নাদন্থস্থ পূৰ্ব্বার্দ্ধঃ
নাত্তেক্কমিতার্থঃ । নিয়োচন্ অস্থঃ যন্ অা মধ্যাহ্নে জঘনাকৌহপরাৰ্দ্ধঃ,
পূৰ্ব্বাপত্যসাপরাৰ্দ্ধাৎ । বদ বিজন্ততে গাত্রাণি বিনামরতি বিক্ৰিপতি, তং
বিন্ধোত্ততে, বিন্ধোতনং মুখ-ঘনবিদারণসামান্যত্বাৎ । বদ বিদুতে গাত্রাণি
কম্পয়তি, তং স্তনয়তি, গৰ্জ্জনশব্দসামান্যত্বাৎ । বদ মেহতি মূত্রং করোত্যন্থঃ,
তদ বৰ্ষতি, বৰ্ষণং তং সেচনসামান্যত্বাৎ । বাগেন শব্দ এবান্ত্র অন্থস্থ বাক্, ইতি
নাত্র কল্পনেত্যাৰ্থঃ ॥ ১ ॥

টীকা । প্রত কমালায় বাচস্টে—উবা ইত্যাদিনা । আরণ্যার্থমেব নিপাতস্ত কুটরতি—
প্রসিক্তমিতি । আর্য্যে লৌকিকে চ ব্যবহারে প্রসিক্তো ব্রাহ্মো দূরতঃ, তঃ কালমিতি ব্যবৎ ।
উবসি শিরঃশব্দপ্রয়োগে চলাবয়বেষু তস্ত প্রাধান্যং হেতুমাহ—প্রাধান্যাদিতি । তথাপি কথং
তত্র তচ্ছব্দপ্রয়োগঃ, তদ্রাহ—শিরশ্চেতি । অথমেধিকারিশিরঃস্থবসো দৃষ্টিঃ কর্তব্যাহ, ইত্যাহ—
অথান্তেতি । কালাদিদৃষ্টিরথেষু কিমিতি দ্বিপাতে, অথাদৃষ্টিরেব তেষু কিং ন স্ত্যং, ইত্যা-
শঙ্ক্যাহ—কণ্ঠ্যভ্যন্তেতি । অস্তেব অনঙ্গমিতি ক্লেপে হেতুস্বরমাহ—প্রাপ্তপত্যভ্যন্তেতি । অথন্ত
সংস্কৃত্যতি শেষঃ । তত্র হেতুঃ—প্রজাপতীতি । নমু কালাদিদৃষ্টিঃ অথাবয়বেষু আরোপান্তে,
ন তস্ত প্রজাপতিত্বাং ক্রিয়তে, তদ্রাহ—কালেনিতি । কালান্ধাক্ষকঃ সি প্রজাপতিঃ । তথাত
যথা প্রতিমায়াঃ বিকূৰ্ণকরণং তদৃষ্টিঃ, তথা কালাদিদৃষ্টিঃ অথাবয়বেষু তস্ত প্রজাপতিত্বকরণম্ ।
অথমেধিকারী হি সতি অথে কণ্ঠ্যে বীথ্যবত্তরমার্থঃ কালাদিদৃষ্টিঃ অথাবয়বেষু কুৰ্ব্বাৎ, তদনধি-
কারী তু অথাভাবে জ্ঞানানন্ অথ কল্পয়িত্বা শিরঃপ্রভৃতিষু কালাদিদৃষ্টিকরণেন প্রজাপতিত্বং
সম্পাদ্য প্রজাপতিঃ অস্মীতি জ্ঞানাৎ তদ্বাক্য প্রতিপদ্যেত ইতি ভাবঃ ।

চক্ষুৰি নৃদাদৃষ্টৌ হেতুমাহ—শিরস ইতি । উবসোহনন্তরম্ স্থবো দৃষ্টিঃ, চক্ষুসি চ শিরসো
অনন্তরম্ দৃষ্টতে, তন্মাত্রং তত্র তদদৃষ্টবৃত্তা ইত্যর্থঃ । তত্রৈব হেতুস্বরমাহ—স্থবোতি । “আদিত্য-
নচক্ষুৰ্ভা অক্ষিণী প্রাবিশৎ” ইতি শ্রুতেঃ, চক্ষুৰি স্থবোঃপ্রিষ্টাভ্যঃ দেবতা, তেন সানীপাৎ তত্র
তদদৃষ্টিরিত্যর্থঃ । অথপ্রাণে বায়ুদৃষ্টৌ চলনবাতাবাঃ হেতুঃ । অথন্ত বিদারিতে মুখে ভবতু
অগ্নিদৃষ্টিঃ, তথাপি পৰ্য্যায়োপাদানঃ বার্ষম্, ইত্যশঙ্ক্য ক্রয়াদাদিবিদ্যাবৃত্তার্থঃ বিশেষণম্—ইত্যাহ—
বৈদ্যানর ইত্যগ্নেরিতি । “অগ্নির্দীপ্ ভূষা মুখং প্রাবিশৎ” ইতি প্রতিমাশ্রিত্য মুখে তদদৃষ্টৌ
হেতুমাহ—মুখন্তেতি । অধিকমাসন্ অমুহতা অরোহণমাসো বা ইত্যুক্তম্ । শরীরে সংবৎসর-
দৃষ্টিরিত্যত্র আত্মবঃ হেতুমাহ—কালেনিতি । আত্মা হৃদ্যাদীনাম্ অঙ্গানামিতি শেষঃ । কাল-
বয়বানাং সংবৎসরস্ত আত্মবৎ অঙ্গানাং শরীরস্ত আত্মবে প্রমাণমাহ—মধ্যং ইতি । পুনরুক্তেঃ
অৰ্ণবম্—অর্থন্তেতি ।

পৃষ্ঠে ত্বলোকদৃষ্টৌ হেতুমাহ—উক্তেতি । উদরে অন্তরিকদৃষ্টৌ নিমিত্তমাহ—হৃদয়ৈতি ।
পাদা অস্তন্তে যস্মিন্ ইতি ব্যুৎপত্তিঃ আশ্রিতা বিবক্ষিতমাহ—পাদেতি । অস্তন্ত হি পুরে
পাদাসনবসামাজ্যং পৃথিবীদৃষ্টিঃ ইত্যর্থঃ । পাৰ্শ্বাঃ দিক্চতুষ্টয়দৃষ্টৌ হেতুমাহ—পার্শ্বেনেতি ।
যে পার্শ্ব, চতুশ্চ দিশঃ, তত্র কথং তরোঃ তদারোপণং ?—হাতান্ এব দরোঃ সম্বন্ধাৎ, ইতি
শব্দে—পার্শ্বোরিতি । যত্বেপি যে দিশৌ হাতাঃ পার্শ্বাভ্যাং সম্বন্ধে, তথাপি অস্তন্ত প্রাণুথেষে
প্রত্যখুথেষে চ দক্ষিণোত্তরয়োঃ তদুৎপত্তে চ প্রাক্-প্রতীচোঃ দিশোঃ তাত্ভ্যাং সম্বন্ধসম্বন্ধাৎ তত্র
‘তদৃষ্টিঃ’ অবিরুদ্ধেতি পরিহরতি—নেতাদিনা । তদুৎপত্তৌ চ অস্তন্ত চরিকুর্বা হেতুকর্তব্যম্ ।
পার্শ্বস্থি অবাতিরনিলান্ আরোপে পার্শ্বদিক্সম্বন্ধো হেতুঃ ।

কতবঃ সঃসংসরন্ত অজানি, তন্তাদীনি চ দেহন্ত অবরবাঃ, তস্মাদ্ ওতদৃষ্টিঃ অজ্ঞেয় কৰ্তব্যম্,
ইত্যাহ—কতব ইতি । অস্তি মানাসীন্য সঃসংসরসঙ্কিতম্, অস্তি চ শরীরসঙ্কিতং পক্ষীণাম্,
কতঃ তেষু মানাসিদৃষ্টিঃ, ইত্যাহ—সঙ্কীতি । যুগসংপ্রাপ্তাঃ প্রোক্তাপত্যমেবম্ অহোরাত্রম্,
অন্যনাত্যাঃ দৈবম্, পক্ষাভ্যাং পিতৃম্, বহুঋতিকাভ্যাং মামুসমিতি তেনঃ । প্রতিষ্ঠাপকস্ত
পাদবিষয়ঃ ব্যুৎপাদয়তি—প্রতিষ্ঠিতীতি । পাদে অহোরাত্রদৃষ্টিসম্বন্ধঃ স্তূত্বমুৎপাদয়তি—
অহোরাত্রৈরিতি । অস্থি নকদ্রষ্টৌ হেতুমাহ—উক্তেতি । নতঃপক্ষে ‘অন্তরিক’ কিমিতি
ন গৃহ্যতে ? যুগো সতি উপচারাদোপাৎ, ইত্যাহ—পুনরুক্তিঃ পরিচর্যম্ ইত্যাহ—অন্তরিকস্তেতি ।
উক্তং সিক্তি মেঘাঃ, মাসানি জনিরম্, কতঃ সেককর্তৃসামাজ্যং মাসেযু মেঘদৃষ্টিরিত্যাহ—
উক্তেতি ।

অবতষ্ঠবিপরিবর্তিনি অঙ্কতীঃ সিক্তাদ্রষ্টৌ হেতুমাহ—বিজ্ঞেইতি । কিমিতি তদপক্ষে
পাদেব ন গৃহ্যতে ? শিরোগ্রহণে তি দুদার্থীতিক্রমঃ স্তাৎ, তদাহ—বহুবচনাক্তেতি । চকারো
অবতারগার্থঃ । যত্বেপি বহুতা শিরোগ্রহণে অর্থাত্তদমপি ওতর্যকমর্হতি, তথাপি তদ্বনসাদৃশ্যং
তত্র এব সিক্তদৃষ্টেতি তাসামিহ প্রথমমিতি ভাবঃ । কতে মাসংগ্রহোঃ ‘সিদ্ধম্’ একত্র
বহুবচনাৎ বহুপ্রতীতেঃ ইত্যাহ—সঃ ইতিসৎ বহুভুক্তিমাহ—ক্রোনান ইতি । তরোঃ
পক্ষীতদৃষ্টৌ হেতুমাহ—কান্তিভাসিত্যাদিনা । কতবঃসংপ্রাপ্তাঃ ওতবহুভূতীনাং মতঃ, অতঃসামাজ্যং
বনশ্চতদৃষ্টিক্ অক্কেপে কৰ্তব্যম্, ইত্যাহ—বদ্যসম্বন্ধমিতি । পক্ষীসামাজ্যং অবাধ্যং প্রাণ-
বহুভূতিকাভ্যাঃ অস্তন্ত নাতো উক্তভাগে কৰ্তব্যম্, ইত্যাহ—উক্তভিত্যাদিনা । অপরাহসাদৃশ্যং অস্তন্ত
নাতো অপরাহে অবাধ্যং অননুভবভাবং আনিদৃষ্টীঃ কাণাঃ, ইত্যাহ—নিরোক্তভিত্যাদিনা ।
বিজ্ঞাত ইত্যাদৌ প্রোক্তার্থো ন বিবক্ষিতঃ । বিজ্ঞাপ্য যুগং বিচারয়তি, বিজ্ঞাতনঃ পুনর্যেবম্,
অতো বিজ্ঞাতনদৃষ্টিঃ ক্রমেণ কৰ্তব্যম্ ইত্যাহ—মুখেনেতি । পুনরতি ইতি স্তমিতমুচ্যেত, তদৃষ্টিঃ
পাত্ৰকামে কৰ্তব্যম্, ইত্যাহ—হেতুমাহ—পক্ষেনেতি । বহুকরণে বহুভূতৌ কারণমাহ—সেচমিতি ।
অস্তন্ত হৃদিতপকে বাতি আরোপনমিতি অতো ন সাদৃশ্যং বহুবাসিত্যাহ—মাজ্জতি । ১১

ভাষ্যানুবাদ ।—‘উবা’ ইত্যাদি । ব্রাহ্ম যুহুর্ভে নাম ‘উবা’ (১১) ।

(১১) ভাষণঃ—হৃদয়ান্তরে পূর্বদৃষ্টী হৃদয়ত সমস্তের নাম ‘ব্রাহ্ম যুহুর্ভে’ । “ব্রাহ্মেণ
পশ্চিমে বামে যুহুর্ভৌ ব্রাহ্ম উচ্যেত” (আহিকতত্বত পিতামহবচন) । এখানে ‘পশ্চিমে

‘বৈ’ শব্দটির আরণ্যক ; লোকপ্রসিদ্ধ কালের কথা স্মরণ করিয়া দিতেছে । শরীরের যতগুলি অবয়ব আছে, তন্মধ্যে শিরই প্রধান ; কালাবয়বের মধ্যেও উহা কালই প্রধান ; এইরূপ প্রাধান্যসামান্যবন্ধন উহাকে শিরঃ বলা হইয়াছে । বাক্যযোজনা এইরূপ,—উবাই যজ্ঞীয় পবিত্র অশ্বের মন্তক । এখানে বুঝিতে হইবে যে, অশ্বমেধযজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ অশ্বের সংস্কার বা বিশোধন করা আবশ্যক হয় ; এই কারণে অশ্বের মন্তকাদি অবয়বসমূহে উহা প্রভৃতি কালদৃষ্টির আরোপ করা হইতেছে, [কিন্তু কালপ্রভৃতিতে অশ্বাদৃষ্টি নহে] । কালরূপী প্রজাপতিদৃষ্টি কল্পিত হয় বলিয়াই অশ্বের প্রজাপত্যতঃ সম্পন্ন হয় । প্রজাপতিও কালাদির সমষ্টিস্বরূপ ; সেইজন্ত প্রতিমা প্রভৃতিতে যেসকল বিষ্ণুহাদি সম্পাদন করা হয়, তদ্রূপ কাল, লোক ও দেবতাব সমারোপণ দ্বারা যজ্ঞীয় পশুরও প্রজাপত্যতঃ অর্থাৎ প্রজাপতিদেবতাব সম্পাদন করা হইয়া থাকে । [বুঝিতে হইবে, এইরূপ ভাবনা দ্বারাই যজ্ঞীয় পশুর একপ্রকার সংস্কার বা শুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া পাকে] (১২) ।

সূর্য্য তাহার চক্ৰঃ ; চক্ৰঃ স্বভাবতই মন্তকের সন্নিহিত এবং সূর্য্য তাহার অভিষ্ঠাত্রী দেবতা ; এইজন্ত চক্ৰকে সূর্য্যরূপে ভাবনা করিবে । প্রাণ সাধারণতঃ বায়ুস্বভাব, এই নিমিত্ত প্রাণকে বায়ুরূপ চিন্তা করিবে ; কারণ, প্রাণ ও বায়ু, উভয়ই তুল্যস্বভাব । অগ্নি যুগের দেবতা, এই কারণে তাহার ব্যাভ অর্থাৎ বিবৃত মুণ্ডই বৈশ্বানর অগ্নি । ‘বৈশ্বানর’ শব্দটি অগ্নির বিশেষণ ; সুতরাং

যামে’ কপায় রাত্রির শেষ দুই দণ্ডই বুঝিতে হইবে ; মদনপারিজাত গ্রন্থেও এইরূপ অর্থই লিপিত আছে ; সুতরাং ‘অরুণোদয়কাল’ আর ‘ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত’ একই সময়ের বিভিন্ন সংজ্ঞামাত্র বুঝিতে হইবে ।

(১২) তাৎপৰ্য্যঃ—এখানে সংস্কার অর্থ—শোধন বা শক্তিবিশেষ আধান করা । জাগতিক য সমস্ত পদার্থ অহরহঃ আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার সম্পাদন করিতেছে, সেই সমস্ত পদার্থই আমাদের সংস্কার বা শক্তিবিশেষ লাভ করিলে অলৌকিক কথ্য সম্পাদনেও সমর্থ হইতে পারে । প্রকৃতিবিশেষে যে, বস্তুবিশেষে বিশেষশক্তির আবির্ভাব হয়, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দ্বারাও উপলব্ধি করিতে পারি । বেতস-বীজ অগ্নিতে কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত করিয়া বপন করিলে, তাহা হইতে কদলীবৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া থাকে । আর পারের বৃক্ষাঙ্গুত সবলে টিপিয়া ধরিলে, ছিনে ব্রাক নিকটে আসিয়াও অঙ্গস্পর্শ করিতে পারে না । কচ্ছপী ডিঘ প্রসব করিয়া তথিবয়ক হাবনা দ্বারা ডিঘের পরিশোধন করিয়া থাকে, তাহাকে আর ডিঘে তাপ দিতে হয় না । তমনি বজ্রমান্ত ক্রিয়া ও ভাবনা-বিশেষের সাহায্যে যজ্ঞীয় হব্যে এমনই একপ্রকার শক্তি আবেশ করে, বাহ্যিক কলে ঐ ত্রয়া ঐহিক ও পারলৌকিক কলবিশেষ সমুৎপাদনে সমর্থ হয় ।

অর্থ হইতেছে যে, বৈখানরনামক অগ্নি তাহার মুখ। পবিত্র অথের আত্মা হইতেছে সংবৎসর ; সংবৎসর অর্থ—দ্বাদশ কিংবা [মলমাস হইলে] ত্রয়োদশ মাসাত্মক কাল ; আত্মা অর্থ—শরীর : সংবৎসর হইতেছে মাসাদি কালাবয়বের শরীর (সমষ্টিভূত দেহ), আর শরীরও তদ্রূপ হস্তাদি অবয়বসমূহের আত্মা (সমষ্টিভূত) । ক্রতি বলিয়াছেন ‘আত্মাই এই সমস্ত অঙ্গের ‘মধ্য’ অর্থাৎ সমষ্টি-স্বরূপ । প্রত্যেকের সহিত সম্বন্ধস্থচনার্থ এখানে ‘অথ’ শব্দের পুনরাবৃত্তি করা হইরাছে ।

ইহার পৃষ্ঠ হইতেছে ছালোক ; কেন না, উক্তরূপ ধর্মটি উভয়েরই সমান । উদর হইতেছে অন্তরীক ; কারণ, ছিদ্র বা অবকাশ ধর্মটি উভয়েরই সমান ; ‘পাদস্ত’ শব্দের অঙ্গের পরিবর্তন করিয়া অর্থাৎ ‘দ’ স্থানে ‘ভ’ বসাইয়া ‘পাভস্ত’ করা হইরাছে ; [প্রকৃত শব্দ—পাদস্ত ।] পাদস্ত অর্থ—পাদস্ত্র্যঙ্গের স্থান ; সেই পাদস্ত্র হইতেছে পৃথিবী । উদর পার্শ্বের সহিত সর্ষদিকের সম্বন্ধ আছে ; এইভঙ্গ ইহার পার্শ্বের হইতেছে চতুর্দিক । ভাল, পার্শ্ব হইতেছে মাত্র দুইটি ; আর দিক হইতেছে চারিটি ; সুতরাং সংখ্যার সামান্য থাকার পাশ্চাত্যে চতুর্দিক কল্পনা করা যুক্তিবিহীন হইতেছে ? না—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, অথের মুখ যখন চতুর্দিকেই থাকিতে পারে, তখন তাহার পাশ্চাত্যের সহিত ক্রমে চতুর্দিকেরই সম্বন্ধ ঘটিতে পারে ; সুতরাং পার্শ্ব দিকদ্বিষ্ট দোষ-বহু হইতে পারে না । অবাস্তর দিক সকল, অর্থাৎ আশ্রয়ী প্রতিষ্ঠা কোণসমূহ পূর্ণ অর্থাৎ পার্শ্বাঙ্গসমূহ । অঙ্গ বা অবয়বসমূহ স্বতন্ত্ররূপ ; কেন না, জনরাদি ছয়টি অঙ্গ যেমন শরীরের প্রধান অবয়ব, তদ্রূপ স্বতন্ত্র ও তেমনি সংবৎসরের প্রধান অবয়ব । মাস ও অর্দ্ধমাস (এক এক পক্ষ) তাহার পক্ষ—অবয়বসন্ধি ; কারণ, দৈনিক পক্ষের জায় মাস ও অর্দ্ধমাসই স্বতন্ত্রসমূহের সংযোজক সন্ধিস্বরূপ । অহো-রাত্র তাহার প্রতিষ্ঠা ; এখানে ‘অহোরাত্রাণি’ পদে বহুবচন থাকার প্রাজ্ঞাপত্য, দৈব, পিত্রা ও মনুষ্যসম্বন্ধী সর্ষপ্রকার দিবারাত্র গ্রহণ করিতে হইবে (১৩) । প্রতিষ্ঠা অর্থ—পদ,—বাহা দ্বারা দাঁড়ান যায় । অথ যেমন চারি পায়ে দাঁড়ায়,

(১৩) তাৎপৰ্য—প্রাজ্ঞাপত্যাদি দিবারাত্র-বিতান এইরূপ ;—

“মাসেন স্তাবহোরাত্রঃ পৈত্রঃ, বর্ষেন দৈবতঃ ।

দৈবে যুগসক্রে যে ত্রাক্ষঃ, কজৌ তু ভৌ নৃপাং ।”

অর্থাৎ মন্ত্রের একমাসে পিতৃসপের এক দিবারাত্র—‘পৈত্র’, মন্ত্রের একবৎসরে দেবসপের এক দিবারাত্র—‘দৈব’, আর দেবসপের দুইহাজার যুগে ত্রাক্ষর এক দিবারাত্র—

কানীশ্বাও তেহনি অশোরাব্রের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থান করিতেছে। অস্থি-
সমূহ নক্ষত্রমণ্ডল ; কারণ, উভয়ই গুরুবর্ণ ; তাহার মাসসমূহ নভঃ অর্থাৎ নভঃ
মেঘমালা। পূর্বে অন্তরিক্ষকে উদর বলায় এখানে 'নভঃ' পদে আকাশস্থ মেঘ-
মালাই বর্ণিত হইবে ; জলরূপ রবির সেচন করে বলিয়া মেঘসমূহ মাংসস্থানীয় ।
উবধা অর্থ—উদরস্থ অকৃত্তজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য, তাহা বায়ুকারাণিস্বরূপ ; কারণ,
উভয়েরই অংশগুলি পরস্পর বিপ্লিষ্ট অর্থাৎ শিথিলভাবে সংযুক্ত। গুদ অর্থাৎ
নাড়ীসমূহই সিকু—নদীসমূহ ; নদী হইতে জলক্ষরণ হয়, নাড়ীসমূহ হইতেও
রসক্ষরাদি ক্ষরিত হয় ; এইরূপ সাদৃশ্য থাকায় এবং 'গুদ'-শব্দের পর বহুবচন
থাকায় এখানে 'গুদ' শব্দে নাড়ীসমূহই বর্ণিত হইবে। যকুৎ ও ক্লোমন
অর্থাৎ ক্ষয়গের নিম্নে দক্ষিণ ও বামভাগে অবস্থিত দুইটি মাংসও হইতেছে পরিত-
স্বরূপ ; কেন না, কাঠিও ও উন্নতা উভয়েরই সমানধর্ম। 'ক্লোমন' (প্লীহা)
একটি হইলেও নিত্যাবহবচনান্ত বলিয়া তাহার উত্তর বহুবচন হইয়াছে (ক্লোমানঃ) ।
তাহার লোম ও কেণরশি যথাসম্ভব ওষধি ও বনস্পতিসমূহ অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও
বৃহৎ স্বাবরসমূহ। উত্তম্ অর্থাৎ উদগাবধি মধ্যারূপর্যাস্ত-কালবাণী সূর্য্যদেব
অশ্বের পূর্বাঙ্ক—নাভির উদ্ধভাগ ; আর নিম্নোচ্চ অর্থাৎ মধ্যাহ্নের পর অন্তঃগমন
পর্যাস্ত কালবাণী সূর্য্যদেব তাহার উত্তরাঙ্ক—নাভির নিম্নভাগ ; কেন না,
উভয়েরই পূর্বাঙ্ক ও পরাঙ্কই সমা রহিয়াছে। অথ যে বিজ্জ্বল করে—শরীর
বিক্ষেপ পূর্ব্বক হাই তোলে, তাহাই তাহার বিজ্জ্বলন, অর্থাৎ অশ্বের সেই বিজ্জ-
লনই বিজ্জ্বলনের স্থানপাতী ; কারণ, বিজ্জাও মেঘমণ্ডল বিদারণপূর্ব্বক প্রকাশিত
হয়, অশ্বের বিজ্জ্বলও মুখবাদানসাপেক্ষ। আর অথ যে শরীর কম্পন করে,
তাহাই মেঘগজ্জনস্থানীয় ; কারণ, উভয় স্থলেই গজ্জন-শব্দের সাদৃশ্য রহিয়াছে।
আর অথ যে মুত্রতাগ করে, তাহাই বারিবর্ষণস্থানীয়। অশ্বের শব্দই শব্দ ;
এখানে আর পৃথক শব্দ-কল্পনা নাই ॥ ১ ॥

অহর্ব্বা অশ্বঃ পুরস্তান্মহিমান্বজায়ত, তস্মা পূর্বে সমুদ্রে যোনী
রাত্রিরেনং পশ্চান্মহিমান্বজায়ত, তস্মাপরে সমুদ্রে যোনিরেতো
বা অশ্বঃ মহিমানাবভিতঃ সম্ভূবতুঃ ।

প্রাণাপত্য' এবং ব্রহ্মার দ্বিবারায়ে মনুষ্যগণের দুই 'কল' হয়। পুরাণশাস্ত্রে ইহার বিস্তৃত
বিবরণ আছে, বিশেষ জানিতে হইলে, তাহাতে অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

হয়ো ভূহা দেবানবহং বাজী গন্ধর্বানব্বাস্তুরানমো মনুষ্যান্ ,
সমুদ্র এবাস্ত বন্ধুঃ সমুদ্রো যোনিঃ ॥ ২ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্ত প্রথমঃ ব্রাহ্মণন্ ॥ ১ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ—অথাবাদানন্ত অগ্নে পৃষ্ঠতন্ত মতিমানো সৌবর্ণরাজ্যে
(গ্রহো চবনাধারপাত্রবিশেষো) স্থাপ্যেত, তদ্বিময়ঃ সন্দনমিতানীমুচ্যেত—
'অহঃ' ইত্যাদি ।

পূর্বস্তঃ (অথাবাদানন্ত অগ্নে স্থাপ্যমানঃ) মতিমাঃ (তদাশাঃ স্তবর্ণময়ঃ গ্রহঃ
বৈ অথ (লক্ষীকৃত্য) অহঃ (দিবসোপলক্ষিতঃ সূর্য্যঃ অগ্ন্যভ্যন্ত ভাতঃ) ; তন্ত
(সৌবর্ণগ্রহস্ত) পূর্বে সমুদ্রে (পূর্বে সমুদ্রঃ) যোনিঃ (আসাদনস্থানম্ উৎপত্তিস্থান-
বা) । পশ্চাৎ (পশ্চাদ্বাগে স্থাপ্যমানঃ) মতিমাঃ (তদাশাঃ রজতময়ঃ গ্রহঃ) এন-
(অথ প্রতি) রাত্রিঃ (রাত্রৌপলক্ষিতঃ চন্দ্রঃ অগ্ন্যভ্যন্ত ভাতঃ) ; তন্ত (সৌবর্ণগ্রহস্ত)
অপরে সমুদ্রে (পশ্চিমঃ সমুদ্রঃ) যোনিঃ (আসাদনস্থানম্) ; এতে (যথোক্তে
মতিমানো অথম্ অভিভতঃ) অগ্নে পশ্চাৎ চ সর্বভূতভূঃ । ইয়াঃ (দিশিভূতভূ-
সম্পন্নঃ) ভূহা (অথরূপ পরিগৃহ্য দেবান্ অবহং ; বাজী জাতিবিশেষঃ
ভূহা গন্ধর্মান্ অবহং ; অসো (জাতিবিশেষঃ) ভূহা অনুরান্ (অবহং ;
অথঃ [ভূহা] মনুষ্যান্ (অবহং) । সমুদ্রঃ (পরমাত্মা, প্রসিক্তঃ সাগরো বা ;
এব অস্ত (অথস্ত) বন্ধুঃ (বশ্যেত অগ্নিন্ ইতি বন্ধুঃ—স্থিতিভেদঃ) , সমুদ্র এব
যোনিঃ (উৎপত্তিকারণম্) । (এব সন্দনঃ শুক্লরূপত্বমথ্যেতি ভাবঃ) ।

মূলানুবাদঃ—এখন যজ্ঞীয় আখের অগ্নে ও পশ্চাতে যে দুইটা
স্তবর্ণময় ও রজতময় মতিমানামক গ্রহ অর্থাৎ হোমোদ্রার পাত্র স্থাপন
করিতে হয়, তদ্বিময়ে চিত্তার উপদেশ করা হইতেছে—

আখের অগ্নে যে 'মতিমানামক স্তবর্ণময় গ্রহ স্থাপিত হয়, তাহাই
অহঃ অর্থাৎ দিবসাধিপতি সূর্য্য ; পূর্বে সমুদ্র তাহার উৎপত্তিস্থান ; আর
পরবর্তী রজতময় যে গ্রহ, তাহাই রাত্রি, অর্থাৎ রাত্রির অধিপতি
চন্দ্র ; পশ্চিম সমুদ্র তাহার উৎপত্তিস্থান । এই দুইটি মতিমা অথাবাদানের
পূর্বে ও পরে সংস্থাপিত হইয়া থাকে । ইয় অর্থাৎ গমনশীল, অথবা
জাতিবিশেষ । 'হয়' হইয়া দেবভাগগণকে বহন করিয়াছিলেন ; 'বাজী'

(একজাতীয় অথ) হইয়া গন্ধর্বগণকে বহন করিয়াছিলেন, আর অশ্ব হইয়া মনুষ্যগণকে বহন করিয়াছিলেন । সমুদ্র ইহার (অশ্বের) বন্ধ অর্থাৎ রক্ষাহেতু, এবং সমুদ্রই ইহার উৎপত্তিস্থান ॥ ২ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ॥ ১ ॥ ১ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ : অহরী ইতি । সৌবর্ণ-রাজতঃ মহিমাযো গ্রহৌ অশ্বজাতঃ পৃষ্ঠতশ্চ স্থাপ্যেতে, তদ্বিবয়মিদং দর্শনম্,—

অহঃ সৌবর্ণো গ্রহঃ, দীপ্তিসামান্যঃ বৈ । অহরশ্চ পুরস্তান্নমহিমাম্ভজারতেতি কথম্ ? অশ্বস্ত প্রজাপতিহাঃ ; প্রজাপতিঃ অর্চন্যাদিলক্ষণোহহা লক্ষ্যতে ; অশ্বঃ লক্ষয়িত্বা অভ্যায়ত সৌবর্ণো মহিমা গ্রহঃ, বৃক্ষমন্তু বিপ্রোত্ততে বিভ্রাদিতি বহুৎ । তস্য গ্রহস্ত পূর্ণো পূর্ণঃ, সমুদ্রে সমুদ্রঃ যোনিঃ বিভুক্তিদাতারেন ; যোনিরিত্য-সাদনস্থানম্ । তথা রাহিঃ রাজতো গ্রহঃ, বর্ণসামান্যঃ জ্বলন্তসামান্যাদ্বা । এনম্ অশ্বঃ পশ্যাৎ পৃষ্ঠতো মহিমা অশ্বজায়ত ; তস্তাপরে সমুদ্রে যোনিঃ । মহিমা মহত্বাৎ ; অশ্বস্ত হি বিভুক্তিরেবা, যৎ সৌবর্ণো রাজতশ্চ গ্রহাবুভরতঃ স্থাপ্যেতে ; তাবেতো বৈ মহিমানে, মহিমাপ্যো গ্রহৌ অশ্বমভিতঃ সমুদ্রভূতঃ উক্তলক্ষণাবেব সমুদ্রো । ইথমসামান্যো মহত্বাক্ত ইতি পুনরুচনঃ স্বতর্থম্ । তথা চ হয়ো ভূত্বজাদি স্বতর্থমেব । তয়ো হিনোতেগতিকর্মণঃ, বিশিষ্টগতিরিত্যর্থঃ ; জাতি-বিশেষো বা ; দেবানদহৎ দেবদ্রমগময়ৎ, প্রজাপতিহাঃ ; দেবানাং বা বোচ্যভবৎ ।

নমু নৈকৈব বাহনদ্বম্ ? নৈব দোষঃ ; বাহনত্বং স্বাভাবিকমশ্বস্ত, স্বাভাবিকত্বাৎ উচ্ছারপ্রাপ্তিকেন্বাদিসম্বন্ধোহশ্বস্তেতি স্মৃতিরৈবেবা । তথা বাজ্যদয়ো জাতি-বিশেষাঃ । বাজী ভূত্বা গন্ধর্ভান্ অবহদিত্যমুযজঃ । তথা অসী ভূত্বা অশ্বান্, অশ্বো ভূত্বা মনুষ্যান্ । সমুদ্র এবেতি পরমাত্মা ; বন্ধুর্লক্ষনম্ বধ্যতেহস্মিন্মিতি । সমুদ্রো যোনিঃ কারণমুৎপত্তিঃ প্রাতি । এবমসৌ শুদ্ধযোনিঃ শুদ্ধস্থিতিরिति স্মৃতে ; “অপ্ যোনিবা অশ্বঃ” ইতি শ্রুতেঃ । প্রসিদ্ধ এব বা সমুদ্রো যোনিঃ ॥ ২ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথম-ব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥ ১ ॥ ১ ॥

টীকা । অশ্ববয়বেষু কালাদিদৃষ্টীর্লিখাৎ অশ্বঃ প্রজাপতিরূপঃ বিবক্ষিত্বা কৃতিকাস্তরং গৃহীত্বা তাৎপৰ্য্যমাহ—অহরিতাদিনা । গ্রহৌ হবনীয়ত্বাধারো প্রাবিষ্টোহৌ অগ্রতঃ পৃষ্ঠত-শ্চেতি সংজ্ঞপন্যং প্রাপূৰ্ণং চেতি যাবৎ । অসিদ্ধা ভাবদ্বি দীপ্তিঃ, সৌবর্ণে চ গ্রহে সা স্তি, অতঃ তস্মিন্ অহর্দৃষ্টিরিতি দর্শনং বিতজতে—অহরিতি । অশ্বসংজ্ঞপন্যং পূর্ণঃ যো মহিমাপ্যো, গ্রহঃ স্থাপ্যেতে, স চেৎ অহর্দৃষ্টোপান্ততে, কথং সৌবর্ণম্ অশ্বজায়তেতি পশ্চাদ্ অশ্বস্ত উক্তম্—

বাচোবুদ্ধিরিতি শব্দে—অহরহমিতি । নায়ঃ পশ্চাদ্বর্ধোঅনুশব্দঃ, কিন্তু লক্ষণার্থঃ । তথাচ
অমন্ত্র প্রজাপতিরূপত্বাৎ তং লক্ষয়িত্বা গ্রহস্ত যথোক্তস্ত প্রসূতেরূপপদেশান্ অমন্ অম্ভজায়ত ইত্য-
ব্রিক্কমিতি পরিহরতি—অম্ভজতি । তদেব ক্ষুটয়তি—প্রজাপতিরিতি । কাল-লাব-দেবতাস্থা
প্রজাপতিরবাক্যেনা দৃষ্টমানোহ্যে অহর্দ্বিঃ দৃষ্টেই প্রজ্ঞেই লক্ষ্যতে । তথাচ অমন্ অম্ভজায়তেতি
প্রতিরবিক্রমার্থঃ । অমু-শব্দো ন পশ্চাদ্বর্ধা, ইত্যত্র দৃষ্টাস্তমাহ—ব্রিক্কমিতি । যদা ব্রিক্ক
লক্ষয়িত্বা প্রজ্ঞাগ্রে বিভ্রাষিত্বোক্ততে, তদা ব্রিক্কমম্ভজোক্ততে সোতি প্রযুক্ততে । তথাচত্বাপি
অনুশব্দো ন পশ্চাদ্বর্ধ ইত্যর্থঃ । যত্র চ স্থানে প্রজা স্থাপ্যতে, তৎপুন্দ্রসমুদৃষ্টাঃ ধোয়মিত্যাহ—
তজ্জতি । পূর্বমময় দাদৃগম্ । কণা সপ্তমঃ প্রথমায় গোষ্ঠাতে, চন্দ্রলক্ষ্যস্থানারণ ব্যত্যয়-
সম্ভবাদিত্যাহ—বিত্ত্বীতি । যথা দৌবদে প্রজ্ঞেচন্দ্র দ্বিঃপাদিষ্টা, তথা রাজতে প্রজ্ঞে রাত্রিদৃষ্টিঃ
কর্তব্যঃ, ইত্যাহ—তজ্জতি । অস্ত্রি চি চন্দ্রাতিপবিত্রাদ্রাজ্যে শৌর্যম্, অস্ত্রি চ রাজতস্ত গ্রহস্ত,
তদ্রহস্য তত্র রাত্রিদর্শনমিত্যাহ—বর্ণেতি । ৪৬ ৩ স্বর্ণবর্ণাজনম্ভজন্ত রাজা, অতো বা সাদৃগ্যং
তত্র রাত্রিদৃষ্টিরিত্যাহ—জবজ্জতি । প্রজাপতিরূপা প্রসূতমম্বা লক্ষয়িত্বা তৎসংজ্ঞপন্যং পশ্চাৎ
অস্ত্র প্রবৃতিঃ দর্শয়তি—এনমিতি । তদাসাননস্থানে পশ্চিমসমুদৃষ্টিবিধেয়ঃ ইত্যাহ—তজ্জতি ।
কথমেতৌ গ্রহৌ মহিমাযৌ উত্তেঃ ৭ মহত্ত্বোপেত্যাদিত্যাহ—মহিমতি । অধ্যাববিসফ-
দশনমাদিগ্ৰহ গ্রহবিষয়ঃ তদাদিশতোবাক্যভেদাঃ স্থানৈরিত্যাহ—অম্ভজতি । ঐকমত্র নিয়ামকম্ ৭
ইত্যংশস্তা পুনরুক্তিরিতি মহাহ—তাবিত্তাদিনা । বৈ-অকার্থকণনম্—এবেতি ।

বাক্যার্থোপপাদ্যমান্তর্গী ভবতীত্যাহ—তপা চেতি ৭ তত্র শব্দনিষ্পত্তিপূরসরং তদর্থ-
মাত—হয় ইতি । বাক্যনিশ্চয়ানাং জ্ঞাপ্তিবিধেয়বাচিহ্নাদ অত্বাপি দেবেব প্রত্যমিতি
পক্ষান্তরমাহ—জাতীতি । দেবানাং দেবপ্রাপেক্ষ্য কণমন্ত্র ইত্যংশস্তা—প্রজাপতিরবৃদ্ধিতি ।
অম্বা শ্রোতুমারহা কল্যাস্তরোক্তা তন্নিস্বাচনমুক্তিঃ ইতি শব্দে—নহিতি । উপহমবিরোধো
নাস্তীতি পরিহরতি—নেতাদিনা । সত্বংপজ্ঞা ভূতানি দ্রবস্ত্যাম্মিতি ব্যংপজ্ঞা পরম-
গম্ভীরস্তেবরস্ত সনুহলকতমাহ—পরমায়তি । তত্র যোনিহুংপাদকহ, বকুহ স্থাপকহ,
সনুহল বিলাপকহমিতি ভেদাঃ । যদ পরমায়োনিহুংপাদকহাশ্রয় কোপযুক্ততে
তদ্রাহ—এবমিতি । ক্ষতান্তরায়রোধেন সনুহল যোনিরিত্যত্র সনুহলকস্ত কটিমহুৎকানতি—
অপত্র যোনিরিত্যত্র ৭ ২ ৥

ইতি প্রথমঃ প্রাক্কণম্ ১ ৩ ২ ৥

ভাষ্যানুবাদ—অথমেবদ্বয়ে অণের অগ্রে ও পশ্চাতে দুইটী গ্রহ অর্থাৎ
হবনারদ্রব্যাধার পাত্র স্থাপন করিতে হয় ; তন্মধ্যে প্রথম গ্রহটী স্বর্ণবর্ণময়, আর
দ্বিতীয় গ্রহটী রক্ততময় ; এজন্য ততঃপর বিষয়ে বিজ্ঞানোপদেশ করা হইতেছে ;—

পূর্বের স্বর্ণবর্ণময় গ্রহ ও দিবস, উভরই দীপ্তিমান—উজ্জল ; এইজন্ত অণের
অগ্রবর্তী স্বর্ণবর্ণময় মহিমানামক গ্রহটী হইতেছে অহঃ—দিনাধিপতি সূর্য্যস্বরূপ ।
ভাল, দিবস অণের সন্মুখবর্তী মহিমাযা গ্রহ হইল কিরূপে ? [উত্তর—] বেহেতু
ঐ অম্ব প্রজাপতিরূপ ; এবং বেহেতু আদিত্যরূপী প্রজাপতিই এখানে ‘অহঃ’
শব্দে লক্ষিত হইয়াছেন ; সেটাহেতু ‘ব্রিক্কে লক্ষ্য করিয়া বিদ্যাৎ প্রকাশ পাঠিতেছে’

কথার ভায় এখানে অথকে লক্ষ্য করিয়া স্তব্ধময় মতিমানামক গ্রহ সমুৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ অর্থ করিতে হইবে । ইহার যোনি পুষ্কদিকের সমুদ্র ; ‘পুর্বে সমুদ্রে’ পদদ্বয়ে প্রণমাবিত্তির স্থানে সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে । যোনি অর্থ—যে স্থান হইতে উহা গ্রহণ করিতে হয়, সেই গ্রহণস্থান । সেইরূপ রজতময় গ্রহটী [জ্যোৎস্নাপূর্ণ] রাত্রিস্বরূপ ; কারণ, উভয়ের মধ্যে বর্ণগত সাম্য রহিয়াছে, এবং স্তব্ধ ও দিবস অপেক্ষা হীনত্বাংশেও ঐ উভয়ের সাদৃশ্য রহিয়াছে । এই রজতময় গ্রহটী অথের পশ্চাদ্ভর্তী মহিমারূপে কল্পিত হইয়াছে । ইহার আহরণস্থান পশ্চিম সমুদ্র । ‘মহিমা’ অর্থ—মহত্ত্ব ; কেন না, ইহাই হইতেছে অথের বিভূতি বা মহিমা যে, তাহার উভয়দিকে (অগ্রে ও পশ্চাতে) স্তব্ধময় ও রজতময় দুইটী পাত্র স্থাপিত হয় । সেই এই দুইটী গ্রহ অথের অগ্রে ও পশ্চাতে মহিমা প্রকটিত করিতেছে । অথের এবং বিধ মহিমা-স্বতির জন্তই—“অশ্বম্ ভূতিঃ” ইত্যাদি কথার পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে । সেইরূপ “হরো ভূত্বা” ইত্যাদি বাক্যও তাহারই প্রণ্যাসার্থ উপস্থাপ্ত হইয়াছে । ‘হয়’ শব্দটী গত্যাৎক ‘ভি’-ধাতু হইতে নিপ্পন্ন, [ইহার] অর্থ—বিলক্ষণ গতিসম্পন্ন, অথবা ‘হয়’ একপ্রকার জাতিবিশেষ । ‘দেবগণকে বহন করিয়াছিলেন’ অর্থ—দেবগণের দেবত্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন ; কারণ, প্রজাপতিস্বরূপ অথের পক্ষে এরূপ কার্য্যসাধন করা সম্ভবপরই বটে ; অথবা, ‘হয়’ রূপে দেবগণের বাহন হইয়াছিলেন ।

ভাল কথা, বাহনহ ত নিন্দারই বিষয়, ইহা স্মৃতি হয় কিরূপে ? না,—ইহাও দোষাবহ অর্থাৎ নিন্দার কথা হয় না ; কারণ, বাহনহ ধর্ম্মটী অথের স্বভাবসিদ্ধ ; তাহাতে যে উৎকর্ষলাভ, অথবা দেবতা প্রভৃতির সঙ্গিত সম্বন্ধলাভ, ইহা ত অথের প্রণ্যাসার কথাই বটে । পরবর্ত্তী বাজী প্রভৃতিও জাতিবিশেষ ; বাজী হইয়া গন্ধর্ব্বগণকে বহন করিয়াছিলেন ; সেইরূপ অর্ষা (জাতিবিশেষ) হইয়া অমর-গণকে এবং অশ্ব হইয়া মনুষ্যগণকে বহন করিয়াছিলেন । ‘সমুদ্র এব’ এই সমুদ্র শব্দের অর্থ—পরমাশ্রয় ; বন্ধু অর্থ—বন্ধন,—বাহাতে জনসমূহ স্বতই আবদ্ধ হয় । সমুদ্রই ইহার বন্ধু এবং সমুদ্রই ইহার উৎপত্তির কারণ । এইরূপে অথের স্মৃতি করা হইতেছে যে, এই অথের উৎপত্তি ও আশ্রয় স্থান, উভয়ই পরম পবিত্র ; অথবা ‘জলের মধ্যেই অথের উৎপত্তি’, এই ঋতিপ্রসিদ্ধি অনুসারে প্রসিদ্ধ সমুদ্রকেই অথের যোনি বলিয়া বুঝিতে হইবে ॥ ২ ॥

ইতি প্রথমোধ্যায়ঃ প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥

ইতি প্রথমোধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥

দ্বিতীয়ঃ ভ্রামণম্ :

নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ যত্নানৈবেদমাবৃতমাসীদশনায়য়া,
অশনায়্য হি যত্নাস্তম্ননোহকুরুতাত্মনী শ্যামিতি ।

সোহর্চমচরৎ তস্মাচ্চত আপোহজায়স্তার্চতে বৈ মে কমভূদিতি
তদেবাক্ষ্যার্চকঃ কং হ বা অস্মৈ ভবতি, য এবমেতদর্কস্মার্চকঃ
বেদ ॥ ৩ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ—[অথেন্দোয়ায়ৈকংপত্রিকাতে—তদ্বিজ্ঞানার্থং
তৎস্বতার্থক—] ইহ (সংসারে) অগ্রে (সৃষ্টে প্রাক) কিঞ্চন (নামরূপাশ্রকং
কিঞ্চিদপি) নৈব আসীৎ; [অপি তু] ইদং (ভগৎ) অশনায়য়া (ভোজনেচ্ছা-
লক্ষণেন) যত্নানা আবৃতম্ (আচ্ছাদিতম্) আসীৎ; হি (যস্মাৎ) অশনায়য়া
(অশিতুম্ ইচ্ছা) [এব] যত্নাঃ, [অশনেচ্ছানস্তরঃ হি সাংপ্রবৃত্তেঃ] । [সং
যত্নাঃ] আশ্বনী (আশ্ববান্) শ্যাম্ (ভবেয়ম্) ইতি (এবম্ অভিপ্রোক্ত্য) তং
(প্রসিদ্ধং) মনঃ (অন্তঃকরণং) অকুরুত (ভগৎ-সিসৃক্ষয়া স কল্লাদিদাম্বকম্
অন্তঃকরণং সৃষ্টবান্) । সং (মনস্কঃ যত্নরূপঃ প্রজাপতিঃ) অর্চন্ (সকলকামতয়া
আশ্বানং পূজয়ন্) অচরৎ (তদনুরূপম্ আচরয়) । অর্চতঃ (আশ্বান পূজয়তঃ)
তস্মা (প্রজাপতেঃ) [সকাশাৎ] আপঃ (জলানি) অভায়ন্ত (উৎপন্ন্য বভূবুঃ) ।
অর্চতে মে (মহ্যং) বৈ কম্ (জলং) অভূৎ ইতি [যং অমমুত প্রজাপতিঃ],
তং এব (মননমেব) অর্কস্ত (অথমেদোয়ায়ৈঃ) অর্কঃ (অর্কদে হেতুঃ);
[অর্চনাদ্ উৎপন্ন্য কং—সুখহেতুভূতং জলম্ ইতি হি অর্ক-শব্দস্ত ব্যুৎপত্তিঃ] ।
অস্মৈ (উপাসকায়) কং (জলং সুখং বা) হ বৈ (অবধারণে) ভবতি; যঃ
(জনঃ) অর্কস্ত (অথমেদোয়ায়ৈঃ) এতৎ অর্কম্ এবং (বপোক্তপ্রকারেণ) বেদ
(জানাতি) । তস্মৈতৎ কলমিতি বিদ্যা স্মরতে ॥ ৩ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ—[অতঃপর অথমেদ যজ্ঞীয় অগ্নির বিজ্ঞান ও
স্তুতির নিমিত্ত তাহার উৎপত্তি-প্রণালী বর্ণিত হইতেছে,—] সৃষ্টির
পূর্বে এ সংসারে কিছুই ছিল না; এই ভগৎ অশনায়্যরূপ যত্ন
দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। অশনায়্য অর্থাৎ ভোজনেচ্ছাই লোকপ্রসিদ্ধ
যত্ন। সেই যত্নরূপী প্রজাপতি ‘আমি আশ্বনী—অন্তঃকরণযুক্ত

হইব' ইচ্ছা করিয়া প্রসিদ্ধ অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিলেন। তিনি অন্তঃকরণ-সম্পন্ন হইয়া আপনাকে অভিনন্দিত করত অবস্থান করিলেন। আত্মপূজাকারী সেই প্রজাপতি হইতে অণু (জল) প্রাদুর্ভূত হইল। তিনি যে, 'আত্মপূজাশীল আমার উদ্দেশে জল উৎপন্ন হইল' মনে করিয়াছিলেন, তাহাই অর্কের অর্কহ, অর্থাৎ অগ্ন্যমেদীয় অগ্নির 'অর্ক' সংজ্ঞার হেতু। ['অর্চ' ধাতু, এবং জল ও সূত্রবাচক 'ক' শব্দের যোগে 'অর্ক' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এখনও, যে লোক অগ্ন্যমেদীয় অগ্নির, যথোক্তপ্রকার অর্কহ জানেন, তাহার সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই 'ক' (জল বা সূত্র) সমুৎপন্ন হয় ॥ ৩ ॥ ১ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্—অথ অগ্নে: অগ্ন্যমেদোপযোগিকঞ্চ উৎপত্তিরূচ্যতে। তদ্বিবরণ-দর্শনবিবক্ষণা এবোৎপত্তিঃ স্বতার্থা। নৈবেদ্য কিঞ্চনাগ্র আসীৎ—ইহ সংসারমণ্ডলে, কিঞ্চন কিঞ্চিদপি নাম-রূপপ্রবিভক্তবিশেষম্, নৈবাসীৎ ন বভূব, অগ্নে প্রাপ্তোৎপত্তের্ননআদে:।

কিং শূন্যমেব বভূব? শূন্যমেন স্মাৎ; “নৈবেদ্য কিঞ্চন” ইতি শ্রুতে: ন কার্য্যং কারণং বা আসীৎ উৎপত্তে:; উৎপত্ততে হি ঘট:; অত: প্রাপ্তোৎপত্তের্ঘটশ্চ নাস্তিহম্! নতু কারণশ্চ ন নাস্তিহা, যুৎপিণ্ডাদিদর্শনাৎ; যৎ নোপলভ্যতে, তদেব নাস্তিগা অস্ত কারণশ্চ, ন তু কারণশ্চ, উপলভ্যমানস্মাৎ। ন, প্রাপ্তোৎপত্তে: সমাপ্তপলভ্যৎ। অন্তপলক্ষিণেচদভাবে হেতু:; সক্ষশ্চ জগত: প্রাপ্তোৎপত্তের্ন কারণং কার্য্যং বা উপলভ্যতে, তস্মাৎ সক্ষশ্চৈবাব্যবাহিকম্।

ন; ‘মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ’ ইতি শ্রুতে:। যদি চি কিঞ্চিদপি নাসীৎ—যেন আবিবর্ততে, ঘট আবিবর্ততে, তদা নাবক্ষ্যৎ ‘মৃত্যুনৈবেদমাবৃতম্’ ইতি; ন হি ভবতি গগনকুসুমচ্ছন্নো বক্ষ্যাপুল্ল ইতি; এনীতি চ মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীদিতি। তস্মাৎ নৈবাবৃতং কারণেন, ঘটাবৃতং কার্য্যং, প্রাপ্তোৎপত্তে: তদভিন্নমাসীৎ, শ্রুতে:—আমাণ্যং, অনুমেয়ম্ভাচ্। অনুমারতে চ প্রাপ্তোৎপত্তে: কার্য্যাকারণরোরতিহম্। কার্য্যশ্চ হি সতো জায়মানশ্চ কারণে সত্বোৎপত্তিদর্শনাৎ, অসতি চাদর্শনাৎ, জগতোহপি প্রাপ্তোৎপত্তে: কারণান্তিহমমুমারতে, ঘটাদিকারণান্তিহম্।

ঘটাদিকারণশ্চাপি অসম্বমেব, অনুপমৃশ্চ যুৎপিণ্ডাদিকং ঘটাত্মোৎপত্তেরিতি চেৎ; ন; যদাদে: কারণস্মাৎ। যুৎস্বর্ণাদি হি তত্র কারণং ঘট-রুচকাদে:, ন পিণ্ডাকারবিশেষ:, তদভাবে ভাবাৎ। অসত্যপি পিণ্ডাকারবিশেষে যুৎস্বর্ণাদি-কারণব্রহ্মবামাত্রাদেব ঘটরুচকাদি-কার্য্যোৎপত্তিদ্ভূতে। তস্মাৎ ন

পিণ্ডাকারবিশেষো ঘটকচকাদিকারণম্ । অসতি তু মৃৎস্বর্ণাদিভব্যো ঘটকচ-
কাদিন্ জায়তে, ইতি মৃৎস্বর্ণাদিভব্যমেব কারণম্, ন তু পিণ্ডাকারবিশেষঃ ।
সৰ্ব্বং হি কারণং কার্যামুৎপাদয়ত্ পূৰ্ণোৎপন্নশ্রাস্ত্ৰকার্যশ্চ তিরোধানং কুৰ্ব্বৎ
কার্যাস্তরমুৎপাদয়তি ; একস্মিন্ কারণে যুগপদনেক-কার্যবিরোধাত্ । ন চ
পূৰ্ণকার্যোপমদে কারণশ্চ স্বায়োপমদো ভবতি ; তস্মাৎ পিণ্ডাভ্যুপমদে
কার্যোৎপত্তির্দর্শনম্ অহেতুঃ প্রাপ্তপত্তেঃ কারণাসত্তে ।

“অসিদ্ধিরপত্তিঃ”
পিণ্ডাদিবাতিরেকেণ মৃদাদেঃ অসত্ত্বাদ্ আকৃতিং চেৎ,—পিণ্ডাদি-
পূৰ্ণকার্যোপমদে মৃদাদিকারণ-নোপশৃঙ্খতে, ঘটাদিকার্যাভ্যুপমদে, ঘট-
ইত্যভ্যুপমদে, পিণ্ডঘটাদিবাতিরেকেণ মৃদাদিকারণশ্চ অনুপপত্তাদিতি চেৎ ;
ন ; মৃদাদিকারণানাং ঘটাত্ম্যপত্তৌ পিণ্ডাদিনিবৃত্তৌ অনুবৃত্তির্দর্শনাত্ । সাদৃশ্যাদ্
অবগদর্শনম্, ন কারণান্তবৃত্তিরিতি চেৎ ; ন ; পিণ্ডাদিগতানাং মৃদাভ্যবয়বানামেব
ঘটাদৌ প্রত্যক্ষত্বে অনুমানাভাসাত্ সাদৃশ্যাদিকল্পনাত্তপত্তেঃ ।

ন চ প্রত্যক্ষানুমানরোপিত্বক্কা ব্যভিচারিতা, প্রত্যক্ষপূৰ্ণকত্বাদনুমানশ্চ ;
সৰ্ব্বত্রৈব অনায়াসপ্রসঙ্গাত্,—নদি চ ফণিকং সদ্, ‘তদেবেদম্’ ইতি গম্যমানং,
তদবুদ্ধেরপি অশ্চ-তদবুদ্ধাপেক্ষত্বে তস্মাৎ অপি অশ্চ-তদবুদ্ধাপেক্ষত্বম্,—ইত্যানবস্থায়াং
তৎসদৃশমিদম্ ইত্যস্মাৎ অপি বুদ্ধের্মুখ্যাত্ সৰ্বত্র অনায়াসত্বেইব । তদিদং বুদ্ধোরপি
কত্র ভাবে সম্বন্ধানুপপত্তিঃ ।

সাদৃশ্যং তৎসম্বন্ধ ইতি চেৎ ; ন ; তদিদং বুদ্ধোঃ ইতরেতরবিষয়াহ্মানুপপত্তেঃ ।
অসতি চ ইতরেতরবিষয়ত্বে সাদৃশ্যগ্রহণানুপপত্তিঃ । অসত্যেব সাদৃশ্যে তদবুদ্ধি-
রिति চেৎ ; ন ; তদিদং বুদ্ধোরপি সাদৃশ্যবুদ্ধিবদ্ অসদ্বিষয়প্রসঙ্গাত্ । অসদ্বিষয়-
মেব সৰ্ব্ববুদ্ধীনামস্ত ইতি চেৎ ; ন ; বুদ্ধি-বুদ্ধেরপি অসদ্বিষয়প্রসঙ্গাত্ । তদপ্যস্ত
ইতি চেৎ ; ন ; সৰ্ব্ববুদ্ধীনাং মুখ্যত্বে অসত্যবুদ্ধানুপপত্তেঃ । তস্মাদনদেতৎ —
সাদৃশ্যং তদবুদ্ধিরিতি । অতঃ সিদ্ধং প্রাক্কার্যোৎপত্তেঃ কারণসম্ভাবঃ ; কার্যশ্চ
চাতিব্যক্তিগ্ৰন্থিত্যত্ ।

কার্যশ্চ চ সম্ভাবঃ প্রাপ্তপত্তেঃ সিদ্ধঃ ; কথম্ ? অভিব্যক্তি-লিঙ্গত্বাৎ,
অভিব্যক্তিগ্ৰন্থিত্যত্ ? অভিব্যক্তিঃ সাক্ষাত্ বিজ্ঞানালম্বনপ্রাপ্তিঃ । বদ্ধি
লোকে প্রাপ্ততঃ তমাদিনা ঘটাদি বস্তু, তদ্যালোকাদিনা প্রাবরণতিরঙ্কারেণ
বিজ্ঞানবিষয়ত্বং প্রাপ্তবৎ প্রাক্ সম্ভাবঃ ন ব্যভিচারিত্যত্ ; তথেন্দমপি জগৎ প্রাপ্ত-
পত্তেরিত্যবগচ্ছামঃ । ন হি অবিজ্ঞমানো ঘট উদ্ভিতেহপ্যাদিতো উপলভ্যতে ।

ন ; তে অবিজ্ঞমানস্বাভাবাদ্ উপলভ্যত্বেইব ইতি চেৎ,—ন হি তব ঘটাদি

কার্য্যং কদাচিতপি অবিজ্ঞানম্, ইত্যাদিতে আদিত্যে উপলভ্যেতৈব, যুৎপিণ্ডে অসম্মিহিতে তম-আত্মাবরণে চামৃতি বিজ্ঞানত্বাদিত্যে চেৎ; ন; দ্বিবিধত্বাদ্ অবরণন্ত। ঘটাদিকার্য্যন্ত দ্বিবিধং হি আবরণং—মৃদাদেবভিব্যক্তন্ত তমঃ-কুডাদি, প্রাণমৃদোহভিব্যক্তে মৃদাত্মবরণানাং পিণ্ডাদিকার্য্যাস্তরুপেণ সংস্থানম্। তস্মাৎ প্রাণত্বপত্তেন্নিষ্ঠমানশ্চৈব ঘটাদিকার্য্যন্ত আবৃতত্বাৎ অন্তপলকিঃ। নষ্টোৎপন্নভাবা-
ভাবলক্ষ-প্রত্যয়ভেদস্ত অভিব্যক্তিরোভাবয়োদ্বিবিধত্বাপেক্ষঃ।

• পিণ্ডকপালাদেঃ আবরণবৈলক্ষণ্যাৎ অদ্ব্যক্তমিতি চেৎ,—তমঃকুডাদি হি ঘটাত্মাবরণং ঘটাদিভিন্নদেশং দৃষ্টম্, ন তথা ঘটাদিভিন্নদেশে দৃষ্টে পিণ্ড-কপালে; তস্মাৎ পিণ্ড-কপালসংস্থানরোঃ বিজ্ঞানশ্চৈব ঘটন্ত আবৃতত্বাদন্তপলকিরিত্যবৃত্তম্, আবরণদ্বয়-বৈলক্ষণ্যাদিত্যে চেৎ; ন; ক্ষীরোদকাদেঃ ক্ষীরাত্মাবরণেন এক-
দেশত্বদর্শনাৎ। ঘটাদিকার্য্যো কপাল-চূর্ণাত্মবরণানামন্তর্ভাবদনাবরণত্বমিতি চেৎ; ন, বিভক্তানাং কার্য্যাস্তরত্বাদ্ আবরণত্বোপপত্তেঃ।

আবরণাভাব এব যত্নঃ কর্তব্য ইতি চেৎ—পিণ্ডকপালাবহরোরিষ্ঠমানমেব ঘটাদিকার্য্যমাবৃতত্বাৎ নোপলভ্যত ইতি চেৎ; ঘটাদিকার্য্যাদিহা তদাবরণ-বিনাশ এব যত্নঃ কর্তব্যঃ, ন ঘটাত্মপত্তৌ; ন চৈতদন্তি। তস্মাদবৃত্তং বিজ্ঞানশ্চৈব আবৃতত্বাদন্তপলকিরিতি চেৎ; ন; অনিয়মাৎ।—ন তি বিনাশমাত্রপ্রযত্নাদেব ঘটাত্মভিব্যক্তিনিরতা; তম-আত্মাবৃত্তে ঘটাদৌ প্রদীপাত্মপত্তৌ প্রযত্নদর্শনাৎ। সোহপি তমোনাশায়ৈব ইতি চেৎ,—দীপাত্মপত্তাবপি যঃ প্রযত্নঃ, সোহপি তমস্তিরস্করণায়; তস্মিন্ নষ্টে ঘটঃ স্বয়মেবোপলভ্যতে; ন তি ঘটে কিঞ্চিদাধীযত-
ইতি চেৎ; ন; প্রকাশবতো ঘটশ্চোপলভ্যমানত্বাৎ। যথা প্রকাশবিশিষ্টো ঘট উপলভ্যতে প্রদীপকরণে, ন তথা প্রাক্ প্রদীপকরণাৎ। তস্মাৎ ন তমস্তির-
স্করায়ৈব প্রদীপকরণং; কিং তর্হি? প্রকাশবত্বায়; প্রকাশবত্বেনৈব উপলভ্য-
মানত্বাৎ। কচিদাবরণবিনাশেহপি যত্নঃ স্ত্যং, যথা কুডাদি-বিনাশে। তস্মাৎ ন
নিয়মোহন্তি—অভিব্যক্ত্যর্থিনা আবরণবিনাশ এব যত্নঃ কার্য্য ইতি।

নিয়মার্থবত্বাচ্চ।—কারণে বর্তমানং কার্য্যং কার্য্যাস্তরাণামাবরণম্, ইত্য-
বোচাম। তত্র যদি পূর্বাভিব্যক্তন্ত কার্য্যন্ত পিণ্ডন্ত বাবহিতন্ত বা কপালন্ত
বিনাশে এব যত্নঃ ক্রিয়েত, তদা বিদলচূর্ণাত্মপি কার্য্যং জায়েত; তেনাপি
আবৃত্তো ঘটো নোপলভ্যত ইতি পুনঃ প্রযত্নাস্তরাপেক্ষৈব। তস্মাদ্ ঘটাদ্য-
ভিব্যক্ত্যর্থিনো নিরত এব কারকব্যাপারোহর্থবান্। তস্মাৎ প্রাণত্বপত্তেরপি
সদেব কার্য্যম্।

অতীতানাগতপ্রত্যয়ভেদাচ্চ ।—‘অতীতো ঘটঃ অনাগতো ঘটঃ’ ইত্যোক্তয়োশ্চ
প্রত্যয়য়োঃ বর্তমানঘটপ্রত্যয়বৎ ন নির্দিষ্টবৃত্তং বৃদ্ধন্ । অনাগতাপি-প্রবৃত্তেষ্ট ।—
ন হি অসতি অর্থিতরা প্রবৃত্তিলোকে দৃষ্টা । যোগিনাং চ অতীতানাগত-জ্ঞানস্ত
সত্যাত্মাৎ । অসংশেদ ভবিষ্যদঘটঃ, ঐশ্বর্য ভবিষ্যদঘটবিষয়ঃ প্রত্যক্ষজ্ঞানঃ মিথ্যা
জ্ঞানঃ । ন চ প্রত্যক্ষরূপচর্য্যতে ; ঘটসম্ভাবে হি অসুমানস্ অবোচাম ।

বিপ্রতিবেদাচ্চ ।—বদি ঘটো ভবিষ্যতীতি—কুলালাদিমু ব্যাপিরম্মাণেষু
ঘটার্থঃ প্রমাণেন নিশ্চিতম্ ; যেন চ কালেন ঘটস্ত সঙ্গতঃ—ভবিষ্যতা হ্যচ্যোতঃ
তন্নিয়ম কালে ঘটোহসম্মিতি বিপ্রতিবিদ্ধমভিযুক্তং ; ভবিষ্যন্ ঘটোহসম্মিতি —
ন ভবিষ্যতীত্যর্থঃ, অয়ং ঘটো ন বর্ততে ইতি বদ্যং ।

অগ প্রাপ্তপত্তেঘটোহসম্মিত্যচ্যোতঃ,—ঘটার্থঃ প্রবৃত্তেষু কুলালাদিমু তদা যস্য
ব্যাপাররূপেণ বর্তমানাত্মাবৎকুলালাদয়ঃ, তথা ঘটো ন বর্ততে ইত্যাসঙ্গত-
জ্ঞানার্থেৎ, ন বিরূপাতে । কথ্যং ? যেন হি ভবিষ্যদ্রূপেণ ঘটো বর্ততে ; ন হি
পিণ্ডস্ত বর্তমানতা কপালস্ত বা ঘটস্ত ভবতি, ন চ তদোভবিষ্যতা ঘটস্ত ।
তন্মাত্ কুলালাদি-ব্যাপারবর্তমানতয়া প্রাপ্তপত্তেঘটোহসম্মিতি ন বিরূপাতে ।
বদি ঘটস্ত যৎ স্বঃ ভবিষ্যতাকার্য্যরূপম্, তৎ প্রতিনিষেদ্যতঃ ; তৎ প্রতিনিষেদে বিরোধঃ
জ্ঞানঃ ; ন তু তন্ ভবান্ প্রতিবেদতি ; ন চ সংকেতঃ ক্রিয়াবতান্ একৈব বর্তমানতয়া
ভবিষ্যত্ব বা ।

অপি চ, চতুর্ক্ষিপানামভাবানাং ঘটস্ত ইত্যন্তরেতরাভাবো ঘটাদিষ্টো দৃষ্টঃ, যস্য
ঘটোভাবঃ পটাদিসেব, ন ঘটস্বরূপমেন । ন চ ঘটোভাবঃ সম্পত্তেভ্যত্ভাবাত্মকঃ, কি
ততি ? ভাবরূপ এব, এবং ঘটস্ত প্রাক্-প্রক্-সাতাত্ম্যভাবানামপি ঘটাদিস্তদ
জ্ঞানঃ, ঘটেন ব্যাপদিষ্টমানত্বাৎ, ঘটন্তেতরেতরাভাববৎ ; তদেব ভাবাত্মকতা অভা-
বানাম্ । একক সতি, ‘ঘটস্ত প্রাগভাবঃ’ ইতি—ন ঘটস্বরূপমেন প্রাপ্তপত্তেনাস্তি ।

অগ ঘটস্য প্রাগভাব ইতি—ঘটস্ত যৎ স্বরূপং তদেবোচ্যেতঃ ; ঘটন্তেতি
ব্যাপদেশাত্মপদভিঃ । অগ কল্পরিম্বা ব্যাপদিষ্টো, ‘শিলাপুলকস্য শরীরম্’ ইতি
বদ্যং ; তথাপি ঘটস্ত প্রাগভাব ইতি কল্পিত্তেভ্যেভাবাত্মক ঘটেন ব্যাপদেশো ন
ঘটস্বরূপস্তেব । অপার্থান্তরং ঘটাদ ঘটস্তাভাব ইতি, উক্তোত্তরমেতৎ ।

কিঞ্চাত্মং, প্রাপ্তপত্তেঃ শব্দবিবাকবদ্ অভাবভূতস্ত ঘটস্ত স্বকারণসত্যসঙ্গত-
পদভিঃ, বি-নিষ্ঠত্বাৎ সম্বন্ধস্ত । অতসিকানামদেব ইতি চেৎ ন ; ভাবাভাবয়োঃ
অতসিকঙ্কাক্ষপপত্তেঃ । ভাবভূতরোচি বৃত্তসিকতা অতসিকতা বা জ্ঞানং, ন তু
ভাবাভাবয়োঃ অভাবয়োর্ম্মা ; তন্মাত্ পদেব কার্য্যঃ প্রাপ্তপত্তেরিতি সিদ্ধম্ ।

কিংলক্ষণেন মৃত্যুনা আবৃতম্, ইত্যত আত্ম-অশনায়রা, অশিতুমিচ্ছা
অশনায়, সৈব মৃত্যুঃ, সা হি মৃত্যোলক্ষণম্ ; তয়া লক্ষিতেন মৃত্যুনা অশনায়রা ।
কণমশনায় মৃত্যুরিতি ? উচ্যতে—অশনায় হি মৃত্যুঃ । হি-অশনে প্রসিদ্ধং
হেতুমবজ্ঞোত্তরতি । যো হি অশিতুমিচ্ছতি, সোহশনায়ানন্তরমেব ইন্তি জন্তুন্ ;
তেনাসৌ অশনায়রা লক্ষ্যতে মৃত্যুঃ, ইতি অশনায় হি—ইত্যত । বুদ্ধ্যায়নোহ-
শনায় ধর্মঃ, ইতি স এষ বুদ্ধ্যাবস্থো হিরণ্যগর্ভো মৃত্যুরিত্যুচ্যতে ; তেন মৃত্যুনেদং
কার্যমাবৃতমাসীৎ ; যথা পিণ্ডাবস্তুরা মৃদা ঘটাদয় আবৃত্যঃ স্থারিতি, তদ্বৎ ।

তন্মানোহকুরত । তদিতি মনসো নির্দেশঃ । স প্রকৃতো মৃত্যুর্কক্ষ্যমাণ-
কার্য-সিসৃক্ষরা তৎকার্য্যালোচনক্ষমং মনঃশব্দবাচ্যঃ সঙ্কল্পাদিলক্ষণমন্তঃকরণম্
অকুরত কৃতবান্ । কেনাভিপ্রায়েণ মনোহকরোৎ ইতি ? উচ্যতে—আত্মবী
আত্মবান্ জ্ঞা ভবেয়ম্ ; অহমেনোত্মানা মনসা মনসী স্থামিত্যভিপ্রায়ঃ ।

স প্রজাপতিঃ অভিব্যক্তেন মনসা সমনস্কঃ সন্ অর্চন্ অর্চয়ন্ পূজয়ন্ আত্মান-
মেব—কৃতার্থোহস্মীতি, অচরৎ চরণমকরোৎ । তস্মৈ প্রজাপতেরর্কতঃ পূজয়ত
আপঃ রসায়িকাঃ পূজাসমূহতা অজায়ন্ত উৎপন্নঃ । অত্রাক্ষণপ্রভৃতীনাং ত্রয়াণামুৎ-
পত্তানন্তরমিতি বক্তব্যম্, শ্রুতান্তরসামর্থ্যাৎ, বিকল্পাসমুৎপাদ সৃষ্টিক্রমস্ত ।
অর্কতে পূজাঃ কুর্সতে বৈ মে মহা কন্ উদকমভূৎ ইতি এবমমন্তত বস্মাৎ মৃত্যুঃ,
তদেব তন্মাদেব হেতোরর্কস্তায়েঃ অশ্বমেধকুপুবোগিকত্বাকর্ষন—অর্কত্বে হেতু-
রিত্যর্থঃ । অগ্নেরর্কনামনির্ঘচনমেতৎ—অর্কনাং সুপহেতুপূজাকরণাৎ অপ্সস্বচ্ছাচ্চ
অগ্নেরেতন্ গোণঃ নাম ‘অর্কঃ’ ইতি । য এবৎ যথোক্তমর্কস্তাকর্ষনং বেদ জানাতি,
কন্ উদকং সুপং বা নামসামান্ত্যৎ ; হ বা ইত্যবধারণার্থে ; ভবতোবেতি, অগ্নে
এবংবিদে এবংবিদর্থঃ ভবতি ॥ ৩ ॥ ১ ॥

টীকা । অশ্বাদিনর্শনোক্তানন্তরম্ অগ্নিদর্শনং বক্তৃং ব্রাহ্মণাত্মকম্ অবতারণতি—অগ্নেতি
নৈবেদ্য-ইত্যাদৌ, তবদৃষ্টিনাস্তীতি চেৎ, সত্যং, তত্র অগ্নেজ্ঞায় বক্তৃং ভূমিকা ক্রিয়তে ইত্যাহ—
অগ্নেরিতি । বায়োরগ্নিরিত্যাদৌ প্রসিদ্ধং তদ্বদ্ব্যজ্ঞেতি চেৎ, সত্যং, তদ্বিশেষস্তাত্ত্ব জন্মোক্তিঃ
ইত্যাহ—অশ্বমেধেতি । দর্শনে বিধিৎসিতে কিং জন্মোক্তোতি চেৎ, তদ্বাহ—তদ্বিষয়েতি
অগ্নিদর্শনস্ত বিধাতুমিষ্টস্ত সিদ্ধার্থমুপাত্তায়িত্ত্বাৎকলা তদুৎপত্তিরিষ্টো শুদ্ধজন্মহাহুৎকৃষ্টেযোনাং
মুপাত্তো রাজাদিবিদিত্যর্থঃ । তাৎপৰ্য্যমুক্ত্যং বাক্যমাদায় অক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—নৈবেদ্যাদিনা

নামরূপাত্ম্যং বিতক্তো বিশেষো বস্মিন্নিতি বহুব্রীহিঃ । অত্র শূন্যবাদী লঙ্কাবকাশোহবিস্মৃত
পরেষ্টশ্রুতাবষ্টেজেন যপক্ষমাহ—কিমিত্যাদিনা । কার্যন্ত গ্রা সঙ্কে হেতুগুণমাহ—উৎপত্তেস্কেতি
বিমতঃ গ্রাণসঙ্কেপভূতমানহাৎ, যন্নৈবং ন তদেবং, যথা পরেষ্টে ব্রজোক্তার্থঃ । হেতুসিদ্ধি শক্তি
উত্তরমাহ—উৎপত্ততে ইতি । ঘটগ্রহণং কার্যমাত্তস্ত উপলক্ষণার্থম্ । উক্তম্ অত্মমান-
নিগময়তি—অতঃ ইতি । তত্র তর্কিকো ব্রজো—নামিতি । মূহুতং ন কাযং কারণং বা আসী-

দিত্তি, তত্র ভাগে বাধঃ, ভাগে চ অনুমতিঃ ইত্যর্থঃ । কাৰ্য্যান্তাপি কথং প্রাগসম্বোধপত্তিঃ ? ইত্যশঙ্কাহ—যস্মৈতি । এতেন অনুমানস্ত সিদ্ধসাধ্যতা উক্তা । কাৰ্য্যবৎ কারণস্তাপি প্রাগসম্বৎ কিং ন স্তাৎ ইত্যশঙ্কা উক্তহেতুভাবাৎ সৈবমিত্যাহ—ন দ্বিতি । শূন্তবাদী আহ—ন ত্রাণ্ডৎ-পত্তৈরিত্তি । বিমতং প্রাগসন্ যোগাহে সতি তদা অনুপলক্কাৎ, সম্ভবৎ । ন চ অসিদ্ধা হেতুঃ, অতঃ অনতিশঙ্কাৎ । তদ্বিরোধে সতি উপলক্কে আভাসবাদিত্যর্থঃ । তদেব প্রপঞ্চয়তি—অনুপলক্কেদিত্তি ।

• কাৰ্য্যবৎ কারণস্তাপি প্রাগসম্বৎ প্রাপ্তে সিদ্ধাশ্রয়তি—নেতাদিনা । “নৈব”—ইত্যাদি-শ্রুতিবাক্তনামরূপাদিবিষয়া ন প্রাগসম্বৎ কাৰ্য্যাকারণয়োরাহ ; অস্তথা বাক্যশেষবিরোধাদ্ ইত্যর্থঃ । অতিং বিবৃণোতি—যদি হীতি । স্বয়মসম্বৎ কা বাচ্যোক্তৈরনুপপত্তিঃ, তত্রাহ—ন হীতি । মা তহি বাক্যশেষ ভূৎ, ইত্যশঙ্কাহ—ব্রবীতি চেতি । “মূঢ়ানা”—ইত্যাদিবাক্যার্থ-মুপসংহরতি—তস্মাদিত্তি । অতঃ প্রামাণ্যাদিত্তি । তৎপ্রামাণ্যস্ত প্রমাণলক্ষণে হি তদ্বাদিত্তি যাবৎ । পরকীয়ে অনুমানে শ্রুতিবিরোধম্ অভিধায় অনুমানবিরোধমাহ—অনুমেরদ্বাচেতি । কাৰ্য্যাকারণয়োঃ সমস্ত অনুমেয়তয়া তদসম্বন্ অনুমাতুমশক্যম্ । উপজীব্যবিষয়তয়া সমসমু-মানস্ত বলীয়স্বাদিত্যর্থঃ । কাৰ্য্যাকারণয়োঃ সমানুমানং প্রতিজ্ঞায় প্রথমং কারণসম্বন্ অনু-মিনোতি—অনুম্নঃস্মেতে চেতাদিনা । কারণস্ত সম্বৎ অনুমানমাহ—কাৰ্য্যান্ত হীতি । বিমতং সংপূৰ্ণঃ, কাৰ্য্যাহাৎ, কৃন্তবদিত্যর্থঃ ।

ন অনুপমুক্ত প্রাচুর্য্যবাদিত্তি জ্ঞানেন দৃষ্টান্তস্ত সাধাবৈকল্যাৎ চোদয়তি—ঘটাদীতি । ন তাবদসিদ্ধো ঘটঃ স্বকারণমুপনুদিত্তি, অসংসারকক্কাৎ, সিদ্ধস্ত তু উপলক্ষকত্বেন অসংপূৰ্ণক-মিত্তি কৃতঃ সাধাবৈকল্য ইত্যাহ—নেতি । কিং চ অশ্রয়িত্ববামেব সৰ্ব্বত্র কারণং, ন পিণ্ডাকার-বিশেষঃ, অনবয়াদনবস্থানীচোক্ত কৃতঃ সাধাবৈকল্যমিত্যাহ—মূঢ়াদেদিত্তি । তদেব ক্ষুটয়তি—মুংমূৰ্ণাদিত্তি । তত্রৈতি দৃষ্টান্তোক্তিঃ । কিং চাশ্রয়ব্যতিরেকভাঃ কারণমবধেয়ম্ । ন চ পিণ্ডভাবে ঘটো ন ভবতীতি ব্যতিরেকোক্তিস্ত । পিণ্ডভাবেওপি শকলানিভোওপি ঘটাহুস্তবো-পলভাদিত্যাহ—তদভাব ইতি । তদেব ক্ষুটয়তি—অসংসারীতি । ইয়ং হেপি ব্যতিরেক-রহিতাঃ তুল্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অসংসারীতি । মূঢ়াভাব ঘটাদিকরণং চেৎ, কিমিত্তি পিণ্ডাদৌ সত্যেব ততো ঘটাত্তমুংপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—সম্মিত্তি । ব্রহ্মণি ইবিজ্ঞাবশাচ্চপত্তিরিত্তি ভাবঃ । অশ্রয়িত্ববৎ পূৰ্ণোৎপন্ন-স্বকারণ্যতিরোধানেন কাৰ্য্যাস্তর জনয়তি চেৎ, কথ্যতাদাত্ত্বেন স্বয়মপি নজ্ঞেৎ, তত্রোত্তরকাৰ্য্যোৎপত্তিহেতুভাবদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । কাৰ্য্যাস্তরোওপি অনুপত্তিৰ্জন্যং কাৰ্য্যাস্তরাজ্ঞান ভাবাচ্চেত্যর্থঃ । অশ্রয়িত্বব্যতিরেক কারণহে ফলতমাহ—তস্মাদিত্তি ।

অশ্রয়িনো মূঢ়াভোদ্ধানভাবেনাভাবাৎ ন কারণ্যেতি শক্যতে—পিণ্ডাদীতি । তদেব চোক্ত্যং বিবৃণোতি—পিণ্ডাদীত্যাদিনা । মূঢ়ঘটঃ স্ববর্ণবর্ণলমিত্যাदि-তাদাত্ত্বাপ্রত্যয়স্ত পিণ্ডাত্ত-রিত্ত্বমূঢ়াভাবো অনুপপত্তৈরনুপপত্তঃ মূঢ়াভাপেয়মিত্তি পরিসংহরতি—নেতি । কিং চ, যাপিণ্ডস্তান্য পূৰ্ণোদ্ধার্য্যদাসীৎ, সৈব ঘটাত্ত্বমীতি প্রত্যাজ্ঞয়া মূঢ়ো অশ্রয়িত্তাঃ সিদ্ধেত্তৎকারণত্বং দুৰপলব-মিত্যাহ—মূঢ়াদীতি । যৎ সং তৎ ক্ষণিকং, যদা দীপঃ, সম্বন্ধেমে ভাবাঃ, ইত্যনুমানাৎ সৰ্ব্বাৰ্থানাং ক্ষণিকত্বসিদ্ধেয়মুদ্বিঃ । সাদৃশ্যাৎ জ্ঞাপ্তিরিত্তি শক্যতে—সাদৃশ্যাদিত্তি । প্রত্যাজ্ঞা-

সিদ্ধ-হ্যাবার্থ-বিরুদ্ধঃ কণিকার্ববোধলিঙ্গম্ [অগ্নেঃ] অনুকৃতানুমানবৎ ন মানমিতি দুষ্যতি—
নেতাদিনা । সাদৃশ্যাদীত্যাশিষ্টেন প্রত্যভিজ্ঞাত্যস্তিত্বাদি গৃহ্যতে ।

প্রত্যাকাং কারণৈক্যং গম্যতে, অনুমানান্তত্বদঃ । অতো দ্বয়োবিরুদ্ধত্বস্তাব্যভিচারিত্বাৎ
ন অধাক্ষেপানুমানব্যাধিঃ, বৈপরীত্যসম্ভবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । প্রত্যভিজ্ঞানুপজীবা কণিক-
হ্যামুমানাপ্রবৃত্তাবপি উপজীবাজাতীয়হাৎ তৎপ্রাবল্যাদুপজীবকভাত্যকমুক্তানুমানঃ দুৰ্ললঃ
তথাগমিতার্থঃ । প্রত্যভিজ্ঞা স্বার্থে স্বতো ন মানঃ, বুদ্ধান্তরংবাদাদেব বুদ্ধীনাং মানসস্ত
বৌদ্ধৈরিষ্টহাৎ । ন চ বুদ্ধান্তরং স্থায়িত্বসাধকনস্তুতি প্রত্যভিজ্ঞায়মানস্তাপি কণিকত্বমিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—সদ্যজ্ঞেতি । এসম্মমেব একটয়তি—যদি চেতি । কণিকত্বাদিবুদ্ধেরপি স্বার্থে স্বতো-
মানহাভাবাৎ তাদৃগ্‌বুদ্ধান্তরাপেক্ষায়াং তস্তাপি তথাহেন অনবস্থানাদ বুদ্ধেঃ স্বতঃ প্রামাণ্য-
মুপেয়ম্ । তথা চ প্রত্যভিজ্ঞানং সৰ্ব্বং তথৈবাবাদিতার্থঃ । কিং চ, প্রত্যভিজ্ঞাত্যস্তিত্বং
বদতি । স্বরূপানপক্ষবাৎ তদিদংবুদ্ধোঃ সামান্যধিকরণেন সম্বন্ধো বাচ্যঃ, স চ বক্তৃৎ ন শকাতে,
কণহয়সম্বন্ধিনে । দ্বৈতরূপাবাদিতাহ—তদিদমিতি ।

অসতি সম্বন্ধে বুদ্ধোঃ সাদৃশ্যাৎ তনুবুদ্ধিরিতি শঙ্কতে—সাদৃশ্যাদিতি । তয়োঃ স্বসংবেদ্যত্বাদ
গ্রাহকান্তরস্ত চাভাবান্ন সাদৃশ্যসিদ্ধিরিতি দুষ্যতি—ন তদিদংবুদ্ধোঃসিদ্ধিরিতি । তথাপি কিমিতি
সাদৃশ্যাদিসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অসতি চেতি ।

সাদৃশ্যানিচ্ছিন্নরূপে তা শঙ্কতে—অসতোবেতি । যত্র সত্যোবাদের বীজত্বৈব সাধক্যাপেক্ষা,
নাস্ত্যেতি ভাবঃ । এত বাহ্যার্থবাদিনং প্রতাহ—ন তদিদংবুদ্ধোঃসিদ্ধিরিতি । বিজ্ঞানবান্ভা-
অসমিতি । তথা সত্যনাশবৎ কণিকবিজ্ঞানমিত্যস্তাপি জ্ঞানস্তাসদ্বিসমতয়া বিজ্ঞানবানাসিদ্ধি-
রিতাহ—নেতি । শূন্যবাচ্যাহ—তদসীতি । সৰ্ব্বা ধীরসদ্বিব্যয়েতেষা ধীরসদ্বিবয়া স্তাৎ, ততশ্চ
সৰ্ব্ববুদ্ধেরসদ্বিবয়হাসিদ্ধিরিতি দুষ্যতি—নেতাদিনা । পরপক্ষাসম্ভবাত্তৎপ্রত্যভিজ্ঞাত্যঃ স্থায়ি-
হেতুসিদ্ধৌ দৃষ্টান্তস্ত সাধ্যবৈকল্যঃ পরিহৃত্যবাস্তবপ্রকৃতমুপসংহারতি—তন্মাদিতি । সম্ভ্রুতি
কারণস্বত্বানুমানঃ নিগময়তি—অত ইতি । কার্যাকারণয়োর্বয়োৰপি প্রাপ্তংপত্তেঃ সম্বন্ধমু-
মেয়মিতি প্রতিজ্ঞায় কারণাস্তিত্বং প্রপকিতম্, উদানীং কাৰ্য্যাস্তিত্বানুমানং দর্শয়তি—কার্য্যস্ত
চেতি । প্রাপ্তংপত্তেঃ সম্ভাবঃ প্রসিদ্ধ ইতি চকারার্থঃ ।

প্রতিজ্ঞাভাগঃ বিভজ্যতে—কার্য্যাস্তেতি । হেতুভাগমাক্ষিপতি—কথমিতি । অভি-
বাস্তিলিঙ্গমন্তেতি ব্যুৎপত্তা, কথমভিবাস্তিলিঙ্গবাদিতি কার্য্যাস্তে হেতুরূপাতঃ ? সিদ্ধে হি
সম্মে অভিবাস্তিলিঙ্গমন্তেতি সিধতি, তৎফলাচ্চ সম্বাসিদ্ধিরিত্যন্তোক্তাশ্রয়াদিতার্থঃ । সংপ্রতিপন্নয়া
অভিবাস্ত্যঃ বিপ্রতিপন্নঃ সম্বং সাধাতে, তন্মাত্তোক্তাশ্রয়ত্বমিতি পরিহরতি—অভিবাস্তিরিতি ।
কথং তর্হীহানুমানং প্রযোক্তব্যমিত্যাশঙ্ক্য প্রথমং ব্যাপ্তিমাহ—যজ্ঞীতি । যজ্ঞভিব্যজ্ঞানানং
তৎপ্রাগভিব্যজ্ঞেরস্তি, যথা তমোন্তঃস্বং ঘটাদীত্যর্থঃ । সম্ভ্রাত্মম্মিনোতি—তথেনিতি । বিমতং
প্রাগভিব্যজ্ঞেঃ সম্বং, অভিবাস্তিবিষয়ত্বাদ্, যজ্ঞভিব্যজ্ঞাতে, তৎ প্রাক্‌সম্বং, সংপ্রতিপন্নবদিতার্থঃ । ননু
তমোন্তঃস্বং ঘটঃ অভিব্যজ্ঞকসামীপ্যাদভিব্যজ্ঞাতে, ন তত্র প্রাক্কালীনং সম্বং প্রযোক্তব্যমিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—ন হীতি ।

উক্তে অনুমানে কার্য্যস্ত সদোপলক্ষ্যপ্রসঙ্গঃ বিপক্ষে । বাধবমানস্কতে—নেতাদিনা ।

উক্তানুমাননিষেধে নঞর্থঃ । অবিন্দ্যমানহাতাবাদিতি জ্ঞেয়ঃ । অনুমানং বাধকোপস্তানঃ
 বিরূপোতি—ন হীতি । বর্তমানবদভীতমগামি চ ঘটাদি সদেব চেতুপলকিসামগ্র্যাং সত্যং,
 তদ্বৎ প্রাপ্তমেননাশাক্ষৌর্ধ্ব উপলভ্যেত, ন চেবমুপলভ্যেত, তদ্বাদবৃত্তং কার্যন্ত সদা সম্বিতার্থঃ ।
 যুৎপিওগ্রহণং বিরোধিকার্যাস্তরোপলকণার্থম্ । অসম্মিহিতে সত্যীতি জ্ঞেয়ঃ । ন তাবদ্বিন্দ্যমানব-
 দ্বাত্রং কার্যন্ত সদোপলভ্যাপাদকং, সত্যেহপি ঘটাদেঃ অভিব্যক্তানভিব্যক্তোপলকত্বাদিতি
 সম্বাদতে—নেতি । অভিব্যক্তিসামগ্রীসং বৃত্তিব্যক্তিসাধকং, ন তু সত্যতৎসামগ্রীনিরমোহতি
 ইত্যভিপ্রেত্যাহ—বিবিধত্বাদিতি । উৎপন্নস্ত কুড়্যান্তাবরণমমুৎপন্নস্ত বিশিষ্টং কারণমিতি
 বৈবিধ্যমেব প্রতিজ্ঞাপূর্বকং সাধয়তি—ঘটাদীতি । যদোপলভ্যমানকারণাবরণানাং কার্যাস্তরা-
 কারেণ হিতিঃ, তদা নেদং কার্যমুপলভ্যেত, তদ্বাদ্বা চোপলভ্যেত ইত্যবয়ব্যাতিরেকসিদ্ধং কারণস্ত
 কার্যাস্তররূপেণ হিতস্ত কাব্যাবরণকত্বমিতি দৃষ্টব্যম্ । বিশিষ্টস্ত কারণস্ত আবরণকত্বাসিদ্ধৌ
 সিদ্ধমর্থমাহ—তদ্বাদিতি । প্রাকার্যাস্তরে সিদ্ধে সদা তদুপলকিপ্রসঙ্গবোধকং নিরাকৃত্য, নষ্টৌ
 ঘটৌ নান্তৌতাদিপ্রয়োগপ্রত্যয়ভেদানুপপত্তিঃ বাধকাস্তরমাশঙ্কাত—নষ্টেতি । কপালাদিনা
 তিরোভাবে নষ্টবাবহারঃ, পিণ্ডান্তাবরণভঙ্গেন অভিব্যক্তাবরণবাবহারঃ, দীপাদিনা তমোনিরা-
 সেনাভিব্যক্তৌ ভাববাবহারঃ, পিণ্ডাদিনা তিরোভাবে অভাববাবহারঃ । তদেবং কার্যন্ত সদা
 সম্বৎপি প্রয়োগপ্রত্যয়ভেদসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ।

পিণ্ডাদি ন ঘটান্তাবরণং, তেন সমানদেশত্বাৎ । যদ যন্ত আবরণং, ন তৎ তেন সমানদেশং,
 যথা কুড়াদীতি—শব্দভে—পিণ্ডেতি । ব্যতিরেকানুমানং বিরূপেতি—তম ইত্যাদিনা । অনুমান-
 কলং নিগময়তি—তদ্বাদিতি । কিমিদং সমানদেশম্ ? কিংবাক্যপ্রসঙ্গং কিংবৈক কারণত্বমিতি
 বিকল্পান্তঃ বিবক্ষ্যেৎ দুষয়তি—নেত্যাদিনা । কারণে সাকীর্ণস্তোদকাদেবাবিরমানন্তেতি
 বাবৎ । দ্বিতীয়মুবাণয়তি—ঘটাদীতি । যন্তেদং কার্যং, তন্নিম্নদ্বাদানি তেষামবস্থানাং
 তদ্বৎ তেষামাবরণত্বমিত্যর্থঃ । ঘটাবহনুস্মাত্রবৃত্তিকপালাদেঃ ঘটানাবরণত্বমিষ্টমেবেতি সিদ্ধ-
 সাধাতা, অব্যক্তঘটাবহনুস্মাত্রবৃত্তিকপালাদেঃ অনাবরণত্বসাধনে তেবসিদ্ধিযুক্তস্ত কপালাদেব
 আশ্রয়বদবরণভেদাদিতি দুষয়তি—ন বিভক্তানামিতি ।

বিন্দ্যমানস্তেব আবৃত্তত্বাৎ অনুপলকিত্বং, আবরণতিরস্বারে বহুঃ স্ত্রাৎ, ন ঘটাদেকংপত্তৌ,
 অতোঃশূভববিরোধঃ সংকার্যবাদিনঃ স্ত্রাদিতি শব্দভে—আবরণেতি । তদেব প্রপঞ্চয়তি—
 পিণ্ডেতি । যত্র আবৃত্তং বস্ত্র ব্যভ্যেত, তত্র আবরণত্বং এব দৃষ্টং, ইতি ব্যাপ্তাতাবানুভব-
 বিরোধোৎপত্তীতি দুষয়তি—অনিয়মাদিতি । অনিয়মঃ সাধয়তি—ন হীতি । তমস্যা আবৃত্তে
 ঘটানৌ দীপোৎপত্তৌ বহ্নোহন্তাত্ত্র্য চোদয়তি—সোঃপীতি । অনুভববিরোধমাশঙ্ক্যোক্তমেব
 বানক্তি—দীপাদীতি । দীপস্তমস্তিরয়তি চেৎ, কথং বৃত্তোপলকিরত আহ—তন্নিয়মিতি । তত্র
 চেতুমাহ—ন হীতি । অনুভবমমুসৃত্য পরিচয়তি—নেত্যাদিনা । কিমিদানীমাবরণভঙ্গে প্রযত্নো
 নেত্যেব নিরমোহন্ত, নেত্যাহ—কচিদিতি । অনিয়মঃ নিগময়নুভববিরোধাতাবমুপসংহরতি—
 তদ্বাদিতি ।

কিক, অভিব্যক্তকথাপারে সতি নিয়মেন খটো বাজ্যেত, তদভাবে বেতাশ্রয়ব্যতিরেকা-
 বধারিতো ঘটার্থঃ কুলাদ্যিবাণারঃ, তন্তার্থবদ্বার্থমভিব্যক্তার্থ এব প্রযত্নো বক্তব্যঃ, আবরণ-

তদ্ব্যর্থিক ইত্যাহ—নিরমেতি । উক্তং স্মারস্মেতমেব বিবৃণোতি—কারণ ইত্যাদিনা ।
আবৃত্তিভঙ্গার্থে যত্নে যতো । ঘটাস্থপল্লিঃ, অতন্তস্থপল্লিকার্থেভেন নির্যতঃ সন্ যত্নঃ সৰ্বকঃ স্তাদিতি
কলিতমাহ—তস্মাদিতি । প্রকৃতমভিব্যক্তিলিঙ্গকমদুমানঃ নির্যোযতাদ্যদেয়ঃ সন্ধানন্তৎকলমুপ-
সংহরতি—তস্মাৎ প্রাপ্তি ।

কার্যাস্ত সৰ্বে বুদ্ধান্তরমাহ—অতীতেতি । বিমতঃ সন্দর্ভঃ প্রমাণহাৎ : প্রতিপন্নবিত্যর্থঃ ।
তদেবাসুমানঃ বিশদয়তি—অতীত ইতি । অত্রৈবোপপত্তান্তরমাহ—অনাগতেতি । আগামিনি
ঘটে তদধিভেন লোকে প্রবৃত্তির্দৃষ্টা, ন চাতাস্তাসতি সা যুক্তা । তেন তস্তাসমিলকণত্তেত্যর্থঃ ।
কিং চ যোগিনামীশস্ত চাতীতাদিবিষয়ং প্রত্যক্ষজ্ঞানমিহঃ, তচ্চ বিজ্ঞানোপলব্ধনম্, অতো ঘটস্ত
সদা সৰ্ববিতাহ—যোগিনাং চেতি । ইথরসমুচ্চয়ার্থককারঃ । ভবিষ্যৎগ্রহণমতীতৌপলক্ষণার্থম্ ।
ইথরঃ যৌগিকঃ চেতি ব্রহ্মবাম্ । প্রদম্প্তে ব্রহ্মমাণকাহ—ন চেতি । অধিকবলং হি বাধকং, ন
চানতিশয়াদৈশাদিজনানাং অধিকবলং জ্ঞানং দৃষ্টম্, অতো বাধকাভাবাৎ ন তন্নিষেধোত্যর্থঃ । তন্ত
সমাক্ষেপেপি পূৰ্ব্বোক্তরকালয়োঃ সন্ধ্যতবিষয়ঃ কিং ন স্তাদিত্যাশঙ্কাহ—বটেতি । পূৰ্ব্বোক্তর-
কালয়োঃ রিতি শেষঃ ।

ঘটস্ত প্রাপসম্বাভাবে হেতুস্তরমাহ—বিপ্রতিষেধাদিতি । স তি কারকব্যাপারদশায়ামসন্নিতি
কোত্বর্থঃ ? কিং তন্ত ভবিষ্যদাদি তদা নাস্তি ? কিং বাত্বক্রিয়াসামর্থ্যম্ ? আছে বাহতিং সাধয়তি
—যদীতি । ঘটার্থং কুলাদিহি ব্যাপ্রিয়মাণেহু সৎস্থ ঘটো ভবিষ্যতীতি প্রমাণেন নিশ্চিতং চেৎ,
কথং তদ্বিকল্পঃ প্রাপসমুচ্চাতে । কারকব্যাপারাবচ্ছিন্নেন হি কালেন ঘটস্ত ভবিষ্যৎসম্বাভাবো
বা ভবিষ্যতাত্মনিত্বা বা সম্বন্ধো বিবক্ষ্যতে । তথা চ তস্মিন্নেব কালে ঘটস্ত তথাবিধসম্বন্ধনিষেধে
বাহতিরতিবাক্তেত্যর্থঃ । তামেবাভিনয়তি—ভবিষ্যতি । যো তি কারকব্যাপারদশায়াং
ভবিষ্যতাদিরূপেণাপ্তি, স তদা নাস্তীত্বাক্তে তন্ত তস্তাবস্থায়াম্ তেনাকাংরেশাসমর্থো ভবতি ।
তথা চ ঘটো যদা যেন আকাংরেশান্তি, স তদা তেন আকাংরেণ নাস্তীতি বাহতিরতিত্যর্থঃ ।

দ্বিতীয়মুপায়তি—অথেতি । প্রাপ্তপত্তেঘটার্থঃ কুলাদিহি প্রবর্তেহু সোহসন্নিতাসম্বন্ধার্থঃ
স্বরমেব বিবেচয়তি—তত্রৈত্যাদিনা । তত্র সিদ্ধান্তী ত্রুতে—ন বিরোধাত ইতি । কথং পুনঃ সৎ-
কার্যবাদিনস্তদসম্বন্ধবিরুদ্ধমিত্যাহ—কস্মাদিতি । প্রাপ্তপত্তেত্তদ্ব্যবৃত্তিরূপং সৎস্থ ঘটস্ত
সিদ্ধান্তবিশিষ্টং, তচ্চেদং ভবানপি তন্ত সদাতনমর্থক্রিয়াসামর্থ্যং নিবেশনমুদ্বজতে, নাবরোক্ষিপ্রতি-
পত্তিরিত্যভিপ্রেত্যাহ—যেন হীতি । নহু ব্রহ্মতে সৰ্ব্বস্ত মৃদ্বাত্ত্বাবিশেষণং পিতাদেবৈক্যমানতা
ঘটস্ত সৎস্থ, তন্ত চ অতীততা ভবিষ্যতা চ পিওকপালয়োঃ স্তাদিতি সাক্ষ্যমাণকাহ—ন হীতি ।
বাবহারদশায়াং যথাপ্রতিভাসমনির্বাচাসংস্থানভেদাশ্রয়াদিত্যর্থঃ । প্রাপ্তবস্থায়াম্ ঘটস্তার্থক্রিয়া-
সামর্থ্যালক্ষণসম্বন্ধনিষেধে বিরোধোভাবমূলপাদিতম্পসংহরতি—তস্মাদিতি । উক্তমেব বাতিরেক-
ঘায়া বিবৃণোতি—যদীত্যাদিনা । যদা কারকানি ব্যাপ্রিয়ন্তে, তদা ঘটোহসন্নিতি তন্ত
ভবিষ্যদাদিরূপং তৎকালে নিষিধ্যতে চেহুক্তবিধয়া ব্যাখ্যাতঃ স্তাৎ । ন চ তন্ত তস্মিন্ কালে
ভবিষ্যদাদিরূপং সৎস্থ নিষিধ্যতে, অর্থক্রিয়াসামর্থ্যস্তেব নিষেধাৎ, তৎ ন বিরোধাবকাশো-
হতীত্যর্থঃ । ন.হি পিত্তেত্যাদিনা সাক্ষ্যাসামর্থিকত্বমিদানীঃ সৰ্ব্বতঃসিদ্ধান্ততয়া স্মৃটয়তি—
ন চেতি । ভবিষ্যৎসম্বাভাবঃ চেতি শেষঃ ।

কার্যান্ত প্রাপ্তংপত্তের্নাশাচৌর্ধ্বমস্বাভাবে হেতুস্তরমাহ—অপি চেতি । তদেবামুমানতয়া
 প্ৰটয়িতুং দৃষ্টান্তঃ সাধয়তি—চতুর্বিধানামিতি । যষ্টী নির্দ্ধারণে । ঘটাত্মোক্ত্যভাবস্ত ঘটাদন্তুহে
 তত্রাপি অস্ত্রোক্ত্যভাবান্তরাঙ্গ্যকারাৎ অনবহেত্যাশঙ্কাহ—দৃষ্ট ইতি । ন যৌক্তিকমন্তব্যং, কিন্তু
 ঘটো ন ভবতি পট ইতি প্রাতীতিকং, তথাচ ঘটভাবঃ ঘটাদিরেবেতি পটাদেদন্তোহন্তুত্বাদ-
 ঘটাত্মোক্ত্যভাবস্তাপি ঘটাদন্তুহসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । নহু ঘটভাবঃ পটাদিরিত্যুক্তং, বিশেষণেণ
 ঘটস্তাপি পটাদাবস্তর্ভাবপ্রসঙ্গাদিতি চেন্মৈবং, দৃষ্টপদেন ক্রোড়ীকৃতত্বাৎ ; ঘটভাবস্ত পটাদিহা-
 ক্ত্যাবেপি ন স্বাতন্ত্র্যম্, অভাববিরোধাৎ । নাপি তদস্ত্রোক্ত্যভাবঃ পটাদেদর্শনঃ, সংসর্গভাবান্ত-
 র্ভাবাপাতাৎ । ন চ স ঘটশ্চৈব ধর্মঃ স্বরূপঃ বা, ঘটো ঘটো ন ভবতীতিপ্রতীত্যভাবাদিত্যভি-
 প্রোক্ত্যাহ—ন ঘটস্বরূপমেবেতি । যদি প্রতীতিমাত্রিত ঘটাত্মোক্ত্যভাবঃ পটাদিরিহ, তদা
 পটাদেদর্ভাবস্ত্যভাববিধানাদ্ভাবাত ইত্যশঙ্কাহ—ন চেতি । “স্বরূপপররূপাত্যাং সর্বং
 সদসদাঙ্গকম্” ইতি হি বৃদ্ধাঃ । তথা চ পটাদেঃ স্বেনাম্মনা ভাবত্বং ঘটতাদাত্ম্যভাবাৎ তদ-
 ভাবত্বং চেত্যবাহতিরিত্যর্থঃ । সিদ্ধে প্রতীত্যনুসারিণি দৃষ্টান্তে বিবক্ষিতমুমানমাহ—এবমিতি ।
 কিং চ, তেষামভাবানাং ঘটান্তিরিত্বাৎ পটবদেব সমবেষ্টব্যমিত্যনুমানান্তরমাহ—তথৈতি । অনু-
 মানফলং কথয়তি—এবং চেতি । তেবাং ঘটাদন্তুহে তন্ত অনাদ্যনন্তত্বমবয়বং সম্বাদিত্বং চ
 প্রাপ্নোতি । সবে চ তেষামভাবাভাবান্ন ভাবাভাবয়োর্মিথঃ সঙ্গতিরিত্যর্থঃ ।

নহু প্রসিক্কোহভাবো ভাববৎ অশঙ্কোহপেক্ষোভূমিতি চেৎ, স তহি ঘটস্ত স্বরূপমর্থাত্মকং বেতি
 বিকল্পান্তমন্ন্ত দুষয়তি—অথেষাদিনা । প্রাগভাবাদেঘটত্বেনপি সৎকং কল্পয়িত্বা ঘটন্তেতু-
 রিতি শক্যতে—অথেনি । সৎকন্ত কল্পিতত্বে সৎকিনোহপ্যভাবাদন্ত তথাৎ স্তাদিতি দুষয়তি—
 তথা সতি । যত্র সৎকং কল্পয়িত্বা ব্যপদেশস্তত্র ন বাস্তবো ভেদঃ, যথঃ রাহশিরদোঃ, তথাত্রাপি
 কল্পিতে সৎক্বে ভেদস্ত তথাহাদ বাস্তবত্বং সৎকিনোরন্ততন্ত স্তাৎ । ন চাভাবস্তথা সাপেক্ষত্বা-
 দতো ঘটন্তুত্বার্থঃ । কল্পান্তরমনুবদতি—অথেনি । অনুমানফলং বদন্তিঘটন্ত কারণান্না
 এববচনেন সমাহিতমেতদিত্যাহ—উক্তান্তরমিতি । অসৎকাণ্যাদে দোষান্তরমাহ—কিং
 চেতি । স্বেহেতুসৎকঃ সন্তাসৎকো বা জন্মেতি তাকিকাঃ । ন চ প্রাপ্তংপত্তের্নসতঃ সৎকন্তস্ত
 সতোবৃত্তিরিত্যর্থঃ । বৃত্তিসিদ্ধয়োঃ রজুঘটমোর্মিষঃসংযোগে পৃথক্‌সিদ্ধিরপেক্ষাতে, অযুত-
 সিদ্ধানাং পরস্পরপরিহারেণ প্রতীত্যনর্হানাং কার্য্যকারণাদীনাং মিথোযোগে পৃথক্‌সিদ্ধ্যভাবো ন
 দোষমাবহতীতি শক্যতে—অযুতেনি ; পরিহরতি—নেতি । উক্তমেব ফোরয়তি—ভাবেতি ।
 ব্যবহারদৃষ্ট্যা কার্য্যকারণয়োঃ সাধিতাঃ তুচ্ছবাবৃত্তিনুপসংহরতি—তন্মাদিতি ।

নৈবেহেত্যত্র সর্বস্ত প্রাপ্তংপত্তের্নসৎকং বৃহানেত্যাদিবাক্যাব্যর্থানেন নিরন্তা । সংপ্রতি
 মৃত্যুশল্যস্তার্থান্তরে রূঢ়ত্বাৎ ন তেনাবরণং জগতঃ সম্ভবতীত্যাক্ষিপতি—কিংলক্ষণেনেতি ।
 অনভিব্যক্তনামরূপম্ অধ্যাক্ষান্তযোগ্যম্ অপকীর্তপঞ্চমহাত্ম্যাবহতিরিত্তং মায়ারূপং সাত্তাস
 মৃত্যুরিত্যুচ্যতে । ন হি সর্বং কার্য্যম্ অবাস্তরকারণাহংপত্তমর্হতি, ইত্যভিপ্রোক্ত্যাহ—অত
 আহেতি । কথং যথোক্তো মৃত্যুরশনায়া লক্ষ্যতে ? ন হি মূলকারণস্ত অশনায়াদিমঃশম,
 অশনায়াদিপাসে প্রাপ্তস্তেতি স্থিতেঃ, ইতি শক্যতে—কথমিতি । মূলকারণশ্চৈব মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্ত
 সর্বসংহত্বান্ন তুচ্ছং সতি বাক্যেণোপপত্তিরিতি পরিহরতি—উচ্যত ইতি । প্রসিক্কমেব

প্রকটয়তি—যো হোতি । তথাপি প্রসিদ্ধং মৃত্যুং হিত্বা কথং হিরণ্যগর্ভোপাদানমত আহ—
বুদ্ধাস্থন ইতি । উক্তং হেতুং কৃষ্টা কলিতমাহ—স ইতি । নমু ন তেন জগদাভিরতে,
মূলকারণেনৈব তদাবরণাৎ, তৎকথং বাক্যোগক্রমোপপত্তিরত আহ—তেনেতি । নমু হিরণ্য-
গর্ভে প্রকৃতে কথং স্রষ্টরি নপুংসকপ্রয়োগস্তত্রাহ—তদিতি মনস ইতি । বাক্যার্থমধুনা কথয়তি—
স প্রকৃত ইতি । ভূতসৃষ্টাতিরেকেণ ভৌতিকস্ত মনসঃ সৃষ্টিরগুণেতি মহা পৃচ্ছতি—কেনেতি ।
অপকীকৃতানাং ভূতানাং হিরণ্যগর্ভদেহভূতানাং প্রাগেব লঙ্ঘনকথাং তেষ্যো মনোব্যক্তির-
বিরুদ্ধেতি মন্থানো ক্রতে—উচ্যতে ইতি । স্বাস্থ্যবস্থা স্বাভাবিকত্বাৎ ন তদাশংসনীয়মিত্যাশঙ্ক্য
বাক্যার্থমাহ—অহমিতি ।

মনসো বাক্তস্যোপযোগমাহ—স প্রজাপতিরিতি । নমু তৈত্তিরীয়কানাম্ আকাশাদি-
সৃষ্টিক্রমোক্তে, তৎ কথমিহাপ্যাদৌ সৃষ্টিবচনং, তত্রাহ—অত্রোতি । সপ্তম্যা হিরণ্যগর্ভকর্তৃক-
সংগোষ্ঠিঃ । ত্রয়াণাং পকীকৃতানামিতি যৎবৎ । নদ্যাকাশাচ্চ তৈত্তিরীয়ে সৃষ্টিরিহ স্বাভাভেত্যা-
দিভাস্তৃদিতহোমবদিক্রমো ভবিষ্যতি, নেতাহ—বিকল্পেতি । পুরুষতত্ত্বত্বাৎ ক্রিয়ায়া যুক্তো
বিকল্পঃ সিক্কেত্বার্থে তু পুরুষানবীনে নাসৌ সম্ভবতঃ সৃষ্টিবিবক্ষিতা চেৎ, আকাশাত্তৈব
সা যুক্তা, বিভ্রাপ্রধানত্বাৎ তু নাদরঃ সৃষ্টাবিতিভাবঃ । অপ্যত্র সৃষ্টিবচনমুপযুক্তং, ন
স্রষ্টৃস্তাভিরেব পূজা সিধ্যতীত্যশঙ্ক্য আখ্যেয়ৈকাদেশরকনামসিদ্ধার্থঃ তদুপযোগমুপপত্ত্যতি—
অচ্চত ইতি । কোহসৌ হেতুরিতাপেক্ষায়াম্ অর্চতিপদাবয়বস্য অকণকেন সঙ্গতিরিতি মন্থানঃ
সম্রাহ—অকহমিতি । এবং মৃত্যোরকহেপি কথমগ্নেরকহমিত্যাশঙ্ক্য মৃত্যুসম্বন্ধাদিত্যাহ—
অগ্নেরিতি । কিমর্থমগ্নেরকনামনির্দ্বন্দ্বনমিত্যাশঙ্ক্য অপূর্বসংজ্ঞাযোগস্য কলস্তরাভাবাদুপাসনার্থ-
মিত্যাহ—অগ্নেরিতি । নির্দ্বন্দ্বনমেব ক্ষোরয়তি—অর্চনাদিতি । কলবদ্যচ্চ যথোক্তনামবতো-
ঃগ্নেরপাস্তিরত্র বিবক্ষিতা ইত্যাহ—য এবমিতি ॥ ৩ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—অতঃপর অশ্বমেধযজ্ঞোপযোগী অগ্নির উৎপত্তিপ্রণালী
কথিত হইতেছে । তদ্বিয়য়ক উপাসনাবিজ্ঞানোপদেশই ঋত্বির অভিপ্রেত ;
সুতরাং, অগ্নির উৎপত্তি-বর্ণনা কেবল তাহার স্মৃতির জ্ঞ, অর্থাৎ গুণপ্রকাশনার্থ
মাত্র বুঝিতে হইবে । “নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ”, ইহার অর্থ—এই সংসার-
মণ্ডলে অন্তঃকরণ প্রভৃতি সৃষ্টির পূর্বে—নাম ও আকৃতি-সম্পন্ন কিছুমাত্রও
ছিল না ।

[সংকারণবাদের বিপক্ষে বৌদ্ধের আপত্তি ও তাহার খণ্ডন ।—]

[শূন্যবাদী বলিতেছেন—] ভাল, তবে কি শূন্যই ছিল ? সবই শূন্য হইবে ?
“নৈবেহ কিঞ্চন” ঋতি অনুসারে জানা যায় যে, কার্য বা কারণ—কিছুই ছিল না ;
বিশেষতঃ, শূন্যবাদের পক্ষে কার্যোৎপত্তিও অপর একটা হেতু ; কেন না, ঘট ত
(ঘটাদি পদার্থ ত) উৎপন্ন হইয়া থাকে ; উৎপত্তির পূর্বে তাহার (কার্য-
পদার্থের) অস্তিত্ব থাকে না । [তार्কিক মতে] আপত্তি হইতে পারে যে,
ঘটোৎপত্তির পূর্বে বখন পিণ্ডাকার মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়, তখন মৃত্তিকা প্রভৃতি

কারণ-বস্তুর ত আর অস্তিত্বাভাব হইতেছে না (১৪) ; বাহ্য প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের বিষয় হয় না, তাহারই অস্তিত্ব না থাকিতে পারে ; অতএব কার্যের বরং অস্তিত্বাভাব হয় হউক, কিন্তু তাহার কারণ যখন পূর্বেও উপলব্ধির বিষয়ীভূত হয়, তখন তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে কেন ? ইত্যাদি। না—এ কথাও হইতে পারে না ; কেন না, উৎপত্তির পূর্বে ত কোন বস্তুরই উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হয় না। অল্পপলব্ধি বা অপ্রত্যক্ষই যদি অস্তিত্বাভাবের কারণ হয়, তাহা হইলে জগৎপত্তির পূর্বে যখন কার্য বা কারণ—কাহারো উপলব্ধি থাকে না ; তখন কার্য কারণ—সমস্তেরই অভাব সিদ্ধ হইতে পারে। [ইহাই শূন্যবাদিকর্তৃক তর্কিকমতের খণ্ডন।]

[এতদ্ব্যতীত সিদ্ধান্তবাদী বলেন—] না,—এরূপও সিদ্ধান্ত হইতে পারে না, কারণ, “মৃত্যুনৈবেদম্ আবৃতম্ আসীৎ” (‘ইহা মৃত্যুকর্তৃকই আবৃত ছিল’) এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে। যদি কিছুই না থাকিত, তাহা হইলে শ্রুতি কখনই ‘বাহ্য দ্বারা আবৃত হয়’, এবং ‘বাহ্য আবৃত হয়’, এই আবৃত ও আবরণ-হেতুর উল্লেখ করিতেন না ; কারণ, অত্যন্ত অসং বক্ষ্যাপন্ন কখনও অলীক আকাশ-কুমুদে শোভিত হয় না। অগতঃ শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরেই বলিতেছেন যে, ‘ইহা পূর্বে মৃত্যুকর্তৃকই সমাবৃত ছিল’। অতএব শ্রুতি-প্রামাণ্য অনুসারে বুঝা যাইতেছে যে, বাহ্য দ্বারা অর্থাৎ যে কারণ দ্বারা আবৃত, এবং বাহ্য অর্থাৎ যে কার্য আবৃত, তদ্ব্যতীত উৎপত্তির পূর্বেও বর্তমান ছিল। এ বিষয়ে অনুমানও অপর প্রমাণ ; কেন না, উৎপত্তির পূর্বে কার্য ও কারণ এতদ্ব্যতীতই অস্তিত্বে অনুমান করা যাইতে পারে। যেহেতু, কারণ বিজ্ঞান থাকিলেই কার্যের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়, এবং কারণের অভাবে কার্যোৎপত্তি কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইহা দ্বারা উৎপত্তির পূর্বে এই জগতেরও কারণের অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত যেমন—ঘটাদি কারণের অস্তিত্ব (১৫)।

(১৪) উৎপত্তির পূর্বেও বাহ্যের জ্ঞান পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তাহার সংকার্যবাদী, যেমন কপিল। আচার্য্য শঙ্কর সংকারণবাদী, কিন্তু তিনি কাণ্ডকারণের অভেদ স্বীকার করেন বলিয়া তিনি ও কপিল—উভয়েই সংকার্যবাদী ; নৈমগ্নিক ও বৈশেষিক অ-সংকার্যবাদী। তাহার উৎপত্তির পূর্বে কাণ্ডের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এখানে “কিং শূন্যমেব বভূব ?” এই আপত্তিটা শূন্যবাদীর : তাহার পর, শূন্যবাদীর উপরে আরোপিত “নহু কারণন্ত ন নাস্তিত্বং” ইত্যাদি আপত্তিটা নৈমগ্নিকের বৃষ্টিতে হইবে।

(১৫) তাৎপৰ্য্য—শূন্যবাদী বৌদ্ধ বলিয়াছিলেন—উৎপত্তির পূর্বে যেমন কার্য বা জ্ঞান বস্তুর অভাব থাকে, তেমনি তৎকারণেরও অভাব থাকে ; সুতরাং ‘সর্বশূন্যবাদ’ই সত্য।

যদি বল, কারণস্বরূপ মৃৎপিণ্ডাদিকে বিমর্দিত না করিয়া যখন ঘটাদি কার্য্য উৎপন্ন হয় না, তখন ঘটাদির কারণ মৃৎপিণ্ডাদিও অসং—অস্তিত্বহীন। না,—যেহেতু মৃত্তিকা প্রভৃতিই ঘটাদি কার্য্যের প্রকৃত কারণ, মৃত্তিকাপিণ্ডাদি নহে, সেই হেতুই ঐ প্রকার আপত্তি করিতে পার না। দৃষ্টান্তস্বলে মৃত্তিকা ও স্রবর্ণ প্রভৃতিই ঘট ও স্বর্ণহার প্রভৃতির কারণ, কিন্তু পিণ্ডাকার আকৃতিবিশেষ উহাদের কারণ নহে ; কেন না, পিণ্ডাদি আকারের অভাবেও ঘট ও রুচকাদি কার্য্যের সম্ভাব্য অক্ষুণ্ণ থাকে, (কিন্তু মৃত্তিকাদির অভাবে থাকে না ;) পিণ্ডাকার না থাকিলেও কেবল মৃত্তিকা ও স্রবর্ণাদি কারণ-দ্রব্য হইতেই ঘট ও রুচকাদি কার্য্যের উৎপত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব মৃত্তিকা প্রভৃতির পিণ্ডাদি আকারবিশেষ কখনই ঘট ও রুচকাদি কার্য্যের কারণ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, মৃত্তিকা ও স্রবর্ণাদি দ্রব্যের অসম্ভাবে কন্মিন্ কালেও ঘট ও রুচকাদি কার্য্যের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না ; অতএব মৃত্তিকা ও স্রবর্ণাদিই প্রকৃতপক্ষে কারণ-দ্রব্য, কিন্তু পিণ্ডাদি আকারবিশেষ কারণ নহে। যেহেতু কারণমাাত্রই কার্য্যোৎপাদনের সময়ে পূর্ব্বতন স্বীয় কার্য্যের তিরোধান (অব্যক্তভাব-ধারণ) করিয়া অবশেষে অপর কোনও কার্য্য সমুৎপাদন করিয়া থাকে ; কারণ, একই সময়ে বহুকার্য্য সমুৎপাদন করা একটা কারণের স্বভাববিরুদ্ধ। বিশেষতঃ, পূর্ব্বোৎপন্ন কার্য্যের তিরোধান হইলেই যে, কারণেরও তিরোধান বা বিনাশ হইয়া যায়, তাহাও কখনই যুক্তিসিদ্ধ কথা নহে। অতএব পিণ্ডাদিরূপ কারণবাহ্যর অপ-

তদ্বস্তরে নৈমায়িক বলিতেছেন,—না, সর্ব্বগুহ্যতা হইতে পারে না ; কেন না, সর্ব্বত্রই কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে তৎকারণের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ঘট একটি কার্য্য বা জগৎ পদার্থ ; সেই ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে তৎকারণ মৃত্তিকার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং, এই জগৎ-কার্য্য উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও তৎকারণ (জ্ঞায়মতে পরমাণু) নিশ্চয়ই ছিল ; সুতরাং ‘সর্ব্বগুহ্যবাদ’ অসিদ্ধ। শূন্যবাদী পুনশ্চ বলিতেছেন যে, মৃত্তিকা প্রভৃতির যে, পিণ্ডাদিরূপ বিশেষ বিশেষ আকার, তাহাই ঘটাদি কার্য্যের প্রকৃত কারণ ; যেহেতু সেই সেই পিণ্ডাদি আকারের ধ্বংস না হইলে কখনই ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং কারণের সম্ভাবও প্রমাণিত হইতেছে না। তদ্বস্তরে বলিতেছেন যে, না—মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্রব্যসমূহই ঘটাদি কার্য্যের প্রকৃত কারণ, তাহাদের পিণ্ডাদি আকারবিশেষ কারণ নহে। বাহার সম্ভাবে যে কার্য্যের সম্ভাব, তাহাই সেই কার্য্যের উপাদান-কারণ। মৃত্তিকার সম্ভাবেই ঘটের সম্ভাব ; সুতরাং মৃত্তিকাই ঘটের কারণ। পক্ষান্তরে, বাহার অসম্ভাবেও কার্য্য থাকে, তাহা তাহার কারণ নহে। পিণ্ডাদি আকারের অভাবেও ঘটাদি কার্য্য বিদ্যমানই থাকে, সুতরাং মৃত্তিকার পিণ্ডাদি অবস্থা কখনই ঘট-কার্য্যের উপাদান-কারণ হইতে পারে না।

গমে যে কার্যোৎপত্তি হইতে দেখা যায়, তাহা উৎপত্তির পূর্বকালে কারণের অসম্ভাবের হেতু হইতে পারে না ।

যদি বল, “পিণ্ডাদি আকারবিশেষ পরিত্যাগ করিলে যখন মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণ-দ্রব্যের অস্তিত্বই থাকে না, তখন কেবলই মৃত্তিকা প্রভৃতির উপাদান-কারণত্ব বাক্তিসম্মত হইতে পারে না, অর্থাৎ যদি বল, পূর্বতন পিণ্ডাদি আকারের বিনাশেও তৎকারণ মৃত্তিকা প্রভৃতির বিনাশ হয় না, পরন্তু ঘটাদি কার্যাস্থরেও তাহার অনুবৃত্তি হইয়া থাকে—একথা বাক্তিসম্মত হইতে পারে না ; কারণ, পিণ্ড বা ঘটাদি কার্যাবস্থার অতিরিক্ত শুধু মৃত্তিকাত কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না ; অতএব মৃত্তিকা-প্রভৃতি কারণানুবৃত্তির কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ।” তাহা হইলে বলিব, “না,—তাহাও হইতে পারে না ; যেহেতু, মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণের পিণ্ডাদি অবস্থা নিবৃত্ত হইলেও ঘটাদি কার্যের উৎপত্তিতে তাহাদের অনুবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় ।” যদি বল, “ঘটাদি কার্যের সহিত তৎকারণ মৃত্তিকা প্রভৃতিরও সাদৃশ্য রহিয়াছে, সেই জন্যই ঐরূপ কারণানুবৃত্তি হয় বলিয়া বোধ হয় মাত্র, বস্তুতঃ কোথাও কারণানুবৃত্তি হয় না ।” তাহা হইলে বলিব ; “না, এ কথাও সঙ্গত নহে ; কারণ, ঘটাদি কার্যের যখন পিণ্ডাদি কার্যগত মৃত্তিকা প্রভৃতির অপরবসমূহেরই প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি হইয়া থাকে, তখন অসম্মান্যভাস বা অসত্য অসম্মানের সাহায্যে সাদৃশ্যাদি করণা করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না । [অতএব উক্ত শৃঙ্খলার বৌদ্ধের মত ঠিক নহে ।]

[কণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মত এখন—]

বিশেষতঃ, অসম্মানমাত্রই যখন প্রত্যক্ষমূলক, তখন কারণের একত্ব-প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে কারণের ভেদানুমান কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে কোন বিষয়েই লোকের বিশ্বাস বা স্থিরতা থাকিতে পারে না ।—যদি চ ‘ইহা সেই বস্তু’ এইরূপ প্রতিতিগম্য সমস্ত বস্তুই কণিক হয়, অর্থাৎ যে ক্ষণে উৎপন্ন হয়, তাহার পরক্ষণেই আবার বিনষ্ট হইয়া যায়, কেবল পূর্ব বস্তুর সঞ্চিত সাদৃশ্য থাকায়, ‘ইহা সেই বস্তু’ ইত্যাকার অভেদবুদ্ধি হইয়া থাকে মাত্র, বস্তুতঃ পরদৃষ্ট বস্তুটা পূর্বদৃষ্ট বস্তু হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, স্বতরাং ঘটাদি কার্যো মৃত্তিকাদি দৃষ্ট হইলেও বুঝিতে হইবে যে, পূর্বদৃষ্ট মৃত্তিকা প্রভৃতির অনুভবজাত সংস্কার বশতই এইরূপ মৃত্তিকাদির অনুবৃত্তি-বুদ্ধি হইয়া থাকে, বস্তুতঃ কারণরূপে কল্পিত মৃত্তিকার সহিত উচার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, ইত্যাদি ;” তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, ‘ইহা সেই মৃত্তিকা’, এই বুদ্ধিটা যদি প্রাথমিক বুদ্ধিরই ফল হয়

তাহা হইলে সেই প্রাথমিক মৃত্তিকাবুদ্ধিটাকেও তৎপূর্ববর্তী মৃত্তিকা-বুদ্ধির ফল বলিতে হইবে, আবার সে বুদ্ধিকেও তৎপূর্বতন মৃত্তিকা-বুদ্ধির ফল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ; এইরূপে বুদ্ধিধারার কোথাও বিশ্রাম না হওয়ায় ‘অনবস্থা’ দোষ উপস্থিত হইতে পারে ; সুতরাং ‘ইহা তাহার সদ্গুণ’ এই বুদ্ধিটিরও সত্যতা সিদ্ধ হইতে পারে না । অতএব কোন বিষয়েই লোকের স্থিরতর বিশ্বাস বা সত্যতা-প্রতীতি জন্মিতে পারে না । বিশেষতঃ, স্থিরতর একজন কৰ্ত্তা না থাকিলে, ‘তং’ ও ‘ইদম্’ বুদ্ধির সম্বন্ধও উপপন্ন হইতে পারে না । (১৬) ।

। সাধারণভাবে বোধনতঃ হস্তন ।

নদি বল, “কৰ্ত্তার অভাবে ‘তং’ ও ‘ইদম্’ বুদ্ধির সম্বন্ধ অনুপপন্ন হইলেও ‘তং’ ও ‘ইদম্’ বুদ্ধিদ্বয়ের সাদৃশ্যবশতঃ উক্ত সম্বন্ধ উপপন্ন হইতে পারে”, না, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, ‘তং’ ও ‘ইদম্’-বুদ্ধির পরস্পর-বিষয়তা অনুপপন্ন হইবে । আর উক্ত বুদ্ধিদ্বয় পরস্পর বিষয়ীভূত না হইলে উক্ত বুদ্ধিদ্বয়ের সাদৃশ্য-গ্রহণও অনুপপন্ন হইবে । যদি বাহ্যার্থবাদী বৌদ্ধ-মতের অনুসরণ করিয়া) বল, “অসং-সাদৃশ্যেই তদবুদ্ধি হইয়া থাকে, (অর্থাৎ সাদৃশ্য নিঃসৃত অসং হইলেও ‘তং’ বলিয়া সে জ্ঞান হয়, তাহা অসং নহে ;)”

(১৬) তাৎপর্য—এহলে শৃঙ্খলাবাদের পুনশ্চ আপত্তি হইল যে, মৃত্তিকা প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তুকে উপাদান বলা হয়, আগে সে সমুদয়ের ধ্বংস হয়, পরে ঘটাদি কাষ্ঠের উৎপত্তি হয়,—আগ্রে বাঁজটি বিনষ্ট হয়—পচিয়া যায়, পরে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় ; সুতরাং, কারণ-বস্তুর ধ্বংসই কার্যোৎপত্তির হেতু, কারণ-বস্তু নহে । এই জগৎও তদ্রূপ কোনরূপে সংপদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় নাট । এই পক্ষ গণনের পর, কণিকবাদী বৌদ্ধ বলিলেন—জগতের সমস্ত পদার্থই কণিক—প্রতিক্ষেপে উৎপন্ন হয়, আবার পরক্ষেপেই বিনষ্ট হইয়া যায় । তবে যে, পূর্বদৃষ্ট বস্তুকে পরে দর্শন করিলে, ‘ইহা সেই বস্তু’ বলিয়া মনে হয়, তাহার কারণ—পূর্বদৃষ্ট বস্তুর সহিত পরদৃষ্ট বস্তুর সাদৃশ্য-সম্বন্ধ । যেমন, প্রথম বার যে ঔষধ সেবন করা হয়, দ্বিতীয় বার তজ্জাতীয় ঔষধ দেখিয়া ‘ইহা সেই ঔষধ’ বলিয়া মনে হয়, ‘ইহা সেই বস্তু’ ইত্যাদিরূপে উল্লেখও ঠিক তেমনি উক্ত সাদৃশ্যমূলক ; সুতরাং মৃত্তিকা প্রভৃতি কোন কারণই ঘটাদি কাষ্ঠে অনুভূত হয় না ; কাজেই সংকার্যবাদও সিদ্ধ হয় না । তদন্তরে আচার্য্য বলিতেছেন যে, পূর্বোক্ত অভেদ-প্রতীতিকে সাদৃশ্যমূলক বলিয়া কেবল অনুমানের সাহায্যে কণিকবাদ স্থাপন করিতে পারা যায় না । কারণ, অনুমান অপেক্ষাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলবান্ । বিশেষতঃ, কণিকবাদে আত্মাও যখন কণিক, তখন ‘ইহা সেই বস্তু’ বলিয়া পূর্বদৃষ্ট বস্তুর সহিত পরদৃষ্ট বস্তুর সাদৃশ্য (তুলনা) করিবে কে ? কারণ, পূর্বদৃষ্ট আত্মা ত দৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে ; অতএব এই কণিকবাদ বিচারসহ নহে ।

“না,—তাহাও বলা চলে না ; কেন না, সাদৃশ্যবুদ্ধির বিষয় (সাদৃশ্য) যেমন অসং-
 তেমনি ‘তং’ ও ‘ইদম্’ বুদ্ধির বিষয়ও অসং হইতে পারে। আর যদি [বিজ্ঞান-
 বাদীর মতাবলম্বনে] সমস্ত বুদ্ধির বিষয়গুলিকেই অসং বলিয়া স্বীকার করিতে
 ইচ্ছা কর, তাহাও পার না ; কারণ, তাহা হইলে বুদ্ধিবিষয়ক যে বুদ্ধি, অর্থাৎ
 যে বুদ্ধির সাহায্যে সাদৃশ্যবিষয়ক বুদ্ধির সত্যতা উপলব্ধি করিতেছ, সেই বুদ্ধিরও
 অসত্যতা অনিবার্য হইয়া পড়ে। আর যদি [শৃঙ্খলাবাদের মতানুসারে] বল—
 তাহাই হউক। তাহা হইলেও বলিব, না—তাহাও হইতে পারে না ; কারণ,
 সমস্ত বুদ্ধিই মিথ্যা হইলে, অসত্যতা-বুদ্ধিও সত্য হইতে পারে না। অতএব,
 সাদৃশ্যবশতঃ যে, তদবুদ্ধি হইয়া থাকে বলা হইয়াছে, সে কণা সঙ্গত হয় নাই।
 অতএব কার্যোৎপত্তির পূর্বেও কারণের সম্ভাব সিদ্ধ হইল ; এবং অভিব্যক্তিই
 যখন কার্যের (জ্ঞান পদার্থের) একমাত্র লিঙ্গ বা পরিচায়ক, তখন উৎপত্তির
 পূর্বে কার্যের সম্ভাবও প্রমাণিত হইল।

[সংকার্যবাদ স্থাপন।

এইরূপে উৎপত্তির পূর্বে জ্ঞান-পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইল। [যদি বল,—]
 কি প্রকারে ? [তবে শুন,—] যেহেতু, কার্য মাত্রই অভিব্যক্তিলিঙ্গক ; অর্থাৎ
 অভিব্যক্তিই সেই কার্যের লিঙ্গ (অস্তিত্ব-জাপক), [সেই হেতু ইচ্ছা সিদ্ধ
 হইল।] অভিব্যক্তি অর্থ—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুদ্ধির বিষয় হওয়া, অর্থাৎ প্রত্যক্ষতঃ
 জ্ঞানের বিষয় হওয়া ; কেন না, ভগতে ঘটাদি যে কোনও বস্তু অন্ধকারাদি দ্বারা
 আবৃত অবস্থায় অজ্ঞাত থাকে, আবার আলোক প্রভৃতি দ্বারা সেই অন্ধকারাবরণ
 অপনয়ন করিলে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, কিম্বা কখনও আপনার পূর্বসত্তা
 (অন্ধকারাবস্থার সত্তা) ভাগ করে না। উৎপত্তির পূর্বে এই ভগৎ-সম্বন্ধেও
 আমরা সেইরূপ অবস্থাই বুঝি। কেন না, যে ঘটের বাস্তবিকই সত্তা নাই,
 সূর্যোদয়ের তাহা কখনই প্রত্যক্ষ হয় না।

যদি বল, “না,—এ কথাও বলিতে পার না ; কারণ, তোমার (সংকার্যবাদী
 বৈদান্তিকের) মতে যখন কোন পদার্থেরই অবিদ্যমানতা বা অভাব নাই,
 তখন নিশ্চয়ই তাহা প্রত্যক্ষ হইতে পারে, অর্থাৎ যদি বল যে, তোমার (সংকার্য-
 বাদী বৈদান্তিক আমাদের) মতে ঘটাদি কোন জ্ঞান পদার্থই যখন অবিদ্যমান
 (অসং) নহে, তখন, যে সময় নৃংপিও সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে এবং জ্ঞানপ্রতিবন্ধক
 অন্ধকারাদি কিছুই নাই, সেই সময় আদিতোদয়ের অবস্থাই ঘটাদি জ্ঞান-পদার্থের
 উপলব্ধি হইতে পারে ? কারণ, ঘট তখনও বিদ্যমান।” তাহা হইলে বলিব,

“না,—সে কথাও বলা চলে না ; কেন না, আবরণের প্রভেদ আছে ; অর্থাৎ ঘটাদি জন্তু-পদার্থ যাত্রেই আবরণ দুই প্রকার—এক প্রকার হইতেছে, অভিব্যক্ত না ঘটাদিকার্য্যভাবাপন্ন মৃত্তিকা প্রভৃতির সম্বন্ধে অন্ধকার ও প্রাচীর প্রভৃতি ; অপর প্রকার—কার্য্যাকারে অভিব্যক্ত হইবার পূর্বে, মৃত্তিকা প্রভৃতির আবরণবসমূহের পিণ্ডাদি কার্য্যান্তরূপে অবস্থিতি । সেই কারণেই উৎপত্তির পূর্বে ঘটাদি কার্য্য, স্বরূপতঃ বিद्यমান থাকিলেও পিণ্ডাদি আকারে আবৃত থাকায় উপলব্ধির বিষয় হয় না । তবে যে, ‘নষ্ট’, ‘উৎপন্ন’, ‘ভাব’ ও ‘অভাব’ প্রভৃতি শব্দ ও তদনুযায়ী প্রতীতিভেদ হইয়া থাকে, তাহার কারণ—আবির্ভাব ও তিরোভাবের দ্বৈবিধা । অর্থাৎ আবির্ভাবের পর, ‘উৎপন্ন’ ও ‘ভাব’ প্রভৃতি বিद्यমানতাবোধক শব্দের ব্যবহার ও তদনুরূপ প্রতীতি হয়, আর সেই অবস্থারই যখন তিরোভাব হয়, তখন ‘নষ্ট’ ও ‘অভাব’ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার এবং তদনুযায়ী প্রতীতি হয়, এই মাত্র বিশেষ ।”

যদি বল, ‘অপরূপের আবরণের সঙ্গে পিণ্ড ও কপালাদি আবরণের বৈলক্ষণ্য থাকায় উক্ত সিদ্ধান্তটী সঙ্গত নহে, অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধ অন্ধকার ও প্রাচীরাদি আবরণ এবং আবরণীয় ঘটাদি পদার্থকে বিভিন্নস্থানবস্তী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কপাল (ঘটের অংশ) ও পিণ্ডাদি আবরণকে ত কখনও ঘট ছাড়িয়া অতন্ত্র থাকিতে দেখা যায় না ; অতএব পিণ্ড ও কপালাদি অবস্থায় ঘট বিद्यমানই থাকে, কেবল আবৃত থাকায় তাহার উপলব্ধি হয় না,—একথা বলা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না ; কারণ, প্রসিদ্ধ আবরণ অন্ধকারাদির সহিত ইহার ধর্ম্মগত বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে ।’ ‘না, এ কথাও বলা যায় না ; কেন না, দুগ্ধমিশ্রিত জল দুগ্ধ দ্বারা আবৃত হয়, অথচ সেই আবরণক দুগ্ধ ও আবৃত জল, উভয়কেই এক—অভিন্ন স্থানবস্তী দেখিতে পাওয়া যায় ।’ যদি বল, ‘কপাল ও মৃত্তিকার্চুণ প্রভৃতি ঘটাবরণবসমূহ যখন ঘটেরই অন্তর্ভূত, অর্থাৎ ঘট হইতে পৃথক পদার্থ নহে, তখন কপাল ও চূর্ণাদি অংশগুলিত ঘটাবরণ হইতে পারে না ।’ ‘না, তাহাও নহে । কারণ, বিভক্ত অর্থাৎ মৃত্তিকা হইতে পৃথগ্ভাবাপন্ন কপালাদি অংশগুলি যখন স্বতন্ত্র জন্তু-পদার্থ বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে, তখন উহাদের আবরণক্বে কোনই বাধা হইতে পারে না ।’

যদি বল, ‘তাহা হইলে কেবল আবরণ বিনাশেই যত্ন করা কর্তব্য ; অর্থাৎ চূর্ণ কপালাদি অবস্থায়ও যখন ঘটের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, কেবল আবরণবশতঃ তাহার উপলব্ধি হয় না, তখন ঘটাবরণী পুরুষের কেবল আবরণভঙ্গেই অর্থাৎ কেবল চূর্ণ-কপা-

বর্তমান সময়ে এই ঘটটী বিद्यমান নাই বলাও যেরূপ, উক্ত কথাও ঠিক তদ্রূপ (১) ।

আর যদি উৎপত্তির পূর্বসময়ে ঘটকে অসৎ বলিতে ইচ্ছা কর, অর্থাৎ কুস্তকার প্রভৃতি ঘটের জন্ম প্রবৃত্ত হইলে পর, সেখানে কুস্তকার প্রভৃতি যেরূপ সব্যাপাররূপে বর্তমান থাকে, ঠিক সেইরূপে জন্ম-বস্তু বর্তমান না থাকাই যদি তোমার ‘অসৎ’ শব্দের অর্থ হয়, তাহা হইলে ত আমাদেব মতের সহিত কিছু-মাত্র বিরোধ হইতেছে না । কারণ ?—যেহেতু স্বীয় ‘ভবিষ্যতা’ রূপে তখনও ঘট বর্তমানই থাকে ; কারণ, পিণ্ড ও কপালের (ঘটাবয়বের) যে বর্তমানতা, তাহা কখনই ঘটের বর্তমানতা হইতে পারে না, এবং তদভয়ের যে ভবিষ্যতা, তাহাও ঘটের ভবিষ্যতা হইতে পারে না । সুতরাং, কুস্তকার প্রভৃতির ব্যাপার বা চেষ্টা বর্তমান সময়েও যে, ‘উৎপত্তির পূর্বে ঘট অসৎ’ বলা হয়, তাহা ত কোন মতেই বিরুদ্ধ হইতেছে না । ঘটের ভবিষ্যতার বাহা কার্য বা ফল (বর্তমানতা-লাভ), তাহার যদি নিবেদন করা হয়, তাহা হইলেই বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে ; কিন্তু কেহই ত তাহার ভাবী সম্ভাবের প্রতিবেদন করিতেছে না ; আর ক্রিয়াবান বা উৎপাদনাদি ব্যাপার-বিশিষ্ট নিখিল বস্তুর বর্তমানতা বা ভবিষ্যতা যে, একই হইবে, তাহাও নহে ; [সুতরাং বিভিন্নপ্রকার অস্তিত্ব স্বীকারেও সংকার্যবাদের কোনও বাধা ঘটিতে পারে না ।

আরো এক কথা, [অসৎকার্যবাদের অভিমত ! চতুর্দিশ অস্তাবের মধ্যে, (২) ঘটের যে ইতরেতরাভাব বা ভেদ, তাহা ঘট হইতে পৃথক্ দেখা গিয়াছে ; যেমন—‘ঘটাবাব বা ঘটের অন্ত’ বলিলে, পটাদি বস্তুই বুঝায়, কিন্তু নিশ্চয়ই তাহা ঘটস্বরূপ নহে ; অধিকন্তু ঐ পট বস্তুটী ঘটাবাবস্বরূপ হয়

(১) তাৎপর্য—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বাহ্য অসৎ—বক্ষ্যাপুত্রের জ্ঞায় অস্তিত্ববিহীন, কস্মিন্ কালেও কোন রকমেও তাহার উৎপত্তি হয় না ও হইতে পারে না । ভাবী ঘটও যদি অস্তিত্ববিহীনই হয়, তাহা হইলে, তাহাকেও আর ‘ভবিষ্যতি’ (সম্ভাবন হইবে) বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে না । অতএব বর্তমানে উপস্থিত ঘটকে ‘ন বর্ততে’ (নাই) বলাও যেমন, ‘ভাবী—অসৎ ঘট উৎপন্ন হইবে’ বলাও ঠিক তেমনি প্রমাণবিরুদ্ধ কথা হয় ; সুতরাং অসৎকার্যবাদটী অর্থোক্তিক—উপেকার যোগ্য ।

(২) তাৎপর্য—অসৎকার্যবাদী নৈয়ায়িকের মতে অভাব চতুর্দিশ, এবং দ্রব্যাদি প্রভৃতির জ্ঞায় অভাবও পদার্থশ্রেণীর মধ্যেপরিগণিত । প্রথমতঃ, তাহার অভাবকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) ইতরেতরাভাব, ও (২) সংসর্গাভাব । ইতরেতরাভাব, অন্তোন্তরাভাব ও ভেদ,

বলিয়া যে, অভাবাত্মক অর্থাৎ কিছুই নহে, তাহা নহে ; তবে কি ? না, তাহা ভাবস্বরূপই বটে । ঘটের এই ইতরেতরাভাব যেমন ঘট হইতে স্বতন্ত্র বস্তু, ধ্বংস, প্রাগভাব এবং অত্যন্তাভাবও তেমনই ঘট হইতে স্বতন্ত্র বস্তুই হইবে ; কারণ, ঘটের ইতরেতরাভাবের দ্বারা এই সমস্ত অভাবও যখন ঘটাদি বস্তু দ্বারা উল্লিখিত হইয়া থাকে, তখন ইতরেতরাভাবের দ্বারা সমস্ত অভাবেরই ভাবরূপতা সিদ্ধ হইতেছে । আর একপ সিদ্ধান্তই যখন স্থির হইল, তখন “ঘটস্ত প্রাগভাবঃ” (ঘটের প্রাগভাব) বলিলে, উৎপত্তির পূর্বে যে, ঘটের স্বরূপই ছিল না, তাহা নহে ; পরন্তু বর্তমানে যেরূপ আছে, সেইরূপ ছিল না, ইহাই বুঝিতে হইবে ।

পক্ষান্তরে, ঘটের বাহ্য প্রকৃত স্বরূপ, তাহাকেই যদি ঘটের প্রাগভাব বল, তাহা হইলে আর ‘ঘটের’ বলা সম্ভব হয় না ; [কারণ, তখন ত ঘটের অস্তিত্বই নাই ; সুতরাং তাহার সত্ত্বিত সম্বন্ধ-নির্দেশই হইতে পারে না] । আর যদি বল, ‘শিলাপুত্রের শরীর’ [শিলাপুত্র অর্থ—নোড়া,] ইত্যাদি স্থলে যেরূপ অভেদেও ভেদ কল্পনা করিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তদ্রূপ ‘ঘটের প্রাগভাব’-স্থলেও ভেদ কল্পনা করিয়া একরূপ ব্যবহার করা হয় ; তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে, কল্পিত, (সুতরাং অবস্থ) অভাবেরই ‘ঘট’ শব্দ দ্বারা

এই তিনই একার্থবোধক পঞ্চায় শব্দ । প্রত্যেক অভাবের লক্ষণই বড় জটিল ; এইজন্য সাধারণভাবে কেবল উহাদের স্বরূপটা বুঝাইবার চেষ্টা করিব মাত্র । ইতরেতরাভাব—এক বস্তুর সত্ত্বিত যে অন্য বস্তুর ভেদ—কতকটা পার্থক্যেরই মত ; কিন্তু তাই বলিয়া পার্থক্য ও ভেদ এক নহে । যেমন—ঘটাঙ্গঃ—পটঃ ; অর্থাৎ ঘট হইতে পট বস্তুটি ভিন্ন । এখানে ঘট হইতে পটের ভেদ মাত্র বুঝাইতেছে । বলা আবশ্যক যে, এখানে ভাষ্যকার ধরিয়া লইয়াছেন যে, নৈয়ামিকেরা ঘটের ভেদকে পটস্বরূপ বলিয়াই যেন স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার অভাবকে কোনও বস্তুর স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন না ; পরন্তু পটাদিকে ঘটাদির অভাববিশিষ্ট বলেন । সে যাহা হউক, এখানে সে কথা অনালোচ্য মনে করি । দ্বিতীয় সংসর্গভাবটি তিন প্রকার :—(১) প্রাগভাব, (২) ধ্বংস ও (৩) অত্যন্তাভাব । তন্মধ্যে উৎপত্তির পূর্বকালীন যে, বস্তুর অভাব, তাহা প্রাগভাব, যেমন—ঘটোৎপত্তির পূর্বে ঘটের অভাব । উৎপন্ন বস্তুর বিনাশে যে, অভাব, তাহা ধ্বংসভাব । যেমন ঘটনাশের পরবর্তী অভাব । আর ত্রৈকালিক যে, অভাব, তাহা অত্যন্তাভাব ; যেমন—‘এখানে ঘট নাই’ বলিলে ঘটের যে, অভাব বুঝা যায়, তাহাই অত্যন্তাভাব ; কিন্তু যে বস্তুর কসিন্ কালেও অস্তিত্ব নাই, তাহার অভাবও স্বীকার করা হয় না । যেমন—‘বক্ষাপুত্রের অভাব, আকাশ-কুহলের অভাব’ ইত্যাদি ।

নির্দেশ করা হইতেছে যাত্র, কিন্তু ঘণ্টের স্বরূপ-সত্যকেই নির্দেশ করা হইতেছে না। আর যদি বল, ঘণ্টের অভাব ঘটে হইতে সম্পূর্ণ পূর্ণক পদার্থ, তাহা ততাল বসিত, — একপারও উত্তর পূর্কেই প্রস্তুত হইয়াছে (১)।

আরও এক কথা, উৎপত্তির পূর্কে জগৎপদার্থমাত্রই যখন অসংখ্যের কারণ অভাবমুক্ত — অসং, এবং সমস্তমাত্রই যখন উত্তরমিষ্ট বা উত্তর্যাপেক্ষিত, তখন তাহা ঘণ্টে সত্যসম্বন্ধই (উৎপত্তিতে) উপপন্ন হয় না। কেন না, তৎকালে যখন ঘণ্টের অস্তিত্বই নাই, তখন সত্যের সহিত সম্বন্ধ হইতে ক'হা?

সে, অমৃতসন্ধ পদার্থের (অমৃত) সমস্ত পদার্থ সম্বন্ধে ভাবে, পদার্থ সম্বন্ধে সন্ধকৃত, সে সমস্ত পদার্থের সম্বন্ধে উচ্চাভিলাষ হইতে পারে না। তাহা হইলেও বলিয়া না; তাহাও হইতে পারে না; কারণ, সং ও অসংয়ের অমৃতসন্ধ হইতে হইতে পারে না (২)। যুতসন্ধতা বা অমৃতসন্ধতা দুইটি ভাবপদার্থেরই হইতে পারে, কিন্তু ভাব ও অভাবের, অথবা দুইটি অভাবের হয় না। অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, উৎপত্তির পূর্কেও জগৎপদার্থ সং — বিচ্ছিন্নমাত্র থাকে।

এই জগৎ কিরূপ মৃত্যুকর্ষক আবৃত ছিল? এই অকাঙ্ক্ষার [প্রতি] বলিতেছেন—“অশনারায়”। অশনারা অর্থ—অশনের ভেজনের ইচ্ছা, তাহাও মৃত্যুর লক্ষণ বা স্বরূপ। তাদৃশ লক্ষণাবিত মৃত্যুকপী অশনারায়ণ্য আবৃত ছিল। তাহা, এই অশনারাই মৃত্যু কি প্রকাশিত? ততদ্বারা প্রতি বলিতেছেন—অশনারাই প্রসিক্ত মৃত্যু। প্রতিটি “তি” পদটি অশনারায় মৃত্যুকপে প্রসিক্তি জ্ঞাপন করিতেছে।

(১) তাৎপর্য—অসংকারণের ঘণ্টের আভাবকে ঘণ্টে হইতে পূর্ণক পদার্থ বলিলেও তাহা অসং—অবস্থ হইল না, পরন্তু প্রকারান্তরে কারণবশতঃ সং বলিষ্ঠাটী প্রকার করিলে হইল; “মৃত্যু” এ মতেও ফল তাৎপর্যবোধ হইতেছে।

(২) তাৎপর্য—“যুতসন্ধ” ও “অমৃতসন্ধ” কথা দুইটিরই একরূপের সমস্ত পদার্থ পরস্পর সম্বন্ধ হইবার পূর্বেও সিদ্ধ বা বর্তমান থাকে, সে সমস্ত পদার্থকে বলে “যুতসন্ধ”, আর যে সমস্ত পদার্থ সম্বন্ধ-বিশেষ লাভের পূর্বে অসিদ্ধ থাকে—বিচ্ছিন্নমাত্র থাকে না, সে সমস্ত পদার্থকে বলে “অমৃতসন্ধ”। যুতসন্ধের সম্বন্ধ—সংযোগ, আর অমৃতসন্ধের সম্বন্ধ—সমস্যা। উদাহরণ—যেমন একটা রাশি; ‘রাশি’ বলিলেই কতকগুলি বস্তুর একত্র সংযোগ মাত্র বুঝায়, কিন্তু সেই বস্তুরগুলি ঐ সংযোগের পূর্বেও সিদ্ধ ছিল; অতএব ঐ রাশিটা হইল যুতসন্ধ। আর দুইটি কপালের (ঘটাণের) সম্বন্ধে যে ঘণ্টে উৎপন্ন হয়, তাহা অমৃতসন্ধ; কারণ, এইরূপ সম্বন্ধ-সম্বন্ধের পূর্বে ঘণ্টের অস্তিত্বই ছিল না। সম্বন্ধ-সম্বন্ধই অবিচ্ছিন্নমাত্র ঘণ্টের বিচ্ছিন্নমাত্রা সাধন করিয়া দেয়। উচ্চাভিলাষিকবিশেষে অসিদ্ধতা কথা, বৈচ্ছিন্নমাত্রের সম্বন্ধ নহে।

কেন না, যে ব্যক্তি ভোজন করিতে ইচ্ছা করে—কুশীর্ষ হয়, সে তাহার পরেই অপর প্রাণিগণকে বধ করিয়া থাকে ; সেইজন্তই মৃত্যুর লক্ষণ—অশনায়া ; এই অভিপ্রায়ই “অশনায়া হি” এই শ্রুতি প্রকাশ করিতেছে । বুদ্ধ্যাত্মার (বুদ্ধি-দর্পণে প্রতিবিম্বিত চিদাত্মার) ধর্ম্ম অশনায়া ; এই কারণে বুদ্ধি-সমষ্টিতে প্রতি-বিম্বিত চৈতন্যস্বরূপ হিরণ্যগর্ভকে এখানে মৃত্যু বলা হইতেছে । সেই হিরণ্য গর্ভরূপী মৃত্যু দ্বারা এই কার্য্য-জগৎ সমাবৃত ছিল ; পিতৃদেব মৃত্তিকা দ্বারা যেরূপ তৎকার্য্য ঘট সমাবৃত থাকে, ঠিক সেইরূপ ।

“তং মনঃ অকুরুত”—‘তং’-পদে মনের নিকট হইয়াছে, ‘তং’-পদটি মনের বিশেষণ । সেই মৃত্যু (হিরণ্যগর্ভ) লক্ষ্যমান কাম্য সৃষ্টির অভিলাষে কার্য্যপর্ণালোচন-সমর্থ সেই মনের অর্থাৎ সমস্ত নৈকর্য্যাদিলক্ষণাবিত মনঃশব্দবাচ্য অন্তঃকরণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন । কি অভিপ্রায়ে মনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—আমি আত্মদী—আত্মবান হইব, অর্থাৎ আমি এই আত্মশব্দবাচ্য মনঃ দ্বারা মনস্বী হইব, এই অভিপ্রায়ে [সৃষ্টি করিয়াছিলেন] ।

সেই প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ অভিব্যক্ত মনের সাহায্যে সমনস্ক (অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট) হইয়া অর্চনা করত, অর্থাৎ ‘আমি কৃত্যং হইয়াছি বলিয়া আপনাকেই পূজা করত তত্ত্বপন্থ ব্যবহার করিয়াছিলেন । প্রজাপতি আত্ম-পূজা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহা হইতে পূজার অঙ্গভূত রসাত্মক তল প্রাদুর্ভূত হইল । অর্থাৎ প্রতিতে পঞ্চভূতঃপাতির কথা বর্ণিত থাকায়, এবং সৃষ্টির প্রণালীতে বিকল্প বা প্রকারভেদেরও সম্ভাবনা না থাকায়, এখানে বলিতে হইবে যে, অগ্রে আকাশ, বায়ু, তেজঃ,—এই ভূতত্রয়ের উৎপত্তি, তাহার পর জলের উৎপত্তি হইয়াছিল (১) । যেহেতু মৃত্যুরূপী প্রজাপতি মনে করিয়াছিলেন যে, পূজা করিতে করিতে আত্মার উদ্দেশে ‘ক’—জল হইয়াছে, সেই হেতুই অর্কের—অধ্বমেধ যজ্ঞোপবোগী অগ্নির ‘অর্কঃ’ অর্থাৎ অর্ক সংজ্ঞা হইয়াছে ; অগ্নির ‘অর্ক’ নামের ব্যুৎপত্তি বা যোগার্থ এইরূপ—যেহেতু অর্চনা—স্বগকর পূজা ও জলের সংহিত সম্বন্ধ আছে, সেই হেতুই

(১) তাৎপর্য্য—তৈত্তিরীয় উপনিষদে “তন্মাত্রা এতন্মাত্রাঙ্গন আকাশঃ সত্ত্বতঃ, আকাশাদ্ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অন্ত্যঃ পৃথিবী” এই শ্রুতিবাক্যে আকাশাদি পঞ্চভূতেরই উৎপত্তির কথা আছে ; সুতরাং এখানে প্রথমের জলসৃষ্টির কথা থাকিলেও তাহার পরে আকাশ, বায়ু ও তেজের উৎপত্তির কথা বর্ণিয়া লইতে হইবে ।

অগ্নির গুণানুযায়ী নাম হইতেছে—‘অর্ক’ (১) । যে লোক অগ্নির যথোক্তপ্রকার অর্কত্ব অবগত হয়, সেই অর্কত্ববিদ লোকের নিশ্চয়ই ‘ক’ (সুখ) সম্পন্ন হয় । এখানে ‘ক’ অর্থে—সুখ ও জল উভয়ই বুঝা যাইতে পারে ; কারণ, ‘ক’ নামটি উভয়েরই তুল্য । ‘ত’ ও ‘বৈ’ পদ দুইটির অর্থ অবধারণ—নিশ্চয় করা ॥ ৩ ॥ ১ ॥

আপো বা অর্কস্তদ্ যদপাং শর আসীৎ, তৎ সমহন্তত ।
সা পৃথিব্যভবৎ তস্মামশ্রামাৎ, তস্মা শ্রান্তস্য তপ্তস্য তেজোরসো
নিরবর্ততাগ্নিঃ ॥ ৪ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ—আপঃ (পৃক্ষোক্তানি অর্চনাজ্জুতানি জলানি) বৈ অর্কঃ (অর্কসংজ্ঞকায়িহেতুত্বাৎ অর্কঃ) ; তৎ (তত্) যৎ (যঃ) অপাং শরঃ (দগ্ধীব মণ্ডভাবঃ) আসীৎ, তৎ (সঃ শরঃ) সমহন্তত (তেজঃসদৃশত্বাৎ কঠিনতাং প্রাপ), সা (সঃ কঠিনতাপন্নঃ শরঃ) পৃথিবী অভবৎ । তস্মাম্ (পৃথিব্যাম্ উৎপাদিতায়াম্, পৃথিবীসৃষ্টানন্তরং) অশ্রামাৎ (শ্রমযুক্তঃ অভবৎ) [সঃ প্রজাপতিরীতি শেবঃ] । শ্রান্তস্য তপ্তস্য (তাপবৃদ্ধস্য উষ্মবৃদ্ধস্য) তস্মা (প্রজাপতেঃ) তেজোরসঃ (রসঃ—সারঃ, সারভূতঃ তেজ এন) অগ্নিঃ (ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতে বিরাট পুরুষঃ, “স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে” ইতি প্রত্যাস্তরাৎ) নিরবর্তত (জাতঃ) ।

মূলানুবাদ—অর্চনার অঙ্গভূত যে জল স্রষ্ট হইল, তাহাই অর্ক, [কারণ, উহাই অর্কসংজ্ঞক অগ্নির হেতু স্বরূপ] । তাহাতে যে, জলীয় শর অর্থাৎ দধির মণ্ডের ন্যায় শর—ঘনীভাব ছিল, তাহাই [উত্তাপ-সহযোগে] সংহতভাব বা কঠিনতা প্রাপ্ত হইল ; তাহাই পৃথিবীরূপে পরিণত হইল । পৃথিবী-সৃষ্টির পর প্রজাপতির পরিশ্রম বোধ হইল, পরিশ্রমের ফলে প্রজাপতির শরীরে সন্তাপ বা উষ্মা উপস্থিত হইল ; সেই সন্তপ্ত শরীর হইতে তেজের সারভূত অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইল । [ভাগ্যকার এই অগ্নিকে প্রথমগরীরধারী ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত বিরাট পুরুষ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন] ॥ ৪ ॥ ২ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।—আপো বা অর্কঃ । কঃ পুনরসৌ অর্কঃ ? ইতি ;
উচ্যতে—আপো বা যা অর্চনাজ্জুতাঃ, তা এবাৰ্কঃ, অগ্নেরর্কস্য হেতুত্বাৎ,

(১) তাৎপর্য—‘অর্ক’ শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ—অর্চনার ‘অর্’ আর জলবাচক ‘ক’ এই উভয়ের সম্মিলনে ‘অর্ + ক’ = ‘অর্ক’ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে ।

অপ্প্ চাঘ্নিঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি ; ন পুনঃ সাক্ষাদেবাক্ষতাঃ, তাসামপ্রকরণাৎ । অগ্নেশ্চ
প্রকরণম্ । বক্ষ্যতি চ “অগ্নিগ্নিরকঃ” ইতি । তৎ তত্র বৎ আপঃ শর ইব শরো
দগ্ন ইব মণ্ডুতম্ আসীৎ, তৎ সমতত্ত্বত সজ্বাতমাপত্ত্ব তেজসা বাহ্যাস্তঃপচা-
মানম্ ; লিঙ্গব্যত্যয়েন বা, যোহপাঃ শরঃ, স সমতত্ত্বতেতি । সা পৃথিব্যভবৎ, স
সজ্বাতঃ যেষাং পৃথিবী, সা অভবৎ । তাভ্যাঃ অত্যাঃ অগ্নিমভিনিবৃত্তমিত্যর্থঃ । তস্তাং
পৃথিব্যামুৎপাদিতায়াং স মৃত্যুঃ প্রজাপতিঃ অশ্রাম্যৎ শ্রমবক্তো বভূব । সর্বো হি
লোকঃ কার্যাঃ কৃহা শ্রামাতি ; প্রজাপতেশ্চ তন্মাতং কার্যাম, বৎ পৃথিবীসর্গঃ ।
কিং তস্ত শ্রাস্তস্ত ? ইতি ; উচ্যতে—তস্ত শ্রাস্তস্ত তপ্তস্ত থিন্নস্ত তেজোরসঃ,
তেজ এব রসঃ, তেজোরসঃ, রসঃ—সারঃ, নিরবন্তত প্রজাপতিশরীরাত্ নিক্রাস্ত
ইত্যর্থঃ । কোহসৌ নিক্রাস্তঃ ? অগ্নিঃ সোহগুস্তাস্তকিরাট প্রজাপতিঃ প্রথমজঃ
কার্যাকরণসজ্বাতবান্ জাতঃ ; “স বৈ শরীরী প্রথমঃ” ইতি স্মরণাৎ ॥ ৪ ॥ ২ ॥

টীকা।—অপ্যামক্ হ্রস্ববর্ণাভ্যায়েরক্ হ্রস্বমিতি শব্দে—কঃ পুনরিত্তি । প্রকরণমাপ্রিত্য তাসা-
মক্ হ্রস্বোপচারিকম্, ইতুস্তরমাত—উচ্যত ইতি । তাহু অগ্নিরগ্নিরকঃ সংবভূবেতি ঋতিমহু-
সরন্ উপচারে হেহপ্তরমাত—অপ্প্ চেতি । আপ্যামক্ হ্রস্বঃ বারহতি—ন পুনরিত্তি । :হু
“ঋতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাধানাঃ সমবায়ো পারলৌক্যলক্ষণার্থনিপ্রকরণাৎ” ইতি ভাষ্যে প্রকরণাৎ
“আপো বা অকঃ” ইতি বাক্যঃ বলবদিত্যাশঙ্কঃ বাক্যসহকৃতঃ প্রকরণমেব কেবলবাক্যাদ্ বল-
বদিত্যাশয়বানাহ—বক্ষ্যতি চেতি । ভূতাস্থরসহিতানপ্প্ কারণভূতাহু পৃথিবীদ্বারা পাণির্বোহগ্নিঃ
প্রতিষ্ঠিত ইত্যুক্তম্, উদানাং পৃথিবীসর্গঃ তাস্যো দর্শয়তি—তদিত্যাদিনা । অপ্প্ ভূতাস্থর-
সহিতাত্তপ্পন্নাহু সতীর্থতি সপ্তমার্থঃ । শর ইব শর ইত্যুক্তমেব ব্যাচ্যতে—দগ্ন ইবেতি । সংঘাতে
সহকারিকারণমাত—তেজসেতি । যত্তদিত পদে নপুংসকদ্বয়েন শব্দে, কথং তয়োঃ শর-শব্দেন
কারণজ্ঞোচ্ছনদ্ব্যবচিনা পুংলিঙ্গেনাবয়ঃ, তত্রাহ—লিঙ্গব্যত্যয়েনৈঃ । উক্তানুপপত্তিস্তোতন্যার্থো
বা-শব্দঃ । ব্যত্যয়েনাবয়মেবাবিনিয়তি—যোঃপামিতি । বাক্যতাৎপৰ্য্যমাত—তাভ্য ইতি ।
হ্রস্বপ্রপঞ্চাস্তকবিরাক্তঃ হ্রস্বপ্রপঞ্চাস্তকমুদ্রাপত্তিঃ বক্তৃঃ পাতনিকামাহ—তস্তামিতি ।
উক্তার্থে লোকপ্রসিদ্ধিমহুকুলয়তি—সন্দোঃ প্রীতি । উদানাং দিরাহুৎপত্তিৰুপদিশতি—কিং
জ্ঞেতাদিহিনা । অগ্নিশব্দার্থঃ স্মৃটরতি—সোহগুস্তেতি । তস্ত প্রথমশরীরাহে মানমাত—স
বা ইতি ॥ ৪ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—“আপঃ বৈ অকঃ” ইত্যাদি । এই অক পদার্থটা কে ?
‘তাহা বলা হইতেছে—অপ্ (জল), যাহা অর্চনার অঙ্গরূপে প্রাহুত হইয়াছিল,
‘তাহাই এখানে অগ্নিরূপ অর্কের হেতু বলিয়া, এবং জলের মধ্যে অগ্নির অবস্থান
হয় বলিয়াও অর্ক-পদবাচ্য ; কিন্তু সাক্ষাৎ সৰ্ব্বক্ষেই জল অর্ক-পদবাচ্য নহে ।
কেন না, ইহা জলের প্রকরণ বা প্রস্তাব নহে, অধিকন্তু অগ্নিরই প্রকরণ ;
[সুতরাং, এখানে অপ্রাকরণিক জল অর্করূপে গৃহীত হইতে পারে না ।]

শ্রুতি নিজেও বলিবেন—‘এই অগ্নিই অক’ ইতি । তাহাতে যে জনীর শর—
শরের ছায় মণ্ড, অর্থাৎ দধির মণ্ডের মত ঘনীভূত ভাব ছিল, তাহাই ভিতরে ও
বাহিরে তেজঃসংযোগ বশতঃ পকত প্রাপ্ত হইয়া [যে রূপ উদ্ভাপকৃত পাকের
ফলে এখনও মৃত্তিকা প্রভৃতিকে ইষ্টকাদিরূপে পরিণত করা হইয়া থাকে,
ঠিক সেইরূপ পাকের] দ্বারা সংঘাতরূপ প্রাপ্ত হইল, অর্থাৎ কঠিন হইল ।
[এখানে ‘শর’ শব্দটি পুংলিঙ্গ, তাহার বিশেষণ ‘মণ্ড’ পদটি ক্লীবলিঙ্গ থাকে। অমু-
চিত হয়; এইজন্ত বলিতেছেন—] অথবা, লিঙ্গপরিবর্তন করিয়া অর্থাৎ ক্লীব-
লিঙ্গ ‘মণ্ড’ শব্দটিকে পুংলিঙ্গ করিয়া ‘মণ্ডকে ‘মঃ’ করিয়া। অর্থ করিতে
হইবে, অর্থাৎ [সেই জলে। যে শর—ঘনীভাব, তাহাই সংঘাত প্রাপ্ত
হইয়াছিল; এবং তাহাই পৃথিবী হইয়াছিল—সেই সংঘাতই—এই পৃথিবী—যাহা
দৃষ্ট হইতেছে, সেই পৃথিবীরূপে পরিণত হইয়াছিল। অভিপ্রায় এই যে, সেই
ঘনীভূত জল হইতে ‘অণ্ড’ (ব্রহ্মাণ্ড) উৎপন্ন হইল (১)। পৃথিবী উৎপন্ন হইলে
পর, সেই মৃত্যুরূপী প্রজাপতি পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। সমস্ত লোকই কার্য্য
করিয়া ‘শ্রমযুক্ত হয়, প্রজাপতিরও ইহা অতি মহৎ কার্য্য, যাহা পৃথিবী
সৃষ্টি; [সুতরাং, তাঁহারও পরিশ্রম হওয়া সম্ভব।] প্রজাপতির সেই পরি-
শ্রমের ফল কি হইল, তাহা বলিতেছেন—প্রজাপতি শ্রান্ত—তাপকৃত অর্থাৎ
ক্রান্ত হইলে পর তাঁহার শরীর হইতে তেজোরস অর্থাৎ তেজের সার, রস
অর্থসার (শ্রেষ্ঠ অংশ), অর্থাৎ সারভূত তেজই নির্গত হইল। এই নিষ্কাশিত সার
পদার্থটি কি? না, অগ্নি; অর্থাৎ অণ্ডের অভ্যন্তরস্থ বিরাটসংস্কৃত প্রথমজ
দেহেন্দ্রিয়সম্পন্ন প্রজাপতি জন্মিলেন; কারণ স্মৃতিতে আছে,—‘তিনিই প্রথম
শরীরী—দেহেন্দ্রিয়াদিসম্পন্ন পুরুষ’ ইত্যাদি ॥ ৪ ॥ ১ ॥

(১) তাৎপৰ্য্য—শ্রুতিতে সাধারণভাবে জলীয় ঘনীভাবের সংঘাতপ্রাপ্তির কথা থাকিলেও
ভাষ্যকার স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্ত সেই ‘সংঘাত’ শব্দের ‘অণ্ড’ অর্থ গ্ৰহণ
করিলেন। অনুসংহিতায় আছে—‘অপ এব সমজ্জাদৌ’ তাহা বীজমপাত্তং । ‘ওদণ্ডমন্তকৈঃ
সহস্রাণ্ডসমপ্রভন্ । তস্মিন্ জজ্ঞে যয় ব্রহ্ম সর্বলোকপিতামহঃ ॥’ ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রজাপতি
প্রথমে জল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে সৃষ্টির ‘অনুকূল কর্তব্য’ জন্মিলেন, তাহার পর সেই
জলের মধ্যে একটা জ্যোতির্ময় তিরণয় অণ্ড সমংপন্ন হইল, তাহার মধ্য হইতে সর্বলোকপিতামহ
ব্রহ্ম আবির্ভূত হইলেন। সর্বপ্রথম দেহেন্দ্রিয়াদি অবয়বসম্পন্ন শরীর তাহারই হইয়াছিল, তৎপূর্ব
আর কাহারও ইচ্ছাপূর্ব্বক শরীর ছিল না; এই জন্ত পুনশ্চ বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, ‘স বৈ
শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে । আদিকর্তা স তু তানাং ব্রহ্মাণ্যে সমবর্ত্তত,’ অর্থাৎ তিনিই

স ত্রেধাঅন্যং ব্যকুরুতাদিত্যং তৃতীয়ং বায়ুং তৃতীয়ং স এব
প্রাণস্ত্রেধা বিহিতঃ, তস্য প্রাচী দিক্ শিরোহসৌ চাসৌ চৈশ্বো ।
অথাস্থ প্রতীচী দিক্ পুচ্ছমসৌ চাসৌ চ সক্ত্যো, দক্ষিণা
চোদীচী চ পার্শ্বে, ত্যোঃ পৃষ্ঠমন্তরিক্শমুদরগিয়ন্নরঃ ; স এষোহপ্সু
প্রতিষ্ঠিতো যত্র ক চৈতি, তদেব প্রতিষ্ঠিত্যেবং
বিদ্বান্ ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ ।—স ইতি । সঃ (প্রথমজঃ প্রজাপতিঃ আত্মানং ত্রেধা (ত্রি-
প্রকারেণ) —আদিত্য (সূর্য্যঃ) তৃতীয়ঃ (অগ্নিবায়ুপেক্ষয়া ত্রয়াণাং পূরণঃ)
[তথা] বায়ুঃ তৃতীয়ঃ (অগ্ন্যাদিত্যাপেক্ষয়া ত্রয়াণাং পূরণঃ) ব্যকুরুত (স্বমেব
আত্মানং অগ্নি-সূর্য্য-বায়ুরূপেণ বিভক্তঃ কৃতবানিত্যর্থঃ) । [অত্র রাণাদিত্যাপেক্ষয়া
অগ্নিরপি তৃতীয়ো দৃষ্টব্যঃ ।] সঃ (পূর্ব্বোকৃতঃ) এবঃ প্রাণঃ (প্রজাপতিঃ) ত্রেধা
[অগ্ন্যাদিত্যাবায়ুরূপেণ] বিহিতঃ (বিভক্তঃ বভূব) । [উদানীমেতদ্বিষয়ে দর্শন-
মুচ্যতে—] তস্য (প্রথমজস্য অগ্নেঃ) প্রাচী (পূর্বা) দিক্ শিরঃ (মস্তকং, শ্রেষ্ঠ-
স্থানং) ; অসৌ চ (ঐশানী দিক্), অসৌ চ (আগ্নেয়ী দিক্ চ) চৈশ্বো (বাহু) ।
অথ অস্থ (অগ্নেঃ) প্রতীচী (পশ্চিমা দিক্) পুচ্ছম্ ; অসৌ চ (বায়বী দিক্)
অসৌ চ নৈঋতী দিক্ । সক্ত্যো (সক্তগিনী—পৃষ্টকোণাস্থিদ্রম্) ; দক্ষিণা চ
উদীচী চ (দিক্ পার্শ্বে ; ত্যোঃ (তালোকঃ) পৃষ্ঠম্ ; অন্তরিক্শম্ উদরম্ ; ইয়ং
(পৃথিবী) উরঃ (বক্ষঃ) । সঃ এবঃ (প্রজাপতিরূপঃ অগ্নিঃ) অপ্সু (জলেষু)
প্রতিষ্ঠিতঃ (অবস্থিতঃ বভূব) । এবঃ (যথোক্তম্ অগ্নেরপ্-প্রতিষ্ঠিতঃ) বিদ্বান্ (জানন্
জনঃ) যত্র ক চ (যস্মিন্ কস্মিন্শ্চিৎ স্থানে) এতি (গচ্ছতি), তৎ (তস্মিন্ এব স্থানে)
প্রতিষ্ঠিতি (প্রতিষ্ঠাঃ—স্থিতিঃ লভতে ইত্যর্থঃ) । অশ্বমেধোপবোগিনাং দ্রব্যাকাং
পবিত্রতা প্রদর্শনার্থমেব জন্মাদিকণনম্, ন তু তত্র ক্রতেস্তাংপর্য্যামিতি স্মর্ত্তবাম্ ।

মূলানুবাদ—সেই প্রথমজ প্রজাপতি নিজেই আপনাকে তিন
ভাগে—[অগ্নি] আদিত্য ও বায়ুরূপে বিভক্ত করিলেন । সেই প্রাণসংজ্ঞক
প্রজাপতি এইরূপে ত্রিবিধ ভাবাপন্ন হইলেন । পূর্ব্বদিক্ তাঁহার মস্তক ;

প্রথম শরীরী পুরুষ, এবং তিনিই নন্দিত্বের আদিকর্তা ব্রহ্মা সর্বপ্রথমে জন্মগ্রহণ করেন ।
এই অভিপ্রায়ই বাক্য করিবার জন্ত ভাষ্যকার শ্রুতির ‘অগ্নি’ অর্থে ব্রহ্মাণ্ডগর্ভতঃ—প্রথম শরীরী
বিত্রাটপুরুষ গ্রহণ করিয়াছেন ।

এবং ঈশান কোণ ও অগ্নি কোণ তাঁহার বাহুদ্বয় ; পশ্চিম দিক্ তাঁহার পুচ্ছ ; এবং বায়ু কোণ ও অগ্নি কোণ তাঁহার উরুদ্বয় ; দক্ষিণ ও উত্তর-দিক্ তাঁহার দুই পার্শ্ব ; দু্যলোক তাঁহার পৃষ্ঠ ; অন্তরিক্ষ (আকাশ) তাঁহার উদর, এবং এই পৃথিবী তাঁহার বক্ষঃ । সেই এই অগ্নি, জলের মধ্যে প্রতি-
 ষ্ঠিত বা অবস্থিত আছেন । যে ব্যক্তি অগ্নির এই জলে অবস্থিতি জানেন,
 তিনি যে কোন স্থানে গমন করেন, সেখানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া
 থাকেন ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ । স চ জাতঃ প্রজাপতিঃ ত্রেধা ত্রিপ্রকারমাত্মনঃ স্বয়মেব কার্য্যকরণসজ্জাতঃ বাকুরুত বাভজদিতোতং । কণঃ ত্রেধেভ্যাহ—
 আদিত্যঃ তৃতীয়ম্ অগ্নিবায়ুপেক্ষয়া ত্রয়াণাং পূরণম্, অকুরুতেভ্যাবত্ততে ।
 তথা অগ্ন্যাদিত্যাপেক্ষয়া বায়ুঃ তৃতীয়ম্ । তথা বায়াদিত্যাপেক্ষয়া অগ্নিঃ তৃতীয়-
 মিতি দৃষ্টবাম্ ; সামর্থ্যাস্ত তুল্যত্বং ত্রয়াণাং সংখ্যাপূরণত্বৈ । স এষ প্রাণঃ সৰ্বভূতা-
 নামাত্ম্যপি অগ্নিবায়াদিত্যাক্রপেণ বিশেষতঃ স্বেনৈব মৃত্যুত্ম্যনা ত্রেধা বিভিতঃ
 বিভক্তঃ, ন বিরাক্ষস্বরূপোপমদনেন ।

তস্তাস্থ প্রথমজাত্যায়েঃ অশ্বমেধোপযোগিকত্বাকস্তু বিরাজশ্চিতাত্ম্যকস্তু
 অশ্বশ্বেব দর্শনমুচ্যতে । সৰ্বা হি পূৰ্ব্বোক্তোৎপত্তিরস্তু স্বতাত্মেতাবোচাম—ইথ-
 মসৌ শুক্লজন্মেতি । তস্ত প্রাচী দিক্ শিরঃ বিশিষ্টভ্রসামাত্ম্যং । অসৌ চাসৌ চ
 ঈশাণ্যয়েযৌ ঈশৌ বাহু ; ঈরয়তের্গতিকশ্বণঃ ।

অথ অস্ত্রায়েঃ, প্রতীচী দিক্ পুচ্ছঃ জঘন্তো ভাগঃ, প্রাক্ষুণ্যস্ত প্রভাগদিক্-
 সধক্ষ্যং । অসৌ চাসৌ চ বায়ব্যা-নৈশ্বর্ত্যৌ স্কণ্ণৌ স্কণ্ণিনী, পৃষ্ঠকোণভ্রসামা-
 ত্ম্যং । দক্ষিণা চ উদীচী চ পার্শ্ব, উত্তরদিক্-সধক্ষ-সামাত্ম্যং । জ্যোঃ পৃষ্ঠমন্তরিক্ষ-
 মুদরমিতি পূর্ববৎ । ইরম্ উরঃ, অদোভাগসামাত্ম্যং । স এষ অগ্নিঃ প্রজাপতি-
 রূপো লোকাত্ম্যকোহগ্নিঃ অপ্পু প্রতিষ্ঠিতঃ, “এবমিমে লোকা অপ্পু স্বস্তঃ” ইতি
 ঋতেঃ । যত্র ক চ বস্মিন্ কস্মিন্শ্চিৎ এতি গচ্ছতি, তদেব তত্রৈব প্রাতিষ্ঠতি
 স্থিতিঃ লভতে । কোহসৌ ? এবং যথোক্তমপ্পু প্রতিষ্ঠিতত্বম্ অয়ের্কির্দ্বান্
 বিজানন্, শুণফলমেতৎ ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

টীকা । বিরাজো ধ্যানার্থমবচ্ছেদভেদমাহ—স চেতি । কোহস্ত ত্রেধাভাবস্ত কঠেতি বীক্ষ্য-
 মাহ—স্বয়মেবেতি । কণমেকস্তু ত্রিধাভিন্নত্বাৎ কণমেকত্বমিত্যাহ—কণমিতি । মৃত্যো ঘটশরা-
 বাজ্ঞেনেকরূপবদ বিরাজো বহুরূপত্বং সাধয়তি—আহেত্যাদিনা । কণমগ্নিঃ তৃতীয়মিত্যাহ—

কল্পতে, তত্রাহ—সামর্থ্যশ্চেতি । বায়ুদিভ্যোরিবাগ্নেরপি সংখ্যাপূরণস্থলেক্তরবিশিষ্টত্বাৎ অগ্নিঃ তৃতীয়মক্ষত ইত্বাপসংখ্যতে, স ত্রেধা আত্মানমিতি চোপক্রমাদিতার্থঃ । নমু কিময়ং ত্রেধাভাবো বিরাট্ররূপোপমর্দনে ক্রিয়তে, ন হি স তস্মিন্ সত্যো যুক্তো বিরোধাদিতাহ—স এষ ইতি । যথা তত্ত্ববস্থানুপমর্দনে মূলকারণাৎ পটৌ জায়তে, তথা সন্দেহাৎ ভূতানাং প্রাণতয়া সাধারণোপায়ঃ সেনৈব স্বতঃস্ফূর্তমুগতেন মৃত্যুরূপেণ ত্রেধানিভাগস্ত কৰ্ত্ত্ব । ন চৈকস্ত বহুরূপত্ব-বিরোধঃ, মায়াবিবৰূপপত্বেরিতার্থঃ ।

তস্ত প্রাচীত্যাদিস্তাৎপর্যামাহ—তস্মতি । উক্তানি বিশেষণানি পকরণবিচ্ছেদার্থমনুষ্ঠান্তে । অগ্নিবিষয়ঃ স্মৰ্শনমিদানীমুচ্যতে চেৎ, নৈবেদ্যেত্যাদি পূৰ্ণোক্তমর্থকমিতাশঙ্ক্যাহ—সৰ্কা ইতি । স্বতঃস্ফূর্তমিতি—ইথমিতি । কক্ষাস্ত্রাণ্যে—সংস্কৃতবাহুঃ চিত্তাগ্নিরসি প্রাচীদৃষ্টিঃ কৰ্ত্তব্যোত্যাহ—তস্মতি । আরোপে সাদৃশ্যমাহ—বিশিষ্টইহেতি । শিরসঃ অনন্তরভাবিত্বাৎ । তদ্বাদ্যোদৈরশাস্তাদিদৃষ্টমাহ—অনৌ চেতি । কপমীক্ষশকো বাভবতীত্যশঙ্কা তদ্বৎপত্তিমাহ—ঈরয়তেরিতি । গত্যর্থযোগাদীক্ষশকো বাহুমধিকরোতীত্যর্থঃ ।

তৎপুচ্ছাদিন্ প্রাচীত্যাদিদৃষ্টিরধাতুতি—অপেতাাদিনা । চিত্তাস্ত্রাণ্যে শিরসি বাহুভ্যাঃ প্রাচীদিদৃষ্টিকরণানন্তরমিতার্থঃ । সন্ধি-পদং পৃষ্ঠনিষ্ঠোন্নতাস্থিহ্রয়বিষয়ম্ । উভয়শকেন প্রাচী-প্রাচীচীদ্রয়ঃ গৃহ্যতে । উরসি পৃণিবীদৃষ্টমাহ—ইথমিতি । উপাস্তমগ্নিমুক্তমনুবদতি—স এষ ইতি । এষ উপাদানার্থমেবাপস্ত প্রতিষ্ঠিতঃ গুণমুপদিশতি অগ্নিরিতি । ভূতান্তরসহিত-নামপা সন্দলোককারণহান্ অশেনলোকাস্থ্যকোপগ্নিস্তত্র প্রতিষ্ঠিত সত্ত্ববতীত্যত্র শ্রুতান্তরং সংবাদয়তি—এথমিতি । যথৈতন্ম লোকেসু সৰ্কা কার্ণা প্রতিষ্ঠিতা, তদেতি যাবৎ । লোকশকেন স্থলানাং ভূতানাং সন্নিবেশবিশেষা গৃহ্যন্তে । অপস্তু ভূতান্তরসহিতস্য কারণভূতাস্থিতি যাবৎ । ফলশ্রুতিং ব্যাচছে—যত্রোতি । অপোপাশ্চফলম্ অপ পুনমুত্বা ইয়তি ইত্যাদিনা বক্ষ্যতে । কিমিদমস্থানে ফলসৰ্কার্ত্তনমত আহ—গুণেতি ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—সেই প্রথমজ [বিরাট্ররূপ । প্রজাপতি আপনাকে—স্বীয় দেহেক্সির-সমষ্টিকেই ত্রেধা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়াছিলেন । কি কি প্রকারে, তাহাই বলিতেছেন—আদিতা তৃতীয়, অর্থাৎ অগ্নি ও বায়ু অপেক্ষা তিনের পূরণ । এখানেও ‘অকুরুত’ ক্রিয়ার অনুবর্তন হইতেছে । সেইরূপ, অগ্নিও আদিতা অপেক্ষার তৃতীয় বায়ু ; এইরূপ বায়ুও আদিতা অপেক্ষা তৃতীয় অগ্নির দৃষ্টিও বুঝিতে হইবে ; কেন না, ত্রিহ্রসংখ্যা পূরণে ইহারও তুল্যা অপেক্ষা রহিয়াছে । সেই এই প্রাণ সর্বভূতের আত্মস্বরূপ হইয়াও নিজ ‘মূত্বা’রূপী আত্মার কর্তৃত্বে আবার বিশেষভাবে অগ্নি, বায়ু ও আদিতারূপে ত্রিধা বিহিত হইলেন, অর্থাৎ স্বীয় অথও বিরাট্র স্বরূপটী বিদলিত না করিয়াই তিন ভাগে বিভক্ত হইলেন ।

সেই যে, এই অশ্বমেধ-যজ্ঞোপযোগী বিরাট্ররূপী অর্কনামক প্রজাপতি অগ্নি,

উঁহার সম্বন্ধেও, পূর্বোক্ত জ্ঞানাত্মক অশ্বের জ্ঞান, দর্শন বা উপাসনা কথিত হইতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পূর্বোক্ত উৎপত্তির সমস্ত কথাই ইহার স্ততির জ্ঞান, অর্থাৎ কেবলই ইহার জন্মগত বিজ্ঞান গ্ৰাপনের জ্ঞান। পূর্বে দিক্ তাহার মন্তক : কারণ, উভয়েরই শ্রেষ্ঠত্ব ধর্ম্ম সমান। ‘এই—এই’ দিক্, অর্থাৎ দিশান ও অগ্নি কোণ ইহার দুইটী ঈশ্বর, অর্থাৎ বাতদ্বয়। ঈশ্বর পদটী গত্যর্থক ঈরি বাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

তাহার পর, পশ্চিম দিক্ হইতেছে এই অগ্নির পক্ষ অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাগ : কেন না, পূর্বাভিমুখে স্থিত বাত্বির পশ্চাদ্ভাগের সহিতই পশ্চিম দিকের সম্বন্ধ হইয়া থাকে। আর ‘এই—এই’ দিক্ অর্থাৎ বায়ু ও নৈঋত কোণ ইহার সন্ধি-দ্বয় (পৃষ্ঠের পার্শ্ববর্তী অস্তিত্ব) : কারণ, পৃষ্ঠকোণের সহিত ইহার সাদৃশ্য রহিয়াছে। দক্ষিণ ও উত্তর দিক্ ইহার পার্শ্বদ্বয় : কারণ, উভয় দিকের সহিত ইহার সম্বন্ধগত সমাধা আছে। ভালোক ইহার পৃষ্ঠ : অন্তরীক্ষ (আকাশ) ইহার উদর : এখানেও পূর্বোক্ত অশ্বদৃষ্টির জ্ঞান সাদৃশ্য বৃত্তিতে হইবে। এই অর্থাৎ পৃথিবী ইহার বক্ষঃস্থল : কারণ, ইহারও অধোভাগস্বরূপ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

সেই এই অগ্নি—সর্বলোকায়ুক প্রজাপতিরূপ অগ্নি জলের মধ্যে অবস্থিত : কারণ, অগ্নি প্রতিষ্ঠিত আছে—‘এই প্রকারে এই সমস্ত জগৎ জলের মধ্যে প্রতি-
ষ্ঠিত আছে’। যে লোক এই অগ্নির বর্ণনাক্রম প্রকার জলপ্রতিষ্ঠিত জানেন, তিনি যে কোনও স্থানে গমন করেন, তিনি সেখানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইহা হইতেছে উপাসনার গুণকর আত্মবৈজ্ঞানিক ফল মাত্র, ইহার প্রকৃত ফল হইতেছে চিত্তশুদ্ধি ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

সোহকাময়ত দ্বিতীয়া ন আত্মা জায়েতেতি ; স মনসা বাচঃ মিথুনং সমভবৎ, অশনায়া বৃত্তান্তদ্বদ্ রেত আসীৎ, স সংবৎ-সরোহভবৎ । ন হ পুরা ততঃ সংবৎসর আস, তমেতাবন্তঃ কালমবিভঃ । বাবান্ সংবৎসরন্তমেতাবতঃ কালস্য পরস্তাদ-সৃজত । তঃ জাতমভিবাদদাৎ, স ভাগকরোৎ, সৈব বাগ-ভবৎ ॥ ৬ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ ।—সঃ (অবাদিক্রমেণ স্রষ্টা যত্নাঃ) অকাময়ত (কামনাঃ কৃতবান্)—মে (মম) দ্বিতীয়ঃ আত্মা (শরীরঃ) জায়েত (জায়তাম্) ইতি । সঃ অশনায়া (ততপলকিতঃ) যত্নাঃ [এবমিচ্ছন্] মনসা (অন্তঃকরণেন) বাচঃ

(বাণীং বেদরূপাং) মিথুনং (অন্তোত্তসংযোগলক্ষণং) সমভবং (সম্ভবনং কৃত-
বান্—মনসা বেদার্থমালোচিতবান্) । তৎ (তত্র—মিথুনে) বৎ রেতঃ (বীজং) ।
আসীং (বেদার্থ-পর্যালোচনয়া প্রথমশরীরিণঃ প্রজাপতেঃ সমুৎপত্ত্যমুকুলং
জ্ঞানকর্ম-সংস্কাররূপং বৎ কারণং দৃষ্টমাসীং), সঃ (তৎ রেতঃ) সংবৎসরঃ অভবৎ,
ততঃ (তস্মাৎ সংবৎসরাখ্য-প্রজাপতেঃ) পূরা (উৎপত্তেঃ পূর্বে) সংবৎসরঃ (দ্বাদশ-
মাসায়ুক্তঃ কালঃ) ন হ (নৈব) আস (আসীং) । তঃ (সংবৎসরনিষ্ক্রান্তারং
প্রজাপতিং) এতাবন্তং (সংবৎসরপরিমিতং) কালঃ [বাপা] অনিভঃ (অগ্নুগর্ভে
বৃত্তবান্), যাবান্ (বৎপরিমাণঃ) সংবৎসরঃ (লোকপ্রসিদ্ধঃ, এতাবন্তং কালমিতি
সংস্কৃতঃ) । এতাবতঃ (সংবৎসরায়ুক্তস্ত) কালস্ত (কল্পস্ত) পরস্তাৎ (পশ্চাৎ)
তদ (অগ্নুমধ্যস্তম্) অশ্জত (অগ্নে বিদ্যারিতবান্) [মৃত্যুরিতি শেষঃ] । তং
জাতঃ (প্রজাপতিঃ) অভিবাদদাতঃ (ভোজনার্থং মুখবাদানং কৃতবান্); সঃ
(জাতঃ) ভাণ্ (ইতি অব্যক্তঃ শব্দঃ) অকরোং (কৃতবান্), সা এব
(স এব) বাক্ (শব্দঃ) অভবৎ, [ততঃ পূর্বে শব্দো নাসীদिति ভাবঃ] ॥

মূলানুবাদ : জলাদি-শ্রম্ভা সেই অশনায়া-লক্ষণাযিত মৃত্যু
ইচ্ছা করিলেন—আমার দ্বিতীয় একটি আত্মা (শরীর) উৎপন্ন হউক ।
[অনন্তর] তিনি মনের সহিত বাক্যের সংযোজনা করিলেন, (অর্থাৎ মনে
মনে বেদবাক্য চিন্তা করিলেন ।) তাহার মধ্যে যে বীজশক্তি নিহিত ছিল,
অর্থাৎ তাদৃশ বেদ-চিন্তার ফলে, প্রথমোৎপন্ন পুরুষ প্রজাপতি স্বকার্যোপ-
যোগী যে, প্রাক্তন জ্ঞান-কর্মসংস্কার-বীজ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই
সংবৎসর হইল ; তৎপূর্বে সংবৎসর বলিয়া কোন কালবিভাগ ছিল না ।
জগতে বাহ্য সংবৎসর বলিয়া প্রসিদ্ধ, [তিনি] প্রজাপতিকে অগ্নের
অভ্যন্তরে ততকাল ধারণ করিয়াছিলেন । এই পরিমাণ কালের
(সংবৎসরের) পরে তাহাকে সৃষ্টি করিলেন ; অর্থাৎ এক বৎসরান্তে
সেই অগ্নিটী বিদীর্ণ করিলেন ; [এবং] জন্মের পর তিনি তাহাকে
ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মুখবাদান করিলেন । সেই নবজাত পুরুষ
[ভয়ে] ‘ভাণ্’ শব্দ করিলেন, তাহাই জগতে প্রথম ‘শব্দ’ হইল ॥ ৬ ॥ ৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ : সোহকামদত—যোহসৌ মৃত্যুঃ ; সঃ অবা-
ক্রমেণ আত্মনা আত্মানমগুহ্যন্তঃ কার্ণা-করণসম্ভাবন্তং বিরাজময়ম্ অশ্জত,
‘ত্রেণা টাট্মানমকুরুতেতুাক্তম্ । স কিংব্যাপারঃ সন্ অশ্জতেতি ? উচ্যতে—স

মৃত্যুঃ অকাময়ত কামিতবান্ । কিম্? দ্বিতীয়ো মে মম আত্মা শরীরম্, যেনাহং শরীরী শ্রাম্, স জায়েত উৎপত্তেত, ইতি এবমেতদ্ অকাময়ত । স এবং কাময়িত্বা, মনসা পূৰ্ব্বোৎপন্নেন, বাচং ত্রয়ীলক্ষণাং, মিথুনং দ্বন্দ্বভাবম্, সমভবৎ সম্ভবনং কৃতবান্, মনসা ত্রয়ীমালোচিতবান্; ত্রয়ীবিহিতং সৃষ্টিক্রমং মনসা অম্বালোচয়দিত্যর্থঃ । কোহসৌ? অশনায়া লক্ষিতো মৃত্যুঃ; অশনায়া মৃত্যুরিত্যুক্তম্; তমেব পরামৃশতি অত্ৰ প্রসঙ্গো মা ভূদিতি ।

তন্ যদ্রেত আসীৎ,—তং তত্র মিথুনে যৎ রেত আসীৎ—প্রথমশরীরিণঃ প্রজাপতেরুৎপত্তৌ কারণং রেতো বীজং জ্ঞান-কর্মরূপং ত্রয়ালোচনায়াং যৎ দৃষ্টবানাসীৎ জ্ঞানান্তরকৃতম্, তদ্বাবভাবিতোহপঃ সৃষ্টে। তেন রেতসা বীজেনাপ্ অমুপ্রবিষ্ট অণুরূপেণ গভীভূতঃ সঃ সংবৎসরোহভবৎ, সংবৎসর-কালনির্মীতা সংবৎসরঃ প্রজাপতিরভবৎ । ন হ পুরা পূর্বা, ততঃ তন্নাং সংবৎসরকালনির্মীতঃ প্রজাপতেঃ, সংবৎসরঃ কালো নাম, ন আস ন বভূব হ । তং সংবৎসরকালনির্মীতারম্ অন্তর্গতঃ প্রজাপতিম্, যাবানিহ প্রসিদ্ধঃ কালঃ, এতাবন্তম্ এতাবৎ-সংবৎসরপরিমাণং কালম্, অবিভঃ ভূতবান্ মৃত্যুঃ, যাবান্ সংবৎসর ইহ প্রসিদ্ধঃ । ততঃ পরস্তাং কিং কৃতবান্? তন্ এতাবতঃ কালস্ত সংবৎসরমাত্রস্ত পরস্তাদূর্কম্ অসৃজত সৃষ্টবান্, অণুম্ অভিনং ইত্যর্থঃ । তমেব কুমারঃ জাতমগ্নিঃ প্রথমশরীরিণম্, অশনায়াবদ্ধাং মৃত্যুঃ অভিবাদদাং মুখনিদারণং কৃতবান্ অত্ৰম্ । স চ কুমারো ভীতঃ স্বাভাবিক্যা অবিজ্ঞয়া যন্তো ভাবিতোবা শঙ্কমকরোৎ । সৈব বাগভবৎ, বাক্ শঙ্কোহভবৎ ॥ ৬।৪ ॥

টীকা । উত্তরগ্রন্থম্ অবতাগা তস্ত পূর্বাগ্রন্থেন সধকং বক্তৃং বৃত্তং কীর্তয়তি—সোহকাময়তে-তাদিনা । অবান্তরব্যাপারমন্তরং কণ্ঠস্থাপপত্তিরিতি মহা পৃচ্ছতি—স কিংব্যাপার ইতি । কামনাদিরূপমবাস্তবব্যাপারম্ উত্তরব্যাক্যবৈধেয়েন দশয়তি—উচ্যত ইতি । কামনাকাংক্ষা মনঃ-সংযোগমুপপত্তয়তি—স এবমিতি । কোহসং মনসা সত বাচো দ্বন্দ্বভাবঃ, তদ্রাহ—মনসেতি । ব্যাক্যার্থমেব স্মৃটয়তি—ত্রয়ীবিহিতমিতি । বেদোক্তসৃষ্টিক্রমালোচনং প্রজাপতের্নৈঃ প্রথমং, সংসারস্ত অনাদিহাদিতি বক্তৃন্ অমু-শব্দঃ । ‘সোহকাময়ত’ ইত্যাদৌ সর্জনশব্দঃ অবাবহিত-বিরাডবিষয়ত্বমাপেক্ষা পরিহরতি—কোহসাবিত্যাদিনা । কথং তয়া মৃত্যুর্লক্ষ্যতে, তদ্রাহ—অশনায়েতি । কিমিতি তর্হি পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তমেবেতি । অজ্ঞানস্তরপ্রকৃতে বিরাডাঙ্গনীতি বাবৎ ।

অবাস্তরব্যাপারান্তরমাহ—তদিত্যাদিনা । প্রসিদ্ধং রেতো বাবর্ভয়তি—জ্ঞানেতি । নমু প্রজাপতের্ন জ্ঞানং কর্ম বা সম্ভবতি, তজ্ঞানধিকারাদিত্যাশঙ্ক্য আসীদিত্যন্তার্থমাহ—জ্ঞানান্তরেতি । ব্যাক্যস্তাপেক্ষিতং পুরয়িত্বা ব্যাক্যান্তরমাদায় ব্যাকরোতি—তদ্বাবেত্যাদিনা ।

নমু সংবৎসরস্ত প্রাগেব সিদ্ধহাস প্রজাপতেত্তন্নির্মাণেন তদান্বত্মিতাশকোত্তরং বাক্যমুপাদত্তে—
ন হ পুরেতি । তদ্ বাচষ্টে—পূৰ্ণমিতি । প্রজাপতেরাদিত্যস্বকহাং তদধীনত্বাচ্চ সংবৎসর-
ব্যবহারস্ত, আদিত্যাং পূৰ্ণং তদব্যবহারো নাদীদেবেতার্থঃ । কিয়ন্তঃ কালমন্তরপেণ গৰ্ভো
বভূবেতাপেক্ষামাহ—তমিত্যাদিনা । অবাস্তরব্যাপারম্ অনেকবিধমভিষায় বিরাড়ুৎপত্তি-
মাকাঙ্ক্ষারোপসংহরতি—সাবানিত্যাদিনা । কেয়ং পূৰ্ণমেব ততয়া বিদ্যমানস্ত বিরাজঃ
সৃষ্টিঃ ? তত্রাহ—অগমিতি । বিরাড়ুৎপত্তিন্ উক্তা শব্দমাত্রস্ত সৃষ্টিঃ বিবক্ষুর্ভূমিকাং কৰোতি—
তমেবমিতি । অযোগোপী পুত্রভক্ষণে প্রবর্তকং দর্শয়তি—অশনায়াবদীদিত । বিরাজো ভয়-
কারণমাহ—স্বাভাবিকোতি । উল্লিখ্য দেবতাং চ ব্যবহৃত্য—বাক শব্দ উতি ॥ ৬ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—তিনি কামনা (ইচ্ছা) করিয়াছিলেন ; তিনি অর্থাৎ
যিনি পূৰ্ণোক্ত মৃত্যু । তিনি নিজেই নিজকে জলাদিক্রমে অগ্ন্যমধ্যে দেহেজ্জি-
রাদিবিশিষ্ট বিরাটস্বরূপ অগ্নিরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; এবং আপনাকে তিন
ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । তিনি যে, কি
প্রকার চেষ্টায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এখন তাহাই কথিত হইতেছে—সেই মৃত্যু
কামনা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ইচ্ছা করিয়াছিলেন । [কি ইচ্ছা করিয়াছিলেন] ?
আমার দ্বিতীয় একটি আত্মা—শরীর হউক ; আমি বাহ্য দ্বারা শরীরবান্ হইতে
পারি, সেরূপ একটি শরীর উৎপন্ন হউক, এইরূপ কামনা করিয়াছিলেন ।
তিনি এইরূপ কামনা করিয়া পূর্ণোৎপন্ন মনের সহিত বাক্যের—শব্দ, যজুঃ,
সাম ও অগ্নির বেদরূপ বাণীর মিশ্রণ—ব্রহ্মভাব (সংযোগ) ঘটাইয়াছিলেন,—
মনে মনে বেদচিন্তা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বেদোক্ত সৃষ্টিক্রম মনে মনে আলো-
চনা করিয়াছিলেন (১) । ইনি কে ? [উত্তর—] ইনি অশনারান্বিত (ভোজনেচ্ছা-
বিশিষ্ট) মৃত্যু ; অশনারা যে মৃত্যুরূপ, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে, এখানে অব্যব-
হিত পূৰ্ণোক্ত বিরাটের কামনাকল্পিত আশঙ্কিত হইতে পারিত, তন্নিবৃত্তির জন্ত
পুনশ্চ “অশনারা মৃত্যুঃ” কথায় প্রথমোক্ত মৃত্যুর সন্মত গঠন করা হইয়াছে ।

(১) তাৎপৰ্য্য—চিন্তাশাস্ত্রানুসারে এই সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি ; কোন সময় হইতে কি প্রকারে
যে, সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, তাহা মানববুদ্ধির অগোচর । মানব স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে সৃষ্টির দিকে
যতই অগ্রসর হয়, ততই অন্ধানে অভিমুখ হইয়া পড়ে । দেখিতে পায়, কেবলই সৃষ্টি ও জীবের
কল্প, উভয়ই পরস্পর কাব্যাকারণভাবে সংবদ্ধ ; কল্প না হইলে সৃষ্টি-বৈচিত্র্য হইতে পারে না,
আবার সৃষ্টি না হইলেও জীবের কল্প আদিত পারে না ; এইরূপ সৃষ্টি ও কল্পপ্রবাহের অনাদি
সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে কোন মীমাংসায়ই উপস্থিত হওয়া যায় না । তাই জীবপ্রভা মৃত্যুপুরুষ
প্রথমে বেদচিন্তায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং সেই অলৌকিক চিন্তার কালে জীবের ব্রাহ্মণ
কর্মরাশি তাহার প্রত্যক্ষ হইতে ছিল, শেষে তিনি তদনুসারে সৃষ্টিকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ।

তৎকালে যে রোতঃ ছিল, অর্থাৎ সেই মিথুনমধ্যে যে বীজশক্তি নিহিত ছিল; অভিপ্রায় এই যে, বেদ-পর্যালোচনার কালে প্রথমশরীরী প্রজাপতির শরীর-সম্পত্তির নিমিত্তীভূত জন্মান্তরকৃত জ্ঞানকণ্ঠ-সংস্কাররূপ যে বীজ বর্তমান ছিল, তিনি তদ্ব্যবভাবিত হইয়া অর্থাৎ সেই সংস্কারে অনুপ্রাণিত হইয়া জল সৃষ্টি করিয়া, সেই জলের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক রোতোরূপ বীজ দ্বারা ডিম্বাকারে গর্ভ-রূপী হইয়া তিনিই সংবৎসর হইলেন, অর্থাৎ সংবৎসরাদ্বয়ক কালের প্রবর্তক প্রজাপতি হইলেন। সংবৎসরকাল-নির্মাণ তাই সেই প্রজাপতির প্রাভুত্বের পূর্বে—নিশ্চয়ই সংবৎসর নামে কোন সময় প্রসিদ্ধ ছিল না। মৃত্যু সেই সংবৎসর-নির্মাণে অণুভ্যন্তরিত প্রজাপতিকে, জগতে যে পরিমাণ কাল সংবৎসর নামে প্রসিদ্ধ, সেই প্রসিদ্ধ সংবৎসর কাল পর্য্যন্ত ধারণ বা পোষণ করিয়াছিলেন। আচ্ছা, লোকপ্রসিদ্ধ এই সংবৎসর কাল পর্য্যন্ত ধারণের পরে কি করিয়াছিলেন?—এই সংবৎসর পরিমিত কালের পরেই—সংবৎসর পূর্ণ হইবা মাত্রই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, অর্থাৎ সেই ডিম্বটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সেই আদিশরীরী অগ্নি, কুমার বা শিশুরূপে সমুৎপন্ন হইলেন। পরে, ভোজনেচ্ছুক বা ক্ষুধার্ত মৃত্যু তাহাকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মুখ-বিদারণ (মুখ-বাদান) করিলেন; তখন সেই নবজাত শিশু স্বভাবসিদ্ধ অবিজ্ঞানসম্মতঃ ভীত হইয়া 'ভাণ্' ইত্যাকার ভীতিসূচক শব্দ করিয়াছিলেন; তাহাই হইল বাক্—তাহাই ব্যবহারোপযোগী শব্দরূপে পরিণত হইল ॥ ৬ ॥ ৪ ॥

স ঐক্ষত যদি বা ইমমভিমংশ্চে, কনীয়াঃশ্চ করিয্য-
ইতি, স তয়া বাচা তেনাত্মনেদং সর্বমসৃজত যদিৎ কিঞ্চ—বাচো
যজুঃসি সামানি ছন্দাঃসি যজ্ঞান্ প্রজাঃ পশূন্ । স যদ্বদেবাসৃজত
তত্তদত্তুমশ্রিয়ত, সর্বঃ বা অর্ভীতি তদদিতেরদিতিহুং সর্বশ্চে-
তস্তাত্তা ভবতি সর্বমস্মায় ভবতি, য এবমেতদদিতেরদিতিহুং
বেদ ॥ ৭ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ—সঃ (মৃত্যুঃ) ঐক্ষত (চিন্ত্যমাস) ; [কি. ৭] যদি (সম্ভা-
বন্যঃ) বৈ [কদাচিৎ] [ক্ষুধাবশাৎ অহং] ইমঃ (কুমারঃ) অভিমংশ্চে (মারয়িষ্যে),
[তর্হি এতত্ত্ব ভক্ষণে কৃত্যে,] অন্নঃ (মম ভক্ষ্যঃ) কনীয়াঃ (অত্যন্নঃ) করিষ্যে, [অতঃ
প্রভূতান্নসৃষ্টৌ যতিষ্যে ইতি ভাবঃ] ইতি । সঃ (এবং কৃতনিশ্চয়ঃ মৃত্যুঃ) তয়া
(পূর্বোক্তয়া বেদরূপয়া) বাচা, তেন (পূর্বোক্তেন) আয়না (মনসা চ)

[মনঃসংকল্পিতমণা বাচা সমুচ্চাৰ্ণা] ইদং সমস্তং যজ্ঞঃ—ইদং কিঞ্চ—ঋচঃ (ঋগ্বেদান্), যজুর্নি (যজুর্বেদান্), সামানি (সামবেদান্), চন্দ্রাসি (গায়ত্রী-দানি সমস্ত), যজ্ঞান্ (যাগান্), প্রজাঃ (মনুষ্যান্, পশু (গ্রাম্যান্ আরণ্য্যান্ জন্তু)) [অম্বজত ইতি সম্বন্ধঃ] । সঃ (মৃত্যুঃ), তৎ তৎ এবং (বস্ত) অম্বজত (সৃষ্টবান্), তৎ তৎ (বস্ত) [এব] অদ্ব্যং (ভক্ষয়িতু) অদিত (মনঃ কৃতবান্) ; [অন্নবাহুলাং দৃষ্টা তদানীং তদ্বক্ষণে প্রবৃত্তঃ বভূব ইত্যভিপ্রায়ঃ] । যং [সঃ] সমস্তং (সৃষ্টং বস্ত) বৈ অদ্বি (ভক্ষয়তি) ইতি, তৎ (তদ্বৈ) অদিতৈঃ (অদিতি-নারো মৃত্যোঃ) অদিতিত্বম্ (অদিতিনামোহুদেহেভ্যঃ) [অতোহপি] বঃ (জনঃ) অদিতৈঃ (অদিতিনামো মৃত্যোঃ) এতৎ (উক্ত) অদিতিত্বম্ এবং (যথোক্তেন রূপেন) বেদ (জানাতি), সঃ (জ্ঞাতাপি) এতচ্চ সমস্তং জগতঃ) অত্র (ভোক্তা) ভবতি, সমস্তং [বস্ত] অশ্র (জ্ঞাতুঃ) অন্নং (ভক্ষ্যং অন্নান্) ভবতি ইত্যর্থঃ ॥

মূলানুবাদঃ । সেই মৃত্যুরূপী প্রজাপতি চিন্তা করিলেন—আমি যদি ক্ষুধাবশতঃ কখনও এই শিশুকে ভক্ষণ করিয়া ফেলি, তাহা হইলে আমার খাওয়া বস্তু অতি অল্প করিয়া ফেলিব, অর্থাৎ ইহাকে ভক্ষণ করিলেও আমার দীর্ঘকাল চলিবে না । তিনি এইরূপ চিন্তার পর, সেই পূর্বেবাক্ত বাক্য ও মনের সহযোগে এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন—এই যাহা কিছু—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, গায়ত্রী প্রভৃতি চন্দ্রঃ, সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত প্রজা (মনুষ্যাди) ও সমস্ত পশু । তিনি যাহা সৃষ্টি করিলেন, তৎসমস্তই ভক্ষণ করিতে মনঃস্থ করিলেন, অর্থাৎ সৃষ্ট সমস্তই তাঁহার ভক্ষ্য হইল । যেহেতু তিনি সমস্ত বস্তু অদন করেন (ভক্ষণ করেন), সেই হেতুই তাঁহার ‘অদिति’ নাম প্রসিদ্ধ । যে লোক অদিতির এই অদিতিত্ব যথোক্তপ্রকারে অবগত হন, তিনিও সমস্ত বস্তুর ভোক্তা হন—সমস্ত বস্তুই তাঁহার অন্ন বা ভোগরূপে উপস্থিত হয় ॥ ৭।৫॥

শাক্তর-ভাষ্যম্ ।—স ইক্ষত—সঃ এবং ভাত কৃতরব্যং কুমারং দৃষ্টা মৃত্যুঃ ইক্ষত ইক্ষিতবান্ অশনারাবানপি—যদি কদাচিত্ ইমং কুমারম্ অভি-
ন্যস্তে, অভিপূৰ্ণে মর্ত্যত্বিসার্থা, হিংসিযে ইত্যর্থঃ । কনীগ্রোহন্নং করিয়ে
—কনীয়ঃ অন্নমন্নং করিয়ে ইতি ; এবমাক্ষিহা তদ্বক্ষণাহপরাম । বহু হন্নং
কর্তব্যং দীর্ঘকালভক্ষণায়, ন কনীয়ঃ ; তদ্বক্ষণে হি কনীগ্রোহন্নং শ্রুতং, বীজভক্ষণ-
ইব সম্ভাব্যঃ । স এবং প্রয়োজনম্ অন্নবাহুল্যমালোচ্য, তদৈব ত্রয্যা বাচা

पूर्वोक्त्या, तेनैव च आश्रया मनसा, मिथुनीभावमालोचनम् उपगम्योपगमा
इदं सर्वं स्थावरं जगत्कम् असृजत,—यदिदं किञ्च यत्किञ्चेदम् । किं तत् ?
अतः, यजुर्वि, सामानि, छन्दांसि च सप्त गायत्र्यादीनि—स्तोत्रश्रुत्यादिकर्माभूतान्
त्रिविधामान् गायत्र्यादिछन्दोविशिष्टान्, यज्जांश्च तत्साध्यान्, प्रजाः तत्कर्त्रीः,
पशूँश्च ग्राम्यान्तरणान् कर्मासाधनभूतान् ।

ननु त्रया मिथुनीभूतस्यासृजतेत्याहुः, अगादीनि इह कथमसृजतेति ? नैव
दोषः ; मनसस्तु अव्यक्तोद्भवः मिथुनीभावस्तथा ; बाह्यस्तु अगादीनां विद्यमानानामेव
कर्माणि विमिरोगभावेन व्याप्तीभावः सर्ग इति ।

स प्रजापतिरेवममृष्टिं, बुद्ध्या, यद्वदेव क्रियाः क्रियासाधनं, फलं वा किञ्चिद-
सृजत, तत्तत् अद्भुतं भग्नितुम् अश्रियत धृतवान् मनः । सर्वं कृत्स्नं वै यन्मादति
इति, तत् तस्मात् अदितेः अदितिनाम्नो मृत्योरदितिश्च प्रसिद्धम् । तथा च
मन्त्रः—“अदितिर्दोषरदितिरश्वरिक्मदितिस्माता स पितृ” इत्यादिः । सर्वश्रेष्ठं
जगत्तोद्भवभूतं अत्र सर्वमन्येनैव भवति ; अत्रापि विरोधात् ; न हि कश्चित्
सर्वश्रेष्ठोऽहो दृष्टते ; तस्मात् सर्वाद्या भवतीत्यर्थः । सर्वमन्येनैव भवति ;
अतएव सर्वमन्येनो ह्यद्भुतः सर्वमन्येन भवतीत्यापपद्यते । य एवमेतद् यथोक्त-
मदितेश्चोक्तोः प्रजापतेः सर्वश्रुतानां अदितिश्च वेद, तस्मैतत् फलम् ॥१॥॥

टीका ।—इदानीं मृगादिशृष्ट्युपदेष्टुं पातनिकां करोति—स इत्यादिना । ईश्वरप्रतिबद्धक-
सद्भावो दर्शयति—अशनायावानपीति । अतिपूर्वो मन्त्रतिरिति । “रुद्रोऽष्ट पशून्भिस्त्रैश्च
नाश्रु रुद्रः पशून्भिस्त्रैश्च” इत्यादि शत्रुमन्त्र प्रमाणयितवान् । अमृतं कनीयस्वे का हानिरित्या-
शङ्काह—वह इति । तथापि विराजो भूत्वा का कतिपयताह—तद्वत्त्वेन इति । तस्मात्सर्व-
कदास्तुहंपदकदास्तेति शेषः । कारणनिवृत्तौ कार्यानिवृत्तिरित्याह दृष्टान्तमाह—वीजेति ।
यथोक्तैकगान्धर्वं मिथुनभावद्वारा त्रयीयष्टिः प्रोक्तोति—स एवमिति । ननु विराजः सृष्ट्या
स्वावरं जगन्मनो जगतः सृष्टेरुक्तत्वात् किं पुनरुक्तोक्त्याशयेन पृष्टुं परिहरति—किं तदिति ।
गायत्र्यादीनां तादिपदनेन किञ्चिद्वैवर्त्यं नृहत् पञ्चिद्वैवर्त्यं जगतीछन्दाः स्यान्तानि । केवलानां छन्दसां
सर्गादन्तर्भावस्तदाकृतानामुपवर्ज्यः सामान्यानां मन्त्राणां सृष्टिरत्र विवक्षितेत्याह—स्तोत्रेति ।
उद्गात्रादिना गीयमानमुपवर्ज्यं स्तोत्रं, तदेव होत्रादिना श्रुतमानं श्रुतम् । स्तुतमनुपवर्ज्यं सतीति
हि श्रुतिः । यत् न गीयते न च श्रुते अक्षर्युपवर्ज्यं प्रवृत्तिं प्रवृत्त्याते, तदप्यत्र ग्राह्यमिति
प्रेत्य आदिपदम्, अत एव त्रिविधानित्याहुः । अजादये ग्राम्याः पशवः, गवयदयस्त्वारण्या इति
भेदः । कर्मासाधनभूतानसृजतेति सव्यः ।

स मनसा वाचं मिथुनं समस्तवदित्याहुः प्रागेव त्रयाः सिद्धत्वात्, न तस्याः सृष्टिः श्रुतेति
शङ्केते—नयति । वाक्तावाक्ताविभागेन परिहरति—नेत्यादिना । इति मिथुनीभावसर्गमोक्षप-
पत्तिरिति शेषः । अतुसर्गश्च असर्गश्चेति चरमुक्तम् ।

ইদানীমুপাস্তন্ত প্রজাপতেৰ্গাংস্তন্নং নির্দিশতি—স প্রজাপতিরিত্যাদিনা । কথং যুতোর-
দিতিনামবৎ সিদ্ধবদ্ব্যভ্যে, তত্রাহ—তথা চেতি । অদিতোঃ সর্পাস্থঃ বদত । মন্থেণ সর্বকারণস্ত
যুতোরদিতিনামবৎ সৃষ্টিমিতি ভাবঃ । যুতোরদিতিস্ববিজ্ঞানবতঃ অবাস্তরফলমাহ—সর্ব-
শ্রেতি । সর্পাস্থেনেতি কুতো বিশিষ্ট্যে, তত্রাহ—অন্তর্গেতি । সর্পরূপেণাবস্থানান্তাবে সর্বান্ন-
ভক্ষণপ্রাণকাদিত্যর্থঃ । বিরোধমেব সাধয়তি—ন হীতি । ফলন্তোপাসনাধীনত্বাৎ প্রজাপতিম্
অদিতিনামানম্ আস্থয়েন ধায়ন্ ধোয়াস্তা ভূহা তৎতদ্রূপমপারঃ সর্পস্তান্নস্তান্তাদিত্যর্থঃ ।
অন্নমন্নমেবাস্ত সদা, ন কদাচিৎ তদন্তাত্ত ভবতীতি বক্তৃমনস্তরবাক্যবাদন্তে—সর্বমিতি । অত
এবেত্বাক্তঃ বাক্তঃ কেরোতি—সর্পাস্থেনো হীতি ॥ ৭ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—“স একত” ইত্যাদি । তিনি (যুতালক্ষণ প্রজাপতি)

সেই নবজাত শিশুকে এইরূপে ভীত ও ভয়ে শব্দ করিতেছে দর্শন করিয়া চিন্তা
করিলেন—যদিও আমি ক্ষুধার্ত বালিয়া এখন এই শিশুকে হিংসা করি, অর্থাৎ
ভক্ষণ করি, [তাহা হইলে] আমি আমার অন্ন অতি অন্ন করিয়া ফেলিব,
অর্থাৎ এই একটা মাত্র শিশু ভক্ষণে আমার আর কতদিন চলিবে—এইরূপ
বিবেচনা করিয়া তাহার ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন । এখানে “অভিমংশ্রে”
এই অভিপূর্বক ‘মন্’ ধাতুর অর্থ—হিংসা বৃদ্ধিতে হইবে । উদ্দেশ্য এই যে, দীর্ঘ-
কাল ভক্ষণের জন্য আমাকে প্রচুর পরিমাণে অন্ন সংগ্রহ করিতে হইবে, অন্ন
অল্পে হইবে না ; বীজ ভক্ষণে যেমন শস্তাভাব ঘটে, তেমনি ইহাকে ভক্ষণ করিলেও
আমার অন্ন কমিয়া যাইবে । তিনি এই উদ্দেশ্যে অন্নবাহুল্যের আবশ্যকতা চিন্তা
করিয়া পূর্বকথিত সেই বেদরূপ বাক্যের সহিত পূর্বোক্ত আশ্ব্যার—মনের সহ-
যোগে পুনঃপুনঃ আলোচনা করিয়া এই স্থাবর-জঙ্গমান্বক বাগ কিছু দৃষ্ট হয়,
তৎসমস্ত সৃষ্টি করিলেন । সেই সমস্ত বস্তু কি কি ? না, ঋক্‌সমূহ,
সামসমূহ এবং গায়ত্রী প্রভৃতি সপ্ত ছন্দঃ অর্থাৎ গায়ত্রী, উষিক্, অমৃষ্টপু, বৃহতী,
পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী প্রভৃতি ছন্দোবিশিষ্ট স্তোত্র, শব্দাদিস্বরূপ তিন প্রকার
কর্মাঙ্গ মন্ত্র, মন্ত্রসাধা যজ্ঞসমূহ, যজ্ঞাধিকারী জনসমূহ এবং কথোপযোগী গ্রাম্য ও
অরণ্যচর পশুসমূহ [সৃষ্টি করিলেন] ।

এখন আপত্তি হইতেছে যে, প্রথমে বলা হইয়াছে মিথুনীভূত ত্রয়ীবিজ্ঞার
সাহায্যে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; এখানে আবার ঋগ্বেদাদির সৃষ্টি করিলেন,
বলা হইল কি প্রকারে ? অর্থাৎ ঋগ্বেদাদি সৃষ্টি যদি পরেই হইল, তবে
তৎপূর্বে সেই বেদের সাহায্যে সৃষ্টি করা সম্ভব হয় কি প্রকারে ? না—ইহা
দোষাবহ হয় না ; কারণ, মনের যে, ত্রয়ীর সহিত মিথুনীভাব, তাহা
অব্যক্ত সৃষ্টি, অর্থাৎ মানসিক চিন্তামাত্র, কিন্তু বহির্বিকাশ নহে, এখানে হৃদয়-

নিহিত সেই ঋগ্বেদাদিরই যে, বিভিন্ন কৰ্মে বিনিয়োগ বা ব্যবহার, তাহাই উহাদের সৃষ্টি বলা হইয়াছে, কিন্তু অভিনব উৎপত্তি নহে ; [স্মরণ্য পূর্বের কথা দোষাবহ হইতেছে না ।]

সেই প্রজাপতি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, আমার প্রচুর পরিমাণে অন্ন হইয়াছে ; তাহার পর হইতেই, ক্রিয়া ও ক্রিয়াসাধন প্রভৃতি বাহ্য বাহ্য—বাহ্য কিছু সৃষ্টি করিলেন, তৎসমস্তই ভক্ষণ করিতে (সংহার করিতে) ধারণ করিলেন অর্থাৎ মনোনিবেশ করিলেন । যেহেতু সেই সমস্তই অদন—ভক্ষণ করেন, সেই হেতুই ‘অদিতি’র অর্থাৎ অদিতিনামক মৃত্যুর অদিতিত্ব প্রসিদ্ধ হইয়াছে । এতদনুরূপ ময়ও আছে—‘অদিতিই দ্যালোক, অদিতিই অন্তরীক্ষ (আকাশ), অদিতিই মাতা এবং প্রসিদ্ধ পিতা’ ইত্যাদি । তিনি সর্বাশ্চাভাবদ্বারাই অন্নস্বরূপ এই সমস্ত জগতের অহা (ভোক্তা) হন, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে ; কারণ, তাহা না হইলে সর্বভোক্তৃত্ব কথা সম্ভব হইতে পারে না ; কেন না, জগতে কোথাও একজনকে সর্ব বস্তুর ভোক্তা দেখিতে পাওয়া যায় না ; অতএব নিশ্চয়ই তাঁহার সর্বাশ্চাভাবও সিদ্ধ হইতেছে । সমস্ত বস্তুই তাঁহার অন্নস্থানীর হইয়া থাকে ; যেহেতু ভোক্তৃস্বরূপ তিনি সর্বাশ্চক, সেই হেতুই তাঁহার সম্বন্ধে সর্ব বস্তুর অন্নস্থান্য উপপন্ন হইতেছে । যে লোক এই অদিতির অর্থাৎ মৃত্যুসংজ্ঞক প্রজাপতির সর্বান্নভক্ষণনিমিত্ত এইরূপ অদিতিত্ব বর্ণনামত্রে অবগত হন, তাঁহারও উল্লিখিত ফললাভ হয় ॥ ৭ ॥ ৫ ॥

সোহকাময়ত ভূয়সা যজ্ঞেন ভূয়ো যজ্ঞয়েতি । সোহশ্রামাৎ,
স তপোহিতপ্যত, তস্য শান্তস্য তপ্তস্য যশো বীৰ্য্যমুদক্রামৎ ।
প্রাণা বৈ যশো বীৰ্য্যং ; তৎ প্রাণেণুংক্রান্তেষু শরীরেণ শ্রিয়তু-
মধ্রিয়ত, তস্য শরীর এব মন আসীৎ ॥ ৮ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ—সঃ (প্রজাপতিঃ) অকাময়ত (কামনাং কৃতবান্)—
ভূয়সা (মহত) যজ্ঞেন ভূয়ঃ (পুনরপি) [পূর্বকল্পবৎ অগ্নি কল্পেহপি ইত্যর্থঃ]
যজ্ঞেয় (সঙ্কল্পঃ কুর্য়াম্) ইতি । সঃ (প্রজাপতিঃ) অশ্রামাৎ (শ্রান্তঃ অভবৎ) ;
সঃ (প্রজাপতিঃ) তপঃ অতপ্যত (জ্ঞানরূপাং তপস্তাং কৃতবান্) ; শান্তস্য
তপ্তস্য [চ] তস্য (প্রজাপতে) যশঃ বীৰ্য্যং (পূর্ববৎ) উদক্রামৎ (নির্গতম্
অভূৎ) । [অত্র যশোবীৰ্য্যয়োঃ স্বরূপমাত্র—] প্রাণাঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) যশঃ
বীৰ্য্যম্ ; [যশোবীৰ্য্যভূতেশ্চ] প্রাণেণু উৎক্রান্তেষু (শরীরেণ নির্গতেষু সংস্বে)

তং শরীরং শয়িত্ব (উফুন্নতাং গন্তুম্) অধ্বিগত (মৃতবৎ অভবৎ); তন্ত্ৰ (প্রজা-
পতেঃ) মনঃ [পুনঃ] শরীরে এব আসীৎ (ন নির্গতমভূৎ ইত্যর্থঃ) ॥

মূলানুবাদ : তিনি (প্রজাপতি) কামনা করিলেন—আমি.

পুনরপি অর্থাৎ পূর্বকল্পের ন্যায় এই কল্পেও মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব।

তিনি [যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া] পরিশ্রান্ত হইলেন। তখন তিনি তপস্যা

আরম্ভ করিলেন; শ্রান্ত ও তপঃপ্রবৃত্ত প্রজাপতির যশঃপ্রকাশক.

বৌদ্ধ্য বহির্গত হইল। প্রাণসমূহই যশঃপ্রকাশক বৌদ্ধ্য (শরীর-স্থিতির

হেতুভূত) ; সেই প্রাণসমূহ দেহ হইতে বহির্গত হইলে পর, সেই

শরীর স্ফীত (পুতিভাবপ্রাপ্ত) হইবার মত হইল, কিন্তু তাঁহার

মনঃ তখনও শরীরের মধ্যেই বর্তমান রহিল ॥ ৮ ॥ ৬ ॥

শাক্তভাষ্যম্ । —সোক্তকামভেতি । অস্বাধনে ধরোনির্দোষনার্থমিদমাহ ।

ভূয়সা মহতা যজ্ঞেন ভূয়ঃ পুনরপি যজ্ঞয়েতি ; জ্ঞানান্তরকরণাপেক্ষা ভূয়ঃশব্দঃ । স

প্রজাপতির্জন্মান্নরে অধমেদেনাযজত ; স তদ্বাবভাষিত এষ কল্পাদৌ ব্যাবর্ত্তত ।

সঃ অধমেনক্রিয়া-কারক-কলায়ুদেন নিবৃত্তঃ সন্ অকামরত--ভূরসা যজ্ঞেন

ভয়ে। বড়েয়েতি ।

এবং মহৎ কার্য্য। কামরিত্ত্বা লোকবদপ্রাপ্যং ; স তপোহিতপ্যত । তত্ত্ব

শ্রানুষ্ঠান তপস্ব্যেতি পূর্ববৎ ; যশোবীর্যম্ উদক্রামদিত্তি - স্বয়মেব পদার্থমাহ

প্রাণাঃ চক্ষুর্দানরঃ, নৈ যশঃ - যশোভেদুভ্যাম্ ; তেযু হি সংস্রু খ্যাতির্ভবতি,

তথা বীৰ্য্য, বলমগ্নিন্ শরীরে । ন চান্ধ্রান্ধ্রপ্রাণো যশসী বলবান্ বা ভবতি ।

তন্মাত্ৰং প্রাণা এব যশো বীৰ্য্যং চাশ্বিন্ শরীরে । তদেব, প্রাণলক্ষণং যশো

বীর্বাশুদ্ধক্রামঃ উৎক্রাস্তবঃ । তদেব যশোবীর্বাভূতেষু প্রাণেষু উৎক্রাস্তেষু

শরীরান্নিক্রান্তেবু তং শরীরং প্রজাপতেঃ স্বয়িতুং উচ্চু নভাবঃ গন্তুং অপ্রিয়ত,

অমেধা, চাভবং । তস্মা প্রজাপতেঃ শরীরান্নির্গতস্তাপি তস্মিন্বেব শরীরে যন

আসীং ; যথা কস্তচিৎ প্রিয়ে বিষয়ে দূরং গতস্তাপি ননো ভবতি, তদং ॥ ৮ ॥ ৬ ॥

টাকা। উপাস্তিবিধে সফলে সতি সমাপ্তিরেব প্রাক্ষণস্তোচিহ্ন, কিমন্তরগ্রহেহ ? ইত্যশঙ্কা

প্রতীকমাদায় তাৎপৰ্য্যমাহ--নোহকাময়তেতাদিনা । তদেব অখমেবশ্চ অখমেবহমিত্যেতদন্তঃ

বা কামিদম। নির্দিষ্ট। ভূয়োদক্ষিণকহাদম্মেধস্ত ভূয়স্ম। ইতিশাক। অকাময়তেতানেন

সংবোধেত । কপঃ পুনঃস্তেন গন্ধমনিশ্চ প্রজাপতেঃ ভূমঃ-শকোত্তিঃ । ন । হ । ন পুনঃনরেনবনবা ৩৫৬

অসমি যজ্ঞমঃ অখ্যায়শ্য কৰ্মীভৱৎ । অধনা ত্ৰিগুণাভে । ভয়ে যজ্ঞেযেতাই । তথাচ

[illegible]

কৰ্ণভেদাদ্ভুয়ঃশব্দাসামঞ্জস্যমত আহ—স তদ্ধাবেতি । স প্রজাপতিরধমেধবাসবাবিশিষ্টো
জানকর্গফলত্বেন কল্পাদৌ নিবৃত্তৌ ভুয়ো যজ্ঞয়েন্ত্যাহ, কৰ্ণভোক্তোঁরৈকোণ সাধকফলাবস্থয়োঃ
যজ্ঞমানস্বতয়োঃ ভেদাভাবাদিত্যর্থঃ । প্রজাপতিরীশ্বরঃ, ন তস্ত দুঃখান্নকৰ্ণভুতানেচ্ছা
যুক্ত্যেতাশক্য প্রকৃতিবশাৎ তদুপপত্তিমভিপ্রেত্যাহ—সোঃশ্বমেধেতি ।

কথমেতাবতা বিবক্ষিতা স্তুতিঃ সিদ্ধেতাশক্যাহ—এবমিতি । শ্রমকাখ্যমাহ—স তপ ইতি ।
চক্ষুরাদীনাম্ যশস্ব হেতুমাহ—যশোহেতুত্বাদিতি । তদেব সাধয়তি—তেষু হীতি । প্রাণা
এবেতি তথাশব্দার্থঃ । সংস্তু হি তেষু শরীরে বলং ভবতীতি পূর্ববদেব হেতুত্বম্ভয়ঃ । উক্তমর্থং
বাতিরেকম্বারা ক্ষেপয়তি—ন হীতি । প্রজানাং যশস্বং বীৰ্য্যত্বং চোপসংজ্ঞতা বাক্যার্থং নিগময়তি
—তদেবমিতি । তৎ প্রাণেষু ইত্যাদি ব্যাচষ্টে—তদেবমিত্যাदिना । শরীরান্নির্গতস্ত প্রজাপতে-
মুক্তমশাশক্যাহ—তস্তুেতি ॥ ৮ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—অথ ও অশ্বমেধের স্বরূপনিরূপণার্থ এই কথা
বলিতেছেন যে, তিনি (প্রজাপতি) কামনা করিলেন,—পুনরপি মহাযজ্ঞের
অনুষ্ঠান করিব । এখানে এই ‘ভুয়ঃ’ শব্দে প্রজাপতির জন্মান্তর-সম্বন্ধ সূচিত
হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্বজন্ম অপেক্ষা করিয়া ‘ভুয়ঃ’ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ।
অভিপ্রায় এই যে, সেই প্রজাপতি পূর্বজন্মেও (পূর্বকল্পেও) অশ্বমেধ যজ্ঞ
করিয়াছিলেন ; তিনি সেই ভাবে ভাবিত হইরাই—পূর্ব জন্মের সেই সংস্কার
লইয়াই কল্পের প্রথমে প্রাচর্ভূত হইয়াছিলেন । তিনি সেই অশ্বমেধ যজ্ঞের
ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, এবং তাহার কারক (কর্ত্তাপ্রভৃতি) ও ফলবিষয়ক
সংস্কারসম্বন্ধারে প্রাচর্ভূত হইয়া কামনা করিয়াছিলেন যে, আমি পুনশ্চ বৃহৎ
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব ।

তিনি এই প্রকার মহৎ কার্য্যের কামনা করিয়া সাধারণ লোকের জ্ঞান
পরিশ্রান্ত হইলেন ; তিনি তপস্তা করিতে লাগিলেন । সেই শ্রান্ত ও তপস্তাযুক্ত
প্রজাপতির পূর্ববৎ যশঃ বীৰ্য্য প্রাচর্ভূত হইল । ক্রটি নিজেই যশঃ ও বীৰ্য্য
কথার অর্থ বলিতেছেন, প্রাণ ও চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ যশোলাভের হেতু
বলিয়া যশঃ-পদবাচ্য ; কেন না, সেই ইন্দ্রিয়গণ বিদ্যমান থাকিলেই লোকের
প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে ; সেইরূপ প্রাণই বীৰ্য্য, অর্থাৎ এই শরীরে বলস্বরূপ ;
কেন না, বাহার প্রাণ বহির্গত হইয়া যায়, সে কখনও যশস্বী বা বলবান্ হইতে
পারে না ; অতএব প্রাণসমূহই এই শরীরে যশঃ ও বলস্বরূপ । উক্ত প্রকার
প্রাণরূপ যশো বীৰ্য্য এই শরীর হইতে বহির্গত হইল, তখন প্রজাপতির সেই
শরীর ক্ষীণতাব প্রাপ্ত হইবার উপক্রম করিল, অর্থাৎ অমেধ্য বা অপবিত্রের জ্ঞান
হইল । সেই প্রজাপতি শরীর হইতে বহির্গত হইলেও তাহার মনটা কিন্তু সেই

শরীরেই রহিল । যেমন কোন ব্যক্তি দূরগত হইলেও তাহার মনটা সেই প্রিয়-
বিষয়েই নিবিষ্ট থাকে, ইহাও তদ্রূপ ॥ ৮ ॥ ৬ ॥

সোহকামরত মেধ্যং ম ইদং স্মাদান্নান্নেন স্মামিতি ।

ততোহশ্বঃ সমভবৎ, যদশ্বং, তন্মেধ্যমভূদিতি তদেবাস্থমেধ্যস্তাশ্ব-
মেধ্যত্বম্ । এষ হ বা অশ্বমেধ্যং বেদ য এনমেধ্যং বেদ ।

তমনবরুদ্ধৈব্যামমৃত । তৎ সংবৎসরস্ত পুরস্তাদান্নান-
আলভত । পশুন দেবতাভ্যঃ প্রাত্যোহৎ । তস্মাৎ সৰ্বদেবতাং
প্রোক্ষিতঃ প্রাজাপত্যমানভন্তে ।

এম হ বা অশ্বমেধো য এম তপতি, তস্য সংবৎসর আত্মাহু-
মগ্নিরকস্তুশ্চোমে লোকা আত্মানঃ, তাবেতাবর্কশ্বমেধো । সো
পুনরেকৈব দেবতা ভবতি মৃত্যুরেবাপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি,
নৈনং মৃত্যুরাপ্নোতি মৃত্যুরস্তান্না ভবতি এতাসাং দেবতানামেকো
ভবতি ॥ ৯ ॥ ৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ ব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ :—সঃ (প্রজাপতিঃ) অকামরত, —মে (মম) ইদং (শরীরং)
মেধ্যং (পবিত্রং যজ্ঞাহং) স্মাৎ, অনেন (শরীরেন) আত্মনী (শরীরবান্ চ)
স্মান্ (ভবেয়ম্), ইতি । কৃতা তত্র প্রবিবেশ । যৎ (যস্মাৎ তদ্বিযোগাৎ) [শরীর-
মিদং] অশ্বং (অশ্বয়ং—ক্ষীতমভবৎ), ততঃ (তস্মাৎ হেতোঃ) অশ্বঃ (অশ্ব-
সংজ্ঞকঃ) সমভবৎ, [যস্মাচ্চ তৎপ্রবেশাৎ] তৎ (তদেব শরীরং পুনঃ) মেধ্যম্
অভূৎ ইতি, তদেব (তস্মাদেব) অশ্বমেধ্যস্ত (অশ্বমেধনায়ো যজ্ঞস্ত) অশ্বমেধ্যত্বম্
(অশ্বমেধনামলাভে হেতুঃ) । এষঃ (স এব জনঃ) চ বৈ (অবধারণে) অশ্ব-
মেধ্যং (অশ্বমেধনামরহস্যং) বেদ (জানাতি), [কঃ ?—] যঃ (জনঃ) এবম্
(যথোক্তপ্রকারেণ) এনং (অশ্বমেধ্যং) বেদ (জানাতি) । [প্রজাপতির্যেব
শাক্তদশমেধ্যস্ত ক্রতোঃ অশ্বঃ স্মৃততে ইতি ভাবঃ ।]

[প্রজাপতিঃ আত্মানমেব পশুরূপেণ কল্পয়িত্বা] তম্ (পশুম্) অনবরুদ্ধা
(অপরোধম্ বন্ধনম্ অকৃতা) এব অমমৃত (অচিন্তরং) । সংবৎসরস্ত
পুরস্তাৎ (সংবৎসরান্তে) তম্ [পশুম্] আত্মনে (আত্মত্বপ্ত্যর্থং) আলভত (হিংশিত-

বান্) ; পশূন্ [অজ্ঞান্] দেবতাভ্যঃ প্রত্যোহং (তত্তদেবতাভ্যঃ প্রেরিতবান্) ।
[অশ্বমেধীয়োহশ্বঃ প্রজাপতিদেবতঃ, ইতরে তু পশবঃ অজ্ঞাতদেবতকাঃ চিন্তনীয়া
ইতি ভাবঃ] । তস্মাৎ [হেতোঃ, সৰ্বদেবতাং (সৰ্বদেবতং) প্রোক্ষিতং
(মন্ত্ৰপুতং) [পশুং] প্রাজাপত্যং (প্রজাপতিদেবতাকং) আলভন্তে (উৎ-
সৃজন্তি) [যজ্ঞিকাঃ] ।

[কোহসৌ অশ্বমেধঃ ? ইত্যাহ—] এষঃ হ বৈ অশ্বমেধঃ, যঃ এষঃ
(আদিত্যঃ) তপতি (জগৎ প্রকাশয়তি) । সংবৎসরঃ (লোকপ্রসিদ্ধঃ বৎসরঃ) তস্মাৎ
(অশ্বমেধরূপিণঃ) আত্মা (শরীরং, তল্লিঙ্গম্ভূতাত্মং) । অয়ম্ (পার্থিবঃ) অগ্নিঃ
(তৎসাধনভূতঃ) অর্কঃ, ইমে লোকাঃ (স্বর্গাদয়ঃ) তস্মাৎ আত্মানঃ (শরীরা-
বয়বঃ) । তৌ এতৌ (যথোক্তৌ) অর্কশ্বমেধৌ (অর্কঃ সাধনভূতঃ, অশ্ব-
মেধশ্চ সাধারূপঃ) ; সা উ পুনঃ (বাক্যালঙ্কারে) একা এব দেবতা ভবতি ;
[কা সা দেবতা ? ইত্যাহ—] মৃত্যুঃ (মৃত্যুসংজ্ঞকঃ প্রজাপতিঃ) এব (অব-
ধারণে) । [ইদানীং বিভাকলমুচ্যতে—] [এবংবিদ্ জনঃ] পুনঃ মৃত্যুং অপ-
জরতি (সৰ্বং মৃত্বা পুনর্মরণায় ন নজাতে ইত্যর্থঃ) । মৃত্যুঃ এনং (বিদ্বাঃসং)
ন আপ্নোতি (ন প্রাপ্নোতি ; মৃত্যুঃ অস্ত্রং (পিঙ্গবঃ) আত্মা ভবতি । [কিঞ্চ, মৃত্যুঃ
এব] এতাসাং দেবতানাং একঃ ভবতি [নাস্য কদাচিদপি মৃত্যুভয়মস্তীতিভাবঃ ।
বিভাকললেখঃ ॥]

মূলানুবাদঃ—সেই প্রজাপতি তখন কামনা করিলেন—আমার
এই শরীর মেধা (পবিত্র) হউক ; আমি এই শরীর দ্বারা শরীরবান্
হইব । [এইরূপ চিন্তা করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন] । যেহেতু,
[এই শরীর প্রাণাভাবে] ‘অশ্বৎ’=স্বফীত হইয়াছিল, [এবং প্রজাপতির
প্রবেশে] আবার মেধা (পবিত্র) হইল, সেই হেতুই [উহা ‘অশ্ব’ ও
‘মেধ’ শব্দযোগে অশ্বমেধ নামে অভিহিত হইল ; ইহাই] অশ্বমেধের
অশ্বমেধত্ব । যিনি অশ্বমেধকে যথোক্তপ্রকারে জানেন, তিনিই
প্রকৃতপক্ষে অশ্বমেধ-রহস্য জানেন, (অপরে জানে না) ।

প্রজাপতি সেই অশ্বকে আবদ্ধ না করিয়াই চিন্তা করিয়াছিলেন ।
তিনি সংবৎসরান্তে সেই অশ্বকে আপনার উদ্দেশে (প্রজাপতির
উদ্দেশে) হিংসা করিয়াছিলেন, এবং অপরাপর পশুকে অপরাপর
দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছিলেন ; এই জগুই যজ্ঞিকগণ সর্ব-

দৈবতক প্রোক্ষিত (মজ্জপূত) পশুকে প্রাজাপত্যরূপে উৎসর্গ করিয়া থাকেন ।

এখন এই অগ্ন্যমেধের দৈবত রূপ কথিত হইতেছে—যিনি এই আদিত্যরূপে তাপ দিতেছেন, তিনিই সেই অগ্ন্যমেধ । সংবৎসরকাল তাহার আত্মা বা শরীরাবয়ব ; আর এই পৃথিবীগত অগ্নি হইতেছে অর্ক ; স্বর্গাদি লোকত্রয় হইতেছে তাহার আত্মা বা অবয়ব । সেই এই অর্ক ও অগ্ন্যমেধ নামতঃ ভিন্ন হইলেও বস্তুতঃ তাহারা একই দেবতা—মৃত্যুস্বরূপ । অগ্ন্যমেধ-রহস্তবিৎ ব্যক্তি পুনর্মৃত্যুকে জয় করেন, মৃত্যু ইহাকে প্রাপ্ত হয় না ; মৃত্যু ইহার আত্মস্বরূপ হইয়া থাকে, এবং এই সমস্ত দেবতার একজন হন ; [ইহাই অগ্ন্যমেধবিজ্ঞানের ফল] ॥ ৯ ॥ ৭ ॥

ইতি প্রথমোধ্যায়ঃ দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা ॥ ১ ॥ ২ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—স তস্মিন্নেব শরীরে গতমনাঃ সন্ কিম্ অকরোদিতি, উচ্যতে—সোহকাময়ত । কণম্ ? মেধাঃ মেধাইব যজ্ঞিগ্নে মম ইদং শরীরং স্ম্যৎ । কিঞ্চ, আত্মদ্বা আত্মবাস্তব অনেন শরীরেণ শরীরবান্ সামিতি—প্রবিবেশ । যস্মাৎ তচ্ছরীরং মদ্বিরোগাৎ গতবশোবাঁর্গাৎ সং অশ্বং অশ্বরং, ততঃ তস্মাদশ্বঃ সমভবৎ ; ততোহশ্বনামা প্রজাপতিরেব সাগাদিতি স্মরতে । যস্মাচ্চ পুনস্তৎপ্রবেশাৎ গতবশোবাঁর্গাস্তাদমেধাঃ সং মেধামভূৎ, তদেব তস্মাদেব অগ্ন্যমেদস্য অগ্ন্যমেধ-নারঃ ক্রতোঃ অগ্ন্যমেদম্ অগ্ন্যমেদনামভাঃ । ক্রিয়াকারকলগ্ন্যম্কে হি ক্রতুঃ ; স চ প্রজাপতিরেবেতি স্মরতে ।

ক্রতুর্নির্গর্তকদ্যাগ্নস্য প্রজাপতিহমুক্তম্—“উবা বা অগ্নস্য মেধাস্য” ইত্যাদিনা । তস্যৈব্যাগ্নস্য মেধাস্য প্রজাপতিস্বরূপস্য অগ্ন্যেচ যথোক্তস্য ক্রতুফলাস্বরূপতয়া সমসোপাসনং বিধাতবামিত্যারভাতে । পূর্বত্ব ক্রিয়াপদস্য বিধায়কস্যা-ক্রতত্বাৎ, ক্রিয়াপদাপেক্ষত্বাচ্চ প্রকরণস্য অগ্ন্যমর্থোহিবগম্যতে ।

এব হ বৈ অগ্ন্যমেধঃ ক্রতুঃ বেদ—যঃ কশিচৎ, এনমগ্নম্ অগ্নিক্রপমর্কং চ যথোক্তম্ এবং বক্ষ্যমাণেন সমাসেন প্রদর্শ্যমানেন বিশেষণেন বিশিষ্টং বেদ, স এষো-হশ্বমেধঃ বেদ, নাগঃ ; তস্মাদেবং বেদিতব্য ইত্যর্থঃ । কণম্ ? তত্র পশুবিষয়-মেব তাবদর্শনমাহ,—তত্র প্রজাপতিঃ “ভূয়সা যজ্ঞেন ভূয়ো যজের” ইতি কাময়িত্বা আত্মানমেব পশুং মেধাং কল্পয়িত্বা, তং পশুম্ অনবরুদ্ধৌব উৎসৃষ্টং পশুমব-রোধমকৃত্বৈব মুক্তপ্রগ্রহম্, অমগ্নত অচিস্তম্ । তং সংবৎসরস্য পূর্ণস্য পরন্তাৎ

ଉର୍ଜ୍ଜ୍ୱାନ୍ ଆତ୍ମନେ ଆତ୍ମାର୍ଥମ୍ ଆଳଭତ—ପ୍ରଜାପତିଦେବତାକତ୍ତ୍ୱେନ ଇତ୍ୟେତଦ୍, ଆଳଭତ ଆଳଭ୍ୟଂ କୃତବାନ୍, ପଶୁନ୍ ଅତ୍ଥାନ୍ ଗ୍ରାମ୍ୟାନାରଣ୍ୟାଂଽଚ ଦେବତାଭ୍ୟଃ ସ୍ୱର୍ଗାଦୈବତଂ ପ୍ରାତୋହଂ ପ୍ରତିଗମିତବାନ୍ । ସମ୍ପ୍ରାଟ୍ଟିଚ୍ଚେବଂ ପ୍ରଜାପତିରମଗ୍ରତ, ତନ୍ମାଦେବମ୍ ଅତ୍ରୋହପ୍ୟୁକ୍ତେନ ବିଧିନା ଆତ୍ମାନଂ ପଶୁମସ୍ତଂ ମେଧ୍ୟଂ କରନ୍ତିତ୍ୱା, ‘ସର୍ବଦେବତ୍ୟୋହଂ ପ୍ରୋକ୍ତ୍ୟାମାଣଃ; ଆଳଭ୍ୟ-ମାନସ୍ତହଂ ମଦେବତା ଏବ ସାମ୍; ଅଗ୍ର ଇତରେ ପଶବୋ ଗ୍ରାମ୍ୟାରଣ୍ୟା ସ୍ୱର୍ଗାଦୈବତମ୍ ଅଗ୍ରାଭ୍ୟୋ ଦେବତାଭ୍ୟ ଆଳଭାନ୍ତେ ମଦବୟଭୂତାଭ୍ୟ ଏବ ଇତି ବିଦ୍ଧାଂ । ଅତଏବେଦାନୀଂ ସର୍ବଦେବତ୍ୟଂ ପ୍ରୋକ୍ତିତଂ ପ୍ରାଜାପତ୍ୟାମାଳଭନ୍ତେ ଯାଜ୍ଞିକା ।

ଏବମେବ ହ ବା ଅସ୍ତ୍ରମେଧୋ ବ ଏଷ ତପତି, ସତ୍ତ୍ୱେବଂ ପଶୁସାଧନକଃ କ୍ରତୁଃ, ସ ଏଷ ସାକ୍ଷାଂ ଫଳଭୂତୋ ନିର୍ଦ୍ଦିଶ୍ୱତେ—‘ଏଷ ହ ବା ଅସ୍ତ୍ରମେଧଃ ।’ କୋହର୍ସୋ ? ସ ଏଷ ସବିତା ତପତି ଜଗଦବତାସୟତି ତେଜସା ; ତନ୍ମାତ୍ର କ୍ରତୁଫଳାଞ୍ଜନଃ ସଂବଂସରଃ କାଳବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଶରୀରମ୍, ତନ୍ନିର୍ବର୍ତ୍ତାତ୍ତ୍ୱାଂ ସଂବଂସରମ୍ । ତତ୍ତ୍ୱେବ କ୍ରତ୍ୱାଞ୍ଜନଃ ଅଗ୍ନିସାଧ୍ୟାତ୍ତ୍ୱାଂ ଚ ଫଳମ୍ କ୍ରତୁଫଳପେନ ଏବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଃ । ଅଗ୍ନଂ ପାପିବୋହସ୍ତିଃ ଅର୍କଃ ସାଧନଭୂତଃ ; ତନ୍ମା ଚାର୍କମ୍ କ୍ରତୋ ଚିତ୍ୟମ୍ ଇମେ ଲୋକାନ୍ନରୋହସି ଆତ୍ମାନଃ ଶରୀରାବୟବାଃ । ତଥାଚ ବାଧ୍ୟାତଂ—“ତନ୍ମା ପ୍ରାଚୀ ଦିକ୍” ଇତ୍ୟାଦିନା । ତୌ ଅଗ୍ନା-ଦିତ୍ୟାବେତୌ ସ୍ୱର୍ଗାବିଶେଷିତୌ ଅର୍କାସ୍ତ୍ରମେଧୌ କ୍ରତୁ-ଫଳେ । ଅର୍କୋ ସଃ ପାପିବୋହସ୍ତିଃ, ସ ସାକ୍ଷାଂ କ୍ରତୁରୂପଃ କ୍ରିୟାଞ୍ଜକଃ ; କ୍ରତୋରଗ୍ନିସାଧ୍ୟାତ୍ତ୍ୱାଂ ତଦ୍ଫଳପେନେବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଃ । କ୍ରତୁସାଧ୍ୟାତ୍ତ୍ୱାଂ ଫଳମ୍ କ୍ରତୁରୂପେନେବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଃ—‘ଆଦିତ୍ୟୋହସ୍ତ୍ରମେଧଃ’ ଇତି ।

ତୌ ସାଧ୍ୟ-ସାଧନୌ କ୍ରତୁ-ଫଳଭୂତାବଗ୍ୟାଦିତୌ—ସା ଓ, ପୁନଃଭୃୟଃ, ଏକେବ ଦେବତା ଭବତି । କା ସା ? ସ୍ୱତ୍ୱାରେବ ; ପୂର୍ବମପି ଏକେବାସୀଂ, କ୍ରିୟା-ସାଧନ-ଫଳ-ଭେଦାର ବିତକ୍ତା । ତଥାଚୋକ୍ତମ୍—“ସ ଦ୍ୱେଷାତ୍ମାନଂ ବ୍ୟାକୃକୃତ” ଇତି । ସା ପୁନରପି କ୍ରିୟାନିର୍ବୃତ୍ତାନ୍ତରକାଳମ୍ ଏକେବ ଦେବତା ଭବତି—ସ୍ୱତ୍ୱାରେବ ଫଳରୂପଃ । ସଃ ପୁନରେବମ୍ ଏନସ୍ତ୍ରମେଧଂ ସ୍ୱତ୍ୱାମେକାଂ ଦେବତାଂ ବେଦ—ଅହମେବ ସ୍ୱତ୍ୱାରଗ୍ନି ଅସ୍ତ୍ରମେଧ-ଏକା ଦେବତା ମହ୍ନପାସ୍ତ୍ରାଗ୍ନି-ସାଧନସାଧ୍ୟା—ଇତି ; ସୋହପଞ୍ଜୟତି, ପୁନଃ ସ୍ୱତ୍ୱାଂ ପୁନ-ର୍ହରଣମ୍, ନହଂ ସ୍ୱତ୍ୱା ପୁନର୍ହରଣାୟ ନ ଜାୟତ ଇତ୍ୟର୍ଥଃ । ଅପଞ୍ଜିତୋହସି ସ୍ୱତ୍ୱାରେନଂ ପୁନରାଗ୍ନୁୟଂ, ଇତ୍ୟାଶକ୍ତ୍ୟାହି—ନୈନଂ ସ୍ୱତ୍ୱାରାପ୍ନୋତି । କସ୍ମାଂ ? ସ୍ୱତ୍ୱାଂ ଅସୌସଂବିଦଃ ଆତ୍ମା ଭବତି । କିଞ୍ଚ, ସ୍ୱତ୍ୱାରେବ ଫଳରୂପଃ ସନ୍ ଏତାସାଂ ଦେବତାନାମେକୋ ଭବତି ; ତତ୍ତ୍ୱେତଦ୍ ଫଳମ୍ ॥ ୯ ॥ ୧ ॥

ଇତି ପ୍ରଥମାଧ୍ୟାୟସ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ-ବ୍ରାହ୍ମଣଭାଷ୍ୟମ୍ ॥ ୧ ॥ ୨ ॥

ଟିକା । ସମାପ୍ତଜ୍ଞାନାତ୍ୱାଦାନନ୍ତେ ସତ୍ୟାପି ନ ପୁନର୍ଭାବନ୍ ଶ୍ରବେଣୋ ଯୁକ୍ତଃ, ପରିତ୍ୟାଜ୍ଞପରିଗ୍ରହା-ସ୍ୟୋଗାଂ, ଇତି ଶବ୍ଦେ—ସ ତନ୍ନିଗ୍ନିତି । ଅଜ୍ଞାନବଶାଂ ପରିତ୍ୟାଜ୍ଞପରିଗ୍ରହୋହସି ସମ୍ଭବତୀତ୍ୟାହି—

উচ্যত ইতি । বীতদেহস্ত কামনা অযুক্তেতি শব্দে—কথমিতি । সামর্থ্যাতিশয়াৎ অশরীরস্তাপি
প্রজাপতেত্ত্বপপত্তিরিতি মথানো ক্রতে—মেধমিতি । কামনাফলনাহ—ইতি প্রবিবেশেতি ।
তথাপি কথং প্রকৃতনিরুক্তিসিদ্ধিরিত্যাশঙ্কাহ—যস্মাদিতি । যচ্ছকো যস্মাদিতি ব্যাখ্যাতঃ ।
দেহস্তাশঙ্কেহপি কথং প্রজাপতেত্ত্বপাহু, ইত্যশঙ্কা তত্ত্বাদাস্মাদিত্যাহ—তত ইতি । অথস্ত
প্রজাপতিত্বেন স্তত্বাহং তত্ত্বাপাস্ত্বং ফলতীতি ভাবঃ । তথাপি কথমেধমেনামনির্বচনমিত্যা-
শঙ্কাহ—যস্মাচ্ছেতি । ক্রতোস্তদাস্মকস্ত প্রজাপতেরিতি যাবৎ । দেহো হি প্রাণবিরোগাদময়ং,
পুনস্তৎপ্রবেশাচ্চ মেধার্হোহভূৎ, অতঃ সোঃস্বমেধঃ, তত্ত্বাদাস্মাৎ প্রজাপতিরপি তথেষ্টার্থঃ । নমু
প্রজাপতিত্বেনাস্বমেধস্ত স্ত্বিত্বনোপযোগিনী, অগ্নেৰুপাস্ত্বত্বেন প্রস্তুতত্বাৎ ক্রতুপাসনাভাবাৎ; অত
আহ—ক্রিয়েতি ।

নমু ক্রয়স্তু অথস্ত অস্বমেধক্রত্বাঙ্গনশ্চ অগ্নেৰুত্তরীতা স্তত্বাহং তদুপাস্ত্বশ্চ প্রাগেবোক্তত্বা-
দেষ্ট বা 'অস্বমেধম্' ইত্যাদিবাচ্যং নোপযজ্যতে, তত্রাহ—ক্রতুনিবন্ধকশ্চেতি । উক্তং চ
চিত্তান্ত্রাগ্নেস্তস্ত প্রাচী দিগিত্যাদিনা, প্রজাপতিত্বমিতি শেষঃ । অথোপাসনমগ্ন্যুপাসনং চৈকমে-
বেতি বক্তৃমুক্তরং বাক্যমিত্যাহ—তশ্চৈবেতি । য এবমেতৎ 'অদিত্যেতদ্বিতিত্বং বেদেত্যাদৌ
প্রাগেব বিহিতমুপাসনং, কিং পুনরারম্ভেণেত্যাশঙ্কাহ—পূৰ্ণত্বেনিতি । যদপি বিধিরদিতিত্বং
বেদেতি শ্রুতং, তথাপি সন্তোপাস্তিবিধির্ন প্রধানবিধিঃ; অত্র তু প্রধানবিধিরুপাস্তিপ্রকরণত্বাদ
পেক্ষাতে; অতোহস্বমেধং বেদেতি প্রধানবিধিরিতি ভাবঃ । তাৎপর্যমুক্তা বাক্যমাদায়
অক্ষরাপি বাকরোতি—এষ ইতি । যথোক্তমিত্যন্তরত্র প্রজাপতিত্বমুক্কৃত্যে । তমনবক্ৰম্যেত্যাদি
প্রদর্শ্যমানবিবেচনম্ । বিধিরত্র স্পষ্টো ন ভবতীত্যশঙ্কাহ—তস্মাদিতি । অস্বমেধো বিশেষত্বত্বেন
সংঘাতে ।

এবং-শকাৎ প্রসিদ্ধার্থঃ ভাতি, কুতো বিধিরিত্যাহ—কথমিতি । “এষ হ বা অস্বমেধং বেদ”
ইত্যাদৌ বিবক্ষিতস্ত বিধেৰ্ভূমিকায়ং করোতি—তত্রৈত্যাদিনা । উপাস্তিবিধিপ্রস্তাবঃ সপ্তমার্থঃ ।
কথং নু পশ্তবিষয়ঃ দর্শনঃ, তদর্শয়তি—তত্রৈতি । এবমনস্তরবাক্যে প্রবৃত্তে সতীতি যাবৎ ।
অথ বিবক্ষিতবিধিমভিধাতি—যস্মাচ্ছেতি । প্রজাপতিরিখং ফলাবস্থায়াম্ অমস্ততেত্যত্র কিং
প্রশ্নম্? ইত্যশঙ্কা সম্প্রতি তৎকার্যভূতাহ প্রজাহু তথাবিধিচেষ্টাদৃষ্টিরিত্যাহ—অত এবেতি ।
প্রোক্ষিতং মন্ত্রসংস্কৃতং পশ্তমিতি যাবৎ ।

ফলাবস্থ-প্রজাপতিবদিতি এবং-শকার্থঃ । উপাসনবিধিরুক্তং, সম্প্রতি প্রতীকমাদায় তাৎ-
পর্যমাহ—এষ ইতি । দ্বিবিধো হি ক্রতুঃ—কল্পিতপশুহতুকে বাহ্যতক্ষেতুকশ্চ; স চ
দ্বিপ্রকারোহপি ফলরূপেণ স্থিতঃ সবিষ্টেব, ইত্যুপাস্তিফলং বক্তৃমন্তত্বাকমিতার্থঃ । বিশেষোক্তিং
বিনা নাস্তি বুভূৎসোপশাস্তিরিত্যাহ—কোহসাবিতি । ক্রতুফলাস্বকঃ সবিতা মণ্ডলং দেবতা বা
ইতি সন্মোহে দ্বিতীয়ঃ গৃহীত্বা তস্তেত্যাদি ব্যাচষ্টে—তস্তান্তেতি । আদিত্যোদয়াহুদয়াভ্যাম্
অহোরাত্রাহারাং সংবৎসরব্যবস্থানুগং, তন্নির্দ্দাতুস্তস্ত যুক্তং তত্ত্বাদাস্মাদিত্যর্থঃ । ক্রতোরাদিত্য-
হমুক্তা তদন্ত্রাগ্নেস্তত্বজ্ঞম্ অয়মগ্নিরক্ ইতি বাক্যম্, তস্তার্থমাহ—তশ্চৈবেতি । নমু
পূৰ্ব্বোক্তত্বায়েদাদিত্যং কুতো নিরম্যতে? অস্ত্যক্তিত্যোহগ্নিঃ অস্ত্যক্তাগ্নিরাদিত্যঃ কিং ন
স্তাৎ? ইত্যশঙ্কাহ—তস্ত চেতি । তথাপি কথং তশ্চৈবাদিত্যং, তত্রাহ—তথা চেতি ।

তস্ত প্রাচীত্যাদিনা লোকাস্বকং চিত্যায়ৈকজং, তদিহাপুচ্যতে, তন্মাং তশ্চৈবাত্মাদিত্যম্
ইষ্টমিত্যর্থঃ । অগ্নাদিত্যভেদস্ত লোকবেদসিদ্ধ্যাং ন তয়োরেকেন কৃতুনা তাদাত্ম্যমিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—তাবিতি । যথাবিশেষিতত্বমাদিত্যরূপত্বম্ । কৃতস্তস্ত চার্কস্ত কৃতুরূপত্বং, সাধনত্বেন
ভেদাদিত্যাশঙ্ক্য উপচারাদিত্যাহ—ক্রিয়াস্বক ইতি । তথাপি কথমাদিত্যস্ত কৃতুতাদাত্ম্যোক্তি-
রিত্যাশঙ্ক্যাহ—কৃতুসাধ্যবাদিতি ।

নষাদিত্যস্ত কৃতুফলত্বেন কৃতুত্ব তন্ধেতোরগ্নেতাদাত্ম্যযোগাৎ অযুক্তমগ্নেদিত্যত্বম্, ইত্যা-
শঙ্ক্যাহ—তাবিতি । কৃতুফলত্বাৎ তদাত্ম্য সবিভা, তন্ধেতুশ্চিত্যোহগ্নিঃ, তৌ উক্তবিভাগাদ-
ব্যুৎপাদিতোপাসনাদিবাপারৌ সন্তৌ একৈব প্রাণাণ্য দেবতেতি তয়োঁরৈক্যোক্তিরিত্যর্থঃ ।
“একৈবেতুক্তে প্রকৃতয়োঁরগ্নাদিত্যয়োঃ অন্ততরপরিশেষঃ শব্দতে—কা সেতি । কথং যয়োঁর-
কত্বম্ ? একত্ব বা কথং দ্বিত্বম্ ? তত্রাহ—পূর্বমপীতি । উক্তেত্বার্থে বাক্যোপক্রমমুকূলয়তি—
তথা চেতি । পুনরিত্যদেৱত্বং নিগময়তি—না পুনরিতি । নহু ফলকণনর্থমুপক্রম্য প্রাণাস্ত্যনা
অগ্নাদিত্যয়োঁরেকত্বং বদত । প্রকৃত্যঃ বিশ্বতমিতি, নেতাহ—যঃ পুনরিতি । একত্ব-
মভিন্নত্বম্ ॥ ২ ॥ ৭ ॥

উক্তি প্রথমায়ান্তঃ দ্বিতীয়ঃ ব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ : প্রজাপতি সেই শরীরেই নিবিষ্টচিত্ত হইয়া কি
করিয়াছিলেন, তাহা বলা হইতেছে—তিনি কামনা করিয়াছিলেন । কি
প্রকার ? না, আমার এই শরীরটি মেধা—মেধার যোগ্য, অর্থাৎ যজ্ঞোপযোগী
হউক ; অপিচ, আমি এই শরীর দ্বারা আত্মবী আত্মবান্ অর্থাৎ সশরীর
হইব ; এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন । যেহেতু
তাঁহার বিরোধে যশোবীৰ্য্যবিহীন হইয়া সেই শরীরটি ক্ষীণ হইয়াছিল
(“অশ্বং-পুতিভাবাপন্নমত হইয়াছিল), সেই হেতু ঐ শরীর ‘অশ্ব’ (অশ্ব
নামে অভিহিত) হইল ; সেই কারণে স্বয়ং প্রজাপতিও অশ্ব-নামে অভিহিত
হইলেন ; ইহা দ্বারা অশ্বেরও প্রশংসা করা হইল । পুনশ্চ প্রশংসার কথা এই যে,
যেহেতু যশোবীৰ্য্যের অভাবে যে শরীর অমেধ্য না অপবিত্র ছিল, সেই শরীরই
আবার প্রজাপতির প্রবেশের ফলে মেধ্য (পবিত্র) হইল, সেই হেতুই অশ্বমেধের
অর্থাৎ অশ্বমেধনামক যজ্ঞের অশ্বমেধত্ব—অশ্বমেধ-সংজ্ঞা লাভ হইয়াছে ।
ক্রিয়া, ক্রিয়াসাধন ও ফল, সমস্তই কৃতুর স্বরূপ ; সেই কৃতু আবার
প্রজাপতিস্বরূপ, এই বলিয়া যজ্ঞের প্রশংসা করা হইতেছে ।

“উবা বা অশ্বস্ত মেধাস্ত” এই স্থলে যজ্ঞনিকাহক অশ্বকে প্রজাপতিরূপ
বলা হইয়াছে । সেই মেধ্য অশ্ব এবং প্রজাপতিস্বরূপ যথোক্ত অগ্নিতে যজ্ঞ-ফল-
রূপে উপাসনা-বিধানের নিমিত্ত এই প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে । কেন না,

অতীত ক্রতিতে উপাসনা-বিধায়ক কোন ক্রিয়ার উল্লেখ নাই, অথচ এই প্রকরণটা ক্রিয়াপদ-সাপেক্ষ ; কাজেই এখানে ঐরূপই বাক্য-তাৎপর্য গ্রহণ করা হইতেছে ।

তিনিই যথার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞ জানেন, যিনি যথোক্তপ্রকারে এই তত্ত্ব অবগত আছেন । একবার অর্থ এই যে, যে কোন লোক এই অশ্বমেধকে এবং অগ্নিক্রপী অর্ককে এইপ্রকারে অর্থাৎ পরে সংক্ষিপ্তরূপে যে সকল বিশেষণ প্রদর্শন করা হইবে, সেই সকল বিশেষণ-বিশিষ্টরূপে অবগত হন, সেই বিদ্বান্ পুরুষই প্রকৃতপক্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞের রহস্ত জানেন, অপরে জানে না ; অতএব যথোক্তপ্রকারে অশ্বমেধরহস্ত জানা আবশ্যক । কি প্রকারে জানিতে হইবে ? এই আকাজক্ষার প্রথমতঃ অশ্ববিষয়ক উপাসনাই বলিতেছেন,— প্রজাপতি প্রথমতঃ ‘আমি প্রভূত পরিমাণে যজ্ঞ করিব’ এইরূপ কামনা করিয়া, আপনাকেই যজ্ঞীয় পবিত্র পশুরূপে কল্পনা করিয়া, সেই পশুকে অবরুদ্ধ না করিয়াই—উৎসর্গীকৃত সেই পশুকে না বাধিয়াই ; অর্থাৎ প্রগ্রহণ্ত (লাগামবহিত) রাখিয়াই চিন্তা করিয়াছিলেন । সম্পূর্ণ এক বৎসরের পর সেই পশুকে আপনার উদ্দেশে, অর্থাৎ প্রজাপতি-দৈবতক-রূপে আলম্বন (বধ) করিয়াছিলেন । গ্রামা ও অরণ্যজাত অগ্নাত পশুকে নির্দিষ্ট দেবতাগণের উদ্দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন । যেহেতু স্বয়ং প্রজাপতি ঐরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, সেই হেতুই অজ্ঞ লোকও এইপ্রকার যথোক্ত প্রণালীতে আপনাকে মেধ্য অশ্ব-পশুরূপে কল্পনা করিয়া, আমি প্রোক্ক্যমাণ (সংস্কারসম্পন্ন) সর্বাদৈবতক ; আমি আমাকে আলম্বন করিলে আত্ম-দৈবতকই হইব, এবং গ্রামা ও অরণ্য অপরাপর পশুগণকে আমারই অবয়ব-স্বরূপ অগ্নাত নির্দিষ্ট দেবতার উদ্দেশে আলম্বন করিব’ এইরূপ চিন্তা করিবে । এইজন্তই যাজ্ঞিকগণ এখনও প্রোক্কিত (উৎসর্গীকৃত) পশুকে প্রজাপতির উদ্দেশে আলম্বন করিয়া থাকেন ।

এই যিনি তাপ দিতেছেন, ইনিই সেই অশ্বমেধ ; অশ্ব পশু দ্বারা যে যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হয়, “এব হ বা অশ্বমেধঃ” কথায় সেই যজ্ঞই সাক্ষাৎ ফলস্বরূপে নির্দিষ্ট হইতেছে । ইনি কে ? না, এই যে সূর্য্যদেব স্বীয় তেজঃপ্রভাবে জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছেন । সংবৎসরাত্মক কালই যজ্ঞফলরূপী সেই সূর্য্যের আত্মা—শরীর ; কেন না, সূর্য্য দ্বারাই সংবৎসর সম্পাদিত হইয়া থাকে । এই পৃথিবীগত সেই যজ্ঞসাধন অগ্নিই অর্ক অর্থাৎ অর্করূপে উপাস্য, আর স্বর্গাদি লোকত্রয়ই যজ্ঞে আহরণীয় সেই অর্কনামক অগ্নির আত্মা—শরীরাবয়ব, ‘পূর্ব্বদিক্

তাহার শিরঃ' ইত্যাদি বাক্যেও একথাই বর্ণিত হইয়াছে । সেই অগ্নি ও আদিত্য, এই উভয়ই পূর্বোক্ত বিশেষণে বিশেষিত যজ্ঞ ও তৎফলস্বরূপ অর্ক ও অশ্বমেধ । অর্কনামক যে পার্থিব অগ্নি, তাহাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্রিয়াস্বক যজ্ঞস্বরূপ । যজ্ঞ সাধারণতঃ অগ্নিসাধ্য, এই কারণে এখানে যজ্ঞরূপেই তাহার নির্দেশ করা হইয়াছে ; এবং ফলও যজ্ঞসাধ্য ; এই কারণে যজ্ঞফল আদিত্যকেও এখানে অশ্বমেধরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে (১) ।

সাধ্য ও সাধন স্বরূপ এবং ক্রিয়া ও তৎফলাস্বক সেই অগ্নি ও আদিত্য, উভয়ে আবার একই দেবতা । সেই দেবতাটি কে ? মৃত্যুই সেই দেবতা । পূর্বেও ইহারা একই ছিলেন, কেবল ক্রিয়া, ক্রিয়াসাধন ও তাহার ফলভেদ সম্পাদনের নিমিত্ত বিভক্ত বা পৃথক্ হইয়াছেন মাত্র ; 'তিনি আপনাকে তিন প্রকারে বিভক্ত করিলেন' এই শ্রুতিও ঠিক এইরূপই বলিয়াছেন । তিনি ক্রিয়া সম্পাদনের পর পুনরপি সেই একই দেবতা হন—ক্রিয়াফলাস্বক মৃত্যুই (প্রজাপতিস্বরূপই) হন । যোবাক্তি এই অশ্বমেধকে মৃত্যুরূপী একই দেবতা বলিয়া জানেন—আমিই মদাস্বক অশ্ব ও অগ্নিরূপ সাধন এবং সাধ্য ও অশ্বমেধস্বরূপ এক দেবতা, এইরূপ অবগত হন ; তিনি পুনর্মৃত্যু অর্থাৎ পুনর্কার মরণকে জয় করেন । অভিপ্রায় এই যে, তিনি একবার মৃত্যুর পর আর মৃত্যুভোগের জন্ম জন্ম পরিগ্রহ করেন না । মৃত্যু একবার বিজিত হইলেও পুনর্কার তাহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন যে, মৃত্যু ইহাকে আর অধিকার করিতে পারে না । কারণ ? মৃত্যুই এবং বিধ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের আত্মস্বরূপ হইয়া থাকে ; [সুতরাং তাহার আর মৃত্যু সম্ভাবনা থাকে না] । অপিচ, মৃত্যুই যজ্ঞফলস্বরূপে উক্ত দেবতাগণের মধ্যে অগ্রতম দেবতা হইয়া থাকেন । ইহাটী অশ্বমেধযজ্ঞ-বিজ্ঞাসম্পন্ন পুরুষের প্রাপ্তব্য ফল ॥ ১ ॥ ৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ১ ॥ ২ ॥

(১) তাৎপর্য—অগ্নি দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদিত হয়, এইজন্ত অগ্নিকে 'অশ্বমেধ' বলা হইয়াছে, আর আদিত্যই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল, অর্থাৎ পূর্বকল্পে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া বর্তমানকল্পে আদিত্যপদ লাভ করিয়াছে ; এই কারণে অশ্বমেধের ফলস্বরূপ আদিত্যকেও এখানে 'অশ্বমেধ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে । প্রথমস্থলে ক্রিয়াসাধনে ক্রিয়াপদের আরোপ, আর দ্বিতীয়স্থলে ক্রিয়াফলে ক্রিয়ার আরোপ করা হইয়াছে, এবং পরিশেষে তদুভয়কেই আবার প্রাপ্তরূপে এক অস্তিত্ব দেবতারূপে নির্দেশ করা হইয়াছে ।

তৃতীয়ঃ ব্রাহ্মণম্ ।

[উল্লীখ-ব্রাহ্মণম্ ।]

আভাষ-ভাষ্যম্ :—“দ্বয়া ই” ইত্যাদ্যন্ত কঃ সম্বন্ধঃ ? কৰ্ম্মণাং জ্ঞান-সহিতানাং পরা গতিরুক্তা মৃদ্বাশ্চভাবঃ—অথমেধ-পত্ন্যুক্তা । অথেনানীং . মৃদ্বাশ্চভাব-সাধনভূতয়োঃ কৰ্ম্ম-জ্ঞানয়োৰ্যত উদ্ভবঃ, তৎপ্রকাশনার্থমুদলীখ-ব্রাহ্মণমারভাতে ।

নমু মৃদ্বাশ্চভাবঃ পূৰ্ব্বত্র জ্ঞান-কৰ্ম্মণোঃ ফলমুক্তম্ । উদলীখজ্ঞান-কৰ্ম্মণোস্ত মৃদ্বাশ্চভাবাতিক্রমণঃ ফলং বক্ষ্যতি । অতো ভিন্নবিষয়ত্বাং ফলশ্চ ন পূৰ্ব্বকৰ্ম্ম-জ্ঞানোদ্ভব-প্রকাশনার্থম্, ইতি চেৎ ; নারং দোষঃ ; অগ্নাদিত্যাশ্চভাবত্বাদুদলীখ-ফলশ্চ পূৰ্ব্বত্রাপ্যোতদেব ফলমুক্তম্—“এতাসাং দেবতানামেকো ভবতি” ইতি । নমু ‘মৃত্যুমতিক্রান্তঃ’ ইত্যাদি বিরুদ্ধম্ ; ন ; স্বাভাবিক-পাপ্যাসঙ্গবিষয়ত্বাদতি-ক্রমণশ্চ ।

কোহসৌ স্বাভাবিকঃ পাপ্যাসঙ্গো মৃত্যুঃ ? কুতো বা তস্তোদ্ভবঃ ? কেন বা তস্তাতিক্রমণম্, কথং বা ?—ইত্যেতস্ত্যর্থশ্চ প্রকাশনার্থ আখ্যায়িকা-রভাতে । কথম্ ?—

টীকা । ব্রাহ্মণান্তরমবতাব্য তস্য পূৰ্বেণ সম্বন্ধাপ্রতীতেন নোঃস্তুতাক্ষিপতি—দ্বয়া তেতাদ্যন্তেতি । বিবক্ষিতং সম্বন্ধং বক্তুং বৃত্ত কৰ্ত্তব্যমিতি—কল্পণমিতি । “না কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ” ইতি শ্রুতেরুক্তা পরা গতিৰ্মুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—মৃদ্বাশ্চভাব ইতি । অথমেধোপাসনশ্চ সাধমেধশ্চ কেবলশ্চ বা ফলমুক্তং, নোপাস্তান্তরাণাং কৰ্ম্মান্তরাণাং চ, ইত্যশঙ্ক্য অথমেধফলোক্তো-পাস্তান্তরাণাং কেবলানাং সমুচ্চিতানাং চ ফলমুপলক্ষিতমিত্যাহ—অথমেধেতি । বৃত্তমন্তোত্তর-ব্রাহ্মণশ্চ তাৎপর্যমাহ—অপেতি । জ্ঞানযুক্তানাং কৰ্ম্মণাং সংসারফলপ্রদর্শনানন্তরমিতি যাবৎ । জ্ঞানকৰ্ম্মণোরুদ্ভাবকশ্চ প্রাণশ্চ স্বরূপং নিরূপয়িতুং ব্রাহ্মণমিত্যুখ্যোপোখ্যাপকত্বং সম্বন্ধমুক্তমাক্ষি-পতি—নম্বিতি । মৃত্যুমতিক্রান্তো দীপাত ইতি মৃত্যোরতিক্রমশ্চ বক্ষ্যমাণজ্ঞানকৰ্ম্মফলত্বাৎ পূৰ্ব্বত্র চ তত্ত্বাবশ্চ তৎফলস্তোক্তত্বাৎ উভয়স্তাপি ফলশ্চ ভেদাৎ পূৰ্ব্বোত্তরয়োজ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ বিষয়-শক্ষিতোদ্যেগ্ভেদাৎ ন পূৰ্ব্বোক্তয়োস্তয়োঃ উদ্ভবকারণ-প্রকাশনার্থং ব্রাহ্মণমিত্যর্থঃ । পূৰ্ব্বোত্তর-জ্ঞানকৰ্ম্মফলভেদাভাবাৎ একবিষয়ত্বাৎ তদুদ্ভাবকপ্রকাশনার্থং ব্রাহ্মণং যুক্তমিতি পরিহরতি—নার্যমিতি । বাক্যশেষবিরোধঃ শঙ্কিত্বা দুষ্যতি—নম্বিত্যাদিনা । স্বাভাবিকঃ শাস্ত্রানাথেনো যোহয়ং পাপ্মা বিষয়াসঙ্গরূপঃ, স মৃত্যুঃ, তস্তাতিক্রমণং বাক্যশেষে কথ্যতে, ন হি হিরণ্যগৰ্ভাণ্য-মৃত্যোঃ, অতঃ পূৰ্ব্বোক্তজ্ঞানকৰ্ম্মণাং তুল্যবিষয়ত্বমেব উত্তরজ্ঞানকৰ্ম্মণোরিত্যর্থঃ ।

জ্ঞানকৰ্ম্মণোরুদ্ভাবকত্বং বক্তুং ব্রাহ্মণমারভাতাম্, আখ্যায়িকা তু কিমর্থী, ইত্যশঙ্ক্য তস্তান্তাৎ

পৰ্য্যমাহ—কোহসাবিত্তি । কথং যথোক্তো ব্রাহ্মণাধ্যায়িকরোরর্থঃ শক্যো জ্ঞাতুমিত্যাকাঙ্ক্ষাঃ
নিক্খিপ্যাক্ষরাণি ব্যাকরোতি—কথমিত্যাদিনা ।

আভাষ-ভাষ্যানুবাদ :—বক্ষ্যমাণ “ব্রহ্ম হ” ইত্যাদি শ্রুতির সহিত
পূর্বোক্ত শ্রুতির সম্বন্ধ কি ?—অর্থাৎ কোন্ প্রসঙ্গে “ব্রহ্ম হ” ইত্যাদি বাক্যের
আরম্ভ হইল, [তাহা কথিত হইতেছে—] (২) । অশ্বমেধের ফল-কথনের দ্বারা
জ্ঞানসহ অন্তর্ভুক্ত কর্মের চরম ফল যে, মৃত্যু-রূপতা প্রাপ্তি, তাহা কথিত
হইয়াছে । অতঃপর এখন যাহা হইতে মৃত্যুরূপতা-প্রাপ্তির সাধনভূত কর্ম ও
জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবার জন্ত এই “উল্লীখ
ব্রাহ্মণ” (‘ব্রহ্ম হ’ ইত্যাদি প্রকরণ) আরম্ভ হইতেছে—

ভাল, ইতঃপূর্বে জ্ঞান ও কর্মের ফল বলা হইয়াছে—মৃত্যুরূপতা-প্রাপ্তি,
আর উল্লীখ-প্রকরণে জ্ঞান ও কর্মের ফল বলা হইবে—মৃত্যুভাব অতিক্রম
করা ; অতএব বিভিন্নপ্রকার ফলের উল্লেখ থাকায় পূর্বপ্রকরণীয় জ্ঞান-
কর্মের ফল প্রকাশনার্থ এই প্রকরণের আরম্ভ কি করিয়া হইতে পারে ?
[তত্বতরে বলা যাইতেছে যে,] না—ইহা দোষাবহ নহে ; কেন না,
উল্লীখের যাহা ফল—অগ্নি ও আদিত্যরূপতা লাভ, পূর্বেও “এতাসাং
দেবতানাম্ একো ভবতি” (এই সমস্ত দেবতার মধ্যে এক জন হয়)
—এই বাক্যে সেই ফলই উক্ত হইয়াছে ; [সুতরাং উভয় প্রকরণে ফলভেদ
ঘটিতেছে না] । ভাল, উল্লীখপ্রকরণের ‘মৃত্যু অতিক্রম করা’ ফলোন্মেষ ত
বিরুদ্ধই থাকিতেছে ? না, তাহাও নহে ; কারণ, এই ‘মৃত্যু অতিক্রম’ অর্থ—
স্বভাবসিদ্ধ পাপাসক্তিনিবৃত্তি মাত্র, (কিন্তু যথার্থই মৃত্যুর অতিক্রম নহে) ।

এই স্বাভাবিক পাপাসক্তিরূপ মৃত্যুটা কি ? কোথা হইতেই বা তাহার
উদ্ভব হয় ? এবং কি উপায়ে ও কি প্রকারেই বা তাহার অতিক্রম (নিবৃত্তি)
করা হইতে পারে ? কেনই বা এই সমস্ত বিষয় প্রকাশনার্থ আধ্যাত্মিক আরম্ভ
হইতেছে ? এবং [সেই আধ্যাত্মিকটি] কি প্রকার ? [তাহা বলা হইতেছে—

(২) তাৎপৰ্য্য—শাস্ত্রের উপদেশ এই যে, “নাসঙ্গতং বাক্যং শ্রয়শ্চীত,” অর্থাৎ অসঙ্গত
বা সম্বন্ধহীন বাক্য গ্রহণ করিবে না ; কাজেই এক প্রকরণের পর অন্ত প্রকরণ আরম্ভ
করিতে হইলেই পূর্বপ্রকরণের সঙ্গে পরবর্তী প্রকরণের সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা নির্দেশ করিতে
হয় । তাই ভাস্কর্য্যকার এখানে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের সহিত তৃতীয় ব্রাহ্মণের একটা সম্বন্ধ বা
উপযোগিতা প্রদর্শন করিতেছেন । নচেৎ সম্বন্ধশূন্য বাক্য পণ্ডিতগণের নিকট বাতুলোক্তির
স্তর উপেক্ষীয় হইতে পারে ।

দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাস্থরাশ্চ, ততঃ কানীয়সা এব দেবা জ্যায়না অস্থরাঃ, ত এষু লোকেষু স্পর্দ্ধন্ত, তে হ দেবা উচু-
হঁস্তাস্থরান্ যজ্ঞ উদগীথেনাত্যয়ামেতি ১০

সরলার্থঃ—প্রাজাপত্যাঃ (পূর্বোক্তা প্রাজাপতেঃ অপত্যানি) হ (প্রসিদ্ধৌ) দ্বয়াঃ (দ্বিপ্রকারাঃ)—দেবাঃ চ অস্থরাঃ চ । [অত্র দেবাস্থর-
শব্দভাঃ প্রাজাপতেঃ বাক্ প্রভৃতয়ঃ প্রাণা উচ্যন্তে] । ততঃ (তয়োর্মধ্যে)
কানীয়সাঃ (কনীরাস্ এব কানীয়সাঃ কনিষ্ঠা ইত্যর্থঃ) এব দেবাঃ (ছোতমানাঃ
সাম্বিকবৃন্তয়ঃ), জ্যায়সাঃ (জায়াস্ এব জ্যায়সাঃ জ্যেষ্ঠা মহত্তরা ইত্যর্থঃ) চ
অস্থরাঃ (অস্থু প্রাণেষু রমমাণাঃ রাজসবৃন্তয় এব) [বভূবুঃ] । তে (দেবাঃ
অস্থরাশ্চ) এষু লোকেষু (ভোগাবিসয়েষু, তন্নিমিত্তমিত্যর্থঃ) স্পর্দ্ধন্ত (স্পর্দ্ধাং—
জিগীবাং কৃতবন্তঃ) । তে দেবাঃ হ (ঐতিহ্যে) উচুঃ (উক্তবন্তঃ)—হস্ত (হর্বে)
যজ্ঞে (জ্যোতিষ্টোমাণ্যে) উদগীথেন (উদগীথকর্মণা) অস্থরান্ অত্যয়ামঃ (অতি-
ক্রমামঃ, তান্ অভিব্রুয় স্বং দেবভাবং লভেমহি) ইতি ॥ ১০ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ :—প্রজাপতির সন্তান দুই-শ্রেণীতে বিভক্ত—(১)
দেবতা ও (২) অস্থর । তন্মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানগণ হইল দেবতা, আর
জ্যেষ্ঠ সন্তানগণ হইল অস্থর । তাঁহারা এই ভোগরাজ্যে পরস্পর স্পর্দ্ধা
করিতে লাগিলেন । [তখন] সেই দেবতাগণ পরস্পরকে বলিলেন,—ভাল,
আমরা জ্যোতিষ্টোমনামক যজ্ঞে উদগীথানুষ্ঠান দ্বারা অস্থরগণকে
পরাজিত করিব, অর্থাৎ তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া নিজেদের স্বাভাবিক
দেবভাব লাভ করিব ॥ ১০ ॥ ১ ॥

শাক্তরভাস্যম্ :—দ্বয়া দ্বিপ্রকারাঃ । ‘হ’ ইতি পূর্ববৃত্তাবস্থাতকো
নিপাতঃ ; বর্তমানপ্রজাপতেঃ পূর্বজন্মনি যদ বৃদ্ধম, তদেব ছোতয়তি
হ-শব্দেন । প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতেঃ বৃন্তজন্মাবস্থায় অপত্যানি—প্রাজাপত্যাঃ ।
কে তে ? দেবাশ্চাস্থরাশ্চ,—তইশ্বে প্রজাপতেঃ প্রাণা বাগাদয়ঃ । কথং পুনস্তেবাং
দেবাস্থরত্বম্ ? উচ্যতে—শাস্ত্রজনিতজ্ঞান-কর্মভাবিতা ছোতনাদ্ দেবা ভবন্তি ;
ত এব স্বাভাবিক-প্রত্যক্ষানুমানজনিত-দৃষ্টপ্রয়োজন-কর্মজ্ঞানভাবিতা অস্থরাঃ,
স্বেষেব অস্থু রমমাণাঃ ; স্থরেভ্যো বা দেবেভ্যোহগ্রত্বাং । যস্মাচ্চ দৃষ্টপ্রয়োজন-
জ্ঞান-কর্মভাবিতা অস্থরাঃ, ততস্তস্মাৎ কানীয়সাঃ, কনীরাস্ এব কানীয়সাঃ

স্বার্থেহি বুদ্ধিঃ ; কনীর্যাসৌহরা এব দেবাঃ ; জ্যায়সা অমুরা জ্যায়াসৌহ-
মুরাঃ ; স্বাভাবিকী হি কৰ্ম-জ্ঞান-প্রবৃত্তির্মহত্তরা প্রাণানাং শাস্ত্রজনিতায়াঃ
কৰ্ম-জ্ঞানপ্রবৃত্তেঃ, দৃষ্টপ্রয়োজনত্বাৎ ; অতএব কনীর্যত্বং দেবানাম্, শাস্ত্রজনিত-
প্রবৃত্তেরন্নত্বাৎ ; অত্যন্তবহুসাধা হি সা । ১ ।

তে দেবাশ্চামুরাশ্চ প্রজাপতিশরীরস্থাঃ এষু লোকেষু নিমিত্তভূতেষু
স্বাভাবিকৈতর-কৰ্মজ্ঞানসাধোষু অস্পষ্টস্ত স্পষ্টাং কৃতবন্তঃ । দেবানাঞ্চামুরা-
ণাঞ্চ বৃত্ত্যুদ্ভবাভিবৌ স্পষ্টা ; কদাচিচ্ছাস্ত্রজনিত-কৰ্মজ্ঞানভাবনারূপা বৃত্তিঃ
প্রাণানামুদ্ভবতি, বদা চোদ্ভবতি, তদা দৃষ্টপ্রয়োজনা প্রত্যক্ষানুমানজনিত-
কৰ্মজ্ঞানভাবনারূপা তেবামেব প্রাণানাং বৃত্তিরাস্বৰ্গ্যভিভূয়তে ; স দেবানাং
জয়ঃ, অমুরাণাং পরাজয়ঃ । কদাচিৎ তদ্বিপর্যয়েণ দেবানাং বৃত্তিরভিভূয়তে,
আস্বৰ্গ্য উদ্ভবঃ ; সৌহমুরাণাং জয়ঃ, দেবানাং পরাজয়ঃ । এবং দেবানাং জয়ে
ধৰ্মভূয়ত্বাহংকৰ্ণ আ প্রজাপতিত্বপ্রাপ্তেঃ । অমুরজয়েধৰ্মভূয়ত্বাদপকৰ্ণ আ স্থাবরদ-
প্রাপ্তেঃ । উভয়সামো মনুষ্যত্বপ্রাপ্তিঃ । ২ ।

তে এবং কনীর্যত্বাভিভূয়মানা অমুরৈর্দেবা বাহল্যাদমুরাণাং কিং কৃতবন্তঃ ?
ইতি উচ্যতে—তে দেবা অমুরৈরভিভূয়মানা হ কিং উচুকৃতবন্তঃ : কথম্ ? হন্ত
ইদানীমগ্নিন্ যজ্ঞে জ্যোতিষ্ঠোমে উদগীথেন উদগীথকৰ্মপদার্থকৰ্মরূপাশ্রয়ণেন
অভ্যায়াম অতিগচ্ছামঃ ; অমুরানভিভূয় স্বঃ দেবভাবঃ শাস্ত্রপ্রকাশিতঃ প্রতিপত্তা-
মহে—ইতাক্রবন্তোহন্তোহম্ । উদগীথকৰ্ম-পদার্থকৰ্মরূপাশ্রয়ণঞ্চ জ্ঞান-কৰ্মভ্যাম্ ;
কৰ্ম বক্ষ্যমাণঃ মনুষ্যজপলক্ষণম্—নিধিংশুমানঃ “তদেতানি জপেৎ” ইতি । জ্ঞানম্
ইদমেব নিরূপ্যমাণম্ । ৩ ।

নমু ইদমভ্যারোহ-জপবিধিশেষঃ অর্থবাদঃ ? ন জ্ঞাননিরূপণপরম্ ? ন ;
“য এবং বেদ” ইতি বচনাৎ । উদগীথপ্রস্তাবে পুরাকল্পশ্রবণাচ্চুদগীথবিধিপরিমিতি
চেৎ ; ন, অপ্রকরণাৎ ; উদগীথস্ত চাত্তত্র বিহিতত্বাৎ ; বিত্তাপ্রকরণত্বাচ্ছাস্ত্র ;
অভ্যারোহজপস্ত চানিত্যত্বাৎ, এবং বিৎ-প্রযোজ্যত্বাৎ, বিজ্ঞানস্ত চ নিত্যত্বং শ্রবণাৎ ;
“তন্ধৈতল্লোকজিদেব” ইতি চ শ্রুতেঃ ; প্রাণস্য বাগাদীনাঞ্চ শুদ্ধাশুদ্ধিবচনাৎ ।
ন হত্বপাস্যত্বে প্রাণস্য শুদ্ধিবচনম্, বাগাদীনাং চ সতোপশ্রুতানাংশুদ্ধি-
বচনম্, বাগাদিনিষ্কর্য। মুখ্যপ্রাণ-স্বতিষ্ঠাভিপ্রেতোপপত্ততে,—“মৃত্যুমতিক্রান্তো
দীপ্যতে” ইত্যাদিকলবচনঞ্চ । প্রাণস্বরূপাপত্তেহি ফলং তৎ, যদ্বাগাদ্যম্যাদি-
ভাবঃ । ৪ ।

ভবতু নাম প্রাণসোপাসনম্, ন তু বিশুদ্ধাদিশুণবন্তেতি । নমু স্যাৎ, শ্রুত-

হ্মাৎ ; ন স্যাৎ, উপাস্যেত্ত্বত্বার্থত্বোপপত্তেঃ । ন ; অবিপরীতার্থপ্রতিপত্তেঃ শ্রেয়ঃ-
প্রাপ্ত্যুপপত্তেঃ সৌকবৎ । যো হবিপরীতমর্থঃ প্রতিপত্ততে লোকে, স ইষ্টঃ
প্রাপ্নোতি, অনিষ্টাদ্ বা নিবর্ততে, ন বিপরীতার্থপ্রতিপত্তা ; তথেষাপি শ্রোত-
শব্দ-জনিতার্থপ্রতিপত্তৌ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিরূপপত্তা, ন বিপর্যয়ে । ন চোপাসনার্থ-
ত্রতশব্দোপবিজ্ঞানবিধয়স্যাবগার্থত্বৈ প্রমাণমস্মি । ন চ তদ্বিজ্ঞানসম্বাদঃ
শরতে । ততঃ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিদর্শনাৎ যথার্থতাঃ প্রতিপত্তামহে ; বিপর্যয়ে
চানর্থপ্রাপ্তিদর্শনাৎ ;—যো হি বিপর্যয়েণার্থঃ প্রতিপত্ততে লোকে—পুরুষঃ
স্থাগুরিতি, অমিত্রঃ মিত্রমিতি বা, সোহনর্থঃ প্রাপ্নুবন্ দৃশ্যতে । আত্মেশ্বর-
দেবতাদীনাং মধ্যার্থানাং মেব চেন্ গ্রহণং ক্রতিতঃ, অনর্থপ্রাপ্ত্যর্থঃ শাস্ত্রমিতি
ত্রবৎ প্রাপ্নুয়াৎ, লোকবদেব ; ন চৈতদিষ্টম্ । তস্মাদ্ যথাভূতান্বেব আত্মেশ্বর-
দেবতাদীন্ গ্রাহয়ত্বোপাসনার্থঃ শাস্ত্রম্ । ৫ ।

নামাদৌ ব্রহ্মদৃষ্টিদর্শনাদয়ুক্তমিতি চেৎ ; স্মৃৎ নামাদেবব্রহ্মত্বম্ ; তত্র
ব্রহ্মদৃষ্টিং স্থাগাদাবিব পুরুষদৃষ্টিং বিপরীতাং গ্রাহয়ৎ শাস্ত্রং দৃশ্যতে ; তস্মাদ্
যথার্থমেব শাস্ত্রতঃ প্রতিপত্তেঃ শ্রেয়ঃ—ইত্যুক্তমিতি চেৎ ; ন ; প্রতিমাবদ্-
ভেদপ্রতিপত্তেঃ । নামাদাবব্রহ্মণি ব্রহ্মদৃষ্টিং বিপরীতাং গ্রাহয়তি শাস্ত্রম্—
স্থাগাদাবিব পুরুষদৃষ্টিম্—ইতি, নৈতৎ সাম্ববোচঃ । কথং ? ভেদেন হি ব্রহ্মণো
নামাদিবস্তু-প্রতিপত্তস্ত নামাদৌ বিধায়তে ব্রহ্মদৃষ্টিঃ—প্রতিমাদাবিব বিষ্ণুদৃষ্টিঃ ।
আলম্বনত্বেন হি নামাদি-প্রতিপত্তিঃ, প্রতিমাদিবদেব, ন তু নামাত্তেব ব্রহ্মেতি ।
যথা স্থাগাবনিষ্ঠ্যতে, ন স্থাগুরিতি—পুরুষ এবায়মিতি প্রতিপত্ততে বিপরীতম্,
ন তু তথা নামাদৌ ব্রহ্মদৃষ্টির্বিপরীতা । ৬ ।

ব্রহ্মদৃষ্টিরেব কেবলা, নাস্তি ব্রহ্মেতি চেৎ ;—এতেন প্রতিমা-ব্রাহ্মণাদিষু
বিষ্ণুাদি-দেবপিত্রাদিদৃষ্টীনাং তুলাতা । ন ; ঋগাদিষু পৃথিব্যাদিদৃষ্টিদর্শনাৎ ;
বিद्यমান-পৃথিব্যাদিবস্তুদৃষ্টীনাং মেব ঋগাদিবিষয়ে ক্ষেপদর্শনাৎ । তস্মাৎ
তৎসামান্যতঃ নামাদিষু ব্রহ্মাদিদৃষ্টীনাং বিद्यমানব্রহ্মাদিবিষয়ত্বসিদ্ধিঃ । এতেন
প্রতিমা-ব্রাহ্মণাদিষু বিষ্ণুাদিদেব-পিত্রাদিবৃদ্ধীনাঞ্চ সত্যবস্তুবিষয়ত্বসিদ্ধিঃ ।
মুখ্যাপেক্ষত্বাচ্চ গোণত্বম্ ; পঞ্চাগ্নাদিষু চ অগ্নিত্বাদেগৌণত্বাৎ মুখ্যাগ্নাদিসত্ত্বাবৎ
নামাদিষু ব্রহ্মত্বম্ গোণত্বাৎ মুখ্যব্রহ্মসত্ত্বাবোপপত্তিঃ । ৭ ।

ক্রিয়াত্বৈচ্ছাবিশেষাদ্ বিজ্ঞার্থানাম্ । যথা চ দর্শপৌর্ণমাসাদিক্রিয়া ইদম্ফলা
বিশিষ্টৈতিকর্তব্যতাকা এবংক্রমপ্রযুক্তান্না চ—ইত্যেতদলৌকিকং বস্তু প্রত্য-
ক্ষাণ্ডবিষয়ং তথাভূতঞ্চ বেদবাক্যেবৈচ্ছাপাতে ; তথা পরমাত্মেশ্বর-

দেবতাদি বস্তু অস্থানাদিধর্মকমশনারাত্তীতং চ—ইত্যেবমাদিবিশিষ্টমিতি বেদ-
বাক্যৈরেব জ্ঞাপ্যতে,—ইত্যলৌকিকত্বাৎ তথাভূতমেব ভবিতুমর্হতীতি । ন চ
ক্রিয়ার্থৈর্কাকৈজ্ঞানবাক্যানাং বুদ্ধ্যুৎপাদকত্বে বিশেষোহস্তুি । ন চানিচ্ছিতা
বিপর্যাস্তা বা পরমাষ্টাদিবস্তুবিষয়া বুদ্ধিরুৎপত্ততে । ৮ ।

অনুষ্ঠেয়াভাবাদবুদ্ধিমিতি চেৎ ; ক্রিয়ার্থৈর্কাকৈজ্ঞান্যংশা ভাবনা অনুষ্ঠেয়া
জ্ঞাপ্যতেহলৌকিক্যপি ; ন তথা পরমাষ্টেয়াদিবিজ্ঞানেহনুষ্ঠেয়ং কিঞ্চিদস্তুি ;
অতঃ ক্রিয়ার্থঃ সাধ্যম্যমিত্যবুদ্ধিমিতি চেৎ ; ন ; জ্ঞানস্ত তথাভূতার্থবিশয়ত্বাৎ ।
ন হি অনুষ্ঠেয়স্ত ত্রাংশস্ত ভাবনাশাস্ত অনুষ্ঠেয়ত্বাৎ তথাহম্ ; কিং তর্হি ? প্রমাণ-
সমধিগতত্বাৎ ; ন চ তদ্বিবরণা বুদ্ধেরনুষ্ঠেয়বিষয়ত্বাৎ তথার্থহম্ ; কিং তর্হি ?
বেদবাক্যজনিতত্বাদেব । বেদবাক্যাধিগতস্ত বস্তুনস্তথাহে সতি, অনুষ্ঠেয়ত্ববিশিষ্টং
চেৎ, অনুষ্ঠিষ্ঠতি ; নো চেদ্ অনুষ্ঠেয়ত্ববিশিষ্টম্, নানুষ্ঠিষ্ঠতি । অননুষ্ঠেয়ত্বে
বাক্যপ্রমাণহানুপপত্তিরিতি চেৎ,—ন হনুষ্ঠেয়েহসতি পদানাং সংহতিরূপপত্ততে ;
অনুষ্ঠেয়ত্বে তু সতি তাদর্থ্যেন পদানি সংহতন্তে ; তত্রানুষ্ঠেয়নিষ্ঠং বাক্যং প্রমাণং
ভবতি—ইদমনেনৈবং কর্তব্যমিতি, ন তু ইদমনেনৈবম্—ইত্যেবম্প্রকারাণাং পদশ-
তানামপি বাক্যহমস্তি—“কুর্গ্যাৎ ক্রিয়েত কর্তব্যং ভবেৎ স্তাদিতি পঞ্চমম্” ইত্যে-
বমাদীনাং মন্ত্রতমেহসতি ; অতঃ পরমাষ্টেয়াদীনাং অংকা প্রমাণহম্ । ৯ ।

পদার্থত্বে চ প্রমাণান্তরবিষয়হম্, অতোহসদেতদিতি চেৎ ; ন ; ‘অস্তি মের-
কর্ণচতুষ্টয়োপেতঃ’ ইত্যেবমাশ্বননুষ্ঠেয়েহপি বাক্যাদশনাৎ । ন চ ‘মেরকর্ণ-
চতুষ্টয়োপেতঃ’ ইত্যেবমাদিবাক্যশ্রবণে মেরকর্ণদো অনুষ্ঠেয়ত্ববুদ্ধিরুৎপত্ততে ।
তথা অস্তি-পদসহিতানাং পরমাষ্টেয়াদিপ্রতিপাদক-বাক্যপদানাং বিশেষণ-
বিশেষ্যভাবেন সংহতিঃ কেন বার্য্যতে । মেরকর্ণজ্ঞানবৎ পরমাত্ম-জ্ঞানে প্রয়ো-
জনাভাবাদবুদ্ধিমিতি চেৎ ; ন ; “ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরম্ ।” “ভিত্তিতে হৃদয়গ্রন্থিঃ”
ইতি কলশ্রবণাৎ, সংসার-বীজাবিছাদিদোষনিবৃত্তির্দর্শনাচ্চ । অনন্তশেষত্বাচ্চ তজ্জ-
জ্ঞানস্ত, জুহ্বামিব ফলশ্রুতেরর্থবাদহানুপপত্তিঃ । ১০ ।

প্রতিষিদ্ধানিষ্টফলসম্বন্ধশ্চ বেদাদেব বিজ্ঞায়তে ; ন চানুষ্ঠেয়ঃ সং । ন চ প্রতি-
ষিদ্ধবিষয়ে প্রবৃত্তক্রিয়স্ত অকরণাদদ্বন্দ্বনুষ্ঠেয়মস্তি । অকর্তব্যতা-জ্ঞাননিষ্ঠত্বৈব হি পর-
মার্থতঃ প্রতিষেধবিধীনাং স্তাৎ । কুদার্থস্ত প্রতিষেধজ্ঞানসংস্কৃতস্ত অভক্ষ্যোহভোজ্যো
বা প্রতু্যপহিতে কলজ্জাতিশস্তাদদো ‘ইদং ভক্ষ্যম্, অদো ভোজ্যম্’ ইতি বা জ্ঞান-
সুৎপন্নম্, তদ্বিবরণা প্রতিবেধজ্ঞানস্বত্যা বাধ্যতে ; মৃগতৃক্ষিকারামিব পেয়জ্ঞানং
তদ্বিবরণ-বাণাষ্টা-বিজ্ঞানেন । তস্মিন্ বাধিতে স্বাভাবিকবিপরীতজ্ঞানে অনর্থকরী

তদ্ব্যক্তগণভোজনপ্রবৃত্তির্ন ভবতি । বিপরীতজ্ঞাননিমিত্তায়াঃ প্রবৃত্তেঃ নিবৃত্তিরেব, ন পুনর্নৃত্তঃ কার্যাস্তদভাবে । তস্মাৎ প্রতিষেধবিধীনাঃ বস্তু-যথাশাস্ত্রজ্ঞাননিষ্ঠতৈব, ন পুরুষ-ব্যাপারনিষ্ঠতা-গন্ধোহপ্যস্তি । তথেষাপি পরমাশ্রাদি-যাথাশাস্ত্রজ্ঞানবিধীনাং তাবদ্ব্যক্তপৰ্য্যবসানতৈব স্তাৎ । তথা তদ্বিজ্ঞানসংস্কৃতস্ত তদ্বিপরীতার্থজ্ঞাননিমিত্তানাং প্রবৃত্তীনাং অনর্থার্থত্বেন জায়মানত্বাৎ, পরমাশ্রাদি-যাথাশাস্ত্র-জ্ঞানবৃত্ত্যা স্বাভাবিকে তদ্বিনিমিত্তবিজ্ঞানে বাধিতে, অভাবঃ স্তাৎ । ১১ ।

নমু কলঙ্গাদিভক্ষণাদেঃ অনর্থার্থত্ব-বস্তুযাথাশাস্ত্রজ্ঞানবৃত্ত্যা স্বাভাবিকে তদ্ব্যক্ত্যাদি-বিপরীতজ্ঞানে নিবর্তিতে, তদ্ব্যক্তগণভবনপ্রবৃত্ত্যভাববৎ অপ্রতিষেধ-বিষয়ত্বাৎ শাস্ত্রবিহিতপ্রবৃত্ত্যভাবো ন যুক্ত ইতি চেৎ ; ন ; বিপরীতজ্ঞাননিমিত্ত-জ্ঞানার্থত্বাভায়াং তুল্যত্বাৎ । কলঙ্গভক্ষণাদিপ্রবৃত্তেঃ মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তত্বমনর্থার্থত্বক-যথা, তথা শাস্ত্রবিহিতপ্রবৃত্তীনাংপি । তস্মাৎ পরমাশ্রাদি-যাথাশাস্ত্রবিজ্ঞানবতঃ শাস্ত্র-বিহিতপ্রবৃত্তীনাংপি, মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তত্বেন অনর্থার্থত্বেন চ তুল্যত্বাৎ পরমাশ্র-জ্ঞানেন বিপরীতজ্ঞানে নিবর্তিতে যুক্ত এবাভাবঃ । ১২ ।

নমু তত্র যুক্তঃ, নিত্যানাস্ত কেবলশাস্ত্রনিমিত্তত্বাৎ অনর্থার্থত্বাভাবাচ্চ অভাবো ন যুক্তঃ ? ইতি চেৎ ; ন ; অবিজ্ঞানগণদোষবাদিদোষবতো বিহিতত্বাৎ । যথা স্বর্গকামাদি দোষবতো দর্শপৌর্ণমাসাদীনি কাম্যানি কৰ্ম্মাণি বিহিতানি, তথা সৰ্ব্বানর্থ-বীজাবিজ্ঞাদিদোষবতঃ তজ্জনিতেষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তি-পরিহার-রাগদোষাদিদোষ-বতশ্চ তৎপ্রেরিতাবিশেষ-প্রবৃত্তেঃ ইষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তি-পরিহারার্থিনো নিত্যানি কৰ্ম্মাণি বিধীয়ন্তে, ন কেবলং শাস্ত্রনিমিত্তাশ্চেব । ন চ অগ্নিহোত্র-দর্শপৌর্ণমাস-চাতুৰ্ম্মাস-পশুবন্ধ-সোমানাঃ কৰ্ম্মণাং স্বতঃ কাম্যানিত্যত্ববিবেকোহস্তি । কর্তৃগতেন হি স্বর্গাদিকাম-দোষণে কামার্থতা ; তথা অবিজ্ঞাদিদোষবতঃ স্বভাবপ্রাপ্তেষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তিপরিহারার্থিনঃ তদর্থাস্থেব নিত্যানি—ইতি যুক্তম্, তৎ প্রতি বিহিতত্বাৎ । ন পরমাশ্রাদি-যাথাশাস্ত্র-বিজ্ঞানবতঃ শমোপায়ব্যতিরেকেণ কিঞ্চিৎ কৰ্ম্ম বিহিতমুপ-লভ্যতে । কৰ্ম্মনিমিত্ত-দেবতাদি-সৰ্ব্বসাধন-বিজ্ঞানোপমর্দেন হি আশ্রয়জ্ঞানং বিধীয়তে । ন চ উপমর্দিতক্রিয়াকারকাদিবিজ্ঞানশ্চ কৰ্ম্মপ্রবৃত্তিরূপপদ্ধতে, বিশিষ্টক্রিয়াসাধনাদিজনপূৰ্ব্বকত্বাৎ ক্রিয়াপ্রবৃত্তেঃ । ন হি দেশকালান্তনবজিহ্না-স্থলাদ্বাদিঐক-প্রত্যয়ধারণঃ কৰ্ম্মাবসরোহস্তি । ভোজনাদিপ্রবৃত্ত্যবসরবৎ স্তাদিতি চেৎ ; ন, অবিজ্ঞাদিকেবলদোষনিমিত্তত্বাৎ ভোজনাদিপ্রবৃত্তেঃ আবশ্য-কত্বাহুপপত্তেঃ । ন তু, তথাহিনিয়তং কদাচিৎ ক্রিয়তে, কদাচিৎ ক্রিয়তে চেতি নিত্যং কৰ্ম্মোপপত্ততে । কেবলদোষনিমিত্তত্বাৎ তু ভোজনাদি-

কৰ্মণোহনিয়ত্বাং স্তাং, দোবোন্তবাব্ধিবয়োঃ অনিয়ত্বাং কামানামিব কাম্যেযু । ১৩ ।

শাস্ত্রনিমিত্ত-কালাত্মপেক্ষত্বাচ্চ নিত্যানামনিয়ত্বানুপপত্তিঃ, দোবনিমিত্তত্বে সত্যপি যথা কাম্যায়িহোক্ত্র শাস্ত্রবিহিত্ত্বাং সাংখ্যপ্রাতঃকালাত্মপেক্ষত্বম্, এবম্ তত্ত্বোজনাদিপ্রবৃত্তৌ নিয়মবৎ স্তাদিতি চেৎ ; ন ; নিয়মস্ত অক্ৰিয়াত্বাং ক্ৰিয়াশ্চ অপ্ৰযোজকত্বাং নাসৌ জ্ঞানস্ত অপবাদকরঃ । তস্মাৎ পরমাত্ম-যাথাহ্ম্য-জ্ঞান-বিধেরপি তদ্বিপরীত-স্থলদ্বৈতাদিজ্ঞান-নিবৰ্ত্তকত্বাং সামর্থ্যাৎ সৰ্ব্বকৰ্মপ্রতিবেধ-বিধার্থত্বং সম্প্রদত্তে, কৰ্মপ্রবৃত্ত্যভাবস্ত তুল্যত্বাৎ, যথা প্রতিবেধবিবয়ে । তস্মাৎ প্রতিবেধবিধিবচ্চ বস্তু-প্রতিপাদনং তৎপরত্বঞ্চ সিদ্ধং শাস্ত্রস্ত ॥ ১০ ॥ ১ ॥

টীকা।—নিপাতার্থমেব ক্ষুটয়তি—বৰ্ত্তমানেনিতি । প্রজাপতিশব্দো ভবিষ্যদ্বস্তা যজ্ঞমানঃ গোচরয়তীত্যাহ—বৃজেতি । ইন্দ্রাদয়েঃ দেবাঃ বিরোচনাদয়শ্চাহুরাঃ, ইত্যশব্দাঃ বারয়তি—তস্ত্বেবেতি । যজ্ঞমানেষু প্রাণেষু দেবহমহুরত্বং চ বিরুদ্ধং ন সিধ্যতীতি শব্দতে—কণমিতি । তেষু তছুভয়মৌপাধিকং সাধয়তি—উচ্যত ইতি । শাস্ত্রানপেক্ষয়োজ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ উৎপাদকমাত্র—প্রত্যক্ষেতি । সন্নিধানাসন্নিধানাভাৎ প্রমাণদ্বয়োক্তিঃ । যেষেযামস্তু রমণং নাম আশ্বস্তরিদম্ । তত ইত্যাদিবাক্যদ্বয়ং বাচ্যে—বস্মাচ্চেতি । দেবানামজ্ঞত্বং প্রপঞ্চয়তি—স্বাভাবিকং হীতি । মহত্ত্বম্বে হেতুর্দ্বৈতপ্রয়োজনহাদিতি । অমুরাণাং বহুত্বং প্রপঞ্চয়তি—শাস্ত্রজনিতেনিতি । অমুরাণাং বাহুল্যমিতি শেষঃ । তদেব সাধয়তি—অত্যন্তত্বেনিতি । ১ ।

উভয়েষাং দেবাহুরাণাং মিধঃ সঙ্গত্বং দৰ্শয়তি—তে দেবাশ্চেতি । কথং ব্রহ্মাদীনাং স্বাবরা-স্তানং ভোগস্থানানাং স্পর্ধানিমিত্তত্বমিত্যশব্দঃ তেষাং শাস্ত্রীয়ৈতরজ্ঞানকৰ্ম্মসাধ্যত্বাৎ তয়োশ্চ দেবাহুরজ্ঞানার্থনত্বাৎ তস্ত চ স্পর্ধাপূর্বকত্বাৎ পরস্পরয়া লোকানাং তন্নিমিত্তত্বমিত্যভিপ্ৰেতা বিশিনষ্টি—স্বাভাবিকেনিতি । কা পুনরেবাং স্পর্ধা নামৈত্যাশঙ্ক্যাহ—দেবানং চেতি । তামেব সফলাং বিরূপেতি—কদাচিদিত্যাদিনা । অধিকৃতৈতরমুরপরাভয়ে দেবভয়ে চ প্রযতীতবামিত্যন্তু-গ্রহবৃদ্ধা ভয়ফলমাত্র—এবমিতি । ২ ।

আকাস্জাপূর্বকমনন্তরবাক্যাদায় বাকরোতি—ত এবমিত্যাদিনা । যোগ্যম্ উদগীপো নাম কৰ্ম্মাদ্ভূতঃ পদার্থঃ, তৎকৰ্ত্তৃঃ প্রাণস্ত দ্বরূপাশ্রয়ণমেব কণং সিদ্ধতীত্যাশঙ্ক্যাহ—উদগীপেতি । কিং তৎ কৰ্ম্ম কিং বা জ্ঞানং, তদাহ—কন্মেতি । তদেতানি “অসতো মা সদ্ভবয়”-ইত্যাদীনি বজ্রমি জপেদিতি বিধিঃ স্তম্যানমিতি যোক্তব্যঃ । ৩ ।

‘দ্বয়া হ’-ইত্যাদি ন জ্ঞাননিরূপণপং, জপবিধিশেষত্বেনার্থবাদত্বাৎ, তৎ কুতোক্ত জ্ঞানস্ত নিরূপণাভবমিত্যাক্ষিপতি—নর্ষিত । আভিন্নুগুণ আরোহতি দেবভাবমনেনেত্যভ্যারোহে! মন্ত্রজপস্তদ্বিধিশেষার্থবাদঃ ‘দ্বয়া হ’-ইত্যাদিবাক্যমিত্যর্থঃ । উপাস্তিবিধিঅবগাত্তৎপন্নং বাক্যং ন জপবিধিশেষ ইতি দূষয়তি—নেতি । মা ভূৎ জপবিধিশেষঃ, তথাপি উদগীয়েতোদগীত্বস্ত কৰ্ম্মণঃ সন্নিধানৈ পুরাতনকল্পনাপ্রকারস্ত ‘দ্বয়া হ’-ইত্যাদিনা অবগাৎ তদ্বিধিশেষঃ অর্থবাদোহয়-মিতি শব্দতে—উদগীথেতি । নেদং বাক্যং জ্ঞানঃ চোদগীথবিধিশেষঃ, তৎপ্রকরণত্বাভাবেন

সন্নিধাত্বাদিত্তি দুষয়তি—না প্রকরণাদিত্তি । উদগীথন্তর্হি ক বিধীয়তে ? ন যথাবিহিতমঙ্গ-
ভবতি, তত্রাহ—উদগীথন্তু চেতি । অস্ত্রেনেতি কর্মকাণ্ডোক্তিঃ । অপোদগ্গায়ত্বোদগীথবিধিরগীহ
প্রতীয়তে, তৎকথং সন্নিধিরপোচ্ছতে, তত্রাহ—বিদ্বোতি । উদগীথবিধিরিহ প্রতীয়মানঃ
প্রাণেশ্বোদগাতৃদৃষ্টা উপাসনবিধিঃ, অস্ত্রণা প্রকরণবিরোধাদিত্যর্থঃ ।

জপবিধিশেষত্বমুদগীথবিধিশেষত্বং বা জ্ঞানস্ত নাস্তীতুক্তম্ ; উদানীং জপবিধিশেষত্বাভাবে
যুক্তান্তরমাহ—অভ্যারোহেতি । অনিত্যং সাধয়তি—এবমিতি । প্রাণবিজ্ঞানবতা অমুঠেরো
জপো ন তদ্বিজ্ঞানাৎ প্রাগুক্তি, তেনাসৌ পশাদ্ভারী প্রাগেব সিদ্ধং বিজ্ঞানং প্রযোজয়তীত্যর্থঃ ।
তস্তাপি প্রাচীনত্বং কথমিত্যশঙ্কাহ—বিজ্ঞানন্তু চেতি । “য এব বিদ্বান্ পৌর্ণমাসীং যজতে”
ইতিবৎ য এব বেদেতি বিজ্ঞানং শ্রুতম্ । ন হি প্রযজাদি পৌর্ণমাসীং প্রযোজকম্ । তস্তা এব
তৎপ্রযোজকত্বাৎ । তথা প্রাণবিৎপ্রযোজো জপো ন বিজ্ঞানপ্রযোজকঃ । তন্তু স্বপ্রযোজক-
ত্বেন প্রাগেব সিদ্ধকরাবগত্বাদিত্যর্থঃ । ফলবত্বাচ্চ প্রাণবিজ্ঞানং স্বতন্ত্রং বিধিৎসিতমিত্যাহ—
তদ্ব্যক্তি । প্রাণোপাস্ত্রিবিবক্ষিতত্বে চেহস্তরমাহ—প্রাণশ্রেতি । ‘যজ্ঞি স্তুয়তে তদ্বিধীয়তে’
ইতি শ্রায়মাশ্রিতোক্তমেব প্রপঞ্চয়তি—ন সীতি । ইতচ্চ প্রাণোপাস্ত্রিরত্র বিধিৎসিতত্যাহ—
মুতুমিতি । ফলবচনং প্রাণস্তানুপাস্ত্রাহ নোপপদ্যত ইতি সম্বন্ধঃ । উক্তমেব ব্যনক্তি—
প্রাণেতি । মুতুমোক্ষণানন্তরং বাগাদীনাম্ যদগ্নাদিহং ফলং, তদধাস্ত্রপরিচ্ছেদং
হিহা উপাসিতুরাধিদৈবিক-প্রাণস্বরূপাপত্তেঃ উপপদ্যতে । তস্মাৎ বিধিৎসিতত্বাচ্চ
প্রাণোপাস্ত্রিরিত্যর্থঃ । ৪ ।

উক্তশ্রায়েন প্রাণোপাস্ত্রিমুপেতঃ প্রাণদেবতাং শুদ্ধাদিগুণবর্তীমাক্ষতি—ভবত্বিত্তি । যথা
প্রাণশ্রোপাস্ত্রিঃ শাস্ত্রদৃষ্টত্বাদিষ্টা, তথা অস্ত্র গুণসম্বন্ধঃ শ্রুতত্বাদেষ্টবৎ, উপাস্ত্রাবুপাস্ত্রে চ গুণবতি
প্রাণে প্রামাণিকপ্রাপ্তেরবিশেষাদিত্তি সিদ্ধান্তী ক্রতে—নহিতি । প্রাণস্ত উপাস্ত্রাহে বিশুদ্ধাদি-
গুণবাদস্তু স্তুতার্থত্বেনার্থবাদত্বসম্বন্ধাৎ ন যথোক্তা দেবতা স্তাদিত্তি পূর্ববাতাহ—ন স্তাদিত্তি ।
বিশুদ্ধাদিগুণবাদস্তার্থবাদত্বেনপি নাত্তুত্বার্থবাদত্বমিতি পরিহরতি—নেতি । বিশুদ্ধাদিগুণ-
বিশিষ্টপ্রাণদৃষ্টেরত্র ফলপ্রাপ্তিঃ শ্রুতা, ন সা জ্ঞানস্ত মিথার্থত্বে যুক্তা, সমাগজ্ঞানাদেব পূমর্থাপ্তেঃ
সম্বন্ধাৎ ; অতঃ স্তুতিরপি যথার্থেব ইত্যর্থঃ । লোকদৃষ্টান্তঃ বাচ্যে—যো হীতি । ইহেতি
বেদাধাদ্যাদিষ্টোক্তোক্তিঃ ।

নমু বিশুদ্ধাদিগুণবতীং দেবতাং বদন্তি বাক্যানি উপাসনাবিধার্থত্বাৎ ন স্বার্থে প্রামাণ্য-
প্রতিপদ্যন্তে, তত্রাহ—ন চেতি । অস্ত্রপরাণামপি বাক্যানাং মানান্তরসম্বাদবিসংবাদয়োঃসভেতাঃ
স্বার্থে প্রামাণ্যমভবানুসারিভিরেষ্টবামিত্যর্থঃ । নমু প্রাণস্ত বিশুদ্ধাদিবাদো ন স্বার্থে মানম্,
অস্ত্রপরত্বাৎ, আদিত্য-স্পাদিবাক্যবৎ, অত আহ—ন চেতি । আদিত্য-স্পাদিবাক্যজ্ঞানস্ত
প্রত্যক্ষাদিনা অপবাদবৎ বিশুদ্ধাদিগুণবিজ্ঞানস্ত নাপবাদঃ শ্রুতঃ, তস্মাৎ বিশুদ্ধাদিবাদস্ত স্বার্থে
মানত্বমপ্রতুহমিত্যর্থঃ । বিশুদ্ধাদিগুণকপ্রাণবিজ্ঞানাৎ ফলপ্রবণাৎ তদ্বাদস্ত যথার্থত্বমেবেতুপ-
সংহরতি—তত ইতি । লোকবৎ বেদেহপি সমাগজ্ঞানাৎ ইষ্টপ্রাপ্তিরনিষ্টপরিহারক ইত্যব-
গুণেনোক্তমর্থং বক্তিরেকমুণেনাপি সমর্থয়তে—বিপর্যয়ে চেত্যানি ।

শাস্ত্রস্ত অমার্থার্থত্বমিতি শঙ্কাং নিরাস্যে—ন চেতি । অপৌরুষেয়ত্বাসম্ভাবিত্ত্বসম্বন্ধ-

দোষস্ত অশেষপুরুষার্থহেতোঃ শাস্ত্রস্ত অনর্থার্থত্বমেষ্টমশকমিত্যর্থঃ। শাস্ত্রস্ত যথাভূতার্থত্বং নিগময়তি—তন্মাদিতি। উপাসনার্থং জ্ঞানার্থং চেতি শেষঃ। ৫।

শাস্ত্রাৎ যথার্থপ্রতিপত্তেঃ প্রের্যপ্রাপ্তিরিত্যত্র ব্যভিচারং চোদয়তি—নামাদাবিতি। তদেব ক্ষুটয়তি—ক্ষুটিমিতি। অত্রক্ষণ ব্রহ্মদৃষ্টিরতঃস্বংস্তদ্বুদ্ধত্বাৎ মিথ্যা। যীঃ, সা চ যাবন্নামো নতমিতাদিপ্রত্যয়। কলযতী, ততঃ শাস্ত্রাৎ যথার্থপ্রতিপত্তেঃ ফলমিত্যুক্তমিত্যর্থঃ। ভেদাগ্রহ-পূৰ্ব্বকোহন্তস্ত অস্তান্ত্যাবভাসো মিথ্যাজ্ঞানম্, অত্র তু ভেদে ভাসমানো অগ্ৰ্যাদ্যদৃষ্টিঃ বিধীয়তে। যথ! বিকোর্ভেদে প্রতিমায়াং গৃহমাণে তত্র বিক্ষুদৃষ্টিঃ ক্রিয়তে, তন্মদং মিথ্যাজ্ঞান-মিত্যাহ—নেতি। নঞর্থঃ স্পষ্টয়তি—নামাদাবিতি। প্রম্পূৰ্ব্বকঃ হেতুঃ বাচ্যে—কন্মাদিতি। প্রতিমায়াং বিক্ষুদৃষ্টিঃ প্রতালননম্ভমেব ন বিক্ষুতাদাস্ত্যঃ, নামাদেস্ত ব্রহ্মতাদাস্ত্যং প্রতমিতি বৈষম্যমাশঙ্ক্যাহ—আলম্বনভেদেনিতি। উক্তমর্থং বৈধম্মাদৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেনিতি। ৬।

কন্ময়ীমাসকো ব্রহ্মবিষেবঃ প্রকটয়ন্ প্রত্যাবতিষ্ঠতে—ব্রহ্মেতি। কেবল। তদৃষ্টিরেব নাস্তি চোদ্যতে, চোদনাবশ্যচ কলং সৎসৃতি, ব্রহ্ম তু নাস্তি, মানাত্যাবাদিত্যর্থঃ। অথ যথা দেবানাং প্রতিমাদিব উপাস্তমানানামন্তত্ৰ সৎ, যথ! চ বধ্যাত্মজনাং পিতৃণাং ব্রাহ্মণাদিদেহে তর্পমাণানাম্ অন্তত্ৰ সৎ, তথ! ব্রহ্মণোগপি নামাদাবুপাস্তত্বাৎ অন্তত্ৰ সৎ ভবিষ্যতীত্যশঙ্ক্যাহ—এতেনিতি। নামাদৌ ব্রহ্মদর্শনেনেতি যাবৎ। দৃষ্টান্ত্যসিদ্ধেন কাপি ব্রহ্মাস্তীতি ভাবঃ। সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণ-ব্রহ্ম নাস্তি ইত্যুক্তম্, ‘সদেব সোমোদম্’ ইত্যাদিপ্রত্যেরিত্যাহ—নেতি। কিঞ্চ, ব্রহ্মদৃষ্টিঃ সত্যার্থী, শাস্ত্রীয়দৃষ্টিত্বাৎ, ‘ইয়মেব ব্রহ্ম, অগ্নিঃ সান’ ইতি দৃষ্টিবদিত্যাহ—ব্রহ্মাদিহিতি। তদেব স্পষ্টয়তি—বিদ্যমানেনিতি। তাস্তি দৃষ্টিভিঃ সামান্ত্যং দৃষ্টিত্বং, তন্মাদিতি যাবৎ। যৎ তু দৃষ্টান্ত-সিদ্ধিরিতি, তত্রাহ—এতেনিতি। ব্রহ্মদৃষ্টিঃ সত্যার্থত্বচনেনেতি যাবৎ। ব্রহ্মাস্তিহে হেতুস্তর-মাহ—মুখ্যাপেক্ষ্যাদিতি। উক্তমেব বিবৃণোতি—পকেতি। পকায়য়ো দু্যপজ্ঞস্তপুধিব-পুরুষযোষিতঃ। আদিপদং বাগ্ধেয়াদিগ্রহার্থম্। ৭।

ননু বেদান্তবেদ্যঃ ব্রহ্ম ইকুতে, ন চ তেভ্যঃ তচ্ছাঃ সিধ্যতি, তেভ্যঃ বিধিবৈধুযোঃ অপ্রমাণাৎ; তৎ কুতো ব্রহ্মসিদ্ধিরত আহ—ক্রিয়ার্থেন্চেতি। বিমতঃ স্বার্থে প্রমাণম্ অজাতজ্ঞাপকত্বাৎ সম্ভবৎ। অতো বেদান্তশাস্ত্রাদেব ব্রহ্মসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। সিদ্ধসাধ্যার্থভেদেন বৈষম্যং অবিশিষ্ট-ত্বম্ অনিষ্টম্, ইত্যশঙ্কাত্তঃ বিবৃণোতি—যথ! চেতি। বিশিষ্টত্বং স্বরূপোপকারিত্বং কলোপ-কারিত্বং চ পকয়োক্তং প্রকারং পরায়ত্নেনেবম্ ইত্যাদিষ্টম্। অলৌকিকত্বং সাধয়তি—প্রত্যাক-দীতি। কিঞ্চ, বেদান্তানামপ্রমাণ্যং বুদ্ধান্তপত্তেকী সংশয়াহ্ব্যপত্তেকী? নান্ত ইত্যত—ন চেতি। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—ন চানিশ্চিতেনিতি। কোটিদ্ব্যাম্পিশিদ্ধবাদবাধাচ্চেত্যর্থঃ। ৮।

ক্রিয়ার্থেকীক্যঃ বিদ্বার্থীনাং বাক্যানাং সাধর্মাযুক্তমাকিপতি—অনুষ্ঠেয়ৈতি। সাধর্মান্ত-যুক্তত্বমেব ব্যনক্তি—ক্রিয়ার্থৈরিতি। বাক্যোযবুদ্ধেব্ব্যর্থত্বাৎ বিধাত্যবেংপি বাক্যপ্রামাণ্যম্ অজাতজ্ঞাপকত্বেন অবিরুদ্ধমিতি পরিহরতি—ন জ্ঞানভেতি। অনুষ্ঠেরনিষ্ঠত্বমন্তরেণ কুতো বস্তনি এরোপপ্রত্যায়োঃ তথার্থত্বমিত্যাশঙ্ক্য তয়োর্নিবর-তথার্থত্বং তদপেক্ষ্যপ্রামাণ্যার্থত্বং বেতি বিকল্যাত্তঃ দূষয়তি—ন হীতি। তদুত্তরবিবরস্ত কৰ্তব্যার্থত্বং তথার্থত্বং ন কৰ্তব্যত্বাপেক্ষং, কিন্তু মাননমাত্মনঃ; অতথা বিশ্লককবিধিবাক্যেহপি তথ্যত্বপত্তেরিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—ন

চেতি । বুদ্ধিগ্রহণং প্রয়োগোপলক্ষণার্থম্ । কর্তব্যাত্মার্থবিশয়প্রয়োগাদেঃ নানুষ্ঠেয়বিষয়ত্বাৎ মানসঃ, কিন্তু প্রমাকরণত্বাৎ তজ্জগদ্ভাচ্চ ; অত্যাশা উক্তাতিপদস্তিত্ত্বাদনন্তরাৎ, অতোহনুষ্ঠেয়নিষ্ঠং মানসে অনুপবৃত্ত্যনিত্যার্থঃ ।

কৃত্ত্বাহি কাৰ্য্যাকাৰ্য্যধিযৌ ? ইত্যশঙ্ক্যাহ—বেদেতি । বৈদিককৃত্ত্বাশ্চ অবাধেন তথার্থেই সিদ্ধে সমীহিতসাধনত্ববিশিষ্টং চেৎ বস্ত, তদা কর্তব্যমিতি ধিয়া অনুষ্ঠিষ্ঠতি । তচ্চেৎ অনিষ্ট-সাধনত্ববিশিষ্টং, তদা ন কাৰ্য্যমিতি ধিয়া নানুষ্ঠিষ্ঠতি । অতো মানসে তন্ত্রানুষ্ঠানানুষ্ঠানহেতু কাৰ্য্যাকাৰ্য্যধিযৌ ইত্যর্থঃ । তথাপি ব্রহ্মণো বাক্যার্থত্বং পদার্থত্বং বা ? নাহি ইত্যাহ—অননু-
ষ্ঠেয়ই ইতি । তন্ত্র অকাৰ্য্যত্বত্বপি বাক্যার্থত্বং কিং ন স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন ইতি । উভয়-
ত্রাসত্যিতি চ্ছেদঃ । ৯ ।

দ্বিতীয়ঃ দ্বয়সি—পদার্থত্ব ইতি । ব্রহ্মণঃ শাস্ত্যর্থমন্তঃ—ইত্যাচ্যতে । কাৰ্য্যাস্পৃষ্টে অর্থে বাক্যপ্রমাণ্যং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—নেতাদিনা । শুদ্ধকল্লালোহিতমিশ্রলক্ষণং বর্ণচতুষ্টয়ং, তদ্বিশিষ্টো মেকরস্তাতাদিপ্রয়োগে মেকবাদো অকাৰ্য্যত্বপি সমগ্রদর্শনাৎ তদ্ব্যসিবােকাদপি কাৰ্য্যাস্পৃষ্টে ব্রহ্মণি সমগ্জ্ঞানসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । দৃষ্টান্তত্বপি কাৰ্য্যবত্বের বাক্যাৎ উদেতীত্যা-
শঙ্ক্যাহ—ন চেতি । ননু তত্র ক্রিয়াপদাধীন পদনংহিত্যুক্তা, বেদান্তেহু পুনস্তদভাবাৎ পদ-
নংহতাবোগাৎ কুতো বাক্যপ্রমাণকত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবতি ? তদ্রূপ—তদোতি ।

বিষয়মফলং সিদ্ধার্থজ্ঞানত্বাৎ সম্যতবৎ, ইত্যনুমানান্তত্বমাদেঃ সিদ্ধার্থস্তায়ত্ত্বং মানসম্, ইতি
শক্যে—মেবাদতি । প্রতিবিরোধেন অনুমানং ধূনীতে—নেতাদিনা । বিষয়ভববিরোধাত
নৈবমিত্যাহ—সংসারেতি । কলশ্রুতেরর্থবাদেইন অমানত্বাৎ অনুমানাবাক্যতা, ইত্যশঙ্ক্যাহ—
অনন্তেতি । পৰ্ণময়ীত্বাদিকরণস্থানে জুহোতি কলশ্রুতেরর্থবাদত্বং যুক্তম্ । ব্রহ্মধর্মঃ অন্তর্গেব-
প্রাপকাত্বাৎ তৎকলশ্রুতেরর্থবাদত্বাসিদ্ধিরিতি ; অত্যাশা শাস্ত্যর্থকানারম্ভঃ স্তাদিত্যর্থঃ । ১০ ।

প্রত্যনুভবভাভাৎ বাক্যোক্তজ্ঞানশ্চ কলবদৃষ্টেযুক্তা, কাৰ্য্যাস্পৃষ্টে অর্থে তদ্ব্যস্তাদেদ্ব্যনিত্য
ইত্যুক্তং, সম্ভ্রুতি শাস্ত্রস্ত কাৰ্য্যপরত্বানিয়মে হেতুস্বরমাহ—প্রতিষিদ্ধেতি । যতপি কলজ্ঞত্বকণা-
দেবধঃপাতস্ত চ সম্বন্ধঃ ‘ন কলজ্ঞঃ ভক্ষয়েৎ’ ইত্যাদিবাক্যাৎ প্রতিষেতে, তথাপি তন্ত্রানুষ্ঠেয়ত্বাৎ
বাক্যস্তানুষ্ঠেয়নিষ্ঠত্বসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । সম্বন্ধস্ত অস্তাবার্থত্বাৎ নানুষ্ঠেয়তা ইত্যর্থঃ ।
অন্তকণাদি কাৰ্য্যমিতি বিধিপরিহমেব নিষেধবাক্যস্ত কিং ন স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি ।
তন্ত্রাপি কাৰ্য্যার্থত্বে বিধিনিষেধভেদভঙ্গাৎ নঞশ্চ বস্তুজ্ঞাতব্যবধানে মুগ্ধাত্মার্থান্তরে বৃত্তৌ
লক্ষণাপাত্তিবিধিবিসয়ে রাগাদিনা প্রবৃত্তক্রিয়াবতো নিষেধশাস্ত্রার্থবীসংস্কৃতস্ত নিষেধশ্রুতের-
করণাৎ প্রসক্তক্রিয়ানিবৃত্তাপলক্ষিতাৎ উদাসীনত্বাৎ অননুষ্ঠেয়ং প্রতিষ্ঠাতীত্যর্থঃ । ভাববিষয়
কর্তব্যত্বঃ বিধীনামর্থোভাববিষয়ঃ তু নিষেধানামিতি বিশেষমাশঙ্ক্যাহ—অকর্তব্যতেতি ।
অভাবস্ত ভাবার্থভাবাৎ কর্তব্যতাবিষয়ত্বাসিদ্ধিরিতি ইি শঙ্ক্যার্থঃ ।

প্রতিষেধজ্ঞানবতোহপি কলজ্ঞত্বকণাদিজনদর্শনাৎ তন্নিবৃত্তেনিয়োগাধীনত্বাৎ তন্নিষ্ঠমেব
বাক্যমেষ্টব্যমিতি চেৎ, ন, ইত্যাহ—কুখার্ত্তন্তেতি । বিবলিস্তবাপচতস্ত পশোম্যঃ কলজ্ঞঃ,
ব্রহ্মবদ্যন্তিষাপনুস্ত চান্দ্রপানাদি, তন্নিষেধক্যে অভোজ্যে চ ত্রাপ্তে যদ্বদ্ব্যজ্ঞানং কুংক্ষামন্তোৎ-
পন্নং, তন্নিষেধবীসংস্কৃতস্ত তদ্ব্যনুভবতা বাধ্যমিত্যাদি লৌকিকদৃষ্টান্তমাহ—মৃগতৃক্ষিকায়ামিতি ।

তথাপি প্রযুক্ত্যাবসিক্ষয়ে বিধির্থাতিমিত্তি চেং ; ন ; ইত্যাহ—তস্মিন্নিতি । তদভাবঃ প্রযুক্ত্য-
ভাবো ন বিধিজন্তুপ্রযুক্ত্যসাধো নিমিত্ত্যভাবেনৈব সিদ্ধিরিত্যর্থঃ । দৃষ্টান্তমুপনংহরতি—তস্মাদিতি ।
দাষ্টান্তিকমাহ—তথেতি । ন কেবলং তত্ত্বমস্তাদিবা কানাং সিদ্ধবস্ত্বমাত্রপ্রযাবসানতা,
কিন্তু সর্বকৰ্ম্মনিবর্তকত্বমপি সিধাতীত্যাহ—তথেতি । অকত্রভোকৃত্বক্কাহমিত্তিজ্ঞানসংস্কৃতস্ত
প্রযুক্তীনামভাবঃ স্তাদিতি সৎকঃ । তস্মাৎ ব্রহ্মভাবাদ্বিপরীতঃ অর্থঃ যন্ত কৰ্ত্তৃহাদিজ্ঞানস্ত
তন্নিমিত্তানাম্ অনর্থার্থত্বেন জায়মানহাদিতি হেতুঃ । কদা পুনস্তাসামভাবঃ ; স্তাদত
• আহ—পরমাস্তাদিতি । ত্র্যস্তিপ্রাপ্তভক্ষণাদিনিরাসেন নিবৃত্তিনিষ্ঠতয়া নিবেদ্যবাক্যস্ত মানত্বৎ
তত্ত্বমাদেরপি প্রত্যগ্জ্ঞানোক্তকৰ্ত্তৃহাদিনিবর্তকত্বেন মানত্বোপপত্তিরিত্তি সমুদায়ার্থঃ । ১১ ।

দৃষ্টান্তদাষ্টান্তিককরোটে বমঃশক্যতে—নহ্যতি । তন্ত নিমিত্তহাদনর্থার্থত্বমেব যদ্বস্ত্বযাণাম্
তজ্জ্ঞানেন নিবেদ্য কৃতে তৎসংস্কারদ্বারা সম্পাদিতস্তদ্বা শাস্ত্র্যজ্ঞানবিপরীতজ্ঞানে বাপিতে
তৎকৰ্ম্মপ্রযুক্ত্যভাবো নিমিত্ত্যভাবে নৈমিত্তিক্যভাবজ্ঞানেন যুক্তঃ, ন তথাঃপ্রিয়হোত্রাদিপ্রযুক্ত্য-
ভাবো যুক্তঃ । ব্রহ্মবিদ্যা অগ্নিহোত্রাদি ন কৰ্ত্তব্যমিত্তি নিষেধামূলভাদিত্যর্থঃ । তত্ত্বমস্তাদি-
বাক্যেন অর্থান্নিবিবিক্তমগ্নিহোত্রাদীতি মত্বানঃ সংমামাহ—নেতাদিনা । শাস্ত্র্যপ্রযুক্তীনাম্ গভ-
বাসাদিহেতুহাদনর্থার্থত্বমহং কথংতদাভ্যাসমানকৃত্বেন বিপরীতজ্ঞাননিমিত্তত্বম্ । এতদেব
দৃষ্টান্ত্যবষ্টেভেন স্পষ্টম্যতি—কলঙ্কেতি । ১২ ।

কাম্যানামজ্ঞানহেতুহাদনর্থার্থহাত্যঃ বিদ্বমস্তেষু প্রযুক্ত্যভাবো যুক্তঃ, নিতানানা তু শাস্ত্রমাত্র-
প্রযুক্ত্যমস্তানহাদজ্ঞানকৃত্ত্বং প্রত্যবায়গানর্থক্ষঃসিদ্ধাচ্চ নানর্থকরত্বমস্তেষু প্রযুক্ত্যভাবো যুক্তো
ন ভবতীতি শঙ্কতে—নহ্যতি । নিতানানাঃ শাস্ত্রমাত্রকৃত্যমস্তানহাদনর্থার্থত্বমিত্তি পরিহরতি—
নেতাদিনা । তদেব প্রপঞ্চয়তি—যথেতি । অবিচ্ছাদীত্যাদিশক্যেন অস্তিত্যদিক্লেপচতুষ্করোক্তিঃ ।
১৩রবিচ্ছাদিত্তিভ নিতেত্বেপ্রাপ্তো তাদগ্নিনিষ্টপ্রাপ্তো চ ক্রমেণ রাগধেমবতঃ পুরুষস্ত উষ্ট্রাপ্তি-
মনিষ্টপরিহারঃ চ বাজন্তস্তাত্যমেব রাগধেমাত্যামিত্ত্বং মে ভূয়াদনিষ্টং মা ভূদিত্তি অবিশেষ-
কামনাভিঃপ্রেরিত্যবিশেষপ্রযুক্তিযুক্তস্ত নিত্যানি বিধীয়ন্তে । স্বর্গকামঃ পশুকাম ইতি বিশেষাধিনঃ
কাম্যানি । তুলাং তু উভয়েবাং কেবলশাস্ত্রানিমিত্তত্বমিত্যর্থঃ ।

কিক্, কাম্যানাঃ চুষ্টং ক্রবতা নিতানানামপি তদ্বিষ্টমুৎপত্তিবিনিয়োগপ্রয়োগাধিকারবিধি-
রূপে বিশেষভাবাদিত্যাহ—ন চেতি । কণং তহি কামানিত্যভিভাগস্তদ্ব্যাহ—কন্তুগতেনেতি ।
স্বর্গকামঃ পশুকামঃ ইতিবিশেষাধিনঃ কামানিবিধিরিষ্টং মে স্তাদনিষ্টং মা ভূদিত্তি অবিশেষকাম-
প্রেরিত্যবিশেষিতপ্রযুক্তিমতো নিত্যবিধিরিত্ত্যুক্তমিত্যর্থঃ । নহবিচ্ছাদিদোদসবতো নিত্যানি
কশ্যগীতায়ুক্তং, পরমাস্তজ্ঞানবতোহপি বাবজীবশ্চেতেস্তেনামশুষ্কেয়ত্বাৎ, ইত্যাহং কণং৩৪রশিরক্ত-
বিবয়হাৎ মৈবমিত্যাহ—ন পরমাস্তেতি ।

“যোগীকৃতস্ত তত্ত্বৈব শমঃ কারণমুচ্যতে”

ইতি স্মৃতেজ্ঞানপরিপাকে কারণং কৰ্ম্মোপশম এব প্রতীয়তে, ন তথা কৰ্ম্মবিধিরিত্যর্থঃ । ন
কেবলং বিচিতং নোপলভ্যতে, ন সম্ভবতি চেত্যাহ—কৰ্ম্মনিবর্তেতি । বদা নাসি হং সংসারী,
কিন্তু অকত্রভোকৃত্ব ব্রহ্মসীতি প্রত্যগ্জ্ঞাপাতে, তদা দেবতয়াঃ সম্প্রদানত্বং করণত্বং ব্রীহাদেদি-
ত্যেতৎ সর্বমুপহৃদিতং ভবতি । তৎকৰ্ম্মকত্রাদিজ্ঞানবৎ সম্ভবতি কৰ্ম্মবিধিরিত্যর্থঃ ।

উপস্থিতমপি বাসনাবশাদ্ভুক্তবিকৃতি, ততশ্চ বিহুষোহপি কৰ্ম্মবিধিঃ শ্রাদ্ধাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । বাসনাবশাদ্ভুক্তস্তাভাসহাৎ আশ্রয়তা পুনঃপুনৰ্ব্বাচ্যে বিহুষো ন কৰ্ম্মপ্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ । কিঞ্চানবচ্ছিন্নং ব্রহ্মস্মৃতি অরতস্তদাস্বকস্ত দেশাদিনাপেক্ষং কৰ্ম্ম নিরবকাশমিত্যাহ—ন ইতি । বিহুষো ভিক্ষাটনাদিবৎ কৰ্ম্মাবসরঃ শ্রাদ্ধিতি শব্দে—ভোজনাদীতি । অপরোকজ্ঞানবতো বা পরোকজ্ঞানবতো বা ভোজনাদিপ্রবৃত্তিঃ । নাচঃ, অনভ্যুপগমাৎ তৎপ্রতীতেকাধিতানুভূতি-মাত্রাহ, অগ্নিহোত্রাদেববাধিতাভিমাননিমিত্তস্ত তথাহানুপপত্তিরিত্যভিপ্রেতাহ—নেতি । ন দ্বিতীয়ঃ । পরোকজ্ঞানিনঃ শাস্ত্রানাপেক্ষকুংপিপাসাদিদোষকৃতহাৎ তৎপ্রবৃত্তিরিষ্টবাদিত্যাহ—অবিজ্ঞাদিতি । অগ্নিহোত্রাদ্যপি তথা শ্রাদ্ধিতি চেৎ ; ন ; ইত্যাহ—ন ইতি । ভোজনাদি-পনন্তেরাবশ্যকত্বানুপপত্তিঃ বিবৃণোতি—কেবলেনিতি । ১৩ ।

ন হু তপেহাদি প্রপঞ্চয়তি—শাস্ত্রনিমিত্তেতি । তর্হি শাস্ত্রবিচারকালাদপেক্ষাহং নিত্যা-নামদোষপ্রভবঃ ভবেদিতিশঙ্ক্যাহ—দোষেতি । এবং দোষকৃতহেপি নিত্যানাং শাস্ত্রসাপেক্ষাহং কালাদপেক্ষমবিরুদ্ধমিত্যাহ—এবমিতি । ভোজনাদের্দোষকৃতহেপি—

“চাতুর্কর্ণ্যঃ চরেদ্ভক্ষ্যং মতীনাশ্চ চতুঃপদম্”

ইত্যাদিনিয়মবৎ বিহুষোহগ্নিহোত্রাদিনিয়মোহপি শ্রাদ্ধিতি শব্দে—ভোজনাদীতি । বিহুষো নাস্তি ভোজনাদিনিয়মঃ, অতিক্রান্তবিধিহাৎ । ন চ এতাবতঃ যপেষ্টেচেষ্টাপত্তিঃ, অধর্ম্মাধীন! অবিবেককৃত্য হি সা! ন চ তে বিহুষো বিদ্বতে । অতোহবিদ্যাবস্তায়ামপি অসত্যে যপেষ্টেচেষ্টা বিজ্ঞাদশায়াঃ কৃতঃ শ্রাৎ । সংস্কারস্তাপাভাবাৎ । বাধিতানুভূতিশ্চ । অগ্নিহোত্রাদেবশ্রাভাসহাৎ ন বাধিতানুভূতিরিত্যাহ—নেতি । কিঞ্চ অবিহুষাৎ বিবিদিব্য়ামেম নিয়মঃ ; তেষাং বিধিনিষেধ-গোচরহাৎ । ন চ তেষামপেয জ্ঞানোদয়পরিপত্তী । তস্মাচ্ছানিত্তিরপুস্ত সয়ংক্রিয়াস্তাবাৎ । নাপি সক্রিয়ামাকিপন্ ব্রহ্মবিদ্যাং প্রতিজ্ঞপতি । অশ্বনিবৃত্তাস্থানঃ তদাপেক্ষকত্বাসিদ্ধিরিত্যাহ—নিয়মশ্চেতি ।

কৰ্ম্মহু রাগাদিমতোহধিকারাদ্বিরক্তস্ত জ্ঞানাদিকারাজ্জ্ঞানিনো হেহভাবাদেব কৰ্ম্মাভাবাৎ তস্ত ভোজনাতুল্যহাৎ, তদ্বাদেঃ সৰ্ব্ববাপারোপরমাস্বকজ্ঞানভেদোনিবর্তকয়েন প্রামাণ্যং প্রতিপাদিতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি । তস্ত বিধিরূপাদকং বাক্যম্, তস্ত নিষেধবাক্যবৎ তত্ত-জ্ঞানহেতোঃ তদ্বিরোধিমথাজ্ঞানধ্বংসিত্বাদশেষবাপারনিবর্তকয়েন কূটস্থবস্তনিষ্ঠস্ত যুক্তং প্রামা-ণ্যম্ । মিথ্যাজ্ঞানধ্বংসে হেহভাবে ফলাভাবস্তায়েন সৰ্ব্বকৰ্ম্মনিবৃত্তিরিত্যর্থঃ । তৎপদোপান্তঃ হেতুমেব প্ৰদীয়তি—কৰ্ম্মপ্রবৃত্ত্যিতি । যথা প্রতিষেধো ভক্ষণাদৌ প্রতিষেধশাস্ত্রবশাৎ প্রবৃত্ত্যভাবস্তথা তদ্বস্ত্যাদিবাক্যানামর্থ্যাৎ কৰ্ম্মশ্চপি প্রবৃত্ত্যভাবস্ত তুল্যহাৎ প্রামাণ্যমপি তুল্যমিত্যর্থঃ । প্রতিষেধ-শাস্ত্রানামো তদ্বস্ত্যাদিশাস্ত্রোচ্চামানে তথৈব নিবৃত্তিনিষ্ঠহং শ্রাৎ, ন বস্তপ্রতিপাদকহমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি । প্রতিষেধো হি প্রসক্তক্রিয়াং নিবর্তয়ন্তুত্বলক্ষিতোদাসীতাস্বকে বস্তনি-পর্থাবস্ততি । তথা তদ্বস্ত্যাদিবাক্যস্তাপি বস্তপ্রতিপাদকত্বমবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ । বেদান্তানাং সিন্ধে প্রামাণ্যবৎ অর্থবাদানীনামশুপারাগামপি সংবাদবিসংবাদয়োরাভাবে স্বার্থে মানহমিকৌ সিদ্ধা-বিশুদ্ধাদিশুণবতী প্রাগদেবতেন চকারার্থঃ ॥ ১০ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ : 'দ্বয়া' অর্থ দুই প্রকার । 'হ' শব্দ পূর্ববৃত্তান্তসূচক 'নিপাত' পদ । বর্তমান কল্পীয় প্রজাপতির পূর্বজন্মে যাহা ঘটিয়াছিল, 'হ' শব্দে তাহাই প্রকাশ করিয়া দিতেছে । প্রজাপত্য অর্থ—প্রজাপতির সন্তানগণ ; অর্থাৎ প্রজাপতির জন্মোত্তরকালীন সমুৎপন্ন সন্তানগণ । তাহারা কে কে ? দেবতা ও অমরগণ, অর্থাৎ সেই প্রজাপতিরই বাক্ প্রভৃতি প্রাণসমূহ । তাহাদের দেবত্ব ও অমরত্ব হইল কি প্রকারে ? তাহা বলা হইতেছে—প্রাণসমূহ শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞান ও কৰ্ম্মানুষ্ঠান-লব্ধ সংস্কারসম্পন্ন হওয়ায় জ্ঞানোৎকর্ষ নিবন্ধন দেবতা-পদবাচ্য হয়, তাহারাই আবার লোকসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে ঐহিক প্রয়োজনমাত্র-সাধনক্ষম জ্ঞান ও কৰ্ম্মানুষ্ঠান-জনিত সংস্কারবিশিষ্ট হইয়া কেবল নিজ নিজ প্রাণপরি-তৃপ্তিতে রত থাকে বলিয়া, অথবা স্মর—দেবতা হইতে ভিন্ন বলিয়া অমরপদবাচ্য হয় (৩) । বেহেতু অমরগণ স্বভাবতই ঐহিক প্রয়োজনসাধক কৰ্ম্ম ও জ্ঞানে অনুরক্ত, সেই হেতুই দেবগণ কানীয়স । কানীয়স অর্থ—কনীরান্ (কনিষ্ঠ) অর্থাৎ অল্পসংখ্যক । 'কনীরস' শব্দের উত্তর স্বার্থে অণু প্রত্যয়ে বুদ্ধি করিয়া 'কানীয়স' পদ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে । আর অমরগণ জ্যায়স অর্থাৎ অধিক ; বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের শাস্ত্রোপদিষ্ট কৰ্ম্ম ও জ্ঞান-প্রবৃত্তি অপেক্ষা, স্বাভাবিক অনুরাগমূলক ঐহিক কৰ্ম্ম ও জ্ঞানানুষ্ঠানেই সমধিক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ; এই জন্ত অমরের সংখ্যা অধিক । শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞান ও কৰ্ম্মানুষ্ঠান স্বভাবতই বহু আয়াস-সাধ্য ; সুতরাং তদ্বিবয়ে প্রবৃত্তিও অতি অল্প ; কাজেই দেবতাগণের সংখ্যায় অল্পতা ঘটিয়াছে । ১ ।

প্রজাপতির শরীরস্থিত সেই দেবতা ও অমরগণ এই লোকের নিমিত্ত স্পষ্টীকৃত করিয়াছিল, অর্থাৎ অমরগণ স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগমূলক কৰ্ম্ম ও জ্ঞান-সাধ্য বিবরণ

(৩) তাৎপৰ্য্য—এখানে বর্ণিতে হইবে যে, সাত্ত্বিক ও রাজসিক বৃত্তিবিধিষ্ট বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ই ক্রমে 'দেবতা' ও 'অমর' নামে অভিহিত হইয়াছে । ইন্দ্রিয়গণের সাত্ত্বিক ও রাজসিক বৃত্তিসমূহের মধ্যে পরস্পর বিরোধ চিরকালই আছে ; চিরকালই একে অপরকে অভিস্রুত করিয়া নিজের প্রাধান্য লাভ করিতে চেষ্টা করে । এই সাত্ত্বিক বৃত্তিসমূহ (দেবতাগণ) চাহে—শাস্ত্রের উপদেশানুসারে তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন ও সংকল্পের অনুষ্ঠান করিতে, আর রাজস বৃত্তিসমূহ (অমরগণ) চাহে—লোকসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে পরিজ্ঞাত ঐহিক স্পৃহাসন্তোষ ও তৃপ্তিসাধনের অনুষ্ঠান করিতে । প্রজাপতির দ্বায় প্রত্যেক জীবের—বিশেষতঃ মনুষ্যের ক্ষেত্রে এই দেবাত্ম-সংগ্রাম অহরহ চলিতেছে । যেন হয়, ক্রান্তির এই দেবাত্ম-সংগ্রামের দ্বারা অবলম্বনেই পুরাণ শাস্ত্রে দেবাত্ম-সংগ্রামের স্মৃতি হইয়াছে ।

ভোগের জন্য, আর দেবগণ শাস্ত্রোপদেশলব্ধ কৰ্ম ও জ্ঞানসাধ্য বিষয় পাইবার নিমিত্ত পরস্পর স্পর্ধা করিয়াছিলেন । এখানে স্পর্ধা অর্থ—দেবতা ও অসুরগণের সাময়িক বৃত্তিবিশেষের উদ্ভব ও অভিভব, অর্থাৎ কখনও প্রাণের মধ্যে শাস্ত্রোপদিষ্ট কৰ্ম ও জ্ঞানচিন্তাস্বয়ক বৃত্তি (ব্যাপার) প্রকাশ পাইয়া থাকে । যখন ই প্রকার বৃত্তি প্রোত্ভূত হয়, তখন সেইসকল প্রাণের প্রত্যক্ষ ও অনুমানলব্ধ ঐহিক প্রয়োজনসাধক জ্ঞান ও কৰ্মভাবনাস্বয়ক আসুরী বৃত্তি পরাজিত হইয়া যায় ; তাহাই হইতেছে দেবগণের জয়, আর অসুরগণের পরাজয় । কখনও বা বিপরীতক্রমে দৈবী বৃত্তি অভিভূত হয়, আর আসুরী বৃত্তি প্রোত্ভূত হয় ; তাহাই অসুরগণের জয়, আর দেবগণের পরাজয় । এই প্রকারে যখন দেবগণের জয় হয়, তখন ধৰ্ম্মপ্রবৃত্তি বহুলপরিমাণে বৃদ্ধি পায়, এবং তাহার ফলে প্রজাপতিহ লাভপর্যাস্ত উৎকর্ষপ্রাপ্তি ঘটে, আবার যখন অসুরগণের প্রোত্ভা হয়, তখন অধৰ্ম্মের বাহুলা ঘটে, তাহার ফলে স্থাবরত্বপ্রাপ্তি পর্যাস্ত অধোগতি হইয়া থাকে ; আর যখন উভয়ের সমতা ঘটে, তখন মনুষ্যত্বপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । ২ ।

আধিকা নিবন্ধন অসুরগণ কর্তৃক অন্নসংগ্রহক দেবগণ এইরূপে পরাজিত হইয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা কথিত হইতেছে—দেবগণ অসুরগণকর্তৃক পরাজিত হইয়া পরস্পরকে বলিয়াছিলেন । তাহা কি প্রকার ? ভাল, এখন আমরা এই জ্যোতিষ্টোমনামক যজ্ঞে উদগীথ দ্বারা, অর্থাৎ উদগীথ ক্রিয়ার কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া অসুরগণকে পরাজিত করিব,—অসুরগণকে পরাভূত করিয়া শাস্ত্রোপদিষ্ট স্বীয় দেবভাব লাভ করিব, এই কথা পরস্পরকে বলিয়াছিলেন । এখানে বুঝিতে হইবে, উক্ত উদগীথ ক্রিয়ার কর্তৃত্বগ্রহণ ও জ্ঞান ও কৰ্ম্মের সাহায্যে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । তন্মধ্যে কৰ্ম্ম হইতেছে বক্ষ্যমাণ মনুষ্যত্বপায়ক, বাহা “তদেতানি জপেৎ” এইরূপে বিহিতহইবে ; আর এখানেই বাহার স্বরূপ নিরূপণ করা হইতেছে, তাহা হইতেছে সেই জ্ঞান । ৩

ভাল কথা, “হুয়া হ” ইত্যাদি বাক্যটী ত জ্ঞানবিধিপর নহে, অর্থাৎ উপাসনার বিধায়ক নহে, পরন্তু উহা হইতেছে দেবত্বলাভের উপায়ভূত জপবিধিরই অঙ্গ—অর্থবাদ মাত্র (উৎকর্ষবোধক প্রশংসামাত্র), [সুতরাং এখানে জ্ঞান-নিরূপণের কথা বলা হইতেছে, বল কি প্রকারে ?] না,—এ আপত্তি সঙ্গত হইতে পারে না । কারণ, “যঃ এবং বেদ” বলিয়া এখানে উপাসনারই বিধান করা হইয়াছে । [আচ্ছা, ইহা জপবিধির প্রশংসাপর অর্থবাদ না হয়, না হউক, কিন্তু] উদগীথপ্রকরণে “উদগায়ৎ” এইরূপ অতীতকালীন ঘটনার উল্লেখ থাকায় ইহা ত উদগীথ ক্রিয়ারই বিধায়ক হইতে পারে ? না, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, প্রথমতঃ, ইহা উদগীথক্রিয়ার

প্রকরণই নয় ; দ্বিতীয়তঃ, অগ্ন্যুৎসব (কৰ্মকাণ্ডেই) উদগীথের বিধান রহিয়াছে ; [একই ক্রিয়ার দুইবার বিধান হইতে পারে না ।] তৃতীয়তঃ, এটী বিদ্যারই (উপাসনারই) প্রকরণ । অভিপ্রায় এই যে, এখানে যে, উদগীথের প্রতীতি হইতেছে, তাহা উদগীথ-বিদ্যারই বিধায়ক, ক্রিয়া কিংবা জপের বিধায়ক নহে । চতুর্থতঃ, এখানে অভিপ্রায়-জপের নিত্যবিধি বা অবশ্য-কর্তব্যতা নাই, পরন্তু উদগীথ-বিজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই ইহা প্রযোজ্য ; [বিজ্ঞানের পূর্বে ত তাহার বিধান করা সম্ভব হয় না] । পক্ষান্তরে, বিজ্ঞানেরই নিত্যতা-বোধক অনুরূপ বিধিপ্রতি রহিয়াছে ; পঞ্চমতঃ, বিজ্ঞানের সম্বন্ধেই “তদ্বৈতলোকজিদেব” ইত্যাদি ফলশ্রুতিও রহিয়াছে ; ষষ্ঠতঃ, প্রাণ ও বাগাদির সম্বন্ধে ঔদ্ধি ও অশুদ্ধির উল্লেখ রহিয়াছে ; [সাধার বিধান হয়, তাহারই প্রশংসা করা আবশ্যক হয়, কিন্তু প্রাণ] যদি উপাস্তই না হইত, তাহা হইলে প্রাণের বিশুদ্ধি বর্ণনা (নিষ্পাপত্ব কথন) কখন, এবং তাহার সহিত একসঙ্গে নিষ্কিষ্ট বাগাদির অশুদ্ধি কখন, আর বাক্ প্রভৃতির নিন্দা দ্বারা মূখ্যপ্রাণের প্রশংসা জ্ঞাপন শ্রুতির অভিপ্রেত হইলেও উপপন্ন হইতে পারে না, এবং ‘মৃত্যু অতিক্রম করিয়া দীপ্তি লাভ করে’ ইত্যাদি ফল-কথনও সম্ভব হইতে পারে না । কেন না, বাক্ প্রভৃতির যে, অগ্ন্যাদিভাবপ্রাপ্তি, তাহা ত প্রাণ-স্বরূপত্ব প্রাপ্তিরই ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে, [অথচ বিজ্ঞানের বিধি না থাকিলে প্রাণস্বরূপতা প্রাপ্তি হইতেই পারে না ।] ৪

আচ্ছা, প্রাণের উপাসনা বিধিত হয়, শুটক ; কিন্তু প্রাণের বিশুদ্ধি প্রভৃতি গুণসম্বন্ধ ত কখনও বিধিত হইতে পারে না । না, শ্রুতিতে যখন গুণের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই উহা বিধিত হইতে পারে । না—তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, প্রাণের উপাস্তত্ব নিবন্ধন তাহার প্রশংসার্থও ঐরূপ গুণের উল্লেখ হইতে পারে । না,—তাহা হইতে পারে না ; কারণ, লোকবাবচারের জ্ঞান [শ্রুতিতেও] যথার্থ বস্তুবিজ্ঞান হইতেই প্রকৃত শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির কথাই দেখিতে পাওয়া যায় । জগতে যে ব্যক্তি যথার্থ বস্তু গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তিই আপনার অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হয়, কিংবা অনিষ্টপ্রাপ্তি হইতে নিবৃত্ত হয়, [কিন্তু ভ্রান্ত বিষয় গ্রহণের ফলে কখনই ঐরূপ হয় না ।] ঠিক সেইরূপ, এস্থলেও শ্রুতিবাক্যের যথার্থ অর্থ উপলব্ধি করিলেই তাহা হইতে প্রকৃত শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি সম্ভব হয়, কিন্তু তাহার বিপরীত হইলে হয় না । আর উপাসনাবিধায়ক শ্রুতিবাক্য হইতে যে, জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্বিপরীত পদার্থের অসত্যতা বিষয়ে যে, কোন প্রকার প্রমাণ আছে, তাহাও নহে । বিশেষতঃ, তাদৃশ জ্ঞানের কোথাও নিন্দা বা অসত্যতাও

জনা যাইতেছে না ; বরং তাহা হইতে যখন শ্রেয়ঃসিদ্ধির কথা দেখা যায়, তখন তাহার সত্যতাই আমরা বুঝিয়া থাকি ; কারণ, বিপর্যায় জ্ঞানে বা ভ্রান্তিবুদ্ধিতে অনর্থলাভই—তঃপ্রাপ্তিই দেখা যায় । জগতে যে ব্যক্তি বিপরীত বা অসত্য বিষয় গ্রহণ করে—যেমন মনুষ্যকে স্থাপুরূপে, কিংবা শত্রুকে মিত্ররূপে মনে করে, সে ব্যক্তির অনর্থপ্রাপ্তিই দেখা যায় । বিশেষতঃ, প্রতি হইতে পরিজ্ঞাত আত্মা, ঈশ্বর ও দেবতা প্রভৃতি যদি অসত্যই হইবে, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই বিপরীতার্থগ্রাহক শাস্ত্র ও লোকব্যবহারের দ্বারা কেবল অনর্থপ্রাপ্তিরই কারণ হইয়া দাঁড়ায় ; অথচ কেহই ত তাহা স্বীকার করে না । অতএব বুঝিতে হইবে যে, শাস্ত্র যে, উপাসনার্থ আত্মা, ঈশ্বর ও দেবতাপ্রভৃতি প্রতিপাদন করিয়া থাকে, সে সমুদয়ই সত্য (কোনটাই মিথ্যা বা আরোপিত নহে) । ৫

[কর্মমীমাংসকের আপত্তি—(১)] যদি বল, অব্রজ নামপ্রভৃতিতেও ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান দেখিতে পাওয়া যায় ; সুতরাং তোমার উক্ত কথা ত যুক্তিযুক্ত নহে, অর্থাৎ যদি বল, নাম প্রভৃতির যে, অব্রজ, ইত্যাদি স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, অথচ স্থাপু প্রভৃতিতে মনুষ্যবুদ্ধির দ্বারা সেই অব্রজ নামাদিতেও শাস্ত্রকে তদ্বিপরীত (অসত্য) ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান করিতে দেখা যায় ; অতএব শাস্ত্র হইতে যে, যথার্থ বিষয়েরই জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানেই যে, শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হয়—বলা হইয়াছে, তাহা ত যুক্তিসঙ্গত হয় নাই । না—ইহাও অসঙ্গত হয় না ; কারণ, প্রতিমাপ্রভৃতিতে যেমন ভেদপ্রতীতি হইয়া থাকে, তেমনি এখানেও ভেদোপলব্ধি রহিয়াছে । আর শাস্ত্র যে, অব্রজ নামপ্রভৃতিতে ব্রহ্মদৃষ্টির উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহা যে, স্থাপু প্রভৃতিতে পুরুষদৃষ্টির দ্বারা অসত্য বলিয়াছে ; তাহাও ভাল বল নাই । কারণ ? যাহারা নামপ্রভৃতিকে ব্রহ্ম হইতে পূর্ণক বস্তু বলিয়া অবগত আছেন, তাহাদের সম্বন্ধেই নামপ্রভৃতিতে ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান করা হইয়া থাকে—অর্থাৎ প্রতিমাপ্রভৃতিতে বৈরূপ ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান করা

(১) তাৎপৰ্য্য—মীমাংসকের অভিপ্রায় এই যে, যাগাদি ক্রিয়া প্রতিপাদন করাই বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য । যেখানে ক্রিয়াবিধি নাই—কেবলই বস্তুবিশেষের স্বরূপ-কণন মাত্র আছে, সেখানে বেদবাক্যের প্রামাণ্য নাই ; সুতরাং কেবলই ব্রহ্ম-প্রতিপাদক “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি বাক্যও অগ্রমাণ, কাজেই এই প্রকার বেদবাক্য দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না ; অতএব ব্রহ্ম কেবল কল্পিত পদার্থ মাত্র—অসৎ । সত্য নামাদিতে সেই কল্পিত পদার্থেরই আরোপপূর্বক চিন্তার উপদেশ করা হইয়াছে । ভাস্কর্য্যকার এই আপত্তির গওনার্থ উদাহরণরূপে কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন ।

হইয়া থাকে, ইহাও ঠিক তদ্রূপই। আর নামপ্রভৃতিতে যে ব্রহ্মদৃষ্টি, তাহাও ঠিক প্রতিমাপ্রভৃতি আলম্বনে ব্রহ্মদৃষ্টির জ্ঞায় আলম্বনরূপেই (চিন্তার বিষয়রূপেই) বিবিত হইয়া থাকে ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু নামপ্রভৃতিই ব্রহ্মস্বরূপ নহে। স্বাগুকে (শাখাদিবিহীন বৃক্ষকে) স্বাগু বলিয়া বুঝিতে না পারিলে, তাহাতে যেরূপ তদ্বিপরীত ভ্রমাত্মক মনুষ্যাকারে নিশ্চয়-বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, নামপ্রভৃতিতে ব্রহ্মবুদ্ধি কিন্তু তদ্রূপ বিপরীত জ্ঞান বা ভ্রান্তিবুদ্ধি নহে, (তাহা আলম্বনবিষয়ক যথার্থ বুদ্ধিই বটে) (২) । ৬

যদি বল, কথিত স্থলে কেবল ব্রহ্মদৃষ্টিরই বিধান করা হইয়াছে মাত্র, বস্তুতঃ ব্রহ্ম বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। ইহা দ্বারা প্রতিমা ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতির উপর যে বিষ্ণু, দেবতা ও পিতৃহাদি দৃষ্টি, তাহারও তুল্যতা প্রদর্শিত হইল। না, এ কথাও বলিতে পার না ; কারণ, ঋক্ (মন্ত্র) প্রভৃতিতে যে, পৃথিব্যাদি দৃষ্টির বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে ঋক্ প্রভৃতি বিষয় বিদ্যমানই রহিয়াছে, পৃথিবী প্রভৃতি সত্য বস্তুই তাহাতে দৃষ্টিমাত্র-আরোপের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, (কিন্তু অসং পদার্থের নহে)। অতএব তাহার সহিত সামা পাকায়, নামপ্রভৃতিতে যে, ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান, সেখানেও দৃষ্টির বিষয়ীভূত ব্রহ্মপ্রভৃতি বিষয়ের বিদ্যমানতা বা সত্যতা সিদ্ধ হইতেছে। এই যুক্তি অনুসারে, প্রতিমা ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতেও বিষ্ণু, দেবতা ও পিতৃহাদি দৃষ্টির বিষয়ীভূত বস্তুগুলির সত্যতা সিদ্ধ হইতেছে (৩)। বিশেষতঃ গৌণ বা আরোপজ্ঞান মাত্রই মুখ্যাপেক্ষিত অর্থাৎ সত্য-বস্তু সাপেক্ষ ; যেমন ‘পঞ্চায়বিদ্যা’ প্রভৃতি স্থলে [আরোপিত] অগ্নির

(২) তাৎপৰ্য্য—জ্ঞানমাত্রেরই একটি বিষয় থাকে, কশ্মিন্ কালেও নির্দিষ্টকাল জ্ঞান হইতে পারে না ; অথচ নিগুণ ব্রহ্ম কখনই সাধারণ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন না ; এই ভ্রম ব্রহ্মচিন্তার প্রথমতঃ কোন একটি স্থল বিষয় অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয়, নাম প্রভৃতি বিষয়গুলিই ব্রহ্মচিন্তার সেই প্রাথমিক বিষয় বা আলম্বন। অধ্যাত্মশাস্ত্রে প্রধানতঃ ব্রহ্মপ জ্ঞানের বিষয়কেই আলম্বন বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে।

(৩) তাৎপৰ্য্য—কৰ্ণ-সীমাসক আপত্তি করিয়াছিলেন যে, নামপ্রভৃতি অব্রহ্ম পদার্থে যে, ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান আছে, বুঝিতে হইবে, সেখানে ব্রহ্ম বলিয়া কোনও পদার্থ নাই ; কেবল ঐ অসত্য ব্রহ্মরূপে নামাদিরই চিন্তা করিবার বিধান করা হইয়াছে মাত্র। তদুত্তরে ভাস্কর্য্যকার বলিতেছেন যে, না, এ কথা ঠিক হইতেছে না ; কারণ, যদি ব্রহ্ম বলিয়া কোনও সত্য বস্তু না থাকিত, তাহা হইলে অব্রহ্ম নামাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধি করা কখনও কাহারো পক্ষে সম্ভবপর হইত না ; সর্গ বলিয়া একটা সত্য বস্তু না থাকিলে, কখনই ব্রহ্মতে সর্গবুদ্ধি হইতে পারিত না। বিশেষতঃ উপনিষদের মধ্যেও অন্ততঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঋক্ প্রভৃতি বেদভাগকে পৃথিবী

গৌণত্ব নিবন্ধন মুখা অগ্নির সম্ভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে, (৪) তদ্রূপ এখানেও নামপ্রভৃতিতে ব্রহ্মভাবের গৌণত্ব নিবন্ধন মুখা বা সত্য প্রকৃতিরও সম্ভাব প্রমাণিত হইতেছে । ৭

অপিচ, যাগাদি ক্রিয়ার জ্ঞান বিজ্ঞানবিষয়ে উপাত্তসম্বন্ধেও কোনও পার্থক্য না থাকায় ব্রহ্মসম্ভাব সিদ্ধ হইতেছে । যেমন বিশিষ্ট কালের জ্ঞান বিশিষ্ট কর্তব্যপ্রণালী ও বিশেষ বিশেষ ক্রম-সহকারে বিহিত দর্শ-পৌৰ্ণমাসাদি বাগের অঙ্গীভূত ফলাদি সমস্তই অলৌকিক অর্থাৎ লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর, অথচ একমাত্র বেদবাক্যই সে সমুদয়ের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকে, তেমনি স্থূলত্বাদি-ধর্মবিহীন ও অশনারাদিধর্মরহিত পরমাত্মা, ঈশ্বর ও দেবতা প্রভৃতি পদার্থও প্রত্যক্ষাদির অগোচর ; [সুতরাং কর্মক্ষমীমাংসকের অভিমত কর্মক্ষলাদির সহিত] এ সমস্তেরও কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই ; এইজন্যই ঐ সমস্ত বিষয় কেবল বেদবাক্য হইতেই বিজ্ঞাত হইয়া থাকে ; অতএব অলৌকিকত্ব বশতঃ অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি অস্ত্র কোনও প্রমাণের অধিকার না থাকায় ঐ সমস্ত পদার্থকে সেইরূপই অর্থাৎ বেদ যাহা যে প্রকার জ্ঞাপন করিয়াছে, তাহা ঠিক সেইরূপই—সত্য বলিয়া স্বীকার করা উচিত । আর জ্ঞানোৎপাদনের পক্ষে ক্রিয়াবোধক বাক্যের সহিত জ্ঞানপ্রকাশক বাক্যের যে, কিছুমাত্রও বৈষম্য আছে, তাহাও নহে অর্থাৎ উভয় বাক্য হইতেই যথাযথ অর্থপ্রতিষ্ঠা সমানভাবেই হইয়া থাকে ; বস্তুতঃ পরমাত্ম-বিষয়ে কখনও ভ্রান্ত বা সংশ্লিষ্ট জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় না ; [অতএব ক্রিয়াবোধক বাক্যের জ্ঞান ব্রহ্মবোধক বাক্যও প্রমাণ এবং তাহার অর্থও নিশ্চয়ই অভ্রান্ত—সত্য । ৮ ।

প্রভৃতিরূপে চিন্তা করিবার উপদেশ রহিয়াছে । সেখানেও ত পৃথিবীাদি বস্তুগুলি অসত্য নহে, পরন্তু সত্যই বটে ; তদনুসারে প্রতিমা প্রভৃতিতেও যে, বিষ্ণুহাদি বুদ্ধির উপদেশ, বুঝিতে হইবে, সেই বিষ্ণু প্রভৃতিও নিশ্চয়ই সত্য পদার্থ, নিশ্চয়ই কেবল সে কল্পনামাত্র নহে ।

(৪) তাৎপৰ্য্য—ছান্দোগ্য-উপনিষদের মধ্যে ‘পঞ্চাগ্নি-বিজ্ঞা’ নামে একটি প্রকরণ আছে । সেখানে ছালোক, পঞ্চজ, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী, এই পাঁচটি পদার্থকে অগ্নিরূপে চিন্তা করিবার উপদেশ আছে । বুঝিতে হইবে, সেখানে যেমন, ‘অগ্নি’ বলিয়া একটি পদার্থ লোক-প্রসিদ্ধ আছে বলিয়াই অনগ্নি ছালোক প্রভৃতিতে অগ্নিচিন্তার উপদেশ হইয়াছে, অগ্নি বলিয়া কোন পদার্থ না থাকিলে কখনই ঐরূপ চিন্তার অবসর হইত না, তেমনি এখানেও ব্রহ্ম বলিয়া কোনও সত্য পদার্থ না থাকিলে, নাম প্রভৃতি পদার্থে কখনই ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান ও আরোপ সম্ভবপর হইত না । এই জাতীয় বহুতর উদাহরণ দর্শনে প্রমাণিত হইতেছে যে, আরোপমাত্রই তত্ত্বলভ সত্যবস্তুরূপ-সাপেক্ষ ; এবং আরোপ হইতেও সত্যবস্তুর অস্তিত্ব অনুমেয় হয় ।

[মীমাংসকের পুনঃ শঙ্কা—] যদি বল, ব্রহ্মবোধক বাক্যে অনুষ্ঠানযোগ্য কোন প্রকার কৰ্ম না থাকায় উক্ত সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত হয় না,—অর্থাৎ যদি বল, ক্রিয়াবোধক বাক্যসমূহ যেরূপ অলৌকিক হইলেও অংশত্রয়সম্পন্ন ভাবনার (স্বর্গাদি কলোৎপাদক ব্যাপারবিশেষের) অনুষ্ঠেয়তা জ্ঞাপন করিয়া থাকে, (৫) পরমাত্মা ও ঈশ্বরাদিবিষয়ক জ্ঞানে ত সেরূপ কোনও অনুষ্ঠানের বিষয় নাই ; অতএব ক্রিয়াবোধক বাক্যের সহিত যে, জ্ঞানবোধক বাক্যের সাম্য বলা হইয়াছে, সে কথা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না । না, এ কথাও বলিতে পার না ; কেন না, জ্ঞানের বিষয় হইতেছে ‘তথাভূত’ বা সিদ্ধ বস্তু ; [সুতরাং, তাহার প্রামাণ্যও স্বাভাবিক বা স্বতঃসিদ্ধ] ; কারণ, অংশত্রয়সম্বন্ধিত অনুষ্ঠেয় ভাবনার যে, অনুষ্ঠেয়ত্ব-নিবন্ধনই সত্যতা বা প্রামাণ্য হয়, তাহা নহে ; পরন্তু প্রমাণলব্ধ বলিয়াই হয় । আর সেই ভাবনাবিষয়ক বুদ্ধিও যে, বিষয়ের অনুষ্ঠেয়তা-নিবন্ধনই সত্যতালাভ করিয়া থাকে, তাহাও নহে ; তবে কি ? না, বেদবাক্য-জ্ঞানিত বলিয়াই [সত্যতালাভ করিয়া থাকে] । বেদবাক্যাবগত বিষয়ের সত্যতা অবধারিত হইলে পর, সেই বিষয়টি যদি অনুষ্ঠানযোগ্য হয়, তাহা হইলেই লোকে তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় ; আর যদি অনুষ্ঠানযোগ্য না হয়, তাহা হইলে তাহার অনুষ্ঠানে বিরত হয়, [এই মাত্র বিশেষ] । আপত্তি হইতে পারে যে, অনুষ্ঠের না হইলে, বেদবাক্যের ত প্রামাণ্যই হইতে পারে না ; কেন না, প্রতিপত্ত বিষয়টি অনুষ্ঠানযোগ্য না হইলে, ততক্ষেত্রে পদসমূহের অনর্থক সংহতিই (সম্মিলন—বাক্যভাব ধারণাই) সঙ্গত হইতে পারে না ; কারণ, বিষয়টি অনুষ্ঠানযোগ্য হইলেই তন্নিমিত্ত পদসমূহের সম্মিলন সম্ভবপর হইতে পারে । তন্মধ্যে ‘এই কার্য্য এই ব্যক্তির এইরূপে কর্তব্য’, এই প্রকার অনুষ্ঠানোপদেশক বাক্যই প্রমাণ হইয়া থাকে ; কিন্তু ‘কুর্য্যৎ, ক্রিয়েত, কর্তব্যং, ভবেৎ, জ্ঞাতং’ এই পাঁচটির একটিও না থাকিলে, কেবল বস্তুমাত্রবোধক ‘এই

(৫) তাৎপর্য্য—‘ভাবনা’ অর্থ—“ভবিতুর্ভবনামুকুলো ব্যাপারঃ” অর্থাৎ ভাবী স্বর্গাদির বা তজ্জনক অদৃষ্টোৎপত্তির অনুকূল যে কর্তার ব্যাপার অর্থাৎ প্রযত্ন, তাহার নাম ‘ভাবনা’ । ভাবনা দুইপ্রকার ; —(১) শাকী ও আর্ষী । তন্মধ্যে “স্বর্গকামো যজ্ঞতঃ” (স্বর্গাভিলাষী ব্যক্তি বাগ করিবে), এইটি শাকী ভাবনার উদাহরণ । এই ভাবনার অপেক্ষিত অংশ তিনটি—‘কিং, কেন, ও কথং’ । ‘যজ্ঞতঃ’ গুলিলেই জানিতে ইচ্ছা হয়—কিসের জন্ত বাগ করিবে ? কিসের দ্বারা বাগ করিবে ? এবং কিপ্রকারে বাগ করিবে ? এই আকাজক্ষা পূরণের দ্রষ্ট কৰ্ম্মকাণ্ডে যাপের কস, সাধন ও উক্তিকর্তব্যতা (যে প্রণালীতে বাগ সম্পাদন করিতে হয়, সেট প্রণালী) যথাযথরূপে নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডে সেরূপ কোনও ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না ।

বস্তু এই প্রকার' এবং বিধ শত শত পদ একত্রিত হইলেও কখনই বাক্যস্থ লাভ করিতে পারে না (৬); অতএব পরমাত্মা ও ঈশ্বরবোধক পদসমূহ প্রমাণভূত বাক্য বলিয়াও গণ্য হইতে পারে না । ৯ ।

যদি বল, ব্রহ্ম যদি নিশ্চয়ই সত্য পদার্থ হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি অল্প প্রমাণেরও বিবরণ হইতেন; তাহা যখন হন না, তখন নিশ্চয়ই তিনি অসৎ । না—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, অন্তর্ধানবিহীন বিষয়েও 'চারি প্রকার বর্ণবিশিষ্ট সূমেরু' নামে একটি পর্বত আছে' ইত্যাদি বাক্যের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় । 'সূমেরু পর্বতটী চতুর্বিধ বর্ণবিশিষ্ট' এইজাতীয় বাক্যশ্রবণের পর, মেরুপ্রভৃতির সম্বন্ধে কাহারো কোন প্রকার অন্তর্ভেদ-বুদ্ধি উপস্থিত হয় না । এই প্রকার, 'অস্তিত্ব-পদ-সম্বন্ধিত (সত্ত্বাবোধক পদবৃত্ত) পরমাত্মা ও ঈশ্বরের প্রতি-পাদক বাক্যান্তর্গত পদসমূহেরও বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে সম্মিলিত হইতে কে বাধা দিবে? যদি বল, মেরু প্রভৃতির জ্ঞানে যেরূপ সপ্রয়োজনতা আছে, পরমাত্মজ্ঞানে ত সেরূপ কোনও প্রয়োজন নাই? সুতরাং, ঐরূপ বাক্যসঙ্কলনটা যুক্তিযুক্ত হই-তেছে না । না,—সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পরম বস্তু লাভ করেন' [ব্রহ্মবিদের] হৃদয়গ্রন্থি—অহঙ্কারাদি বন্ধন ছিন্ন হয়' এইরূপ ফল-শ্রুতি, এবং সংসারের বীজভূত অবিষ্টাদি দোষের নিবৃত্তিও দৃষ্ট হয় । বিশেষতঃ ব্রহ্ম-জ্ঞান যখন অল্প কাহারও অঙ্গ নহে—স্বপ্রধান, তখন যজ্ঞীয় জুহুর সম্বন্ধে ফলশ্রুতির জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের ফলশ্রুতিকেও অর্থবাদ করনা করা সম্ভবপর হয় না (৭) । ১০ ।

(৬) তাৎপৰ্য্য—“কুযাৎ ক্রিয়েত কৰ্ত্তবাঃ ভবেৎ স্তাদিতি পঞ্চমম্ । এতৎ স্তাৎ সৰ্ব্ববেদেবু নিয়তঃ বিধিলক্ষণম্ ।” অর্থাৎ 'করিবে' ও 'হইবে' ইত্যাদি যে পাঁচটি ক্রিয়াপদ লিখিত হইল, সমস্ত বেদে এই পাঁচটি ক্রিয়াপদই বিধির অবাঞ্ছিত্যরী লক্ষণ; সুতরাং 'অমুক বস্তু এইরূপ' 'এই বস্তু এইরূপ' ইত্যাদি বস্তু-স্বরূপমাত্রাবোধক পদগুলি কখনই সম্মিলিত হইয়া বাক্যস্থ লাভ করিয়া প্রমাণরূপে পরিগণিত হইতে পারে না; সুতরাং ব্রহ্মবোধক পদগুলিও ঠিক এই প্রকারেই অপ্রমাণ হইয়া পড়িতেছে ।

(৭) তাৎপৰ্য্য—জুহু একপ্রকার যজ্ঞীয় হবিঃপ্রদানের পাত্র, তাহা পত্র দ্বারাও নির্মিত হইতে পারে, অস্ত্র বস্তু দ্বারাও হইতে পারে । সেইজন্ত শ্রুতি বলিয়াছেন “যন্ত পর্ণময়ী জুহুর্ভবতি, ন স পাপঃ শ্লোকঃ শৃণোতি” অর্থাৎ বাহার জুহু পাত্রটী পলাশাদি পত্রদ্বারা নির্মিত হয়, সে ব্যক্তি কখনও দুঃখবাক্তী শ্রবণ করে না । এখানে জুহু হইতেছে প্রধানভূত যজ্ঞের একটি অঙ্গ; প্রধানের উপকার সাধনই তাহার মুখ্য ফল; সুতরাং অত্রত্য ফলশ্রুতীকে প্রশংসাপর অর্থবাদ বলিতে হয় । অর্থবাদ তিন প্রকার;—(১) গুণবাদ (২) অনুবাদ ও 'ভূতার্থবাদ' । 'প্রত্যক্ষাদির বিরুদ্ধ কথা 'গুণবাদ' । যেমন, 'আদিত্যো যুগঃ' । 'প্রমাণান্তর-সিদ্ধ বিষয়ের উক্তি 'অনুবাদ',

আরও এক কথা, নিষিদ্ধ কৰ্মে যে, অনিষ্ট ফললাভ হয়, ইহাও ত কেবল বেদ হইতেই জানিতে পারা যায় ; কিন্তু সেই অনিষ্ট ফল ত অমৃত্যের ক্রিয়া নহে ; আর নিষিদ্ধ বিষয়ের অমৃত্যানে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে সেই ক্রিয়ামুষ্ঠান হইতে কেবল বিরত করা ভিন্ন আর যে কোন প্রকার অমৃত্যের আছে, তাহাও নহে । নিষিদ্ধ এক হত্যাদি কার্যের অকর্তব্যতা জ্ঞাপন করাই নিষেধবিধিসমূহের মূখ্য উদ্দেশ্য । যে ব্যক্তি নিষেধবিধিতে অভিজ্ঞ, ক্ৰোধের সময়েও তাহার নিকট কলঙ্ক বা পতিতায় প্রভৃতি অভক্ষ্য বস্তু উপস্থিত হইলে পর, 'ইহা পাণ্ড, ইহা ভক্ষ্য' এবং বিধি জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও সেই নিষেধ জ্ঞানের স্মৃতিবলে তাহা বাধিত হইয়া যায় । যেমন—মৃগতৃণায় ভ্রমকল্পিত জলে পেরজ্ঞান উপস্থিত হইলেও তদ্বিশয়ক প্রকৃত জ্ঞান দ্বারা তাহা বাধিত হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ । উপস্থিত সেই স্বাভাবিক ভ্রমজ্ঞান বাধাপ্রাপ্ত হইলে পর, তদ্বিশয়ে আর অনর্থকর ভোজনপ্রবৃত্তিও হয় না, (আপনা হইতেই তাহা নিবৃত্ত হইয়া যায়) । এসমস্ত স্থলে কেবল বিপৰীত জ্ঞানমূলক প্রবৃত্তিরই নিবৃত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্বিবৃত্তির জন্য আর কোন প্রকার যত্ন বা চেষ্টা করিতে হয় না । অতএব বস্তুর বাধ্যত্যা জ্ঞাপন করা অর্থাৎ নিষিদ্ধ কৰ্মের অনিষ্টকারিতা জ্ঞাপন করাই নিষেধবিধিসমূহের মূখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু তাহাতে লোককে কোন প্রকার অমৃত্যানে প্রবৃত্তি করবার নামমাত্রও নাই । ঠিক নিষেধবিধিসমূহের দ্বারা এখানেও পরমাত্ম্যপ্রভৃতির বাধ্যত্যা-বিজ্ঞানবিশয়ক বাক্য সমূহেরও পরমাত্ম্যবাধ্যত্যা জ্ঞাপন করাই একমাত্র মূখ্য উদ্দেশ্য । সেইজন্য, এই সমস্ত বাক্যার্থ পর্যালোচনার ফলে যাহার জ্ঞান সাক্ষারসম্পন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ ভাবে ভাবিত হইয়াছে, তদ্বিপৰীত জ্ঞানপ্রণোদিত প্রবৃত্তিসমূহের অনিষ্ট কারিতা বিজ্ঞাত থাকায়, এবং পরমাত্ম্যার বাধ্যত্যা জ্ঞান অন্তর্য পক্ষে উদ্ভিত হওয়ায় স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বাধিত হইয়া যায়, তখন আপনা হইতেই পুণ্যলোক প্রবৃত্তিসমূহের অভাব ঘটিয়া থাকে । ১১ ।

ভাল কথা, কলঙ্কপ্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণের অনিষ্টকারিতা অন্তর্য হওয়ায় স্বভাবসিদ্ধ তত্ত্বক্ষণীয়তা-ব্রাহ্মি তিরোচিত হইয়া যায় ; সুতরাং অনিষ্টকর কলঙ্কাদি ভক্ষণে বৈরূপ অপ্রবৃত্তি হওয়া স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু একজ্ঞানে দৃঢ় সাক্ষার জন্মিলেও

যেমন 'অগ্নিহিমন্ত ভেষজম্' । এই উত্তরপ্রকার হইতে ভিন্ন অর্থবাদের নাম 'তৃত্বার্থবাদ' । যেমন, "উল্লা বৃজার বজ্রমুদযজ্ঞঃ" । অর্থাৎ উল্লা বৃজারের উল্লেখে বজ্র উল্লভ করিয়াছিলেন । কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে যে, ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলশ্রুতি রহিয়াছে, তাহাও তাহারও অঙ্গ নহে ; সুতরাং তাহা অর্থবাদমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না ।

লোকের যে, শাস্ত্রবিহিত যাগাদি কার্যে প্রবৃত্তির অভাব হইবে, ইহা ত বৃত্তিসমূহ হইতে পারে না ; কারণ, বৈধ যাগাদি ক্রিয়াগুলি ত নিবেদনবিধির বিষয় নহে । না, এ আপত্তিও সঙ্গত হয় না ; কারণ, বিপরীত জ্ঞানমূলক যে, ইষ্টানিষ্টতাব, তাহা বৈধকর্মের পক্ষেও সমান । অভিপ্রায় এই যে, কলজাদি ভঙ্গনে প্রবৃত্তি যেরূপ ভ্রান্তিজ্ঞানপ্রণোদিত বলিয়া অনর্থ বা অনিষ্টকর, শাস্ত্রবিহিত প্রবৃত্তিসমূহেরও সেইরূপ অজ্ঞানমূলকত্ব ও অনর্থকরত্ব সমান । অতএব পরমাত্মবিষয়ে বাহার স্বার্থ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহার পক্ষে, শাস্ত্রবিহিত যাগাদি কার্যগুলিও ভ্রান্তি-জ্ঞানমূলকত্বে ও ইষ্টানিষ্টসাধনাংশে ভূলা হওয়ায়, পরমাত্ম-জ্ঞান দ্বারা মিথ্যা জ্ঞান উন্মূলিত হইবার পর বৈধকর্মেরও প্রবৃত্তি না হওয়া যুক্তিসঙ্গত বটে । ১২ ।

আচ্ছা, কামা যাগাদি কার্যে প্রবৃত্তি না হওয়া বৃত্তিসমূহ হইতে পারে সত্য, কিন্তু নিত্য কর্মসমূহ বর্জন কেবলই শাস্ত্রবিহিত এবং ইষ্টানিষ্টসাধকও নহে, তখন তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তির অভাব হওয়া ত বৃত্তিসম্মত হইতে পারে না । না, তাহা নহে ; কারণ, বাহ্যের অজ্ঞান ও অজ্ঞানমূলক রাগদেবাদি দোষসম্পন্ন, তাহাদের সম্বন্ধেই নিত্যকর্ম বিধিত হইয়াছে, (কিন্তু রাগদেবাদি-দোষবিহিতের সম্বন্ধে নহে) । [বৃত্তিতে হইবে,] যেমন স্বর্গকামনাদিরূপ দোষসম্পন্ন পুরুষের জন্ম 'দর্শপোর্ণ-মাসাদি' কামা কর্মসমূহ বিধিত হইয়াছে, তেমনি যে লোক সর্ববিধ অনর্থের বীজভূত অবিজ্ঞান-দোষে কলুষিত এবং অবিজ্ঞাপ্রসূত ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারের মূলভূত রাগদেবাদি দোষেও অভিভূত, তাহার প্রবৃত্তিতেও পূর্ববৎ অবিজ্ঞানদোষ সন্নিবিষ্ট থাকায়, বৃত্তিতে হইবে যে, তাদৃশ দোষসম্পন্ন লোকের জন্মই নিত্যকর্মসমূহ বিধিত হইয়া থাকে, কিন্তু কেবল শাস্ত্রের আদেশই উহার একমাত্র প্রযোজক নহে । অগ্নিহোত্র, দর্শপোর্ণমাস, চাতুর্মাস, পশুবন্ধ ও সোমযাগের কামাত্ব বা নিত্যত্ব অংশে স্বরূপতঃ যে, কোনপ্রকার বিশেষ আছে, তাহা নহে । কারণ, অন্তঃস্থানকর্তার যদি স্বর্গাদিকলে কামনা থাকে, তাহা হইলেই সেই দোষবলে কামাত্ব হইয়া থাকে, আর কর্তা যদি অবিজ্ঞান দোষসম্পন্ন এবং দোষ নিবন্ধন স্বভাবসিদ্ধ অমুরাগাদি দোষে ইষ্টলাভে ও অনিষ্টপরিহারে অভিলাষী হন, তাহা হইলে নিত্যকর্ম ও তাহার কাম্যফলের সাধক হয় ; কারণ, তাহার জন্মই উহা বিহিত হইয়াছে ; কিন্তু যে ব্যক্তির পরমাত্মবিষয়ে স্বার্থ জ্ঞান উদিত হইয়াছে, তাহার পক্ষে নিবৃত্তির উপায় নির্দেশ ভিন্ন কোথাও কোনরূপ কর্মের বিধান দেখিতে পাওয়া যায় না । কেন না, কর্মের নিমিত্তীভূত যে, দেবতাদি সর্ববিধ সাধন, সে সমুদয়ের অসত্যতা প্রদীপাদনপূর্বকই আত্মজ্ঞান বিধিত হইয়া থাকে ; স্তত্রাং

যাহার ক্রিয়া ও কার্যকাৰি বিশেষ জ্ঞান বিমুক্তিত (মিথ্যাক্রমে নিশ্চিত) হইয়াছে, তাহার পক্ষে ত কৰ্মপ্রবৃত্তি কখনও উৎপন্ন হইতে পারে না ; কারণ, ক্রিয়া ও তৎসাধনাদি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকিলেই লোকের ক্রিয়ামুঠানে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, (নচেৎ কখনই হয় না) । কারণ, যে ব্যক্তি দেশ ও কালাদি পরিচ্ছেদরহিত ও স্থলত্বাদিধৰ্ম্মবজ্জিত অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার পক্ষে কৰ্ম্মামুঠানের অবসরই বা কোথায় ? যদি বল, ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির ভোজনে যেমন প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তেমনি কৰ্ম্মামুঠানেও প্রবৃত্তি হইতে পারে ; না—তাঁহাও বলিতে পার না ; কারণ, লোকের যে, ভোজনাদি কার্যে প্রবৃত্তি হয়, অবিজ্ঞাই তাহার একমাত্র নিমিত্ত ; সুতরাং ভোজনাদি কার্য্যামুঠানের অবশ্যকৰ্ত্তব্যতা নাই, অর্থাৎ যখনই অবিজ্ঞাদোষের উদ্ভব হয়, তখনই ভোজনামুঠানের আবশ্যক হয়, আবার যে সময় সেই দোষের তিরোধান হয়, সে সময়ে ভোজনেরও আবশ্যক হয় না ; কিন্তু নিরত বা অবশ্যকৰ্ত্তব্য নিত্যকৰ্ম্মের অনুষ্ঠানে—কখনও করা, কখনও বা না করা, এইরূপ অনিয়মিত ব্যবহার কখনই হইতে পারে না । ভোজনাদি ক্রিয়াগুলি কেবলই দোষজন্ত বলিয়া এবং সেই দোষের উদ্ভব ও অভিভবের কোনরূপ নিয়ম না থাকার স্বৰ্গাদিকাননের দ্বারা ভোজনাদি প্রবৃত্তিও অনিয়ত বা কাদাচিৎক, (কিন্তু নিত্যকৰ্ম্মের সেরূপ অনিয়ত প্রবৃত্তি হইতে পারে না) (৮) । ১০ ।

বিশেষতঃ, শাস্ত্রোক্ত দেশকালাদি নিমিত্তসাপেক্ষ বলিয়াও নিত্যকৰ্ম্মের অনিয়তত্ব বা কাদাচিৎকতা হইতে পারে না । কাম্য ‘অগ্নিহোত্র’ যজ্ঞ যেমন শাস্ত্রনির্দেশানুসারে সায়াঃ ও প্রাতঃকাল-সাপেক্ষ, অর্থাৎ সায়াঃ ও প্রাতঃকালেই উহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, যে কোন সময়ে নহে, ঠিক তেমনি অবিজ্ঞাদি দোষমূলক নিত্যকৰ্ম্মসমূহও কালবিশেষসাপেক্ষ । ভাল কথা, জ্ঞানীদিগের ভোজনাদি প্রবৃত্তিবিষয়ে যেরূপ কৰ্ত্তব্যতা নিয়ম আছে, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াও ঠিক সেট-

(৮) তাৎপৰ্য্য—নিত্যকৰ্ম্মের লক্ষণ এইরূপ—“যদকরণে প্রত্যাবীঃ, তৎ নিত্যম্” অর্থাৎ যে কার্য্য না করিলে পাপ হয়, তাহার নাম ‘নিত্যকৰ্ম্ম’ । সুতরাং নিত্যকৰ্ম্মামুঠানে কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই ; কৰ্ত্তার উচ্ছা থাকুক আর নাট থাকুক, নিত্যকৰ্ম্ম করিতেই হইবে । ভোজনাদি কার্য্যগুলি কেবলই দেহাদিতে আত্মাভিমানরূপ অবিজ্ঞাজনিত ; সুতরাং সেই অবিজ্ঞান দোষটি যখন যাহার শরূপ প্রবল হয়, তখনই তাহার সেই প্রবৃত্তিরও সেই পরিমাণে প্রাবল্য ঘটয়া থাকে, আবার সেই দোষ শিথিল হইয়া গেলে পর, সঙ্গে সঙ্গে ভোজনেচ্ছা রহিত হইয়া যায় ; অতএব নিত্যকৰ্ম্মের সহিত পার্থক্য নাই ।

রূপই জ্ঞানীদিগেরও অবশ্যকর্তব্য হউক ; না, তাহা হইতে পারে না ; নিয়ম ত আর কোন ক্রিয়া নহে, এবং ক্রিয়ার প্রয়োজকও নহে ; সুতরাং তাদৃশ নিয়ম-কল্পনাও জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না । অতএব পরমাত্মবিষয়ে যথার্থ জ্ঞানের বিধিও যখন তদ্বিপরীত স্থলস্থ ও দ্বৈতভাবের নিবৃত্তি সাধন করে ; তখন জ্ঞানবিধিরও সৰ্ব্বকৰ্ম্ম-প্রতিষেধকতা উপপন্ন হইতে পারে ; কারণ, কৰ্ম্মপ্রবৃত্তির অভাব বা নিবৃত্তিসাধনরূপ প্রয়োজনটী নিষেধবিধি ও জ্ঞানবিধি—উভয়ের পক্ষেই তুল্য । অতএব নিষেধবিধির দ্বারা জ্ঞানশাস্ত্রেরও কেবলই বস্তুর স্বরূপমাত্র প্রতিপাদন ও তদ্বিষয়েই তাৎপর্যবদ্ধা সিন্ধু হইল ॥ ১০ ॥ ১ ॥

তে হ বাচমূচ্চুঃ ন উদগায়তি, তথৈতি, তেভ্যো বাগ্গদ-
গায়ৎ । যো বাচি ভোগস্তঃ দেবেভ্য আগায়ৎ, যৎ কল্যাণং বদতি
তনান্ননে । তে বিহুরনেন বৈ ন উদগাত্ৰাহতোঘ্যস্তীতি তমভি-
দ্রত্য পাপুনাহবিধ্যন্, স যঃ স পাপুমা, যদেবেদমপ্রতিরূপং বদতি
স এব স পাপুমা ॥ ১১ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ ।—তে (পূৰ্ব্বোক্তাঃ) [দেবাঃ প্রাণাদয়ঃ] হ (ঐতিহ্যে)
বাচম্ (বাগ্গিঙ্গিয়ম্) উচুঃ (উক্তবস্তুঃ)—[হে বাক্,] স্বঃ নঃ (অগ্ন্যভ্যম্)
উদগায় (উদগীথগানং কুরু) ইতি । বাক্ (বাগ্গিঙ্গিয়-দেবতা) তথা (তথাস্তু)
ইতি [প্রতিশ্রুত্যা] তেভ্যঃ (প্রাণরূপদেবতাভ্যঃ) উদগায়ৎ (উদগীথগানং
কৃতবন্তী) । বাচি যঃ ভোগঃ (বাহুনিমিত্তঃ য উপকারঃ), তং (ভোগং)
দেবেভ্যঃ (সৰ্ব্বৈঙ্গিয়েভ্যঃ) আগায়ৎ ; যৎ [পুনঃ] কল্যাণং (শোভনং) বদতি
(বর্ণান্ উচ্চারয়তি বাক্), তং (কল্যাণবদনং) আয়নে (স্বয়ৈ) [আগায়ৎ] ।
তে (অমুরাঃ—রাজসবৃত্তয়ঃ) [বাচঃ তথাবিধঃ স্বপক্ষপাতং উপলভ্য] বিহুঃ
(বিজ্ঞাতবস্তুঃ), [যৎ—] অনেন (উদগাত্ৰা বাগায়ন্য উদগীথকত্রী) বৈ নঃ
(অগ্নান্) [স্বাভাবিকং জ্ঞানং কৰ্ম্ম চ অভিব্যক্ত] অতোঘ্যস্তি (অতিক্রমিষ্যস্তি
পর্যাবিষ্যস্তি—দেবাঃ) ইতি (এবং নিশ্চিত্য) তং (বাক্ স্বরূপম্ উদগাতারম্)
অভিদ্রত্য (সৰ্ব্বতোভাবেন আক্রম্য) পাপুমা (স্বকীরেণ ভোগাসক্তিদোষণ)
অবিধ্যন্ (সংযোজয়ামাস্থঃ), যঃ সঃ (প্রজাপতে: পূৰ্ব্বজন্মনি জাতঃ ভোগাসক্তঃ),
সঃ [এব] পাপুমা (পাপং) । [কোহসৌ ? ইত্যাহ—] যৎ এব ইদং (অমুভব-
গোচরং যথা স্মৃৎ তথা) অপ্রতিরূপং (অমুচিতং প্রতিবিক্রমপি) বদতি (সৰ্ব্বো
জনঃ), সঃ [অনমুরূপবচনম্ এব] সঃ (আসক্তফলভূতঃ) পাপুমা (পাপফলমিত্যর্থঃ) ।

মূলানুবাদ : সেই দেবতাগণ বাগিন্দ্রিয়কে বলিয়াছিলেন—
 তুমি আমাদের জন্য ‘উদগীথ’ গান কর ; বাগিন্দ্রিয় ‘তথাস্তু’ বলিয়া
 তাহাদের জন্য উদগীথ গান করিতে লাগিলেন ; কিন্তু বাক্যগত যে সাধারণ
 ভোগ, তাহাই দেবতাগণের উদ্দেশ্যে গান করিলেন, আর যাহা কল্যাণময়
 অতি রমণীয় বাক্যোচ্চারণ, তাহা আপনার নিমিত্ত গান করিলেন । এইরূপ
 ফলাভিষঙ্গ বা পক্ষপাতরূপ ক্রটি পাইয়া অমুরগণ বৃষ্টিতে পারিলেন
 যে, দেবতাগণ এই উদগাতা দ্বারা (উদগীথগানকারী বাগ্-দেবতা দ্বারা)
 আমাদিগকে অতিক্রম করিবে, অর্থাৎ পরাজিত করিবে । এইরূপ মনে
 করিয়া তাঁহারা বাগ্-দেবতাকে আক্রমণ করিয়া পাপ দ্বারা দ্বিষ্ট করিলেন ।
 সেই যে, প্রজাপতির পূর্বজন্মজাত আসক্তি বা পক্ষপাত, তাহাই ইহা ;
 [তাহার পরিচয় দিতেছেন—] এই যে, লোকে অনুচিত অর্থাৎ
 শাস্ত্রনিষিদ্ধ কথা বলিয়া থাকে, তাহাই সেই পাপ, অর্থাৎ পাপের
 ফল ॥ ১১ ॥ ২ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।—তে দেবঃ চ এবঃ বিনিশ্চিত্য বাচঃ বাগভিমানিনী-
 দেবতাম্ উচুঃ উক্তবন্তঃ ;—ত্বং নঃ অম্ভ্যাম্ উদগায় ওদগাত্ৰঃ কৰ্ম্ম কুরুষ, —
 বাগ্-দেবতানির্কর্ত্ত্যামোদগাত্ৰঃ কৰ্ম্ম দৃষ্টবন্তঃ, তামেব চ দেবতাং জপমন্ত্রাভিধেয়াম্—
 “অসতো মা সদগময়” ইতি । ১ ।

অত্র চোপাসনায়াঃ কৰ্ম্মণশ্চ কৰ্ত্ত্বত্বেন বাগাদয় এব বিবক্ষাস্তে । কস্মাৎ ?
 যস্মাৎ পরমার্থতত্ত্বংকৰ্ত্ত্বকঃ তদ্বিসয় এব চ সর্বো জ্ঞান-কৰ্ম্মসংব্যবহারঃ । বক্ষ্যতি
 হি “ধ্যায়তীব লেলায়তীব” ইত্যাদ্যকৰ্ত্ত্বকত্বাভাবঃ বিস্তরতঃ সঠে । ইহাপি
 চ অধ্যায়ান্তে উপসংহরিশ্রুতি—অব্যাকৃতাди क्रियाकारकफलजातम्—“ত্রয়ং বা
 ইদং নাম রূপং কৰ্ম্ম” ইত্যবিজ্ঞাবিষয়ম্ । অব্যাকৃতাং তু যৎ পরং পরমাত্মাত্ম্যং
 বিজ্ঞাবিষয়ম্ অনামরূপকৰ্ম্মাত্মকং “নেতি নেতি” ইতি ইতরপ্রত্যখ্যানেন উপ-
 সংহরিশ্রুতি পৃথক্ । যন্ত বাগাদি-সমাহারোপাধি-পরিকল্পিতঃ সংসার্য্যাত্মা, তন্ম
 বাগাদি-সমাহার-পক্ষপাতিনমেব দর্শয়িষ্যতি—“এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুখায়
 তাত্ত্বোবাহুবিনশ্রুতি” ইতি । তস্মাদ্ যুক্তা বাগাদীনামেব জ্ঞান-কৰ্ম্মকৰ্ত্ত্বকফল-
 প্রাপ্তিবিবক্ষা । ২ ।

তথেষতি তথাব্রুতি দেবৈবকৃতা বাচ্ তেভ্যঃ অধিভ্যঃ অথায় উদগায়ং উদগানং
 কৃতবতী । কঃ পুনরসৌ দেবেভ্যঃ অথায় উদগানকৰ্ম্মণা বাচা নিৰ্কর্ত্তিতঃ কার্য্য-

বিশেষ ইতি ? উচ্যতে, যো বাচি নিমিত্তভূত্যাং বাগাদিসমুদায়স্ত য উপ-
কারো নিষ্পদ্যতে বদনাদিব্যাপারেণ, স এব । সৰ্কেয়াং হুসৌ বাখদনাভি-
নিবৃত্তো ভোগঃ ফলম্ । তং ভোগং সা ত্রিষু পবমানেষু কৃষা, অবশিষ্টেষু
নবস্তু ত্তোত্রেষু বাচনিকমার্তিজ্যং ফলম্—যং কল্যাণঃ শোভনং বদতি বর্ণানভি-
নির্কর্তয়তি, তদ্ আত্মনে মহ্যমেব । তদ্ধি অসাধারণং বাগ্দ্বেবত্যাঃ কৰ্ম্ম, যং
সমাগ্ বর্ণানামুচ্চারণম্ ; অতন্তদেব বিশেষ্যতে—“যং কল্যাণঃ বদতি” ইতি । যং
তু বদনকার্য্যং, সৰ্কসজ্বাতোপকারায়কং, তদ্ যাজমানমেব । ৩ ।

তত্র কল্যাণবদনাস্থসম্বন্ধাসঙ্গাবসরং দেবত্যা রজ্জ্ব প্রতিলভ্য তে বিহুরসুরাঃ ।
কপম্ ? অনেন উদগাত্ৰা, নঃ অস্মান্, স্বাভাবিকং জ্ঞানং কৰ্ম্ম চাভিভূয় অতীত্য,
শাস্ত্রজনিত-কৰ্ম্ম-জ্ঞানরূপেণ জ্যোতিষা উদগাত্ৰায়না অতোয়ন্তি অতিগমিষ্যন্তি,—
ইতোবং বিজ্ঞায়, তম্ উদগাতারম্ অভিক্রত্য অভিগম্য, যেন আসঙ্গলকণেন
পাপুনা অবিধান্ তাড়িতবস্তুঃ সংযোজিতবস্তু ইত্যর্থঃ ।

স যঃ স পাপুনা—প্রজাপতেঃ পূৰ্ব্বজন্মাবস্থায় বাচি ক্ষিপ্তঃ, স এব প্রত্যক্ষী-
ক্রিয়তে । কোহসৌ ? যদেবেদম্ অপ্রতিরূপম্ অনন্তরূপং শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধং বদতি,
যেন প্রযুক্তঃ অসভা-বীভৎসানুতাদি অনিচ্ছন্নপি বদতি ; অনেন কার্য্যেণ
অপ্রতিরূপবদনেন অনুগম্যমানঃ প্রজাপতেঃ কার্য্যভূতাস্থ প্রজাস্থ বাচি বৰ্ত্ততে ;
স এব অপ্রতিরূপবদনেনানুমুখিতঃ স প্রজাপতেষ্বাচি গতঃ পাপুনা ; কারণানুবিধানি
হি কার্য্যমিতি ॥ ১১ ॥ ২ ॥

টীকা । জ্ঞানমিহ পরীক্ষ্যমাণমিত্যেতৎ প্রসঙ্গাগতং বিচারঃ পরিসমাপ্য ‘তে হ বাচম্’
ইত্যাদি ব্যাচষ্টে—তে দেবা ইতি । অচেতনায় বাচো নিযোজ্যঃ বারয়তি—বাগভিমানিনী-
মিতি । নিষোক্তৃণাং দেবানামভিপ্রায়মাহ—বাগ্দ্বেবতেতি । নহু উদগাত্ৰং কৰ্ম্ম জপমন্ত্রপ্রকাশ্য
দেবতা নির্কর্তয়িষ্যতি, ন তু বাগ্দ্বেবতেতি, তত্রাহ—তামেবেতি । “অসতো মা সদাময়” ইতি
জপমন্ত্রাভিধেয়াং দৃষ্টবস্তু ইতি পূৰ্বেণ সম্বন্ধঃ ।

বাগাদ্যাশ্রয়ং কৰ্ত্ত্বাদি দর্শয়তঃ অর্থবাদস্ত প্রাসঙ্গিকং তাৎপৰ্য্যমাহ—অত্র চেতি । আত্মা-
শ্রয়ে কৰ্ত্ত্বাহাদৌ অবভাসমানে তস্ত বাগাদ্যাশ্রয়ভ্রমযুক্তমিত্যাহ—কস্মাদিতি । পরস্ত জীবস্ত বা
কৰ্ত্ত্বাদি বিবক্ষিতমিতি বিকল্য আত্মং দুষয়তি—যস্মাদিতি । বিচারদশায়াং বাগাদিসম্ভাতস্ত
ত্রিগাদিশক্তিমত্বাৎ কৰ্ত্ত্বাদিঃ তদাশ্রয়ো যস্মাৎ প্রতীতঃ, তস্মাৎ পরস্তাঙ্গনঃ যতন্তচ্ছক্তিগুণস্ত
ন তদাশ্রয়ভ্রমিত্যর্থঃ । কিঞ্চ, অবিদ্যাত্মনঃ সৰ্কৌ ব্যবহারো ন তদ্ধানে পরস্মিন্নবতরতীত্যাহ—
তদ্বিষয় ইতি । “কৰ্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্বাৎ” ইতি জ্ঞানেন কৰ্ত্ত্বমাজ্ঞনঃ অঙ্গীকৰ্ত্তব্যম্, ইত্যশঙ্ক্য “যথা
চ তক্ষোভয়থা” ইতি জ্ঞানাদৌপাধিকং তস্মিন্ কৰ্ত্ত্বমিত্যভিপ্রোক্ত্যাহ—ব্যক্যতি ইতি ।
যহুস্তমবিদ্যাবিষয়ঃ সৰ্কৌ ব্যবহার ইতি, তত্র যাক্যশেষমুকূলয়তি—ইহাপীতি । ইতচ্চ

পরশ্মিন্ভাঙ্গনি কর্তৃত্বাদিব্যবহারো নাস্তীত্যাহ—অবাকৃত্যবিত্তি। অনামরূপকন্দ্রাস্বকমিত্যপ্যং উপরিষ্ঠাৎ তৎপদমধ্যাহত্বাৎ, জীবন্ত স্তাদিতি দ্বিতীয়মাশঙ্ক্যাহ—যত্ত্বিতি। জীবনকবাচ্যস্ত বিশিষ্টস্ত করিত্ত্বাৎ ন তাত্ত্বিকং কর্তৃত্বাদিকং, কিং তু তদ্বারা স্বরূপে সমারোপিতমিতি ভাবঃ। আঙ্গনি তাত্ত্বিককর্তৃত্বাভাবো কলিতমর্থবাদতাৎপর্যমুপসংহরতি—তস্মাদিতি।

তাৎপর্যমর্থবাদস্তোক্তা। নিযুক্তয়া বাগদেবতয়া যৎ কৃতং, তদুপগুস্ততি—তথোক্তাদিনা। উক্তাত্ত্বং জপমন্ত্রপ্রকাশ্যং চ আঙ্গনোহঙ্গীকৃতঃ বাঙঙ্গানে প্রবৃত্তা চেৎ, তয়া কশ্চিদুপকারো দেবানামুদগানেন নিবর্ত্তনীয়ঃ, স চ নাস্তীতি শঙ্কতে—কঃ পুনরिति। বদনাদিব্যাপারে সতি যঃ স্তব্ববিশেষঃ সজ্ঞাতস্ত নিপ্পত্ততে, স এব কার্যবিশেষঃ, ইত্যাহ—উচ্যত ইতি। যো বাচীতি প্রত্যাকমাদায় বাধ্যতে কথং পুনরাচো বচনং, চক্ষুষো দর্শনমিত্যাদিনা নিপ্পন্নং ফলং সর্ব-সাধারণমিত্যাশঙ্ক্যাত্তত্ত্বমভ্যুহত্যাহ—সন্দেধামিতি। কিঞ্চ, দেবার্থমুদগায়ত্যা বাচঃ স্বার্থমপি কিকিছুপানমস্তি; তথা চ জ্যোতিষ্টোমে দ্বাদশ স্তোত্রানি, তত্র ত্রিণ পবমানাগোমু স্তোত্রেষু বাজমানঃ ফলমুদগানেন কৃদ্বা, শিষ্টেষু নবমু স্তোত্রেষু যৎ কলাগবদনসামর্থ্যং, তদাঙ্গনে স্বার্থমেব আগায়দিত্যাহ—তাং ভোগমিতি। স্বহিৎসং ক্রীতত্বাৎ ন ফলসম্বন্ধঃ সম্ভবতি, ইত্যশঙ্ক্যাহ—বাচনিকমিতি। ‘অথাস্মানেহ্নাচ্চমাগাঃস্নেৎ’ ইতি শ্রুতিমিত্যর্থঃ। কলাগবদনসামর্থ্যস্ত স্বার্থত্বং সমর্থয়তে—তদ্বীতি। কলাগবদনং বাচোঃসাধারণং চেৎ, কস্তুহি যো বাচীত্যাদেবিশ্বঃ, তদ্রাহ—যত্ত্বিতি।

বাগ্দেবতায়াং অহুরাগামবকাংশং দশয়তি—তত্রৈতি। স্বার্থে পরার্থে চোদগানে সতীতি যাবৎ। কলাগবদনস্তাঙ্গনা বাচিব সৎক্ষে যঃ অয়ম্ আসঙ্গেহর্ভিনবেশঃ, স এবাবসরো দেবতায়াঃ, তমবসরং প্রাপোত্যর্থঃ। অবসরমেব ব্যাকরোতি—রক্ষমিতি। অঙ্গানতীত্যোতি—সম্বন্ধঃ। কোহসৌ অহুরাতায়ন্তঃ বাচোঃ—স্বাভাবিকমিতি। তত্রোপায়নুপগুস্ততি—শাস্ত্রেতি। অহুরানভিভূয় কেনাঙ্গনা দেবাঃ স্বাস্ত্যস্তিতি বিবক্ষ্যামাহ—জ্যোতিঃসেতি। প্রজাপতেন্দ্রাচি পাপ্মা ক্ষিপ্তঃ অহুরৈরिति কুতোহবগম্যতে, তদ্রাহ—স যঃ স পাপেপুতি। প্রতিষিদ্ধবদনমেব পাপ্মেত্যযুক্তমদৃষ্টস্ত ক্রিয়াতিরিক্তত্বাদীকারাৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—গেনেতি। অসভ্যং সভানর্হং জীবর্ণনাদি, বাচৎসং ভয়ানকং প্রোতাদিবর্ণনম্, অন্তত্ম অযথাদৃষ্টবচনম্। আদি-শকাৎ পিণ্ডনত্বং গৃহ্যতে। কিমত্র প্রজাপতেন্দ্রাচি পাপ্মসম্বন্ধে মাননুজং ভবতীত্যশঙ্ক্য স এব স পাপ্মেতি ব্যাকরোতি—অনেনেতি। প্রজাপতাস্থ প্রজাস্থ প্রতিপন্নেন অসত্যবদনাদিনা লিঙ্গেন তদ্রাচি পাপ্মানুমিতঃ, স এব প্রজাপতিবাচি পাপ্পানং গময়তি; বিষমতঃ কারণপূর্বকং কার্যত্বাদিত্যবৎ। ন চ প্রজাগতং দুরিতং প্রাজাপত্যং তদ্বিনা হেতুশূন্যাদেব স্তাৎ, কারণানুবিধায়িত্বাৎ কার্যস্ত। ন চ তৎকারণেহপি পরশ্মিন্ প্রসঙ্গঃ “অপাপবিক্রম” ইতি শ্রুতেঃ। ন চ ‘ন ই বে দেবান্ পাণং গচ্ছতি’ ইতি শ্রুতের্ন সূত্রেহপি পাপবেধঃ, তস্ত কলাবহুস্ত অপাপস্নেহপি যজ-মানাবহুস্ত তত্ত্ববাদিত্যর্থঃ। আদ্যসকারাত্যাং কারণত্বং পাপ্পানমনুজ তস্তুেব কাযাহুত্ব-মুচ্যতে। উত্তরাভ্যাং তু কার্যত্বং পাপ্পানমনুজ তস্তুেব কারণত্বমিতি বিভাগঃ ॥ ১১ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই দেবতাগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া—বাক্কে অর্থাৎ বাগিজিয়াভিমানী দেবতাকে বলিয়াছিলেন, তুমি আমাদের জন্ত

উদ্গাতার কৰ্ম—উদগীথগান কর; অর্থাৎ বাগ্বেবতার সম্পাদনীয় উদ্গাত কৰ্ম এবং “অসতো মা সদ্ গময়” (আমাকে অসৎ হইতে সতে লইয়া যাও) এই জপ্যমন্ত্রের প্রতিপাঠ দেবতাকেও দর্শন করিয়াছিলেন । ১ ।

এখানে বুঝিতে হইবে, বাগাদি দেবতাগণকেই উপাসনা ও কৰ্ম্মান্তষ্ঠানের কৰ্ত্তারূপে প্রতিপাদন করা শ্রুতির অভিপ্রেত । কি জ্ঞা? বেহেতু, যে কোন-প্রকার জ্ঞান ও কৰ্ম্ম প্রসিদ্ধ আছে, প্রকৃতপক্ষে তাহারাই সেই সমস্তের কৰ্ত্তা ও বিবয় (আশ্রয়), অর্থাৎ বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এবং বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়েতেই এই সমস্ত বাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে । এইজন্মই পরে বৰ্ণাধ্যায়ে ‘আত্মা যেন ধানই করে, যেন স্পন্দনই করে’ ইত্যাদি বাক্যে আত্মার অকর্তৃত্ব বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবেন । আর এখানেও অদ্যায়ের শেষভাগে উপসংহারস্থলে “ত্রয়ং বা ইদং নাম রূপঃ কৰ্ম্ম” ইত্যাদি বাক্যে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রিয়া, কারক ও ফল প্রভৃতি সমস্তই অবিচার বিবয় বা অজ্ঞান-মূলক বলিয়া নির্দেশ করিবেন । আর যিনি অব্যাকৃত, প্রকৃতির অতীত এবং নাম, রূপ ও কৰ্ম্মের সহিত অসম্বন্ধ, তিনিই বিচার—জ্ঞানের বিবয়, এবং ‘নেতি নেতি’ বলিয়া অপর সৰ্ব্বপদার্থবিলক্ষণরূপে তাহারই পৃথক্ উপসংহার করিবেন । আর যিনি বাক্ প্রভৃতি উপাদিসমষ্টিবিশিষ্ট সসারী আত্মা—জীব, তাহাকেও আবার “এতেভাঃ ভূতেভাঃ সনুপায় তাত্বেব অনুবিনশ্চতি” ইত্যাদি বাক্যে বাক্ প্রভৃতি দেহসংঘাতের অন্তঃগামী বলিয়া প্রদর্শন করিবেন । অতএব বাক্ প্রভৃতির সম্বন্ধেই জ্ঞান ও কৰ্ম্মান্তষ্ঠানের ফলপ্রাপ্তি প্রতিপাদন করা সম্ভবপর ও সম্ভবত হয় । ২ ।

‘তথা’ ইতি । তথা অর্থ—তথাস্তু (সেইরূপই হউক); বাগ্বেবতা অপরাপর দেবতাকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া প্রার্থী সেই দেবতাগণের নিমিত্ত উদ্গান করিয়াছিলেন (অর্থাৎ উদগীথ গান করিয়াছিলেন) । বাগ্বেবতা উদ্গানকৰ্ম্ম দ্বারা দেবতাগণের জন্ম কিপ্রকার কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন? বলা হইতেছে;—বাক্যে—বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে, অর্থাৎ শব্দোচ্চারণাদি ক্রিয়া দ্বারা বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমুদয়ের যে, উপকার সম্পাদিত হয়, তাহাই তাহার সেই কার্য । বাক্যোচ্চারণজনিত যে, এইরূপ ফল, তাহা সকলেরই সাধারণ ভোগ্য । সেই বাগ্বেবতা তিনটীমাত্র ‘পবমান’ স্তোত্রে উক্তপ্রকার ভোগ বা উপকার সম্পাদন করিয়া, অবশিষ্ট নয়টী স্তোত্র—বাহার পাঠগত ফল ঋত্বিকগত হয় (পাঠকই লাভ করেন), সেই নয়টী স্তোত্রে বাগদেবতা যে,

কল্যাণ অর্থাৎ সুন্দর বর্ণোচ্চারণ করিয়া থাকেন, সেই সুন্দর বর্ণোচ্চারণ আপ-
নারই উদ্দেশ্যে সম্পন্ন [করিয়াছিলেন] (৯) । যথাযথরূপে যে, বর্ণোচ্চারণ করা,
তাহাই বাগ্‌দেবতার অনন্তসাধারণ কার্য্য ; এই জন্তই ‘যৎ কল্যাণং বদতি’ কথায়
তাহা বিশেষ ভাবে নির্দেশ করিলেন । কিন্তু দেহসজ্জাতের উপকারসাধক যে,
বাক্যোচ্চারণমাত্র কার্য্য, তাহার ফলভাগী হয় যজমান ; [আর যথাযথরূপে
বাক্যোচ্চারণের ফলভাগী হয় নিজে—বাক্ ।] । ৩ ।

সেই অম্বরগণ বাগ্‌দেবতার এইরূপ কল্যাণময় বাক্যোচ্চারণাত্মক স্বার্থ-
পরতারূপ ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া বুঝিয়াছিলেন । কি বুঝিয়াছিলেন ?—না, দেবগণ
এই উদগাতা দ্বারা আমাদের স্বাভাবিক বা উচ্ছৃঙ্খল জ্ঞান ও কর্ম্মমার্গ পরাজিত
করিয়া, শাস্ত্রোপদেশলব্ধ কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ উদগাতাত্মক জ্যোতিঃপ্রভাবে (দিবা
জ্ঞানের সাহায্যে) আমাদের অতিক্রম করিবে ; ইহা অবগত হইয়া সেই
উদগাতাকে আক্রমণ করিয়া, তাহাকে স্বীয় ভোগাসক্তিরূপ পাপ দ্বারা বিদ্ধ
করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ঐ পাপে সংযোজিত করিয়াছিলেন । ৪ ।

সেই যে, সেই পাপ, অর্থাৎ পূর্ব্বেজন্মে প্রজাপতির বাগিন্দ্রিয়ে যে পাপ প্রক্ষিপ্ত
হইয়াছিল, তাহাই এখানে প্রত্যক্ষবৎ প্রদর্শিত হইতেছে । সেই পাপটী কি ?
না, তাহা এই যে, লোকে অপ্রতিরূপ—অনুচিত, অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ বাক্য
উচ্চারণ করিয়া থাকে ; যাহার জন্ত লোকে অনিচ্ছাপূর্ব্বকও অসভ্য, ঘৃণিত ও
মিথ্যা কথা প্রভৃতিও বলিয়া থাকে । সেই অনুচিত বাক্য-ব্যবহারজনিত পাপ
অত্মপি প্রজাপতির সৃষ্ট প্রাণিগণের বাগিন্দ্রিয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে । ঐরূপ
নিষিদ্ধ ভাষণ হইতেই অনুমিত হয় যে, প্রজাপতির বাগিন্দ্রিয়েও এই পাপ সন্নি-
বিষ্ট ছিল ; কেন না, কার্য্যমাত্রই কারণাত্মক হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ ২ ॥

(৯) তাৎপর্য্য—জ্যোতিষ্টোম যাগে দ্বাদশটি স্তোত্রগানের ব্যবস্থা আছে । তন্মধ্যে
‘পরমান’ নামক স্তোত্রত্রয়ের গানে যে ফল হয়, যজমান সে ফলে অধিকারী হয় ; আর
অবশিষ্ট যে, নয়টি স্তোত্র গান করিতে হয়, ঐকি তাহার ফলভাগী হয় । স্তোত্রপাঠ বাগি-
ন্দ্রিয়েই নিজস্ব কার্য্য ; অথচ বাগ্‌দেবতা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রতিনিধিরূপে স্তোত্র পাঠকার্য্যে
নিয়োজিত হইয়া যজমানদিগের ফলজনক স্তোত্রগুলি সাধারণভাবে পাঠ করিলেন, আর স্বয়ং
ঐকিরূপে যে সমস্ত স্তোত্রের ফল পাইবেন, সেই সমস্ত স্তোত্র অতি উত্তমরূপে যথাযথ
স্বরবাঞ্ছনাদি বিভাগ অনুসারে গান করিলেন । এই স্বার্থপরতারূপ অপরাধে অম্বরগণ তাহাকে
আক্রমণ করিবার স্বযোগ পাইলেন ; এবং স্বীয় পাপ দ্বারা বাগিন্দ্রিয়কে কলুষিত করিলেন ।
বর্ত্তমান প্রজাপতির পূর্ব্বেজন্মে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে বর্ত্তমান কল্পেও তাহার
প্রদ্বাদগুলির বাক্যে সেই দোষ—স্বার্থপরতা পরিলক্ষিত হইতেছে ।

অথ হ প্রাণমুচুস্ত্বং ন উদগায়েতি, তথৈতি—তেভ্যঃ প্রাণ উদগায়ৎ । যঃ প্রাণে ভোগস্ত্বং দেবেভ্য আগায়ৎ, যৎ কল্যাণং জিহ্বতি তদাশ্বনে । তে বিতুরনেন বৈ ন উদগাত্ৰাহত্যেঘ্যস্তুীতি তমভিদ্ধত্য পাপুনাহবিধান্ স যঃ স পাপুনা যদেবেদমপ্রতিরূপং জিহ্বতি স এব স পাপুনা ॥ ১২ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ—অথ (বাচঃ অভিভবানন্তরম্) হ (ইতিহে) প্রাণম্ (ব্রাহ্মণ) উচুঃ—ত্বং নঃ (অশ্বভাম্) উদগায় (উদগানঃ কুরু) ইতি । [এবমুক্তঃ] প্রাণঃ তথা (তথাস্ত্ব) ইতি [কৃত্ব] তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) উদগায়ৎ (উদগীথগানং কৃত-বান্) । প্রাণে যঃ ভোগঃ (সর্কেন্ধিরাণাঃ সাধারণঃ উপকারঃ), তৎ (ভোগং) দেবেভ্যঃ আগায়ৎ (গীতবান্), যৎ [পুংসঃ] কল্যাণং (শোভনং) জিহ্বতি, তৎ আশ্বনে (আশ্বার্থঃ স্বার্থমেব) [আগায়ৎ] । তে (অশ্বরাঃ) বিত্বঃ (বিদিত-বস্তৃ),—অনেন (ব্রাণরূপেণ) উদগাত্ৰা (উদগানকারিণা) বৈ (অবধারণে) নঃ (অশ্বান্) অতোঘ্যস্তুি (অতিক্রমিষ্যস্তুি দেবাঃ), ইতি [এবঃ নিশ্চিত্য] তম্ (ব্রাহ্মণ) অভিদ্ধত্য (আক্রম্য) পাপুনা (আসক্তিলক্ষণেন পাপেন) অবিধান্ (সংযো-জিতবস্তৃ) । যঃ সঃ, সঃ পাপুনা; [কোহসৌ?] যৎ এব ইদং অপ্রতিরূপং (নিন্দিতং) জিহ্বতি [ব্রাণঃ], সঃ এব পাপুনা ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদঃ—অতঃপর ব্রাহ্মেন্দ্রিয়কে বলিলেন,—তুমি আমা-
দের জন্য উদগান কর (উদগীথ কন্ম কর) । ‘তথাস্ত্ব’ বলিয়া ব্রাহ্মেন্দ্রিয়
তঁাহাদের জন্য উদগীথগান করিলেন । ব্রাহ্মেন্দ্রিয়ের যাহা সাধারণ ব্যাপার,
তাহাই অপর সকলের জন্য গান করিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মেন্দ্রিয় যে,
উত্তম আশ্রাণ করে, তাহা নিজের জন্য গান করিলেন । [এই ক্রটিতে]
অশ্বরগণ বুঝিতে পারিল যে, দেবতারাই এই উদগাতা দ্বারা আমাদেরকে
পরাজিত করিবে । ইহা জানিয়া তাহারা ব্রাহ্মেন্দ্রিয়কে আক্রমণ করিয়া
তঁাহাকে পাপবিন্ধ করিল । সেই ব্রাহ্মেন্দ্রিয় যে, অপ্রিয় গন্ধ আশ্রাণ করে,
ইহাই হইল সেই পাপুনা (পাপফল) ॥ ১২ ॥ ৩ ॥

অথ হ চক্ষুরুচুস্ত্বং ন উদগায়েতি, তথৈতি—তেভ্যশ্চক্ষুরুদগায়ৎ ।
যশ্চক্ষুষি ভোগস্ত্বং দেবেভ্য আগায়ৎ, যৎ কল্যাণং পশ্যতি

তদাত্মনে । তে বিদুরনেন বৈ ন উদগাত্রাত্যেয্যন্তীতি তমভিচ্ছত্য
পাপ্পুনাহবিধান্ স যঃ স পাপ্পা। যদেবেদমপ্রতিরূপং পশ্যতি, স
এব স পাপ্পা ॥ ১৩ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ—অথ (ভ্রাণানন্তরম্) হ (ঐতিহ্যে) চক্ষুঃ উচুঃ—ত্বং নঃ (অশ্ব-
ভ্যম্) উদগায় ইতি । ‘তথা’ ইতি [কৃত্বা] চক্ষুঃ তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) উদগায়ৎ ।
চক্ষুষি যঃ ভোগঃ (সাধারণঃ উপকারঃ), তৎ দেবেভ্যঃ আগায়ৎ ; যৎ [পুনঃ]
কল্যাণং পশ্যতি, তৎ আত্মনে [আগায়ৎ] । তে (অসুরাঃ) বিচ্ছ—অনেন
(চক্ষুরূপেণ) উদগাত্রা নঃ (অশ্বান্) বৈ অত্যেয্যন্তি, ইতি (অস্মাৎ হেতোঃ) তম্
(চক্ষুরূপম্ উদগাতারম্) অভিচ্ছত্য পাপ্পুনা অবিধান্ (সংযোজিতবস্তুঃ) । সঃ
যঃ, সঃ পাপ্পা ; [কোহসৌ ?] যৎ এব ইদম্ অপ্রতিরূপং (নিষিদ্ধং) পশ্যতি ;
সঃ এব সঃ (অসুরাক্ষিপ্তঃ) পাপ্পা । ১৩ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদঃ—তাহার পর দেবগণ চক্ষুকে বলিলেন—তুমি
আমাদের জন্ত উদগীত গান কর ; চক্ষুঃ ‘তথাস্তু’ বলিয়া দেবগণের
উদ্দেশ্যে গান করিলেন ; কিন্তু চক্ষুর যাহা সাধারণ ভোগ, তাহাই দেব-
গণের উদ্দেশ্যে গান করিলেন, আর যাহা কল্যাণময় দর্শন, তাহা আপ-
নার জন্ত গান করিলেন । অসুরগণ বুদ্ধিতে পারিল যে, দেবতার এই
উদগাতা দ্বারা আমরাগকে পরাজিত করিবে ; এইজন্ত তাহারা যাইয়া
তঁাহাকে (চক্ষুদেবতাকে) পাপবিদ্ধ করিল । চক্ষু যে, নিকৃষ্ট রূপ দর্শন
করে, তাহাই সেই পাপ ॥ ১৩ ॥ ৪ ॥

অথ হ শ্রোত্রমুচ্যন্তং ন উদগায়েতি, তথৈতি—তেভ্যঃ
শ্রোত্রমুদগায়ৎ । যঃ শ্রোত্রে ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়ৎ, যৎ
কল্যাণং শৃণোতি তদাত্মনে । তে বিদুরনেন বৈ ন উদগাত্রা-
তেয্যন্তীতি তমভিচ্ছত্য পাপ্পুনাহবিধান্ স যঃ স পাপ্পা যদেবে-
দমপ্রতিরূপং শৃণোতি, স এব স পাপ্পা ॥ ১৪ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ—অথ (অনন্তরং) হ (ঐতিহ্যে) শ্রোত্রম্ উচুঃ—ত্বং নঃ
(অশ্বভ্যম্) উদগায় ইতি ; শ্রোত্রং ‘তথা’ ইতি [কৃত্বা] তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ)
উদগায়ৎ ; কিন্তু যঃ শ্রোত্রে ভোগঃ, তৎ দেবেভ্যঃ আগায়ৎ ; যৎ [পুনঃ]

কল্যাণং শৃণোতি, তৎ (কল্যাণশ্রবণং) আত্মনে [আগায়ৎ] । তে (অসুরাঃ)
বিদ্বঃ—[দেবাঃ] অনেন (শ্রোত্ররূপেণ) উদগাত্ৰা বৈ নঃ (অস্মান্) অতোহ্যন্তি
ইতি, তম্ (উদগাতারম্) অভিক্রম্য পাপ্মনা অবিদ্যান্ । সঃ যঃ পাপ্মা ;
[কঃ ?] ইদং (শ্রোত্রং) যৎ এব অপ্ৰতিক্রপং শৃণোতি, সঃ (অপ্ৰতিক্রপশ্রবণম্)
এব স পাপ্মা ॥ ১৪ । ৫ ।

মূলানুবাদঃ—অতঃপর দেবগণ শ্রবণেন্দ্রিয়কে বলিলেন—
তুমি আমাদের জন্য উদগীথগান কর । শ্রবণেন্দ্রিয় ‘তথাস্তু’ বলিয়া তাঁহা-
দের জন্য গান করিলেন ; কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়ের যাহা সাধারণ ভোগ, তাহাই
দেবগণের উদ্দেশ্যে গান করিলেন, আর যাহা কল্যাণময় শ্রবণ, তাহা
নিজের জন্য গান করিলেন । অসুরগণ বুঝিতে পারিল যে, দেবতারা
এই শ্রোত্ররূপ উদগাতার সাহায্যে আমাদের গকে অতিক্রম করিবে । ইহা
বুঝিয়া তাহারা সঙ্কল্পে যাইয়া সেই শ্রবণেন্দ্রিয়কে পাপে বিদ্ধ করিল ।
শ্রবণেন্দ্রিয় যে, অপ্রিয় বিষয় শ্রবণ করিয়া থাকে, ইহাই সেই পাপ বা
পাপের কল ॥ ১৪ ॥ ৫ ॥

অথ হ মন উচুস্থং ন উদগায়েতি, তথৈতি—তেভ্যো মন
উদগায়ৎ । যো মনসি ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়ৎ, যৎ কল্যাণং
সঙ্কল্পয়তি তদাত্মনে । তে বিদ্বরনে বৈ ন উদগাত্ৰাহতোহ্যন্তীতি
তমভিক্রম্য পাপ্মনাবিদ্যান্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্ৰতিক্রপং
সঙ্কল্পয়তি, স এব স পাপ্মা । এবমু খল্বেতা দেবতাঃ পাপ্মাভিরু-
পাস্থজন্মেবমেনাঃ পাপ্মনাবিদ্যান্ ॥ ১৫ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ—অথ (অনস্তরং) হ (ঐতিহ্যে) মনঃ (অস্তঃকরণম্) উচু-
স্থং নঃ (অস্বভ্যম্) উদগায় ইতি । মনঃ তথা ইতি [কৃষা] তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ)
উদগায়ৎ ; মনসি যঃ ভোগঃ (সাধারণঃ ব্যাপারঃ) ; তৎ দেবেভ্যঃ আগায়ৎ ; যৎ
[পুনঃ] কল্যাণং সঙ্কল্পয়তি (চিন্তয়তি), তৎ (কল্যাণচিন্তনং) আত্মনে
[আগায়ৎ] । তে (অসুরাঃ) বিদ্বঃ (বিজ্ঞাতবস্তুঃ) যৎ [দেবাঃ] অনেন উদ-
গাত্ৰা বৈ নঃ (অস্মান্) অতোহ্যন্তি ইতি, [এবং নিশ্চিত্য] অভিক্রম্য তৎ
[মনোরূপম্ উদগাতারম্] পাপ্মনা অবিদ্যান্ ; সঃ যঃ, সঃ পাপ্মা । [কঃ ?]
ইদং (মনঃ) যৎ এব অপ্ৰতিক্রপং সঙ্কল্পয়তি, সঃ এব সঃ পাপ্মা । এবং

(বাগাদিবৎ) উ (এব) এতাঃ (অমুক্তা অপি স্বগাষ্ঠাঃ) দেবতাঃ খলু পাপ মতিঃ উপাস্ত্বন্ (পাপম-সম্বন্ধং প্রাপ্তবন্তঃ), এবং (বাগাদিবদেব) এনাঃ (স্বগাষ্ঠাঃ দেবতাঃ) পাপ মনা অবিদ্যা [অমুরা ইতি শেষঃ] ॥ ১৫ ॥ ৬ ।

মূলানুবাদ :—তাহার পর দেবগণ মনকে বলিলেন—তুমি আমাদের জন্ত উদগান কর। মন ‘তথাস্ত’ বলিয়া তাঁহাদের জন্ত গান করিলেন ; কিন্তু মনের যাহা সাধারণ কাণ্ডা—চিন্তামাত্র, তাহাই দেবগণের নিমিত্ত, আর যাহা কল্যাণময় শুভ সঙ্কল্প, তাহা আপনার নিমিত্ত গান করিলেন । এই অপরাধে অমুরগণ বুঝিতে পারিল যে, দেবতারা এই মনোরূপ উদগাতা দ্বারা আমাদের পরাভূত করিবে ; তাই তাহারা দ্রুত উপস্থিত হইয়া মনকে পাপে বিদ্ধ করিল। মন যে, অশুভ সঙ্কল্প (চিন্তা) করিয়া থাকে, তাহাই সেই পাপ ; মন সেই পাপে সংযুক্ত হইয়াছিল। উক্ত বাক্ প্রভৃতির দ্বারা অক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-দেবতারাও এইরূপে পাপাসক্ত হইয়াছিলেন, এবং অমুরগণ তাঁহাদিগকে পাপবিদ্ধ করিয়াছিল ॥ ১৫ ॥ ৬ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :—তথৈব বাগাদিদেবতাঃ উদগীথনির্কর্তৃকত্বাৎ জপমদ্য-প্রকাষ্ঠা উপাস্ত্বাণ্চেতি ক্রমেণ পরীক্ষিতবন্তঃ । দেবানাং চৈতৎ নিশ্চিতমাসীৎ--- বাগাদিদেবতাঃ ক্রমেণ পরীক্ষ্যমাণাঃ কল্যাণবিবরণিশেষাণ্য-সম্বন্ধাসম্বন্ধেভ্যোঃ আশ্রয়পাপাসংসর্গাদ্ উল্লীথনির্কর্তৃকত্বাসমর্থ্যঃ ; অতঃ অনভিপ্রেতাঃ, “অসতো মা সদ্-গময়” ইত্যমুপাস্ত্বাশ্চ ; অন্তঃকর্তৃক ইত্যাব্যাপকত্বাণ্চেতি ।

এবমু খলু, অমুক্তা অপি এতাঃ স্বগাদিদেবতাঃ, কল্যাণাকল্যাণকার্যাদর্শনাৎ, এবং বাগাদিবদেব, এনাঃ পাপ মনা অবিদ্যা পাপ মনা বিদ্ধবন্ত ইতি যজ্ঞক্ৰম, তৎ পাপ মতিরূপাস্ত্বন্ পাপ মতিঃ সংসর্গ কৃতবন্ত ইত্যোক্তং ॥ ১২-১৫ ॥ ৩-৬ ॥

টিকা। বাগাদেবতায়া জপমন্ত্রপ্রকাষ্ঠমুপাস্ত্বাঃ চ নেতি নির্দ্ধাৰ্ণা, অবশিষ্টপদার্থচতুষ্টয়েরস্ত তৎপদার্থমাহ—তথৈবেতি । পরীক্ষাকালনির্ণয়মাহ—দেবানাং চেতি । অমুপাস্ত্বাৎ হেতুস্তরমাহ—ইত্যেতি । ইত্যঃ কার্যাকরণসম্বন্ধাৎ তদ্ব্যবস্থাপকত্বং পরিচ্ছিন্নম্, অতশ্চামুপাস্ত্বাৎ, জপমন্ত্রপ্রকাষ্ঠং চেতার্থঃ । উক্তৈরিল্লিঙ্গৈঃ অমুক্তৈল্লিঙ্গাণ্যুপলক্ষণীয়ানীতি বিবক্ষিতোপ-সংহরতি—এবমিতি । বাগাদিবৎ স্বগাদিহু কল্পকাতাবাৎ ন পাপপূৰ্বেদোহস্তীত্যশঙ্ক্যাহ—কল্যাণেতি । পাপুভিরূপাস্ত্বন্ পাপুনা অবিদ্যাস্তানয়োরন্তি পৌনরুক্ত্যম্, ইত্যশঙ্ক্য-ব্যাখ্যানব্যাখ্যেয়তাবাৎ নৈবমিত্যাহ—ইতি যজ্ঞক্ৰমিতি ॥ ১২—১৫ ॥ ৩—৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—বাক্ প্রভৃতির জার ব্রাণাদি দেবতাও উদ্গীথের সম্পাদক ; সূতরাং তাঁহারাও উপাস্ত এবং [“অসতো মা সদগময়” এই] অধ্যমন্ত্রেও প্রকাশনযোগ্য ; এই জন্ত দেবতাগণ ক্রমে তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন । তাহার ফলে, দেবতাগণের এইরূপই নিশ্চয় বা স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, যেহেতু ক্রমিক পরীক্ষার ফলে যখন দেখা গেল যে, বাক্ প্রভৃতি দেবতাগণ বিশেষ বিশেষ কল্যাণকর বিষয়ে স্বার্থপরতারূপ আসক্তি-দোষে আস্তর পাপে সংশ্লিষ্ট, সেই হেতুই তাহারা উল্লীথ-ক্রিয়া সম্পাদনে অক্ষম ; কাজেই “অসতো মা সদগময়” এই মন্ত্রের প্রতিপাত্য নহে, এবং উপাস্তও নহে ; বিশেষতঃ, তাহারা পাপসংসর্গবশতঃ অশুদ্ধও বটে এবং অপরাপর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও নহে ।

অতীত বাক্ প্রভৃতি দেবতাও পূর্বোক্ত বাক্ প্রভৃতি দেবতারই অমুরূপ ; কারণ, তাহাদের মধ্যেও শুভাশুভ কার্য্য দৃষ্ট হয় । পূর্বে যে পাপের কথা বলা হইয়াছে, এই দেবতাগণও সেই পাপে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং [অমুরগণ কর্তৃক] পাপবিদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ১২—১৫ ॥ ৩—৬ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।—বাগাদিদেবতা উপাসীনা অপি মৃত্যুতিগমনান্নাশরণাঃ সন্তো দেবাঃ ক্রমেণ—

টীকা ।—সম্প্রতি মুখ্যপ্রাণস্ত মন্বপ্রকাশমুপাস্ত্বং চ বক্তৃনুত্তরবাকানুপাদায় বাকরোতি—বাগাদীতি । ক্রমেণ উপাসীনা ইতি সঙ্কঃ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—দেবপণ ক্রমে বাক্ প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করিয়াও মৃত্যুভয় অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া, [মুখ্যপ্রাণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন]—

অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুস্তং ন উদ্গায়েতি, তথৈতি—তেভ্য এষ প্রাণ উদগায়ৎ । তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্ৰাহত্যেদ্যন্তীতি তদভিধ্রত্য পাপুনাহবিব্যৎসন্ স যথাহশ্মানমৃত্বা লোকে বিধ্বংসেতৈবৎ হৈব বিধ্বংসমানা বিধ্বঞ্জে বিনেশুস্ততো দেবা অভবন্ পরাহস্মরাঃ, ভবত্যাঅনা পরাহস্ম দ্বিষন্ ভ্রাতৃব্যো ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ ।—অথ (ততঃ পরং) [দেবাঃ] হ ইমং আসত্যং (আস্ত্বং—মুখবর্তিনং) প্রাণং মুখ্যং প্রাণং উচুঃ (উক্তবস্তঃ)—অং নঃ (অনভ্যাম্)

উদগায় ইতি । এষঃ (মুখ্যঃ) প্রাণঃ, তথা ইতি [কৃত্বা] তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ)
 উদগায়ৎ ; তে (অসুরাঃ) বিহুঃ (জ্ঞাতবন্তঃ) ; [যং] অনেন (মুখ্যপ্রাণেন)
 উদগাত্ৰা বৈ নঃ (অস্মান্) অতোম্যন্তি ইতি । [এবং জ্ঞাত্বা, তে অসুরাঃ]
 অতিক্রম্য, তং (তং মুখ্যং প্রাণম্) পাপ্মনা অবিবাৎসন্ (বেদুঃ ইষ্টবন্তঃ) । সঃ
 (অগ্নি বিষয়ে দৃষ্টান্তঃ)—যথা—(যদং) লোষ্ট্রঃ (মৃৎপিণ্ডঃ) অগ্নানং (পাষণং)
 ঋজ্বা (গত্বা প্রাপ্য) বিধ্বংসেত (বিধ্বন্তঃ ভবেৎ), এবং হ এব [অসুরাঃ] বিধ্বংস-
 মানাঃ বিধ্বন্তঃ (ইত্যন্ততঃ বিস্রস্তাঃ সন্তঃ) বিনেতুঃ (বিনষ্টা বভূবুঃ) । ততঃ
 (অনন্তরং) দেবাঃ অভবন্ (স্বপদপ্রতিষ্ঠা বভূবুঃ) ; অসুরাঃ [চ] পরা (পরা-
 জিতাঃ অভবন্) । যঃ (জনঃ) এবং [যথোক্তদেবাসুরসংবাদঃ] বেদ,
 [সঃ] আত্মনা (স্বয়ং) ভবতি (প্রজাপতিস্বরূপো ভবতীত্যর্থঃ) । অস্মা দ্বিষন্
 (দ্বেষকারী) ভ্রাতৃবাঃ (শত্রুঃ) পরাভবতি (উপাসকঃ নিঃশত্রুঃ ভবতীতি
 ভাবঃ) ॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ :—অতঃপর দেবতাগণ মুখবর্তী মুখ্য প্রাণকে
 বলিলেন—তুমি আমাদের জন্য উদগীথ গান কর । মুখ্যপ্রাণ ‘তথাস্তু’ বলিয়া
 দেবতাগণের উদ্দেশ্যে উদগান করিলেন । এবারও অসুরগণ জানিতে
 পারিল যে, দেবতারা এই প্রাণরূপ উদগাতার সাহায্যে আমাদের আক্রমণকে
 অতিক্রম করিবে । এইরূপ মনে করিয়া তাহারা অবিলম্বে যাইয়া
 তাঁহাকে স্বীয় পাপে কলুষিত করিতে ইচ্ছা করিল ; কিন্তু লোষ্ট্র (টিল)
 যেমন পাষণখণ্ডে পতিত হইয়া আপনিই চূর্ণ হইয়া যায়, ঠিক তেমনি
 সেই অসুরগণও মুখ্য প্রাণকে আক্রমণ করিতে যাইয়া নিজেরাই বিধ্বস্ত
 ও চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইল । তাহা হইতেই দেবতারা দেব-
 ভাব প্রাপ্ত হইলেন, আর অসুরগণ পরাভূত হইলেন । অপর কোন
 লোকও যদি এই তত্ত্ব অবগত হন, তাহা হইলে, তিনিও নিজে প্রজাপতি-
 স্বরূপ হন, এবং তাঁহারও শত্রু বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

শাক্তর-ভাষ্যম্ :—অথ অনন্তরম্, ত ইমম্—ইত্যভিনয়প্রদর্শনম্ ;
 আসন্নম্ আস্তে ভবমাসক্তং মুখাস্তর্কিলঙ্ঘং প্রাণম্ উচুঃ—ত্বং ন উদগারেতি । তথোক্তি
 এবং শরণমুপগতেভ্যঃ স এব প্রাণো মুখ্য উদগায়ৎ ইত্যাদি পূর্ববৎ । পাপুনা-
 অবিবাৎসন্ বেধনং কর্ত্তুমিষ্টবন্তঃ, তে চ দোষাসংসর্গিণঃ সন্তঃ মুখ্যং প্রাণং যেন
 আসক্তদোষেণ বাগাদিব লক্ষপ্রসরাঃ তদভ্যাসাভ্যুত্থা, সংশ্লিষমাণাঃ বিনেতুঃ বিনষ্টা

विक्षस्ताः । कथमिव ? इति दृष्टान्त उच्यते—स यथा, स दृष्टान्तो यथा—लोके
अस्मान् पावाणम् अथा प्राप्य लोष्टः पाण्डुपिण्डः पावाणचूर्णनाय अग्निं निक्षिपुः
स्वयं विक्षसेत विश्वसेत विचूर्णीतवेत् ; एवं ह्येव—यथायं दृष्टान्तः, एवमेव
विक्ष्वसमाना विश्वेषेण क्ष्वसमानाः, विश्वक्षः नानागतयः, विनेशुः विनेष्टाः यतः,
ततः तन्मादस्त्रविनाशात् देवद्व्यप्रतिबन्धभूतेभ्यः स्वाभाविकसङ्ग-जनितपापुभ्यो
विरोगात्, असंसर्गधर्म्-मुखाप्राणाश्रयवलात्, देवा वागादयः प्रकृताः अभवन् ;
किमभवन् ? स्वयं देवतारूपमग्राद्याद्यकं वक्ष्यामः । पूर्वमपि अग्राद्याद्यानि
एव सन्तः स्वाभाविकेन पापानां तिरस्कृतविज्ज्ञानाः पिण्डमात्राभिमाना आसन् । ते
तत्पापुविरोगाद् उक्तं विज्ञा पिण्डमात्राभिमानः, शास्त्रसमपित्त-वागाद्यग्राद्याभिमाना
वर्तुव्यतिरिक्तः । किञ्च, ते प्रतिपक्षभूता अस्त्राः परा—अवगमिताभूवर्तते ;
पराभूता विनेष्टा इत्यर्थः ।

यथा पुराकलनेन वर्णितः पूर्वयजमानोऽतिक्रान्तकालिकः एतामेव आध्या-
यिकारूपाः ऋतिः दृष्टा, तेनैव क्रमेण वागादिदेवताः परीक्ष्य, ताश्चापोह्य
आसङ्ग-पापुस्पन्द-दोषवत्त्वेन, अदोवास्पन्दः मुखाः प्राणम् आह्वयेनोपगम्य,
वागाद्यध्यायिक-पिण्डमात्र-परिच्छिन्नाद्याभिमानः, हिंसा, वैराज-पिण्डाभिमानं
वागाद्यग्राद्याद्यविवरणं वर्तमानप्रज्ञापतिद्वयं शास्त्रप्रकाशितं प्रतिपन्नः ; तथैवायं
तेनैव विधिना भवति प्रज्ञापतिस्वरूपेण आह्वना ; परा चात्र प्रज्ञापतिस्त्व-प्रति-
पक्षभूतः पापुः द्वियन् ब्राह्मव्यो भवति ;—यतोऽहं द्वेष्टापि भवति कश्चित् ब्राह्मव्यो
भरतादिदुल्लङ्घः ; यस्तु इन्द्रियविषयसङ्गजनितः पापुः ब्राह्मव्यो द्वेष्टा च, पारमार्थि-
काद्यस्वरूप-तिरस्करणहेतुत्वात् ; स च पराभवति निर्गन्तात् लोष्टवेत्, प्राणपरिवर्जनात् ।

कश्चेत्तं फलम्, इत्याह—य एवं वेद, यथोक्तं प्राणमाह्वयेन प्रतिपद्यते,
पूर्वयजमानवदित्यर्थः ॥ १७ ॥ १ ॥

टीका । वागादिषु नैराश्रान्तुर्धम् अप्रशङ्कार्थः । विवक्षितार्थ-ज्ञापकोऽसाधारणो देह-
तदवयव-वापापरोऽभिनयः । दोषासंसर्गिणः दोषेण संयुक्तः कर्तुमिच्छा कुतो जाता ?
इत्याशङ्क्याह—हेनेति । तदभासाभूवत्त्वात् तत्र पापमसंसर्गकरणं अभासवशादिति यावत् ।
इत्यर्थः दृष्टान्तेन स्पष्टयति—कथमित्यादिना । अह्वयनाथेन आसङ्गजनितपापुविरोगे
तुमाह—असंसर्गेति । वक्ष्यामः “सोऽग्निरभवत्” इत्यादिनेति शेषः । वागादीनां हितानां
ानां च कुतोऽग्रादिकपक्षम्, इत्याशङ्क्याह—पूर्वमपीति । न तर्हि तेषां परिच्छेदाभिमानः
दित्याशङ्क्याह—स्वाभाविकेनेति । परिच्छेदाभिमानात् अग्राद्याद्याभिमानश्च बलवत्त्वा-
त्ति—शास्त्रेति । न केवलमज्ज्ञानमेव आह्वयणम् असंसर्गधर्म्-प्राणाश्रयात् विनाशः,
तत्तुल्यजातीयानामपि, इत्यादिप्रेत्याह—किञ्चेति ।

বাগ্‌দানীনাং অগ্নাদিত্যাবাপ্তিবচনেন তৎসংহতস্ত বজ্রমানস্ত দেবতাপ্রাপ্তিঃ আশ্রয়পাপ্-
 ধ্বংসস্ত কলমিত্যুক্তং, তত্র পূর্বকল্পিয়-বজ্রমানস্ত অতিশয়শালিত্বাৎ যথোক্তকলবদ্বৈহপি, ন
 ইদানীন্তনশৈবমিত্যাশঙ্ক্য ভবতীত্যাদিশ্রুতিমবতারয়তি—যথেন্তি । পূর্বকল্পনাপ্রকারেণ পূর্ব-
 জন্মহো বজ্রমানঃ শাস্ত্রপ্রকাশিতং বর্তমানপ্রজাপতিত্বং প্রতিপন্নো যথেন্তি সম্বন্ধঃ । পূর্ববজ্রমান
 ইত্যন্ত বাগ্‌দা অতিক্রান্তকালিক ইতি । পুরাকল্পমেব দশয়তি—এতামিতি । তেনেন্তি
 শ্রুতান্তেনেন্তোক্তং । তেনৈব বিধিনা শ্রুতিপ্রকাশিতেন ক্রমেণ মুখ্যং প্রাণম্ আশ্রয়েনোপ-
 গমোতি শেষঃ । সপত্ন্যে ভ্রাতৃব্যঃ, তস্ত দ্বিব্রতী কুতো বিশেষণম্ ? অর্থসিদ্ধিদ্বাদ্বেষন্ত,
 ইত্যশঙ্ক্যাহ—যত ইতি । তস্ত ষ্ট্রেড়নিয়মে হেতুমাহ—পারমাণিকেন্তি । অপরিচ্ছিন্ন-
 দেবতাস্বমত্র পারমাণিকমাস্বরূপং বিবক্ষিতং, তৎতিরস্বরণকারণ্যং উক্তপাপ্‌নো বিশেষণ-
 মর্থবদিত্তি শেষঃ ।

‘যদায়োহেষ্টাকপালঃ’ ইতিবৎ য এবং বেদেন্তি প্রসিদ্ধার্থোপবদ্বৈহপি বিধিপন্নং বাক্যম্,
 অতঃৈচবং বিভাদিত্তি বিবক্ষিতমিত্যভিপ্রেত্যাহ—যথোক্তমিতি ॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

ভাব্যানুবাদঃ—‘অণ’ অর্থ—অতঃপর ; ‘হ’ শব্দ ঐতিহ্য-স্মৃত্যতক ;
 সাক্ষাৎ-নির্দেশ-সূচনার্থ ‘ইমম্’ (‘ইহাং’) শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে । ‘আসন্ত’
 অর্থ—আশ্রয়ে বিদ্যমান=আসন্ত, অর্থাৎ মুখ্যবিবরে অবস্থিত সেই প্রাণকে বলিলেন—
 তুমি আমাদের জন্ত উদগান কর । সেই এই মুখ্য প্রাণ তাদৃশ শরণাগত দেবতা-
 গণের নিমিত্ত ‘তথাস্ত’ বলিয়া উল্লীখ গান করিলেন, ইত্যাদির বাগ্‌দা পূর্ববৎ ।
 সেই অম্বরগণ [প্রাণকে] পাপবিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করিল,—অর্থাৎ অম্বরগণ বাক্-
 প্রভৃতি ইচ্ছায় কৃতকর্মা হইয়া সেই অভ্যাসদোষে দোষসম্পর্শনিহীন মুখ্য-
 প্রাণকেও স্বীয় আসক্তিদোষে লিপ্ত করিতে উদ্যত হইল । সেই অভিপ্রায়ে [তাঁহার
 সহিত] সংসৃষ্ট অর্থাৎ নিলিত হইবামাত্র বিনষ্ট—বিশেষরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল ;
 কাহার ত্যায় ? এই প্রশ্নোত্তরে দৃষ্টান্ত নির্দেশ করিতেছেন । সেই দৃষ্টান্তটী
 এই—জগতে পামাণকে চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্র অর্থাৎ ধূলিপিণ্ড
 যেমন সেই অশ্ব—পামাণে লাগিয়া নিজেই বিধ্বস্ত—চূর্ণীকৃত হইয়া যায়,
 ঠিক তেমনই প্রকার ; অর্থাৎ কথিত দৃষ্টান্তটী যে প্রকার, উহাও ঠিক সেই
 প্রকারই বিধ্বংসমান—বিশেষরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং বিধ্বং অর্থাৎ নানাদিকে
 বিক্ষিপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছিল । সেই হেতু—অম্বরপক্ষের বিনাশহেতু, অর্থাৎ
 দেবতাব্যাপ্তির প্রতিবন্ধকস্বরূপ বা বাধক স্বভাবসিদ্ধ বিষয়াসক্তি-দোষজনিত
 পাপের নিবৃত্তি হওয়ায় এবং পাপসংস্পর্শরহিত মুখ্যপ্রাণের আশ্রয়-গ্রহণ
 করায় বাক্-প্রভৃতি দেবগণ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । কিরূপ
 অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? না, পরে বাহার কথা বলা হইবে, সেই অগ্নাদি

দেবতাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । অভিপ্রায় এই যে, পূর্বেও তাঁহারা অগ্ন্যা-
দিস্বরূপই ছিলেন, তথাপি স্বাভাবিক বিষয়াসক্তিদোষে তাঁহাদের সেই বিশেষ জ্ঞান
(দিব্য জ্ঞান) আবৃত থাকায় কেবল দেহপিণ্ডেই আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন ;
শেষে সেই আসক্তরূপ পাপ অপনীত হইলে পর, দেহমাত্রগত আত্মাভিমান পরি-
তাগপূর্বক শাস্ত্রোপদেশানুসারে স্বীয় অগ্ন্যা-দেবতাভিমান ধারণ করিয়া-
ছিলেন । অধিকন্তু, তাঁহাদের প্রতিপক্ষ অনুরগণও পরাভূত—বিনষ্ট হইয়াছিল ।

এখানে শ্রোত আখ্যায়িকায় যেমন পুরাকল্প—ঐতিহাসিকরূপে পূর্বকালীন
যজ্ঞমান (প্রজাপতি) বর্ণিত হইলেন, অর্থাৎ পূর্বকল্পীয় যজ্ঞমান যেমন যথোক্ত-
ক্রমে বাগাদি দেবতাকে পরীক্ষা করিয়া—বিষয়াসক্তিরূপ পাপসঙ্কদোষ বশতঃ
তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্বক নির্দোষ মুখ্য প্রাণকে আত্মস্বরূপে গ্রহণ করিয়া-
ছিলেন, এবং দৈহিক বাক-প্রভৃতিতে কেবল দেহমাত্রস্বরূপ পরিচ্ছিন্ন আত্মবুদ্ধি পরি-
তাগ করিয়া বিরাটপুরুষরূপে ভাবনা করত শাস্ত্রোপদিষ্ট এই বর্তমান প্রজাপতি-
পদ লাভ করিয়াছিলেন । তেমনি বর্তমানকালীন যজ্ঞমানও পূর্বোক্ত পদ্ধতিক্রমে
কার্য্য করিয়া প্রজাপতিস্বরূপ হইতে পারেন ; এবং তাহার প্রজাপতিত্বলাভের প্রতি-
বন্ধক অনিষ্টকারী এক—পাপও পরাভূত করিতে পারেন (১০) । দশরথপুত্র—
ভরতের আয় বিবেকবিহীন হইয়াও ভাতৃবা (ভ্রাতৃ-শত্রু) হইতে পারে ;
[এইজন্ত শ্রুতিতে 'ভাতৃবো'র বিশেষণরূপে 'দ্বিন' শব্দ দিতে হইয়াছে,]
কিন্তু ইহাঙ্গের বিষয়াসক্তিজানিত যে পাপ, তাহা শত্রুও বটে, এবং দ্বেষকারীও
বটে ; কারণ, উভাই প্রকৃতপক্ষে আত্মস্বরূপের আবরণ সম্পাদন করিয়া থাকে ।
সেই শত্রুও প্রাণের স্পর্শমাত্রে সাধারণ লোকের আয় পরাভূত—বিশীর্ণ হইয়া
বার । যে ফলের কথা বলা হইল, ইহা কাহার ফল ? তদন্তরে বলিতেছেন—

(১০) তাৎপৰ্য্য—‘ভাতৃবা’ অর্থ—শত্রু । শত্রু দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) সহজ ও
(২) কৃত্রিম । জন্মাধীন বাহাদের সঙ্গে ধন-সম্বন্ধ, তাহারা ঐহিকভাজন হইলেও ‘সহজ-শত্রু’
মধ্যে পরিগণিত । যেমন জ্যেষ্ঠতাত ভাই, পুত্রতাত ভাই প্রভৃতি । আগন্তুক কারণবশতঃ
বাহাদের সহিত শত্রুতা হইত, তাহারা ‘কৃত্রিম-শত্রু’-মধ্যে পরিগণিত । ইহার উদাহরণ দেওয়া
অনাবশ্যক । শত্রুর আয় মিত্রও সহজ ও কৃত্রিমভেদে দুই প্রকার ;—মাতুলভাই প্রভৃতি
বাহাদের সঙ্গে জন্মাধীন বন্ধুতা, তাহারা অনিষ্ট করিলেও ‘সহজমিত্র’ শ্রেণীর অন্তর্গত । আর
বাহারা কোন প্রকার উপকার করিয়া বঞ্ছ হয়, তাহারা ‘কৃত্রিম মিত্র’ । এই জন্ত শ্রুতি
কেবল ‘ভাতৃবা’ শব্দ দিয়া নিশ্চিত হইতে পারেন নাট, ‘দ্বিন’ শব্দেরও অয়োগ
করিয়াছেন ।

যে ব্যক্তি পূৰ্ণকল্পীয় যজ্ঞমানের জ্ঞান ইহ করে প্রাণকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করিতে পারে, তাহার এইরূপ ফল ॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

শাক্তর-ভাষ্যম্ :—ফলমূপসংহৃত্য অধুনা আখ্যায়িকারূপমেব আশ্রিত্যাহ—কস্মাচ্চ হেতোঃ বাগাদীন মুক্তা মুখ্য এব প্রাণ আত্মত্বেন আশ্রয়িতব্য ইতি ; তদুপপত্তি-নিরূপণায়—যস্মাদয়ং বাগাদীনাং পিণ্ডাদীনাঞ্চ সাধারণ আত্মা—ইত্যেতন্ম অর্থম্ আখ্যায়িকয়া দর্শয়ন্ত্যাহ শ্রুতিঃ—

“টীকা। ফলবৎপ্রধানোপাস্তেজরূপাৎ তে হোচুরিত্যাছান্তরবাচ্যঃ ণ্যোপাস্তিপরিম্, ইত্যাহ—ফলমিতি । ফলবন্তঃ প্রধানবিশিষ্টাঃ সস্মৃত্যখ্যায়িকামেবাশ্রিত্য ণ্যবিশিষ্টং প্রাণোপাসনমাহ অন্তরশ্রুতিরিত্যর্থঃ । শব্দোক্ত্যন্তরত্বেন চ উত্তরগ্রন্থমবতারণ্যতি—কস্মাচ্চোতি । বিশুদ্ধত্ব উক্তবাৎ হেতুস্তরং ত্রিজ্ঞাত্বমিতি দ্ব্যোতয়িতুঃ চ-শব্দঃ । করণানাং কাষাশ্চ তদবয়বানাং চ প্রাণো যস্মাদাত্মা ব্যাপকঃ, তস্মাৎ স এবাশ্রয়িতবাৎ, ইতুপপত্তিনিরূপণার্থঃ তত্ত্ব ব্যাপকত্ব-মিত্যেতদর্থম্ আখ্যায়িকয়া দর্শয়ন্তী শ্রুতির্হেতুস্তরমাহেতি যোজন্য । তচ্ছব্দস্তস্মাদর্থঃ ।

ভাষ্যানুবাদ :—বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া মুখ্য প্রাণকেই আত্মারূপে আশ্রয় করিতে হইবে কেন, তাহার কারণ নিরূপণের জন্ত শ্রুতি বিজ্ঞাফলের উপসংহার করিয়া, পুনশ্চ আখ্যায়িকা অবলম্বনেই বলিতে-ছেন;—যেহেতু এক মাত্র মুখ্য প্রাণই বাক্ ও দেহপিণ্ড প্রভৃতির পক্ষে সাধারণ (ব্যক্তিগত পক্ষপাতদোষবিহীন), [সেই হেতুই তাহাকে আত্মারূপে গ্রহণ করিতে হইবে] । শ্রুতি আখ্যায়িকাচ্ছলে এই বিষয়টাই প্রদর্শন করিতেছেন;—

তে হোচুঃ ক নু সোহভূদ্ যো ন ইথমসন্তোক্ত্যয়মাস্তেহন্ত-
রিতি, সোহয়াশ্চ আঙ্গিরসোহঙ্গানাং হি রসঃ ॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ :—তে (প্রজাপতিপ্রাণাঃ) চ (ঐতিহ্যে) উচুঃ (উক্তবন্তঃ) —
যঃ নঃ (অস্মান্) ইথম্ (যথোক্তপ্রকারেণ) অসন্ত (সম্যগ্জিতবান্—
দেবভাবঃ গমিতবান্), সঃ ক (কুত্র) তু (বিতর্কে) অভূৎ (অসীৎ) ?
ইতি । [উত্তরম্—] অয়ম্ (অস্বরূপকারী প্রাণঃ) আস্তে অন্তঃ (মুখমধো—
মুখগহবরে) [অভূৎ, ইতি (অস্মাৎ হেতোঃ) সঃ (প্রাণঃ) অয়াশ্চ : (অয়ং
আস্তে—ইতি ‘অয়াশ্চ’, অথবা অনায়াসলভ্যত্বাৎ অয়াশ্চ :) ; [তথা] আঙ্গি-
রসঃ (অঙ্গানাং সারঃ—আত্মভূতঃ এবঃ, তস্মাৎ আঙ্গিরস ইতি ভাবঃ) ॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ :—সেই প্রজাপতির ইন্দ্রিয়সমূহ পরস্পর বলিয়া-
ছিল—যিনি আমাদের এইরূপে জয় করিলেন, অর্থাৎ আমাদের
দেবভাব লাভ করাইলেন, তিনি কোথায় ছিলেন ? [অনুসন্ধানের পর

বুঝিলেন যে,] সেই মুখ্য প্রাণ আশ্রমধ্যে (মুখবিরে) ছিলেন । এই জন্মই তিনি ‘অয়াশ্র’, এবং সমস্ত অঙ্গের রস বা সারভূত বলিয়া ‘আঙ্গিরস’-পদবাচ্য ॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

শাক্কর-ভাষ্যম্ :—তে প্রজাপতিপ্রাণাঃ যুগোন্ প্রাণেন পরিপ্রাপিত-
দেবস্বরূপাঃ হ উচুঃ উকুবন্তুঃ ফলাবস্থাঃ । কিমিত্যাহ—ক নু ইতি বিতর্কে । ক
কশ্মিন্ নু সোহভূৎ । কঃ ? যঃ নোহস্মান্ ইথম্বেবম্, অসক্ত সঞ্জিতবান্ দেবভাব-
মাস্বদ্বেনোপগমিতবান্ । অরন্তি হি লোকে কেনচিত্তপক্কতা উপকারিণম্ ; লোকব-
দেব অরন্তো বিচারয়মাণাঃ কার্য্যকরণসজ্জাতে আস্বত্তেবোপলব্ধবন্তুঃ । কথম্ ?
অয়মাস্ত্রে অস্তুরিতি—আস্ত্রে মুখে য আকাশঃ, তস্মিন্ অন্তঃ অয়ং প্রত্যক্ষো বর্তত-
ইতি । সর্বো হি লোকে বিচার্য্য অধ্যবস্তুতি ; তথা দেবাঃ ।

যস্মাদয়মস্তুরাকাশে বাগাভ্যাস্বদ্বেন বিশেষমনাশ্রিতা বর্তমান উপলব্ধো দেবৈঃ,
তস্মাৎ—স প্রাণঃ অয়াশ্রঃ বিশেষানাস্রাচ্চ অসক্ত সঞ্জিতবান্ বাগাদীন । অত-
এবাঙ্গিরসঃ আস্মা কার্য্যকরণানাম্ । কথমাঙ্গিরসঃ ? প্রসিদ্ধঃ হেতদঙ্গানাং কার্য্য-
করণলক্ষণানাং রসঃ সার আস্বত্তার্থঃ । কথং পুনরঙ্গিরসত্বম্ ? তদপায়ে শোষ-
প্রাপ্তুরিতি বক্ষ্যামঃ । যস্মাচ্চ অয়মঙ্গিরসত্বাৎ বিশেষানাস্রিতত্বাচ্চ কার্য্যকরণানাং
সাধারণ আস্মা বিগুচ্ছত, তস্মাৎ বাগাদীনপাস্ত্র প্রাণ এব আস্বদ্বেন আশ্রয়িতব্য
ইতি বাক্যার্থঃ । আস্মা হি আস্বদ্বেনোপগমন্তব্যঃ, অবিপরীতবোধাৎ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তেঃ,
বিপর্য্যয়ে চানিষ্টপ্রাপ্তির্দর্শনাৎ ॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

টীকা । প্রাণস্তাস্মাদি বাতীকর্তৃমাথায়িকাক্রতিঃ বিভজ্যতে—তে প্রজাপতীতি ।
বাগাদয়শ্চেৎ প্রাণমাস্রিতা ফলাবস্থাস্তুহি কিমিতি প্রাণঃ অরন্তি প্রাপ্তফলহাৎ, ইত্যশঙ্ক্যাহ—
অরন্তি তীতি । বিচারফলমুপলব্ধিঃ কথয়তি—লোকবদীতি । তামেবোপলব্ধিকাকাজ্জাহ্বারেন
বিশ্লোচিতি—কথমিতি । দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টয়তি—সর্বো ইতি । তথা দেবা বিচার্য্য প্রাণন্
আস্ত্রান্তুরাকাশং নিদ্ধারিতবন্তু ইত্যাহ—তথেতি ।

কিমনয়া কথয়া সিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্মাদিতি । উপলব্ধিসিদ্ধেহর্থ্যে যুক্তিং সমুচ্চিনোতি—
বিশেষেতি । সর্বান্বেব বাগাদীন বিশেষেণায়াভিভাবেন প্রাণঃ সঞ্জিতবান্ । ন চ অমধ্যস্থঃ
সাধারণ কার্য্যঃ নির্বীকরয়তি । অতো যুক্তিতেহপি অয়মাস্ত্রান্তুরাকাশে বর্তমানঃ সিদ্ধ ইত্যর্থঃ ।
অয়াশ্রত্ববাঙ্গিরসত্বং গুণান্তরং দর্শয়তি—অত এবেতি । সর্বসাধারণত্বাদেবেতি যাবৎ । তথাপি
কুতোহস্তাঙ্গিরসত্বং সাধারণেহপি নভসি তদমুপলব্ধেয়িত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—কথমিত্যাदिবা ।
অঙ্গেষু চরমণ্যভ্যঃ সারত্বপ্রসিদ্ধেহ প্রাণস্ত তথাযমিতি শঙ্কিত্বা সমাধত্তে—কথং পুনরিত্যাदिবা ।
কস্মাচ্চ হেতোরিত্যাदि-চোন্তপরিহারমুপসংহরতি—যস্মাচেতি । বাক্যার্থঃ প্রপঞ্চয়তি—
আস্মা ইতি ॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—মুখ্যপ্রাণ বাহাদের দেবভাব প্রকটিত করিয়াছে, প্রজাপতির সেই প্রাণসমূহ সকলতালভ করিয়া বলিয়াছিল । কি [বলিয়াছিল] ? ‘হু’ শব্দটী বিতর্কার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । তিনি কোথায় ছিলেন ? তিনি কে ? না, বিনি আমাদিগকে এই প্রকার আত্মস্বরূপে দেবভাব প্রাপ্ত করাইয়াছেন, তিনি কোথায় ছিলেন ?]। জগতে কাহারও নিকট উপকার লাভ করিয়া কৃতজ্ঞ বাস্তবিক। সেই উপকারীকে স্মরণ করিয়া থাকেন ; কৃতজ্ঞ বাস্তবিক ত্যায় [প্রজাপতির ইন্দ্রিয়গণও] স্মরণ করত অর্থাৎ অল্পসন্ধান করিতে করিতে দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিরূপ আপনায় মধোই ইঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন । কি প্রকার ? “অয়ম্ আশ্তে অস্তুঃ ইতি” আশ্তে অর্থাৎ মূথের মধো যে, আকাশ (ঈশ—মুখবির) আছে, তাহার মধো এই [প্রাণ] প্রত্যক্ষই রহিয়াছেন, অর্থাৎ মূথের মধোই ইঁহাকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । জগতে সমস্ত লোকই বিচার করিয়া নিশ্চয় করিয়া থাকে, দেবগণও ঠিক সেইরূপই করিয়াছিলেন ।

দেবগণ যেহেতু ইঁহাকে মুখ-বিররূপ আকাশ মধো দেখিতে পাইয়া বুঝিয়া ছিলেন যে, এই মুখ্য প্রাণ বাগাদিরূপ কোন বিশেষ প্রকার অবস্থা অবলম্বন না করিয়া সাধারণভাবে বর্তমান রহিয়াছে, সেই হেতুই উক্ত প্রাণ ‘অয়াস্ত’-পদবাচ্য ; এবং যেহেতু স্বগত কোনরূপ বিশেষত্ব অবলম্বন না করিয়াই বাক্ প্রভৃতিকে দেবভাবাপন্ন করিয়াছেন, সেই হেতুই ‘আগ্নিরস’-পদবাচ্য । ভাল, মুখ্য প্রাণ ‘আগ্নিরস’ হইল কি প্রকারে ? যেহেতু মুখ্য প্রাণই যে, দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিভূত অঙ্গ-সমূহের রস—সারভূত আত্মা ; ইহা ত লোকপ্রসিদ্ধই আছে । আচ্ছা, প্রাণই বা আগ্নিরস হয় কি প্রকারে ? [উত্তর —] যেহেতু প্রাণের অভাবে সমস্ত অঙ্গ শুষ্ক হইয়া যায়, একথা পরে আমরা বলিব । যেহেতু এই মুখ্য প্রাণই অঙ্গরসস্ব ও নিম্নিণেষস্ব হেতু দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির আত্মস্বরূপ এবং বিসৃদ্ধ অর্থাৎ ভোগাসঙ্গ-দোষরহিত, এই কারণেই বাক্ প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া মুখ্য প্রাণকেই আশ্রয় করা উচিত, ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য । যেহেতু বিপর্যায়রহিত যথার্থ জ্ঞানেই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, আর বিপর্যায় জ্ঞানে অনিষ্টপ্রাপ্তিই দেখিতে পাওয়া যায়, সেই হেতু আত্মাকে—আত্মস্বরূপ প্রাণকে আত্মারূপেই উপলব্ধি করা উচিত ; [সেই কারণেই প্রাণকে আত্মারূপে আশ্রয় করিতে বলা হইয়াছে] ॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

স। বা এষা দেবতা দুর্নাম, দুর্গং হস্তা মৃত্যুর্দুর্গং হ বা অস্মান-
মৃত্যুর্ভবতি, য এবং বেদ ॥ ১৮ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ ।—সা (পূর্বোক্তা) এষা (প্রাণেশা) দেবতা বৈ দূর্ নাম (দূর্নামা প্রসিদ্ধা) ; হি (যস্মাৎ) মৃত্যুঃ (আসঙ্গলক্ষণঃ পাপমা, মরণং বা) অস্তাঃ (প্রাণদেবতারাঃ) দূর্ (দূরে) বর্ততে ; তস্মাৎ যঃ (অতোহপি যঃ কচিং) এব (প্রাণস্ত দূর্নামহ) বেদ (বিজ্ঞানং) মৃত্যুঃ তস্মাৎ (বিচরঃ) অপি দূর্ (দূরে) ভবতি, ই বৈ (অবধারণে) ।

মূলানুবাদঃ ।—পূর্বোক্ত এই প্রাণ-দেবতা ‘দূর্’ নামে প্রসিদ্ধ । কেন না, যেহেতু মৃত্যু অর্থাৎ ভোগাসক্তিরূপ পাপ ইহা হইতে দূরে থাকে । যে লোক এই প্রাণদেবতার ‘দূর্’ নাম জানে, মৃত্যু তাহার নিকট হইতেও দূরে থাকে ॥ ১৮ ॥ ৯ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।—তস্মাৎ প্রাণস্ত বিজ্ঞানসিদ্ধেতি । নহু পরিহৃত-মেতদ্ বাগাদীনাং কলাগবদনাত্মাসঙ্গবৎ প্রাণস্তাসঙ্গাস্পদত্বাভাবেন । বাচম্ ; কিন্তু আঙ্গিরসত্বেন বাগাদীনাং মাত্মহোক্তা বাগাদিদিগেরেণ শব্দসৃষ্টি-তৎস্পৃষ্টে রিবাশুদ্ধতা শঙ্ক্যতে, ইতাহ—শুদ্ধ এব প্রাণঃ ; কৃতঃ ? সা বা এব দেবতা দূর্নাম—যঃ প্রাণঃ প্রাপ্য অশ্মানমিব লোষ্ট্রবৎ বিধ্বস্তা অস্তরাঃ ; ত পরামুশতি—সেতি । সৈবৈষা, যেরূপ বর্তমান-সজ্জমান-শরীরস্তা দেবৈনিকারিতা “অগ্ন্যন্তেত্যন্তঃ” ইতি । দেবতা চ সা স্তাৎ, উপাসনক্রিয়ায়াঃ কথ্যভাবেন গুণভূতত্বাৎ ।

যস্মাৎ সা দূর্নাম দূরিতোব পাতি ; নামশব্দে আপনপর্যায়ঃ । তস্মাৎ প্রসিদ্ধাত্মা বিজ্ঞিঃ দূর্নামহাৎ । কৃতঃ পুনর্দূর্নামহম্ ? ইতাহ—দূর্ং দূরে, হি যস্মাৎ, অস্তাঃ প্রাণদেবতারাঃ, মৃত্যুরাসঙ্গলক্ষণঃ পাপমা ; অসংল্লেষধর্মিত্বাৎ প্রাণস্ত সমীপস্থসাপি দূর্তা মৃত্যোঃ ; তস্মাদ্ দূরিতোব পাতিঃ ; এবং প্রাণস্য বিজ্ঞিজ্ঞাপিতা (ক) । বিচরঃ ফলমুচ্যতে—দূর্ং ই বা অস্মাৎ মৃত্যুর্ভবতি—অস্মাদেবঃবিদঃ, য এব বেদ, তস্মাৎ ; এবমিতি প্রকৃত-বিজ্ঞিজ্ঞাপণোপেতং প্রাণমুপাস্ত ইত্যর্থঃ । উপাসনঃ নাম উপাস্যার্থবাদে যথা দেবতাদিব্যরূপং শ্রুত্যা জ্ঞাপ্যতে, তথা মনসোপগম্যা আসনঃ চিস্তনঃ লৌকিকপ্রতারাব্যবধানেন, যাবৎ তদেবতাদিব্যরূপাভিমানাতিব্যাক্রিরিতি, লৌকিকাত্মাভিমানবৎ ; “দেবো ভূত্বা দেবানপোতি” “কিলেবতোহস্তাঃ প্রাচ্যা দিশসি” ইত্যেবমাদি-প্রতিভাঃ ॥ ১৮ ॥ ৯ ॥

টীকা । প্রাণস্ত শুদ্ধত্বাৎ বাপকত্বাচ্চ উপাস্তবমুক্তং, তস্ত শুদ্ধত্বং বাগাদিবদসিদ্ধম্,

(ক) ব্যাক্তিরেব, প্রাণস্ত বিজ্ঞিজ্ঞাপিকা’ ইতি কচিং পাঠঃ ।

ইত্যাপত্তে—শ্রাস্তমিতি । শঙ্কাক্ষিপা সমাধত্তে—নবিত্যাদিনা । শবেল- স্পৃষ্টস্ত্যাবি, তেন স্পৃষ্টোৎপন্নঃ, তস্তাৎকৃত্যবৎ অণ্ডকবাগাদিসম্বন্ধাৎ অণ্ডকত্যাগক। প্রাণস্ত্যাবিতীতার্থঃ । তাৎপর্যঃ দর্শয়ন্ উত্তরবাক্যবৃত্তরত্বেন অবতারণতি—আহেতি । নত্বয় প্রাণো নোচ্যতে স্ত্রীলিঙ্গেন অর্থান্তরোক্তিপ্ৰতীতিরিত্যাশঙ্কাহ—যং প্রাণমিতি । তস্তামুহন্ত পরোকত্বাদপরোকবাচী চ কণমন্তচ্ছকো যুগ্মতে, তত্রাহ—সৈবেতি । কণং প্রাণে দেবতাশব্দঃ, ন হি তস্ত তচ্ছকত্বঃ প্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্কাহ—দেবতা চেতি । যাগে হি দেবতা কারকত্বেন গুণভূতা প্রসিদ্ধা, তথা প্রাণোহপি ত্র্যবাক্ত্ত্বেন সতি বিহিতক্রিয়াগুণত্বাৎ দেবতেন্তার্থঃ ।

প্রাণোপান্তেবিবিধঃ কলঃ—পাপহানিক্কেবতাভাবশ্চ, তত্র পাপহানেব প্রধানফলস্তাত্ৰ অবগাৎ দৃষ্টগণবিধিপ্রাণোপান্তিরিহ বিবক্ষিতেতি বাক্যার্থমাহ—যস্মাদিতি । ন তাবৎ প্রাণদেবতয়া দুর্নামত্বঃ স্মিকৃৎ, তত্র তচ্ছকপ্রসিদ্ধেরদর্শনাৎ, নাপি যৌগিকং প্রাণস্ত প্রত্যগ্-বৃত্তেদূরত্বাভাবাৎ, ইত্যাক্ষিপতি—তঃ পুনরিতি । পরিহরতি—আহেতি । কণং পাপমস্মিন্দৌ বর্তমানস্ত ততো দূরমিত্যাশঙ্কাহ—অসংশ্লেষেতি । উপান্তে সদা ভাবয়তিতি যাবৎ । এক-জ্ঞানাদি প্রাণতত্ত্বজ্ঞানাৎ কলসিদ্ধিসম্ভবে কিং সদা তদ্ভাবনয়া ? ইত্যাক্ষ্য ভাবনাপর্য়ায়োপাসন-শকার্যমাহ—উপাসনঃ নামেতি । দীর্ঘকালাদয়নৈরন্তর্যাক্রপবিশেষণত্রয়ঃ বিবক্ষিতাহ—লৌকি-কেতি । তস্ত মধ্যমাঃ দর্শয়তি—যাবদিতি । মনুষ্যোহহমিতিবৎ দেবোহহমিতি যস্ত ভীত এব অতিমানাভিব্যক্তিঃ, তশ্চৈব দেহপাতাদুৎকঃ তদ্ভাবঃ কলতীতাত্ৰ প্রমাণমাহ—দেবো ভূহেতি । কা দেবতা রূপঃ তবেতি—কিংদেবতোৎসাহি, তদ্ভাবো ভাতীতীতার্থঃ ॥ ১৮ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—মনে হইতে পারে,—প্রাণের যে, বিশুদ্ধি বলা হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ, অর্থাৎ কোন প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয় না ; কেন না, বাক্ প্রভৃতির যেরূপ কল্যাণ-কণনাদিবিষয়ে আসক্তি আছে, প্রাণের সেরূপ কোনও আসক্তি নাই ; সুতরাং এ কণার মীমাংসা ত পূর্বেই করা হইয়াছে ; [তবে আবার শঙ্কা হয় কেন ?] হাঁ, একথা সত্য বটে, কিন্তু আঙ্গিরসক নিবন্ধন প্রাণকে বাক্-প্রভৃতির আত্মস্বরূপ বলায়, ‘শবস্পৃষ্টি-তৎস্পৃষ্টি’ স্ত্রায়াক্তসারে (১১) বাগাদির সহিত সম্বন্ধ থাকায়, প্রাণেও বাগাদিগত অশুদ্ধি সংক্রামিত হইতে পারে ; এইজন্য বলিতেছেন যে, না—প্রাণ বিশুদ্ধই বটে ; কারণ ? যেহেতু এই দেবতা (প্রাণ) ‘দূর’ নামে প্রসিদ্ধ । পাষাণে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের স্তায় অস্বরগণ যে প্রাণকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত হইয়াছিল, এখানে ‘সা’ পদে সেই প্রাণকে বুঝাইতেছে । ইহা সেই দেবতাই বটে,—বর্তমান যজ্ঞমানের শরীরগত যে দেবতা, দেবগণকর্তৃক ‘অন্নম্ আন্ত্রে অন্তঃ’

(১১) তাৎপর্য—‘শবস্পৃষ্টি’ স্তায় এইরূপ,—শব (মৃতদেহ) বস্তাবতই অস্পৃষ্ট, শবস্পর্শী ব্যক্তিও অস্পৃষ্ট, আবার তাহার স্পৃষ্ট বস্তুও অস্পৃষ্ট হইয়া থাকে । এখানেও তরুণই বুঝিতে হইবে ।

বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছেন । উপাসনা-ক্রিয়ার কর্মরূপে (উপাস্তরূপে) প্রাণ যখন উপাসনারই অঙ্গস্বরূপ, তখন দেবতাস্বরূপও বটে ।

যেহেতু সেই দেবতা (প্রাণ) ‘দূর’ নামে প্রসিদ্ধ ; এখানে নামিশব্দটা প্রসিদ্ধি-
 ত্যোক্তক ; সেই হেতুই ইহার বিশুদ্ধতাও প্রসিদ্ধ ; ‘দূর’ এই নামই বিশুদ্ধির
 কারণ । কেন যে, তাহার ‘দূর’ নাম হইল, তাহা বলিতেছেন—যেহেতু মৃত্যু
 অর্থাৎ বিষয়াঙ্গরূপ পাপ এই প্রাণদেবতা হইতে দূরে অবস্থিত ; আসক্তিরূপ
 দোষ না থাকায় মৃত্যু তাঁহার সন্নিহিত হইলেও বস্তুতঃ দূরে আছে ; এইজন্তই
 তাঁহার ‘দূর’ নামে প্রসিদ্ধি ঘটিরাছে । এইরূপে প্রাণের বিশুদ্ধি বিজ্ঞাপিত হইল ।
 এখন বিশ্বাস ফল কণিত হইতেছে—ইহা হইতে অর্থাৎ এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন
 ব্যক্তির নিকট হইতে মৃত্যু অতি দূরে থাকে, যিনি এইতরু জ্ঞানে, তাঁহার নিকট
 হইতেও [মৃত্যু দূরে থাকে] । ‘এবং’ শব্দ হইতে বুঝিতে হইবে যে, যে লোক
 বিশুদ্ধ-গুণসম্পন্ন প্রাণের উপাসনা করেন,—উপাসনা শব্দের অর্থ এই যে, শ্রুতিতে
 উপাসনা বিধির অর্থবাদবাক্যো (প্রশংসাবাক্যো) দেবতাপ্রভৃতির যেরূপ স্বরূপ
 বর্ণিত আছে, মনে মনে ঠিক সেই রূপটির নিকট উপস্থিত হইয়া আসন—(উপ+
 আসন=উপাসন) চিন্তা করা । বলা আবশ্যক যে, উক্ত চিন্তার মধ্যে জাগতিক
 অণু কোনও চিন্তা প্রবিষ্ট থাকিবে না । যতক্ষণ লোকসিদ্ধ অভিমানের ছায় সেই
 উপাস্ত দেবতাদির স্বরূপে তাহার আত্মাভিমান অভিযুক্ত না হয়, [ততকাল একরূপ
 ধ্যান করিতে হইবে] ; কেন না, শ্রুতি বলিয়াছেন—‘দেবতা হইয়া দেবতার
 উপাসনা করিবে’, ‘তুমি এই পূর্বদিকে কোন্ দেবতারূপে বর্তমান আছ?’
 ইত্যাদি ॥ ১৮ ॥ ৯ ॥

শাস্ত্ররভাস্তম্ :—“স বা এষা দেবতা...দূরং হ বা অস্মান্মৃত্যুর্ভবতি”
 ইত্যুক্তম্ । কথং পুনরেষংবিদো দূরং মৃত্যুর্ভবতীতি ? উচ্যতে—এবংবিশ্ববিরো-
 ধাৎ ; ইঞ্জিয়-বিষয়সংসর্গাসঙ্গজো হি পাপ্মা প্রাণাত্মাভিমানিনো হি বিরুদ্ধ্যতে,
 বাগাদিবেশেবাভিমানহেতুত্বাৎ স্বাভাবিকাজ্ঞানহেতুত্বাচ্চ । শাস্ত্রজনিতো হি
 প্রাণাত্মাভিমানঃ ; তস্মাদেবংবিদঃ পাপ্মা দূরং ভবতীতি যুক্তম্, বিরোধাত্ ।
 তদেতৎ প্রদর্শয়তি—

টীকা । কণিকাস্তরমবত্যাঃ বৃত্তঃ কীর্তয়তি—স বা ইতি । নিত্যামুষ্ঠানাৎ পাপ-
 হানিঃ, ধর্মাৎ পাপকরজ্ঞেতঃ । ন চেদমুপাসনং নিত্যং নৈমিত্তিকং বা, দেবতাস্বরূপমিনো
 বিধানাৎ, তৎকথং পাপম্ এবংবিদো দূরে ভবতীত্যাক্ষিপতি—কথং পুনরিতি । বিরোধি-
 সন্নিপাতে পূর্বধ্বংসমাবশ্যকং যদানঃ সমাধত্তে—উচ্যতে ইতি । উক্তমেব বান্ধি—ইঞ্জিরেতি ।

ইচ্ছিয়াণাং বিব্রেবু সংসর্গে যোহভিনিবেশন্তেন জনিতঃ পাপ্মা পরিচ্ছেদাভিমানঃ অপরিচ্ছিন্নে
প্রাণাভিনি আত্মাভিমানবতো বিরূধ্যতে, পরিচ্ছেদাপরিচ্ছেদয়োবিরোধস্তু প্রসিদ্ধাদিতার্থঃ।
বিরোধঃ সাধয়তি—বাগদীতি। পাপ্মনো বাগাদিবিণেববত্যাভিনি বিশিষ্টে অভিমানহেতুত্বাৎ
আধিদৈবিকাপরিচ্ছিন্নাভিमानে ধ্বংসো যুজ্যতে। দৃশ্যতে হি চতালভাতাবলিখিনো জলস্ত
গন্ধাভিবেশনভাবাপত্তৌ অপেরহনিবৃত্তিঃ।

“অন্ত্যচাপি পরঃ প্রাপ্য গান্ধাঃ যাতি পরিভ্রতম্”

যতি জ্ঞানাদিতার্থঃ। যন্নৈসর্গিকজ্ঞানচক্ষুঃ তদাগন্তুকপ্রমাণজ্ঞানেন নিবর্ততে, যথা রজ্জ্বসর্পাদি-
জ্ঞানং। নৈসর্গিকজ্ঞানচক্ষুঃ পাপমা, তেন প্রামাণিকপ্রাণবিজ্ঞানেন তদক্ষান্তিরিত্য-
স্বাভাবিকেতি। নবভিমানয়োবিরোধাবিশেষাৎ বাধাবাধকত্বাবস্থায়োপাৎ দ্বয়োপি মিথো বাধা
স্তাৎ, তত্রাহ—শাস্ত্রজনিতো ভীতি। উক্তমেব পাপক্ষ্যসরূপং বিভ্রাক্ষলং অপকীর্ত্তমুত্তরবাক-
মিত্যাহ—তদেতদিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—(আভাসঃ)। “স বা এষা দেবতা,...দূরং হ বা
অস্মাৎ মৃত্যুর্ভবতি” একথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। এখন ভিজ্ঞাস্ত হইতেছে যে,
এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির মৃত্যু দূরগত হয় কি প্রকারে? বলা হইতেছে,—
বেহেতু এবংবিধ জ্ঞানলাভের সঙ্গে মৃত্যুর বিরোধ রহিয়াছে। কেন না, ইচ্ছিন্ন-
গ্রাহ্য বিষয়সম্পর্কভাত আসক্তি হইতে যে, পাপ উৎপন্ন হয়, তাহা ত প্রাণাভ্যা-
ভিমানীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ; কারণ, বাকপ্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ঠিকিয়া
আত্মাভিমান এবং স্বভাববিরুদ্ধ অজ্ঞান বা বিপর্যাস্ত বুদ্ধিই ইক্ষুপ পাপোৎপত্তির
কারণ; আর প্রাণে যে আত্মাভিমান হয়, তাহার কারণ তটল—শাস্ত্রীয়
উপদেশ; কাজেই স্বাভাবিকের সঞ্চিত শাস্ত্রজ্ঞ অভিমানের বিরোধ থাকায় প্রাণা-
ভ্যবদের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করা পাপের পক্ষে যুক্তিবাক্ত হইতেছে;
কেন না, উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট বিরোধ রহিয়াছে; বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের এক স্থানে
অবস্থিতি কখনই হইতে পারে না। অতঃপর এ বিষয়টিই প্রকাশ করিয়া
বলিতেছেন—

স। বা এষা দেবতৈতাসাং দেবতানাং পাপ্মানঃ মৃত্যুমপহত্যা
বক্তাসাং দিশাম্ স্তুত্বদ্ গময়াক্কার, তদাসাং পাপ্মনো বিন্যদধাৎ,
তস্মান্ন জনমিয়ান্নাস্তুমিয়ান্নেৎ পাপ্মানঃ মৃত্যুমশ্ববায়ানীতি॥১৯১০॥

সরলার্থঃ।—স। বা এষা (প্রাণাণাঃ) দেবতা, এতাসাং (বাগদীনাং)
পাপ্মানং (পাপগুণং) মৃত্যুম্ অপহত্যা (বিক্ষিপ্ত), বক্ত (যন্নিম্ন প্রদেশে)
আসাং (পূর্বাদীনাং) দিশাম্ স্তুত্ব (অবসানং, বতঃ পরঃ দিগ্ বাবচারো নাস্তি,

প্রাকৃতজ্ঞানসম্পন্ন-জনাধুযিতং স্থানং বা), তং (তত্র) গময়াঙ্ককার (মৃত্যুং গমিতবান্)। তং (তত্র) আসাং (দেবতানাং) পাপ্যনঃ (পাপানি) বিজ্ঞদধাং (বিবিধাকারেণ স্থাপিতবতী); তস্মাং (হেতোঃ) জনং (অন্ত্যাজনং) ন ইয়াং (তেন সহ ন সংসর্গং কুর্যাং), তথা অন্তঃ (দিগন্তশব্দবাচ্যঃ অন্ত্যাজনবাসস্থান-মপি) ন ইয়াং (ন গচ্ছেৎ)। [‘নেং’ ইতি ভরহৃচকম্ অবায়ম্;] তৎসংসর্গে ক্রতে চি [অঃ] পাপ্যনঃ মৃত্যুং অন্ত্যাজনানি (অন্ত্যগচ্ছেরম্, পাপী ভবেয়ম্)। [এবঃ] তীত্যা ন অন্ত্যাজনম্, তৎস্থানং বা ইয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ : সেই প্রাণদেবতা উক্ত বাক-প্রভৃতির পাপরূপ মৃত্যুকে তাহাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া—যেখানে এই পূর্বাদি দিকের অন্ত বা শেষ হইয়াছে, অর্থাৎ যেখানে শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞানশূন্য লোকের অবস্থান, সেই স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন; সেখানেই বাগাদির পাপ-সমূহকে নানাবিধ আকারে স্থাপন করিয়াছিলেন; সেইজন্য ঐ প্রদেশস্থ লোকের সহিত সংসর্গ করিবে না, এবং সেই প্রান্তভূমিতেও যাইবে না। ‘নেং’ কথাটী ভীতিসূচক; [ঐরূপ করিলে] আমিও পাপরূপ মৃত্যুর কবলগত হইব, (এই ভয়ে আর অন্ত্যাজনের ও ঐ স্থানের সংস্রব করিবে না) ॥ ১৯ ॥ ১০ ॥

শাকরভাষ্যম্ :—সং বা এয়া দেবতেত্বাক্রমম্ । এতাসাং বাগাদীনাং দেবতানাং পাপ্যনঃ মৃত্যুঃ—স্বাভাবিকাজ্ঞানপ্রযুক্তৈঃ পাপবিসংসর্গসঙ্গজনিতেন চি পাপ্যনাং সংসর্গে ব্রহ্মতে, স হতো মৃত্যুঃ—ত প্রাণাত্মাভিমানরূপাত্মো দেবতাভ্যঃ অপরিচ্ছিন্না অপহতা—প্রাণাত্মাভিমানমাত্রতয়েব প্রাণোহপহন্ত্যেত্যা-চাতে। বিরোধাদেব তু পাপ্যমা এবংবিদো দূরঃ গতো ভবতি; কিং পুনশ্চকার দেবতানাং পাপ্যনঃ মৃত্যুং পহত্য ? ইতি, উচ্যতে—যত্র যস্মিন্ আসাং প্রাচ্যা-দীনাং দিশামন্তোহবসানম্, তং তত্র গময়াঙ্ককার গমনং কৃতবানিত্যেতৎ ।

নহু নাস্তি দিশামন্তঃ, কথমন্তঃ গমিতবানিতি ? উচ্যতে—শ্রোতবিজ্ঞান-বজ্জনাবদিনিমিত্ত-কল্পিতত্বাং দিশাম্, তদ্বিরোধিজ্ঞানাধুযিত এব দেশো দিশামন্তঃ, দেশান্তোহরণ্যমিতি বহুং, ইত্যদোষঃ ।

তং তত্র গময়িত্বা আসাং দেবতানাং, পাপ্যন ইতি দ্বিতীয়াবহবচনম্; বিজ্ঞদধাং বিবিধং ব্রহ্মভাবেনাদধাং স্থাপিতবতী প্রাণদেবতা; প্রাণাত্মাভিমান-শব্দোৎপত্ত্যজনেচ্ছিতি, সামর্থ্যাৎ । ইজ্জিসংসর্গজো চি সং, ইতি প্রাণাত্মপ্রত্যাব-

গম্যতে । তন্মাত্ তমস্তাং জনং নেয়াং ন গচ্ছেৎ—সম্ভাষণদর্শনাদিভিন্ন সংসৃজ্যেৎ ;
তৎসংসর্গে পাপুনা সংসর্গঃ কৃতঃ স্মাত্ ; পাপুশ্রয়ো হি সঃ ; তজ্জননিবাসং চাস্তং
দিগন্তশব্দবাচ্যং নেয়াং—জনশূন্তমপি , জনমপি তদেববিবৃক্তম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ ।
নেদিতি পরিতরার্থে নিপাতঃ । ইৎ জনসংসর্গে পাপুনাং মৃত্যুং অদ্বায়ানীতি—
[অনু+অব+অয়ানীতি] অনুগচ্ছ্যমিতি এবং ভীতো ন জনমন্তঃ চেয়াদিতি পূর্বেণ
সম্বন্ধঃ ॥ ১৯ ॥ ১০ ॥

টীকা । মৃত্যুমপহতা যত্রাসাং দিশামন্তঃ, তদগমরাককারেতি সম্বন্ধঃ । কথং পাপম্।
মৃত্যুকাণ্ডে, তত্রাহ—স্বাভাবিকেরি । অপহতোতাত্ত্বিকপূর্ববদময়ঃ । প্রাণদেবতা চেৎ পাপুমানং
হস্তি, সदैব কিং ন হস্তাদিত্যাশঙ্কাত—প্রাণোদ্যেতি । ভবতু প্রাণো বাগাদীনাং পাপুমনো-
হস্তা, বিদ্বন্তস্ত কিমায়াতমিত্যাশঙ্কাত—বিরোধাদ্যেতি ।

অনন্তাকাশদেশস্থঃ দিশামন্তাভাবাদ্ যত্রাসামিত্যন্তষষ্ঠমিতি শব্দতে—নথিতি । শাস্ত্রীয়-
জ্ঞানকর্মসংস্কৃতো জনো মধ্যদেশঃ প্রসিদ্ধঃ, তস্তাপি তদধিষ্ঠিতদেব মধ্যদেশস্থঃ তত্রাপ্যন্ত্যজাধি-
ষ্ঠিতদেশস্ত পাপীরম্বদীকারাৎ, অতস্তঃ জনঃ তদধিষ্ঠিতঃ চ দেশমবধিঃ কৃৎ তেনৈব নিমিত্তেন
দিশাং কল্পিতদাদানন্ত্যাত্মাবাৎ পূর্কোক্তজনাতিরিক্তজনস্ত তদধিষ্ঠিতদেশস্ত চ অন্তহোক্তেন্দ্রা-
দেশাদন্ত্যো দেশো দিশামন্ত ইত্যুক্তে ন কাচিদন্তপপত্তিরিতি পরিহরতি—উচ্যত ইতি ।

কিমিত্যন্ত্যভ্যনেষু ইত্যধিকাভাবঃ দিযতে, তত্রাহ—ইতি সামর্থ্যাদিতি । দেশমাত্রে
পাপুমানবস্থানানুপপত্তেরিত্যর্থঃ । তামেবানুপপত্তিঃ সাধয়তি—ইচ্ছিরেতি । ভবতু যথোক্তো
দিশামন্তস্তথা চ পাপুমানসংসর্গোহস্ত, তথাপি কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্য তন্ত নিষ্টৈস্ত্যাজ্যমিত্যাহ—
তস্মাদিতি । নিবেদয়ন্ত তাত্পর্যমাত—জনশূন্তমপি । প্রাণোপাস্ত্রপ্রকরণে নিবেদ-
ক্রেতন্তুপাসকেনৈবাগঃ নিবেদোহমুঠেয়েঃ ন সর্কৈরিত্যাশঙ্ক্যাহ—নেদিত্যাদিনা । উপ-
কৃত্যুক্তং নিবেদঃ ন চেদহং কৃৎ, ততঃ পাপুমানমনুগচ্ছ্য নিবেদাতিক্রমাদিতি সঙ্গস্ত ভয়ঃ
ভ্রান্তে, ন প্রাণোপাসকস্তেব । অতঃ সর্কোহপি পাপাত্তো নোন্তয়ং গচ্ছেৎ বাক্যং তি
প্রকরণাদ্ বলবদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—‘সো বৈ এনা দেবতা’ এ কথার অর্থ পূর্কেই উক্ত হই-
রাছে । [সেই প্রাণ দেবতা] এই বাগাদি দেবতাগণের পাপরূপ মৃত্যুকে,—
স্বাভাবিক অজ্ঞানবশতঃ যে, শব্দস্পর্শাদি বিবরের সত্তিত ইচ্ছিয়সম্বন্ধাধীন আসক্তি,
সাধারণতঃ সেই আসক্তিজ্ঞানিত পাপের ফলেই সমস্ত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া
পাকে ; এইজন্য সেই পাপই মৃত্যুর হেতু বলিয়া মৃত্যু নামে অভিহিত হইয়াছে ।
সেই পাপরূপী মৃত্যুকে প্রাণাত্মাভিমানরূপ দেবতাগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন
করিয়া (পৃথক্ করিয়া), প্রাণে যে আত্মাভিমান স্থাপন, তাহাই এখানে ‘অপহতা’
কথায় বলা হইয়াছে । ভাল কথা, এবং বিধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির স্বভাববিরুদ্ধ
বলিয়াই ত পাপরূপ মৃত্যুদুরগামী হইয়া থাকে, তবে আর মৃত্যুকে বিচ্ছিন্ন করিয়া

বিশেষ কল কি হইল? তদন্তরে বলিতেছেন—এই পূর্বাদি দিক্‌সমূহের বেখানে অন্ত—অবসান (শেষ) হইয়াছে, সেখানে মৃত্যুকে প্রেরণ করিয়া ছিলেন ।

তাল দিক্‌সমূহের ত কোথাও অন্ত নাই, তবে দিগন্তে প্রেরণ করিলেন কিরূপে? হাঁ- বলা হইতেছে—বেদোপদিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন বিদ্বজ্জনের বাসভূমির নামা লইয়াই দিগ্‌বিভাগ করিত হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা শ্রোত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সাধারণতঃ তাহাদের দিকের ব্যবহার করিয়া থাকেন; সূত্রাং যাহারা শ্রোত জ্ঞানবিহীন, তাহাদের ঐরূপ দিগ্‌ব্যবহার না থাকায়, তাদৃশ জনের আবাস-প্রদেশই এখানে দিগন্তশব্দ-বাচ্য, যেমন দেশান্ত বলিলে ‘অরণ্য’ বুঝায়, ইহাও তদ্রূপ; কাজেই এখানে কোনও দোষ হইতেছে না ।

‘পপুনাঃ’ পদে দ্বিতীয়ার বহুবচন রহিয়াছে; উহা কন্মপদ । সেই প্রাণ-দেবতা উক্ত দেবতাগণের সেই পাপরাশিকে সেখানে প্রেরণ করিয়া নানাপ্রকার চিন্তনাত্মক স্থাপন করিয়াছিলেন । পাপমাত্রই নিয়ন্ত্রিতসম্বন্ধজাত, এবং প্রাণি-গণে আশ্রিত; সুতরাং বুঝা যাউতেছে যে, যাহারা প্রাণায়ুবুদ্ধিবিহীন অন্ত্যজ লোক, তাহাদের উপরই [ঐ পাপরাশি স্থাপন করিয়াছিলেন] । অতএব সেই পাপগুক্ত অন্ত্যজ লোকের নিকট গমন করিবে না, অর্থাৎ সম্ভাষণ ও দর্শনাদি দ্বারা তাহাদের সঙ্গে সংসর্গ করিবে না; কারণ, সে নিজে পাপী; সুতরাং তাহার সঙ্গিত সংসর্গ করিলেই পাপের সঙ্গিত সংসর্গ করা হইবে, এইজন্য তাহার সহিত সম্বন্ধ রাখিবে না এবং অন্তঃ—দিগন্তশব্দ-বাচ্য তাদৃশ লোকের বাসভূমিতেও যাইবে না । অভিপ্রায় এই যে, সে দেশ যদি জনশূণ্যও হয়, তাহা হইলেও সে দেশে যাইবে না, আর সে দেশের লোক যদি অন্ত্রও পাকে, তাহা হইলেও তাহার সংসর্গ করিবে না । ‘নেৎ’ শব্দটি নিপাত, [যাহা কোন লক্ষণানুসারে নিষ্পন্ন না হয়, সেক্ষেপ শব্দকে ‘নিপাত’ বলে] । ইহার অর্থ—বিশেষ ভয়; যদি এই প্রকার লোকের সংসর্গ করি, তাহা হইলে পাপরূপী মৃত্যুর অন্ত্রগত হইব; এইরূপে ভীত হইয়া অন্ত্য-জনের সংসর্গ করিবে না ॥ ১২ ॥ ১০ ॥

স। বা এষা দেবতৈতাসাং দেবতানাং পাপ্মানাং মৃত্যু-
মপহত্যাধৈনা মৃত্যুমত্যবহং ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ :—স। (পূর্বোক্তা) এষা দেবতা (প্রাণঃ) এতাসাং (বাগাদীনাম্)
দেবতানাং পাপ্মানাং মৃত্যুম্ অপহত্যা, অথ (অনন্তরং) এনাঃ (বাগাভ্যাং দেবতাঃ)

মৃত্যু (পাপানম্) অতীতা (অতিক্রম্য) অবহং (স্বং স্বং দেবভাবঃ
প্রাপিতবতীত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ ১—সেই এই প্রাণদেবতা এই বাগাদি দেবতার
পাপরূপ মৃত্যু অপনীত করিয়া, অনন্তর মৃত্যুরহিতরূপে তাহাদিগকে
বহন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে নিজ নিজ দেবভাবে উপনীত
করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

শাকরভাষ্যম্ ১—সা বা এষা দেবতা—তদেতৎ প্রাণায়জ্ঞানকর্ম্মফলঃ
বাগাদীনামগ্ন্যাত্মায়মুচ্যতে । অগ্নেয়ং মৃত্যুমতাবহং—যস্মাৎ আধ্যাত্মিকপরি-
চ্ছেদকঃ পাপা মৃত্যুঃ প্রাণায়জ্ঞানেনাপহতঃ, তস্মাৎ স প্রাণোহপহন্তা
পাপানো মৃত্যোঃ ; তস্মাৎ স এব প্রাণঃ, এনাঃ বাগাদিদেবতাঃ প্রকৃতং পাপান-
মৃত্যুমতীতা অবহং প্রাপয়ং স্বঃস্বমপবিচ্ছিন্নমগ্নাদিদেবতায়রূপম্ ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

টীকা । বিবিধমুপাস্তিকল পাপহানিদেবতাভাবশ্চ । তত্র পাপহানিমুপদিশত। প্রাসঙ্গিকঃ
সাধারণো নিষেধো দর্শিতঃ । সম্প্রতি দেবতাভাবং বক্তৃমুত্তরবাক্যমিতি পঠকোপদানপদকঃ
বাহ—সা বা এব্যেতি । অগ্নশকাবদ্বোতিতমর্থঃ কথয়তি—যস্মাদিতি । পাপমাপহন্তমন্ডঃ
অবশিষ্টং ভাগং বাচয়তি—তস্মাৎ স এব্যেতি ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ১—‘সা বা এষা দেবতা’ ইত্যাদি প্রতিপত্তিতে উল্লিখিত
প্রাণায়জ্ঞান ও তদমুষ্ঠানের ফল—বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অগ্ন্যাত্মায়কতা কথিত হই
তেছে । ‘অথ এনা মৃত্যুম্ অতাবহং’ কথার অর্থ এই যে,—সেহেতু দৈহিক সম্বন্ধ-
বিচ্ছেদকারী মৃত্যুরূপ পাপ প্রাণায়জ্ঞান দ্বারা নিবারিত হইয়াছে, সেই হেতুই
প্রাণদেবতা মৃত্যুরূপ পাপের অপহন্তা ; এবং সেই হেতুই উক্ত প্রাণদেবতা বাক্-
প্রভৃতি দেবতাকে মৃত্যুরূপ পাপ হইতে বিনির্মুক্ত করিয়া বহন করিয়াছিলেন,
অর্থাৎ তাহাদিগকে নিজ নিজ অপরিচ্ছিন্ন অগ্নাদিদেবতাব লাভ করাইয়া-
ছিলেন ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

স বৈ বাচমেব প্রথমামত্যবহং, সা বদা মৃত্যুমত্য-
মুচ্যত, সোহগ্নিরভবৎ ; সোহয়মগ্নিঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তো
দীপ্যতে ॥ ২১ ॥ ১২ ॥

সরলার্থঃ ১—সঃ (প্রাণঃ) প্রথমাম্ (উদগীথকর্ম্মণি অপরকরণাপেক্ষয়া
প্রধানাঃ, বাগ্‌নিবর্ত্ত্যাহাং উদগীথকর্ম্মণঃ) অতাবহং (পাপুলকণং মৃত্যুমতীতা
দেবত্বমগময়ং) । সা (বাক্) বদা (বস্মিন্ কালে) মৃত্যুম্ অতামুচাত (মৃত্যু-

পাশাং বিমোচিতা অভবৎ), [তদা] সঃ (প্রসিদ্ধঃ) অগ্নিঃ অভবৎ । সঃ (প্রকৃতঃ) অগ্নম্ অগ্নিঃ মৃত্যুম্ অতিক্রান্তঃ সন্ পরেণ (মৃত্যোরদিকারাং পরতঃ) দীপ্যাতে (দীপ্তিমান্ ভবতি) ; [মৃত্যুসমতিক্রমণাং প্রাক্ বাচঃ নৈবঃ দীপ্তিরাসীদিত্তি, ভাবঃ] ॥ ২১ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ ১—সেই প্রাণ [উদগীথক্রিয়ার] প্রধান সাধন বাগ্‌দেবতাকেই প্রথমে মৃত্যুবিহীন করিয়া দেবত্ব-প্রাপ্ত করিয়াছিলেন । সেই বাগ্‌দেবতা যে সময় মৃত্যুপাশ অতিক্রম করিল, অর্থাৎ পাপসম্বন্ধ-বিরহিত হইল, সেই সময়েই সে অগ্নিস্বরূপ হইল ; সেই অগ্নিরূপেই মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল । [বুদ্ধিতে হইবে যে, তৎপূর্বে তাহার ঐরূপ দীপ্তি ছিল না ।] ॥ ২১ ॥ ১০ ॥

শাক্তরভাস্যম্ ।—স বৈ বাচমেব প্রথমমতাবহং । স—প্রাণঃ বাচমেব প্রথমাঃ প্রধানামিত্যোক্তং—উদগীথকর্ম্মণি ইতরকরণাপেক্ষয়া সাধকতমত্বং প্রোধ্যাত্তং তত্ৰাঃ, তাঃ প্রথমাম্ অতাবহন্ বহনঃ কৃতবান্ । তত্ৰাঃ পুনর্মৃত্যুমতীত্যোক্তায়াঃ কিং রূপম্ ? ইতি উচ্যতে—সা বাক্ বলা যস্মিন্ কালে পাপান্ মৃত্যুমত্যাশ্রুত—অত্যাশ্রুত—মোচিতা স্বরমেব, তদা সঃ অগ্নিরভবৎ,—সা বাক্ পূর্ব্বমপ্যগ্নিরেব সত্য মৃত্যুবিয়োগেহপ্যগ্নিরেবাভবৎ । এতাবাস্ত বিশেষঃ মৃত্যুবিয়োগে—সোহ্রমতিক্রান্তোহগ্নিঃ পরেণ মৃত্যুঃ—পরন্তাং মৃত্যোঃ দীপ্যাতে ; প্রাঙমোক্ষাং মৃত্যু প্রতিবন্ধঃ অধ্যাত্মবাগায়না নৈকানীমিব দীপ্তিমানাসীৎ ; ইদানীং তু মৃত্যুঃ পরেণ দীপ্যাতে মৃত্যুবিয়োগাৎ ॥ ২১ ॥ ১০ ॥

টীকা । সামান্তোক্তমর্থঃ বিশেষেণ প্রপঞ্চয়তি—স বৈ বাচনিত্যাদিনা । কথং বাচঃ প্রাপমা, তদাচ—উদগীথেতি । বাচো মৃত্যুমতিক্রান্তায়া রূপং প্রপঞ্চকং প্রদর্শয়তি—তত্ৰাঃ ইতি । অনয়েন্নগ্নিস্ববিরোধং ধূম্যেতে—সা বাগীতি । পূর্ব্বমপি বাচঃ অগ্নিহেনোপাসনালভ্যং তদগ্নিহমিত্যাশঙ্ক্য—এতাবানিতি । উক্তং বিশেষঃ বিশদয়তি—প্রাগীতি ॥ ২১ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ১—“স বৈ বাচমেব প্রথমাম্ অতাবহং” ইত্যাদি । সেই প্রাণ, প্রথমা—প্রধানা বাগ্‌দেবতাকে বহন করিয়াছিলেন । উদগীথপাঠকার্য্যে অত্যাশ্রু ইঞ্জিয়াপেক্ষা সাধকতমত্ব (প্রধান-সাধকতা) তাহারই আছে ; এইজন্য এখানে বাকের প্রোধ্যাত্ত [বুদ্ধিতে হইবে] । মৃত্যু অতিক্রম করিয়া যে, বাগ্‌দেবতাকে বহন করা হইরাছে, তাহার প্রকৃত স্বরূপ কিরূপ ? হাঁ, বলা হইতেছে—সেই বাক্ যখন পাপাত্মক মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইল,—নিজেই বিমোচিত হইল, তখন সে প্রসিদ্ধ অগ্নিই প্রাপ্ত হইল । সেই বাক্ পূর্বেও অগ্নি-

স্বরূপই ছিল, আবার মৃত্যুবিরোগের পরেও সেই অগ্নিই প্রাপ্ত হইল । এইমাত্র বিশেষ যে, মৃত্যুবিরোগের পর [মৃত্যু] অতিক্রান্ত সেই অগ্নিই মৃত্যুর পরে, অর্থাৎ মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল ; কিন্তু মৃত্যুপাশঙ্কেননের পক্ষে মৃত্যুর অধিকারের বেচকমধ্যে একস্বরূপে অবস্থিত থাকায় বর্তমানের জ্ঞান দীপ্তিমান ছিল না ; কিন্তু এখন সেই মৃত্যুবিরচিত হওয়ার মৃত্যুর বাঞ্ছিত, অর্থাৎ নিশ্চাপ অমররূপে দীপ্তি পাইতে লাগিল ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

অথ প্রাণমতাবহং, স যদা বৃত্তামতামুচাত, স বায়ুরভবং ;
সোহয়ং বায়ুঃ পরেণ বৃত্তামতিক্রান্তুঃ পবতে ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

সরলার্থঃ । — অথঃ অনন্তর , সঃ প্রাণঃ প্রাণম্ । প্রাণৈকিকম্ অতাবহং ; সঃ তন্ময়ং যদা বৃত্তাম অতামুচাত, তদা সঃ বায়ুঃ বায়ুঃ অভবৎ । অর্থাৎ স্বিকল্পিতকেন চিত্ত অদ্বৈতবৃত্তাবসম অগচ্ছৎ ; সঃ অস্মৈ প্রকৃত্যঃ বায়ুঃ বৃত্তাম অতিক্রান্তুঃ সন্ পরেণ বৃত্তামতঃ পবত্যাং পবতে পবিত্রতয়া প্রবর্ততি । সঃ প্রাণঃ চ সমকর্তব্যং চতুর্থাঃ ॥ ১১ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদঃ । — অতঃ পর প্রাণে প্রাণৈকিক-ভাবতাকে পাপ-বিনিমুক্ত করিয়া বহন করিয়াছিলেন । প্রাণৈকিক-ভাবতাকে যে সময় মৃত্যু-পাশ হইতে বিনিমুক্ত হইল, তখন সে বায়ুরূপ হইল ; সেই এই বায়ু অগ্রীত হইয়া—মৃত্যুর অধিকারের বাঞ্ছিত পার্কিয়া পবিত্রভাবে প্রবর্তমান হইতে লাগিল ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

শাকরভাষ্যম্ । — তথা প্রাণঃ যদা বৃত্তামুচাত । সঃ চ পবতে মৃত্যু-পরেণ অতিক্রান্তুঃ । সমকর্তব্যকর্মণম্ ॥ ১১ ॥ ১৩ ॥

টীকা । ১১ ১২ ১৩ ।

ভাষ্যানুবাদঃ । — সেই প্রকার, প্রাণে প্রাণতাকে বহন করিয়াছিলেন ; তাহাটী বায়ু হইয়াছিল ; সেই বায়ুটী মৃত্যু অতিক্রম করত পবিত্র হইতে গেলো ; আর সমস্তটী পূর্বের মত ১১ ১২ ১৩ ।

অথ চকুরতাবহং, তদ্বদা বৃত্তামতামুচাত, স আদিত্যোহভবৎ,
সোহসাবাদিত্যঃ পরেণ বৃত্তামতিক্রান্তুঃ পতি ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

সরলার্থঃ । — অথঃ অনন্তর , সঃ প্রাণঃ, চকুঃ অতাবহং । তৎ (চকুঃ) যদা বৃত্তাম অতামুচাত, তদা সঃ (প্রসিদ্ধঃ) আদিত্যঃ অভবৎ ; সঃ অস্মৈ

আদিভাঃ যুত্বা অতিক্রান্তঃ সন্ পরেণ তপতি (তস্য সন্তপতি) [অতঃ সৰ্ব্বং
ব্রাহ্মণকৃতিবৎ] ॥ ২৩ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদঃ—অতঃপর প্রাণ চক্কে পাপবিন্ধুমুক্তভাবে
বহন করিয়াছিলেন ; চক্ৰ যখন যুত্বা অতিক্রম করিয়াছিল, তখনই সে
আদিভাগরূপ হইয়াছিল ; সেই এই আদিভা যুত্বা অতিক্রম করিয়া—যুত্বার
নাভিরে থাকিয়া তাপ দিতেছেন ॥ ২৩ ॥ ১৪ ॥

শাকরভাষ্যম্—তদা চক্ৰাং দিতোহভবৎ ২৩ তপতি ॥ ২৩ ॥ ১৪ ॥
টীকাঃ ১ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩

ভাষ্যানুবাদঃ—সেই পক্ষাণ চক্ৰঃ আদিভাঃ হইল ; তিনিই এখন তাপ
দিতেছেন । ইত্যদ্যে বা পাপঃ ব্রাহ্মণ কৃতিবৎ সন্তপতি ২৩ ১৪ ॥

অথ শ্রোত্রমভ্যবহৎ, তদ্যদা যুত্বামত্যানুচ্যত, তা দিশোহ-
ভবৎ স্তা ইমাঃ দিবাঃ পরেণ যুত্বামতিক্রান্তাঃ ॥ ২৪ ॥ ১৫ ॥

সরলার্থঃ—অথ সঃ প্রাণঃ শ্রোত্রমভ্যবহৎ ; তৎ (শ্রোত্রঃ) বদা
যুত্বামত্যানুচ্যত, তদ্যদা ইত্যে তদাঃ পক্ষিভ্যাঃ দিবাঃ দিগদৈবভাঃ
অ-বদাঃ সঃ ইমাঃ দিবাঃ যুত্বা অতিক্রান্তাঃ পরেণ তপিতাঃ । [অতঃ সৰ্ব্বং
পূৰ্ণবৎ] ২৪ ১৫

মূলানুবাদঃ—অনন্তর প্রাণ শ্রোত্রদেবতাকে যুত্বা অতিক্রম
পূৰ্ণক বহন করিয়াছিলেন ; সেই শ্রোত্র যখন যুত্বাপাশবিমুক্ত হইল,
তখনই প্রসিদ্ধ দিগদৈবভাস্বরূপ হইল । সেই এই দিগদৈবভাসমূহ যুত্বার
অধিকার অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥ ১৫ ॥

শাকরভাষ্যম্—তদা শ্রোত্রা দিশোভবৎ ২৪ প্রাচ্যানিবিভাগেনা-
বস্থিতাঃ ২৪ ১৫

টীকাঃ ১ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩

ভাষ্যানুবাদঃ—সেইরূপ শ্রোত্রও দিক্‌সমূহ হইল ; দিবাঃ—অর্থ—
পূৰ্ণাদি বিভাগক্রমে অবস্থিত প্রসিদ্ধ দিক্‌সমূহ ॥ ২৪ ॥ ১৫ ॥

অথ মনোহতাবহৎ, তদ্যদা যুত্বামত্যানুচ্যত, স চন্দ্রমা অভবৎ,
সোহসৌ চন্দ্রঃ পরেণ যুত্বামতিক্রান্তো ভাতোবহৎ ত বা এনমেবা
দেবতা যুত্বামতিবহতি, য এবং বেদ ॥ ২৫ ॥ ১৬ ॥

টীকা। উপাস্তব্য প্রাপ্ত কার্যকরণ-জ্ঞাতত্ত্ব বিধায়কঃ নাম উপাস্তব্যং, বহু-বুদ্ধিবাক্যঃ, তদান্যায় ব্যাকরোতি—অথোতাদিনা। কপমুদগাতুবিজীতস্ত কলসবন্ধস্তদ্রাহ—কৰ্ণুগিতি।

অরাগানমারিজামিত্যত্র অরপূৰ্ণকঃ বাক্যপ্ৰথমমুকুলগতি—কথমিত্যাদিনা। তদেব হেতু-
বাহ—বহ্নাদিতি। প্রাপ্তেনৈব তদন্তত ইতি সৎকঃ। বহ্নানিত্যন্ত তদ্বাদিত্যাদিত্যন্তোদ্যতঃ।
অনিত্যেধাতোরনশব্দেৎ প্রাপণধারণগুণি কণ শব্দে তচ্ছব্দপ্রত্যয়স্তদ্রাহ—অনঃশব্দ ইতি।
ইতন্ত প্রাপ্ত বার্থমরাগানঃ মুকুলিত্যত্র—কিক্বেতি। প্রাপ্তেণ বাগাদিবং আত্মার্থমরাগা-
দিত্যঃ চেৎ, তহি তস্তাপি পাপ্যবেধঃ স্তাদিত্যাদিরাহ—যদপীতি। ইহায়ে দেহাকারপরিণতে
প্রাপ্তিগতি, তদমুসারিণ্যৎ বাগাদয়ঃ দ্বিতিত্যভ্যঃ, অতঃ দ্বিতার্থঃ প্রাপ্ত্যারম্ভমিতি ন
পাপ্যবেধতঃ স্মরণস্তীত্যাঃ ১২৬। ১৭৭

ভাষ্যানুবাদঃ—“অপ আহুনে” ইত্যাদি। বাক্য-প্রকৃতি ইন্দ্রিয়গণ বেরূপ
আপনার জন্ত গান করিয়াছিলেন, মুখা প্রাপ্ত সেইরূপ তিনটি পবমান স্তোত্রে
সর্বেশ্বরসাধারণ প্রাকাপত্য কলসিদ্ধির অল্পকলভাবে গান করিয়া, অনন্তর অবশিষ্ট
নয়টি স্তোত্রে আপনার জন্ত অরাগত গান করিয়াছিলেন। ‘অরাগত’ অর্থ—যাহা
অর, অথচ ভক্ষণযোগ্য। কামসংযোগ অর্থাৎ বস্ত্রে আশ্রয়িত কলপ্রাপ্তি দে,
কর্তারই হইয়া থাকে, ইহা বাচনিক বা শব্দপ্রাপ্তি; [সুতরাং প্রাপ্তের ঐ প্রকার
কলপ্রাপ্তি অসম্ভব হয় নাই] (১)।

ভাল, প্রাপ্ত যে, সেই অরাগত কলজনক গান আপনার জন্ত করিয়াছিলেন,
তাহা জানা যায় কি প্রকারে? তদ্বিধে চেতু প্রশ্ন করিতেছেন—‘বৎ
কিক’ ইতি। ‘বৎ কিক’ কথায় এখানে সাধারণতঃ ‘অরমাত্রই বুঝাইতেছে।
‘হি’ শব্দটি হেতুর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। যেহেতু জগতে প্রাণিগণ যাহা কিছু
অর ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাও এই ‘অনে’র সাহায্যেই করিয়া থাকে,

(১) তাৎপৰ্য্য—প্রতিতে আছে, “বৎ কিক যজ্ঞে আশ্রয়তে, বজ্রমানারৈব তদাশ্রয়তে”
ইত্যাদি। অর্থাৎ যজ্ঞে কথিকরণ যাহা কিছু কল কামনা করিয়া থাকেন, বজ্রমানের উদ্দেশ্যেই
তাহা করিয়া থাকেন। কিন্তু বজ্রমানের জন্য আশ্রয়িত হইলেও “কলং চ কৰ্ণুগামি স্তাৎ” এই
নিয়মানুসারে সাক্ষাৎকর্তা কথিকরণেরই সেই আশ্রয়িত কললাভ হইয়া থাকে; পরে বজ্রমান
নিকপারূপ হুয়া যাহা কথিকরণের নিকট হইতে সেই কল গ্রহণ করিয়া লয়; তাহার পর
বজ্রমান সেই বজ্রীর কলের অধিকারী বা ভোক্তা হয়। এই অভিপ্রায়েই উক্ত প্রকৃতিতে
“বজ্রমানারৈব তদাশ্রয়তে” বলা হইয়াছে। এখন এখানে শব্দ হইল যে, উপাস্তব্য প্রাপ্ত যে
অরাগত কলার্থ গান করিয়াছিলেন, তাহাও ত বিজীত হইয়া বজ্রমানেরই হইবে, তবে আর
,প্রাপ্ত আত্মার্থে গান করিয়াছিলেন” কথাটি সম্ভব হয় কি প্রকারে? সেই শব্দ নিরাসার্থ
ভাষ্যকার “কণা পুনঃ” ইত্যাদি বাক্যের ব্যবহার করিয়াছেন।

অর্থাৎ প্রাণিগণ ‘অন’ নামক এই প্রাণের সাহায্যেই অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে । প্রাণের ‘অন’ নামটি লোকপ্রসিদ্ধ । ‘অন’ শব্দের দ্বার ‘অনস্’ শব্দও ‘অন্’ ধাতু হইতে নিপন্ন হইয়াছে, বিশেষ এই যে, উহা স্কারান্ত । ‘অনস্’ শব্দের অর্থ—শকট (গাড়ী), আর অকারান্ত ‘অন’ শব্দের অর্থ—প্রসিদ্ধ প্রাণ ; সুতরাং ইহা ‘প্রাণ’ শব্দেরই সমানার্থক—পর্যায় শব্দ ।

অপি চ, কেবল জীবগণই যে, অন্ন-ভক্ষণে প্রাণের সাহায্য পাইয়া থাকে, তাহা নহে, পরন্তু সেই মূখ্য প্রাণ নিজেও শরীরাকারে পরিণত সেই ভুক্তারেই অবস্থান করিয়া থাকে ; অতএব প্রাণ যে, আপনাতঃ অবস্থিতির জন্যই অন্নাদ্ভ্য গান করিয়াছিলেন, তাহা বেশ বলা বাইতেছে । আর প্রাণ কর্তৃক যে, অন্ন ভক্ষণ, তাহাও কেবল তাহার অবস্থিতি লাভের নিমিত্তই, (কোন প্রকার ভোগার্থ নহে) ; সুতরাং কল্যাণাসক্তিনিবন্ধন বাক প্রভৃতির যেকোন পাপ হইরাছিল, প্রাণের সম্বন্ধে সেসকল পাপোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই ॥ ২৪ ॥ ১৭ ॥

তে দেবা অক্রবন্মৈতাবদ্বা ইদং সর্বং যদন্নং তদান্নান-
আগাসীরন্সু নোহস্মিন্নন্ন অভজ্যসেতি ; তে বৈ মাভিসংবিশ-
তেতি ; তথেন্তি তৎ সমস্তং পরিণ্যবিশন্ত ।

তস্মাদ্ যদনেনান্নমমতি তেনৈতাস্তপাত্তোবৎ হ বা এনৎ
স্বা অভিসংবিশন্তি, তন্তা স্থানাত্ শ্রেষ্ঠঃ পুর এতা ভবত্য-
ন্নান্নোহধিপতির্য এবং বেদ ; য উ হৈবস্মিদং শ্বেষু প্রতি
প্রতিবুভূষতি, ন হৈবালং ভার্যোভ্যো ভবত্যথ য এবৈতমন্সু
ভবতি যো বৈ তমন্সু ভার্য্যান্ বুভূষতি, স হৈবালং ভার্যোভ্যো
ভবতি ॥ ২৭ ॥ ১৮ ॥

সম্বলার্থঃ ।—তে (বাগাদয়ঃ) দেবাঃ অক্রবন্ উক্রবন্তঃ) [মুখ্যং প্রাণঃ]
—ইদং সর্বং এতাবৎ বৈ (এব) (এতাবদেব, নাতোহধিকমন্তীতার্থঃ) । [কিং
তৎ ? ইত্যাহ—লোকে প্রাণ-স্থিতার্থঃ] যৎ অন্নং অস্ততে (ভক্ষ্যতে), তৎ
(অন্নং) আদ্বনে (আদ্বার্থং) আগাসীঃ (পূর্কঃ গীতবান্ অসি), অহু (পশ্চাৎ)
নঃ (অন্নাকং গীতবান্ অসি, অথবা তৎ সর্বং আদ্বনে গীতবান্ অসি), [বরক
অন্নং বিনা স্বাকুং ন শকুঃ, তস্মাৎ] অহু (পশ্চাৎ) অস্মিন্ (তব আদ্বার্থে
অস্মি) নঃ (অন্নান্) অভজ্যব (অভাজ্যব—অন্নভাগিনঃ কুঃ) ইতি । [এবং

প্রাণিত: প্রাণ আহ—] তে (প্রকৃতাঃ কুং) বৈ বা (বাং প্রাণং) 'অতিসংবিশত
(বসি সর্কত: প্রবিশত) ইতি ; [একমুক্তাঃ বাগাদয়ঃ] তথা (তথাস্ত) ইতি
[উক্তা] তং (প্রাণং) পরিসমভং (পরিত: সমভাং) ভবিশত (নিশ্চয়ে প্রবিশী
বভূবু:) । তমাং (সর্কেত্রিরাণাং প্রাণে অন্তর্নিবেশাং হেতো:), অনেন (প্রাণেন)
যং অরং অতি (ভক্ষয়তি) [ভোক:], ভেন (অন্ন-ভক্ষণেন) এতা: (বাগাদা:
দ্রেকতা:) তৃপাস্তি (তৃপ্তিং লভতে) । য: (অন্তোহপি য: কচ্চিৎ) এবং
(বাগাদীনাশাশ্রয়ত্বং প্রাণং) বেদ (বিজানাতি ।, এনং (বিদ্যাংসং) [অপি]
দ্বা: (জাতক:) এবং (বাগাদিবং) অতিসংবিশস্তি (আশ্রয়ন্তে), স্বানা-
(জাতীনাং) তর্ভা (ভরণকর্তা—পোষক:) ভবতি ; তথা শ্রেষ্ঠ: সন্ পুর: (অগ্রে)
এতা (গতা—অগ্রবর্তী) ভবতি ; তথা অন্নাদ: (অন্নভোক্তা—দীপ্তাশি:) অধি-
পত্তি: (পালয়িতা চ) ভবতি ।

কিঞ্চ, শ্বেষু (জাতিবু মধ্যে) য: (য: কচ্চিৎ) এবং বিদং প্রতি প্রতি:
(প্রতিভূষ:) বৃদ্ধতি (ভবিতুবিচ্ছতি—প্রতিস্পর্ধী ভবতি), (স: প্রতিস্পর্ধী)
ন হ এব (নৈব) ভার্যেভ্যা: (স্বস্ত ভরণীয়েভ্যা: চ) অলং (পোষণায় সমর্থ:)
ভবতি । অথ (পক্ষান্তরে) য: এব এতং (প্রাণবিদং প্রতি) অমু (অনুগত:)
ভবতি, য: এব চ তন্ অমু ভার্য্যান্ (তদনুগতান্ ভরণীয়ান্) বৃদ্ধতি (ভর্তুং
পোষণিতুং ইচ্ছতি), স: এব চ (নিশ্চয়ে) ভার্যেভ্যা: (স্বস্ত ভরণীয়েভ্যা:) অলং
(পোষণে পর্যাপ্ত:) ভবতি ॥ ২৭ ॥ ১৮ ॥

মূলোক্ত্যবাক্য ১—সেই বাক্যপ্রভৃতি দেবতাগণ [প্রাণকে]
বলিয়া, এ সকলই মজা,—বাহ্য অন্ন, তাহা তুমি আপনার জন্ত গান
করিয়াজে ; [আমন্ত্রণও অন্ন ব্যতীত অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছি না ;
অতএব] ইহার পর আমাদিগকেও ঐ অন্নের অধিকারী কর । [প্রাণ
বলিয়া—] তোমরা সর্বতোভাবে আমার মধ্যে প্রবেশ কর, অর্থাৎ আমার
আশ্রয় গ্রহণ কর । তাহার 'তথাস্ত' বলিয়া সর্বতোভাবে প্রাণের মধ্যে
প্রবেশিত হইবে । সেই হেতু লোকে প্রাণ দ্বারা যে অন্ন ভক্ষণ করে,
তাহারই এই বাগদিক ইঞ্জিরসণও তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি
বাগদিকের আশ্রয়ভূত এই প্রাণতর অবগত হন, জ্ঞানিগণও তাঁহার আশ্রয়
গ্রহণ করে ; তিনিও জ্ঞানিগণের ভরণ-পোষণ করেন, শ্রেষ্ঠ এবং অগ্রণী
হন, অন্নভোক্তা (দীপ্তাশি) এবং অধিপত্তি বা পরিপালক হন । অধিকন্তু

জ্ঞানিগণের মধ্যে যে ব্যক্তি ইহার প্রতি—প্রতিকূল হইতে ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নিজের ভরণীয়গণকে পোষণ করিতে সমর্থ হয় না; পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ইহার প্রতি অনুগত থাকে, এবং ভরণীয় স্বজনগণের ভরণ-পোষণ করিতে ইচ্ছা করে, নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি ভরণীয় স্বজনগণকে ভরণ করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৭ ॥ ১৮ ॥

শ্রীহর্যভ্যাসম্ ।—তে দেবাঃ । নম্ববধারণমবুজম্—‘প্রাণেনৈব তদন্ততে’ ইতি, বাগাদীনামপি অন্ননিমিত্তোপকারদর্শনাৎ । নেষ দোষঃ ; প্রাণদ্বারহাৎ তদুপকারস্ত । কথং প্রাণদ্বারকোহন্নকৃতো বাগাদীনামুপকার ইতি, এতমর্থঃ প্রদর্শয়মাহ—১ ।

তে বাগাদয়ো দেবাঃ স্ববিষয়ন্তোতনাং দেবাঃ, অত্রবন্ উক্তবন্তঃ, মুখ্যং প্রাণম্ ‘ইদম্ এতাবৎ’ নাতোহধিকমস্তি ; বা ইতি স্বরণার্থঃ ; ইদং তং সর্বমেতাব-
দেব । কিম্ ? যদন্নং প্রাণস্থিতিকরমন্ততে লোকে, তং সর্বমাত্মনে আত্মার্থম্
আগাসীঃ আগীতবানসি, আগানেনাত্মনাং কৃতমিত্যর্থঃ ; বয়ঞ্চ অন্নবস্ত্রয়েণ
স্বাতুং নোৎসাহামহে ; অতঃ অহু পশ্চাৎ নোহস্মান্ অগ্নি অগ্নে আত্মার্থে
তবান্নে আভজস্ব আভাজস্ব ; গিচোহশ্রবণং ছান্দসম্ ; অস্মাৎশাস্ত্রভাগিনিঃ
কুক । ২ ।

ইতর আহ—‘তে যুগং যজ্ঞমর্থিনঃ বৈ, মা মাম্ অভিসংবিশত সমন্ততো মাম্
আভিসুখেন নিবিশত’ ইতি, এবমুক্তবতি প্রাণে তথেনিতি এবমিতি তং প্রাণং
পরিসমস্তং পরিসমস্তাং ন্যবিশন্ত নিশ্চয়েনাবিশন্ত, তং প্রাণং পরিবেষ্ট্য
নিবিষ্টবন্ত ইত্যর্থঃ । তথা নিবিষ্টানাং প্রাণানুজ্ঞয়া তেবাং প্রাণেনৈব অন্তর্মানং
প্রাণস্থিতিকরং সৎ অন্নং তৃপ্তিকরং ভবতি ; ন স্বাতন্ত্র্যোপায়সম্বন্ধে বাগাদীনাম্ ।
তস্মাদ্ যুক্তবৈবধারণম্—“অনেনৈব তদন্ততে” ইতি । তদেব চাহ—তস্মাৎ,—
বস্মাৎ প্রাণাশ্রয়তরৈব প্রাণানুজ্ঞয়াভিসন্নিবিষ্টা বাগাদিদেবতাঃ, তস্মাদ্ যদন্নম্
অনেন প্রাণেনান্তি লোকঃ, তেনায়েন এতা বাগাত্মাঃ তৃপ্যন্তি । ৩ ।

বাগাত্মাশ্রয়ং প্রাণং যো বেদ—বাগাদয়শ্চ পঞ্চ প্রাণাশ্রয়া ইতি, তমপি
এবম্, এবং হ বৈ, স্বা জাতয়ঃ অভিসংবিশন্তি বাগাদয় ইব প্রাণম্ ; জাতীনাম্
আশ্রয়গ্নয়ো ভরতীত্যভিপ্রায়ঃ । অভিসন্নিবিষ্টানাং চ স্থানাং প্রাণবদেব বাগাদী-
নাম্ স্বাত্মেন তর্য্য ভবতি ; তথা শ্রেষ্ঠঃ ; পুরোহিতঃ এতা গম্ভা ভবতি,
বাগাদীনামিব প্রাণঃ ; তথা অন্নাদোহনান্নাবীত্যর্থঃ । অবিপজ্জিরিষ্টাঃ চ

পালয়িতা স্বতন্ত্রঃ পতিঃ, প্রাণবদেব বাগাদীনাম্ । য এবং প্রাণং বেদ, তন্ত এতৎ
যথোক্তং ফলং ভবতি । ৪ ।

কিঞ্চ, য উ হ এবংবিদং প্রাণবিদং প্রতি যেষু জ্ঞাতীনাম্ মধ্যে প্রতিঃ
প্রতিকূলঃ বভূবতি প্রতিস্পর্শী ভবিতুমিচ্ছতি, সোহমুয়া ইব প্রাণপ্রতিস্পর্শিনো
ন হৈবালং ন পর্যাণ্ডঃ ভার্যোভ্যো ভরণীয়েভ্যো ভবতি ভর্হুমিতার্থঃ । অথ পুনর্ব
এব জ্ঞাতীনাম্ মধ্যে এতন্ এবংবিদং বাগাদয় ইব প্রাণম্ অনু—অনুগতো ভবতি,
যো বৈ এতন্ এবংবিদম্ অথৈব অনুবর্তয়ন্তেব আত্মীয়ান্ ভার্য্যান্ বভূবতি ভর্হু-
মিচ্ছতি, যথৈব বাগাদয়ঃ প্রাণানুবৃত্ত্য আত্মবভূবৈব আসন্ ; স হৈব অলং পর্যাণ্ডঃ
ভার্যোভ্যো ভরণীয়েভ্যো ভর্হুং, নেতরঃ স্বতন্ত্রঃ । সর্বমেতং প্রাণগুণবিজ্ঞান-
ফলমুক্তম্ ॥ ২৭ ॥ ১৮ ॥

টীকা । ভর্তা শ্রেষ্ঠঃ পুরো গন্তেতাদিগুণবিধানার্থঃ বাক্যান্তরমাদন্তে—তে দেবা ইতি ।
তন্ত বিবাক্তিতমর্থং বক্তৃমাদাবাক্ষিপতি—নম্বিতি । অমুক্তত্বে হেতুমাহ—বাগাদীনামিতি ।
অবধারণানুপপত্তিঃ দুষয়তি—নৈব দোষ ইতি । যথা প্রাণস্তোপকারোহন্নকতো ন বাগাদিহারকঃ,
তথা তেষামপি নাসৌ প্রাণহারকঃ, বিশেষাতাবাদিতি শব্দতে—কথমিতি । বাকোন পরি-
হরতি—এতমর্থমিতি । আহ বিশেষমিতি শেষঃ । ১ ।

তেষাং দেবহং সাধয়তি—স্ববিষয়েতি । তত্র প্রসিদ্ধিঃ প্রমাণয়িতুং বৈশক ইত্যাহ—
বা ইতি স্মরণার্থ ইতি । তৎপ্রসিদ্ধিত্বার্থস্তোতি শেষঃ । বাক্যার্থমাহ—ইদং তদ্বিতি । এতাবত্তম্বেব
ব্যাচষ্টে—তৎ সর্বমিতি । কিমিদং প্রাণার্থমগ্নাগানং নাম, তদাহ—আপানেনেতি । কা
পুনরেতাবতা ভবতাং ক্রতিঃ, তত্রাহ—বয়ং চেতি । অন্নমন্তরেণ মমপি স্বাত্মমশক্তেঃ সর্গদর্শ-
তদাগীতমিতি চেৎ, তত্রাহ—অত ইতি । আভিজ্ঞেবেতি অগ্ন্যমাণে কণমন্তথা ব্যাখ্যায়তে,
তত্রাহ—ণিচ ইতি । তবৈবান্নমাসিত্বম্, অগ্ন্যাকমপি তত্র অবেশমাত্রং স্থিত্যর্থমপেক্ষিতমিতি
বাক্যার্থমাহ—অগ্ন্যাংচেতি । ২ ।

বৈশকো যজ্ঞার্থে প্রযুক্তঃ । প্রাণঃ পরিবেষ্ট্য তদনুজ্ঞয়া বাগাদীনামগ্ন্যর্ধীনামবস্থানং চেৎ,
তেষামপি প্রাণবৎ অন্নসংকঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তথেষি । তাত্তপ্রাণন্ত অন্নবলাদ্ বাগাদি-
হিতানুপলব্ধিরিতার্থঃ । বাগাদীনামগ্ন্যস্তোপকারস্ত প্রাণহারত্বে সিদ্ধে কলিতমাহ—তন্মাদিতি ।
তেষামগ্ন্যস্তোপকারস্ত প্রাণহারকত্বে বাক্যশেষঃ সংবাদয়তি—তদেবেতি । বিভ্রাকলং দর্শয়ন্
গুণজাতমুপদিশতি—বাগাদীতি । ৩ ।

বেদনম্বেব ব্যাচষ্টে—বাগাদয়শ্চেতি । স চ প্রাণোহহমস্মীতি বেদেতি চকারার্থঃ । অনামস্মাবী
ব্যাহিরহিতো দীপ্তায়িরিতি বাবৎ । ৪ ।

সম্প্রতি প্রাণবিজ্ঞাং স্তোতুং তমিচ্ছাবদ্বিষেযিণো দোষমাহ—কিঞ্চেতি । ইদানীং প্রাণবিদং
প্রত্যমুরাগে লাভং দর্শয়তি—অথেষ্যাদিনা । তে দেবা অন্নবলিত্যানৌ গুণবিধিক্রিয়াক্রিতে
ন বিশিষ্টবিধিগুণকলিতৈবাত্র অবগাদিত্যাহ—সর্বমেতদ্বিতি ॥ ২৭ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—“তে দেবাঃ” ইত্যাদি । ভাল, বাক্ প্রভৃতি ইঞ্জিরেরও বখন অন্নভক্ষণজনিত উপকার দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ‘প্রাণ দ্বারাই অন্ন ভক্ষণ করে’ এইরূপ অবধারণ করা (অপরের উপকার নিবেদন করা) যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না ; না, ইহা দোষাবহ হয় না ; কারণ, বাক্ প্রভৃতির যে, অন্ন দ্বারা উপকার লাভ, তাহাও এই প্রাণের সাহায্যেই হইয়া থাকে, [স্বতরাং ঐরূপ অবধারণে দোষ হইতেছে না] । প্রাণ দ্বারা বাগাদি অন্নরূত উপকার ইঞ্জিরের যে প্রকারে সাধিত হয়, তৎপ্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—১ ।

সেই বাক্ প্রভৃতি দেবগণ,—ঐহারা নিজ নিজ বিজ্ঞের বিষয় প্রকাশ বা প্রজ্ঞোতিত করেন বলিয়া দেব-শব্দ বাচ্য । ‘বৈ’ শব্দটা স্মরণার্থক, সেই দেবগণ মূখ্য প্রাণকে বলিয়াছিলেন—‘ইহা এই পর্য্যন্তই, ঐতদপেক্ষা আর অধিক নাই’, অর্থাৎ এই যে, সেই বিষয়, তাহা এই পর্য্যন্তই বটে । ইহা কি ? না, জগতে প্রাণিগণ প্রাণরক্ষার জন্ত, যে অন্ন ভক্ষণ করে, তুমি সেই সমস্ত অন্ন অর্থাৎ অন্নপ্রদ উৎসান আপনার জন্ত গান করিয়াছ,—উপযুক্ত গানের দ্বারা [সেই অন্নকে] আত্মসাৎ করিয়াছ, কিন্তু আমরাও ত অন্নের অভাবে থাকিতে সমর্থ হইতেছি না, অতএব অতঃপর তোমার নিজের জন্ত পরিকল্পিত অন্নে আমাদেরও অংশভাগী কর । [শ্রুতির ‘আভজ্ঞস্ব’ স্থলে ‘আভাজ্ঞস্ব’ বুঝিতে হইবে], কেবল ছন্দের অনুরোধে ‘গিচ্’ প্রত্যয়ের ব্যবহার করা হয় নাই । ২ ।

অপরে (প্রাণ) বলিলেন, সেই তোমরা যদি অনার্থী হইয়া থাক, তাহা হইলে আমাতে প্রবেশ কর, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে আমার মধ্যে প্রবিষ্ট হও । প্রাণ এ কথা বলিলে পর ‘তাহাই হউক—এইরূপই করি,’ এই বলিয়া ঐহারা স্থিরনিশ্চয়ে সেই প্রাণের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে নিবিষ্ট হইলেন, অর্থাৎ সেই প্রাণকে বেটন করিয়া তাহাতে সন্নিবিষ্ট রহিলেন । ঐহারা সেইরূপ সন্নিবিষ্ট হইলে পর, প্রাণ-ভক্ষিত যে অন্নে প্রাণের স্থিতি সাধিত হয়, সেই অন্নই প্রাণের আজ্ঞাক্রমে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট ইঞ্জিরগণেরও তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিল, কিন্তু স্বতন্ত্র-ভাবে বাগাদি ইঞ্জিরের অন্নসংগ্রহ নাই । অতএব “অনেনৈব তদন্ততে” এইরূপ অবধারণ করা যুক্তিসম্মতই হইয়াছে । যেহেতু বাগাদি দেবতাগণ প্রাণের অনু-মতিক্রমে প্রাণের মধ্যে সম্যক্রূপে সন্নিবিষ্ট ও প্রাণাশ্রিত ; সেই হেতুই সাধারণ লোকে ‘অন্ন’ দ্বারা অর্থাৎ প্রাণের সাহায্যে যে অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে, সেই প্রাণভক্ষিত অন্ন দ্বারা এই বাগাদি ইঞ্জিরগণ তৃপ্তি লাভ করিয়া

থাকে; বাক্ প্রভৃতিকে আর স্বতন্ত্রভাবে অরভক্ষণ দ্বারা ভূষণাক্ত করিতে হয় না (১) । ৩ ।

যে ব্যক্তি, বাগাদি ইঞ্জিরের আশ্রয়ভূত প্রাণকে জানে, অর্থাৎ বাক্-প্রভৃতি পাঁচটা ইঞ্জিরই প্রাণের আশ্রিত, এইরূপ জ্ঞানলাভ করে, তাহাকেও এইরূপই—বাক্-প্রভৃতি ইঞ্জির যেরূপ প্রাণে সন্নিবিষ্ট হয়, ঠিক সেইরূপই স্বগণ—জ্ঞাতিবর্গ আশ্রয় করে । অভিপ্রায় এই যে, সে ব্যক্তি জ্ঞাতিবর্গের আশ্রয়ণীয় হন; এবং প্রাণ যেমন স্বীয় অন্ন দ্বারা বাক্-প্রভৃতি ইঞ্জিরের পোষণ করে, তেমনি সেই বিদ্বান্ পুরুষও স্বীয় অন্নদ্বারা আশ্রিত জ্ঞাতিবর্গের ভরণ করিয়া থাকেন, সেই রূপ বাগাদির মধ্যে প্রাণ যেমন, তেমনি [জ্ঞাতিগণের মধ্যে] শ্রেষ্ঠ ও অগ্রণী হন; এবং অন্নাদ অর্থাৎ ব্যাধিরহিত দীপ্তায় হন; এবং অধিপতি হন—প্রাণ যেরূপ স্বাধীনভাবে বাগাদির পালক বা স্থিতিহেতু, সে ব্যক্তিও তদ্রূপ স্বয়ং বর্তমান থাকিয়া পালক—প্রভু হন । যে ব্যক্তি যথোক্ত প্রকার প্রাণতত্ত্ব জানে, তাহার এইরূপ ফললাভ হইয়া থাকে । ৪ ।

অপিচ,—স্বগণের অর্থাৎ জ্ঞাতিগণের মধ্যে যে ব্যক্তি এবং বিধ জ্ঞানীর প্রতি প্রতিকূল হইতে ইচ্ছা করে—প্রতিপক্ষরূপে স্পর্দ্ধা করিতে অভিলাষী হয়, নিশ্চয় সে ব্যক্তিও প্রাণস্পর্দ্ধী অন্তঃস্বগণের দ্বারা নিজের পোষ্যবর্গ পোষণ করিতে অসমর্থ হয় । পক্ষান্তরে, প্রাণের প্রতি বাক্-প্রভৃতির দ্বারা জ্ঞাতিগণের মধ্যেও যে ব্যক্তি উক্ত জ্ঞানীর অন্তর্গত থাকে, এবং বাক্ প্রভৃতি যেরূপ প্রাণের আশ্রয়িত্য গ্রহণপূর্বক আশ্রয়পোষণে অভিলাষী হইয়াছিল, ঠিক সেইরূপ যে ব্যক্তি সর্বদা উক্ত জ্ঞানীর ইচ্ছানুযায়ী থাকিয়া আশ্রয়গণকে পোষণ করিতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তিই ভরণীয় স্বগণের ভরণ পোষণ করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু অপর যে লোক স্বতন্ত্র হইয়া থাকে, ইহার আশ্রয়িত্য স্বীকার করে না, সে লোক কখনই পোষণে সমর্থ হয় না । এ সমস্তই প্রাণজ্ঞ-বিজ্ঞানের ফল কথিত হইল ॥ ২৭ ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাস্করম্ :—কার্য্যকরণানামান্নত্বপ্রতিপাদনার প্রাণাত্মনিসম্ব-
বুপভাস্করম্—“সোহ্বাত্ত আভিরসঃ” ইতি । অদ্বাদ্বৈতোঃ অয়ং আভিরসঃ
ইত্যভিরসঃ হেতুর্নোক্তঃ, তদ্বৈতুল্যার্থমারভ্যতে । তদ্বৈতুল্যার্থম্ হি

(১) তাৎপৰ্য্য—মুখ ও ভূক, এই দুইটা প্রাণের ধর্ম; এই দুইই উক্তের পরিভ্রমে যখন প্রাণের ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, তখন মুখ ভূকও বৃদ্ধি পায় । গোড়াচাখের কারিকার আছে—
“ব্রহ্মত্বজ্ঞানরশ্চৈব বুদ্ধিরেব ন সংশয়ঃ । বুদ্ধিকা চ পিপাসা চ প্রাণধর্ম ইতি স্বতঃ ১” ইতি ।

কার্যকরণাভ্যন্ত্ৰ প্রাণত, অনন্তরক বাগাদীনাং প্রাণাধীনতাক্তা ; সা চ কথং-
পাদনীয়া, ইত্যাহ—

টিকা। উত্তরগ্রন্থত বাবহিতেন সৰ্বকঃ বক্তুঃ বাবহিতমনুবদতি—কার্যকরণানামিতি ।
অনন্তরগ্রন্থমবতারয়তি—অস্মাদিতি । কিমিত্যঙ্গিরসদ্ব্যসংকো হেতুঃ সাধনীৰন্ত্যাহ—
তদ্ব্যবহিত । সপ্রত্যব্যবহিতং সৰ্বকঃ দর্শয়তি—অনন্তরং চেতি । প্রকারান্তরং বুভুৎসবান-
মিতি শৃচয়িত্বং চমকঃ ।

ভাষ্যানুবাদঃ—ইতঃপূর্বে “সোহবাস্ত আঙ্গিরসঃ” শ্রুতিতে প্রাণকে
দেহেজিয়াদি-সংঘাতের আত্মা বলিয়া প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে তাহার আঙ্গি-
রসহ উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু কি কারণে যে, তাহার আঙ্গিরসহ হইল, তাহার
কোন কারণ বলা হয় নাই ; অগচ ঐরূপ হেতুর নির্দেশ বাতীত প্রাণের দেহে-
জিয়াদি স্বরূপতাই সিদ্ধ হইতে পারে না ; এই জন্য সেই হেতুর প্রতিপাদনার্থ
পরবর্তী শ্রুতি আরম্ভ হইতেছে । অব্যবহিত পূর্বেই বাক্ প্রতীতি ইজিয়কে
প্রাণের অধীন বলা হইয়াছে ; সেই প্রাণাধীনতা যে, কি প্রকারে সমর্থন করা
যাইতে পারে, তাহা বলিতেছেন—

সোহবাস্ত আঙ্গিরসোহঙ্গানাত্ হি রসঃ ; প্রাণো বা
অঙ্গানাত্ রসঃ, প্রাণো হি বা অঙ্গানাত্ রসস্তস্মাদ্ যস্মাত্
কস্মাচ্চাস্মাত্ প্রাণ উৎক্রামতি, তদেব তচ্ছৃণোত্যেব হি বা
অঙ্গানাত্ রসঃ ॥ ২৮ ॥ ১৯ ॥

সরলার্থঃ—অথ প্রাণত প্রাণুক্তাঙ্গিরসদে হেতুপত্ত্যশ্রুতি—“সোহবাস্তঃ”
ইত্যাদি । “সঃ অবাস্ত আঙ্গিরসঃ, অঙ্গানাত্ হি রসঃ, প্রাণো বা অঙ্গানাত্ রসঃ”
ইত্যেবমন্তমষ্টমশ্রুতিবাক্যং যথাব্যাখ্যাতমেব স্বরণার্থমিহ পুনরুপত্ত্যন্তম্ ।

প্রাণঃ (প্রাণুক্তঃ) বৈ (অবধারণে) হি (প্রসিদ্ধো) অঙ্গানাত্ (দেহে-
জিয়াধীনাত্) রসঃ (সারঃ, আত্মত্বেন প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ) ; তস্মাত্ (হেতোর)
যস্মাত্ কস্মাত্ চ (যতঃ কুতশ্চিদপি) অঙ্গাত্ (শরীরাবয়বাত্) প্রাণঃ উৎক্রামতি
(অপসরতি), তদেব (তদেব) তৎ প্রাণবিযুক্তম্ অঙ্গং (শুভ্রতি (শুক্লং
ভবতি)) । [কুতঃ এবম্ ?] হি (যস্মাত্) এবঃ (যুধ্যঃ প্রাণঃ) বৈ অঙ্গানাত্ রসঃ
(সার ইত্যর্থঃ) ॥ ২৮ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদঃ—ইতঃপূর্বে কেন যে, প্রাণকে ‘আঙ্গিরস’ বলা
হইয়াছে, তাহার হেতু নির্দেশার্থ প্রথম শ্রুতির বাক্যাত্মক উক্ত

করা হইয়াছে । ঐ অংশের ব্যাখ্যা সেখানেই দ্রষ্টব্য । মুখ্য প্রাণই অঙ্গসমূহের—দেহেন্দ্রিয়াদির রস বা সারস্বরূপ আত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ ; এই কারণেই যে কোনও দেহাবয়ব হইতে প্রাণ সরিয়া যায়, সেখানেই সেই অঙ্গ শুষ্ক হইয়া যায় ; কেন না, মুখ্য প্রাণ হইতেছে অঙ্গসমূহের রস অর্থাৎ সারভূত আত্মা ; [অতএব তাহার অভাবে অঙ্গের শুষ্কতা এবং প্রাণের ‘আঙ্গিরস’ নামে প্রসিদ্ধি সঙ্গতই বটে] ॥ ২৮ ॥ ১৯ ॥

“**শাক্ষরভাস্তম্** :—“সোহ্বাস্ত আঙ্গিরসঃ” ইত্যাদি যথোপপত্তম্বেবো-
পাদীয়তে উত্তরার্থম্ । “প্রাণো বা অঙ্গানাং রসঃ” ইত্যেবমন্তং বাক্যং যথা-
ব্যাখ্যাতার্থম্বেব পুনঃ স্মারয়তি । কথং ?—প্রাণো বা অঙ্গানাং রস ইতি । প্রাণো
হি ; হি-শব্দঃ প্রসিদ্ধো, অঙ্গানাং রসঃ ; প্রসিদ্ধমেতৎ প্রাণশাক্ষরভাস্তম্, ন বাগাদী-
নাম্ ; তস্মাদ্ যুক্তং ‘প্রাণো বা’ ইতি স্মারণম্ । কথং পুনঃ প্রসিদ্ধম্ ? ইত্যত
আহ—তস্মাচ্ছব উপসংহারার্থ উপরিঞ্চে ন সম্বধ্যতে । যস্মাদ্ যতোহবয়বাং, কস্মাৎ
অনুভবিশেবাং,—যস্মাৎ কস্মাদ্ যতঃ কুতশ্চিচ্চ অঙ্গাং শরীরাবয়বাবিশেবিভাৎ,
প্রাণ উৎক্রামতি অপসর্পতি, তদেব তত্রৈব, তদঙ্গং শুষ্ক্যতি নীরসং ভবতি শোয-
মুপৈতি । তস্মাদেব হি বা অঙ্গানাং রস ইতু্যপসংহারঃ । অতঃ কার্য্যকরণানা-
মাত্মা প্রাণ ইত্যেতৎ সিদ্ধম্ । আত্মাপায়ে হি শৌষো মরণং স্তাৎ ; তস্মাৎ তেন
জীবন্তি প্রাণিনঃ সর্কে । তস্মাদপাস্ত বাগাদীন্ প্রাণ এবোপাস্ত ইতি
সমুদায়ার্থঃ ॥ ২৮ ॥ ১৯ ॥

টীকা । তর্হি যৎ উপপাদনীয়ং, তদুচ্যতাং, কিমিত্যুক্তস্ত পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—উত্তরার্থ-
মিতি । প্রতিজ্ঞানুবাদো বক্ষ্যমাণহেতোরূপযোগীত্যাৎ । যথোপপত্তম্বেব ইত্যাদি প্রপঞ্চয়তি—
প্রাণো বা ইতি । উক্তার্থনির্ণয়হেতুং পৃচ্ছতি—কথমিতি । তত্র প্রসিদ্ধিঃ হেতুঃ কুর্কন্ পরি-
হরতি—প্রাণো ইতি । প্রসিদ্ধিম্বেব প্রকটয়তি—প্রসিদ্ধমিতি । স্মারণঃ প্রসিদ্ধস্ত আঙ্গিরস-
স্তেতি শেষঃ । প্রসিদ্ধিরসিদ্ধেতি শব্দতে—কথমিতি । তাময়ব্যতিরেকাত্ম্যং সাধয়তি—অত
আহেতি । পদার্থমুক্ত্য্ । বাক্যার্থমাহ—যস্মাৎ কস্মাদিতি । উক্তেন ব্যতিরেকেণানুভবময়ং
সমুচ্ছেতুং চমকঃ । তস্মাৎ-শব্দস্ত উপরিভাবেন সম্বন্ধমুক্তং স্মৃতয়তি—তস্মাদিতি । অঙ্গ-
ব্যতিরেকাত্ম্যমঙ্গরসসহে প্রাণস্ত সিদ্ধে কলিতমাহ—অত ইতি । উক্তস্তায়াং অঙ্গরসসহে
সিদ্ধেপি কথমাত্ম্যং সিদ্ধেদিতি্যাশঙ্ক্যাহ—আহেতি । অস্ত প্রাণঃ সংঘাতস্ত আত্মা, তথাপি
কিং স্তাৎ, তদাহ—তস্মাদিতি । তবতু প্রাণাধীনং সম্ভাতস্ত জীবনং, তথাপি কথং তস্তেব
উপাস্তবমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদপাস্তেতি ॥ ২৮ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—ইহার পরে প্রয়োজন আছে বুঝিয়া এখানে পূর্বের
(অষ্টম ক্রতির) নির্দেশানুসারেই “সোহ্বাস্ত আঙ্গিরসঃ” ইত্যাদি অংশ গ্রহণ

করা হইতেছে। “প্রাণো বা অজ্ঞানাং রসঃ” এই পর্য্যন্ত বাক্যটি এখানে ইহার পূর্বপ্রদর্শিত ব্যাখ্যাই স্মরণ করিয়া দিতেছে। তাহা কি প্রকার? না, ‘প্রাণো বা অজ্ঞানাং রসঃ’ (প্রাণই অঙ্গ সমূহের সারভূত) ইতি। মুখ্য প্রাণই অঙ্গসমূহের (ইন্দ্রিয় প্রভৃতির) রস। ‘প্রাণো হি’ এই হি-শব্দটি প্রসিদ্ধি বোধক; স্মৃতার্থ অর্থ হইতেছে যে, এই প্রাণেরই অঙ্গরসত্ব প্রসিদ্ধ, কিন্তু বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের নহে অতএব প্রাণের ‘অঙ্গরসত্ব’ স্মরণ করিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। ঐরূপ প্রসিদ্ধিই বা হইল কেন, তাহা বলিতেছেন,—এস্থানের ‘তস্মাৎ’ শব্দটি প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহারার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং পরবর্তী বাক্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ। ‘তস্মাৎ’ অর্থ যাহা হইতে—যে অবয়ব হইতে; কস্মাৎ অর্থ—সেই অবয়বের সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিশেষ-নির্দেশ না থাকা, অর্থাৎ ‘অমুক অঙ্গ’ ইত্যাদিরূপ কোনও বিশেষ না থাকা; যে কোনও অঙ্গ হইতে সাধারণ শরীরাবয়ব হইতে প্রাণ উৎক্রমণ করে—সরিয়া যায়, সেখানেই সেই অঙ্গটি শুষ্ক—নীরস হইয়া পড়ে। অতএব ইহাই (মুখ্য প্রাণই) অঙ্গসমূহের রস, এই অংশটুকু উক্ত বাক্যের উপসংহার-স্বরূপ। এই কারণেই মুখ্য প্রাণ [দেহেন্দ্রিয়াদির] আত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ; কেন না, আত্মার অপগমে শোষের—মরণের সম্ভাবনা হয়; সেই হেতুই [বুঝিতে হইবে যে,] প্রাণিগণ সেই প্রাণের সাহায্যেই জীবন ধারণ করিয়া থাকে। বাক্যের স্থলার্থ এই যে, অতএব বাক্ প্রভৃতিকে তাগ করিয়া একমাত্র প্রাণেরই উপাসনা করা উচিত ॥ ২৮ ॥ ১৯ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্:—এষ উ। ন কেবলং কার্য্য-কারণয়োরেবাত্মা প্রাণো রূপ-কর্ম্মভূতয়োঃ; কিং তর্হি? ঋগ্‌যজুঃসাম্নাং নামভূতানামাত্মেতি সর্বাশ্বকতয়া প্রাণং স্তবন্ মহীকরোতি উপাস্তভায়—

টীকা।—বৃহস্পত্যাদিধর্ম্মকং প্রাণোপাসনং বক্তুং বাক্যাস্তরমবতারয়তি—এষ ইতি। তন্ত বিধান্তরেণ তাৎপর্য্যমাহ—ন কেবলমিতি। কার্য্যং বৃলশরীরং প্রত্যকতো রূপমাণং রূপাশ্বকং, করণং চ জ্ঞানক্রিয়ালভিমৎ কর্ম্মভূতং, তয়োরাত্মা প্রাণ ইত্যুক্ত্য। নামরাশেরপি তথেষ্ট বক্তুং কণ্ডিকাচুট্টয়মিতিার্থঃ। কিমিতি প্রাণস্ত আত্মত্বেন সর্বাশ্বত্বোক্তা স্ততিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—উপাস্তভায়ৈতি।

ভাষ্যানুবাদ:—[নাম-রূপাশ্বক জগতে] প্রাণ যে, কেবল রূপপরিণতিভূত দেহ ও ইন্দ্রিয়গণেরই আত্মা, তাহা নহে, পরন্তু নামভূত (শব্দাশ্বক) ঋক্, যজুঃ ও সামবেদেরও [আত্মা], এই বলিয়া “এষ উ” ইত্যাদি স্তুতি প্রাণের উপাস্তভা জ্ঞাপনের জন্য সর্বাশ্বকভাবে প্রাণের স্তুতি কর্ত্ত উৎকর্ষ খ্যাপন করিতেছেন,—

এষ উ এব বৃহস্পতির্বাগ্বে বৃহতী তস্মা এষ পতিস্তস্মাদু
বৃহস্পতিঃ ॥ ২৯ ॥ ২০ ॥

সরলার্থঃ ।—এষ (যথোক্তঃ প্রাণঃ) উ এব ‘বৃহস্পতিঃ’ । [প্রাণস্ত
কথং বৃহস্পতিত্বম্? ইত্যাং] বাক্, বৈ (প্রসিদ্ধৌ) বৃহতী (বটত্রিংশদক্ষরা
বৃহতী নাম ছন্দঃ) ; এষঃ (প্রাণঃ) তস্মাঃ (ছন্দোৰূপায়া বাচঃ প্রাণনির্কর্তৃত্বাৎ)
পতিঃ (পালকঃ নিবর্তকঃ) ; তস্মাৎ (হেতোঃ) উ (প্রসিদ্ধৌ) বৃহস্পতিঃ
(বৃহৎ+পতিঃ=‘বৃহস্পতিঃ’ ইতি নাম নির্বচনম্) ॥ ২৯ ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদঃ ।—এই প্রাণই আবার বৃহস্পতি নামে প্রসিদ্ধ,
কেন না, বাক্ হইতেছে ‘বৃহতী’ অর্থাৎ বটত্রিংশৎ-অক্ষরাযুক্ত ‘বৃহতী’ ছন্দঃ,
প্রাণ তাহার উচ্চারণ সম্পাদন করে বলিয়া পতি অর্থাৎ পালক বা
নির্বাহক ; এইজন্য প্রাণ বৃহস্পতিনামে প্রসিদ্ধ ॥ ২৯ ॥ ২০ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।—এষ উ এব প্রকৃত আঙ্গিরসো বৃহস্পতিঃ । কথং বৃহ-
স্পতিঃ? ইতি, উচ্যতে—বাগ্ বৈ বৃহতী, বৃহতীছন্দঃ বটত্রিংশদক্ষরা । অমৃষ্টপ্
চ বাক্ । কথম্? “বাখা অমৃষ্টপ্” ইতি ক্রতেঃ । সা চ বাক্ অমৃষ্টপ্ বৃহত্যাং
ছন্দস্তত্ত্ববতি ; অতো বৃক্ষং “বাগ্ বৈ বৃহতী” ইতি প্রসিদ্ধবদ্ বক্তৃম্ । বৃহত্যাঞ্চ
সর্কা ঋচোহস্তত্ত্ববতি, প্রাণসংস্তত্বাৎ ; “প্রাণো বৃহতী, প্রাণ ঋচ ইত্যেব বিজ্ঞাৎ”
ইতি ক্রত্যস্তরাৎ ; বাগাশ্বত্বাচ্ ঋচাং প্রাণেহস্তত্ত্বাবঃ । তৎ কথং? ইত্যাং—
তস্মা বাচো বৃহত্যা ঋচঃ, এষঃ প্রাণঃ পতিঃ, তস্মা নির্কর্তকত্বাৎ । কোষ্ঠ্যাগ্নি-
প্রেরিতমারুতনির্কর্তৃত্বা হি ঋক্ ; পালনাদ্ বা বাচঃ পতিঃ, প্রাণেন হি পাল্যতে
বাক্, অপ্রাণস্ত শব্দোচ্চারণসামর্থ্যাত্বাৎ ; তস্মাদ্ উ বৃহস্পতিঃ ঋচাং প্রাণ
আশ্বেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ ২০ ॥

টীকা । উ-শব্দোপার্থঃ, বৃহস্পতিশব্দাৎপরি সন্ধ্যতে । ‘বৃহস্পতির্দেবানাং পুরোহিত
আসীৎ’—ইতি ক্রতের্দেবপুরোহিতো বৃহস্পতিরূঢ়্যতে, তৎ কথং প্রাণস্ত বৃহস্পতিত্বমিতি
শক্যতে—কথমিতি । দেবপুরোহিতং বাবর্তয়িতুমুত্তরবাক্যেনোত্তরমাহ—উচ্যত ইতি । প্রসিদ্ধ-
বচনং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বৃহতীছন্দ ইতি । সপ্ত হি গায়ত্র্যাঙ্গীনি প্রধানানি ছন্দাঃ, তेषাং
মধ্যমং ছন্দো বৃহতীত্বাচ্চ । সা চ বৃহতী বটত্রিংশদক্ষরা প্রসিদ্ধোক্তার্থঃ । ভবতু যথোক্তা
বৃহতী, তথাপি কথম্ ‘বাখা অমৃষ্টপ্’ ইত্যুক্তং, তত্রাহ—অমৃষ্টপ্ চেতি । ঋত্রিংশদক্ষরা তাবদমৃ-
ষ্টপ্, সা চাষ্টাক্ষরৈশ্চতুর্ভিঃ পাদৈঃ বটত্রিংশদক্ষরানাং বৃহত্যাংস্তত্ত্ববত্বাভ্যন্তরসংখ্যানা
মহাসংখ্যানমন্তত্ত্বাবাদিত্যাহ—সা চেতি । বাদমৃষ্টপ্-বৃহত্যাংস্তত্ত্ববত্বমেকাঙ্গপূর্ণত্বাবা
কলিতমাহ—অত ইতি । ভবতু বাগাশ্বিকা বৃহতী, তথাপি তৎপতিত্বেন প্রাণস্ত কথমৃকপতিত্ব-

মিত্যাশঙ্ক্যাহ—ইত্যাকৌতি । সৰ্বাস্বকপ্রাণরূপেণ বৃহত্যাঃ স্তত্বাৎ তত্র সৰ্বাসামৃচামস্তর্ভাঃ সম্ভবতি, তস্মাৎ প্রাণস্ত বৃহস্পতিত্বং সিদ্ধমুকপতিত্বমিত্যর্থঃ । প্রাণরূপেণ স্তুতা বৃহতীতাত্র প্রমাণমাহ—প্রাণো বৃহতীতি । তথাহপি প্রাণস্ত বিবক্ষিতমৃগাস্বত্বঃ কথং সিদ্ধ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রাণ ইতি । তস্ত তদাস্বত্বং হেতুগুণমাহ—বাগাস্বত্বমিতি । তাসাং তদাস্বত্বত্বমপি কথং প্রাণেহস্তর্ভাঃ । নহি ঘটো মৃদান্না পটেহস্তর্ভবতীতি শঙ্কতে—তৎ কথমিতি । প্রাণস্ত বাহুনিপাদকত্বাৎ তদুত্তানামৃচাং কারণে প্রাণে যুক্তোহস্তর্ভাব ইত্যাহ—আহেত্যাदिना । প্রাণস্ত তদ্বিকর্ষকত্বমপি ন তদ্বিঘ্নাচোহস্তর্ভাঃ, ন হি ঘটস্ত কুলালেহস্তর্ভাব ইত্যশঙ্ক্যাহ—কৌটোতি । কোঠনিষ্ঠেনাঘ্নিনা প্রেরিতস্তদগতো বায়ুরঙ্কঃ গচ্ছন্ কণ্ঠাদিত্তিরিহস্থমানো বর্ণতয়া ব্যজ্ঞাতে, তদাস্বিক্য চ বাক্ নির্গতা, দেবতাধিকরণ ঋক্ চ বাগাস্বিক্যকোস্তা, তদযুক্ত তস্তাঃ প্রাণেহস্তর্ভূত্বমিত্যর্থঃ । ঋগাস্বত্বং প্রাণস্ত প্রকারান্তরেণ সাধয়তি—পালনাদেতি । সত্তাপ্রদত্বং সতি স্থাপকত্বাং তদাস্বিক্যাপ্তমিত্যভিপ্রেত্যোপসংহরতি—তস্মাদিতি ॥ ২৯ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—প্রস্তাবিত এই ‘আঙ্গিরস’ প্রাণই আবার বৃহস্পতি । প্রাণ যে, বৃহস্পতি কেন, তাহা বলা হইতেছে—বাক্‌ই বৃহতী, অর্থাৎ ঘটত্রিংশৎ-অক্ষরাস্বক ‘বৃহতী’ ছন্দঃ ; ‘বাক্‌ই অমৃষ্টপু’ এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, অমৃষ্টপু ছন্দও বাক্‌স্বরূপ ; বাক্‌স্বরূপ অমৃষ্টপু ছন্দও আবার বৃহতী ছন্দেরই অন্তর্ভুক্ত ; অতএব ‘বাক্‌ বৈ বৃহতী’ এইরূপ প্রসিদ্ধবৎ কথন সঙ্গতই হইয়াছে ; ‘প্রাণকেই বৃহতী এবং প্রাণকেই ঋক্ বলিয়া জানিবে’ এই অপর শ্রুতিতে ‘বৃহতীকে’ প্রাণরূপে স্তুতি করায় [বুঝা বাইতেছে যে,] সমস্ত ঋক্ মন্ত্রই বৃহতীর অন্তর্ভূত, আবার ঋক্ মাত্রই বাগাস্বক ; এই কারণেও প্রাণের মধ্যে সমস্ত ঋকের অন্তর্ভাব হইয়া থাকে । উক্ত প্রাণ সেই বাগাস্বক বৃহতীর পতি ; কারণ কোষ্ঠাপ্রিত অগ্নির দ্বারা প্রেরিত বা চালিত হইয়া প্রাণই ঋকের (বাক্যের) অভিব্যক্তি ঘটায় ; সুতরাং প্রাণই বাক্যের নির্বাহক বা অভিব্যক্তক ; এই কারণে অথবা বাক্যের প্রতিপালক বলিয়া প্রাণই বাক্যের পতি । প্রাণহীনের শব্দোচ্চারণ সামর্থ্য থাকে না ; এই জন্য বুঝিতে হইবে যে, প্রাণ দ্বারাই বাক্‌ রক্ষিত হইয়া থাকে । সেই হেতুই প্রাণ বৃহস্পতি অর্থাৎ ঋক্‌সমূহের সত্তাপ্রদ পালক—আত্মা ॥ ২৯ ॥ ২০ ॥

এষ উ এব ব্রহ্মণস্পতির্বাঐ ব্রহ্ম, তস্মা এষ পতিস্তস্মাত্তু ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ৩০ ॥ ২১ ॥

সরলার্থঃ—যজুৰ্যামপি প্রাণসারত্বমাহ—‘এষ উ’ ইত্যাদিনা । এষঃ (যথোক্তঃ প্রাণঃ) উ এব (নিশ্চয়ে) ব্রহ্মণস্পতিঃ । [কূতঃ ? ইত্যাহ—] বাক্‌ বৈ (প্রসিদ্ধো) ব্রহ্ম, এষঃ (প্রাণঃ) তস্মাঃ (ব্রহ্মণস্মাঃ বাচ্যঃ) পতিঃ (বাচ্য নিব-

উক্তকৃত্যং পালকঃ) ; তস্মাৎ (হেতোঃ) উ [এবঃ প্রাণঃ] ব্রহ্মগম্পতিঃ (ব্রহ্মগম্প-
তিভেন প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩০ ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ ১—এইরূপ যজুর্মন্ত্রেরও প্রাণই সারভূত, তাহা
প্রদর্শন করিতেছেন—যথোক্ত লক্ষণাঙ্কিত প্রাণই ‘ব্রহ্মগম্পতি’ ; কারণ,
বাকুই ব্রহ্মরূপে প্রসিদ্ধ ; ইনি তাহার পতি অর্থাৎ নির্বাহক ও রক্ষক ;
অতএব ব্রহ্মগম্পতি নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৩০ ॥ ২১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ১—তথা যজুৰ্যাম্ । কথং এব উ । এব ব্রহ্মগম্পতিঃ ? বাঐ
ব্রহ্ম । ব্রহ্ম যজুঃ, তচ্চ বাঐশেষ এব । তস্মাৎ বাচো যজুৰ্বো ব্রহ্মণঃ, এব পতিঃ ;
তস্মাদ্ ব্রহ্মগম্পতিঃ পূর্ববৎ ।

কথং পুনরেতদবগম্যতে—বৃহতী-ব্রহ্মণোঃ ঋগ্‌যজুঃ, ন পুনরুত্থাৎ ? ইতি,
উচ্যতে—বাচোহন্তে সাম-সামান্যাদিকরণানির্দেশাৎ “বাঐ সাম” ইতি । তথা চ
‘বাঐ বৃহতী’ ‘বাঐ ব্রহ্ম’ ইতি চ বাক্-সামান্যাদিকরণয়োঃ ঋগ্‌যজুঃ যুক্তম্ । পরি-
শেষাচ্চ—সাম্যভিহিতে ঋগ্‌যজুযী এব পরিশিষ্টে । বাঐশেষত্বাচ্চ—বাঐশেষো
হি ঋগ্‌যজুযী ; তস্মাৎ তয়োর্কাচা সামান্যাদিকরণতা যুক্তা । অবিশেষপ্রসঙ্গাচ্চ—
‘সাম’ ‘উদগীথঃ’ ইতি চ স্পষ্টঃ বিশেষাভিধানত্বম্ ; তথা বৃহতী-ব্রহ্মশব্দয়োঃপি
বিশেষাভিধানত্বং যুক্তম্ ; অতথা অনির্দ্ধারিতবিশেষবরোঃ আনর্থক্যাপত্তেঃ, চ,
বিশেষাভিধানন্ত বাধ্যত্বাহে চোভয়ত্র পৌনরুক্ত্যাৎ ; ঋগ্‌যজুঃসামোদগীথশব্দানাঞ্চ
ক্রতিষ্বেবং ক্রমদর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥ ২১ ॥

টীকা।—যজুৰ্যামাঙ্কেতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ । নিয়তপাদাকরণামৃচাৎ প্রাণে কুতন্তদ্-
বিপরীতানাং যজুৰ্যাম্ তদ্ব্যমিতি শব্দত্বা পরিহরতি—কথমিতি । তথাপি কথং প্রাণে
যজুৰ্যামাঙ্কেত্যাশঙ্ক্যাহ—বাঐ ব্রহ্মেতি । নির্বর্তকত্বং পালয়িত্বং চাত্মপি তুল্যমিত্যাহ—পূর্ব-
বদ্বিতি । রুচিমাত্রিত্য শব্দতে—কথং পুনরিতি । বাক্যশেষবিরোধান্নাত্ম রুচিঃ সম্ভবতীতি
পরিহরতি—উচ্যত ইতি । বাঐ সামেত্যন্তে বাচঃ সামসামান্যাদিকরণেণ নির্দেশাৎপাদাধি-
কারোহয়ম্ ইতি বোদ্ধব্যম্ । তথাপি কথমুক্তং যজুঃ বা বৃহতীব্রহ্মণোরিতি, তত্রাহ—তথা
চেতি । পরিশেষমেব দর্শয়তি—সাম্যেতি । ইতচ্চ বাক্‌সামান্যাদিকৃতয়োঃ বৃহতী-ব্রহ্মণোঃ
ঋগ্‌যজুঃসামোদগীথমিত্যাহ—বাঐশেষত্বাচ্চেতি । তত্রৈব হেতুস্তরমাহ—অবিশেষেতি । প্রসঙ্গমেব
ব্যতিরেকমুখ্যেণ বিবৃণোতি—সামেতি । দ্বিতীয়শ্চকারোহবধারণার্থঃ । কিঞ্চ, বাঐ বৃহতী, বাঐ
ব্রহ্মেতি বাক্যাভ্যাং বৃহতীব্রহ্মণোঃ কাগাঙ্কহং সিদ্ধং, ন চ তয়োর্কাচাত্মত্বং, বাক্যায়োঃপি বাঐ
বাগিতি পৌনরুক্ত্যপ্রসঙ্গাৎ । তস্মাদ্ বৃহতীব্রহ্মণোরেষ্টবাসৃগ্‌যজুঃমিত্যাহ—বাধ্যত্বাহে চেতি ।
তত্রৈব স্থানমাত্রিত্য হেতুস্তরমাহ—বগিতি ॥ ৩০ ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ১—যজুর সম্বন্ধেও সেইরূপ । কি প্রকারে ? এই প্রাণই

ব্রহ্মণস্পতি ; ঋক্ ব্রহ্মরূপে প্রসিদ্ধ ; ব্রহ্মই যজুঃ ; সেই যজুঃ শব্দবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে ; এই প্রাণ সেই বাক্যের অর্থাৎ যজুঃ স্বরূপ ব্রহ্মের পতি ; সেই কারণে ‘ব্রহ্মণস্পতি’ (ব্রহ্মণঃ+পতিঃ=ব্রহ্মণস্পতিঃ) । ইহার অর্থ পূর্ববৎ ।

ভাল, ইহা কিরূপে জানা যাইতেছে যে, ‘বৃহতী’ অর্থ—ঋক্, আর ব্রহ্ম অর্থ—যজুঃ; অত্ অর্থই বা হয় না কেন ? হাঁ, বলা যাইতেছে—বাক্যশেবে বাক্যের সহিত সামের অভেদবোধক ‘বাক্‌ই সামস্বরূপ’ এইরূপ সামান্যাদিকরণ বা অভেদ নির্দেশ আছে, তাহা হইতেই [ঐরূপ অর্থ জানা যাইতেছে] । বাক্যের যেকোন সামস্বরূপতা সিদ্ধ হইয়াছে, তদ্রূপ ‘বাক্‌ই বৃহতী’ ও ‘বাক্‌ই যজুঃ’ এই বাক্-সামান্যাদিকরণ বৃহতী ও ব্রহ্মেরও যথাক্রমে ঋক্ ও যজুঃস্বরূপত্ব হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ । ‘পরিশেষ’ও (১) ইহার অপর হেতু,—কেন না, সেখানে স্পষ্ট কথায় সামের উল্লেখ হইয়াছে, একমাত্র ঋক্ ও যজুই অবশিষ্ট রহিয়াছে ; অতএব এখন [বৃহতী ও ব্রহ্মশব্দে যথাক্রমে অবশিষ্ট সেই ঋক্ ও যজুরই গ্রহণ করা আবশ্যক হইতেছে । বাগ্‌শেষত্বও এ পক্ষে অপর হেতু—ঋক্ ও যজুঃ উভয়ই শব্দবিশেষ ; সুতরাং বাক্যের সহিত ঐ উভয়ের সামান্যাদিকরণ বা অভেদ নির্দেশ যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে । অবিশেষ-প্রসঙ্গও আর একটি হেতু—‘সাম’ ও ‘উদগীথ’ এই উভয়ই যেমন বাক্যের বিস্পষ্ট বিশেষাভিধান, অর্থাৎ নিঃসংশয়রূপে শব্দবিশেষায়ক সামবেদার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তেমনি ‘বৃহতী’ এবং ‘ব্রহ্ম’শব্দেরও বিশেষার্থে (ঋক্ ও যজুঃ অর্থে) প্রয়োগ হওয়া উচিত, [কেবলই বাক্যরূপ অর্থে প্রয়োগ হওয়া উচিত হয় না] ; নচেৎ ঐ উভয় শব্দের যদি অর্থগত পার্থক্য অবধারিত না হয়, তাহা হইলে ঐরূপ শব্দপ্রয়োগই নিরর্থক হইয়া পড়ে । আর বিশেষার্থক শব্দের উল্লেখ সত্ত্বেও যদি শুধু বাক্যই উহাদের অর্থ হয়, তাহা হইলে ত পুনরুক্তি দোষেরও সম্ভাবনা হইয়া পড়ে । বিশেষতঃ শ্রুতিতেও ঋক্ যজুঃ সাম ও উদগীথ শব্দের নির্দেশে ঐরূপ ক্রমও দেখিতে পাওয়া যায় । [অতএব বাক্যশেবে স্পষ্টাক্ষরে সামশব্দের উল্লেখ থাকায়, তৎপূর্ববর্তী ‘বৃহতী’ ও ‘ব্রহ্ম’ শব্দের ঋক্ ও যজুঃ অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত হইতেছে] ॥ ৩০ ॥ ২১ ॥

(১) তাৎপর্য—সাধারণতঃ এক প্রসঙ্গে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়েরই উল্লেখ হইয়া থাকে । স্থলবিশেষে স্পষ্ট কথায় সামকে বাক্‌স্বরূপ বলা হইয়াছে, কিন্তু ঋক্ ও যজুর উল্লেখ করা হয় নাই, অত্ উহাদের স্থানে ‘বৃহতী’ ও ‘ব্রহ্ম’ শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে ; এমন অবস্থায় ‘বৃহতী’ ও ‘ব্রহ্ম’শব্দে ঋক্ ও যজুঃ গ্রহণ করিলে কিছুমাত্র অস্টায় হয় না, বরং তাহাতে বাক্যের অসম্পূর্ণতা দোষই দূর করা হয় । অতএব পরিশেষ স্থায়ানুসারে এখানে ঋক্ ও যজুর গ্রহণ করাই সমীচীন ।

এষ উ এব সাম, বাঐ সামৈষ সা চামশ্চেতি তৎ সাম্নঃ
সামহম্ । যদ্বৈব সমঃ প্লুঘিণা সমো মশকেন সমো নাগেন সম
এতিস্ত্রিভিল্লৈকৈঃ সমোহনেন সর্কেণ, তস্মাদ্বেব সামান্মুতে
সাম্নঃ সাযুজ্যাং সালোক্যাং (ক), য এবমেতৎ সাম
বেদ ॥ ৩১ ॥ ২২ ॥

সরলার্থঃ :—তথা সাম্যমপি, ইত্যাহ—“এব উ” ইত্যাদি । এষঃ (যথোক্তঃ
প্রাণঃ) এব সাম (সামবেদঃ) ; বাক্ বৈ (প্রসিদ্ধো) সা (স্ত্রীলিঙ্গবস্ত্রমাত্রবোধকঃ
সা-শব্দঃ), তথা এষঃ (প্রাণঃ) অমঃ (সর্কপুংলিঙ্গ-বস্ত্রবোধকঃ অম-শব্দঃ) ;
[যদ্বাং] সা চ অমশ্চ ইতি—[বাক্প্রাণায়কঃ], তৎ (তদ্বাং) সাম্নঃ
(গীতিরূপস্ত) সামহম্ [প্রসিদ্ধমিতি শেষঃ] । [যদ্বা,] সা চ অমশ্চ—ইতি,
তৎ (তদেব বাক্প্রাণস্বরূপত্বং) সাম্নঃ সামহম্ (সামনাম-নির্ভ্রাচনে হেতুরিত্যর্থঃ) ॥

বৎ (যদ্বাং) উ এব (নিশ্চয়ে) (এষঃ প্রাণঃ) প্লুঘিণা (পুত্তিকয়া) সমঃ
(ভূলাঃ), মশকেন সমঃ, নাগেন (হস্তিশরীরেণ) সমঃ, [কিং বহন্য] এতিঃ
(প্রসিদ্ধৈঃ) ত্রিভিঃ লোকৈঃ (ত্রিলোকায়কেন প্রজাপতি-শরীরেণ চ) সমঃ,
অনেন (অনুভূয়মানেন জগদ্রূপেণ চ) সমঃ ; তস্মাৎ (সর্বসাম্যাৎ হেতোঃ) এব
উ সাম (প্রাণঃ সাম-শব্দবাচ্যঃ), [মহদন্নায়তনদেহেহু সঙ্কোচ-বিকাসিতয়া অব-
স্থানাং প্রাণস্ত সর্বসমানত্বং, সর্বসাম্যাচ্চ সামনামাভিধেয়ত্বং প্রাণস্তেতি ভাবঃ] ।
যঃ (উপাসকঃ) এতৎ সাম এবং (যথোক্তপ্রকারং) বেদ (বিজ্ঞানাতি), [সোহপি]
সাম্নঃ (প্রাণাভিধেয়স্ত) সাযুজ্যাং (সমানদেহেহস্ত্রিাদিত্যর্থঃ) সালোক্যাং (সমান-
লোকতাং চ) অম্মুতে (ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ) ॥ ৩১ ॥ ২২ ॥

মূলানুবাদঃ :—উক্ত প্রাণ হইতেছে সাম ; কারণ, বাক্ই
‘সা’, অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ সমস্ত শব্দের স্থানবর্তী, আর এই প্রাণ হইতেছে
‘অম’, অর্থাৎ পুংলিঙ্গবোধক সমস্ত শব্দের স্থানপাতি । যেহেতু ‘সা’
হইতেছে—বাক্, আর ‘অম’ হইতেছে—প্রাণ, সেই হেতুই [সা’ ও ‘অম’
শব্দের যোগে] গীতিরূপ পদসমুদায়াত্মক সামের সামহ প্রসিদ্ধ হইরাছে ।

বিশেষতঃ, যেহেতু এই প্রাণ, পুত্তিকাশরীরের সমান, মশকশরীরের
সমান, হস্তিশরীরের সমান, অধিক কি, এই ত্রিলোকায়ক প্রজাপতি-
শরীরেরও সমান, এবং ভূতমান জগতেরই সমান, সেই হেতুই ইহা সাম-

পদবাচ্য । যে ব্যক্তি উক্তপ্রকার সামের সামহ অবগত হন, তিনিও সামের—প্রাণের সমান স্বভাব লাভ করেন, এবং সমান লোকে অবস্থিতি করেন ॥ ৩১ ॥ ২২ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :—এব উ এব সাম । কণমিত্যাহ—বাথে সা, যৎ কিঞ্চিৎ স্বাশক্যভিষেব, সা বাক্, সৰ্ব্বস্বীশক্যভিষেববস্তুবিসম্বোধো হি সৰ্ব্বনাম সা শক্ । তথা অমঃ এষ প্রাণঃ, সৰ্ব্বপু শক্যভিষেববস্তুবিসম্বোধম্ শক্ : , “কেন মে পৌ ত্বানি নামাত্মাপ্নোযীতি, প্রাণেনেতি জ্ঞাত্বাং, কেন মে স্বীনামানীতি, বাচা” ইতি শতাস্ত্ববাং । বাব প্রাণাভিধানভূতাহন সামশক্ : । তথা প্রাণ-নির্কণ্ডা স্ববাদিসমুদাবমাত্র গীতিঃ সামশকেনাভিধংযতে, অতো ন প্রাণবাধ্য-তিবেকেণ সাম নামান্তি কিঞ্চিৎ, স্ববর্ণাদেচ্চ প্রাণনির্কণ্ডত্বাং প্রাণতত্ত্বজ্ঞাচ্চ । এষ উ এব প্রাণঃ সাম । যন্মাং সাম সামেতি বাক্ প্রাণায়কম—সা চ অমশেতি, তৎ তন্মাং সাম্নো গীতিকপশ্চ স্ববাদিসমুদাবশ্চ সামহ তৎ প্রণীত ভূবি ।

যত উ এব সমস্ত্বলাঃ সর্বেণ বক্ষ্যমাণেন প্রকাষণে, তন্মাছা সামেত্যনেন সম্বন্ধঃ । বা শক্ : সমশক্যলাভনিমিত্ত প্রকাষাস্তবনির্দেশনামর্থালভাঃ । কেন পুনঃ পকাষণে প্রাণশ্চ ত্বলাহমিতি, উচ্যতে—সমঃ পুণিণা পুত্রিকাশবীবেণ, সমঃ মশকেন মশকশবাবোণ, সমঃ নাগেন হস্তিশবাবোণ, এম এতিস্তিভিলৌকৈঃ ত্রৈলোক্যশবীবেণ প্রাজাপতোন, সমোহনেন জগদ্ধপেণ হৈবগাগর্ভেণ । পুস্তি-কাদি শবীবেণু গোহাদিবং কাং স্মোন পবিসমাপ্ত ইতি সমহ প্রাণশ্চ, ন পুনঃ শবাসমাত্রপবিসমাণেনৈব, অমুত্ত্বাং সঙ্গগতজ্ঞাচ্চ । নচ ঘটপ্রাসাদাদি-প্রদীপবৎ সঙ্কোচাবকাশিতয়া শবীবেষু তাবন্মাত্র সমহম । ‘ত এতে সৰ্ব্বে এব সমাঃ, সর্বেহনন্তাঃ’ ইতি শ্রুতেঃ । সৰ্ব্বগতশ্চ তু শবীবেষু শবাবপবিসমাং-বৃত্তিলাভো ন বিরূধ্যতে । এবং সমত্বাং সামাখ্য প্রাণ বেদ যঃ স্রুতিপ্রকাশিতমহব্রহ্ম, তন্ত্বেতৎ ফল —অল্পুতে ব্যাপ্রোতি, সাম্ন প্রাণশ্চ সাক্ষ্যং সয়গ্ভাব সমানদেহেহ্মিয়াভি-মানজ্ঞঃ, সালোক্য, সমানলোকতাং বা ভাবনাবিশেষতঃ, য এবমেতদ্ যথোক্তং সাম প্রাণঃ বেদ—আ প্রাণাত্মাভিমানাভিবাক্ষেপশ্চ ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ ২২ ॥

টীকা । ঋগ্বেদভূঃ প্রাণশ্চ এতিপাশ্চ তন্ত্বেব সামহ সামর্থাৎ—এব উতাদিনা । তদেব পঠয়তি—সর্কেতি । সা-শক্যো হি সৰ্ব্বনাম, তথাচ যঃ জীলিঙ্গঃ সৰ্ব্বঃ শক্যন্তেনাভিধেয়ং বস্তু বাসিতার্থঃ । অমঃ প্রাণ ইত্যুক্তমুপপাদয়তি—সৰ্ব্বপু-শক্যেতি । পুণ্ড্রাঙ্গন সৰ্ব্বেণ শক্যেনাভিধেয়ং বস্তু প্রাণ ইত্যর্থঃ । তত্র স্রুতাস্তরং শ্রমাণযতি—কেনেতি । আচাযশ্চ শিষ্টং প্রাণ-ইত্যর্থাকাম্ । পৌণ্ড্রানি পুংসো বাচকানি । তথাপি বস্তু সামশক্যবাচ্যতামত্যাশক্য কলিঙ্ক

বাহ—বাগিতি । বাণ্ডপসৰ্জনঃ প্রাণঃ সামশব্দাতিথেয় একবচননির্দেশাদিত্যর্থঃ । নমু গীতিবু
সামাখ্যোতি স্তাবাষিণিষ্টা কাকিগীতিঃ সামেতুচ্যতে, তৎ বৃত্তো বাণ্ডপসৰ্জনস্ত প্রাণস্ত সামশবত
বাহ—তথেতি । প্রাণস্ত সামসে সতীতি যাবৎ । প্রাগীতে মন্তব্যকো সামশকস্ত বৃদ্ধৈরিষ্টবাদন্তি
প্রাণাদিব্যতিরেকেন সাম, ইত্যশঙ্ক্যাহ—স্মরতি । আদিপদেন পদবাক্যাদিগ্রহঃ । বাণ্ডপসৰ্জনে
প্রাণে মুখাঃ সামশকঃ, তৎসম্বন্ধাদিতরত্র গোণো মধ্যাদিশব্দবিত্যর্থঃ । উক্তেহর্থো তৎ সামঃ
সামশমিতি বাক্যং যোজয়তি—যন্মাদিতি । ইদং সামেদং সামেতি বধ্যবহিরগে, তদ্বাক্-
প্রাণাস্তকমেবোচ্যতে, সা চামশেতি ব্যুৎপত্তেঃ, যন্মাদেবং, তন্মাৎ প্রসিদ্ধস্ত সামো যৎ সামসঃ,
তৎ মুখাসামনির্কৰ্ত্তব্যাদ্যোপমেব তদধোভাববাহরে প্রসিদ্ধমিতি যোজনাম্ ।

প্রকারান্তরেণ প্রাণস্ত সামবস্থাপানার্থমুপপত্ততি—যদিত্যাদিনা । প্রকারান্তরভোতী
বাশকোহত্র ন স্মরতে, ইত্যশঙ্ক্যাহ—বাক্য ইতি । নিমিত্তান্তরমেব প্রশ্নপূৰ্বকং একটরতি—
কেনত্যাদিনা । নমু প্রাণস্ত তত্তচ্ছরীরপরিমাণসে পরিচ্ছিন্নস্থানস্থামুপপত্তিস্তৎ কথমস্ত
বিরুদ্ধেব শরীরেব সমমিত্যশঙ্ক্যাহ—পুস্তিকাদীতি । সমশকস্ত যথাক্রত্বার্থঃ কিং ন স্তাদিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—ন পুনরिति । আদিদৈবিকেন রূপেণামূর্ত্তং সৰ্বগতত্বং চ দ্রষ্টব্যম্ । নমু প্রাণো
ঘটে সমুচতি প্রাসাদে চ বিকসতি, তথা প্রাণোঃপি মশকাদিশরীরেব সঙ্কোচমিভাদিদেহেব
বিকাসঃ চ আপত্ত্যমিতি সমমাসিদ্ধিরিত্যশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । প্রাণস্ত সৰ্বগতত্বে সমম-
ক্রতিবিরোধমশঙ্ক্যাহ—সৰ্বগতন্তেতি । ঋগাদিষ্ণোঃবচ্ছরীরেব সৰ্বত্র হিতস্ত প্রাণস্ত তত্তৎ-
শরীরপরিমাণায় বৃন্তোলাভঃ সম্ভবতি, সৰ্বগতস্তৈব নন্তসমস্ত তত্র কুপকৃষ্টাভ্যবচ্ছেদ-
উপলভ্যাদিত্যর্থঃ । ফলক্রতিমবত্যাধ্য বাকরোতি—এবমিতি । ফলবিকল্পে হেতুর্মাহ—
ভাবনেনি । বেদনঃ বাকরোতি—আ প্রাণেতি । ইদং চ ফলং মধ্যপ্রদীপস্তায়েনোত্তরতঃ
সম্বন্ধমবধেয়ম্ ॥ ৩১ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—ইহাই যে, সামরূপে প্রসিদ্ধ কেন, তাহা বলিতেছেন,—
বাক্ হইতেছে ‘সা’, জ্বীলিঙ্গ-শব্দের প্রতিপাদ্য যাহা কিছু, তৎসমস্তই ‘সা’—
বাক্ ; কারণ, সমস্ত জ্বীলিঙ্গ শব্দে যে অর্থ বুঝায়, সে সমস্তই সৰ্বনাম ‘সা’ শব্দের
(জ্বীলিঙ্গ তৎ-শব্দের) বিষয় বা প্রতিপাদ্য । সেইরূপ, এই প্রাণ হইতেছে
‘অম’-সমস্ত পুংলিঙ্গ শব্দে যাহা বুঝায়, সে সমুদয়ই ‘অম’-শব্দের বিষয় ; কেন না,
অপর ক্রটিতে আছে—‘তুমি কিরূপে আমার পুংস্ববোধক নামসমূহ প্রাপ্ত হইয়া
থাক ?’ তদন্তরে বলিবে—‘প্রাণরূপে’ ; আর কিরূপে আমার জ্বীস্ববোধক নাম
সমূহ [লাভ করিয়া থাক] ? তদন্তরে বলিবে—‘বাচা’ অর্থাৎ বাক্যরূপে । এই
সাম’ শব্দটিও বাক্ ও প্রাণের বাচক । সেইরূপ প্রাণের সাহায্যে যাহা কিছু
নিপন্ন হইয়া থাকে, সাম-শব্দটিও কেবল সেই স্বরলয়াদির সমষ্টিরূপ গীতি মাত্রেয়ই
বোধক । অতএব, সাম-পদার্থটি প্রাণ ও বাক্যের অতিরিক্ত অপর কোনও স্বতন্ত্র
বস্তু নহে ; কেন না স্বর ও অক্ষর প্রভৃতি সমস্তই প্রাণ দ্বারা সম্পাদনীয় এবং

প্রাণেরই অর্থাধীন ; অতএব, এই প্রাণ সামস্বরূপ । যেহেতু ‘সাম’ ও ‘অম’ এই পদদ্বয়ের সহযোগে ‘সাম’ (সা+অম==সাম) পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই হেতুই জগতে স্বরাসির সমষ্টিভূত গীতিকরূপ সামের সামত্ব (সাম নাম) প্রসিদ্ধ হইয়াছে ।

অথবা যেহেতু এই প্রাণ বক্ষ্যমাণ বিশেষ বিশেষ সমস্ত বস্তুর সমান, সেই হেতুই সাম, এইরূপ বাক্যযোজনা করিতে হইবে । [ঋতিতে বা-শব্দ না থাকিলেও] প্রাণ যে, কেন সাম শব্দ-বাচ্য হইল, তাহার বিভিন্নপ্রকার কারণ প্রদর্শন হইতেই বা-শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় । কোন্ কোন্ বিশিষ্ট প্রাণীর সহিত প্রাণের তুল্যতা ? তাহা বলিতেছেন—[উক্ত প্রাণ] পুষ্টির অর্থাৎ পুস্তিকা শরীরের সমান, [পুস্তিকা অর্থ—উইপোকা], মশকের—মশকশরীরের সমান, নাগের—হস্তি-শরীরের সমান, এই ত্রিলোকের অর্থাৎ ত্রৈলোক্যশরীরাত্মক প্রজাপতির সমান, এবং হিরণ্য-গর্ভসম্বন্ধী এই জগদ্রূপের সমান । ‘গোত্ব’ ধর্ম যেরূপ নিখিল গোশরীরে সমাপ্ত অর্থাৎ পরিব্যাপ্ত থাকে, তদ্রূপ প্রাণও যাবতীয় পুস্তিকা প্রভৃতির শরীরে পরিব্যাপ্ত থাকে ; এইজন্ত প্রাণের সর্বসমত্ব ; কিন্তু ঐ সমস্ত শরীরের সমপরিমাণ বলিয়া নহে । কেননা, প্রাণ স্বভাবতই অমূর্ত—মূর্তিহীন এবং সর্বব্যাপী । [অতএব আকাশাদির ত্রায় অমূর্ত ও সর্বব্যাপী প্রাণের পক্ষে দেহবিশেষের সমপরিমাণ হওয়া সম্ভব হইতে পারে না] । আর, একই প্রদীপ-প্রভা যেরূপ ঘণ্টের মধ্যে থাকিলে সঙ্কোচিত হয়, আবার প্রাসাদের মধ্যে থাকিলে বিস্তৃত হয়, তদ্রূপ সংকোচ বিকাশশালিকরূপেও প্রাণের সর্বশরীরে সামালাভ সম্ভবপর হয় না ; কারণ, ‘ইহারা সকলেই সমান এবং সকলেই অনন্ত’ এইরূপ ঋতি রহিয়াছে । কিন্তু সর্বগত আকাশাদির পক্ষে বিভিন্ন শরীরে শরীরপরিমাণ বৃত্তিলাভ করা বিরুদ্ধ হয় না (১) । এবংবিধ সামান্যবন্ধন সামসংজ্ঞা প্রাপ্ত এবং ঋতিতেও বাহার মহিমা প্রকাশিত আছে, যে ব্যক্তি সামনামক সেই প্রাণতত্ত্ব বিশেষরূপে জানে,

(১) তাৎপৰ্য্য—সর্বসামান্যবন্ধন প্রাণকে ‘সাম’ বলা হইয়াছে । এখন সংশয় হইতেছে যে, প্রাণের এই সামাটা কি প্রকার ?—আলোক যেমন যখন যেরূপ পাত্রের মধ্যে থাকে, তখন তদনুরূপই বিস্তার লাভ করে, প্রাণও কি ঠিক সেইরূপই—হস্তিদেহে প্রবিষ্ট হইয়া সেই দেহের সমান—বৃহৎ হয়, আবার পিপীলিকাদেহে প্রবিষ্ট হইয়া সঙ্কোচিত হয় ? অত্রত্য সাম্য কি এই প্রকার অথবা অন্য কোনও প্রকার ? তদ্বস্তুরে ভাস্কর্য্যকার বলিতেছেন—না—এরূপ সাম্য হইতে পারে না ; কারণ, ঋতি বলিয়াছেন “সর্বো সমাঃ সর্বো অনন্তাঃ,” অর্থাৎ সমস্ত প্রাণই সমান, কাহারো মধ্যে ছোট-বড় ভাব নাই, এবং সকলেই অনন্ত, কোন প্রাণই কোথাও সীমাবদ্ধ নহে । ছোট-বড় দেহভেদে প্রাণের তারতম্য স্বীকার করিলে ঋতি-কথিত সর্বসাম্য

তাহার বিরূপ বল হয়, বলিতেছেন—যে ব্যক্তি যথোক্ত প্রকার সামাধা প্রাণ-
তত্ত্ব জানে,—প্রাণাত্ম্যভাব প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত প্রাণের উপাসনা করে, সেই
ব্যক্তি সামাধা প্রাণের সাযুজ্য—সহযোগিতা অর্থাৎ তৎসমান দেহেজ্জিরাভিমান
কিংবা সালোকা অর্থাৎ ততুল্য লোকে বাস—ভাবনা-বিশেষ দ্বারা ভোগ করিয়া
পাকে ; অর্থাৎ মনেমনে প্রাণের সাযুজ্য ও সালোকা লাভের তৃপ্তি অনুভব করিয়া
পাকে ॥ ৩১ ॥ ২২ ॥

এম উ বা উদগীথঃ, প্রাণো বা উৎ, প্রাণেন হীদ্যে সর্বমুত্ত-
কম্, বাগেব গীথোচ্চ গীথা চেতি স উদগীথঃ ॥ ৩২ ॥ ২৩ ॥

সরলার্থঃ—এমঃ প্রাণঃ উ বৈ . এব) উদগীথঃ (সামাধা ভক্তি-
বিশেষঃ), [প্রাণস্তোদগীথঃ সম্পাদনিতুমাত্ —] প্রাণঃ বৈ উৎ, [কণম্ ?] হি
(যস্মাৎ) ইদং সৰ্বং, [জগৎ, প্রাণেন উত্তক্ (বিস্তৃতম্ ; তথা] বাক্ এব
গীথা (গীতিকথা, শব্দায়কত্বাৎ গাতোঃ) ; উৎ চ, গীথা চ ইতি—(মিলিত্বাৎ) সঃ
উদগীথঃ [সম্পদাতে] ॥ ৩২ ॥ ২৩ ॥

মূলানুবাদঃ—উক্ত প্রাণই উদগীথ ; [এখানে উদগীথ অর্থ
সামবেদের অংশ ভক্তিবিশেষ, কিন্তু উচ্চঃস্বরে গান নহে] । প্রাণ
হইতেছে—উৎ ; কেন না, প্রাণ দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ উত্তক্ অর্থাৎ
বিস্তৃত রহিয়াছে ; আর বাক্ হইতেছে—গীথা—গীতিস্বরূপা ; অতএব
'উৎ' ও 'গীথা' পদ দ্বয়ের যোগে 'উদগীথ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং উক্ত
প্রাণও 'উদগীথ' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে ॥ ৩২ ॥ ২৩ ॥

শাকরভাষ্যম্—এম উ বা উদগীথঃ । উদগীথো নাম সামান্যরূপে
ভক্তিবিশেষঃ, নোদগানম্ ; সামাদিকার্য্যং । কণমুদগীথঃ প্রাণঃ ? প্রাণো বা উৎ,
প্রাণেন হি যস্মাদিদং সৰ্বং, জগৎ উত্তক্—উর্কঃ স্তব্ধঃ উত্তমিতঃ বিস্তৃতমিত্যর্থঃ ;
উত্তকার্থবস্তোতকোহরম্ উচ্চকঃ প্রাণশৃণাভিধায়কঃ । তস্মাৎ উৎ প্রাণঃ ; বাগেব
গীথা ; শব্দবিশেষত্বাৎ উদগীথভক্তেঃ ; গায়তে: শব্দার্থত্বাৎ সা বাগেব । ন হি

রক্ষা পায় না, বিশেষতঃ প্রত্যেক দেহ-পরিমাণে পরিচ্ছিন্ন হইলে প্রাণের অনন্তত্বও সিদ্ধ হয়
না ; কাজেই বলিতে হইবে যে, গোব ও মনুষ্য প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি যেরূপ সমস্ত গোতে ও সমস্ত
মনুষ্যেতে সমান—ধনী দরিদ্র, শিশু বৃদ্ধ কোথাও তারতম্যযুক্ত নহে, সর্বত্রই একরূপ, প্রাণও
তেমনি ছোটবড় সর্বদেহেই সমান, কোথাও তাহার বৈষম্য নাই । এখানে এই প্রকার সামাধি
অতির অস্তিত্ব ।

উদগীথভক্তেঃ শব্দব্যতিরেকেণ কিঞ্চিদ্রূপম্ উৎপ্রেক্ষ্যতে , তস্মাদ্ বক্তব্যবধারণম্—
বাগেব গীথেতি । উৎ চ প্রাণঃ, গীথা চ প্রাণতঃ বাক্, ইত্যান্বয়েণ
শব্দেনাভিধীয়তে—স উদগীথঃ ॥ ৩২ ॥ ২৩ ॥

টীকা । প্রকৃত্যাদিশব্দবৎ উদগীথশব্দস্তাপি ভক্তিবিশেষেণ কচিৎ উদগীথেনাত্যয়ামেত্যত্র
চ ওদগীথে কদাপি প্রযুক্তত্বাৎ কথমুদগীথঃ প্রাণঃ । ততঃ শব্দাঃ—উদগীথো নামেতি । নঞ্-
পদস্তোত্রয়তঃ সম্বন্ধঃ । সামশাসিতস্ত প্রাণস্ত প্রকৃত্ত্বাদিত্যেহেতুত্বাৎ—সামাধিকারাদিত্যি ।
ন তাবৎ উদগীথশব্দস্ত প্রাণে ক্রটিঃ, তস্ত তস্মিন্ বৃক্ষপ্রয়োগাদিশব্দাৎ, নাপি যোগোঃ বসববৃন্তের-
দৃষ্টেতি শব্দে—বর্ণনমিতি । যোগবৃত্তিমুপেতঃ পণ্ডিতব্রতী—প্রাণতঃ । উচ্ছ্বসো নাত্তার্থস্ত
বাচকঃ, নিপাতত্বাদিত্যশঙ্কাহ—উক্তমিতি । তথাপি কথং প্রাণে বা উদগীথস্ত, তদাহ—
প্রাণেতি । 'বাবুর্নৈ গোতম তৎ শব্দম্' ইত্যাদিশব্দেতিতর্থঃ । উদগীথভক্তেঃ শব্দবিশেষত্বেনপি
গীথা বাগিত্যে কথমুচ্যতে, তত্রাৎ—গায়তেতি । তথাবাবাবৎ সাধয়তি—ন হীতি ।
তথাপি কথং প্রাণস্তোদগীথম্, ইত্যশঙ্ক্য বাওপসংজ্ঞনস্ত তস্ত তথাবৎ কথয়তি—
উচ্চতি ॥ ৩২ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ !—“এষ উ বা উদগীথঃ” ইত্যাদি । ‘উদগীথ’ অর্থ—সামেব
অন্যেব ভক্তিবিশেষ অর্থবিশেষ, কিন্তু উদগীথ—উচ্চৈ স্ববে গান করা নহে ।
উদগীথই প্রাণ কি প্রকারে? ততস্তবে বলিতেছেন—প্রাণ হইতেছে উৎ ;
যেহেতু এই সমস্ত জগৎ প্রাণ দ্বারা উত্থিত—উচ্চৈ বিধৃত বহিন্বে, [নচেৎ সমস্ত
জগৎ গলিয়া যাইত] । এই ‘উৎ’ শব্দটা উত্থনার্থাত্মক এব প্রাণেব উল্লিখিত
গুণ-সম্ভাব-প্রকাশক, সেই হেতুই উদগীথ হইতেছে—প্রাণস্বরূপ, আর বাক্
হইতেছে—গীথা, কাবণ, সামভক্তি ‘উদগীথ’ ত শব্দবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই
নহে । [গীথাব প্রকৃতিভূত] ‘গৈ’ ধাতুব অর্থ যখন শব্দ, তখন নিশ্চয়ই উহা
বাক্স্বরূপ ; কেন না, উদগীথনামক ভক্তিটাব শব্দাত্মকতা ছাড়া অত্র কোন প্রকার
স্বরূপ ত সম্ভাবনা করা যাইতে পারে না ; অতএব বাককে ‘গীথা’ বলিয়া অবধারণ
করা যুক্তিযুক্তই হইতেছে । উৎ—হইতেছে প্রাণ, আর ‘গীথা’ হইতেছে—
প্রাণাধীন বাক্ ; এইজন্ত সেই উভয়ই এক ‘উদগীথ’ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে—
‘সঃ উদগীথঃ’ ইতি ॥ ৩২ ॥ ২৩ ॥

শাকরভাষ্যম্ :—উক্তার্থদাতার আধ্যাত্মিক আবর্তে—

ভাষ্যানুবাদ !—উক্ত প্রকারে করিত অর্থের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ পুনশ্চ
একটা আধ্যাত্মিক আরম্ভ হইতেছে—

তস্মাপি ব্রহ্মদত্তশৈচিকিতানেয়ো রাজানঃ ভক্ষয়ন্তু বাচাম্

তস্য রাজা মূর্দ্ধানং বিপাতয়তাদ্ যদিতোহয়াস্ত আঙ্গিরসোহন্যে-
নোদগায়দতি । বাচা চ হেব স প্রাণেন চোদগায়দতি ॥৩৩॥২৪॥

সরলার্থঃ :—তৎ (তত্র উক্তে অর্থে) হ (ঐতিহ্যে) অপি (আখ্যা-
য়িকাপি) [অরতে ইতি শেষঃ] ।—

চৈকিতানেয়ঃ (চিকিতানস্ত্র অপত্যং—চৈকিতানঃ, তস্ত্র অপত্যং যুবা—
চৈকিতানেয়ঃ) ব্রহ্মদত্তঃ (তন্নামকঃ ঋষিঃ) রাজানং (যজ্ঞিঃ সোমং) ভক্ষয়ন্
উবাচ । [কিম্] অয়ং (ময়া ভক্ষ্যমাণঃ চমসস্থঃ) রাজা (সোমঃ) তাস্ত্র (তস্ত্র—
মম) মূর্দ্ধানং (শিরঃ) বিপাতয়তাং (বিস্পষ্টং পাতয়তু), যৎ (যদি) অয়াস্ত্র
আঙ্গিরসঃ (উদগাতা, স হি পূর্ববীণাং যজ্ঞে প্রাণবাচকেন অয়াস্ত্রাঙ্গিরস-শব্দেন
অভিধীয়তে), ইতঃ (অস্মাং বাক্‌সহিতাং প্রাণাং) অগ্নেন (দেবতাস্তুরেণ)
উদগায়ং (উদগানং কৃতবান্ স্ত্রাং) ইতি । [অতঃ অনুমীয়তে, যৎ] সঃ (উদ-
গাতা) বাচা (প্রাণাধীনেন বাক্যেন) চ প্রাণেন চ (উক্তলক্ষণেন) হি এব
(নিশ্চয়ে) উদগায়ং (উদগানং কৃতবান্ ইতি), [এতৎ তু শ্রুতবচনং মন্তব্য-
মিতি ভাবঃ] ॥ ৩৩ ॥ ২৪ ॥

মূলানুবাদ :—কথিত বিষয়ে এইরূপ একটি আখ্যায়িকাও
শোনা যায় ;—চিকিতাননামক ঋষির পৌত্র ব্রহ্মদত্তনামক ঋষি যজ্ঞে
সোমভক্ষণ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—এই রাজা (সোম) নিশ্চয়ই
তাহার অর্থাৎ ভক্ষণকারী আমার শিরঃপাত করুক, যদি অয়াস্ত্র আঙ্গিরস
অর্থাৎ উদগাতা যদি পূর্বোক্ত বাক্‌সম্বিত এই প্রাণ ভিন্ন অপর কোনও
দেবতাবিশেষে উদগান করিয়া থাকেন । এখন শ্রুতি বলিতেছেন—[ইহা
ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে,] সেই উদগাতা নিশ্চয়ই বাক্ ও প্রাণদেবতা
যোগেই উদগান করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ ২৪ ॥

শাক্করভাষ্যম্ :—তদ্বাপি । তৎ তত্র এতদ্বিমুক্তার্থে হ অপি
আখ্যায়িকাপি অরতে হ স্ত্র । ব্রহ্মদত্তঃ নামতঃ ; চিকিতানস্ত্রাপত্যং চৈকিতানঃ,
তদপত্যং যুবা—চৈকিতানেয়ঃ রাজানং যজ্ঞে সোমং ভক্ষয়ন্ উবাচ ;—কিম্ ?
অয়ং চমসস্থো ময়া ভক্ষ্যমাণো রাজা তাস্ত্র মমানৃতবাদিনো মূর্দ্ধানং শিরঃ বিপা-
তয়তাং বিস্পষ্টং পাতয়তু । তোঃ অয়ং তাত্ত্ব্যদেশঃ, আশিবি লোটু—বিপাতয়-
তাদিতি ; যন্ত্বহ্ম অনুভবাদী স্থামিত্যর্থঃ ।

কথং পুনরনুত্বাদিহপ্রাপ্তিরিতি ? উচ্যতে—যদ্ যদি ইতোহস্মাৎ প্রকৃতাং
প্রাণাং বাকসংযুক্তাং, অস্মাভ্যঃ—মুখ্যপ্রাণাভিধায়কেন অস্মাভ্যঃসমশব্দকেন অভি-
ধীয়তে—বিশ্বস্বজ্ঞাং পূর্ববীণাং সত্রে উদগাতা,—সঃ অত্ৰেন দেবতাস্ত্বরণে বাক্-
প্রাণব্যতিরিক্তেন উদগায়ং উদগানং কৃতবান্ ; ততোহহম্ অনুত্বাদী স্তাম্ । তস্ত
মম দেবতা বিপরীতপ্রতিপদ্ব্যুৎপত্তিঃ—ইত্যেবং শপথং চকার—ইতি
বিজ্ঞানে প্রত্যয়দ্ব্যর্থ-কর্তব্যতাং দর্শয়তি । তন্নিমিত্তং আখ্যানিকানির্দ্ধারিতমর্থং
স্বেন বচসোপসংহরতি শ্রুতিঃ—বাচা চ প্রাণপ্রদানয়া, প্রাণেন চ স্বত্বান্নভূতেন
সোহস্মাভ্যঃ অস্মিভ্যঃ উদগাতা উদগায়ং—ইত্যেবাহর্থো নির্দ্ধারিতঃ শপ-
থেন ॥ ৩৩ ॥ ২৪ ॥

চিকা । তদ্ব্যাপীত্যাদিবাক্যস্ত প্রকৃতামুপযোগ্যশব্দার্থ—উক্তার্থেতি । উদগায়দেবতা
প্রাণঃ, ন বাগাদিরিত্যুক্তার্থঃ । ‘জীবতি তু বংশে যুবা’ (পা০ হৃ০ ৪।১।১৬৩) ইতি অস্মাভ্যঃ
পিত্রাদৌ বংশে জীবতি পৌত্রপ্রভৃতেষদপত্যং, তৎ যুবসংজ্ঞকমিতি উক্তবান্ । ত্রিষাপদনিষ্পত্তি-
প্রকারং স্মরতি—তোরিতি । তুপ্রত্যয়স্ত অয়মাশিষি বিষয়ে তাত্ত্বাদেশঃ ‘তুহোস্তাত্ত্বা-
শিস্ত্যন্তরস্তাম্’ (পা০ হৃ০ ৭।১।৩৫) ইতি অস্মাভ্যঃ ইত্যর্থঃ । মুদগাতপ্রাপকং দর্শয়তি—
যদীতি ।

অনুত্বাদিহস্ত প্রাপকভাবাৎ অপ্রাপ্তিরিতি শব্দতে—কথং পুনরিতি । উদগানস্ত
বুদ্ধাদিসম্মিধানাং তদেবতা প্রাপ্তপতাদিলক্ষণা কিং তস্মিন্ দেবতা ? কিং বা বর্ষব্রাদি-
সম্মিধানাং তদেবতৈব তত্র দেবতা ? ইতি বিপ্রতিপত্তেরনুত্বাদিহে শব্দতে ব্রহ্মদত্তঃ শপথেন
নির্ণয়ং চকারেত্যাহ—উচ্যতে ইতি । প্রাণাঙ্কসংযুক্তাং অগ্নৌ যাস্তো বহাদগায়দিতি সঙ্কথঃ ।
নমু অস্মাভ্যঃসমশব্দবাচ্যো মুখ্যপ্রাণো দেবতাস্ত্বাং ন উদগাতা ভবিতুংসহতে, তত্রাহ—
মুখ্যেতি । উক্তার্থদ্ব্যর্থায়ৈভ্যন্তমুপসংহরতি—ইতি বিজ্ঞান ইতি । উক্তরীত্যা শপথত্রিষয়া
প্রাণ এবোল্লীখদেবতা, ইত্যস্মিন্ বিজ্ঞানে প্রত্যাহো বিশ্বাসস্তস্ত যদার্থাং, তস্ত কর্তব্যতা-
মাখ্যানিকয়া দর্শয়তি শ্রুতিরিতি যাবৎ । আখ্যানিকার্থস্তৈব বাচেতাদিনোক্তেঃ পৌনরুক্ত্য-
মিত্যাপেক্ষাহ—তন্নিমিত্তি । শপথস্ত স্বাতন্ত্র্যেণ অপ্রামাণ্যেহপি শ্রুতিমূলতয়া প্রামাণ্য-
নির্ধাতিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—‘তদ্ব্যাপি’ ইত্যাদি সেই এই অব্যবহিত পূর্বোক্ত বিষয়ে
একটি আখ্যানিকাও শোনা যায়,—ব্রহ্মদত্তনামক চৈকিতানের, অর্থাৎ চিকিতানের
পুত্র—চৈকিতান, তাহার যুবা পুত্র—চৈকিতানের রাজাকে অর্থাৎ যজ্ঞীয় সোমরস
ভক্ষণ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন । কি [বলিয়াছিলেন ?]—এই যে চমসস্থ
রাজা (সোম),—হা হা আমি ভক্ষণ করিতেছি ; তাহা, তাহার অর্থাৎ মিথ্যাবাদী
আমার মুখ—মন্তক নিপাতিত করুক ; অর্থাৎ স্পষ্টরূপে শিরঃপাত করুক ; যদি
আমি মিথ্যাবাদী হইয়া থাকি । এখানে ‘বিপাত্ত্বয়তাং’ শব্দটীতে আশংসা অর্থে

লোট্ (‘তু’ প্রত্যয়) হইয়াছে ; শেষে সেই ‘তু’ স্থানে ‘তাতত্’ (তাৎ) আদেশ হইয়াছে । (বি+পাতত্ত্ব+তু—তাৎ=বিপাতত্ত্বতাৎ) ।

ভাল, এখানে মিথ্যাবাদিতার সম্ভাবনা ছিল কিসে ? হাঁ, বলা হইতেছে,— অগ্ন্যস্ত—পূর্ব্বতন ঋষিগণের যজ্ঞে উল্লাতাই মুখ্যপ্রাণবাচক ‘অগ্ন্যস্ত আঙ্গিরস’ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেই অগ্ন্যস্ত উল্লাত। যদি বাক্ ও প্রাণাতিরিক্ত অপর কোনও দেবতাবোধে উল্লাত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি অনৃতবাদী হইয়াছি । [‘যদি আমি অনৃতবাদী হইয়া থাকি, তাহা হইলে] যজ্ঞ-দেবতা সেই বিপরীতবুদ্ধিসম্পন্ন আমার মন্তক নিপাতিত করুন’, এইরূপ শপথ করিয়াছিলেন । শ্রুতি ইহা দ্বারা বিজ্ঞানবিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিতেছেন । আখ্যায়িকা দ্বারা এই বিষয়টী অবধারিত করিয়া শ্রুতি এখন নিজের কণায় উপসংহার করিতেছেন—সেই অগ্ন্যস্ত আঙ্গিরস—উল্লাত। যে, প্রাণতত্ত্ব বাক্য ও নিজেরই আশ্রিত প্রাণের সাহায্যে উল্লাত করিয়া-ছিলেন, এই সিদ্ধান্তই উল্লাতের উক্ত শপথ দ্বারা অবধারিত হইল বুঝিতে হইবে ॥ ৩৩ ॥ ২৪ ॥

তস্ম হৈতস্ম সান্নো যঃ স্বঃ বেদ, ভবতি হ্যস্ম স্বম্, তস্ম বৈ স্বর এব স্বম্, তস্মাদার্হিজ্যঃ করিণ্যন্ বাচি স্বরমিচ্ছত, তস্মা বাচা স্বরসম্পন্নয়ার্হিজ্যঃ কুর্য্যাৎ, তস্মাদ যজ্ঞে স্বরবন্তঃ দিদৃক্ষন্ত এব, অথো যস্ম স্বঃ ভবতি ; ভবতি হ্যস্ম স্বম্, য এবমেতৎ সান্নঃ স্বঃ বেদ ॥ ৩৪ ॥ ২৫ ॥

সরলার্থঃ :—যঃ (জনঃ) তস্ম (প্রকৃততস্ম) এতস্ম (প্রত্যক্ষবৎ প্রতিপন্নতস্ম) সান্নঃ (সাম-শব্দবাচ্যস্ত প্রাণতস্ম) স্বঃ (ধনঃ রহস্যঃ) বেদ (বিজ্ঞানাত্তি) ; অস্ম (বিভূষঃ) হ (অবধারণে) স্বঃ (ধনঃ) ভবতি । তস্ম (সামন্যঃ প্রাণতস্ম) বৈ স্বরঃ (উদাত্তাদিরূপঃ) এব স্বঃ (ধনঃ) [ভবতি] ; তস্মাৎ (হেতোঃ) আর্হিজ্যঃ (ঋত্বিককর্ত্ত্ব—উল্লাতঃ) করিণ্যন্ উল্লাত। বাচি (বাক্যবিষয়ে) স্বরম্ ইচ্ছত (ইচ্ছৎ, সান্নঃ ধনবন্তঃ সম্পাদয়িতুন্ উল্লাত। আশ্রয়ঃ স্বরসৌন্দর্য্য সাধয়েদিত্তি ভাবঃ) । তস্মা স্বরসম্পন্নয়া (স্বস্বরযুক্তয়া) বাচা আর্হিজ্যঃ (উল্লাতঃ) কুর্য্যাৎ [উল্লাত।] ; [যস্মাৎ যজ্ঞে স্বরতস্ম ঐদৃশী উপযোগিতা], তস্মাৎ এব যজ্ঞে স্বরবন্তঃ দিদৃক্ষন্তে (দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি) [জনাঃ] । অথো (অপি) যস্ম (জনতস্ম) স্বঃ (ধনঃ) ভবতি, [তস্মপি যস্মা দিদৃক্ষন্তে, তদ্বদিত্যর্থঃ] । [ইদানীং বিজ্ঞান-

কলমুপসংহ্রীয়তে—] অস্ত (বিজ্ঞাতুঃ) হ স্বং (ধনমপি) ভবতি ; যঃ সায়ঃ এতৎ স্বম্ এবং (যথোক্তেন প্রকারেণ) বেদ (বেত্তি), [তন্ত্বেতৎ ফলমিতি ভাবঃ] ॥ ৩৪ ॥ ২৫ ॥

মূলানুবাদ :—যিনি পূর্বোক্ত এই প্রাণবাচক সামের স্ব অর্থাৎ ধনস্বরূপ রহস্য জানেন, নিশ্চয়ই তাঁহারও ধনলাভ হইয়া থাকে । স্বরই হইতেছে সেই সামের স্ব—ধন ; যিনি আর্হিজ্য—ঋত্বিক্-কার্য্য—উদগান করিবেন, তিনি অবশ্যই বাক্যে সুস্বর সম্পাদনে যত্নপর হইবেন—সুস্বরসম্পন্ন সেই বাক্য দ্বারা আর্হিজ্য কর্ম করিবেন ; এই জন্যই সুধীগণ যজ্ঞে সুস্বরসম্পন্ন উদগাতাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, —জগতে যাহার ধন আছে, [তাহাকে যেরূপ দেখিতে ইচ্ছা করে,] তদ্রূপ । যে লোক সামের যথোক্তপ্রকার এই স্বরবিজ্ঞান জানেন, তাঁহারও ঐ প্রকার ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ ২৫ ॥

শাকরভাষ্যম্ :—তস্ত হৈতস্ত । তন্ত্বেতি প্রকৃতং প্রাণমভিসম্ব্যতি । ত এতন্ত্বেতি মুখাঃ ব্যপদিশ্যত্বাভিনয়েন । সায়ঃ সামশব্দবাচ্যস্ত প্রাণস্ত, যঃ স্বং ধনং বেদ ; তস্ত হ কিং জ্ঞাৎ ? ভবতি হ্যস্ত স্বম্ । ফলেন প্রলোভ্য অভিযুক্ত্য গুহ্যমবে আহ—তস্ত বৈ সামঃ স্বর এব স্বম্ । স্বর ইতি কণ্ঠগতং মাধুর্য্যম্ ; তদেবাস্ত স্বং বিভূষণম্, তেন হি ভূষিতমৃদ্ধিমং লক্ষ্যতে উদগানম্ । যস্মাদেবম্, তস্মাদার্হিজ্যং ঋত্বিক্-কর্ম উদগানং করিষ্যন্ বাচি বিষয়ে, বাচি বাগাপ্রিতং স্বরমিচ্ছেত ইচ্ছেৎ ; সামো ধনবস্তাং স্বরেণ চিকীৰ্ষুর্দগাতা । ইদম্ প্রাসঙ্গিকং বিধীয়তে ; সামঃ সৌম্বর্ধ্যেণ স্বরবৎপ্রত্যয়ে কৰ্ত্তব্যো, ইচ্ছামাত্রেন সৌম্বর্ধ্যং ন ভবতীতি দস্তধাবন-তৈলপানাди সামর্থ্যাৎ কৰ্ত্তব্যমিত্যর্থঃ । তয়ৈব সংস্কৃতয়া বাচা স্বরসম্পন্নয়া আর্হিজ্যং কুর্যাৎ । তস্মাৎ—যস্মাৎ সামঃ স্বভূতঃ স্বরঃ, তেন যেন তেন ভূষিতং সাম ; অতো যজ্ঞে স্বরবস্তম্ উদগাতারং দিদ্গন্ত এব দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি এব—ধনিনমিব লৌকিকাঃ । প্রসিদ্ধং হি লোকে, অথো অপি যস্ত স্বং ধনং ভবতি, তং ধনিনং দিদ্গন্তে ইতি । সিদ্ধস্ত গুণবিজ্ঞানফলসম্বন্ধস্তোপসংহারঃ ক্রিয়তে,—ভবতি হ্যস্ত স্বম্, য এবমেতৎ সামঃ স্বং বেদেতি ॥ ৩৪ ॥ ২৫ ॥

টকা । উল্লীধদেবতা প্রাণ এবেতি নির্দ্ধাৰ্য্য স্বরবৎপ্রতিষ্ঠাণুবিধানার্থম্ উত্তরকণ্ঠিকাভ্য-মবতায়তি—তন্ত্বেতাদিনা । কিমিত্যাদৌ ফলমভিলপ্যতে, তত্রাহ—ফলেনেতি । সৌম্বর্ধ্যং সামো ভূষণমিত্যাহুভবমহুকলরতি—তেন হীতি । কথং তর্হি কণ্ঠগতং মাধুর্য্যং সম্পাদয়ীত্বে-

মিত্যাশঙ্ক্যাহ—বস্মাদিতি । প্রাণোহহঃ মমৈব সীতিতাব্যাপন্নস্ত সৌখ্যং ধনমিতি প্রকৃতে
প্রাণবিজ্ঞানে গুণবিধিবিবক্ষিতশ্চেৎ, কিমিত্যাদ্যাত্মরত্নং কর্তব্যমুপদিষ্টতে ? ইত্যশঙ্ক্য দৃষ্ট-
কলতরা, ইত্যাহ—ইদং স্থিতি । অথেষ্টারঃ কর্তব্যেদেন বিহিতায়াং তাবদ্ব্যয়ে সিদ্ধেপি কথং
সৌখ্যং সিধ্যৎ, নহি স্বর্গকামনামাত্রেণ স্বর্গঃ সিধ্যতি, অত আহ—সায় ইতি । তস্ত
স্ববরদেন তচ্ছকিতস্ত প্রাণস্তোপাসকাস্বকস্ত স্ববরপ্রত্যয়ে কার্যে সতি বিহিতেচ্ছামাত্রেণ সায়ঃ
সৌখ্যং ন ভবতি, ইত্যাত্মং সামর্থ্যাৎ দত্তধাবনাদি কর্তব্যমিত্যোক্তং অত্র বিধিৎসিতমিতি
যোজন্য । সৌখ্যন্ত সামর্থ্যগে গমকমাহ—তস্মাদিতি । দৃষ্টান্তমনস্তরবাক্যাবষ্টেভেন স্পষ্টমিতি—
প্রসিদ্ধং স্থিতি । ভবতি হান্ত স্বমিতি প্রাগেবোক্তহাং অনর্থিকা পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—
সিদ্ধন্তেতি ॥ ৩৪ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ : “তত্ত্ব হৈতত্ত্ব” ইত্যাদি । প্রস্তাবিত প্রাণের সহিত
‘তত্ত্ব’ পদের সম্বন্ধ ; ‘এতত্ত্ব’ শব্দে মূখ্য প্রাণকে প্রত্যক্ষবৎ নির্দেশ করা হই-
রাছে । ‘সায়ঃ’ অর্থ—সাম-শব্দ-বাচ্য প্রাণের । যে ব্যক্তি [পূর্বোক্ত এই সাম-
শব্দবাচ্য প্রাণের] স্ব অর্থাৎ ধন জানেন ; তাহার কি হয় ? [উত্তর—] নিশ্চয়ই
তাহার স্ব (ধন) হয় । এইরূপ ফল কখন দ্বারা লোককে প্রলোভিত ও অভি-
মুখীভূত করিয়া (শুক্রযু করিয়া) তাহার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—স্বরই হইতেছে
পূর্বোক্ত সামের স্ব (ধন) । এখানে ‘স্বর’ অর্থ কণ্ঠগত মাধুর্য্য, (বাহার দরুন
লোককে ‘সুকণ্ঠ’ বলা হয়) ; তাহাই [শব্দময়] সামের ভূষণ ; সেই সুস্বরে ভূষিত
হইলেই উদগানকে ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিতে হয় । যেহেতু স্বরই সামের
সম্পদ ; সেই হেতু আত্মজ্য—ঋত্বিকের কার্য্য—উদগান করিবার পূর্বে উদগাতা যদি
স্বরসম্পদের দ্বারা সামকে ধনী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, বাক্যবিষয়ে
অর্থাৎ বাক্যগত সুস্বর সম্পাদনে বহ্ন করিবেন । এই যে, সুস্বরের বিধান, ইহা
প্রাসঙ্গিকমাত্র ; কেন না, উত্তম স্বর দ্বারা যদি সামকে স্বরসম্পন্ন করিতে হয়,
তাহা কেবল ইচ্ছামাত্রে হয় না ; পরন্তু তাহার জন্ত দত্তধাবন ও তৈলপানাদি
কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয় । [উদগাতা] এইরূপ সুসংস্কৃত স্বরসম্পন্ন বাক্য
দ্বারা আত্মজ্য (উদগান) করিবেন । সেই হেতু,—যেহেতু স্বরই হইতেছে সামের
স্ব—ধনস্বরূপ, এবং তাহা দ্বারাই সাম শোভিত হয় ; সেই হেতুই যজ্ঞে ধনীর
জ্ঞান স্বরসম্পন্ন (সুকণ্ঠ) উদগাতাকেই সাধারণ লোকে দেখিতে ইচ্ছা করে ।
জগতে ইহা প্রসিদ্ধই আছে, বাহার ধন থাকে, সেই ধনী ব্যক্তিকে সকলে দেখিতে
ইচ্ছা করে । প্রথমেই যে গুণবিজ্ঞানের ফল নিরূপিত হইয়াছে, এখানে সেই
ফলপ্রাপ্তিরই উপসংহার করা হইতেছে মাত্র—‘ভবতি হ অস্ত স্ব’—
তাহারও ধনলাভ হয়, যিনি সামের উক্তপ্রকার ‘স্ব’ (স্বরসম্পদ) জানেন ॥ ৩৪ ॥ ২৫ ॥

তস্ম হৈতস্ম সান্নো যঃ স্ববর্ণং বেদ, ভবতি হাস্ম স্ববর্ণম্,
তস্ম বৈ স্বর এব স্ব-বর্ণম্, ভবতি হাস্ম স্ব-বর্ণম্, য এবমেতৎ
সান্নঃ স্ব-বর্ণং বেদ ॥ ৩৫ ॥ ২৬ ॥

সরলার্থঃ :—অথাহপি সান্নো গুণো বিধীয়তে—তন্তেত্যাदिना ।
যঃ (জনঃ) তস্ম (পূৰ্ব্বোক্তস্য) এতস্ম (প্রাণাভিধেয়স্য) সান্নঃ হ স্ববর্ণং
(বর্ণসৌষ্ঠবং) বেদ, অস্ম (বিদ্বঃ) হ (অপি) স্ববর্ণং (বর্ণোৎকর্ষঃ) ভবতি ।
তস্ম (সান্নঃ) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) স্বর এব স্ববর্ণম্ । [গুণবিজ্ঞানফলমুপসংহ্রীয়তে—]
যঃ সান্নঃ এতৎ স্ববর্ণম্ এবং (যথোক্তপ্রকারেণ) বেদ, অস্ম (বিদ্বঃ) হ স্ববর্ণং
ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ ২৬ ॥

মূলানুবাদ :—এখানে সামের আরও একটা গুণের বিধান
করা হইতেছে—যে লোক সেই এই সামের স্ববর্ণ (বর্ণগত উৎকর্ষ—
স্বরবিশেষ) জানেন, তাঁহারও বর্ণোৎকর্ষ লাভ হয় ; স্বরই তাহার স্ব-বর্ণ ।
পুনশ্চ বিজ্ঞানফল বলিতেছেন—যে লোক সামের এই যথোক্তপ্রকার স্ববর্ণ
অবগত হন, তাঁহারও বর্ণোৎকর্ষ লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ ২৬ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :—অথাহপি গুণঃ স্ববর্ণব্রহ্মলক্ষণো বিধীয়তে । অসাবপি
সৌম্যগ্যমেব । এতাবান্ বিশেষঃ—পূর্ষঃ কঠগতমার্ধ্যম্ ; ইদম্ লাক্ষণিকং
স্ববর্ণশব্দবাচ্যম্ । তস্ম হৈতস্ম সান্নো যঃ স্ববর্ণং বেদ, ভবতি হাস্ম স্ববর্ণম্ ; স্ববর্ণ-
শব্দ-সামান্ত্রাৎ স্বরস্ববর্ণয়োঃ । লৌকিকমেব স্ববর্ণং গুণবিজ্ঞানফলং ভবতীত্যর্থঃ ।
তস্ম বৈ স্বর এব স্ববর্ণম্ ; ভবতি হাস্ম স্ববর্ণম্, য এবমেতৎ সান্নঃ স্ববর্ণং বেদেতি
পূর্ষবৎ সর্কম্ ॥ ৩৫ ॥ ২৬ ॥

টীকা । সান্নো গুণান্তরমবতারয়তি—অথেতি । তহি পুনরুক্তিঃ স্তাৎ, তত্রাহ—এত-
বানিতি । লাক্ষণিকং—কঠোহং বর্ণো দন্ত্যোহয়মিতিলক্ষণজানপূর্ষকং হৃষ্ট বর্ণোচ্চারণঃ
নমৈব সামশ্লিষ্টপ্রাপ্ততন্ত ধনমিতি যাবৎ । লাক্ষণিকসৌম্যগুণবৎ-প্রাণবিজ্ঞানবতো যথোক্ত-
ফললাভে হেতুর্মাহ—স্ববর্ণশব্দেতি । বাক্যার্থমাহ—লৌকিকমেবেতি । কলেন প্রলোভ্য
অভিমুখীকৃত্য, কিং তৎ স্ববর্ণমিতি গুণ্যবে ক্রতে—তন্তেতি । গুণবিজ্ঞানফলমুপসংহ্রীয়তি—
ভবতীতি । সান্নস্তল্লবচাস্ত প্রাপ্ত স্বরপত্নতন্তেতি যাবৎ ॥ ৩৫ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—অতঃপর সামের স্ববর্ণশালিত্ব আর একটা গুণ বিহিত
হইতেছে । এই স্ববর্ণও স্বরগত উৎকর্ষ ভিন্ন আর কিছুই নহে ; এইমাত্র বিশেষ
যে, পূর্বোক্ত গুণটা কঠগত মার্ধ্য্য, আর এই গুণটা হইতেছে লাক্ষণিক—ইহা

দস্ত্য' 'ইহা কৰ্ণা' ইত্যাদি লক্ষণানুযায়ী উত্তম শব্দোচ্চারণ মাত্র ; ইহাই এখানে 'স্ববর্ণ' শব্দের অর্থ । যে ব্যক্তি সেই এই সামের স্ববর্ণ জানেন, তাঁহারও স্ববর্ণ (বর্ণোচ্চারণে পড়িতা অথবা কাঞ্চনপ্রাপ্তি) হইয়া থাকে । কারণ, স্ববর্ণ শব্দটী যেমন স্ববোধক, তেমনি কাঞ্চনেনও বাচক , অতএব লোকপ্রসিদ্ধ স্ববর্ণলাভই যথোক্ত গুণবিজ্ঞানেব কল । স্ববই তাহাব (সামের) স্ববর্ণ । যিনি সামের যথোক্ত স্ববর্ণতত্ত্ব জানেন, তাঁহারও স্ববর্ণলাভ হইয়া থাকে । ইহাব অপরাংশেব ব্যাখ্যা পূর্ববৎ ॥ ৩১ ॥ ২৬ ॥

তস্ম হৈতস্ম সাম্নো যঃ প্রতিষ্ঠাং বেদ, প্রতি হ তিষ্ঠতি ;
তস্ম বৈ বাগেব প্রতিষ্ঠা বাচি হি খল্বেষ এতৎ প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতো
গীয়েতেহম ইতু্য হৈক আলঃ ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥

সরলার্থঃ :—যঃ (জনঃ । তস্ম পক্ষোক্তস্য) এতস্য সাম্নঃ প্রাণস্য । প্রতিষ্ঠাং (আশ্রয়স্থানং) বেদ, [সঃ বিদ্বান্ । হ্ কিল । প্রতিষ্ঠিত্বতি প্রতিষ্ঠা লভতে) । [কার্সো প্রতিষ্ঠা ? ইত্যাহ — , বাক এব তস্য । সাম্যভিধেয়স্য প্রতিষ্ঠা (প্রতিষ্ঠিত্বি অস্যাম্ ইতি প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়ঃ) । [কৃতঃ ?] চিৎ , যস্মাৎ , এষঃ প্রাণঃ বাচি খলু (নিশ্চয়ে প্রতিষ্ঠিতঃ ' সন্) এতৎ (গান গীয়েতে , একে হ্ (অত্রে পুনঃ) অগ্নে [প্রতিষ্ঠিতো গীয়েতে । ইতি উ (বিতর্কে) আহঃ (কথয়ন্তি) ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥

মূলানুবাদঃ :—যে ব্যক্তি এই সাম-নামক প্রাণের প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়স্থান) জানেন, তিনি নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠান হন । বাক্ই হইতেছে ইহার প্রতিষ্ঠা : কারণ, এই সামাখ্য প্রাণ বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই গীতির আকারে গীত হইয়া থাকে । অপর কেহ কেহ বলেন—অগ্নে [প্রতিষ্ঠিত হইয়া গীত হইয়া থাকে] ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥

শাক্তরভাস্তম্ :—তথা প্রতিষ্ঠাগুণ, বিম্বিসম্বাহ—তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ প্রতিষ্ঠাং বেদ ; প্রতিষ্ঠিতস্যামিতি প্রতিষ্ঠা—বাক্ ; তাং প্রতিষ্ঠাং সাম্নো গুণং যো বেদ, স প্রতিষ্ঠিত্বি হ । “তং যথা যথোপাসতে” ইতি শ্রুতে: তদুপগম্য যুক্তম্ ।

পূর্ববৎ কলেন প্রতিলোভিতার 'কা প্রতিষ্ঠা' ইতি শুদ্ধরবে আহ—তস্য বৈ সাম্নো বাগেব । বাগিতি জিহ্বামূলাদীনাং স্থানানামাখ্যা ; সৈব প্রতিষ্ঠা ।

তদাহ—বাচি হি জিহ্বাম্বলাদিবু হি বস্মাৎ প্রতিষ্ঠিতঃ সন্ এব প্রাণ এতদ্
গানং গীয়তে—গীতিভাবমাপত্ততে, তস্মাৎ সান্নঃ প্রতিষ্ঠা বাক্ । অগ্নে প্রতিষ্ঠিতো
গীয়ত ইত্যা ই একে অগ্নে আহঃ ; ইহ প্রতিষ্ঠিতীতি বক্তৃম্ । অনিন্দিতবাদ্
একীয়পক্ষস্য বিকল্পেন প্রতিষ্ঠাশুণবিজ্ঞান কুর্য্যাত্ বাগ্ বা প্রতিষ্ঠা, অগ্নং
বেতি ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥

টীকা । উপাশ্রুত প্রতিষ্ঠাশুণবেহপি কপনুপাসকস্ত এতৎপ্রত্যয়ঃ, ইত্যাহ—তং যথেন্তি ।
আদিপদাৎ উরঃ-শিরঃ-কণ্ঠ-দন্তোষ্ঠ-নাসিকা-তালুনি গৃহীত্বা ক্রিমিঃ স্তো হানানি বাক্-
ইচ্ছাচ্চে, তত্রাহ—বাচি গীতি । পক্ষান্তরমাহ—অগ্ন ইতি । অগ্নয়দেন এংপরিণামো দেহো
গৃহীতে । একীয়পক্ষে যুক্তিমাহ—ইতিহি । কথং তসি প্রতিষ্ঠাশুণস্ত প্রাণস্ত বিজ্ঞানং
কহ্যামত আহ—অনিন্দিতবাদিতি ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—সেইরূপ সামাখ্য প্রাণের প্রতিষ্ঠানামক অপর একটী
শুণ বিধানের দ্বারা বলিতেছেন—যে লোক সেই এর সামের প্রতিষ্ঠা জানেন
ইত্যাদি । প্রাণ বাচ্য উপরে প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ কবে, তাহার নাম—
প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠা অর্থ—বাক্ ; অর্থাৎ যে লোক সামের সেই প্রতিষ্ঠা শুণ জানেন,
তিনি নিজেও প্রতিষ্ঠা লাভ কবেন । 'তাহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে,
[উপাসক সেই সেই ভাবেই প্রাপ্ত হয়'], এইরূপ অর্থাৎ প্রতি অনুসারে উপা-
সকের ঐক্য শুণলাভ যুক্তিসঙ্গতই বটে ।

পূর্বের দ্বারা এখানেও শুণশব্দে প্রলোভিত উৎসুক এবং 'প্রতিষ্ঠা'
তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন বাগ্ এই উক্ত সামের
প্রতিষ্ঠা ; বাক্ শব্দটী বর্ণোচ্চারণ-স্থান জিহ্বাম্বলাদিব নাম, তাহাই প্রতিষ্ঠা-
স্বরূপ । যেহেতু উক্ত প্রাণ জিহ্বাম্বল প্রভৃতি শব্দোচ্চারণ-স্থানে আশ্রিত
থাকিয়াই লানরূপে গীত হয়, অর্থাৎ গীতিভাব প্রাপ্ত হয়, সেই হেতুই
। বুঝিতে হইবে যে, বাকই সামের প্রতিষ্ঠা-স্থান । অপব কেহ কেহ
বলেন যে, অগ্নে অগ্নয় দেহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই গীতিভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ;
এই কারণে অগ্নে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত । [বাগ্ হউক,] এই অপর
পক্ষও যখন অনিন্দনীয়, অর্থাৎ কোনপ্রকার প্রমাণবিকল্প নয়, তখন বিকল্প-
রূপে প্রতিষ্ঠাশুণের উপাসনা করিবে,—হয় অগ্নকেই প্রতিষ্ঠাশুণরূপে চিন্তা
করিবে, না হয় বাক্কেই প্রতিষ্ঠা-শুণবিশিষ্টরূপে চিন্তা করিবে ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥

অথাতঃ পবমানানামেবাত্যারোহঃ, স বৈ খলু প্রস্তোতা সাম
প্রস্তোতি, স যত্র প্রস্তয়াৎ তদেতানি জপেৎ ।

“অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়;
মৃত্যোর্ম্মাহমৃতং গময়েতি ।

‘স বদাহাসতো মা সদগময়েতি, মৃত্যুর্বে। অসৎ, সদমৃতং
মৃত্যোর্ম্মাহমৃতং গময়ামৃতং মা কুর্বিত্যেবৈতদাহ ; তমসো মা
জ্যোতির্গময়েতি, মৃত্যুর্বে তমো জ্যোতিরমৃতং মৃত্যোর্ম্মাহমৃতং
গময়ামৃতং মা কুর্বিত্যেবৈতদাহ ; মৃত্যোর্ম্মাহমৃতং গময়েতি,
নাত্র তিরোহিতমিবাস্তি । অথ যানীতরাণি স্তোত্রাণি, তেষা-
ম্নানেহ্মাদৃমাগায়েৎ, তস্মাদু তেষু বরং বৃণীত যং কামং কাময়েত
তং স এষ এবম্বিহুদগাতাত্মানে বা যজমানায় বা যং কামং কাময়েত
তমাগায়তি, তন্মৈতল্লোকজিদেব ন হৈবালোক্যতয়া আশাস্তি,
য এবমেতৎ সাম বেদ ॥ ৩৭ ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

সব্রলার্থঃ ।—সাম্প্রত প্রাণবিজ্ঞানবতো জপকর্ম্ম বিধীনতে -‘অথাৎ’
ইত্যাদিভিঃ । অথ (অনন্তরং), অতঃ (অন্তঃ—বস্মাৎ বিভবা প্রযোজ্যমান
জপকর্ম্ম দেবভাবপ্রাপ্তিকলম্, তস্মাৎ হেতোঃ । পবমানানাম্ পবমান-
সংজ্ঞকানা ব্রহ্মাণা বজ্রবাম্, অভ্যারোহঃ জপকর্ম্ম ; অতি—অতিমগোন
আরোহতি দেবভাবম্ অনেন জপকর্ম্মণা, ইতি অভ্যারোহঃ ; জপকর্ম্মণঃ সংজ্ঞেবা
[বিধীয়তে] । সঃ (প্রসিদ্ধঃ) প্রস্তোতা (প্রস্তাবাধ্য-স্তোত্রপাঠকঃ) বৈ থলু
(নিশ্চয়ে) সাম প্রস্তোতি (প্রস্তাব-পঠতি) ; সঃ বত্র (যন্মিন্ কালে)
প্রস্তবাসং (স্বকর্তব্যং সমাচরেৎ), তৎ (তদা) এতানি (বক্ষ্যমাণানি জীণি
বজ্রং) জপেৎ—(১) অসতঃ মা (মাং, সং (ব্রহ্ম) গময় ; (২) তমসঃ
(অজ্ঞানাং) মা (মাং) জ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম) গময় ; (৩) মৃত্যোঃ
[সকাশাং] মা (মাং, অমৃতং (মুক্তি) গময় ইতি । [ব্রহ্মাণামর্থম্ অতি-
জর্জরোদতরা শ্রুতিঃ স্বরমেব ব্যক্তীকরোতি —) সঃ (ব্রহ্মঃ) বৎ আহ—অসতঃ মা
সং গময়—ইতি ; (তত্ত্বায়মর্থঃ—) ।

মৃত্যুঃ (মরণহেতুভূতে স্বাভাবিকে জ্ঞান-কর্ম্মণী), বৈ (এন) অসৎ, (অসংকলক-
ত্বাৎ) ; তথা অমৃতং (মরণনিবারকে শাস্ত্রীয়ে জ্ঞান-কর্ম্মণী চ) সং, (সদ্ধাবহেতু-
ত্বাৎ) ; (তত্ত্বচ) মা (মাং) । মৃত্যোঃ (স্বাভাবিকজ্ঞান-কর্ম্মলক্ষণাং) অমৃতং

(শাস্ত্রীয়-জ্ঞানকর্ণণী) গময় (প্রাপয়),—মা (মাং) অমৃতং কুরু ইত্যেব এতৎ (ব্রাহ্মণং) আহ (কথিতবৎ) । তমসঃ মা জ্যোতিঃ গময়—ইতি, [অন্ত্যায়মর্থঃ—] যুত্যাঃ বৈ (এব) তমঃ (অজ্ঞানং, অজ্ঞানং হি মরণহেতুত্বাৎ যুত্বাক্র্যতে,) জ্যোতিঃ (জ্ঞানং) অমৃতং, (অমরণহেতুত্বাৎ জ্যোতিষোহমৃতম্) ; [ততশ্চ] যুত্যাঃ (অজ্ঞানলক্ষণাং) মা (মাং) অমৃতং (প্রকাশলক্ষণং জ্ঞানং) গময় (প্রাপয়),—মাম্ অমৃতং কুরু ইত্যেব এতৎ (ব্রাহ্মণং) আহ । যুত্যাঃ (উক্তলক্ষণাং) মা (মাং) অমৃতং (অমরণভাবং) গময় (প্রাপয়)—ইত্যত্র তিরোহিতমিব (অস্পষ্টার্থম্—ব্যাখ্যায়োগাৎ) [কিঞ্চিদপি] নাস্তি, [অতো নৈতৎ ব্যাখ্যায়তে] ।

অথ (যজমানোদগানানন্তরম্) বানি ইতরাণি (অবশিষ্টানি) স্তোত্রাণি [স্তি], তেষু অগ্নাঙ্গং (স্তোত্রং) আশ্বনে (আশ্বনে উপকারার্থম্) আগাদেৎ (প্রাপবিদ্ উল্গাতা প্রাপবদেব উদগানং কুর্য্যাৎ) । [বস্মাৎ হেতোঃ,] সঃ এবঃ এবংবিদ্ উদগাতা আশ্বনে বা (আশ্বার্থং বা) যজমানায় বা যং কামং কাময়তে (যং ফলং সাধয়িতুং ইচ্ছতি), তং কামম্ আগায়তি (সম্যক্ গায়তি), তস্মাৎ (হেতোঃ) তেষু (যজমানসম্বন্ধিষু স্তোত্রেষু) [প্রযজ্যमानেষু] উ [যজমানঃ] যং কামং (ফলং) কাময়তে (অভিলষতি) তং বরং বর্ণীত (প্রার্থয়েৎ) । যঃ (যঃ কশ্চিৎ) এতৎ নাম (প্রাণং) এবং (যথোক্তেন প্রকারেণ) বেদ (বিজ্ঞানাতি), [তস্মৈতৎ কলমুচ্যতে—] তং (যথোক্তং) এতৎ (প্রাণাশ্বদর্শনং) হ লোকজিৎ (প্রাণাশ্বলোকসাধনং) এব (নিশ্চয়ে), নৈব হ অলোক্যতায়ঃ (লোকপ্রাপ্ত্যভাবস্ত) আশা (আশঙ্কা) অস্তি ; (সর্বথাপি লোকপ্রাপ্তিসাধনমেষেবতং প্রাণাশ্ববিজ্ঞানমিতার্থঃ) ॥ ৩৭ ॥ ২৮ ॥

মুক্তান্তবাদঃ ১—সম্প্রতি “অথাতঃ” ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাণ-বিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির জপক্রিয়া বিহিত হইতেছে—

অতঃপর পবমানসংস্কৃত তিনটি মন্ত্রের অভ্যাসের (দেবত্বপ্রাপক জপকর্ম) কথিত হইতেছে । সেই প্রস্তোতা (প্রস্তাবনামক অংশ-বিশেষের পাঠক) সাম প্রস্তুত করিয়া থাকেন অর্থাৎ প্রস্তাবনামক সামাংশ পাঠ করিয়া থাকেন । তিনি যখন প্রস্তাব পাঠ করিবেন, তখন এই [তিনটি মন্ত্র] জপ করিবেন,—‘অসতঃ মা সৎ গময়’, ‘তমসঃ মা জ্যোতিঃ গময়’, ‘যুত্যাঃ মা অমৃতং গময়’ ইতি । [শ্রুতি নিক্ষেপেই এই মন্ত্রার্থ বলিয়া ‘দিত্তেছেন—] ‘অসতো মা সৎ গময়’ এই মন্ত্রটি যাক্কা

বলিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন—‘অসৎ অর্থ—মৃত্যু ; আর ‘সৎ’ অর্থ—অমৃত ; [স্তুতরাং, ইহার অর্থ হইতেছে যে,] আমাকে মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও, অর্থাৎ আমাকে অমৃত (অমর) কর । ‘তমসো মা জ্যোতিঃ গময়, এই মন্ত্রেও এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন—‘তমঃ’ অর্থ—অজ্ঞানাত্মক মৃত্যু, আর ‘জ্যোতিঃ’ অর্থ—প্রকাশাত্মক জ্ঞান ; [স্তুতরাং অর্থ হইতেছে যে,] আমাকে অজ্ঞানাত্মক মৃত্যু হইতে জ্যোতিঃস্বরূপ অমৃতে লইয়া যাও, অর্থাৎ আমাকে অমৃত কর । আর, ‘মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়’ এই মন্ত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার কোন অংশই তিরোহিত—অস্পর্শ নাই ; [স্তুতরাং, ইহার অর্থ প্রকাশ করা শ্রুতির আবশ্যক হয় নাই ; ইহার অর্থ হইতেছে—মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও ।]

অতঃপর আর যে (ছয়টি) স্তোত্র অবশিষ্ট রহিল, তন্মধ্যে অন্নাত্ত (অন্নভোগ বাহার ফল, সেই) স্তোত্র [প্রাণের স্থায় প্রস্তুতাত্ত] আপনার জন্ম গান করিবেন । যেহেতু, এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন উন্নাত্ত আপনার জন্ম কিংবা যজ্ঞমানের জন্ম যে ফল কামনা করেন, তাহাই গান করেন, অর্থাৎ গানের দ্বারা সেই সেই ফল সম্পাদন করেন, সেই হেতুই অবশিষ্ট স্তোত্রপাঠের সময় যজ্ঞমান যে কোনও ফল কামনা করেন, তদ্বিষয়েই বর প্রার্থনা করিবেন । যে ব্যক্তি এই সামসংস্কৃত প্রাণকে যথোক্ত প্রকারে অবগত হন, তিনি নিশ্চয়ই এই প্রাণাত্ম-লোক (প্রাণাত্মভাব) জয় করেন, কখনই তাহার অলোক্যতার অর্থাৎ প্রাণাত্মভাবপ্রাপ্তির অভাবাশঙ্কা থাকে না । [তিনি নিজেই যখন প্রাণ-স্বরূপ হইয়া যান, তখন তাহার ত আর অপ্রাপ্তির সম্ভাবনা হইতেই পারে না] ॥ ৩৭ ॥ ২৮ ॥

[ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ॥ ১ ॥ ৩ ॥]

শাক্তরভ্যাস্যম্ :—এবং প্রাণবিজ্ঞানবতো জপকর্ম বিধিঃস্তুতে ।
বহিঃজ্ঞানবতো জপকর্মধ্যধিকারঃ, তদ্বিজ্ঞানমুক্তম্ । অধানন্তরম্, যদ্ব্যক্টেবং
বিহ্বা প্রযুক্ত্যমানং দেবভাবায় অভ্যাসোহকলং জপকর্ম, অতঃ তন্মাত্ত তদ্বি-

ধীরতে ইহ । তত্র চ উল্লীখনস্বক্যং সৰ্বত্র প্রাপ্তৌ পবমানানামিতি বচনাৎ, পবমানেষু ত্রিষপি কৰ্ত্তব্যতারাং প্রাপ্তারাং পুনঃ কালসঙ্কোচং কৰোতি—স বৈ খলু প্রস্তোতা সাম প্রস্তোতি । স প্রস্তোতা, যত্র যস্মিন্ কালে সাম প্রস্তোতাং প্রারভেত, তস্মিন্ কালে এতানি জপেৎ । অস্ত চ জপকৰ্ম্মণ আখ্যা 'অভ্যারোহঃ' ইতি । আভিমুখেন আরোহতি অনেন জপকৰ্ম্মণা একং বিং দেবভাবমাশ্বানম্—ইত্যভ্যারোহঃ । এতানীতি বহুবচনাৎ ত্রীণি যজ্ঞং বি । দ্বিতীয়ানির্দেশাদ্ ব্রাহ্মণোৎপন্নত্বাচ্চ যথাপঠিত এব স্বরঃ প্রযোক্তব্যঃ, ন যাস্তঃ । যাজ্ঞমানং জপকৰ্ম্ম । ১

এতানি তানি যজ্ঞং সি—“অসতো মা সদগময়,” “তমসো মা জ্যোতির্গময়,” “মৃত্যোর্ম্মাহমৃতং গময়” ইতি । মজ্জাগামর্থস্তিরোহিতো ভবত্যিতি স্বরমেব ব্যাচষ্টে ব্রাহ্মণং মজ্জার্থম্—স মজ্জো বদাহ যজ্ঞকুবান্ ; কোহসাবর্থঃ ? ইত্যাচ্যতে—“অসতো মা সদগময়” ইতি । মৃত্যুর্কৈ অসৎ—স্বাভাবিককৰ্ম্ম-বিজ্ঞানে মৃত্যুরিত্যাচ্যতে ; অসদ্ অত্যন্তাধোভাবহেতুত্বাৎ ; সৎ অমৃতম্—সৎ শাস্ত্রীয়কৰ্ম্মবিজ্ঞানে, অমরণ-হেতুত্বাদমৃতম্ । তস্মাৎ অসতঃ অসৎকৰ্ম্মণোহজ্ঞানাচ্চ মা মাং সৎ শাস্ত্রীয়কৰ্ম্ম-বিজ্ঞানে গময় দেবভাবসাধনাত্ম্যত্বাবম্ আপাদয়েত্যর্থঃ । তত্র বাক্যার্থমাহ—অমৃতং মা কুরু, ইত্যেবৈতদাহেতি । ২

তথা, “তমসো মা জ্যোতির্গময়” ইতি । মৃত্যুর্কৈ তমঃ, সৰ্বং হি অজ্ঞানম্ আবরণাত্মকত্বাৎ তমঃ, তদেব চ মরণহেতুত্বাৎ মৃত্যুঃ । জ্যোতিঃ অমৃতং পূৰ্ব্বোক্তবিপরীতং দৈবং স্বরূপম্ । প্রকাশাত্মকত্বাজ্ঞানং জ্যোতিঃ, তদেবামৃতম্ অবিনাশাত্মকত্বাৎ ; তস্মাৎ তমসো মা জ্যোতির্গময়েতি । পূৰ্ব্ববৎ মৃত্যোর্ম্মাহমৃতং গময়েত্যাদি ; অমৃতং মা কুৰ্ব্বিত্যেবৈতদাহ—দৈবং প্রাপ্যপত্যং কলভাব-মাপাদয়েত্যর্থঃ । ৩

পূৰ্ব্বো মন্ত্ৰোহসাধনত্বাবাৎ সাধনভাবমাপাদয়েতি ; দ্বিতীরস্ত সাধনভাবাদপি অজ্ঞানরূপাৎ সাধ্যভাবমাপাদয়েতি । মৃত্যোর্ম্মাহমৃতং গময়েতি পূৰ্ব্বম্বোদয়েব মন্ত্ৰয়োঃ সমুচ্চিতোহর্থঃ তৃতীয়েন মন্ত্ৰেণোচ্যতে, ইতি প্রসিদ্ধার্থত্বেব । নাত্র তৃতীয়ে মন্ত্ৰে তিরোহিতম্ অন্তর্হিতমিয অর্থরূপং পূৰ্ব্বম্বোরিব মন্ত্ৰয়োৱস্তি, যথাক্রমত এবার্থঃ । ৪

যাজ্ঞমানমুক্ৰান্তং কৃৎস্ন পবমানেষু ত্রিষু, অথ অনন্তরং বানীতরাণি শিষ্টানি স্তোত্রাণি, তেষাম্বুনে অন্নাত্মমাগারো—প্রাণবিহুদগাতা প্রাণভূতঃ প্রাণরূপেব । বদ্যং স এষ উল্লাসাত্তা এবং প্রাণং যথোক্তং বেত্তি, অতঃ প্রাণবদেব তং কাম্যং

সাধয়িতুং সমর্থঃ ; তস্মাদবজমানস্তেষ্ণু স্তোত্রেষু প্রযজ্যমানেষু বরং বৃণীত ; যৎ কামং কাময়েত, তৎ কামং বরং বৃণীত প্রার্থয়েত । যস্মাৎ স এষ এবংবিহুদগাতেতি তস্মাচ্ছক্যং প্রাগেব সম্বধ্যতে । আত্মনে বা যজমানার বা যৎ কামং কাময়েত ইচ্ছত্বাদ্গতা, তমাগায়তি আগানেন সাধয়তি । ৫

এবং তাবজ্জ্ঞান-কৰ্মভ্যাং প্রাণাশ্ব্যপত্তিরিত্যুক্তম্ ; তত্র নাস্ত্যাশঙ্কাসম্ভবঃ ; অতঃ কৰ্মাপায়ে প্রাণাপত্তিৰ্ভবতি বা ন বা ইত্যাশঙ্ক্যতে ; তদাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থমাহ— তদ্বৈতলোকজিদেবেতি । তৎ হ তদেতং প্রাণদর্শনং কৰ্মবিযুক্তং কেবলমপি লোকজিদেবেতি লোকসাধনমেব । ন হ এব অলোকাতায়ৈ অলোকাইচ্ছায় আশা আশঃসনং প্রার্থনং নৈবাস্তি হ । ন হি প্রাণাশ্ব্যনি উৎপন্নাত্মাভিমানস্ত তৎ প্রাপ্ত্যাশঃসনং সম্ভবতি । ন হি গ্রামস্থঃ কদা গ্রামং প্রাপ্নুয়ামিত্যরণ্যস্থ ইবাশাস্তে । অসন্নিহিতবিষয়ে হি অনাত্মাত্মাশঃসনম্, ন তৎ স্বাত্মনি সম্ভবতি ; তস্মাৎ ন আশা অস্তি—কদাচিৎ প্রাণাশ্ব্যভাবং ন প্রতিপত্ত্বয়ম্ ইতি । ৬

কশ্চেতৎ ? য এবমেতং সাম প্রাণং যথোক্তং নির্দ্ধারিত-মহিমানং বেদ— ‘অহমস্মি প্রাণ ইজ্জিষ্যবিস্বাসকৈরানুরৈঃ পাপুভিঃ অধ্বর্ষগীয়ো বিসুদ্ধঃ ; বাগাদি-পঞ্চকং চ মদাপ্রস্রবাদ্ অগ্ন্যাদাত্মস্বরূপঃ স্বাভাবিকবিজ্ঞানোথৈজ্জিষ্যবিস্বাসঙ্গ-জনিতানুরূপপদোষবিস্কৃতম্ ; সৰ্বভূতেষু চ মদাপ্রস্রাভ্যোপবোধগবন্ধনম্ ; আত্মা চাহং সৰ্বভূতানাম্ আঙ্গিরসদ্ব্যং ; ঋগ্বেদঃসামোদগীথভূতায়ান্চ বাচ আত্মা, তব্যাশ্বেত্ত্বগ্নিৰ্বর্তকত্বাচ্চ ; মম সান্নো গীতভাবমাপত্তমানস্ত বাহুং ধনং ভূবণং সৌন্দর্যম্ ; ততোহপ্যাস্তরতরং সৌবৰ্ণ্যং লাক্ষণিকং সৌন্দর্যম্ ; গীতিভাবমাপত্ত-মানস্ত মম কণ্ঠাদিস্থানানি প্রতিষ্ঠা ; এবংগুণোহহং পুতিকাশিশীরেষু কাংশ্চৈবান পরিসমাপ্তঃ, অমূৰ্ত্তত্বাৎ সৰ্বগতত্বাচ্চ ইতি—আ এবমভিমানাভিবাক্তেঃ বেদ উপাস্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমাদ্যায়ে তৃতীয়ব্রাহ্মণ-ভাষ্যম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

টীকা । অথাৎ পবমানানাম্ ইত্যাদিবাক্যবতারণতি—এবমিতি । তদ্রূপকং বাচ্যে—বহির্জ্ঞানবত ইতি । অতঃশকার্থমাহ—বস্মাচ্চেতি । ইহেতি প্রাণবিহুতিঃ । কদা তর্হি জপকৰ্ম কৰ্ত্তব্যং, তদ্রাহ—তত্ত্বতি । উদগীথেনাত্মায়াম, ত্বং ন উদগায়তি চ প্রকরণ-দ্বদগীথেন সৰ্বজ্ঞাৎ জপস্ত সৰ্বজ্ঞোদগানকালে প্রাপ্তৌ পবমানানামেবেতি বচনাৎ কালনির-সিদ্ধিরিত্যর্থঃ । স বৈ যথিত্যাদিবাক্যাতংপর্যমাহ—পবমানেষিতি । নহু কৰ্ত্তব্যত্বেনাত্মারোহঃ প্রয়তে, জপকৰ্ম বিবিধসিতমিতি চোচ্যতে, কিং কেন গদ্যতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—আতিমুখ্যেনেতি । বহুর্জ্ঞানকরণাম্ অনিরতপাদাকরণং “অসতো না সঙ্গময়” ইত্যারণ্য একো যৌ বা যদৌ ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—এতানীতি । যজ্ঞমী বাজুনা যজ্ঞাঃ, তর্হি সাত্বজ্ঞ কয়েন বৈতাবিকপ্রযোক্তেন ভাব-

মিত্যাপন্য আহ—যিত্যেতি । যত্র বরো বিবক্ষিতত্বত্ব তৃতীয়ানির্দেশো দৃষ্টতে উকৈ ঋচা
ক্রিয়তে, উকৈ: সান্না, উপাং বজ্রবা ইতি । একুতে তু দ্বিতীয়ানির্দেশাঙ্গপকর্ষণাতঃ
প্রতীয়তে, যদ্বজ্র বরো ন প্রতিষ্ঠাতীত্যর্থঃ । কেন তহি বরেন প্রমোগো মন্থাশামিতি চেৎ,
তত্রাহ—ব্রাহ্মণেতি । তবতু শান্তপথেন বরেন মন্থাণাং প্রমোগন্তথাপি কিমার্হিজ্যঃ, কিং বা
যাজমানং জপকর্ণেতি বীকারামাহ—যাজমানমিতি । ১ ।

ব্যাচিখ্যাসিতবজ্রবাং ব্রহ্মণঃ দর্শয়তি—এতানীতি । মন্থার্থশব্দেন পদার্থো বাক্যার্থস্তৎফলং
চেতি ত্রয়মুচ্যতে । ২

লৌকিকং তনো ব্যাবর্তয়তি—সর্বং হীতি । পূর্বোক্তপদেন ব্যাখ্যাতং তনো গৃহীতে ।
বৈপরীতো হেতুমাহ—প্রকাশকহাদিতি । জ্ঞানং তেন সাধামিতি যাবৎ । পদার্থোক্তি-
সমাপ্তাবিতিশব্দঃ । উত্তরবাক্যাতাং বাক্যার্থস্তৎফলং চেতি দ্বয়ং ক্রমেনোচ্যতে, ইত্যাহ—
পূর্বমিতি । ফলবাক্যমাদায় পূর্বস্মাৎ বিশেষঃ দর্শয়তি—অনুতমিতি । ৩

প্রথমদ্বিতীয়মন্ত্রয়োঃ রথভেদাপ্রতীতে: পুনরুক্তিমাপন্য অবাস্তরভেদমাহ—পূর্বো মন্ত্র ইতি ।
তথাপি তৃতীয়ে মন্ত্রে পুনরুক্তিস্তদবস্থা, ইত্যাপন্যাহ—পূর্বয়োঃ ইতি । ৪

বৃত্তমন্মন্তোত্তরবাক্যমবত্যাং ব্যাচষ্টে—যাজমানমিতি । যথা প্রাণপ্রিণু পবমানেনু সাধারণ-
মাগানং কৃদ্ধা শিষ্টেণু স্তোত্রেণু স্বার্থমাগানমকরোৎ, তথেনাহ—প্রাণবিদিতি । তদ্বিনোহপি
তদ্ব্যাপানে যোগ্যতামাহ—প্রাণভূত ইতি । হেতুবাক্যমাদৌ যোজয়তি—যস্মাদিতি । প্রতিজ্ঞা-
বাক্যং ব্যাচষ্টে—তস্মাদিতি । কিমিতি ব্যাভাসেন বাক্যধরব্যাগানমিত্যাশঙ্ক্যার্থোচ্চেতি জ্ঞানেন
পাঠক্রমমনাদৃত্য পরিহরতি—যস্মাদিত্যাदिনা । স এষ এবংবিদুল্লগাতা আস্মানে যজমানাং বা
যঃ কামং কাময়তে, তমাগানেন সাধয়তি । যস্মাদিতি হেতুগ্রহণতস্মাদিতি প্রতিজ্ঞাপ্রমাণং
প্রাপেব সম্বধ্যত ইতি যোজনা । ৫

বৃত্তং কীর্তয়তি—এবং তাবদ্বিতি । তত্র কৰ্ণসমুচ্চিতে জ্ঞানে দেবতাপ্তৌ শব্দাসম্ভবো
নাস্তি, মিথঃ সহকৃতয়োঃ জ্ঞানকৰ্ণণোঃ তদাপ্তিহেতুত্বাদিতাহ—তত্রৈতি । সমনন্তরং বাক্য-
মবতারয়তি—অত ইতি । সমুচ্চর্য ফলাপ্তেদৃষ্টবাদিতি যাবৎ । ন হেত্যাदिনা পদানি
জিহ্মন্ বাক্যমাদায় বাকরোতি—অলোকীর্হিত্যেতি । তদেব স্মৃটয়তি—ন হীতি । তত্র
দৃষ্টান্তমাহ—ন হীতি । দৃষ্টমানমাশংসনং তর্হি কস্মিন্ বিষয়ে স্মাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অসম্বিকুটেতি ।
প্রাণান্না বাবহিতস্ত বিহুবন্তান্নভাবং কদাচিদহং ন প্রতিপদ্যেয় ইত্যশংসনং নাস্তীতি
নিগময়তি—তস্মাদিতি । ৬

কৰ্ণসমুচ্চিতাঙ্গুপাসনাং কেবলাচ্চ প্রাণান্নং ফলমুক্তং, তত্র সমুচ্চিতাহুদগাতৃভজমানস্ত বা
ফলং কেবলাচ্চোপাসনাং তরোরন্ততরস্তান্তস্ত বা কত্ৰচিদিতি জিজ্ঞাসমানঃ শব্দে—কত্বেতি ।
জ্ঞানকৰ্ণণোরন্তরজ সমভাবাহুতরোরপি বচনাৎ ফলসিদ্ধিঃ । আশ্রমাস্তরবিষয়ং তু কেবলজ্ঞানস্ত
লোকজরহেতুহমিত্যভিপ্রোক্তমাহ—য এবমিতি । এবংশব্দস্ত প্রতাপরামর্ষবাৎ পূর্বোক্তঃ সর্ব-
বেদব্রহ্মণঃ সংকিপতি—অহমস্মীত্যাদিনা । তস্ত বাগাদিত্যো বিশেষঃ দর্শয়তি—ইতিরেতি ।
কিমিদানীং প্রাপ্তৈবোপান্ততরা বাগাদিপককমুপেক্ষিতমিতি, নেতাহ—বাগাদীতি । তস্ত

প্রাণীশ্রব্ধেহপি কৃতো দেবতাবস্তু, আসন্নপাপাবিক্রবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বাভাবিকৈতি । অন্ন-
কৃতোপকারঃ প্রাণস্বারা বাগাদৌ স্মারয়তি—সর্বেতি । রূপাঙ্কণে জগতি প্রাণস্ত স্বরূপমহু-
সঙ্কঃ—আত্মা চেতি । নামাঙ্কণে জগতি প্রাণস্ত আত্মত্বমুক্তং স্মারয়তি—জগতি । সতি
সাময়ে গীতিভাবাবহারাঃ প্রাণস্তোক্তং বাহ্যমাত্মরং চ সৌমধ্যং সৌবর্ণ্যমিতি গুণধরমহুবদতি—
মমৈতি । তন্ত্বেব বৈকরিকীঃ প্রতিষ্ঠামুক্তামহুস্মারয়তি—গীতীতি । যথেষ্টতাদিনোক্তং
পরামৃশতি—এবংগুণোহমিতি । ইতোবমভিমানাভিব্যক্তিপঞ্চাঙ্গং যো ধারয়তি, তন্ত্বেদং
কলমিত্যুপসংহরতি—ইতীতি ॥ ৩৮ ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্ত তৃতীয়ঃ ব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—শ্রুতি এখন যথোক্ত প্রকার প্রাণ-বিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির
জন্ম জপকর্ম বিধানের ইচ্ছা করিতেছেন । বদ্বিষয়ক বিজ্ঞানশালী ব্যক্তির জপ-
ক্রিয়ার অধিকার, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে । বেহেতু বিদ্বৎপুরুষানুষ্ঠিত এই
জপক্রিয়ার ফল হইতেছে—দেবভাবে অভ্যারোহ অর্থাৎ দেবভাবপ্রাপ্তি ; সেই
হেতু অতঃপর, এখানে তাহাই বিহিত হইতেছে । উল্লীখপ্রকরণে বিহিত
উল্লীখের সর্বত্রই জপের সম্ভাবনা ছিল ; এইজন্ম বিশেষ করিয়া ‘পবমানানাম্’ বলা
হইয়াছে । তাহার পর, ‘পবমান’ শব্দে (‘পবমানানাম্’) বহুবচন থাকার তিনটি
‘পবমান’ শব্দেরই জপক্রিয়ার প্রসক্তি ছিল ; এই জন্ম “স বৈ থলু প্রস্তোতা
সাম প্রস্তোতি” বলিয়া পুনশ্চ তাহার কাল-সঙ্কোচ করিতেছেন,—সেই প্রস্তোতা
(প্রস্তাবনামক সামাংশ পাঠকর্ত্তা—ঋত্বিগ্বেশেষ) ঠিক সেই সময়ই এই তিনটি
মন্ত্র জপ করিবেন । এই জপক্রিয়ার বিশেষ নাম—‘অভ্যারোহ’ ; [ইহার
যোগিকার্থ এইরূপ—] প্রাণবিৎ এই জপক্রিয়া দ্বারা দেবভাবে আরোহণ করেন
বলিয়া ইহার নাম ‘অভ্যারোহ’ । ‘এতানি’ এই বহুবচন থাকার বজুর তিনটি মন্ত্রই
বুঝিতে হইবে । ‘এতানি’ পদে দ্বিতীয়া বিভক্তি থাকায় এবং ব্রাহ্মণভাগের
মধ্যে পঠিত হওয়ার যথাস্থত স্বরানুসারেই ইহার প্রয়োগ করিতে হইবে, কিন্তু
মন্ত্রভাগোক্ত স্বরানুসারে প্রয়োগ করিতে হইবে না (*) । এই জপক্রিয়াটি
যজ্ঞমানের কর্ত্তব্য (ঋত্বিকের নহে) । ১

(*) তাৎপৰ্য্য—বেদের সাধারণতঃ দুইটি ভাগ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ । আপত্ত্য বলিয়াছেন—
“মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্বৈদনামধেয়ম্”, অর্থাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগ, উভয়ের সম্মিলিত নাম ‘বেদ’ । মন্ত্র-
ভাগের পূর্বে তাৎপৰ্য্য প্রকাশ করে বলিয়া ‘ব্রাহ্মণ’ নাম প্রদত্ত হইয়াছে । মন্ত্রভাগে প্রধানতঃ
ক্রিয়াবিধি ও তদুপযোগী কথাবার্তা আছে, আর ব্রাহ্মণভাগে প্রধানতঃ জ্ঞান ও ইতিহাসাদি
বিবরণ সম্বিবেচিত আছে । আলোচ্য বৃহদারণ্যকোপনিষদটিও বজ্রকোঁদে কাশ্যধীর শতপথ-
ব্রাহ্মণের অন্তর্গত । ইহা ছাড়া মাধ্যমিনী শাণ্ডেয়ও অনুরূপ উপনিষদ্ আছে । উভয়ের মধ্যে

সেই যজ্ঞঃ তিনটি এই—“অসতঃ মা সৎ গময়, “তমসঃ মা জ্যোতিঃ গময়”, “মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়” ইতি । যজ্ঞগুলির অর্থ তিরোহিত (অম্পষ্ট) আছে ; এই জন্ত, এই যজ্ঞত্রয়ে যে অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ (এই ঋতি) নিজেই সেই সমুদয় অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন । সেই অর্থ কিপ্রকার, তাহা বলিতেছেন,—“অসতঃ মা সৎ গময়” ইতি, মৃত্যুই অসৎ ; এখানে ‘মৃত্যু’ শব্দে স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম অভিহিত হইয়াছে । অত্যন্ত অধঃপতনের কারণ বলিয়া উহাই অসৎ ; আর সৎ হইতেছে অমৃত ; শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞান ও কর্ম মৃত্যুভয় নিবারণের হেতু বলিয়া, তাহার সৎ-পদবাচ্য । অতএব [ইহার অর্থ হইতেছে যে,] অসৎ হইতে—অসৎ কর্ম ও জ্ঞান হইতে আমাকে সতে—শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম ও জ্ঞানের দিকে লইয়া যাও, অর্থাৎ দেবভাব লাভের উপায়ভূত আত্মভাব লাভ করাও । বাক্যের তাৎপর্যার্থ বলিতেছেন—আমাকে অমৃত কর ; এই অর্থই প্রথম যজ্ঞটী বলিয়াছেন । ২

সেইরূপ, ‘তমসঃ মা জ্যোতিঃ গময়’ এই যজ্ঞেরও অর্থ বলিতেছেন—“তমঃ” হর্থ—মৃত্যু ; কেন না, অজ্ঞানমাত্রই বোধশক্তির আবরক, আবরক বলিয়াই তমঃ-শব্দবাচ্য ; তাহাই আবার মৃত্যুর হেতুভূত বলিয়া মৃত্যুশব্দরূপ ; আর ‘জ্যোতিঃ’ অর্থ—অমৃত, অর্থাৎ তমের বিপরীত দৈব রূপ । জ্ঞান স্বভাবতই প্রকাশাত্মক, এই কারণে জ্যোতিঃ-শব্দবাচ্য ; তাহাই আবার অবিনাশাত্মক বলিয়া অমৃত ; সেই তমঃ হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও । ‘মৃত্যোঃ মা

বিষয়গত অনেক সাম্য থাকিলেও পাঠগত কিঞ্চিৎ বৈষম্য আছে । যজ্ঞকেদে ছন্দোঃ অনুযায়ী পাদবিভাগ কিংবা অক্ষর-সংখ্যা নির্দিষ্ট নাই ; সুতরাং সন্দেহ হইতে পারে যে, এখানে যজ্ঞ করণটি—যজ্ঞের সংখ্যা কত ? সেই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ ভাষ্যকার বলিয়াছেন—“ত্রিণি যজ্ঞঃষি” যজ্ঞমন্ত্র এখানে তিনটি ; কমও নহে, বেশীও নহে । পুনশ্চ আশঙ্কা হইল যে, এই তিনটিই যখন যজ্ঞ, তখন বৈভাবিক গ্রন্থে যজ্ঞশব্দে যে সমস্ত স্বরপ্রকৃতি কথিত আছে, যেমন—“উচ্চৈঃ ঋচা ক্রিয়তে, উচ্চৈঃ সান্না, উপাংশু যজুবা” অর্থাৎ ঋ ও সামযজ্ঞ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবে, আর উপাংশু স্বরে যজুর্মন্ত্র পাঠ করিবে । উপাংশু অর্থ—মৃদু স্বর, বাহ্য কেবল পাঠকের মাত্র কর্ণগোচর হয়, ইত্যাদি । এখানে সে সমস্ত স্বর গ্রহণ করিতে হইবে কি না, এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্ত ভাষ্যকার বলিলেন—এখানে যজ্ঞোক্ত স্বর গ্রহণ করিতে হইবে না, যথাক্রম ব্রহ্ম দীর্ঘ অনুসারে পাঠ করিতে হইবে মাত্র । বিশেষতঃ “উচ্চৈঃ ঋচা” ইত্যাদি ঋতি অনুসারে জানা যায়, যে, যেখানে স্বরভেদ ঋতির অভিপ্রেত থাকে, যেখানে তৃতীয়া বিভক্তির নির্দেশ থাকে, কিন্তু এখানে তৃতীয়া বিভক্তি থাকার স্থান যায় যে, এখানে স্বরভেদ ঋতির অভিপ্রেত নহে ।

অমৃতং গময়' ইত্যাদির অর্থও পূর্ববৎ, অর্থাৎ আমাকে অমৃত কর,—দ্বিতীয় প্রাজ্ঞাপত্য (প্রজ্ঞাপতিত্বরূপ) ফল আমাকে লাভ করাও, ইহাই ঐ মন্ত্রে বলা হইয়াছে । ৩

ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত মন্ত্রটির অর্থ হইতেছে এই যে, সাধন-হীন অবস্থা হইতে আমাকে সাধনাবস্থা প্রাপ্ত করাও, আর দ্বিতীয় মন্ত্রটির অর্থ হইতেছে এই যে, অজ্ঞানাত্মক সাধনাবস্থা হইতেও আমাকে ফলীভূত সাধনাবস্থা লাভ করাও । প্রথমোক্ত মন্ত্রবয়ের বাহা অর্থ, 'মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়' এই তৃতীয় মন্ত্রে আবার তাহাই সমুচিত বা সম্মিলিতভাবে অভিহিত হইয়াছে ; সুতরাং ইহার অর্থ প্রসিদ্ধই (স্পষ্টই) আছে । পূর্বোক্ত মন্ত্রবয়ের দ্বারা এই তৃতীয় মন্ত্রে ত্রি-পাদ্যার্থ কিছুমাত্র তিরোহিত অর্থাৎ লুক্কারিত নাই, যথাক্রম অর্থ ই ইহার অর্থ ; [কাজেই ত্রি-পাদ্য ইহার ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই] । ৪

অতঃপর, প্রাণবিৎ [অতএব] প্রাণাত্ম্যভাবাপন্ন উদ্গাতা ঠিক প্রাণের দ্বারা পবমানদ্বয়ে যজমানসম্বন্ধী উদ্গান সম্পাদন করিবার পর অবশিষ্ট যে সমস্ত স্তোত্র আছে, তাহাতে আপনার জন্ত অন্নোদগান করিবেন । যেহেতু সেই এই উদ্গাতা যথোক্ত প্রকারে প্রাণতত্ত্ব জানেন, সেই হেতু প্রাণের দ্বারাই অতীষ্ট কাম (ফল) সাধন করিতে সমর্থ হন ; অতএব যে সময় সেই সমস্ত স্তোত্রপাঠ আরম্ভ হয়, সেই সময় যজমান বর প্রার্থনা করিবে ।—সে যে ফল কামনা করে, সেই ফল বিবয়েই বর প্রার্থনা করিবে । 'তন্মাত্র' শব্দ থাকায় তাহার অগ্রে 'যন্মাত্র এবঃ বিদ্ উদ্গাতা' এইরূপ পদ যোজনা করিতে হইবে । যেহেতু এবঃ বিদ্ উদ্গাতা নিজের জন্তই হউক, আর যজমানের জন্তই হউক, যে ফল কামনা করেন—ইচ্ছা করেন, তাহাই আগান করেন—যথাবিধি গান দ্বারা সম্পাদন করেন, ['সেই হেতু' যজমান বর প্রার্থনা করিবে] । ৫

এইরূপে ত জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা প্রাণাত্ম্যভাবপ্রাপ্তির কথা বলা হইল ; এ বিবরে কোন প্রকার আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই ; অতএব এখন আশঙ্কার বিষয় হইতেছে যে, অনুষ্ঠের কর্মের অপারে অর্থাৎ অভাব হইলেও প্রাণাত্ম্যভাব প্রাপ্তি হয় কি না ? সেই আশঙ্কা অপনয়নার্থ বলিতেছেন—“তদ্ হ এতন্মোকজিদেব” ইতি । সেই এই প্রাণাত্ম্যদর্শন বা প্রাণবিজ্ঞান যজ্ঞাদি-কর্মবিযুক্ত হইলেও নিশ্চয়ই লোকজিৎ—অবশ্যই অতীষ্ট লোকপ্রাপ্তির সাধক হয় ; নিশ্চয়ই অলোক্য-তার জন্ত—অতীষ্টলোকপ্রাপ্তির অযোগ্যতার পক্ষে কখনও ত আশা—প্রার্থনা নাই । গ্রামস্থ লোক কখনই অরণ্যস্থ লোকের দ্বারা প্রার্থনা করিতে পারে

না যে, আমি কবে গ্রাম প্রাপ্ত হইব ; কেন না, অসন্নিহিত বা অপ্রাপ্ত অনাস্থবস্ত্র বিষয়েই আশংসা (প্রাপ্তির ইচ্ছা) হইয়া থাকে, কিন্তু নিত্য প্রাপ্ত স্বীয় আত্মাতে ত আর সেরূপ আশংসা হইতে পারে না । অতএব 'আমি কখনও প্রাণাস্থ্যভাব না পাইতে পারি' এরূপ সম্ভাবনা তাহার হইতেই পারে না । ৬

উক্ত ফলপ্রাপ্তি কাহার হয় ? না, যে ব্যক্তি যথোক্ত মহিমাবিশিষ্ট এই সাম নামক প্রাণকে জানে,—আমি হইতেছি ইন্দ্রিয়বিষয়ে আসক্তিরূপ আত্মরূপ দ্বারা অধর্ষণীয়—বিশুদ্ধ ; এবং বাক্ প্রভৃতি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ও আমার আশ্রয়ে থাকিয়াই অগ্ন্যাগ্ন্যাস্থ্যভাবাপন্ন এবং স্বাভাবিক বা অপরিশুদ্ধ-জ্ঞানজাত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে আসক্তিজনিত আত্মরূপ পাপবিশুদ্ধ হয়, অধিকন্তু সর্বভূতে মদাশ্রিত অগ্ন্যাগ্নের ভোগ্য বস্তুর উপভোগেও সমর্থ হয় । আদ্বৈতসত্ত্ব-নিবন্ধন আমিই সর্বভূতের আত্মাস্বরূপ,—ঋক্, যজুঃ, সাম ও উল্লীখাষ্মক বাক্যেরও আমিই আত্মা ; কারণ, ঐ সমস্তই আমার অধীন এবং আমার দ্বারা নির্দাহিত হয় ; গীতিভাবপ্রাপ্ত সামস্বরূপ আমার বাহ্য ধন—অলঙ্কার হইতেছে স্বরসৌষ্টব, তদপেক্ষাও আন্তরতর অর্থাৎ সন্নিহিত ভূষণ হইতেছে সৌবর্ণ্য—বর্ণ-সৌষ্টব, তাহাও স্বরসৌন্দর্য্যই বটে ; গীতিভাবপ্রাপ্ত আমার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়স্থান হইতেছে—কণ্ঠ-তানু প্রভৃতি স্থান ; ত্রৈলোক্যগুণসম্পন্ন আমি অমর্ত—নির্দিষ্ট আকৃতিবিহীন, এবং সর্বব্যাপী বলিয়া, পুত্রিকাশরীরেও সম্পূর্ণরূপে অবস্থিত আছি । যতকাল আপনাতে প্রাণাস্থ্যভাব অভিব্যক্ত না হয়, ততকাল যে জানে—উপাসনা করে ; [তাহার এইরূপ ফল লাভ হয়] ॥ ৩৭ ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমোধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ ব্রাহ্মণম্ :

আত্মবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ ; সোহনুদীক্ষ্য নাগদাত্ত-
নোহপশ্যৎ ; সোহহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ, ততোহহংনামাভবৎ,
তস্মাদপ্যোতর্হ্যামস্মিতোহহময়মিত্যেবাগ্র উক্তাথাগ্নমাম প্রকৃতে—
যদন্ত ভবতি, স যৎ পূর্বোহস্মাৎ সর্বস্মাৎ সর্বান্ পাপান্ ঔষৎ,
তস্মাৎ পুরুষঃ, ওষতি হ বৈ স তঃ যোহস্মাৎ পূর্বো বৃভূষতি, য
এবং বেদ ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ—অগ্রে (শরীরান্তর্বোৎপত্তে: প্রাক্) ইদং (অনুভূয়মানং
শরীরজাতং) পুরুষবিধঃ (পুরুষাকার-হস্তপদাদিসম্পন্নঃ বিরাট্ স্বরূপঃ) আত্মা
(প্রজাপতিঃ—প্রথমশব্দী) এব (ইতর্যাবচ্ছেদে) আসীৎ, (নাগৎ শরীর-
স্তরমিত্যর্থঃ)। সঃ (প্রথমজঃ প্রজাপতিঃ) অনুদীক্ষ্য (মনসি আলোচ্য, আত্মনঃ
স্বরূপং বিচিন্ত্য) (আত্মনঃ) (স্বস্মাৎ) অতঃ (পৃথগ্ভূত-বস্তুস্তরং) ন অপশ্যৎ
(ন দৃষ্টবান্, আত্মানমেব কেবল দৃষ্টবান্)। সঃ (প্রজাপতিঃ) অগ্রে (প্রথম)
অহম্ অস্মি (সর্বাস্মা অস্মস্মি) ইতি বাহবৎ (উক্তবান্) ; ততঃ (অহ-
শব্দোচ্চারণাদেব) ‘অহ’নামা (অহম্ ইতি নাম যন্ত, সঃ তথাভূতঃ) অভবৎ ;
তস্মাৎ (হেতোঃ) এতচ্চি অপি (ইদানীমপি) আমস্মিতঃ (কথম্ ? ইতি পৃষ্টঃ সন্)
অগ্রে ‘অহম্ অয়ম্’ ইতি এব উক্তা (কথয়িত্বা), অপ (অনন্তরঃ) অতঃ নাম
কৃতে (কথয়তি)—যৎ (নাম) অন্ত (আমস্মিতন্ত) ভবতি (কৃতসঙ্কেতম্
অস্তি—যজ্ঞদত্ত-দেবদত্ত-প্রভৃতি)। যৎ (যস্মাৎ) সঃ (প্রজাপতিঃ পূর্বঃ
(প্রথমোৎপন্নঃ সন্) সর্বান্ পাপান্ ঔষৎ (প্রাক্তন-জ্ঞানকর্ম্মসংস্কারবলেন দগ্ধবান্),
তস্মাৎ পুরুষঃ (পূর্বম্ ঔষৎ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা ‘পুরুষ’পদবাচ্যঃ অভবৎ)। [ইদানীং
বিদ্যাকলমুচ্যতে—] য এবং (যথোক্তপ্রকারম্) বেদ (বিজ্ঞানাতি), সঃ [অপি],
যঃ (জনঃ) অস্মাৎ (বিভবঃ) পূর্বঃ (প্রথমঃ অগ্রগণ্যঃ) বৃভূষতি (ভবিতু-
মিচ্ছতি), তঃ (জনঃ) হ বৈ (নিশ্চয়ে) ওষতি (দহতি), [এতল্লজ্জনকারী
স্বয়মেব বিনশ্তীতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদঃ—এই শরীরসমূহ অগ্রে (যখন অস্ত্র কোনও
শরীর প্রাপ্তভূত হয় নাই, তখন) পুরুষাকৃতিবিশিষ্ট (হস্তপদাদিসম্পূর্ণ)

আত্মা—বিরাট্ প্রজাপতিই একমাত্র ছিলেন ; তিনি বিশেষ আলোচনা করিবার পর—তাহার অতিরিক্ত আর কিছু দেখিতে পাইলেন না । তিনিই অগ্রে ‘অহম্ অগ্নি’ অর্থাৎ আমি হইতেছি সকলের আত্মা, এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন ; সেই হেতুই তিনি ‘অহম্’ নামে পরিচিত হইয়াছেন । সেই কারণেই, এখনও ‘তুমি কে ?’ জিজ্ঞাসা করিলে, জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি প্রথমে ‘এই আমি’ বলে ; পরে, তাহার যাহা নাম, সেই নাম প্রকাশ করিয়া থাকে । যেহেতু তিনি এই সমস্তের পূর্ব সমস্ত পাপ দক্ষ করিয়াছিলেন, সেই হেতুই ‘পুরুষ’-পদবাচ্য হইয়াছেন । অপরও যে লোক এইপ্রকার জ্ঞান লাভ করেন, তিনিও, যে ব্যক্তি তদপেক্ষা বড় হইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে দক্ষ করেন, [ইহাই বিচার গৌণ ফল] ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ । আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ । জ্ঞান-কর্মভ্যাং সমুচ্চিভাভ্যাং প্রজাপতিঃপ্রাপ্তির্মাধ্যাতা, কেবলপ্রাণদর্শনেন চ —“তদ্বৈতলোকজিৎ” ইত্যাদিনা । প্রজাপতে: কলভূতস্ত সৃষ্টিস্থিতিসংহারেষু জগতঃ স্বাতন্ত্র্যাদিবিকৃ-
তাপবর্ণনেন জ্ঞান-কর্মণৌর্কৈদিকয়োঃ কলোংকর্ষো বর্ণয়িতব্যঃ—ইত্যেবমর্থমা-
রভ্যতে । তেন চ কর্মকাণ্ডবিহিত-জ্ঞানকর্মস্বতি: ক্রুতা ভবেৎ সামর্থ্যাৎ ।
বিবক্ষিতং হেতুং—সর্কমপ্যেতজ্ঞান-কর্মফলঃ সাংসার এব, ভয়াবত্যাদিযুক্ত-
প্রবণাং কার্যাকরণলক্ষণত্বাচ্চ স্থলব্যক্তানিত্যবিষয়ত্বাচ্ছেতি । ব্রহ্মবিজ্ঞায়াঃ কেবলান্না
বক্ষ্যমাণায়া মোক্ষহেতুত্বমিত্যন্তরার্থক্ষেতি । ন হি সাংসারবিষয়াং সাধ্য-সাধনাদি-
ভেদলক্ষণাং অবিরুদ্ধস্ত আত্মৈকত্বজ্ঞানবিষয়েহধিকারঃ, অতৃষিতস্তেব পানে ।
তস্মাজ্ঞান-কর্মকলোংকর্ষোপবর্ণনম্ উত্তরার্থম্ । তথাচ বক্ষ্যতি—“তদেতৎ
পদনীয়মস্ত” “তদেতৎ প্রেয়ঃ পূজাং” ইত্যাদি । ১

আত্মৈব,—আত্মৈতি প্রজাপতিঃ প্রথমোহঙ্কঃ শরীর্যভিধীয়তে । বৈদিকজ্ঞান-
কর্মফলভূতঃ স এব । কিম্ ? ইদং শরীরভেদজাতঃ—তেন প্রজাপতিশরীরেণ অবিক-
ক্তম্ আত্মবাসীং, অগ্রে প্রাক্শরীরান্তরোংপত্তে: । স চ পুরুষবিধঃ পুরুষপ্রকারঃ
শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণো বিরাট্ ; স এব প্রথমঃ সমুতঃ অনুবীক্ষ্য অদ্যালোচনং কৃৎস্না
—‘কোহহং কিংলক্ষণো বাগ্নি’ ইতি, নাত্তদ্ব্যস্তরম্—আত্মনঃ প্রাণপিণ্ডাত্মকাং
কার্যাকরণরূপাং, নাপশ্যৎ ন দদর্শ । কেবলম্ আত্মানমেব সর্বাঙ্গানমপশ্যৎ, তথা
পূর্বজন্ম-প্রৌতবিজ্ঞানসংস্কৃতঃ ‘সোহহং প্রজাপতিঃ সর্বাঙ্গাহমগ্নি, ইতি ক্রমে
বাহরং ব্যাহতবান্ । ততঃ তস্মাৎ, যতঃ পূর্বজ্ঞানসংস্কারাদাত্মানমেব ‘অহম্’

ইত্যভ্যাং অগ্রে, তন্মাং অহংনামা অভবৎ, তন্তোপনিষদ্—অহমিতি প্রতিপ্রদ-
শিতমেব নাম বক্ষ্যতি । তন্মাং,—যন্মাং কারণে প্রজাপতৌ এবং বৃত্তম্, তন্মাং
তৎকার্যভূতেষু প্রাণিষু এতর্হি এতন্নিম্নপি কালে আমন্ত্রিতঃ—‘কব্ধম্’ইত্যুক্তঃ
সন্ ‘অহময়ম্’ ইত্যেবাগ্রে উক্ত। কারণাশ্চাভিধানেন আশ্বানমভিধায়াগ্রে, পুন-
র্বিবেশেনাম-জিজ্ঞাসবে, অথ অনন্তরং বিশেষপিণ্ডাভিধানং ‘দেবদন্তঃ বজ্রদন্তঃ’
বেতি প্রকৃতে কথয়তি—যন্মামান্ত বিশেষপিণ্ডসা মাতাপিতৃকৃতং ভবতি, তৎ
কথয়তি ॥ ২

স চ প্রজাপতিরিতিক্রান্তজন্মানি সম্যককর্ম-জ্ঞানভাবনামুষ্ঠানৈঃ সাধকাবস্থায়াম্,
যং যন্মাং কর্মজ্ঞানভাবনামুষ্ঠানৈঃ প্রজাপতিত্বং প্রতিপিংস্বনাং পূর্বঃ প্রথমঃ সন্,
অন্মাং প্রজাপতিত্ব-প্রতিপিংস্বসমুদায়াং সর্বন্মাং, আদৌ ঔষৎ অদহৎ । কিম্ ?
আসক্তজ্ঞানলক্ষণান্ সর্বান্ পাপান্ প্রজাপতিত্বপ্রতিবন্ধকারণভূতান্ । ৩

যন্মাদেবম্, তন্মাং পুরুষঃ—পূর্বমোযদ্বিতি পুরুষঃ । যথায়ং প্রজাপতিরৌবিদ্যা
প্রতিবন্ধকান্ পাপান্ সর্বান্, স পুরুষঃ প্রজাপতিরভবৎ, এবমন্যোহপি জ্ঞানকর্ম-
ভাবনামুষ্ঠান-বহিনা, কেবলং জ্ঞানবলাদ্বা ওষতি তন্মীকরোতি হ বৈ সঃ
তম্ ; কম্ ? যোহস্মাদ্বিভবঃ পূর্বঃ প্রথমঃ প্রজাপতিঃ বৃভূষতি ভবিতুমিচ্ছতি,
তমিতার্থঃ । তৎ দর্শয়তি—য এবং বেদেতি ; সামর্থ্যাজ্জ্ঞানভাবনাপ্রকর্ষবান্ ।

নহু অনর্থায় প্রাজাপত্যপ্রতিপিংসা, এবংবিদা চেৎ দহতে ? নৈব দোষঃ ;
জ্ঞানভাবনোৎকর্ষভাবাং প্রথমং প্রজাপতিত্বপ্রতিপত্ত্যভাবমাত্রহাং দাহস্যা ।
উৎকৃষ্টসাধনঃ প্রথমং প্রজাপতিত্বং প্রাপ্নুবন্—নূনসাধনো ন প্রাপ্নোতীতি স তৎ
দহতীত্বাচ্যতে ; ন পুনঃ প্রত্যক্ষমুৎকৃষ্টসাধনেন ইতরো দহতে । যথা লোকে
অজিন্মতাং যঃ প্রথমমাজিনুপসর্পতি, তেনেতরে দগ্ধা ইব অপকৃতসামর্থ্যা ভবন্তি,
তদ্বৎ ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

টীকা । ত্রাক্ষণাস্তরমবতাং পূর্বোৎকর্ষঃ বক্তৃঃ বৃত্তঃ কীর্তয়তি—আত্মৈবেত্যাদিনা ।
কেবলপ্রাণদর্শনেন চ প্রজাপতিত্বপ্রাপ্তির্বাধ্যাত্যেতি সত্বকঃ । ইদানীম্ আত্মৈবত্যাদেশস্তদ্বাদেন
ইত্যতঃ প্রাক্তনগ্রন্থস্ত আপাতিতত্ত্বাৎপর্যমাহ—প্রজাপতেরিতি । আদিপদেন সর্বান্ভবাদি
গৃহ্যতে । কলোৎকর্ষোপবর্জনঃ কুদ্রোপযুক্ত্যতে, তন্মাহ—তেন চেতি । কর্মকাণ্ডপদেন পূর্ব-
গ্রন্থোহপি সংগৃহীতঃ । কলাতিশয়ো হেবতিশয়পেক্ষঃ, অস্তথা আকস্মিকত্বাপাতাৎ । অতো
জ্ঞানকর্মলভ্যত্বম্এবিভূতিরচ্যমানা জ্ঞানকর্মণোর্মহৎ দর্শয়তীত্যাহ—সামর্থ্যাদিতি ।
আপাতিকং তাৎপর্যমুক্ত। পরমতাৎপর্যমাহ—বিবক্ষিতং ইতি । কিং, বিমতং সংসারান্তর্ভূতং,
কার্যকরণাশ্রয়াং, অম্মাদিকার্যকরণবিদিতাহ—কার্যোতি । প্রাজাপত্যপদস্ত সংসারান্তর্ভূতত্বে
হেবন্তরমাহ—তুলেতি । তুলনং সাধয়তি—ব্যক্তেতি । অনিত্যতাং দৃষ্টত্বাচ্চ প্রজাপতিত্বং

সংসারান্তর্গতমিত্যাহ—অনিত্যোতি । ইতিশব্দো বিবক্ষিতার্থসমাপ্তার্থঃ । কিমিত্যেতদ্ বিবক্ষিত-
মুপবর্ণিতে, তত্রাহ—ব্রহ্মবিদ্যাহা ইতি । তন্মেনং বিবক্ষিতার্থবচনম্ একাকিত্তা বিদ্যাহা
বক্ষ্যমাণায়া মুক্তিহেতুত্বমিত্যুক্তার্থমিতি দৃষ্টবাম্ । যদা তি কর্মজ্ঞানফলং প্রজ্ঞাপতিত্বং
সংসার ইত্যুচ্যতে, তদা তৎপর্বান্তাৎ সর্বস্মাৎ তস্মাদ্বিরক্তস্ত বক্ষ্যমাণবিদ্যাহামধিকারঃ
সংশ্লীষ্যতীত্যর্থঃ । অথ যন্ত কন্তুচিদিতিতামাত্রাণে তদ্বাদিকারসম্ভবাহেরাগাং ন যুগ্যম্, ইত্য-
শব্দাহ—ন হীতি । উক্তয়ত্রাপি বিষয়শব্দঃ পূর্বেণ সমানাদিকরণঃ । বিবক্ষিতমর্থমুপসংহরতি—
তস্মাদিতি । বৈরাগ্যমন্তরেণ জ্ঞানানধিকারাজ্ঞানাদিফলস্ত প্রজ্ঞাপতিত্বস্তোৎকর্ষবতঃ সংসার-
বচনং ততো বিরক্তস্ত বক্ষ্যমাণবিদ্যাহামধিকারার্থম্ । বিরক্তস্ত বিদ্যাদিকারে মোক্ষাদিপি
বৈরাগ্যে স্তাদিত্যাশব্দাহ—তথা চেতি । নহু মোক্ষার্থং বিদ্যায়ঃ প্রবর্তিতবাং, মোক্ষন্ত
অপূর্ববার্ধব্যাং ন প্রেক্ষাবতা প্রার্থ্যতে, তত্রাহ—তদেতদিতি । ১

আপাতিকমনাপাতিকং চ তাৎপর্যমুক্তম্ । প্রতীকমায়াস্করণি বাকরোতি—আত্মৈবেতি ।
তত্রাখ্যেমধাদিকারে প্রকৃতত্বং সূচয়তি—অগুহ ইতি । পূর্বস্মিন্নপি ব্রাহ্মণে তন্ত প্রস্তুতত্ব-
মন্তীতাহ—বৈদিকেতি । স এব আসাদিতি সন্দ্বকঃ । স্থিতাবস্থায়ামপি প্রজ্ঞাপতিরেব
সমষ্টিদেহঃ তন্ত্বাষ্টাঙ্গানা তিষ্ঠতীতি বিশেষাসিদ্ধিঃ । ইত্যশব্দাহ—তেনেতি । আত্মশব্দেন
পরস্তাপি গ্রহসম্ভবে কিমিতি বিরোড়েবোপাদিহতে, ইত্যশব্দঃ বাকশেষাদিত্যাহ—স চেতি ।
বক্ষ্যমাণমথালোচনাদি বিরোডাস্তকর্জ্জকমেবেত্যাহ—স এবেতি । যুগপৎপ্রবিষ্যো যৌ বিমর্শৌ ।
নাস্তদ্বিতি বাক্যমাদায় অক্ষরণি বাচষ্টে—বহুস্বরমিতি । দর্শনশক্ত্যভাবাদেব বহুস্তরং প্রজ্ঞা-
পতিনং দৃষ্টবানিত্যাশব্দাহ—কেবলং স্থিতি । সোহহমিত্যাদি বাচষ্টে—তথেনিতি । যথা সর্বস্মা
প্রজ্ঞাপতিরহমিতি পূর্বস্মিন্ জন্মানি স্রোতেন বিজ্ঞানেন সংসৃতঃ বিরোডাস্তা, তথেনানীমপি
ফলাবস্থঃ সোহহং প্রজ্ঞাপতিরস্মাতি প্রথমং বাক্তবানিতি যোজন্য । বাহরণফলমাহ—তত
ইতি । কিমিতি প্রজ্ঞাপতেরহমিতি নামোচ্যতে, সাধারণঃ হৈদং সর্বকামঃ ; ইত্যশব্দো-
পাসনার্থমিত্যাহ—তন্ত্বেতি । আধ্যাত্মিকস্ত চাক্ষুশস্ত পুরুষস্তাহমিতি রহস্তং নামেতি যতো
বক্ষ্যতি, অতঃ স্রুতিসিদ্ধমেবৈতন্মামান্ত ধ্যানার্থমিহোক্তমিত্যর্থঃ । প্রজ্ঞাপতেরহংনামত্বে লোক-
প্রসিদ্ধিঃ প্রমাণয়িতুমুত্তরং বাক্যমিত্যাহ—তস্মাদিতি । ২

উপাসনার্থঃ প্রজ্ঞাপতেরহংনামোক্তা পুরুষনামনির্লব্ধং করোতি—স চেত্যাदिना ।
পূর্বস্মিন্ জন্মানি সাধকবহুয়াঃ কর্দ্দান্তুষ্ঠানৈরহমহমিকর্য প্রজ্ঞাপতিত্বপ্রাপ্তানাং মধ্যে পূর্কো
যঃ সম্যক্ কর্দ্দান্তুষ্ঠানৈঃ সর্বং প্রতিবন্ধকং যস্মাদদহং, তস্মাৎ স প্রজ্ঞাপতিঃ পুরুষ ইতি
যোজনা । উক্তমেব স্মৃতিয়তি—প্রথমঃ সন্নতি । সর্বস্মাদস্মাৎ প্রজ্ঞাপতিত্বপ্রতিপিত্বসমুদায়ং
প্রথমঃ সন্নৌষদ্বিতি সন্দ্বকঃ । আকাজ্ঞাপূর্বকং দ্বাহং দর্শয়তি—কিমিত্যাदिना । ৩

পূর্বং প্রজ্ঞাপতিত্বপ্রতিবন্ধকপ্রধঃসিহে সিদ্ধমর্থমাহ—যস্মাদিতি । পুরুষগুণোপাসকস্ত
ফলমাহ—বধেতি । অহং প্রজ্ঞাপতিরिति ভবিষ্যদ্বস্তা সাধকোক্তিঃ, পুরুষঃ প্রজ্ঞাপতিরिति
ফলাবস্থঃ স কথ্যতে । কোহসাবোবতীত্যপেক্ষারামাহ—তং দর্শয়তীতি । পুরুষগুণঃ প্রজ্ঞাপতি-
রহমস্মীতি যো বিদ্যাং, সোহজ্ঞানোবতীত্যর্থঃ । বিদ্যানামো কথমেবা বাবহা, ইত্যশব্দাহ—
সামর্থ্যাদিতি । হেতুসাম্যে দাহকত্বানুপপত্তে: তৎপ্রকর্ষবানিতরান্ দহতীত্যর্থঃ । প্রসিদ্ধং

দাহমাদার চোদরতি—নবতি । তথা চ তৎপ্রজ্ঞাবোগাৎ তদুপাস্ত্যগিস্কিরিত্যর্থঃ । বিবক্ষিতং দাহং দর্শয়ন্তু ব্রহ্মহ—নৈব দোষ ইতি । তদেব স্মৃতি—উৎকৃষ্টেতি । প্রাপ্তবন্ ভবতীতি শেষঃ । উপচারিকং দাহং দৃষ্টান্তেন সাধরতি—যথেনি । আজির্ধর্ম্যাকা, তাং সরস্তি ধাবন্তী-তাজিহন্তঃ, তেষামিতি ধাবৎ ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—“আত্মৈব ইদমগ্রে আসীৎ” ইত্যাদি । সমুচ্চিত অর্থাৎ সহস্রুচ্চিত জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা যে, প্রজ্ঞাপতিত্ব লাভ হয়, এ কথা ইতঃপূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে ; আর শুদ্ধ প্রাণ-দর্শনেও যে, ঐ পদ লাভ হয়, তাহাও “তন্মৈ-তল্লোকজিং এব” ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে । অতঃপর জ্ঞান ও কর্মের ফল-স্বরূপ প্রজ্ঞাপতির যে, জাগতিক সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকার্যে স্বাতন্ত্র্যাদি বিতৃতি বা মহিমা, তদুপবর্ণন দ্বারা জ্ঞান ও কর্মের উৎকর্ষ বর্ণনা করা আবশ্যক, সেই উদ্দেশ্যেই এই চতুর্থ অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে । ইহা দ্বারা কর্মকাণ্ডোক্ত জ্ঞানসংকৃত কর্মেরও স্তুতি সাধিত হইতেছে ; কিন্তু ইহার অভিপ্রেত প্রয়োজন হইতেছে এই যে, কর্মকাণ্ডে যত কিছু জ্ঞান-কর্ম বিহিত আছে, সংসারই সে সমুদয়ের মুখ্য ফল ; কারণ, ঐ সমস্ত ফলে ভয় ও উদ্বেগাদির উল্লেখ আছে, অধিকন্তু তৎসমস্তই কার্য-করণভাবাপন্ন (দেহেন্দ্রিয়াত্মক) এবং স্থূল, বায়ু ও অনিত্যতাদোষগ্রস্ত ; কেবল বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মবিদ্যাই মোক্ষলাভের একমাত্র হেতু ; সুতরাং পরবর্তী ব্রহ্মবিদ্যার ভক্ত্যও এই চতুর্থ ব্রাহ্মণ আরম্ভ করা আবশ্যক হইয়াছে (১) । তুচ্ছ না থাকিলে যেমন জলপানে প্রবৃত্তি হয় না, তেমনি নানারকম সাধা-সাধনভাবপূর্ণ (কার্য-কারণাত্মক) এই সংসারে যাহার বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য না হয়, তাহার কখনই আত্মজ্ঞানে অধিকার ও প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না । [পরবর্তী ব্রহ্মবিদ্যার মোক্ষরূপ ফল দর্শন

(১) তাৎপর্য—এই চতুর্থ ব্রাহ্মণ কেন আরম্ভ হইতেছে, এবং পূর্ব ব্রাহ্মণের সহিত ইহার সম্বন্ধই বা কিপ্রকার, তাহা বলায় দিতেছেন । এই চতুর্থ ব্রাহ্মণ আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্য দুইটি—প্রথম প্রয়োজন প্রজ্ঞাপত্য-পদলাভরূপ উৎকৃষ্ট ফলপ্রদর্শন দ্বারা পূর্বকাণ্ডোক্ত জ্ঞান-কর্মের প্রশংসা করা ; কারণ, সাধনের উৎকর্ষ না থাকিলে কখনই কল্যাণকর্ম হইতে পারে না ; কাজেই কল্যাণকর্ম বর্ণনা দ্বারাই তৎসাধনীভূত জ্ঞান-সংকৃত কর্মেরও স্তুতি সম্পন্ন হইবে । দ্বিতীয় প্রয়োজন—বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতি করা ; কেন-না, দেখা যাইতেছে যে, পূর্বোক্ত জ্ঞানকর্মের সর্বোৎকৃষ্ট ফল হইতেছে—প্রজ্ঞাপত্য অধিকার লাভ ; তাহাও যখন স্থূলতা ও অনিত্যতাদোষগ্রস্ত সংসারেরই অন্তর্ভূত, অথচ বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মবিদ্যার ফল হইতেছে সংসারের অতীত দিত্য নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ মোক্ষ ; তখন সহজেই লোকের পূর্বোক্ত জ্ঞানকর্মে বৈরাগ্য জন্মিতে পারে, এবং ব্রহ্মবিদ্যারও প্রবৃত্তি হইতে পারে, এইজন্যই তাহা বলাইতেছেন—উত্তরার্থঃ চ । উভয়ের মধ্যে শেবোক্ত উদ্দেশ্যটাই স্তুতির অভিপ্রেত ।

করিলে সহজেই পূর্বোক্ত কলে লোকের বৈরাগ্য জন্মিতে পারে] ; অতএব জ্ঞানমিশ্রিত কৰ্ম্মফলের যে, উৎকর্ষ বর্ণনা, তাহা পরবর্তী ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রাশংসার্থেও বটে । ‘মুমুক্শু ব্যক্তির ইহাই একমাত্র প্রাপ্য,’ ‘সেই এই আত্মবস্তুটি পূজ্য অপেক্ষাও প্রিয়’ ইত্যাদি প্রতিতেও এই অভিপ্রায়ই প্রকটিত করা হইবে । ১

প্রতির ‘আত্মৈব’ এই আত্মা অর্থ—প্রজাপতি, যিনি অণু হইতে জাত প্রথম-শরীরী বলিয়া অভিহিত । বেদোক্ত জ্ঞান-কৰ্ম্মাভ্যাসের ফলস্বরূপ একমাত্র তিনিই,—কি ? না, এই বিভিন্নজাতীয় অপরাপর শরীরোৎপত্তির পূর্বে সেই প্রজাপতির শরীরের সহিত অবিভক্ত অর্থাৎ তদাশ্রয় ছিলেন । (প্রজাপতি-স্বরূপই) ছিলেন । সেই আত্মাও (প্রজাপতিও) আবার পুরুষবিধ—পুরুষা-কৃতি হস্ত-মন্তাদিসম্পন্ন বিরাটস্বরূপ । সর্বাঙ্গে সমুৎপন্ন সেই প্রজাপতিই অচ্যুতীকরণ করিয়া ‘আমি কে, এবং আমার লক্ষণ—বিশেষত্বই বা কি’, ইহা আলোচনা করিয়া—প্রাণসমষ্টিভূত এবং দেহেন্দ্রিয়াশ্রয় আপনা হইতে পৃথগ্ভূত অপর কোনও বস্তু দর্শন করিলেন না (দেখিতে পাইলেন না), পরন্তু সর্বাঙ্গস্বরূপে কেবল আপনাকেই দর্শন করিলেন । সেই রূপ, পূর্বজন্মোৎপন্ন শ্রোত-বিজ্ঞান সংস্কারসম্পন্ন তিনি প্রথমে ‘আমি হইতেছি—সেই প্রজাপতি, আমি হইতেছি—সকলের আত্মা’ এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন । বেহেতু প্রজাপতি পূর্বজন্মজাত সংস্কারানুসারে প্রথমেই আপনাকে ‘অহম্’ বলিয়া উল্লেখ করিয়া-ছিলেন, সেই হেতুই তিনি ‘অহং’ নামে পরিচিত হইলেন । ‘অহং’ নামই যে, তাঁহার প্রতিপ্রদর্শিত উপনিষদ—গুহ্য নাম, তাহা পরে বলা হইবে । সেই হেতু, যেহেতু সর্বকারণ প্রজাপতিতে এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল, সেই হেতু, এখনও—বর্তমান সময়েও প্রজাপতির কার্যভূত (প্রজাপতি-মষ্টে) প্রাণিগণের মধ্যে কেহ আমন্ত্রিত হইলে ‘তুমি কে’ এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে, প্রথমেই ‘এই আমি’ (অয়ম্ অহম্) বলিয়া অর্থাৎ আপনাকে কারণভূত প্রজাপতিরূপে পরিচিত করিয়া, তাহার পর বিশেষ নামজিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে আপনার দেহপিণ্ডের পরিচা-য়ক ‘দেবদত্ত’ বা ‘যজ্ঞদত্ত’ প্রভৃতি নাম বলিয়া থাকে,—যে নাম তাহার পিতা-মাতা দেহপিণ্ডের পরিচর্য্য রক্ষা করিয়াছেন, সেই নাম বলিয়া থাকে । ২

সম্প্রতি যাহারা কৰ্ম্ম ও জ্ঞানভাবনা দ্বারা প্রজাপতিত্বলাভ করিতে ইচ্ছুক, সেই প্রজাপতিই সকলের প্রাজাপত্য-পদাভিলাষী অপর সকলের প্রথমে সমুৎপন্ন হইয়া, পূর্বজন্মের সাধকাবস্থার যথাযথরূপে অস্মৃতিত কৰ্ম্ম ও জ্ঞানভাবনা প্রত্যাহব

সৰ্বপ্রথমে দন্ধ করিয়াছিলেন ; কি দন্ধ করিয়াছিলেন ? না, প্রজাপতিত্বলাভের প্রতিকূলভূত আসক্তি ও অজ্ঞানাত্মক পাপসমূহ [দন্ধ করিয়াছিলেন] ।

যেহেতু এই প্রকার অবস্থা, সেই হেতুই তিনি পুরুষ—অর্থাৎ ‘পুরুষ ঔবৎ’ এই কারণে (‘পুরুষ’ শব্দের পু—পু, আর ‘ঔব্’ ধাতুর ঔব, উভয়ের যোগে নিম্পন্ন) পুরুষপদবাচ্য হইলেন । এই প্রজাপতি যেরূপ প্রতিবন্ধক পাপরাশি দন্ধ করিয়া পুরুষ—প্রজাপতি হইয়াছেন, এইরূপ অন্তেও জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মচুষ্ঠানরূপ অগ্নি দ্বারা, অথবা কেবলই জ্ঞান দ্বারা তাহাকে ভস্মীভূত করেন । কাহাকে ? না, যে ব্যক্তি এবংবিধ জ্ঞানীর অগ্রে প্রজাপতি হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে [ভস্ম করেন] । ভস্মীকরণের কর্তার নির্দেশ করিতেছেন—যিনি এইরূপ জ্ঞানলাভ করেন, অর্থাৎ জ্ঞানামুশীলনজাত উৎকর্ষসম্পন্ন হন, [তিনি] । ৩

এখন শঙ্কা হইতেছে যে, প্রজাপতি-পদেচ্ছু ব্যক্তিকে যদি জ্ঞানী পুরুষ দন্ধই করিয়া কেলেন, তাহা হইলে প্রজাপতিত্ব লাভের অভিলাষ ত কেবল অনর্পণেরই কারণ হইয়া পড়ে ? না,—ইহা দোষাবহ নহে ; এই দাহ অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল বাহাদের জ্ঞান-ভাবনা সমুৎকর্ষ লাভ করে নাই, তাহাদের প্রজাপতিত্ব-প্রাপ্তি হইতে না দেওয়াই ঐ দাহ শব্দের অর্থ । উত্তম সাধনসম্পন্ন ব্যক্তিই প্রথমে প্রজাপতি-পদ অধিকার করিয়া থাকে ; কাজেই ন্যূনসাধনসম্পন্ন ব্যক্তি সেই পদ লাভ করিতে পারে না, এইজন্যই উত্তমসাধক ব্যক্তি হীনসাধনসম্পন্ন ব্যক্তিকে বেন দন্ধই করে, বলা ঐয়া থাকে ; কিন্তু সত্য সত্যই যে, উৎকৃষ্ট-সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি হীনসাধন ব্যক্তিকে দন্ধই করিয়া ফেলে, তাহা নহে । যেমন নির্দিষ্ট সীমান্তে গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণের মধ্যে, যে ব্যক্তি প্রথমে সীমান্তস্থানে উপস্থিত হইতে পারে, তাহা দ্বারা অপর গন্তু-বর্গ অসমর্থরূপে প্রমাণিত হওয়ার বেন দন্ধপ্রাপ্তই হইয়া থাকে, ইহাও তেমনই (১) ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

(১) তাৎপৰ্য—‘আজি’ অর্থ—নির্দিষ্ট সীমা । ‘আজিহতাং’ অর্থ—বাহারা সেই সীমান্ত স্থানকে লক্ষ্য করিয়া গমন করে । এখনও এইরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন একটি স্থান লক্ষ্য করিয়া বলা হয় যে, অমুকস্থান হইতে বাহির হইয়া, যে লোক সর্বপ্রথমে অমুক স্থানে বাইতে পারিবে, সে ব্যক্তি পুরস্কার লাভ করিবে । যে ব্যক্তি প্রথমে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়, সেই ব্যক্তিই নির্দিষ্ট পুরস্কার লাভে সমর্থ হয়, অধিকন্তু তাহা দ্বারা অপর গন্তারা পরাস্ত হইয়া, হীনশক্তি বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং অপমানেরও দৃষ্টপ্রায় হয় । এখানেও, যে ব্যক্তির সাধন-সম্পদ উৎকৃষ্ট, তিনিই প্রথমে প্রজাপতিপদ লাভ করেন, হীনসাধন ব্যক্তির তদর্শনে শোকানলে দৃষ্টপ্রায় হন ।

শাক্ষরভাষ্যম্ :—যদিং তুইবিতং কর্মকাণ্ডবিহিত-জ্ঞানকর্মফলং প্রাজাপত্যলক্ষণম্, নৈব তং সংসারবিষয়মত্যক্রামং, ইতীমমর্থঃ, প্রদর্শয়িতুমাহ—

টীকা।—জ্ঞানকর্মফলং সৌত্রং পদমুৎকৃষ্টহায়ুক্তিঃ, তদন্তমুক্ত্যভাবং তদ্ব্যক্ত-সম্যগ্ধীসিদ্ধরে প্রবৃত্তিরনধিকা, ইত্যাহ্বা সোহবিভেদিতাত্ত তৎপর্যামাহ—যদিদমিতি । তুইবিতং স্তোতুমন্তিপ্রেতমিতি যাবৎ—

ভাষ্যানুবাদ :—এখানে কর্মকাণ্ডে জ্ঞানও কর্মের ফলস্বরূপ, যে প্রাজাপত্য পদের প্রশংসা করা ক্রতির অভিপ্রেত, সেই প্রাজাপত্য পদও সংসারের অধিকার অতিক্রম করিতে পারে না, অর্থাৎ তাহাও সংসারেরই অন্তর্গত, ইহা প্রদর্শনের জন্ত বলিতেছেন—

সোহবিভেৎ, তস্মাদেকাকী বিভেতি, স হায়গীক্ষাক্ষত্রে—
যন্মদগ্ধ্যমাস্তি কস্মান্ন বিভেমীতি, তত এবাস্ম ভয়ং বীয়ায়,
কস্মাদ্ভ্যভেদ্যং দ্বিতীয়াধৈ ভয়ং ভবতি ॥ ৩৯ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ :—প্রাজাপত্যফলস্তাপি সংসারান্তর্গতত্বং প্রদর্শয়িতুমাহ—
“সোহবিভেৎ” ইত্যাদি ।

সঃ (কর্মজ্ঞানফলভূতঃ প্রজাপতিঃ) অবিভেৎ (অগ্নাদিবং ভীতঃ অভবৎ) ;
তস্মাৎ (একাকিনঃ প্রজাপতেঃ ভয়োদগমাদেব হেতোঃ) [ইদানীমপি] একাকী
(অসহায়ঃ জনঃ) বিভেতি । সঃ অয়ং (ভীতঃ প্রজাপতিঃ) হ (ঐতিহ্যে)
ঈক্ষাংচক্রে (আলোচিতবান্—) যৎ (যস্মাৎ) মদন্তং (মদ্যতিরিক্তম্ বহুস্তরং)
নাস্তি (ন বিদ্যতে), [তস্মাৎ হেতোঃ] হু (বিতর্কে) কস্মাৎ (কারণং)
বিভেমি (ভীতো ভবামি) ইতি । ততঃ (তস্মাৎ আলোচনাং) এব তস্ম ভয়ং
বীয়ায় (বিগতমভূৎ) । [অবিদ্যামূলকং হি ভয়ং জ্ঞানোদয়ে ন সম্ভবতীতাহ—]
কস্মাৎ (হেতোঃ) অভেদ্যং [ন কস্মাদপীতিভাবঃ] ; হি (যতঃ) দ্বিতীয়াৎ
(স্বব্যতিরিক্ত-বহুস্তরাং) বৈ (এব) ভয়ং ভবতি (উৎপদ্যতে), [সর্কীয়ভাবে-
পন্নস্ত তস্ম তু ভয়ং ন সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥ ২ ॥

অনুবাদ :—প্রাজাপত্য পদটিও যে, সংসারেরই অন্তর্গত, তৎপ্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—সেই প্রথমোৎপন্ন প্রজাপতি ভীত হইয়াছিলেন ; সেইজন্যই লোক একাকী থাকিলে ভয় পায় । তিনি (প্রজাপতি) আলোচনা করিলেন—যখন আমি হইতে আর পৃথক বস্তু কিছু নাই, তখন কেনইবা আমি ভীত হইতেছি । তাহার পরই তাঁহার ভয় বিদূরিত

হইল । প্রকৃতপক্ষে, কেনই বা তিনি ভীত হইবেন ?—কারণ, দ্বিতীয় হইতেই ত ভয় হইয়া থাকে ; [তাহার ত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই], সুতরাং ভয়েরও সম্ভাবনা নাই] ॥ ৩৯ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ :—সোহবিভেৎ । সঃ প্রজাপতিঃ, সোহয়ং প্রথমঃ শরীরী পুরুষবিধো ব্যাখ্যাতঃ, সোহবিভেৎ ভীতবান্ অশ্বাদিবিদেবেত্যাহ । যস্মাদয়ং পুরুষবিধঃ শরীর-করণবান্ আশ্বনাশব-বিপরীতদর্শনবস্তুং অবিভেৎ । তস্মাৎ তৎসামান্যং অন্তঃস্থেপি একাকী বিভেতি । কিঞ্চ, অশ্বাদিবিদেব ভয়হেতু-বিপরীতদর্শনাপনোদকারণং যথাভূতাস্বদর্শনম্ । সোহয়ং প্রজাপতিঃ ঈক্ষাম্ ঈক্ষণং চক্রে কৃতবান্ হ । কণম্ ? ইত্যাহ—যং যস্মাৎ মন্তোহন্তং আশ্ববাতি-রেকেন বহুস্তরং প্রতিবন্দীভূতং নাস্তি, তস্মিন্নাশ্ববিনাশহেতুভাবে, কস্মাৎ নু বিভে-মীতি । তত এব—যথাভূতাস্বদর্শনাং অস্ত প্রজাপতের্ভয়ং বীয়ায় বিম্পষ্টম্ অপ-গতবৎ । তস্ত প্রজাপতের্ভয়ং, তং কেবলাবিজ্ঞানিমিত্তমেব ;—পরমার্থদর্শনে অনুপপন্নম্ ; ইত্যাহ—কস্মাৎ হি অভেদ্যং ?—কিমিত্যসৌ ভীতবান্ ? পরমার্থ-নিরূপণায়াং ভয়মনুপপন্নমেব ইত্যভিপ্রায়ঃ । যস্মাৎ দ্বিতীয়াং বহুস্তরাত্ৰৈ ভয়ং ভবতি, দ্বিতীয়াং চ বহুস্তরমবিদ্যাপ্রভাপস্থাপিতমেব । ন হি অদৃশ্যমানং দ্বিতীয়াং ভয়জ্ঞানো হেতুঃ, “তত্র কো মোহঃ, কঃ শোক একত্বমনুপপত্তঃ” ইতি মন্তবর্ণাৎ । বটেকত্বদর্শনে ভয়মপনুদ্যাদি অপনোদিতং তদ্ বৃক্ষম্ ; কস্মাৎ ? দ্বিতীয়াং বহুস্তরাত্ৰৈ ভয়ং ভবতি, তং একত্বদর্শনে দ্বিতীয়াদর্শনমপনীতম্, ইতি নাস্তি যতঃ । ১ ।

অত্র চোদয়ন্তি—কুতঃ প্রজাপতেরেকত্বদর্শনঃ জাতম্ ? কো বা তস্মৈ উপ-দিশেৎ ? অথানুপদিষ্টমেব প্রাচুরভূৎ ; অশ্বাদেবপি তথা প্রসঙ্গঃ । অথ জন্মান্তরকৃত-সংস্কারহেতুকম্ ? একত্বদর্শনানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ । যথা প্রজাপতেরতি-ক্রান্তজন্মাবহন্তেকত্বদর্শনং বিদ্যমানমপি অবিদ্যা-বন্ধকারণং নাপনিষ্টে ; যতঃ অবিদ্যাসংযুক্ত এবায়ং জাতোহবিভেৎ, এবং সর্কেবামেকত্বদর্শনানর্থক্যং প্রাপ্নোতি । অস্ত্যমেব নিবর্তকমিতি চেৎ ; ন ; পূর্ববৎ পুনঃ প্রসঙ্গেনানৈ-কান্ত্যাৎ ; তস্মাদনর্থকমৈবেকত্বদর্শনমিতি । ২

নৈব দোষঃ । উৎকৃষ্টহেতুত্ববস্তুং লোকবৎ ; যথা পুণ্যকর্ষোত্তরৈক্যবিত্তৈঃ কার্য্যকরণৈঃ সংযুক্তে জন্মনি সতি প্রজা-মেমান্বতিবৈশারদ্যাং দৃষ্টম্, তথা প্রজা-পতের্দর্শজানবৈরাগ্যোপাধিবিপরীতহেতু-সর্বপাপদাহাবিত্তৈঃ কার্য্যকরণৈঃ সংযুক্ত-

মুক্তং জন্ম, তদুত্তরঞ্চ অল্পপদিষ্টমেব বক্তব্যম একত্বদর্শনং প্রজ্ঞাপতেঃ ।
তথা চ স্মৃতিঃ—

“জ্ঞানমপ্রতিষৎ যন্ত বৈরাগ্যঞ্চ প্রজ্ঞাপতেঃ ।

ঐশ্বর্য্যাক্ষৈব ধর্ম্মশ্চ সহসিদ্ধং চতুষ্টিয়ম্ ॥” ইতি ।

সহসিদ্ধত্বে ভয়াল্পপদতিরিত্তি চেৎ—ন হি আদিত্যেন সহ তম উদেতি । ন ;
অজ্ঞাপদিষ্টার্থত্বাৎ সহসিদ্ধবাক্যম্ । ৩

শ্রদ্ধা-ভাৎপর্য়া-প্রণিপাতাদীনাম্ অহেতুত্বমিতি চেৎ,—আম্মতম্—“শ্রদ্ধা-
বাল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংবতেজিয়ঃ ।” “তদ্বিকি প্রণিপাতেন” ইত্যেবমাদীনাং
প্রতিশ্রুতিবিহিতানাং জ্ঞানহেতুত্বমহেতুত্বম্—প্রজ্ঞাপতেরিব জন্মান্তরকৃত-ধর্ম্ম-
হেতুত্বে জ্ঞানশ্রুতি চেৎ ; ন ; নিমিত্তবিকল্প-সমুচ্চয়গুণবদগুণবত্তভেদোপপত্তেঃ ।
লোকে হি নৈমিত্তিকানাং কার্য্যাণাং নিমিত্তভেদোহনেকধা বিকল্যতে, তথা
নিমিত্তসমুচ্চয়ঃ । তেবাঞ্চ বিকল্পিতানাং সমুচ্চিতানাঞ্চ পুনঃগুণবদগুণবদ-
কৃতো ভেদো ভবতি । তদযথা—রূপজ্ঞান এব তাবলৈমিত্তিকে কার্য্যে তমসি
বিনালোকেন চক্ষুরূপসন্নিকর্ষে নক্তধরাণাং রূপজ্ঞানে নিমিত্তং ভবতি ; মন
এব কেবলং রূপজ্ঞাননিমিত্তং যোগিনাম্ ; অম্মাকহু সন্নিকর্ষালোকাভ্যাং সহ
তপাদিত্যচক্ষাণালোকভেদৈঃ সমুচ্চিতা নিমিত্তভেদা ভবন্তি । তথালোকবিশেষ-
গুণবদগুণবদ্ভেদন ভেদাঃ সূচ্যঃ । এবমেব আত্মৈকত্বজ্ঞানেহপি কচিজন্মান্তরকৃতং
কর্ম্ম নিমিত্তং ভবতি ; যথা প্রজ্ঞাপতেঃ । কচিৎ তপো নিমিত্তম্ ; “তপসা ব্রহ্ম
বিজিজ্ঞাসস্ব” ইতি শ্রুতেঃ । কচিৎ “আচার্য্যাবান্ পুরুষো বেদ”, “শ্রদ্ধাবাল্লভতে
জ্ঞানম্”, “তদ্বিকি প্রণিপাতেন”, “আচার্য্যাক্ষৈব”, “জ্ঞাতব্যো দৃষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ”
ইতি প্রতিশ্রুতিভা একান্তজ্ঞানলাভনিমিত্তত্বং শ্রদ্ধাপ্রভৃतीনাম্, অধর্ম্মাদিনিমিত্ত-
বিয়োগহেতুত্বাৎ ; বেদান্তশ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনানাঞ্চ সাংসারজ্জ্ঞেয়বিষয়ত্বাৎ ;
পাপাদি-প্রতিবন্ধক্বে চ আত্মমনসোর্হৃতার্থজ্ঞাননিমিত্ত-স্বাভাবাৎ । তন্মাদহেতুত্বং
ন জাতু জ্ঞানস্ত শ্রদ্ধাপ্রণিপাতাদীনামিতি ॥ ৩৯ ॥ ২ ॥

টীকা । আহ বিবক্তিতার্থসিদ্ধার্থং হেতুং—ভয়ভাত্মমিতি শেষঃ । জ্ঞানকর্ম্মকলং
ত্রৈলোক্যাত্মকমহমুক্তমপি সংসারান্তর্ভূতমেব, ন কৈবল্যমিতি বক্তৃমুত্তরং বাক্যমিত্যর্থঃ ।
অহমেকাকী, কোহপি মাং হনিষ্যতীতি আত্মনাশ-বিষয়বিপরীতজ্ঞানবত্বাৎ প্রজ্ঞাপতিতীত-
বানিত্যত্র কিং প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্য কার্য্যাগতেন ভয়লিঙ্গেন কারণে প্রজ্ঞাপতৌ তদনুমেয়মিত্যাহ—
যন্মাদিতি । তৎসামান্যাদেকাকিভাবে বিশেষাদিতি বাবৎ । প্রজ্ঞাপতেঃ সংসারান্তর্ভূতত্বে হেতুভয়-
মাহ—কিঞ্চিৎ । যথান্যদাদিতী রজ্জু-হাশাদৌ সর্প-পুরুষাদিভ্রমজনিতভয়নিবৃত্তয়ে বিচারেণ
তত্ত্বজ্ঞানং সম্পাদ্যতে, তথা প্রজ্ঞাপতিরপি ভয়স্ত তচ্ছৈতোচ্চ বিপরীতধর্ম্মো ধ্বস্তিহেতুং তত্ত্বজ্ঞানং

বিচার্য সম্পাদিতবানিত্যার্থঃ । পরমার্থদর্শনমেব প্রমথ্যকং বিশদয়তি—কথমিত্যাदिना ।
তন্নিমিত্তাত্মাদিত্যাণো পঠিতবাম্, মচ্ছন্দোপলক্ষিতঃ প্রত্যক্চেতস্ত্বম্ অধিতীয়ত্বকরণেণ জ্ঞানঃ
সহেতুঃ ভীতিঃ প্রজাপতিরক্ষিপদিত্যুক্তম্, ইদानीं তত্তজ্ঞানকলমাহ—কৃত ইতি । কস্মাদী-
তাদেকস্তত্ত্বস্ত পূর্বেণ পৌনরুক্ত্যমিত্যাশঙ্ক্য বিদুষে । হেতুভাবাৎ ন ভয়মিত্যুক্তসমর্থনার্থাহস্তত্ত্বস্ত
নৈবমিত্যাহ—তন্ত্বেত্যাদিনা । অনুপপত্তৌ হেতুমাহ—যস্মাদিতি । পরমার্থদর্শনেনহি বস্তুস্তরাৎ
কিমিতি ভয়ং ন ভবতীত্যশঙ্কাহ—দ্বিতীয়ঃ চেতি । অথরবতিরেকোক্তাৎ সৈতত্ত্ব অবিত্তা-
প্রতাপস্থাপিতত্বেহপি কৃতস্তত্ত্বত্বৈতদর্শনং ভয়কারণং ন ভবতীত্যশঙ্কাহ—ন ইতি । তত্ত্বজ্ঞানে
সতি অজ্ঞানাবোধাৎ তদ্বৎ দৈতঃ তদর্শনং চাবুদুমিত্যাহেতুঃ । হেতুভাবাৎ ভয়ানুপপত্তিরিত্যর্থঃ ।
অবৈতজ্ঞানে ভয়নিবৃত্তিরিত্যত্র ময়ঃ সংবাদয়তি—তত্রৈতি । বিরূপৈক্যদর্শনেনৈব প্রজাপতে-
ভয়মপনীতং, ন অবৈতদর্শনেন, ইত্যনিমিত্তার্থেহপি যৎ বদন্তুস্তাত্ত্বিত্যাশঙ্ক্য
অস্বীকৃত্যাহ—যচ্চেতি । তদেব প্রমথারা প্রকটয়তি—কস্মাদিত্যাदिना । ১

প্রথমব্যাখ্যানানুসারেণ চোক্তমুখ্যপয়তি—অত্রৈতি । প্রজাপতেত্বক্কাইক্যজ্ঞানাৎ ভীতি-
শক্তিরুক্তা, ন চ তত্ত্ব তত্ত্বজ্ঞানং যুক্তং, হেতুভাবাদিত্যাহ—কৃত ইতি । যস্মাৎ অস্মাকমৈক্যাধীঃ
তস্মাদেব তস্তাপি স্তাদিত্যাশঙ্কাহ—কো বেতি । ন হি তত্ত্ব শাস্ত্রশ্রবণমাচার্য্যাতাবাৎ, নাপি
সম্মাসস্তত্ত্ব ত্রৈবর্ণিকবিষয়ত্বাৎ, নাপি শমাদি ইশ্বর্য্যাসক্তত্বাৎ, অতোহস্মাহ এসিদ্ধশ্রবণাদিবিজ্ঞা-
হেতুভাবাৎ ন প্রজাপতেত্বক্কাইক্যজ্ঞানার্থঃ । উপদেশানপেক্ষমেব প্রজাপতেত্বক্কাইক্যজ্ঞানং প্রাদুর্ভূত-
মিতি শব্দতে—অথৈতি । অতিপ্রসঙ্গাৎ প্রতাহ—অন্যদাদেয়িতি । প্রজাপতেত্বজ্ঞানানবস্থায়াম্
আচার্য্যাস্ত সত্ত্বাৎ শ্রবণাত্মাদেত্বক্কাইক্যজ্ঞানোদয়াৎ তৎসংস্কারোখঃ তথাবিধমেব তত্ত্বজ্ঞানং
কলাবস্থায়ামপি স্তাদিতি চোদয়তি—অথৈতি । দুষয়তি—একত্বৈতি । অজ্ঞানধ্বংসিত্বেনার্থ-
বহুমিত্যাশঙ্কাহ—যথৈতি । তত্র গমকমাহ—গত ইতি । দাষ্টাণ্টিকমাহ—এবমিতি । নবম্নিন্নেব
জন্মনি প্রজাপতেত্বক্কাইক্যজ্ঞানপেক্ষা জায়তে, 'জ্ঞানমপ্রতিঘঃ যন্ত' ইতি শ্রুতেঃ । ন চ তদ্বৎপস্তা-
নস্তরমেব সহেতুঃ বক্ঃ নিরুপস্থি, ভয়রত্যাতিফলেন প্রারককর্ম্মণা প্রতিবন্ধাৎ; অতো মরণ-
কালিকঃ তদজ্ঞানধ্বংসীতি শব্দতে—অন্যমেবেতি । প্রবৃত্তকলস্ত কর্ম্মণঃ ষোপপাদকাজ্ঞান-
লেশাৎ বিজ্ঞানশক্তিপ্রতিবন্ধকত্বেহপি জন্মান্তরাদিসর্বসংস্কারহেতুজ্ঞান-ধ্বংসি-জ্ঞানসামর্থ্যাৎপ্রতি-
বন্ধকত্বে মানাতাবাৎ মধ্যে জাতং জ্ঞানমনিবর্ত্তকমিত্যাশঙ্ক্য বক্তুং, অন্ত্যন্ত চ জ্ঞানস্ত নিবর্ত্তকত্বে
নাস্ত্যাহেতুঃ । বজ্রমানান্তরস্তান্তো জ্ঞানে তদ্বৎসিদ্ধাদৃষ্টেরস্ত্যস্ত অজ্ঞানধ্বংসিত্বেন অনিরম্যৎ ।
ন চ বজ্রমানান্তরে প্রজাপতৌ চাত্ত্বাৎ জ্ঞানং জ্ঞানবাদজ্ঞানধ্বংসি, পূর্বজ্ঞানেব বক্ত্বহেতুজ্ঞান-
ধ্বংসিদ্ধাদৃষ্টেজ্ঞানত্বহেতোরনৈকান্ত্যাৎ । ন চাত্ত্বাম্ ঐক্যজ্ঞানম্, ঐক্যজ্ঞানবাদজ্ঞানধ্বংসীতি
যুক্তম্ । উপাস্ত্য-তাদৃগ্ জ্ঞানবদন্তোহপি তদবোধাৎ, উপাস্ত্যো হেতোরনৈকান্ত্যাৎ, ইত্যভিপ্রোক্তা
দুষয়তি—নেত্যাদিনা । কুণ্ডকারণাতাবাৎ তদন্তরেণ চ উপাস্ত্যাবতিপ্রসঙ্গাৎ, সংস্কারাবীনত্বেহপি
বিশেষাতাবাৎ অন্ত্যন্ত চ জ্ঞানস্ত অজ্ঞানধ্বংসিদ্ধাদৃষ্টেরস্ত্যস্ত প্রজাপতেত্বক্কাইক্যদর্শনম্, ইতুপ-
সংহতি—তস্মাদিতি । ২

প্রজাপতেঃ স্তম্ভ-প্রতিবুদ্ধবৎ প্রকৃষ্টাদৃষ্টোখকার্য্যকরণত্বাৎ পূর্বকল্পীয়পদগদার্থব্যাক্যদ্রবণতঃ
স্মৃতিবিপরিরুদ্ধিনো বাক্যাৎ বিচার্য্যমাণাদৃষ্টেরস্ত্যস্ত তত্ত্বজ্ঞানঃ স্তাৎ, লোকে বিশিষ্টাদৃষ্টোখ-

কার্যকরণানাং প্রজ্ঞানুভূতিশরদর্শনাৎ ; তেন চ জ্ঞানেন জন্মান্তরহেতুবিভাক্ষয়েহপি আরম্ভঃ কৰ্ম তজ্জং চ ভরারভাদি অবিত্তালেশতো ভবিষ্যতীতি পরিহরতি—নৈব দোষ ইতি । সংগৃহীতমর্থঃ সমর্থরতে—যথোক্ত্যাদিনা । ধৰ্ম্মাদিচতুষ্টিম্বাপরীতমধৰ্ম্মাদিচতুষ্টিম্, তত্র হেতোঃ সৰ্ব্বস্ত পাণ্ডুনো জ্ঞানানুভূতিশরেন নাশাদিতি যাবৎ । উৎকৃষ্টম্ প্রকৃষ্টজ্ঞানাদিশালিনম্ । উক্তজন্মকলমাহ— তদুভবকেতি । তত্র জ্ঞানাদিবৈশারদ্যে পৌরাণিকীঃ স্মৃতিমুদাহরতি—তথা চেতি । অপ্রতিবন্ধ- প্রতিবন্ধঃ নিরঙ্কুশমিত্যোক্ত্যং প্রত্যেকং সম্বধ্যতে । যন্তেতচ্চতুষ্টিম্ সহসিক্, স নিরবৰ্ত্ততেতি সৰ্ব্বক্ । সহসিক্হয়ন্তেঃ ‘নোহবিভেৎ’ ইতি প্রতিবিকল্পদ্বাদপ্রামাণ্যমিতি বিরোধাধিকরণস্তায়েন শব্দে—সহসিক্ ইতি । সত্যেব সহজে জ্ঞানে স্বহেতোর্তমপি স্মৃতিসিদ্ধি চেৎ, ন, ইত্যাহ— ন হীতি । অন্তেনাচার্যোণাপুপদিশ্চেনৈব প্রজাপতেজ্ঞানমুদেতি, ইত্যেবমর্থপরত্বাৎ সহসিক্- বাক্যন্ত তজ্জ্ঞানাৎ প্রাক্ তস্ত ভরমবিকল্পম্ উক্তং চাজ্ঞানলেশাৎ, অতো ন বিরোধঃ প্রতিশ্রুত্যো- রিতি সমাধেতে—নেতাদিনা । ৩

জ্ঞানোৎপত্তেরাচার্য্যাদ্যন্তনপেক্ষে শ্রদ্ধাদি-বিধানানর্থকাৎ অনেক প্রতিশ্রুতিবিরোধঃ স্মৃতিসিদ্ধি- শব্দে—প্রক্ষেতি । আদিপদেন শরাদিগ্রহঃ, অস্মদাদিশূ-ত্বেযাং হেতুসিদ্ধি চেৎ, ন, ইত্যাহ— প্রজাপতেরিত্যেতি । চোদিতং বিরোধঃ নিরাকরোতি—নেতাদিনা । নিমিত্তানাং বিকল্পঃ সমুচ্চয়োঃ গুণবদগুণবদমিত্যেনৈব প্রকারেণ কাব্যোৎপত্তৌ বিশেষসম্ভবাৎ ন শ্রদ্ধাদিবিধানানর্থকা- মিত্যর্থঃ । সংগ্রহবাক্যঃ বিরূপোতি—লোকে হীতি । তদ্বি সন্তঃ বিকল্পাদি যথা জাতুঃ শকাৎ, তথৈকস্মিন্নেব নৈমিত্তিকে রূপজ্ঞানাপ্যাকাব্যো দর্শয়াম্যেত্যাহ—তদ্যথেনিতি । তত্র বিকল্প- মুদাহরতি—তদসীতাদিনা । সমুচ্চয়ঃ দর্শয়তি—অস্মাকং ইতি । বিকল্পিতানাং সমুচ্চিতানাং চ নিমিত্তানাং গুণবদগুণবদপ্রযুক্ত্যং ভেদঃ কথয়তি—তথেনিতি । আলোকবিশেষস্ত গুণবদঃ, বহুগুণমগুণবদঃ মূলপ্রভভঃ, চক্ষুরাদে গুণবদঃ নির্মলত্বাদি, তিমিরোপহতত্বাদি চ অগুণবদমিতি ভেদঃ । দৃষ্টান্তঃ প্রতিপাদ্য দাষ্টান্তিকমাহ—এবমিতি । তথাহস্তাপি প্রজাপতিতুল্যস্ত বাসদেবাদেজ্জন্মান্তরীয়সাধনবশাৎ ঐশ্বর্য্যাপুগ্রহাৎ অগ্নিন্ জন্মান্ স্মৃতবাক্যাদৈকাজ্ঞানমুদেতীতি শেযঃ । ভূগুস্তুল্যো বাহিকারী কচিদিদৃশ্যতে । তপোঃশ্রবণবতিরেকাখ্যামালোচনম্ । যথেকত্বেত্ৰভূতিন্ জ্ঞাননিমিত্তানাং সমুচ্চয়ঃ দর্শয়তি—কচিদিদৃশ্যতাদিনা । একান্তং নিরতমাবস্তকং জ্ঞানোদয়লাভে নিমিত্তমিতি যাবৎ । অথ প্রতিপাতাদিব্যতিরেকেণ ন প্রজাপতেরপি জ্ঞানং সম্ভবতি, সামগ্র্যভাবাদত আহ—অধর্মান্বীতি । প্রতিপাতাদেঃ জ্ঞানোদয়প্রতিবন্ধকনিবর্তকত্বাৎ প্রজাপতেতচ্চ তন্নিবৃত্তেজ্জন্মান্তরীয়সাধনরত্বাৎ আধুনিকপ্রতিপাতাদিনা বিনা স্মৃতবাক্যাদেব একাধীঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ । তহি প্রবাদিব্যতিরেকেণাপি প্রজাপতেজ্ঞানং স্মৃতিত্যাগত্বাহ— বেনাস্তেতি । ন তৈবিনা জ্ঞানঃ কন্তুচিদিপি স্মৃতি, প্রজাপতেস্ত জন্মান্তরীয়প্রবণবশাৎ ইদানী- মস্মদস্মৃতবাক্যং তদুৎপত্তিরিতি শেযঃ । তহি প্রবাদিকমপি প্রতিবন্ধকনিবর্তকত্বেন প্রজাপতে- রাদর্শনং, তন্নিবৃত্তিসম্বরেণ জ্ঞানোৎপত্ত্যাপুপত্তিরিত্যাহ—পাপাদীতি । আস্ত-মনসোমিষঃ সংযুক্তয়োঃ সন্ধিঃ যৎ পাপং, তৎকাৰ্য্যং চ রাগাদি, তেন জ্ঞানোৎপত্তৌ প্রতিবন্ধক পুৰ্ব্বোক্তেন জ্ঞানেন কয়ে সতি । প্রজাপতেরীশ্বর্য্যাপুগ্রহাৎ স্মৃতবাক্যন্ত পরমার্থজ্ঞানোৎপত্তৌ কেবলস্ত নিমিত্তত্বাৎ, তস্ত আধুনিকপ্রবাদিব্যতিরেকেণ জ্ঞানোদয়েহপি ন তদ্বিধিবৈরর্থম্ । অস্মাকং

তদ্বশাদেব তদ্বৎপত্তেৰ্বাক্যাতংগ্যাংদিজ্ঞানং সৰ্বেষামেব জ্ঞানসাধনম্, আচার্যাদিষু পুনৰ্বিকল্প-
সমুচ্চয়াবিভাৰ্থঃ । অধিকারিতভেদেন জ্ঞানহেতুৰ্ব্ব বিকল্পেহপি তেযামন্যাহ সমুচ্চয়াং ন ঋতিত্ব-
বিরোধোহন্তি, ইতু্যাপসংহরতি—তন্মাদিতি ॥ ৩৯ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—“সোহবিভেৎ” ইত্যাদি । সেই প্রজাপতি—যিনি প্রথম
শরীরী পুরুষাকার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি ভীত হইয়াছিলেন,—বলা
হইল যে, তিনিও আমাদেরই মত ভয় পাইয়াছিলেন । যেহেতু পুরুষবিধ—দেহে-
জ্বর্যবিশিষ্ট প্রজাপতি আপনার বিনাশাদিবিষয়ক বিপরীত দর্শনে অর্থাৎ তাদৃশ
ভ্রান্তিজ্ঞানের ফলে ভীত হইয়াছিলেন, সেই হেতু, অত্ৰাপি তৎসমানজাতীয় (দেহে-
জ্বর্যসম্পন্ন) ব্যক্তি একাকী থাকিতে ভয় পায় । অপিচ, আমাদের জ্ঞান তাঁহার
পক্ষেও যথার্থ আত্মজ্ঞানই ভয়োৎপাদক ভ্রান্তিজ্ঞানের নিবৃত্তিসাধক । সেই এই
প্রজাপতি আলোচনা করিয়াছিলেন ; কি প্রকার ? তাহা বলিতেছেন—যেহেতু
আমা হইতে স্বতন্ত্র অর্থাৎ আমার অতিরিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীভূত অস্ত্র কোনও বস্তু নাই ;
আমার বিনাশকর তাদৃশ বস্তুর অভাবে আমি কেন ভয় পাইতেছি ? সেই কার-
ণেই—যথাযথভাবে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধির ফলেই প্রজাপতির সেই ভয় সম্পূর্ণরূপে
অপগত হইয়াছিল । প্রজাপতির যে, সেই ভয়, তাহা কেবলই অজ্ঞানমূলক ;
সুতরাং আত্মদর্শন উপস্থিত হইলে তাহা কখনই থাকিতে পারে না ; তাই বলি-
লেন—‘কস্মাৎ হি অভেদ্যং’ ?—কি কারণে তিনি ভীত হইবেন ? অভিপ্রায় এই
যে, পরমার্থতত্ত্বের নিরূপণ হইলে, কখনই ত ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না ; যেহেতু
দ্বিতীয় বস্তু হইতেই ভয় হইয়া থাকে, অগচ দ্বিতীয় বস্তুমাত্রই অবিজ্ঞান-সমুখিত ;
সুতরাং অপর কোন প্রকার দ্বিতীয় পদার্থ জ্ঞানগোচর না হইয়া কখনই ভয়োৎ-
পাদক হয় না ; কেন না, শ্রোত মস্ত্রে আছে যে, ‘যে লোক নিরন্তর একত্ব দর্শন
করে, তাহার শোকই বা কি, আর মোহই বা কি ?’ ইতি । অতএব তিনি যে,
একত্বদর্শনের বলে ভয় নিবারণ করিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে । যুক্তিট
কি ? যেহেতু দ্বিতীয় হইতেই—অপর বস্তু হইতেই ভয় হইয়া থাকে ; একত্ব-
দর্শনের বলে তাঁহার সেই বৈতদর্শন অপনীত হইয়াছিল ; কাজেই তাহার আর
ভয়ের সম্ভাবনা ছিল না । ১

কেহ কেহ এস্থলে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন—প্রজাপতির একত্বদর্শন
জ্ঞানিকোপা হইতে ? কে-ই বা তাঁহাকে সে উপদেশ দিয়াছিল ? যদি বিনা
উপদেশেই ঐরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে, তবে, আমাদেরও তাহা হইতে পারে ; আর
যদি বল, জ্ঞানান্তরসংকিত সংস্কারই ঐ একত্বদর্শনের মূল কারণ, তাহা হইলেও

একত্বদর্শনের কোন প্রয়োজন থাকিতেছে না। প্রজাপতির প্রাক্তন জন্মের একত্বদর্শন বিद्यমান থাকিয়াও যেরূপ [সেই জন্মে] বন্ধ-জনক অবিজ্ঞার অপনয়নে সমর্থ হয় নাই, তদ্রূপ সকলের পক্ষেই একত্বদর্শন অনর্থক হইয়া পড়িতে পারে। প্রজাপতির যে, পূর্বজন্মে বন্ধন-হেতু অবিজ্ঞা অপনীত হয় নাই, তাহা তাঁহার এ জন্মে ভয় দর্শনেই অনুমান করা যাইতে পারে। যদি বল, সর্বশেষে একত্বদর্শন হয়, তাহাই অবিজ্ঞা-নিবারক হয়; না,—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, পূর্বজন্মের জ্ঞান এ জন্মেও ভূগাবস্থার সম্ভাবনা রহিয়াছে; অতএব এই একত্বদর্শন অনর্থকই হইতেছে। ২

না,—অনর্থক হইতেছে না; কারণ, লোকপ্রাপ্তির জ্ঞান, এখানেও হেতুটির উৎকর্ষ থাকা আবশ্যক হয়। যেমন পুণ্যকর্মসমুদৃত বিশুদ্ধ দেহেক্রিয়াদिवিশিষ্ট জন্মলাভ হইলেই প্রাক্তন জ্ঞানসংস্কারজাত বিমল স্মৃতিশক্তি আবির্ভাব দৃষ্ট হয়; তেমনি প্রজাপতিরও ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির প্রতিকূলভূত পাপের বিনাশ হইলেই বিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট জন্ম লাভ সম্ভবপর হয়, এবং সেই জন্মে, স্বগত বিশুদ্ধিবলে বিনা উপদেশেও একত্বদর্শন লাভ করা অযৌক্তিক হইতে পারে না। স্মৃতিশাস্ত্রও বলিতেছেন যে, 'প্রজাপতির অপ্রতিহত জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম, এই চারিটিই সহসিক্ত বা স্বাভাবিক' ইতি। ভাল, প্রজাপতির জ্ঞানচতুষ্টয় যদি স্বভাবসিক্তই হয়, তাহা হইলে ত কখনই তাঁহার ভয় হইতে পারে না,—স্বপ্রকাশ আদিতোর সঙ্গে ত কখনও অন্ধকারের উদয় সম্ভব হয় না; না,—এ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, উক্ত বাক্যোপদিষ্ট 'সহসিক্ত' কথার অর্থ—অজ্ঞের উপদেশ ব্যতিরেকে লব্ধ। অভিপ্রায় এই যে, প্রজাপতির যে, অপ্রতিহত জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধর্ম ও ঐশ্বর্য্য, তাহা কাহারও উপদেশ হইতে লব্ধ হয় নাই, পরন্তু স্বীয় শক্তিবলেই লব্ধ হইয়াছে; এইজন্তই উহা 'সহসিক্ত' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ৩

ভাল, যদি মনে কর যে, বিনা উপদেশেই প্রজাপতির জ্ঞান লাভ হইয়াছিল, তাহা হইলে ত শ্রদ্ধা, তৎপর্য্য বা একনিষ্ঠা ও প্রণিপাত প্রভৃতি জ্ঞানলাভের প্রসিদ্ধ হেতুগুলির অহেতু হইয়া পড়ে?—প্রজাপতির জ্ঞান জন্মান্তরসঞ্চিত ধর্ম হইতেই যদি জ্ঞানলাভের সম্ভব হয়, তাহা হইলে ত 'শ্রদ্ধাবান, তৎপর (শ্রদ্ধার্থে নিষ্ঠাবান) ও সংযতেজ্জিয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করে', 'তুমি গুরুর নিকট যাইয়া প্রণিপাত দ্বারা তাহা অবগত হও' ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিবিহিত জ্ঞানহেতুগুলির অহেতু হইতে পারে, অর্থাৎ কারণতাপ্রসিদ্ধিই ব্যাহত হইয়া যায়? না,—অহেতু

হয় না ; কারণ, নিমিত্তসমূহের সমুচ্চর (একত্র বহু নিমিত্তের উপস্থিতি), বিকল্প (পৃথগভাবে এক একটী নিমিত্তের উপস্থিতি) এবং অধিকারীর গুণবস্তু ও অগুণবস্তুভেদে এ আপত্তির সমাধান হইতে পারে। ভগতে যে সমস্ত কার্য্য-পদার্থ নিমিত্তবিশেষ হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহাদের সেই নিমিত্তভেদে অনেকপ্রকার কর্ত্তন কৰা হইয়া থাকে। সেইরূপ, নিমিত্তসমূহের আবার সমুচ্চর এবং বিকল্প বাবস্থাও দেখা যায়। সেই বিকল্পিত বা সমুচ্চিত্ত নিমিত্তসমূহের মধ্যেও আবার গুণগত উৎকর্ষ ও অপকর্ষাদ্বয়সারে নহু প্রভেদ ঘটিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত এই যে, সামান্যগতঃ চক্ষু ও আলোকপ্রভৃতি বহুবিধ নিমিত্তের সাহায্যে বেত-পীতাদি রূপবিবরে জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, স্তূতন চাক্ষু্য জ্ঞানটী নৈমিত্তিক ; কিন্তু সেই একটী রূপজ্ঞান কার্য্য সম্পাদনে, দৈগ্ধিতে পাওয়া যায়, যাত্রিচর শৃগাল প্রভৃতির সহকে অন্ধকারেণ মধ্যেও আলোক নিবপেক শুধু চক্ষুঃসংযোগই নিমিত্তকারণ হইয়া থাকে, যোগিগগণেণ পক্ষে মনই রূপজ্ঞানেণ একমাত্র নিমিত্ত হইয়া থাকে, বিহু অম্বাদেণ পক্ষে আবার সেই রূপ জ্ঞানেই চক্ষুঃসংযোগ ও আলোক আলোকেণ মধ্যেও আবার সূর্য্য চক্ষুঃদি নির্বৈধ আলোকেণ সঞ্চিত সমুচ্চিত্ত বা একত্রিত হইয়া নিমিত্তগত প্রভেদ ভ্রান্তিহীণ থাকে ; অধিকন্তু সেই নির্বৈধ নির্বৈধ আলোকেণও গুণগত উৎকর্ষাপ কৰ্ম্মাদ্বয়সারে 'কার্য্যোৎপাদনে' নহু প্রক'র প্রভেদ স সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই প্রকার আত্মিকজ্ঞান সহকেও কোথাও ভ্রান্ত্যন্তরুত কৰ্ম্মই নিমিত্ত হইয়া থাকে, যেমন প্রজ্ঞাপ্রতিব হইয়াছিল, কোথাও বা কেবল তপস্যাটী নিমিত্ত হইয়া থাকে ; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—‘তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষরূপে অবগত হও’ ; কোথাও আবার ‘উপসুক্ত আচার্য্যাবান্ পুরুষই তাহাকে জানেন’, ‘শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন’, ‘গুরুব নিকট প্রণিপাত (প্রণতি) দ্বারা সেই তত্ত্ব অবগত হও’, ‘আচার্য্য হইতে লব্ধ বিদ্যাটী বীৰ্য্যবতী হয়’, ‘আত্মাকে শ্রবণ করিবে, দর্শন করিবে, এবং প্রত্যক্ষ করিবে’ ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতি হইতে জানা যায় যে, পাত্র-বিশেষে শ্রদ্ধা প্রভৃতিও জ্ঞানলাভের একান্ত বা অব্যভিচারী নিমিত্ত কারণ ; কেন না, শ্রদ্ধা প্রভৃতি দ্বারা জ্ঞানপ্রতিবন্ধক অশ্রদ্ধাদি দোষগুলি বিদূরিত হইয়া যায়। বেনাস্তশাস্ত্রের যে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন, সে সমুদয়েরও দুখ্য বিষয় হইতেছে—সাক্ষাৎ বিজ্ঞের একবস্তু। বিশেষতঃ জ্ঞানপ্রতিবন্ধক পাপাদি দোষগুলি বুদ্ধি ও মন হইতে বিদূরিত হইলে পর, স্বভাবতঃ সত্যপ্রাপ্তী বুদ্ধির পক্ষে একত্বদর্শন সম্পাদন করা ত স্বভাবসিদ্ধই বটে ; অতএব, শ্রদ্ধা

প্রকৃতি জানহেতুগুলির কল্পি কালেও জানহেতুর ব্যাহিত হইতে পারে না (১) ॥ ৩৯ ॥ ২ ॥

স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ ।
স হৈতাবানাস—যথা স্ত্রীপুমানসৌ সম্পরিষক্তৌ ; স ইমমেবা-
জ্ঞানঃ ধ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং, তস্মাদিদ-
মর্কয়ুগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যাস্তস্মাদয়মাকারঃ স্ত্রিয়া
পূর্য্যাত এব, তাং সমভবৎ ততো মনুয়া অজায়ন্ত ॥ ৪০ ॥ ৩ ॥

সম্বলার্থঃ ।—প্রজাপতে: সংসারান্বর্ণতত্ত্বমেন সমপণিতু: পুনরাহ—
“স নৈব” ইত্যাদি । স: (প্রথমোৎপন্ন: প্রজাপতি নৈব বস্মাৎ একাকী সন্)
ন এব (নিশ্চয়ে) রেমে (রতিং ন অন্তত্ববান্), তস্মাৎ (হেতো:) [ইদানীমপি
জন:] একাকী (দ্বিতীয়রহিত: সন্) ন রমতে (রতিং ন অন্তত্ববতি) । স: (এবম্
অরতিবৃক্ত: প্রজাপতি:) দ্বিতীয়: (আত্মন: সহায়ত্বত অত্যং কিঞ্চিং) ঐচ্ছৎ
(অভিলষিতবান্) । স. হ [সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ] এতান্ন এতৎপরিমাণ:) আস
(বভূব), —যথা সম্পরিষক্তৌ (পরম্পরালিঙ্গিতৌ) স্ব পুমানসৌ (স্ত্রী চ পুমান্
চ, তৌ)—স্বাপুমানসৌ, তথা আত্মানমেন স্ত্রীপরিষক্তমিব মেনে ইত্যর্থ:) । স:
(এব-ভাণাপন্ন: প্রজাপতি:) ইমম্ আত্মানম্ (স্বদেশম্ এব ধ্বেধা (দ্বিপ্রকারেণ
—স্ত্রীপুরুষেণ) অপাতয়ৎ (বিভক্তম্ অকরোৎ , ততঃ ধ্বেধাকরণাৎ) পতি: চ

(১) তাৎপৰ্য্যঃ—ভাষ্যোক্ত “নিমিত্তবিকল্প-সমুচ্চয়-গুণবৎগুণবৎভেদোপপত্তে:” কথার
অভিপ্রায় এষ্ট যে,—কাব্য মাত্রেরই কতকগুলি নিমিত্ত থাকে । কিন্তু স্থলভেদে সেই নিমিত্ত-
গুলির অনেকপ্রকার ব্যবস্থা দেখা যায় ; কোন স্থানে সমস্ত নিমিত্তগুলিরই আবশ্যক হয়,
কোন স্থলে বা কয়েকটির মাত্র অপেক্ষা হয় ; আবার একেব সম্বন্ধে যে যে নিমিত্ত আবশ্যক
হয়, অপরের স্বত্বকে সে সমুদায়ের অপেক্ষা হয় না । তাহার উপর আবাব নির্দিষ্ট নিমিত্তগুলির
এবং কাব্যক্ষেত্রের গুণগত উৎকৃষ্টতাপকর্ষণ কার্যের বৈচিত্র্য ঘটাইয় থাকে ; যেখানে উৎকৃষ্টগুণ-
সম্পন্ন একটিমাত্র নিমিত্ত দ্বারা কার্য সম্পন্ন হইতে পারে, সেখানেই অপেক্ষাকৃত হীনগুণসম্পন্ন
একাধিক নিমিত্তের প্রয়োজন হইয়া পড়ে । ইত্যাদি বহু কাৰণে বৃদ্ধা যায় যে, কার্যবিশেষের
জন্ত নির্দিষ্ট নিমিত্তগুলির যে, সর্বত্রই সমানভাবে প্রয়োজন হয়, তাহা নহে, পরন্তু যেখানে
যতটুকু করকার, সেখানে ততটুকুমাত্রই গ্রহণ করিতে হয় । কিন্তু তা’ বলিয়া নির্দিষ্ট নিমিত্ত-
গুলির নিমিত্তত্ব নষ্ট হইতে পারে না । আলোচ্য স্থলেও প্রজাপতিও পক্ষ প্রজা প্রদীপাতাদি
নিমিত্তের আবশ্যক না থাকিলেও, অস্ত্রের পক্ষে যখন আবশ্যকতা রহিয়াছে, তখন প্রজা
প্রকৃতির অনিমিত্ততা শর্তা হইতেই পারে না ।

পত্নী চ অবত্যাং (পতি-পত্নী জাতে) : তস্মাৎ—(সম্মাৎ প্রজাপতে: শরীরাক্ষম্
এব পত্নী অভূৎ, তস্মাৎ হেতো:) ইদং স্বঃ (স্বয়ন: শরীরঃ) অর্দ্ধবৃগলং
(অর্দ্ধং চ তৎ বৃগলং বিদলং দলান্বমিতি বাবৎ) ইব,—ইতি যাজ্ঞবল্ক্য: (তন্মায়া
ঋষি:) আত্ম স্ব। তস্মাৎ (হেতো:) আকাশঃ আকাশবৎ শৃঙ্গপ্রায়ঃ) অয়ং
(পুংসেহঃ) স্ত্রিয়া (অন্ধাজভূতয়া) পূর্ণাতে পূর্ণঃ ভবতি । এব (নিশ্চয়ে) ।
তা: (শরীরাক্ষভূতা: শতরূপাখ্যা: স্ত্রিয়) সমভবৎ (মিথুনীভাবেন উপাগচ্ছৎ)
[মনুষ্য স্তবক: প্রজাপতি:] ; তত: তস্মাৎ উপগমনাৎ ; মনুষ্যা: মানবা: ।
অভ্যগন্ত উৎপন্ন: ॥ ৪০ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ:—সেই প্রজাপতি একাকী তৃপ্তিলাভ করিতে
পারিলেন না ; সেইজন্য এখনও লোকে একাকী থাকিয়া সন্তুষ্ট হয় না ;
তিনি আপনার দ্বিতীয় (স্ত্রী) কামনা করিলেন ; তাহার পর তিনি এইরূপ
ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন—পরম্পর আলগ্নিত স্ত্রী-পুরুষ যেরূপ হয় । তিনি
এই স্ত্রীয় দেহকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন ; তাহার ফলে পতি
ও পত্নী এই দুইটি রূপ উদ্ভূত হইয়াছিল । এইজন্যই যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি [পত্নী-
রহিত] এই নিজ দেহকে অর্দ্ধবৃগলের গায়—অর্দ্ধাংশশৃঙ্গ শস্ত্রবীজের
মত বলিয়াছিলেন ; সেই কারণে আকাশ, অর্থাৎ শৃঙ্গপ্রায় এই দেহ
নিশ্চয়ই স্ত্রী দ্বারা পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে । সেই প্রজাপতি—গিনি
মনু নামে পরিচিত, তিনি সেই শরীরাক্ষভূতা স্ত্রীতে—বাহার নাম শতরূপা,
সেই পত্নীতে মিথুনীভাবে উপগত হইয়াছিলেন ; তাহা হইতে মনুষ্যগণ
উৎপন্ন হইল ॥ ৪০ ॥ ৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্:—ইতচ্চ স সাববিষয় এষ প্রজাপতিস্বম্, যত: স:
প্রজাপতির্কৈ নৈব রেমে রতি: নান্ভবৎ—অরত্যাবিষ্টোহভূদিত্যর্থ: , অস্বদা-
দিবদেব যত: ; ইদানীমপি তস্মাদেকাকিরাদিধর্মবন্ধাৎ একাকী ন রমতে রতি:
নান্ভবতি । রতিনামেষ্টার্থসংলগজ্ঞা ক্রীড়া, তৎপ্রসঙ্গিন ইষ্টবিরোগাৎ মনস্তা-
কুলীভাবেহরতিরিতুচ্যতে । স: তস্তা অরতেরপনোদায় দ্বিতীয়ম্ অরত্যাপঘাতসমর্থং
স্ত্রীবস্ত্র ঐচ্ছং গচ্ছিমকরোৎ । তস্ত চৈবং স্ত্রীবিষয়ং গৃহ্যত: স্ত্রিয়া পরিষক-
স্তেবাস্থনো ভাবো বভূব ।

স: তেন সত্যোপ্সংহাৎ এতাবান্ এতৎপরিমাণ আস বভূব হ । কিম্পরিমাণ: ?
ইত্যাহ—যথা লোকে স্ত্রী-পুংসৌ অবত্যাপনোদায় সম্পরিষকৌ যৎপরিমাণৌ

স্তাতাম্, তথা তদুপরিমাণে বহুব্যবহারঃ । স তথা তদুপরিমাণমেব ইমমাশ্রায়
 যেষা বিপ্রকারমপাতয়ং পাতিতবান্ । 'ইমমেব' ইত্যবধানং মূলকারণাद्विराजो
 विशेषणार्थम् । न कीरञ्च सर्वोपमर्देन दमिभावोप' इव; विनाट् सर्वोपमर्देन
 एतावानास; किं तद् ? आश्रया वायव्यतश्चैव विनाट् सत्यसङ्गज्ञाद् आश्रयव्यति-
 रिक्त-ज्ञो-पु-सपनिवृत्तुपरिमाण-शीवीनाम्न बह्वन । २. एव च विनाट् तथाभूतः
 —'स हैतावानास' इति सामानाधिकरण्यात् । तदुक्त्यां पाठनां पतिष्ठ पक्षी
 चाभवताम् — इति सम्पत्त्यानिर्दिष्टं लोकोक्तयोः, अत्रैव उक्तम् — यन्मादाश्रय
 एवाकः प्रपन्न भूतः — वेरं ज्ञा, तस्यां तद् एव' इत्यादि । तद् वृगलम्, अर्द्धं
 तद्वृगलं विदलं — तद्वृगलं विदलं अर्द्धविदलं मनेषां, पाक् क्षुद्रहनां ।
 कश्चाद्वृगलमिच्छाते -- स आश्रय ईर्ष्य ।

এবমাত্ম উক্তবান্ কিল যাজ্ঞবল্ক্যঃ যজ্ঞস্য বাহ্যং বহু - যজ্ঞবল্ক্যঃ, তত্ৰাপত্যং
যাজ্ঞবল্ক্যো দৈববাণীংসিতার্থঃ, বক্রণো বা অপভ্রাম। যজ্ঞাদয় পুরুষাক্ত আকাশঃ
স্বাক্ষণশ্চ, পুনরুন্নতানাং তত্ৰাং পূর্ণাত্তে স্বাদেন, ৩৫ স্পষ্টকরণেনেব বিদলার্কঃ।
তা স প্রজাপতিস্বরাগাঃ শতকপাদ্যাম আশ্বিনো ৩৬০৭ পট্টাঙ্গেন কল্পিতাং
সমভবং মৈথুনমুপগতবান। ততস্তস্মাৎ ৩৬৭০০১২ মনুষ্যা অজায়ন্তো-
পম্ভাঃ ॥ ১০ ॥ ৩ ॥

টাকা।—প্রজাপ্রভাবাবিধানে সংসদীয় ইচ্ছামূল্য, ১৯৭৭ খ্রিঃ অব্দে হেবলুরমা—
ইচ্ছাতি। অরজাবিধানে প্রজাপ্রভাবাবিধানে ইচ্ছামূল্য, ১৯৭৭ খ্রিঃ অব্দে হেবলুরমা—
কারণস্বারেভলিঙ্গমিত্যম্ভানং সূচ্যতি—ইদানমপি। ১৯৭৭ খ্রিঃ অব্দে হেবলুরমা—
অবশ্যং প্রতিযোগিতাক্রিয়াবা নিষ্পত্তি—বহিনামেতি। ১৯৭৭ খ্রিঃ অব্দে হেবলুরমা—
মিত্যাপ্রভাবাবিধানে ইচ্ছামূল্য, ১৯৭৭ খ্রিঃ অব্দে হেবলুরমা—
করোতি—ইচ্ছাতি।

তেন ভাবেনৈতি বাবৎ। কণমভিমানমাত্রাৎ সংযোগানুমানম্, তত্রাহ—সত্যোক্তি।
নিপাতোহব্যধারণে। তদ্বৈশ্বৰ্য পুনৰনুবাদোচ্চ্যর্থঃ। পাদমাগমেব গম্পুন্দকং বিবৃণোতি—
কিমিত্যাদিনা। সম্ভ্রতি স্বাপুংসযোগংপত্তিমাহ—স তথোক্ত। ননু স্বাভাবো বিরাজো বা
সংসক্তজা-পুংসাগতস্ত পিণ্ডস্ত বা। নান্দং, সপক্ষেন বিরাজগহায়াগাং, তস্ত কন্দহাং; দ্বিতীয়ে
তু আশ্রয়কামুপপত্তিস্তদ্রাহ—উন্মমতি। তথা চ সপক্ষেন কণং নবাতপণমবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ।
তবেব ক্ষুটরতি—নেত্যাদিনা। কস্ত তহি বিধাকরণম্? তৎ। কণং—কিং তহীতি। তচ্চ
বিধাকরণকর্থেতি শেষঃ। কণং তুতি তত্রাশ্রয়কঃ সম্ভবতীত্যাহ। স এব চেতি। তথাভূতঃ
সংসক্তজায়াপুং(স্ম)রিমাণোভূদিত্যাবৎ। ন কেবলং মমু, এণং। পানযোগেব লক্ষ্যতোয়িকং
নির্কচনং, কিন্তু লোকপ্রসিদ্ধয়োঃ সম্পরোরেব তদ্বোরেতদ্ মমু, মমুগামু সম্ভবাদিত্যাহ—
লৌকিকয়োরিতি। উক্তে নির্কচনে লোকাস্তবমমুকুলরতি—ভূতাদিনা। পাণিতি সহধর্ম-

চারিণীনবন্ধাৎ পূৰ্ণমিত্যর্থঃ । আকাশাচ্ছায়া বহীমাদায় অনুভবমবলম্ব্য বাচষ্টে—কন্তেতাদিনা ।
বৃগলশব্দো বিকারার্থঃ ।

অনুভবসিদ্ধেহর্থে প্রামাণিকসম্মতিমাহ—এবমিতি । দোষাপাতনে সতি একো ভাগঃ
পুরুষঃ, অপরস্ত স্ত্রীতি । অত্রৈবাহেহন্তরমাহ—যস্মাদিতি । উবহনাৎ প্রাগবহ্নায়াম্ আকাশঃ
পুরুষাঙ্কঃ স্ত্রীর্দগ্ধাঃ যস্মাদসম্পূর্ণা বর্ততে, তস্মাৎ উবহনেন প্রাপ্তস্ত্রীর্দগ্ধেন পুনরিতরো ভাগঃ
পূর্যতে, যথা বিদলার্কোহসম্পূর্ণঃ সম্পূটকরণেন পুনঃ সম্পূর্ণঃ ক্রিয়তে, তস্মাদিতি বোজনা ।
পূৰ্ণমপি স্বাভাবিকযোগাতাবশেন সংসর্গোহভূৎ, অনাদিত্বাৎ সংসারশ্চেতি স্মরিতুং পুনরিত্যুক্তম্ ।
পুরুষাঙ্কস্তত্রার্কস্ত চ মিথঃ সম্বন্ধাৎ মনুষ্যাদিসৃষ্টিরিতাহ—তামিতাদিনা ॥ ৪০ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—এই কারণেও প্রাজাপত্য পদটি সংসারান্তর্গত ; যেহেতু
সেই প্রজাপতি নিশ্চয়ই রতি—প্ৰীতি অনুভব করিতে পারিলেন না ; ঠিক আমা-
দেরই মত অতৃপ্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন । সেই হেতুই এখনও একাকী অবস্থায় কোন
ব্যক্তিই রতি অনুভব করে না । রতি অর্থ—অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিজন্ম ক্রীড়া বা
আমোদ । যে লোক অভীষ্ট বস্তু পাইতে প্রয়াসী, তাহার পক্ষে অভিলষিত
বস্তুর বিচ্ছেদ হইলে মনে যে, আকুলতা—অরতি হওরা, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে ।
তিনি (প্রজাপতি) সেই অরতি অপনোদনের জন্ত অরতিনিবারণকর্ম অপর কিছু
অর্থাৎ স্ত্রীপদার্থ ইচ্ছা করিয়াছিলেন,—তিনি স্ত্রী-বস্তু পাইতে অভিলাষ করিয়া-
ছিলেন । তিনি এইরূপ স্ত্রীলাভের ইচ্ছা করিলে পর, স্ত্রীসংযুক্তের দ্বারা তাঁহার
মানসিক ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, অর্থাৎ আপনাকে যেন স্ত্রীসংযুক্ত বলিয়া মনে
করিতেছিলেন । তিনি সত্যসঙ্গর ; এইজন্য সেই ইচ্ছার ফলে এতাবান্—এবং-
বিধ হইয়াছিলেন । কি প্রকার হইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—জগতে স্ত্রী
ও পুরুষ সেরূপ নিরানন্দভাব অপনোদনের জন্ত পরস্পরে মিলিত হইয়া যে পরি-
মাণ হয়, ঠিক সেইরূপ—সেই পরিমাণই হইয়াছিলেন । তিনি ঐরূপ ভাবনামু-
সারে আপনার এই দেহকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন । “ইমমেব দেহঃ”
(এই দেহকেই) এইরূপ বিশেষ করিয়া নির্দেশের অভিপ্রায় এই যে, মূলকারণ
হইতে বিরাট্‌দেহের বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করা, অর্থাৎ দৃঢ় বেরূপ আপনার স্বরূপটি
সম্পূর্ণরূপে বিমর্দিত বা বিরূত করিয়া পশ্চাৎ দৃঢ়ভাবে পরিণত হয়, কিন্তু
বিরাট্‌পুরুষ সেরূপ আপনার স্বরূপটি সম্পূর্ণরূপে বিমর্দিত করিয়া উক্ত পরিমাণ-
বিশিষ্ট হন নাই ; পরন্তু তাঁহার স্বরূপ পূর্বে বেরূপ ছিল, সেইরূপই রহিল ;
আপনার অমোঘ সঙ্কল্পবশে তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র, সমালিঙ্গিত স্ত্রীপুরুষাকার একটি
মূর্তিতে অভিযুক্ত হইলেন ; কিন্তু সেই বিরাট্‌রূপের কোনও পরিবর্তন হয়
নাই । “স হ এতাবান্” এই সামান্যিকরণ্য হইতে অর্থাৎ ‘সঃ’ পদের সহিত

‘এতাবান্’ পদের অর্থগত অভেদ নির্দেশ হইতেও এইরূপ অর্থই অবধারিত হইতেছে (১) ।

সেইরূপে দুইভাগে পাতন করাতেই—দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করাতেই পতি ও পত্নী নাম হইয়াছিল । ইহাই হইল ব্যবহারসিক ‘দম্পতি’ (পতি ও পত্নী) শব্দের নির্মলন বা ব্যুৎপত্তিপ্রণালী । যেহেতু এই দে, স্বামৃতি, ইহা আশ্রয়ই পৃথগ্ভাবে অবস্থিতিমাত্র ; সেই হেতু আপনার (স্বাবিবৃক্ত) শরীরটি ‘অন্ধবৃগল’ অন্ধাংশ, কেবল অর্থাৎ অন্ধ অথচ বৃগল—অন্ধবৃগল,—দার-পরিগ্রহের পূর্বে যেন অন্ধাংশে পণ্ডিতই থাকে । দারপরিগ্রহের পূর্বে কাহার অন্ধবৃগল (অন্ধাংশ), তাহা বলিতেছেন,—নিজের, অর্থাৎ আপনারই ‘অন্ধবৃগল’ ছিলেন । যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি একথা বলিয়াছিলেন । যাজ্ঞবল্ক্য শব্দের অর্থ এইরূপ—বল্ক অর্থ—বক্তা ; যজ্ঞের বল্ক—যজ্ঞবল্ক ; তাহার পুত্র—যাজ্ঞবল্ক্য [তদ্বিত অন্ প্রত্যয়.], ‘দৈবরাতি’ ইহার নামান্তর । অথবা, যজ্ঞবল্ক অর্থ—ব্রহ্মা, তাহার পুত্র—যাজ্ঞবল্ক্য । যেহেতু অন্ধাংশ-রূপ এই পুরুষদেহ আকাশ অর্থাৎ স্বাক্ষরূপ অন্ধাংশপৃষ্ঠ, সেই হেতুই সংবোজনের পর বিদলিত অন্ধাংশ যেমন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি পিবাচের পরে পুরুষের ঐ শূন্য দেহও অপরাধ—দ্বাদেহ দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে । সেই প্রজাপতি,—যাহার অপর নাম মনু, তিনি আপনার পত্নীরূপে পরিকল্পিত সেই শতরূপানামী দুহিতাতে সঙ্গত স্বা-পুরুষভাবে উপগত হইয়াছিলেন । সেই উপগমনের ফলে মনুগণ জন্মলাভ করিয়াছে—উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪৭ ॥ ৩ ॥

সো হেয়মীক্ষাক্রে কথং নু মাত্মন এব জনয়িত্বা সম্ভবতি, হস্ত তিরোহসানীতি, সা গৌরভবদৃষত ইতরস্তাৎ সমেবাববৎ, ততো গাবোহজায়ন্ত, বড়বেতরাভবদশ্ববন ইতরো গর্দভীতরা গর্দভ ইত-

(১) তাৎপৰ্য্য—ক্রটিতে ‘সঃ এতাবান্ আস’ ‘তিনি এই পরিমাণ হইয়াছিলেন’ বলা হইয়াছে । ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি (সঃ), স্বী-পুং-ভাবে প্রকাশিত হইবার পূর্বে যে রূপ ছিলেন, ঠিক সেইরূপ থাকিয়াই ‘এতাবান্’ (এই পরিমাণ) হইয়াছিলেন । পক্ষান্তরে, হস্তিকা যে রূপ ঘটাকারে পরিণত হয়, হৃদ্ব যে রূপ দধি-আকারে বিকৃত হয়, তিনিও যদি ঠিক তদ্রূপেই আপনার পূর্বতন স্বরূপটি বিকল্প করিয়া, স্বী-পুং-পরিবর্তরূপে প্রকটিত হইতেন, তাহা হইলে ‘তিনি এই পরিমাণই ছিলেন’ না বলিয়া ‘তাহার এইরূপ পরিমাণ হইয়াছিল’ বলাই সঙ্গত হইত, কিন্তু সামান্যধিকরণ বা অভেদনির্দেশ করা কখনই সঙ্গত হইত না ।

রস্তাৎ সমেবাতবৎ, তত একশক্ষমজায়তাহজেতরাভবন্ত ইতরো-
হবিরিতরা মেব ইতরস্তাৎসমেবাতবৎ, ততোহজাবয়োহজায়ন্তৈবমেব
যদিং কিঞ্চ মিথুনমা পিপীলিকাভ্যন্তঃ সর্বমমৃজত ॥ ৪১ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ—সা (পূর্কোক্তা) মনু (শতকপা), উচ (বিতর্কে)
ঈক্ষাং ক্রে মনসি আলোচনা কৃতবতা —মু (বিতর্কে) মা (মা) আশ্বনঃ
এব তন্নবহা (উৎপাদ) কণ সন্তবতি উপগচ্ছতি ৭ হস্ত পেদে তিরোহ
মান অস্তহিতা ভবেরম ইতি । এব নিশ্চিতঃ সা গোঃ গোকপা অভবৎ,
[হস্তাঃ তৎ চেষ্টিত বিদিতা । ইত্যঃ মনু অপি ঋগঃ । বুধঃ সন । তা
গোকপা শতকপামেব) সমভবৎ উৎপাদন , ততঃ তস্মাৎ উপগমনাৎ
গাবঃ অজাবন্ত (উৎপন্নঃ) অনন্তর ইত্যঃ শতকপা বডবা (অর্থাৎ
অভবৎ ইত্যঃ) মনুশ্চ) অথবন অথবন ইত্যঃ শতকপা গদভী
ইত্যঃ মনু, গদভ, সন ইত্যঃ ইত্যঃ ইত্যঃ ইত্যঃ ইত্যঃ ইত্যঃ
ততঃ সেশন (অবিভক্তগণম অথবা ইত্যঃ ইত্যঃ ইত্যঃ ইত্যঃ ইত্যঃ
অভবৎ ইত্যঃ বস্তঃ অতঃ ইত্যঃ ইত্যঃ ইত্যঃ ইত্যঃ ইত্যঃ
অভবৎ । এব কপ মনু, তান ইত্যঃ ইত্যঃ ইত্যঃ ইত্যঃ ইত্যঃ
অভ্যন্ত অবয়ঃ মেবশ্চ ইত্যঃ ইত্যঃ ইত্যঃ ইত্যঃ ইত্যঃ
৭২ কিঞ্চ মিথুন দ্বাপুতনাম ইত্যঃ ইত্যঃ ইত্যঃ ইত্যঃ ইত্যঃ
অমৃতত উৎপাদনামান ইত্যঃ ইত্যঃ ইত্যঃ ইত্যঃ ইত্যঃ

মূলানুবাদঃ—সেই শতকপ চিন্তা করিলেন, ভাল, মনু
আমাকে আপনা হইতেই উৎপন্ন করিয়া আমাতেই আমার উপগত
হইলেন কি প্রকারে? যাহা তউক, আমি তিরোহিত হই—রূপান্তরে
আবৃত্ত হই। এইকপ চিন্তা করিয়া তিনি গো হইলেন, তদদর্শনে মনুও
বৃষভকপী হইয়া তাহাতে উপগত হইলেন, সেই সংসর্গের ফলে গো-জাতির
উৎপত্তি হইল; শতকপা আবাব অথরূপা হইলেন, মনু তখন বলবান
অথরূপ ধারণ করিলেন; শতরূপা গদভী হইলেন, মনুও গদভ হইলেন;
এইরূপে তিনি সেই শতরূপাতে রমণ করিলেন; তাহাতে একশক্ষ—
যাহাদের পায়ে একটিমাত্র খুর থাকে, সেই অথ, অথতর ও গদভজাতি
উৎপন্ন হইল। পুনশ্চ শতরূপা অজা হইলেন, মনুও অজ (ছাগ)

হইলেন; শতরূপা আবার মেঘরূপ ধারণ করিলেন, মনুও মেঘরূপী
গ্রহণপূর্বক তাহাতে উপগত হইলেন; তাহাব ফলে ছাগ ও মেঘজাতি
জন্ম লাভ করিল । এইরূপেই পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া যে কিছু
ত্রীপুংভাবাপন্ন প্রাণী আছে, সে সমুদয় প্রাণী সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪১ ॥ ৪ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।—স। এতকপা উ ত ইম দেব তদিত্তগমনে স্মার্ত্তং
প্রতিবেদনমুদয়ন্তী ইত্যাক্ষরে,—‘কপ, তু ইদমর গমন, ৭২ ৩। মাম্ আত্মন এব
জনরিত্তা উৎপাশ্চ সম্ভবতি উপগচ্ছতি । যথ্যপ্যব নিবৃণ, অথ তদ্বৈদানী, তিরো-
হমানি—জাত্যন্তবেণ তিরস্তুত। ভবানি, ইত্যেবম’ ইত্যাদি অথে গোবতভবং । উৎ-
পাশ্চ-প্রাণিকর্ম্মভিঃ। জ্ঞমানায়া পুন পুন। ইত্যেবম’ ইত্যাদি মনোশ্চাভবং ।
ততশ্চ স্বেভ ইত্যব, তা সমেভাবদি ইত্যাদি প্রকৃত্যে ইত্যেব গাবোহজায়ন্ত ।
তথা বড়বা ইত্যভবং, অথবন ইত্যবঃ । তথা গদ্য-বা, গদ্যভ ইত্যবঃ । তত্র
বড়বাথন্যাদানা সমুদায়ং তত্র একশ্চ একত্বং প্রকৃত্যে ইত্যেব ব্রহ্মজায়ত ।
তথা অজৈতভবং, বস্তুভাগ ইত্যবঃ । তথা অ’-বা, মৈব ইত্যবঃ । তা
সমেভাভবং । তা গামিতি বীপ্সা, তামিতি ০২ ৭২ ৩। সমভবদেবেত্যর্থঃ ।
০৩ অজাত্য অবশ্য অজাত্যবোহজায়ন্ত । ইত্যেবম’ ইত্যাদি প্রকৃত্যে ইত্যেব
মিথুন স্বপ্ন সাক্ষ্য দ্বন্দ্বম, আ পিপীলিকাভা । পিপীলিকা-সহ অনেনৈব
প্রাণেন ০২ সমভবন্ত ৩ ৩৩২ সৃষ্টবান ॥ ৪০ ॥ ৪ ।

টীকা । ‘আ’ ও ‘পা’ যোগে ‘মাত’ ন ‘পো’ ইত্যাদি সমানপদার্থ । ‘মাত’ ‘পা’ ইত্যাদিকর্ম্মিত
যাবৎ । অ’ ৩ ৩ ৩২ ৩২ তদিত্তগমন, মাত্ত্বশ্চাপকম পদার্থ । ‘পা’ ৩ ৩ ৩২ ৩২
স্বত্বভাবিত মতঃ—কপমিতি । ‘ওষোজাত্যবগমন’ কবাম একত্বং বড়পতি । শতরূপায়
গোভাবনাপ্রাণায়ুভাবিতভাবো মনোভবতু, বাবগ যথোক্ত ০২ ৩৩২, ওষোজাত্যবগিতভাবে
তু ন কারণমন্ত তালকাত—উৎপাদো, ৩ । ততস্তত্ত্বা । ‘পা’-বাবগনপদার্থ যাবৎ । গবঃ
০২ ৩৩২ মিথঃ সমভবং ত ৩ ৩৩২ ৩৩২ । ততঃ ওষোজাত্যবগিত ০২ ৩৩২ ৩৩২ । বাক্যদ্বয়ে বীপ্সা
বিবাকিতে তাহ—তামিতি । ‘তামেভাভবতি’—তামজামি ৩৩ ৩৩ ৩৩২ তাং গদ্যভী-
তেতাপি ব্রহ্মণ্যম্ । ততো মিথ সমভবদ্ব্যপেক্ষাভিঃ যাবৎ । ‘বাবগ’-পাণানিহাং প্রত্যেকমুপ-
দেশাসমভবঃ মথানঃ সাক্ষ্যোপসংহতি—এবমেবেতি । ‘৩৩৩’-৩৩ ৩৩২ মিথুনমিতি ।
পতুর্গণপ্রযোগোক্ত্যঃ ॥ ৪১ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—সেই পূর্বোক্ত এই এতকপা ৩৩২ তদিত্তগমনে স্মৃতি-
শাস্ত্রোক্ত দেব অরণ্যপূর্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন—‘না, একপ অকার্য্য
কিরূপে সম্ভবপর হয় ? বে, আমাকে আপনা হইতেই উৎপাদন করিয়া কত-
স্থানীয় সেই আমাকেই সন্তোগ করিতেছেন। যদিও ইনি (মহু) স্মরণশূন্য

নির্লজ্জ হউন, তথাপি আমি তিরোহিত হই—ভিন্নজাতীর শরীর গ্রহণ করিয়া আপনাকে আবৃত করি। শতরূপা এইরূপ বিবেচনা করিয়া গোরূপা হইলেন। অষ্টব্য বিভিন্ন প্রাণীর কৰ্ম্মানুসারে শতরূপার ও তৎসংবাদক মনুর মনে বারং-বার সেই একই ভাবের উদয় হইতে লাগিল। শতরূপা গোরূপ ধারণ করিলে পর, মনু ও ঋষভ (বৃষ) হইয়া তাঁহাতে (শতরূপাতে) উপগত হইলেন, ইত্যাদি কথার ব্যাখ্যা পূর্ববৎ। সেই সম্বোধনের ফলে গোজাতি জন্মলাভ করিল। শতরূপা বড়ুয়া (ঘোটকী) হইলেন, মনু ও অশ্বরূপী হইলেন; পুনরায় শতরূপা হইলেন গর্দভী, আর মনু হইলেন গর্দভ। তন্মধ্যে বড়ুয়া প্রভৃতির সঙ্গে অশ্ববৃষ প্রভৃতির সঙ্গমের ফলে একশল, অর্থাৎ একধুরবিশিষ্ট অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দভ, এই তিনটি জাতির জন্ম হইল। এইরূপ শতরূপা আবার হইলেন অজা, আর মনু হইলেন মেঘ; মনু তাহাতেও উপগত হইলেন;—এখানে ‘তাম্’ পদের বীজ্য (দ্বিকল্পিত) বুদ্ধিতে হইবে; [স্মৃতরাং অর্থ হইতেছে—] সেই সেই অজা ও মেঘাদিরূপ—প্রত্যেকেতেই উপগত হইরাছিলেন। সেই সঙ্গমের ফলে ছাগ ও মেষজাতির জন্ম হইল। জগতে পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া যত কিছু মিথুন—স্ত্রী-পুরুষভাবাপন্ন প্রাণী, তৎসমস্তই উক্ত প্রকার প্রণালী অনুসারে উৎপাদন করিলেন (১) ॥ ৪১ ॥ ৪ ॥

সোহবেদহং বাব সৃষ্টিরম্মাহু ইদং সর্বগসৃষ্টিতি, ততঃ
সৃষ্টিরভবং, সৃষ্ট্যাং হাশ্রুতশ্রুত্যাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ—সঃ (প্রজাপতিঃ) [ইদং জগৎ সৃষ্ট্বা] অবৎ অমন্তত);
যং অহং (প্রজাপতিঃ) বাব (এব) সৃষ্টিঃ (সৃজ্যতে ইতি সৃষ্টিঃ—সৃষ্টং বস্তু)
অস্মি (ভবামি); হি (যস্মাৎ) ইদং (দৃশ্যমানং) সর্বং অসৃষ্টি (সৃষ্টবান্

(১) তাৎপর্য—আদিপুরুষ প্রজাপতি আপনার মানস সঙ্কল্প-প্রভাবে আপনার দেহ হইতেই একটি স্ত্রী ও পুরুষমুষ্টিতে বিভক্ত হইলেন। সেই স্ত্রী ও পুরুষমুষ্টি দুইটি তাঁহা হইতে বস্তুতঃ পৃথক্ না হইলেও, তাহা দ্বারাই পৃথগ্ভাবে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ক্রমে মনুষ্য, গো প্রভৃতি প্রাণিনিবহ সৃষ্টি করিলেন এবং উত্তরোত্তর সেই সৃষ্টির বিকাশেই এই বিশাল প্রাণিজগৎ পরিপূর্ণ হইল। পুরুষটির নাম হইল মনু, আর স্ত্রীটির নাম হইল শতরূপা।

যাঁহারা বলেন, এই প্রাণিজগতের সৃষ্টি এক সময়ে হয় নাই, প্রকৃতির পরিণাম-বৈচিত্র্যে অথবা ঈশ্বরের ভূয়োদর্শনজাত অভিজ্ঞতার ফলে ক্রমে ক্রমে এই জগৎ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, তাঁহাদের উক্তি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ও যুক্তিবিহীন।

অগ্নি) ইতি । ততঃ (যস্মাৎ প্রজাপতিরেব সৃষ্টিশব্দেন আত্মানং নির্দিদেশ, তস্মাৎ) সৃষ্টিঃ (সৃষ্টিনামা) অভবৎ [প্রজাপতিঃ] । যঃ এবং সৃষ্টিতৎপৎ) বেদ (বিজ্ঞানীতি), [সঃ] অস্ত্র (প্রজাপতেঃ) এতস্তাং সৃষ্ট্যাং ভবতি (প্রভবতি—স্রষ্টা ভবতি ইত্যর্থঃ) ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ :—সেই প্রজাপতি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন—যেহেতু আমিই এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, সেই হেতু আমিই সৃষ্টি, অর্থাৎ আমার সৃষ্ট সমস্ত পদার্থই মৎসরূপ । সেই চিন্তার ফলেই তাঁহার সৃষ্টি নাম হইল । যে লোক প্রজাপতির এবং-বিধ সৃষ্টিতত্ত্ব অবগত হন, তিনিও প্রজাপতির সৃষ্ট জগতে স্রষ্টা হইয়া লাভ করেন ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ :—স প্রজাপতিঃ সর্গমিদং জগৎ সৃষ্টা অবৎ । কথম্ ? অহং বাব অহমেব সৃষ্টিঃ—সৃজাত ইতি সৃষ্টিঃ জগদ্রচ্যতে সৃষ্টিরিতি,—যস্মাৎ সৃষ্টং জগৎ মদভেদদ্বাং অহমেবাস্মি, ন মন্তো বাতিরিচ্যতে । কৃত এতৎ ? অহং হি যস্মাৎ ইদং সর্গং জগদসৃষ্টি সৃষ্টবানস্মি, তস্মাদিত্যর্থঃ । যস্মাৎ সৃষ্টিশব্দেন আত্মানমে-বাভ্যধাৎ প্রজাপতিঃ, ততস্তস্মাৎ সৃষ্টিরভবং সৃষ্টিনামাভবৎ । সৃষ্ট্যাং জগতি হ অস্ত্র প্রজাপতেঃ এতস্তাম্ এতস্মিন্ জগতি স প্রজাপতিবৎ স্রষ্টা ভবতি, স্বাত্মনো-হনন্তভূতস্ত জগতঃ । কঃ ? য এবং প্রজাপতিবৎ যথোক্তং স্বাত্মনোহনন্তভূতং জগৎ, সাধ্যাত্মাধিভূতাদিদেবং জগদহমস্মি ইতি বেদ ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

টীকা । যদ্যপি মন্যদিসৃষ্টিরবোক্তা, তথাপি সর্গা সৃষ্টিশব্দভেদে সিদ্ধবৎকৃত্যাহ—স প্রজাপতিরিতি । অবগতিং প্রমুখকং বিশদয়তি—কথমিতিাদিনা । কথং সৃষ্টিরস্মীত্যবধাৰ্য্যতে, কর্তৃক্রিয়য়োঃ একত্বাযোগাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—সৃজাত ইতীতি । পরার্থমুক্তা বাক্যার্থমাহ—যস্ময়েতি । জগচ্ছব্দাৎপরি তচ্ছব্দমধ্যাহিত্য অহমেব তদস্মীতি সম্বন্ধঃ । তত্র হেতুমাহ—মদভেদবাদিতি । এবকার্যার্থমাহ—নেতি । মদভেদবাদিতুক্তমাক্ষিপ্য সমাধত্তে—কৃত ইত্যাদিনা । ন হি সৃষ্টিং স্রষ্ট্রূরর্থাস্তরং, তস্মৈব তেন তেন মায়াবিবৎ অবস্থানাদিত্যর্থঃ । ততঃ সৃষ্টিরিত্যাগি ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি । কিমর্থম্ স্রষ্ট্রূরেণা বিভূতিরূপদিষ্টেতাশঙ্ক্যাহ—সৃষ্ট্যমিতি । জগতি ভবতীতি সম্বন্ধঃ । বাক্যার্থমাহ—প্রজাপতিবদিতি ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—সেই প্রজাপতি এই বিশাল জগৎ সৃষ্টি করিয়া মনে করিয়াছিলেন । কি প্রকার ? আমিই সৃষ্টি, অর্থাৎ আমি যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা আমা হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ বস্তু নহে ; সুতরাং আমিই হইতেছি—সৃষ্টিস্বরূপ ; সৃষ্টির কোন বস্তুই আমা হইতে অতিরিক্ত নহে । এখানে সৃষ্টি অর্থ

—বাহা সৃষ্ট হয় ; সুতরাং সৃষ্টিশব্দে প্রজাপতি-সৃষ্ট সমস্ত জগৎই বুঝাইতেছে । কি কারণে প্রজাপতির সৃষ্টরূপত্ব সম্ভব হয় ? যেহেতু আমিই এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, সেই হেতুই ইহা আমা হইতে অতিরিক্ত নহে । প্রজাপতি যেহেতু আপনাকেই সৃষ্টি শব্দে অভিহিত করিয়াছিলেন, সেই হেতুই প্রজাপতিসৃষ্ট এই জগৎগুলে সৃষ্টি নাম প্রচলিত হইয়াছে । সে ব্যক্তিও প্রজাপতির দ্বারা আপনার অনতিরিক্ত জগৎনির্মাণে সমর্থ হয় ; কোন্ ব্যক্তি ? না, যে ব্যক্তি এই প্রকারে—প্রজাপতির দ্বারা আপনার অনতিরিক্তস্বরূপ এই জগৎকে ‘আমিই হইতেছি—অধ্যাত্ম, অধিদেব ও অধিভূতাত্মক এই জগৎস্বরূপ’, এইরূপে অবগত হন, তিনি ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

অথৈত্যান্মসৃজং স মুখাচ্চ যোনেহস্তাত্যাঞ্চাগ্নিমসৃজত, তস্মাদেতত্তুভয়মলোমকমন্তরতো। অলোমকা হি যোনিরন্তরতঃ । তদ্বদিদমাহুরমুং যজামুং যজেত্যেকৈকং দেবমেতশ্চৈব সা বিন্ধ্যষ্টিরেব উ ছেব সর্বৈ দেবাঃ ।

অথ বৎকিঞ্চিদমার্দ্ং তদ্রেতসোহসৃজত, তত্ সোমঃ, এতাবদ্বা ইদং সর্বমগ্নৈবান্নাদশ্চ—সোম এবান্নমগ্নিরান্নাদঃ, সৈবা ব্রহ্মণোহতিসৃষ্টিঃ । যচ্ছুর্যসো দেবানসৃজতথ যন্মর্ত্যঃ সম্মৃতানসৃজত তস্মাদতিসৃষ্টিরতিসৃষ্ট্যাং হাশ্চৈতস্ত্যাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪৩ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ :—অথ (জ্ঞী-পুরুষসৃষ্টেরনন্তরং) সঃ (প্রজাপতিঃ) অভ্য-মসৃজং (মহনমকরোং) ; [তদেব প্রপঞ্চয়ন্ আহ—] ইতি (এবংপ্রকারেণ) মুখাং যোনেঃ হস্তাত্যাং চ [করণাত্যাং] (হস্তাত্যাং মধ্যমানাং আত্মনো মুখ-রূপাদ যোনেরিত্যর্থঃ) অগ্নিম্ অসৃজত (সৃষ্টবান্) ; তস্মাং (মহনজাগ্রিযোনিদ্বাং হেতোঃ) এতৎ উভয়ং (হস্তো মুখং চ) অন্তরতঃ (অভ্যন্তরাবচ্ছেদেন) অলো-মকং (লোমবর্জিতং) ; হি (তথাহি) যোনিঃ (জ্ঞী-চিকুমপি) অন্তরতঃ (অভ্য-ন্তরে) অলোমকা (লোমরহিতা এব) । তং (তস্মাং হেতোঃ) [বাজিকাঃ] দেবম্ (অগ্নাদিকম্) একৈকং (স্বরূপতো ভিন্নং) [মজ্জমানাঃ] যং আহঃ (বদন্তি)—‘অমুং (অগ্নিং) যজ, অমুং (ইজ্রং) যজ’ ইতি, [তং ন সমীচীন-নিত্যভিপ্রায়ঃ ।] হি (যস্মাং) সা বিন্ধ্যষ্টিঃ (সর্বা সৃষ্টিঃ) এতত্ত (প্রজাপতিঃ)

এব । এবঃ (প্রজাপতিঃ) এব সর্কে দেবাঃ (অগ্ন্যাত্মকঃ, অতো দৈবতভেদ-
বুদ্ধিঃ ভ্রমরূপা ইত্যর্থঃ) ।

[ভোক্তা অগ্নিরূকঃ, ইদানীং ভোগ্যমন্নমাহ—] অথ (অগ্নিসৃষ্ট্যানন্তরং)
ইদং (অন্নভূয়মানম্) যৎ কিঞ্চ (যৎকিঞ্চিৎ) আর্দ্র (দ্রব্যাত্মকং বস্তু, সোম
ইতি যাবৎ), তৎ (সর্কং) রেতসঃ (প্রজাপতেঃ স্বর্কীয়ং বাজ্যং) অমৃজত । তৎ
(প্রজাপতিনা সৃষ্টং দ্রব্যাত্মকং বস্তু) উ (নিশ্চয়ে) সোমঃ (অদনীয়ঃ সোমঃ) ।
ইদং সর্কং (জগৎ) এতাবৎ বৈ (এতৎপরিমাণম্)—অন্ন চ এব, অন্নাদঃ চ এব
(ভোক্তা-ভোগ্যাত্মকমেব) । [তত্র] সোমঃ এব অন্ন (ভক্ষণীয়ং), অগ্নিঃ এব
চ অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা) । সা এষা (বক্ষ্যমাণা) ব্রহ্মণঃ (প্রজাপতেঃ) অতিসৃষ্টিঃ
(আত্মনোহপি অধিকা), যৎ শ্রেয়সঃ (প্রশস্ততরান্) দেবান্ অমৃজত (সৃষ্টবান্) ।
[কৃত এতৎ ? ইত্যাহ—] যৎ [প্রজাপতিঃ স্বয়ং] মর্ত্যঃ (মরণধর্ম্মা সন্) অমৃ-
তান্ (মরণশূন্যান্—অমৃজত ; তন্মাতং (হেতোঃ) [দেবসৃষ্টিঃ] অতিসৃষ্টিঃ
[উচ্যতে] । যঃ এব (যথোক্তপ্রকারে) অতিসৃষ্টিতত্ , বেদ, সং অস্ত্র (প্রজা-
পতেঃ) অতিসৃষ্টা ভবতি (প্রভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৪৩ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ :—অতঃপর প্রজাপতি মন্তনক্রিয়া করিয়াছিলেন ।

[সেই মন্তন দ্বারা] হস্ত ও মুখরূপ উৎপত্তিস্থান হইতে ভোক্তৃস্বরূপ
অগ্নি সৃষ্টি করিলেন ; এই কারণেই এই উভয় স্থান (মুখ ও হস্ত)
অভ্যন্তরভাগে লোমবিহীন ; উৎপত্তি-স্থান স্ত্রীচিহ্নও অভ্যন্তরে লোম-
হীনই বটে । অতএব যাজ্ঞিকেরা যে, বলিয়া থাকেন, ‘অমুকের যাগ কর,
অমুকের যাগ কর’, তাহাতে তাহারা ঐ সমস্ত দেবতাকে বিভিন্ন বলিয়াই
মনে করেন ; [কিন্তু তাহা তাহাদের ভ্রম ;] কারণ, ঐ সমস্ত দেবতা এই
প্রজাপতিরই সৃষ্টি, এবং ইনিই সে সমস্ত দেবতাস্বরূপ ।

অতঃ পর, যাহা কিছু আর্দ্র অর্থাৎ দ্রবময় রসময় বস্তু, তাহা তিনি রেতঃ
হইতে (আত্মনিহিত বীজ হইতে) সৃষ্টি করিলেন । সেই আর্দ্র বস্তুটি
হইতেছে সোম । এই সমস্ত সৃষ্টিই এতদুভয়াত্মক—অন্ন ও অন্নাদময়
(ভোক্তৃ-ভোগ্যাত্মক) ; তন্মধ্যে সোমই অন্ন, আর অগ্নিই অন্নাদ অর্থাৎ
অন্নভোক্তা । তিনি যে, নিজের অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর দেবভাগগণকে
সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই তাহার (প্রজাপতির) অতিসৃষ্টি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট

সৃষ্টি ; যেহেতু তিনি নিজে মরণশীল (মর্ত্য) ইইয়াও অমৃত অর্থাৎ মরণ-বিহীন দেবতাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন ; সেই হেতুই ইহা অতিসৃষ্টি । যে লোক প্রজাপতির এই সৃষ্টিতত্ত্ব যথোক্তপ্রকারে জানেন, তিনি নিজেও প্রজাপতির অতিসৃষ্টিতে প্রভু হু লাভ করেন ॥ ৪৩ ॥ ৬ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :—এবং স প্রজাপতির্জগদিদং মিথুনাশ্বকং সৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণা-দিবর্ণনিয়ন্ত্রীর্দেবতাঃ সিস্কুরাদৌ—অগ-ইতি শব্দদ্বয়মভিনয়প্রদর্শনার্থম্—অনেন প্রকারেণ মুখে হস্তৌ প্রক্ষিপা অভ্যমন্তুঃ আভিমুণ্যন মন্তনমকরোং । স মুখং হস্তাভ্যাং মণিহা, মুখাচ্চ যোনেহ স্তাভ্যাঞ্চ যোনিভ্যাং অগ্নিঃ ব্রাহ্মণজাতেরনু-গ্রহকর্তারম্ অমৃজত সৃষ্টবান্ । যন্মাং দাহকস্তাগ্নেযোনিঃ এতজ্জন্মঃ—হস্তৌ মুখঞ্চ, তস্মাজ্জন্মপ্যেতদলোমকং লোমবিবর্জিতম্ । কিং সর্কমেব ? ন ; অন্তরতঃ অভ্য-ন্তরতঃ । অস্তি হি যোক্তা সামান্যমূতরস্তাত্ত্বা । কিম্ ? অলোমকা হি যোনি-রন্তরতঃ স্ত্রীণাম্ । তথা ব্রাহ্মণোহপি মুখাদেব জজ্ঞে প্রজাপতেঃ ; তস্মাদেক-যোনিহাং জ্যেষ্ঠেনেবামুজোহনুগৃহতে অগ্নিনা ব্রাহ্মণঃ । তস্মাদব্রাহ্মণোহগ্নি-দেবত্যৌ মুখবীর্ঘ্যশ্চেতি ক্রতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধম্ । ১

তথা বলাশ্রয়াভ্যাং বাহুভ্যাং বলভিদাদিকং ক্ষত্রিয়জাতি-নিয়ন্তারং ক্ষত্রিয়ঞ্চ । তস্মাদৈক্সং ক্ষত্রং বাহুবীর্ঘ্যশ্চেতি ক্রতো স্মৃতৌ চাবগতম্ । তথা উরুত ঈহা-শ্রয়াৎ বসাদিলক্ষণং বিশো নিয়ন্তারং বিশঞ্চ । তস্মাং কৃষ্যাদিপরো বসাদি-দেবতাশ্চ বৈশ্বঃ । তথা পূবণঃ পৃথ্বীদৈবতঃ শূদ্রঃ চ পট্টাং পরিচরণক্ষমম্ অমৃজ-তেতি ক্রতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধেঃ । তত্র ক্ষত্রাদিদেবতাসর্গমিহানুকূলং বক্ষ্যমাণমপি উক্ত-বত্পসংহরতি সৃষ্টিসাকল্যানুকীর্তনৌ । যথেষং ক্রতির্স্বাবস্থিতা, তথা প্রজাপ-তিরেব সর্কে দেবা ইতি নিশ্চিতোর্থঃ, অষ্টূরনন্ত্রাং সৃষ্টানাম্, প্রজাপতিনৈব সৃষ্টহাং দেবানাম্ । ২

অথৈবং প্রকরণার্থে ব্যবস্থিতে তৎস্বতাভিপ্রায়েণ অবিদ্বন্মতাস্তুরনিক্লেপস্তাসঃ । অগ্নিনিদা অগ্নস্তত্তয়ে (ক) । তং তত্র কৰ্ম্মপ্রকরণে কেবলযাজ্ঞিকা যাগকালে যদিদং বচ আহঃ—‘অমুমগ্নিঃ যজ, অমুমিহ্নঃ যজ’ ইত্যাদি নাম-শব্দ-স্তোত্রকৰ্ম্মাদি-ভিন্নস্বাং ভিন্নমেব অগ্নাদিদেবম্ একৈকং মন্তমানা আহরিত্যভিপ্রায়ঃ । তং ন তথা বিদ্বাং ; তস্মাদেতৈশ্চৈব প্রজাপতেঃ সা বিন্ধুষ্টির্দেবভেদঃ সর্কঃ ; এব উ হি এব প্রজাপতিরৈব প্রাণঃ সর্কে দেবাঃ । ৩

(ক)—নিদোপস্থাসেনাত্তনিদাঃনিদাঃঐব, কিং অগ্নস্তত্তয়ে ইতি কচিং পাঠঃ

অত্র বিপ্রতিপত্তন্তে—পর এব হিরণ্যগর্ভ ইত্যেকৈ; সংসারীত্যপরে; পর এব তু মদ্ববর্ণাং—“ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহ্” ইতি শ্রুতে; “এব ব্রহ্মৈব ইন্দ্র এব প্রজাপতিরেতে সর্কে দেবাঃ” ইতি চ শ্রুতে; স্বতেশ্চ—

“এতমেকৈ বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্তে প্রজাপতিম্” ইতি ।

“যোহসাবতীন্দ্রিযোহগ্রাহঃ যুগ্মোহব্যক্তঃ সনাতনঃ ।

সর্বভূতমরোহচিস্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বর্তো ॥” ইতি চ ।

সংসার্যেব বা স্থাং,—“সর্কান্ পাপ্যান্ ঔবং” ইতি শ্রুতে; ন হুসংসারিণঃ পাপুদাহপ্রসঙ্গোহস্তু; ভগ্নারতি-সংযোগশ্চবর্ণাচ্চ; “অথ যদ্বর্তাঃ সন্নয়তান-সৃজত” ইতি চ, “হিরণ্যগর্ভঃ পশুত জায়মানম্” ইতি চ মদ্ববর্ণাং; স্বতেশ্চ কশ্ম্বিলাকপ্রক্রিয়াম্—

“ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্মো মহানব্যক্রমেব চ ।

উত্তমাং সাধিকীমেতাং গতিমাহর্ষনোশিনঃ ॥” ইতি । ৪

অথৈবঃ বিরুদ্ধার্থানুপপত্তেঃ প্রামাণ্যাবাধাত ইতি চেৎ; ন; কল্পনাস্ত-রোপপত্তেরবিরোধঃ উপাধিবিশেষসম্বন্ধাৎ বিশেষকল্পনাস্তরনুপপত্ততে;

“আসীনো দূরঃ ব্রজতি শয়ানো বাতি সর্কতঃ ।

কন্তুঃ মদামদং দেবং মদগ্নৌ দ্বাতুমহতি ॥”

ইত্যেবমাদিশ্রুতিভাঃ । উপাধিবশাং সংসারিহ্ম, ন পরমার্থতঃ; স্বতোহ-সংসার্যেব । এবমেকং নানাস্থং হিরণ্যগর্ভম্ । তথা সর্কজীবানাম্, “তস্ব-মসি” ইতি শ্রুতে । হিরণ্যগর্ভস্থপাধিস্থত্যাতিশয়পেক্ষয়া প্রায়শঃ পর এবৈতি শ্রুতিস্মৃতিবাদাঃ প্রবৃত্তাঃ; সংসারিহ্ম কচিদেব দশয়ন্তি । জীবানাং তু উপাধি-গতাস্থদ্ধিবাচ্যতাং সংসারিহ্মেব প্রায়শোহভিলপাতে । ব্যাবৃত্তকৃত্তমোপাধি-ভেদাপেক্ষয়া তু সর্কঃ পরহেনাভিধীয়তে শ্রুতিস্মৃতিবাদৈঃ । ৫

তর্কিকৈস্ত পরিভ্রাণ্যগমবলৈঃ—অস্তি নাস্তি, কন্তা অকন্তা ইত্যাদি বিরুদ্ধং বহু তর্কযন্তিরাকুলীকৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ; তেনার্থনিশ্চয়ো দুর্ভভঃ । যে তু কেবল-শাস্ত্রাহুসারিণঃ শাস্ত্রদর্পাঃ, তেষাং প্রত্যক্ষবিষয় ইব নিশ্চিতঃ শাস্ত্রার্থো দেবতাদি-বিষয়ঃ । ৬

তত্র প্রজাপতেরেকম্ দেবতান্নাদি-লক্ষণো ভেদো বিবক্ষিত ইতি—তত্রাগ্নি-কল্কোহন্নাদঃ, অন্নান্তঃ সোম ইদানীমুচ্যতে । অথ যৎকিঞ্চিদং লোকে আর্জং স্রবাস্ব-কম্, তৎ রেতস্ আদ্যনো বীজাদসৃজত; “রেতস আপঃ” ইতি শ্রুতে । স্রবাস্বকশ্চ সোমঃ; তস্মাৎ যদ্বার্জং প্রজাপতিনা রেতসঃ সৃষ্টম্, তচ্ সোম এব । এতাবধৈ

এতাবদেব, নাতোহধিকম্, ইদং সৰ্বম্ । কিং তৎ ? অন্নৈকৈব সোমো ব্রহ্ম-
কত্বাদাপ্যায়কম্ ; অন্নাদশ্যগ্নিঃ, ঔক্ষ্যাং কল্পত্বাচ্চ । তত্রৈবমবদ্বিরতে—সোম
এবান্নম্, বদন্ততে তদেব সোম ইত্যর্থঃ ; য এবাত্তা, স এবাগ্নিঃ ; অৰ্ধবলান্নি অবধার-
ণম্ । অন্নমগ্নিরপি কচিং হুৰমানঃ সোমপক্ষৈব ; সোমোহপি ইজামানোহ-
গ্নিরেব, অভৃত্বাৎ । এবমগ্নীষোমায়কং জগৎ অগ্নিত্বেন পশুন ন কেনচিদোষণ
লিপাতে ; প্রজাপতিশ্চ ভবতি । সৈবা ব্রহ্মণঃ প্রজাপতে: অতিসৃষ্টিরাশ্বনোহ-
প্যাতিশয়া । ৭

কা সা ? ইত্যাহ—বৎ শ্রেয়সঃ প্রণস্ততরাদান্ননঃ সকাশাদ্ যস্মাদসৃজত
দেবান, তস্মাদেবসৃষ্টিরতিসৃষ্টিঃ । কথং পুনরাশ্বনোহতিশয়া সৃষ্টিঃ ? ইতাত
আহ—অপ বদ যস্মাৎ মৰ্ত্তাঃ সন্ মরণধৰ্ম্মা সন্, অমৃতান্ অমরণধৰ্ম্মিণো দেবান্,
কৰ্ম্মজ্ঞানবহ্নিনা সৰ্ম্মানাদান্ননঃ পাপান ওষিত্বা অসৃজত ; তস্মাদিদম্ অতিসৃষ্টিকৃত-
কষ্টজ্ঞানস্ত ফলমিত্যর্থঃ । তস্মাদেতামতিসৃষ্টিঃ প্রজাপতেরাশ্বভূতাং যো বেদ, স
এতস্তামতিসৃষ্ট্যাং প্রজাপতিরিব ভবতি প্রজাপতিবদেব শ্রষ্টা ভবতি ॥ ৪৩ ॥ ৬ ॥

টীকা । নমু সৰ্ম্মা সৃষ্টিকৰ্ত্তা, উক্তং চ প্রজাপতেৰ্হিত্তিসম্বীৰ্ত্তনকলং, কিমবশিষ্টতে,
যদৰ্থমুত্তরং বাক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমিতি । আদাবভ্যমহুদিতি সম্বন্ধঃ । অভিনয়প্রদর্শনমেব
বিপদয়তি—অনেনেনতি । মুখাদেবগ্নিঃ প্রতি যোনিহে গমকমাহ—যস্মাদিতি । প্রত্যক্ষবিরোধঃ
শক্তিহা দুৰয়তি—কিমিত্যাদিনা । হস্তয়োৰ্মুখে চ যোনিশ্লকপ্রযোগে নিমিত্তমাহ—অন্তি হীতি ।
প্রজাপতেৰ্মুখং ইধমগ্নিঃ সৃষ্টোহপি কথং ব্রাহ্মণমমুগুহুতি, তদ্রাহ—তথ্যেতি । উক্তংত্ব
ঋতিস্মৃতিসংবাদঃ—দর্শয়তি—তস্মাদিতি । ‘আগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণঃ’ ইত্যাক্ষা ঋতিস্তদমুসারিণী
চ স্মৃতির্দ্রষ্টব্য । ১

‘অগ্নিমসৃজত’ ইত্যেতদ্ব্যপলকণার্থমিত্যাভিপ্রেতা সৃষ্টাস্তরমাহ—তথ্যেতি । বলতিদিল্লঃ ।
আদিশ্লকেন বরুণাদিগৃহ্যতে । কদ্রিয়ং চাসৃজত ইত্যমুবর্ত্ততে । উক্তমর্থং প্রমাণেন ত্রুয়তি—
‘তস্মাদিতি । ‘ইল্লো রাজস্বঃ’ ইত্যাক্ষা ঋতিস্তদমুসারিণী চ স্মৃতিরবধেয়া । বিশং চাসৃজতেতি
পূৰ্ব্ববৎ । ঐহাশ্রাদ্বুক্তো জাতব্যঃ বধ্যাদেজ্জ্যেষ্ঠিহঃ চ তচ্ছঙ্কার্থঃ । ‘পত্যাং শূদ্রোহজ্যাত’
ইত্যাক্ষা ঋতিস্তথাবিধা চ স্মৃতিরমুসৰ্ত্তব্য । অগ্নিসংগত বক্ষ্যমাণেশ্রাদিসংগোপলকণে সতি
সৃষ্টিসাকল্যাদেষ উ এব সৰ্ব্বৈ দেব ! ইত্যুপসংহারসিদ্ধিরিতি ফলিতমাহ—তথ্যেতি । উক্তেন
বক্ষ্যমাণোপলকণঃ সৰ্ব্বলকঃ সূচয়তীতি ভাবঃ । কিঞ্চ সৃষ্টিরত্র ন বিবক্ষিতা, কিন্তু যেন
প্রকারেণ সৃষ্টিঋতিঃ স্থিতা, তেন প্রকারেণ দেবতাদি সৰ্ব্বাঃ প্রজাপতিয়েবেতি বিবক্ষিত-
মিত্যাহ—তথ্যেতি । তত্র হেতুমাহ—শ্রষ্ট্রিতি । ‘তথাপি কথং দেবতাদি সৰ্ব্বাঃ প্রজাপতিমাত্র-
মিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রজাপতিনেনতি । ২

‘তদ্বদিত্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তথ্যেতি শ্রষ্ট্রা প্রজাপতিয়েব সৃষ্টং সৰ্ব্বাঃ কাৰ্য্যমিতি
প্রকরণার্থে পূৰ্ব্বোক্তপ্রকারেণ ব্যবহৃতে সত্যসত্তরং তত্বেব স্মৃতিবিবক্ষা তদ্বদিত্যাদি-

বিষম্যভাস্তরস্ত নিদ্বার্যঃ বচনমিত্যর্থঃ । মতান্তরে নিম্নিত্যেপি কথং প্রকরণার্থঃ স্ততো ভবতীত্যাপেক্ষ্যাহ—অন্তেতি । ঐক্যং দেবমিত্যন্ত তাৎপর্যমাহ—নামেতি । কাঠকং কালাপ-
কমিতিবৎ নামভেদাৎ ক্রতুঃ তত্ত্বদেবতাস্থিতিভেদাদ্ ঘটকটাদিবং অর্থক্রিয়াভেদাচ্চ এতোকং
দেবানাং ভিন্নত্বাৎ কৰ্ম্মণামেতদ্বচনমিত্যর্থঃ । আদিশব্দেন রূপাদিভেদাৎ তত্ত্বিন্নত্বং সংগৃহ্যতি ।
নবত্র কৰ্ম্মণাং নিম্না ন প্রতিষ্ঠাতি, তন্মতেপস্তাসংশ্বেব প্রতীতেরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তন্নেতি ।
একন্তেব প্রাপ্তানেকবিধো দেবতাপ্রভেদঃ শাকলাব্রাহ্মণে বক্ষ্যত ইতি বিবক্ষিত্বা বিশিনষ্টি—
প্রাপ ইতি । ৩

অগ্ন্যগ্নয়ো দেবাঃ সৰ্ব্বৈ প্রজাপতিরবেতুক্তং, সম্ভ্রতি তৎপরুপনিদিধারয়িষয়া তত্র বিপ্রতি-
পত্তিঃ দর্শয়তি—অন্তেতি । হিরণ্যগৰ্ভস্ত পরমাত্মে, দ্বিতীয়ে কল্পে সংসারিত্বং বিশেষমিতি
বিভাগঃ । তত্র পূৰ্ণপক্ষং গৃহ্যতি—পর এব ইতি । নহু একস্তানেকাত্মকত্বং মন্ববর্ণাদব-
গম্যতে, ন তু পরমাত্মকং প্রজাপতেরিত্যাশঙ্ক্য ব্রাহ্মণবাক্যমুদাহরতি—এব ইতি । ব্রহ্ম-
প্রজাপতী হৃদ-বিরাজৌ । এষশব্দঃ পরমাত্মবিষয়ঃ । স্মৃতেচ পর এব হিরণ্যগৰ্ভ ইতি সম্বন্ধঃ ।
তত্রৈব বাক্যাস্তরং পঠিত—যোহসাবিতি । কৰ্ম্মেল্লিয়াবিসয়ত্বমতাল্লিয়ত্বম্ । অগ্ন্যহুত্বং
জ্ঞানেল্লিয়াবিসয়ত্বম্ । তত্র হেতুমাহ—হৃদোহবাক্ত ইতি । ন চ তত্ত্বাসং, প্রমাদাদিভাবা-
ভাবসাক্ষিভেদে ন সবাঃ সবাদিত্যাহ—সনাতন ইতি । ইতচ্চ তত্ত্ব নাসং, সৰ্ব্বোমাত্মত্বাদিত্যাহ—
সৰ্ব্বৈতি । অন্তঃকরণবিষয়ত্বমাহ—অচিন্ত্য ইতি । যোহসৌ পরমাত্মা যথোক্তবিশেষণঃ, স এব
অগ্নং বিরাজাঙ্মনা ভূতবানিত্যাহ—ন এবৈতি । মন্বব্রাহ্মণস্মৃতিসু পরস্ত সৰ্ব্বদেবতাস্থত্বদুষ্টেরত্র চ
হৃদস্ত তৎপ্রতীতেতত্ত্ব পরমিত্যুক্তান্ ; ইদানীং পূৰ্ণপক্ষান্তরমাহ—সংসাধ্যোবেতি । সৰ্ব্বপাপু-
দাহশ্রবণমাত্রেণ কলং প্রজাপতেঃ সংসারিত্বং, তদ্রাহ—ন হীতি । “অন্তস্তদ্বর্গোপদেশাৎ” ইত্যত্র
পরস্তাপি সৰ্ব্বপাপোদঘাত্কাংকারাৎ নেদং সংসারিত্বে নিষ্কমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ভয়েতি । অস্বজতেতি চ
শ্রবণাদিতি সম্বন্ধঃ । ন কেবলং মর্ত্যভ্রুতেত্রেব সংসারিত্বং, কিন্তু জন্মভ্রুতেচ্চেত্যাহ—হিরণ্য-
গৰ্ভমিতি । যথোক্তহেতুনাং সংসাধ্যোব স্তাদিতি প্রতিজ্ঞয়াহুত্বঃ । কৰ্ম্মফলদর্শনাবিকারে
ব্রহ্মেতাদ্ভাষাঃ স্মৃতেচ তৎকলভূতস্ত প্রজাপতেঃ সংসারিত্বমেবেত্যাহ—স্মৃতেচেতি । বিরাজ-
ব্রহ্মেতুচ্যতে । বিষম্বজো মবাদয়ঃ । ধৰ্ম্মস্তদভিমানিনী দেবতা যমঃ । মহান্ প্রকৃতেবাত্তো
বিকারঃ হৃদম্ । অব্যক্তং প্রকৃতিরিত্তি ভেদঃ । ৪

অন্ত তর্হি দ্বিবিধবাক্যব্যাং প্রজাপতেঃ সংসারিত্বসংসারিত্বং চ, ইত্যশঙ্ক্যাহ—অথেতি ।
তদ্বিবিধবাক্যশ্রবণানন্তর্য্যমধশব্দার্থঃ । এবংশব্দঃ সংসারিত্বাসংসারিত্বপ্রকারপরামর্শার্থঃ । বিরোধ-
কৃতমপ্রাণাণ্য নিরাকরোতি—নেত্যাदिना । স্বতোহসংসারিত্বং, কল্পনয়া চ সংসারিত্বমিতি
কল্পনান্তরমন্তব্যং দ্বিবিধপ্রতীত্যবিরোধাৎ প্রামাণ্যাদিচ্ছিন্নিত্যর্থঃ । কল্পনয়া সংসারিত্বমিত্যোতং
বিশদয়তি—উপাধীতি । উপাধিকী পরস্ত বিশেষকল্পনেতাত্র প্রমাণমাহ—আসীন ইতি ।
যায়ন্তেন কূটোহোপ্যাক্সা যনসঃ সীম্নঃ দূরগমনদর্শনাৎ তদুপাধিকে । দূরং ব্রজতি ; যথা কল্পে
শরানোহপি যনসো গতিজ্ঞাত্যা সৰ্বত্র বাতীব ভাতি, তথা জাগরেৎপীত্যাঃ । কল্পিতেন
হর্গাবিকারেণ স্বাক্ষাবিকেন তদভাবেন চ ব্রহ্মমাত্মানং ন কশ্চিদপি নিচ্ছেতুং শঙ্কোতীত্যাহ—
কন্তমিতি । আদিপদেন দ্ব্যারতীবেত্যাধিভ্রুতয়ো গৃহ্যন্তে । উদাহৃতভ্রুতীনাং তাৎপর্যমাহ—

উপাধীতি । কিং তর্হি পারমার্থিকং ? তদাহ—যত ইতি । পূর্বেণ সথকঃ । হিরণ্যগর্ভস্ত
বাস্তবমবাস্তবং চ রূপং নিরূপিতমুৎসাহরতি—এবমিতি । তন্ত্রাপাশ্বাদিবৎ ন যতো ব্রহ্মণঃ,
কিন্তু সংসারিত্বমেব স্বাভাবিকমিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তস্ত সাধ্যবিকলতামাহ—তথ্যেতি । সর্বজীবানা-
মেকত্বং নানাহং চেতি পূর্বেণ সথকঃ । তেবাং যতো ব্রহ্মণে প্রমাণমাহ—তদ্বমিতি । কন্তুর্হি
হিরণ্যগর্ভে বিশেষঃ, যেনাসৌ অশ্বাদাদিভিরূপান্ততে, তত্রাহ—হিরণ্যগর্ভস্থিতি । নমু ঐতিহ্য-
বাদেষু কচিং তন্ত্র সংসারিত্বমপি প্রদর্শ্যতে, সত্যং, তৎ তু কল্পিতমিত্যাভিপ্রেতাহ—সংসারিত্ব-
স্থিতি । অশ্বাদাদিষু তুল্যমেতদিত্যাশঙ্ক্যাহ—জীবানাং স্থিতি । কথং তর্হি ‘তত্ত্বমসি’ ‘কেব্রহ্ম-
চাপি মাং বিদ্ধি’ ইত্যাদিঐতিহ্যস্থিতিবাদাঃ সংগচ্ছন্তে, তত্রাহ—বাবুস্তেতি । ৫

যমতে তত্ত্বনিশ্চয়মুক্ত্য! পরমতে তদভাবমাহ—তাকিকৈস্থিতি । নহেৎকজীববাদেরপি
সর্বব্যবহাযুপপত্তেস্তত্ত্বনিশ্চয়দৌলভ্যং তুল্যমিতি চেৎ ; নেতাহ—যে স্থিতি । স্বপ্নবৎ প্রবোধাৎ
প্রাগশেষব্যবহাসম্ভবাদুর্দ্ধং চ তদভাবস্তেষ্টবাদেকমেব ব্রহ্মানাদ্ভবিত্তাবশাৎ অশেষব্যবহারান্দ-
মিতি পক্ষে ন কাচন দোষকলেতি ভাবঃ । ৬

সর্বদেবতাস্বকস্ত প্রজাপতেঃ যতোহসংসারিত্বং কলনয়া বৈপরীতমিতি স্থিতে সতি
অথেতাদ্ব্যস্তরগ্রন্থস্ত তৎপধ্যমাহ—তত্র্যেতি । বিবক্ষিত ইতুস্তরগ্রন্থপ্রবৃত্তিরিতি শেষঃ । তন্ত্র
বিষয়ঃ পরিশিনষ্টি—তত্র্যগ্রিরিতি । অত্র্যোয়ানিদ্ধারণার্থী সপ্তমী । সম্প্রতি প্রতীকনাদায়া-
ক্ষরাণি ব্যাকরোতি—অর্থ্যেতি । অন্তঃ সর্গানন্তর্ধ্যামর্থশার্থঃ । রেতসঃ সর্গাদপাং সর্গেহপি
সোমশব্দে কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—দ্রবাস্বকচেতি । প্রজ্ঞাখ্যাহতেঃ সোমোৎপত্তিশ্রবণাৎ, তত্র
শৈত্যোপলক্কেতি ভাবঃ । সোমস্ত্র দ্রবাস্বকত্বং কলিতমাহ—তস্মাদিতি । অগ্নীষোমহোর-
নাদ্রয়োঃ স্থতাবপি জগতি শ্রুতব্যান্তরবশিষ্টমন্ত্যাত্যাশঙ্ক্যাহ—এতাবদিতি । আপ্যায়কঃ সোমো
দ্রবাস্বকত্বাৎ, অন্নং চাপ্যায়কং প্রসিদ্ধং, তস্মাদুপপন্নং সোমস্ত্রান্নমিত্যাহ—দ্রবাস্বকত্বাদিতি ।
সোম এবান্নমগ্নিরান্নদ ইত্যবধারণস্ত বিবক্ষিতমর্থমাহ—তত্র্যেতি । যথোক্তঃ বাক্যং সপ্তমার্থঃ ।
যথাক্রমতবধারণমবধারণা কতো বিধান্তরেন তদ্ব্যাপ্যানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অর্থবলাদ্ধীতি । অন্নাদস্ত
সংহৃত্যৎ অগ্নিহমন্নস্ত চ সংহরণীয়তয়া সোমত্ববধারণয়িতুং যুক্তমিত্যর্থঃ । নমু অন্নস্ত সোমত্বেন
ন নিয়মোহগ্নেরপি জলাদিনা সংহারাৎ, ন চাত্তুর্যত্বেন নিয়মঃ সোমস্ত্রাপি কদাচিদিজ্ঞমানত্বেন
অভূত্বাৎ, তৎকুতোহর্থবলমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অগ্নিরপীতি । সোহপি সংহাযাচ্চেৎ সোম এব, স চ
সংহর্তা চেদগ্নিরেব, ইত্যবধারণসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । প্রজাপতেঃ সর্গাস্বহনুপক্রম্য জগতো যথা-
বিভক্তহাভিধানং কুত্রোণযুক্তমিত্যাশঙ্ক্য তন্ত্র হৃত্রে পধ্যবসানাৎ তস্মিন্নাস্ববৃদ্ধোপাসকস্ত সর্ব-
দোষরাহিত্যঃ কলমত্র বিবক্ষিতমিত্যাহ—এবমিতি । অমুগ্রাহকদেবহৃষ্টিমুক্ত্য! তদুপাসকস্ত
কলোক্তার্থমাদৌ দেবহৃষ্টিঃ স্তোতি—সৈব্যেতি । ৭

‘অগ্নিমুর্দ্ধা’ ইত্যাদিঐতরেয়াদয়োহস্তাবয়বাঃ, তৎকথং তৎহৃষ্টিস্ততোহতিশয়বতীতা-
লক্যতে—কথমিতি । প্রজাপতের্ধজমানাবহাপেক্ষয়া দেবহৃষ্টিংকৃষ্টত্বচনমবিরুদ্ধমিতি পরি-
হরতি—অত আহেতি । দেবহৃষ্টিরতিহৃষ্টিবাবশঙ্ক্যমুবাদার্থঃ অর্থশকঃ । জ্ঞানতত্ত্বাৎ লক্ষণং,
কর্দপোহপীতি ত্রৈবাম্ । অতিহৃষ্টামিত্যাदि ব্যাচষ্টে—তস্মাদিতি । সেবাদিশ্রুতাহ তদাহ
প্রজাপতিরহমেব ইতুপাসিতুস্তত্বাবাপত্ত্যা তৎপ্রষ্টৎ কলতীত্যর্থঃ । ১০১০ ।

ভাষ্যানুবাদ :—প্রজাপতি এইরূপে স্ত্রী-পুরুষায়ক এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণের নিয়ন্ত্রী (শাসনক্ষম) দেবতাসমূহ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমে এই শ্রুতির ‘অথ’ ও ‘ইতি’ শব্দ দুইটি অভিনয় বা অনুকরণ প্রকাশক—এই প্রকারে মুখে হস্তদ্বয় অর্পণ করিয়া অভিমন্ত্রন করিয়াছিলেন, অভীষ্টসিদ্ধির অনুকূলরূপে মন্ত্রন (ঘর্ষণ) করিয়াছিলেন। তিনি দুই হাতে মুখমণ্ডল মন্ত্রন করিয়া, সেই মুখ ও হস্তদ্বয়রূপ বোনি (উৎপত্তিস্থান) হইতে ব্রাহ্মণজাতির অনু-গ্রাহক অগ্নিদেবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যেহেতু মুখ ও হস্তদ্বয়, উভয়ই দাহ-কারী অগ্নির উৎপত্তিস্থান, সেই হেতুই এই উভয় স্থান অলোমক অর্থাৎ লোম-বর্জিত; তবে কি সমস্ত অংশই [লোমশূন্য]? না,—তাহা নহে, অন্তরে অর্থাৎ কেবল অভ্যন্তরভাগে [লোমশূন্য]; প্রসিদ্ধ জননেন্দ্রিয়ের সহিত এই উভয়স্থানের সাদৃশ্যও আছে। সেই সাদৃশ্যটি কি? না, রমণীগণের জননেন্দ্রিয়ও অভ্যন্তরভাগে লোমশূন্য; (ইহাই উভয়ের মধ্যে সাম্য বা সমানদর্শ্য)। ব্রাহ্মণজাতিও প্রজাপতির মুখ হইতেই জন্ম ধারণ করিয়াছে; এই কারণে উভয়ই এক-কারণোৎপন্ন বলিয়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যেমন কনিষ্ঠের প্রতি অনুগ্রহ করে, তেমনি অগ্নিও ব্রাহ্মণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই কারণেই শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে যে, ব্রাহ্মণগণ অগ্নিদৈবতক ও মুখবীৰ্য্য, অর্থাৎ অগ্নিই ব্রাহ্মণের অনুগ্রাহক দেবতা এবং তাহাদের বীৰ্য্য বা শক্তিও মুখমধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে (১)।

এইরূপ, বলের অধিষ্ঠান বাহুবয় হইতে ক্ষত্রিয়জাতি এবং তাহাদের নিয়ন্তা (পরিচালক) ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতার [সৃষ্টি করিয়াছিলেন]; এই জন্তই শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে ক্ষত্রিয়জাতি ও বাহুবল উভয়ই ইন্দ্রদৈবতক বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপ উরু হইতে চেষ্টা ও চেষ্টাশ্রয় বৈশ্যজাতি ও তাহার নিয়ন্তা বশুপ্রভৃতি দেবতার [সৃষ্টি করিয়াছিলেন]; এই কারণেই বৈশ্যজাতি কুবিকর্মে তৎপর ও বশু প্রভৃতি দেবতা দ্বারা পরিচালিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপ পৃথিবীদৈবতক পুষা ও

(১) তাৎপৰ্য্য—ব্রাহ্মণের শক্তি যে, মুখমধ্যে প্রতিষ্ঠিত, এ বিষয়ের প্রসিদ্ধিসূচক একটি উদাহরণ এই :—মহামুনি বাম্বাকির তপোবন-সন্নিধানে যখন লক্ষ্মণতনয় চল্লকেতুর সহিত রামচন্দ্রের পুত্র লবের বাদ-বিতর্ক হইতেছিল, সে সময় চল্লকেতু রামচন্দ্রের বিজয়-কীৰ্ত্তিকপে মহাবীর পরশুরামের পরাজয়ের উল্লেখ করেন, তদ্বৃত্তে লব বিজয়প্রস্থলে বলিয়াছিলেন—

“সিদ্ধং হেতুং বাচি বীৰ্য্যং দিভ্যানাং বাহুবীৰ্য্যং যন্তু তৎ ক্ষত্রিয়ণাম্ ।

শত্রুগ্রাহী ব্রাহ্মণো জামদগ্নিঃ, তস্মিন্ দাশে কা স্তুতিস্তত্ত্ব রাজ্ঞঃ ॥”

পরিচর্যাক্ষম পূজ্যাতিকে পদ হইতে সৃষ্টি করিলেন ; কারণ, প্রতি-সৃষ্টিতে ঐক্লপই প্রসিদ্ধি আছে । যদিও এখানে ক্ষত্রিয়ারদি দেবতা-সৃষ্টির কথা উক্ত হয় নাই, পরে বলা হইবে ; তথাপি এখানে সৃষ্টির প্রসঙ্গ পরিপূর্ণ রাখিবার জন্য সে সমস্ত কথাও স্ফুটাস্থিত মতই উল্লেখিত হইল । উক্ত প্রতি যেক্লপ অর্থ প্রতি-পাদন করিতেছেন, তাহাতে এইক্লপ অর্থই নিশ্চিত হইতেছে যে, প্রজাপতিই সৰ্ব-দেবায়ক ; কারণ, সৃষ্ট পদার্থমাত্রই স্রষ্টা হইতে অভিন্ন ; দেবগণও প্রজাপতিকর্তৃকই সৃষ্ট ; সুতরাং তাহারাও প্রজাপতি হইতে ভিন্ন নহে (২) । ২

এইক্লপ যখন প্রকরণার্থ অবধারিত হইল, তখন বুঝিতে হইবে যে, ইহার উৎকর্ষ খ্যাপনের জন্যই অত্যন্ত আবিদ্য-সম্মত মত গুলি উপভাস বা উল্লেখ করা হইয়াছে ; কারণ, একের যে নিম্না, তাহাই অপরের প্রশ্ন সাহচর্য হইয়া থাকে । [এখন সেই অবিদ্বানের মতগুলি উপস্থাপিত হইতেছে —] লোকপ্রসিদ্ধ কৰ্ম্মপ্রকরণে যাজ্ঞিকগণ, যজ্ঞান্তষ্ঠানকালে যে, এই কথা বলিয়া থাকেন—‘এই অগ্নির অর্চনা কর, অমুক ইন্দ্ৰের অর্চনা কর’ ইত্যাদি ; একথাই অভিপ্রায় এই যে, যজ্ঞীয় দেবতাগণের নাম, স্তোত্র ও কৰ্ম্মাদির পার্থক্য দেখিয়া তাহারা অগ্ন্যাদি দেবতাকেও স্বরূপতঃ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই মনে করিয়া ঐক্লপ বলিয়া থাকেন ; কিন্তু জিজ্ঞাস্য ব্যক্তি কখনই দৈবতভাবে ঐক্লপে বুঝিবেন না ; কেননা, বিভিন্নাকার ঐ সমস্ত দেবতা এই প্রজাপতিরই বিমূৰ্টি অর্থাৎ সৃষ্ট ; এব এই প্রজাপতিই প্রাণিকণী সৰ্ব-দেবায়ক । ৩

এবিষয়ে অনেকে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন—একশ্রেণীর লোকেরা বলেন,—হিরণ্যগর্ভ পরমাত্মা বা পরব্রহ্মই বটে ; অপব সম্প্রদায় বলেন,—তাহা নহে, হিরণ্যগর্ভও সংসারী (কৰ্ম্মফলভোক্তা জীব-শ্রেণীরই অন্তর্গত) । কিন্তু মন্ত্রপ্রতি হইতে জানা যায় যে, তিনি পবব্রহ্মস্বরূপই বটে ; কারণ, মন্ত্রে আছে—‘এই প্রজাপতিকে ইন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন,’ এবং

(২) তাৎপৰ্য্য—যট-স্রষ্টা কৃষ্ণকার ও তৎসৃষ্ট যট কখনই এক অভিন্ন পদার্থ নহে ; সুতরাং এখানে আপত্তি হইতে পারে যে, স্রষ্টা প্রজাপতি ও তৎসৃষ্ট দেবতা এক হইবে কিরূপে ? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এখানে ‘স্রষ্টা’ শব্দে কেবল নিমিত্ত কারণমাত্র বুঝিতে হইবে না, পরন্তু যিনি নিজে নিমিত্তও বটে এবং উপাদানও বটে, এক্লপ কারণকেই ‘স্রষ্টা’ বলিয়া বুঝিতে হইবে । যেমন লুতা (মাকড়সা) কৃষ্ণ স্রষ্টার নিমিত্ত ও উপাদান—উত্তর প্রকার কারণ, প্রজাপতিও তেমন স্বকর্মা সম্বন্ধে নিমিত্ত ও উপাদান, উত্তর কারণায়ক ; এই জন্য তৎসৃষ্ট দেবতাগণ তাহা হইতে পৃথক্ বস্তু হইতে পারে না ; এই নিয়ম অব্যাহতগামী ; সুতরাং নির্দোষ ।

অন্ত প্রভিতে আছে—‘ইনিই ব্রহ্মা, ইনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি এবং ইনিই সর্বদেবতাস্বক’ ইতি। স্মৃতিতেও আছে—‘এই আদি পুরুষকে (প্রজাপতিকে) কেহ কেহ অগ্নি বলেন, অস্ত্রে আবার মনু বলিয়া নির্দেশ করেন’, এবং ‘এই বিনি অতীন্দ্রিয়, বুদ্ধির অগম্য, সূক্ষ্ম, অব্যাক্রূপী চিরন্তন ও সর্বভূতময়, তিনিই প্রথমে স্বয়ং প্রচ্ছদিত হইয়াছিলেন’ ইতি। অথবা, তিনি স সারী—জীবজন্তুসকলও হইতে পারেন; কেন না, প্রতি বলিতেছেন, ‘তিনি সর্ববিধ পাপ দণ্ড করিয়াছিলেন; সংসারী না হইলে ত তাহার পক্ষে কখনই পাপ দাহ করা সম্ভবপর হইতে পারে না; বিশেষতঃ ভয় ও অবতিসংকল্প ও তাহার সংসারিত্বের অপর কারণ, এবং ‘অতঃপর তিনি নিজের মর্ত্য হইয়াও যে অমর সৃষ্টি করিয়াছিলেন’, ‘জায়মান হিরণ্যগর্ভকে দর্শন কর’ ইত্যাদি মন্বেও তাহার সংসারিত্বই প্রত্যক্ষ হইয়াছে। কর্মফল-জ্ঞাপক স্মৃতিতেও ইহাই জানা যাইতেছে—‘ব্রহ্মা (বিরাট), বিশ্বশষ্ট্রগণ (মনু প্রভৃতি), ধর্ম (যম), মহান (মহত্বজ—অর্থাৎ তদুপাধিক সূত্রাত্মা) ও অব্যাক্র (প্রকৃতি), এ সমস্তকে সাত্বিক কন্বেব উৎকৃষ্ট ফল বলিয়া জ্ঞানিগণ ব্যাখ্যা করেন’ ইতি। ৪

ভালকথা, একই বিষয়ে এবং বিধ বিরুদ্ধার্থ-স ঘটন যখন সম্ভবপর হয় না, তখন কোন বাক্যেরই প্রামাণ্য হইতে পারে না। ফলে প্রজাপতির সংসারিত্ব বা অসংসারিত্ব কিছুই সিদ্ধ হইতেছে না : না, এ কথাও হইতে পারে না; কারণ, অন্যপ্রকার করণা দ্বারা উক্ত বিরোধের পরিহার হইতে পারে, অর্থাৎ উপাধি-বিশেষের স্বকনিবন্ধন এরূপ করণা করা যাইতে পারে, [বাহাতে সংসারিত্ব ও অসংসারিত্ব উভয় করণারই ব্যাঘাত না ঘটে]। ‘বিনি একত্র অবস্থিত হইয়াও দূরে গমন করেন, শয়ান থাকিয়াও সর্বত্র গমন করেন, মদ্যম অর্থাৎ মদযুক্ত ও মদ-বিযুক্ত সেই দেবকে (পরমেশ্বরকে) আমি ভিন্ন আর কে জানিতে পারে?’ ইত্যাদি স্মৃতি হইতেও জানা যায় যে, তাহার সংসারিত্ব ধর্মট। উপাধিক, পারমার্থিক নহে; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তিনি অসংসারীই বটে। এইপ্রকার উপাধিস্বকনিবন্ধন হিরণ্যগর্ভের একত্ব ও নানাত্ব দুইই সম্ভব হয়। ‘তুমি তৎস্বরূপ’ ইত্যাদি স্মৃতি হইতে জানা যায় যে, অন্তান্ত জীবের স্বকন্বেও ঐকপই ব্যবস্থা। হিরণ্যগর্ভের উপাধি স্বতই বিগত; এই জন্ত স্মৃতি ও স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ তাঁহাকে অধিকাংশস্থলে পরমেশ্বররূপেই নির্দেশ করিয়া থাকেন, অতি অল্প স্থানেই তাঁহার সংসারিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, জীবগণের উপাধি স্বভাবতই অগতিবদ্ধ; এই জন্ত অধিকাংশস্থলে তাঁহাদের সংসারিত্বই নির্দেশ করিয়াছেন; সর্বোপাধি-

বিনিমুক্ত স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আবার সমস্ত শ্রুতি ও স্বতিশাস্ত্র জীবের পরমেশ্বরভাবও নির্দেশ করিয়াছেন । ৫

কিন্তু বাহ্যার্য তার্কিক—আগম-প্রমাণের বলবত্তায় উপেক্ষা করেন, তাঁহার 'আত্মা আছে, নাই, কৰ্ত্তা ও অকৰ্ত্তা' ইত্যাদি বহুবিধ বিরুদ্ধ তর্ক করিয়া শাস্ত্রার্থ আকূল (বিকৃত বা অনিশ্চিতরূপ) করিয়া থাকেন; তাহার ফলে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব হইয়া পড়ে । পক্ষান্তরে, বাহ্যার্য একমাত্র শাস্ত্রানুসারী গর্ভহীন, তাঁহাদের নিকট দেবতাদি অপরোক্ষবিষয়ের প্রতিপাদক শাস্ত্রার্থ (শাস্ত্রসিদ্ধান্ত) প্রত্যক্ষবৎ সুনিশ্চিত হইয় থাকে । ৬

এখানে আদিদেব একই প্রজাপতির—অত্মা (ভোক্তা) ও অদনীরূপ রূপ-ভেদ বর্ণনা করাই শ্রুতির অভিপ্রেত; তন্মধ্যে—প্রথমে ভোক্তা অগ্নির কথা উক্ত হইয়াছে, এখন অদনীর সোমের কথা বলা হইতেছে । জগতে যাহা কিছু আর্জ—দ্রবময় বস্তু, তাহা রেত হইতে—আত্মীয় বীজ হইতে সৃষ্টি করিলেন; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—‘রেত হইতে জল (জলীয় দ্রব্য) [প্রাচুর্য হইয়াছে]’; সোমও দ্রব্যাত্মক; অতএব প্রজাপতি স্বীয় রেত হইতে, যে আর্জ বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাই সোম । জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্ত এতাবৎই—এই পর্য্যন্তই, ইহার অধিক আর কিছু নাই । ইহা কি? না সোম, সোমই অন্ন, দ্রব্যাত্মকতানিবন্ধন তৃপ্তিসাধক; এবং উষ্ণ ও রুক্ষ বলিয়া অগ্নি হইতেছে—অন্নাদ অর্থাৎ ভোক্তা । এবিষয়ে এইরূপই অবধারণ হইতেছে যে, সোমই অন্ন, অর্থাৎ যাহা ভক্ষণ করা যায়, তাহাই অন্ন; এবং যিনি ভক্ষণকৰ্ত্তা, তিনিই অগ্নি । [যদিও এখানে অবধারণসূচক কোন শব্দ নাই সত্য, তথাপি] অর্থ-সঙ্গতির অনুরোধে অবধারণই বুঝিতে হইবে । সময়বিশেষে অগ্নিও হুয়মান (আহতিরূপে অর্পিত) হইলে সোমস্থানীর অর্থাৎ অন্নমধ্যে পরিগণিত হয়, আবার সোমও সময়বিশেষে ইজ্যমান (অর্চিত) হইয়া অগ্নিস্থানীর অর্থাৎ ভোক্তা হইয়া থাকে; কারণ, তখন তাঁহার ভোক্তৃত্বই থাকে, (ভোগ্যত্ব থাকেনা) । যে লোক অগ্নীষোমাত্মক এই জগৎকে আত্মস্বরূপে দর্শন করে, সে লোক কোনপ্রকার দোষে—পুণ্যে বা পাপে লিপ্ত হয় না, অধিকন্তু প্রাজাপত্য পদ লাভেও সমর্থ হয় । ইহা হইতেছে প্রজাপতির অতিশ্রুতি—প্রজাপতি অপেক্ষাও ইহার গুরুত্ব অধিক । ৭

সেই সৃষ্টিটি কি? এতদন্তরে বলিতেছেন—যেহেতু তিনি শ্রেরান্—আপনার অপেক্ষাও উৎকর্ষসম্পন্ন এই দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হেতুই দেবসৃষ্টি তাঁহার অতিশ্রুতি । ভাল, সৃষ্টি আবার আপনা হইতেও অতিশয় হয় কি প্রকারে?

তদ্ব্যবহারে বলিতেছেন—যেহেতু তিনি নিজে মর্ত্য অর্থাৎ মরণশীল হইয়াও অমৃত—
মরণরহিত দেবগণকে জ্ঞান ও কর্মরূপ বলি দ্বারা আপনার সর্ববিধ পাপরাশি
দধ্ব করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হেতুই ইহা অতিসৃষ্টি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কর্মের ফল
স্বরূপ (১)। অতএব যে লোক প্রজাপতির আশ্রয়রূপ অর্থাৎ তাঁহা হইতে
অনতিরিক্ত এই অতিসৃষ্টি জানেন—অনুধ্যান করেন, তিনিও প্রজাপতির স্থায়
এই অতিসৃষ্টিতে প্রভু হন—অর্থাৎ প্রজাপতিরই মত সৃষ্টিকর্তা হন ॥ ৪৩ ॥ ৬ ॥

আভাস-ভাষ্যম্—“তদ্বদং তদ্ব্যবহৃতমাসীৎ ।” সর্বং বৈদিকং
সাধনং জ্ঞান-কর্মসংকলনং কত্রীত্যনেককারকান্যেব প্রজাপতিত্বফলাবসানং সাধ্যম্
এতাবদেব,—বদেতন্ ব্যাকৃতং জগৎ সংসারঃ । অথৈতদ্যেব সাধ্যসাধনলক্ষণস্ত
ব্যাকৃতস্ত জগতো ব্যাকরণাৎ প্রাগ্‌বীজাবস্থা যা, তাঃ নির্দিষ্টকৃতি অঙ্কুরাদি-
কার্য্যাদুমিতামিব বৃক্ষস্ত, কর্মবীজোহবিজ্ঞানক্ষেত্রো হসৌ সংসারবৃক্ষঃ সমূল উদ্ধর্তব্য-
ইতি । তদ্ব্যবহৃতং হি পুরুষার্থপরিসমাপ্তিঃ । তথাচোক্তম্—“উদ্ধমূলোহবাক্ষ্যথাঃ”
ইতি কাঠকে ; গীতাসু চ “উদ্ধমূলমধঃশাখম্” ইতি ; পুরাণে চ “ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনা-
তনঃ” ইতি ।

টীকা । পূর্বোক্তগ্রন্থয়োঃ সম্বন্ধং বক্তুং প্রতীকমাদায় বৃত্তং কীর্তয়তি—তদ্ব্যবহৃতমাসীৎ ॥
তত্ত্ব আদেবদ্বার্থং বৈদিকমিত্যুক্তম্ । সাধনমিত্যুক্তে মুক্তিসাধনং পুরঃ স্মরতি, তদ্ব্যবহৃতম্—
জ্ঞানেতি । একরূপস্ত মোক্ষস্তানেকরূপং ন সাধনং ভবতীতি ভাবঃ । মুক্তিসাধনং মান-
বস্তত্বং তবজ্ঞানম্, ইদং তু কারকসাধ্যমতোহপি ন তদ্ব্যবহৃতমাসীৎ—কত্রীদীতি । কিং চেদং
প্রজাপতিত্বফলাবসানম্, ‘মৃত্যুরস্তাস্মা ভবতি’ ইতি শ্রুতং । ন চ তদেব কৈবল্যং, ভয়রত্যাদি-
শ্রবণাৎ, অতোহপি নেদং মুক্ত্যর্থমিত্যাহ—প্রজাপতিত্বম্ । কিঞ্চ, নিত্যসিদ্ধা মুক্তিঃ, ইদং তু
সাধ্যফলম্, অতোহপি ন মুক্তিহেতুরিত্যাহ—সাধ্যমিতি । কিঞ্চ, মুক্তির্যাকৃত্যদর্থাস্তরমন্তদেব,
“তদ্ব্যবহৃতম্” ইত্যাদিশ্রুতং ; ইদং তু নামরূপং ব্যাকৃতম্, অতোহপি ন তদ্ব্যবহৃতমাসীৎ—
এতাবদেবেতি । সম্ভ্রুতাব্যাকৃতকণ্ডিকামবতারয়ন্ প্রবেশবাক্যাৎ প্রাক্তনস্ত তদ্ব্যবহৃতমিত্যাদে-
কীক্যস্ত তাৎপর্য্যমাহ—অথৈতি । জ্ঞানকর্মফলোজ্ঞানস্বর্গমধঃশাখাঃ । বীজাবস্থা সাত্ত্বসম্ভোগ-
বিজ্ঞা, তস্তা নির্দেহমুখমিব, ন সাক্ষ্যনির্দেহমনির্বাচ্যাদিতি বক্তুং নির্দিষ্টকৃতিত্বম্ ।
বৃক্ষস্ত বীজাবস্থাং লোকো নির্দিষ্টমিতি সম্বন্ধঃ । বজ্জ্ঞানে পুংস্বাশ্রিতদেব বাচ্যং, কিমিতি

(১) তাৎপর্য্য—ইহা হইতে বুঝা বাইতেছে যে, জন্মকালে স্বয়ং প্রজাপতিও পাপরহিত
ছিলেন না, এবং বৃত্তার অধিকার হইতেও বিমুক্ত ছিলেন না ; কিন্তু তিনি জ্ঞান ও কর্মদ্বা-
রার সাহায্যে স্বীয় সমস্ত পাপ বিনষ্ট করিয়া নিশাপ অবস্থায় দেবগণকে সৃষ্টি করার দেবগণ
আজ্ঞায় পাপবিমুক্ত ; কাজেই প্রজাপতি অপেক্ষাও তাহার কার্যের উৎকর্ষ অধিক হইতেছে ;
এই জন্ত দেবসৃষ্টিকে অতিসৃষ্টি বলা হইরাছে ।

প্রত্যাবিভোচ্যতে ? তত্রাহ—কথংতি । উক্তব্য ইতি তদ্ব্যবসায়নিরূপণার্থবিস্তৃতি শেবাঃ । অথ পুরুষার্থমর্থমানস্ত তদ্ব্যবসায়োহপি কোপব্রূজাতে, তত্রাহ—তদ্ব্যবসায় ইতি । নমু সংসারস্ত মূলমেব নাস্তি, স্তবাববাধাৎ । প্রধানান্তেব বা তদ্ব্যবসায়, নাস্তাতঃ ব্রহ্ম ; ইত্যাপদ্য প্রতিপত্তিত্যাং পরিহরতি—তথা চেতি । উক্তমুক্তং কারণং কার্য্যাপেক্ষয়া পরমব্যাকৃতং মূলমন্তেতদ্ব্যবসায়ো হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ, মূল্যাপেক্ষয়াহবাচ্যঃ শাখা ইত্যাবাক্ষ্যমাণাঃ । এবং ‘উক্তমূলমধঃশাখা’ ইত্যাদি-গীতা অপি নেতবাঃ । অস্তি হি সংসারস্ত মূলম্, ‘নেদমূলং ভবিত্বতি’ ইতি কথংতি ; তচ্চ-জাতং ব্রহ্মৈবেতি প্রতিপত্তিপ্রসিদ্ধমিতি ভাবঃ ।

আভাস-ভাষ্যানুবাদ :—“তদ হ ইদং তর্হি অব্যাকৃতম্ আসীৎ” ইত্যাদি । বেদোক্ত জ্ঞান-কর্ম্মাক্রম যত সাধন (উপার) আছে, তৎ সমস্তই কর্ত্তা প্রভৃতি বহু কারক-সাপেক্ষ ; এবং সে সমুদয়ের শেষ ফল হইতেছে—হিরণ্যগর্ভ-প্রাপ্তি ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সে সমস্ত উপার সাধ্য-শ্রেণীরই অন্তর্গত, এবং “এতাবৎ এব” এই পর্য্যন্তই বটে—যাহা এই নাম-রূপাভিব্যক্ত বিশ্বসংসারমণ্ডল । অকুরাদি কার্য্য-দর্শনে যেমন বৃক্ষের পূর্ববর্ত্তী বীজাবস্থা অস্বীকৃত হয়, তেমনি সাধ্য ও সাধন-ভাবে অভিব্যক্ত এই জগতেরও অভিব্যক্তির পূর্বে যে বীজাবস্থা ছিল, এখন প্রতি তাহাই নির্দেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন । উদ্দেশ্য—কর্ম্মরূপ বীজ হইতে অবিভাক্ষেত্রে প্রাপ্তবৃত্ত এই (জন্ম মরণ প্রবাহরূপ) সংসারবৃক্ষকে সমূলে উন্মূলিত করা ; কারণ, সংসারের উন্মূলনে জীবের সর্বপ্রকার পুরুষার্থ সমাপ্ত হইয়া যায় । এ কথা কঠোপনিষদেও উক্ত আছে—‘উক্তমূল ও অধঃশাখ (এই সংসার-বৃক্ষ)’ ; ভগবদগীতাতেও আছে—‘উক্তমূল ও অধঃশাখ’ [এই সংসার-বৃক্ষ ছেদন করিয়া], পুরাণ শাস্ত্রেও আছে—‘এই চিরন্তন ব্রহ্মবৃক্ষ’ (১) ইত্যাদি ।

তন্মহৎ তদ্ব্যাকৃতমাসীৎ, তন্মামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌ-
নামায়মিদংরূপ ইতি, তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রি-
য়তেহসৌনামায়মিদংরূপ ইতি, স এষ ইহ প্রবিষ্ট আ নখাগ্রেভ্যোঃ ।
যথা কুরঃ কুরথানেহবহিতঃ স্তাদ্ বিশ্বন্তরো বা বিশ্বন্তরকূলায়ে,

(১) তাৎপর্য্য—“উক্তমূলঃ অধঃশাখঃ” ইত্যাদি বাক্যে রূপকচ্ছলে সংসারের ব্রহ্ম বর্ণনা করা হইয়াছে । সংসার যখন বৃক্ষ হইল, তখন তাহার মূল, শাখা ও পত্রাদি থাকার আবশ্যক । এই সংসারবৃক্ষের মূলটি উর্ধ্বে (উপরে) রহিয়াছে, অর্থাৎ সর্বোপরি বর্ত্তমান পরমেশ্বর ইহার মূল, আর অধোবর্ত্তী দেবাত্মের সমুদয় তাহার শাখা-প্রপক । ইহা কল্প্যে থাকিবে কি না, হিরণ্যময় ; এই কারণে ‘অবধ’ ; কিন্তু, তথাপি ইহা সনাতন—অনাদি কাল হইতে প্রবহমান থাকার ইহা একপ্রকার নিত্যেরই যত ।

তং ন পশ্যন্তি । অকুৎসো হি সঃ, প্রাণমেব প্রাণো নাম ভবতি, বদন্ বাক্ পশ্যৎচক্ষুঃ শৃণুৎশ্রোত্রং মদ্বানো মনস্তাত্মৈতানি কৰ্মনামান্বেব । স যোহত একৈকমুপাস্তে ন স বেদাকুৎসো হ্যেযোহত একৈকেন ভবতি, আত্মৈত্যেবোপাসীতাত্র হ্যেতে সৰ্ব্ব একঃ ভবন্তি । তদেতৎ পদনীয়মশ্চ সৰ্বশ্চ, বদয়মাত্মানেন হ্যেতৎ সৰ্বং বেদ । যথা হ বৈ পদেনানুবিন্দেদেবং কীর্তিৎ শ্লোকং বিন্দতে য এবং বেদ ॥ ৪৪ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ ।—তং (অপ্রত্যকং বীজাবস্থং) ইদং (প্রত্যকং নামরূপাভি-
ব্যক্তং জগৎ) তর্হি (তদা—উৎপত্তে: প্রাক্) অব্যাকৃতং (নাম-রূপাভ্যাম্ অনভি-
ব্যক্তম্) আসীৎ হ । তং (বীজরূপেণ স্থিতং জগৎ) নাম-রূপাভ্যাং—অয়ং (পদার্থঃ)
অসৌনামা (অদো নাম অস্তেতি অসৌনামা, ছান্দসোহয়ং প্রয়োগঃ), ইদংরূপঃ
(ইদং শ্বেতগীতাди রূপম্ অস্তেতি ইদংরূপঃ) ইতি (এবং) ব্যাক্রিয়ত (স্বয়মেব
ব্যাকৃতম্—ব্যবহারযোগ্যং বভূব) । [অতএব] এতর্হি (ইদানীং) অপি
'অসৌনামা, ইদংরূপশ্চ অয়ম্' ইতি নামরূপাভ্যাম্ এব ব্যাক্রিয়তে (ব্যাকৃতং
ভবতীত্যর্থঃ) ইতি । যথা কুরঃ কুরধানে (কুরকোশে), অথবা যথা বিশ্বন্তরঃ
(অগ্নিঃ) বিশ্বন্তরকুলায়ে (কাষ্ঠাদৌ) অবহিতঃ (অন্তুনিবিষ্টঃ) শ্রাৎ (ভবেৎ),
তথা সঃ (জগৎকারণতয়া প্রসিদ্ধঃ) এবঃ (পরমেশ্বরঃ) ইহ (নামরূপাভ্যনা
ব্যাকৃতে জগতি) আ নথাগ্রেভাঃ (নথাগ্রপর্য্যন্তং) প্রবিষ্টঃ (প্রবেশং কৃতবান্) ।
[তথাপি অজ্ঞাঃ] তং (সর্কানুস্মাতমপি পরমেশ্বরং) ন পশ্যন্তি (পরমেশ্বরত্বেন ন
জানন্তীত্যর্থঃ) । হি (যস্মাৎ) সঃ (আ নথাগ্রপ্রবিষ্টঃ আত্মা) অকুৎসঃ (উপাধি-
পরিচ্ছন্নতয়া উপলভ্যমানত্বাৎ অপূর্ণঃ); [তথাহি—] সঃ (প্রবিষ্ট আত্মা) প্রাণন্
(প্রাণনাদি-ব্যাপারং কুর্সন্) এব প্রাণঃ নাম (প্রসিদ্ধো) ভবতি; বদন্ (বচন-
ব্যাপারং কুর্সন্) বাক্, পশ্যন্ চক্ষুঃ, শৃণন্ শ্রোত্রং, মদ্বানঃ (সঙ্কল্প-বিকল্পলক্ষণং
ব্যাপারং কুর্সন্) মনঃ ভবতি । তানি এতানি (যথোক্তানি প্রাণাদীনি) অন্ত
(আত্মনঃ) কৰ্ম-নামানি এব [দেহপ্রবিষ্ট আত্মা এব তত্তৎকস্মানুসারতঃ প্রাণাদি-
নামভিঃ পৃথগিব প্রতীয়তে ইতি ভাবঃ] ।

অতঃ (অস্মাৎ হেতোঃ) যঃ সঃ (যঃ কশ্চিৎ) একৈকং (প্রাণ ইতি বা,
বাগিতি বা—ইত্যেবং) উপাস্তে, সঃ (উপাসকঃ) ন বেদ (নৈব আত্মানং বেত্তি);
হি (যতঃ) এবঃ (আত্মা) একৈকেন (প্রাণাভ্যেকৈকবিশেষণেন বিশিষ্টঃ সন্)

অকৃৎস্নঃ (অসমস্তঃ) ভবতি ; অতঃ ‘আত্মা’ ইত্যেব (বিশেষণভেদান্ পরিত্যজ্য কেবলম্ আত্মস্বরূপেণৈব) উপাসীত ; হি (যস্মাৎ) অত্র (আত্মনি) এতে (প্রাপ্তভূতাঃ প্রাণাদয়ঃ) সৰ্কে একং ভবন্তি (একরূপতাম্—অভিন্নতাং প্রতিপদ্যন্তে) । তৎ এতৎ অস্ত সৰ্ব্বস্ত (জীবনিবহস্ত) পদনীৰ্য়ং (প্রাপ্যং) । [কিং তৎ ?] যৎ (যঃ) অরং আত্মা ইতি । হি (যস্মাৎ) অনেন (আত্মনা জ্ঞাতেন) এতৎ সৰ্ব্বং (জগৎ) বেদ (জানাতি ইত্যর্থঃ) । যথা হ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) পদেন (চরণেন পদচিহ্নেন বা) অনুবিন্দেৎ (নষ্টং গবাদিকং লভতে) ; তথা, যঃ এবং (যথোক্তং তত্ত্বং) বেদ, [সঃ] কীৰ্ত্তিঃ (লোকপ্রতিষ্ঠাং) শ্লোকং (যশশ্চ) বিদ্যতে (লভতে) ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ :—সেই এই দৃশ্যমান জগৎ তৎকালে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে অব্যাকৃত—নাম ও রূপাকারে অনভিব্যক্ত ছিল, অর্থাৎ বীজভাবে বর্তমান ছিল । সেই জগৎ নাম ও রূপাকারে অভিব্যক্ত হইল,—‘দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত’ প্রভৃতি নাম ও শ্বেতপীতাদি রূপবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইল ; এই জগৎই বর্তমান সময়েও বিশেষ বিশেষ নাম ও বিশেষ বিশেষ রূপ লইয়াই এই জগৎ (জাগতিক বস্তু) অভিব্যক্ত হইয়া থাকে । ক্ষুর যেমন ক্ষুরাধারে নিহিত থাকে, অথবা বিশ্বস্তুর (অগ্নি) যেরূপ তদাশয় কাষ্ঠাদির মধ্যে নিহিত থাকে, তদ্রূপ সেই জগৎকারণ পরমেশ্বরও এই অভিব্যক্ত জগতে নথাগ্র হইতে সর্বাবয়বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন । [কিন্তু তিনি এইরূপে প্রবিষ্ট থাকিলেও অজ্ঞজনেরা] তাঁহাকে দেখিতে পায় না ; [কেন না, তাহারা যাহাকে দর্শন করে,] সেই আত্মা হইতেছে—অকৃৎস্ন অর্থাৎ অপূর্ণ—প্রকৃত পূর্ণ আত্মার ঔপাধিক অংশবিশেষ মাত্র । [যেমন] প্রাণনাদি ব্যাপার নিষ্পাদন করেন বলিয়া প্রাণ নামে প্রসিদ্ধ হন, সেইরূপ, বাগিঞ্জির ব্যাপার করত শ্রোত্র, এবং মনন বা চিন্তা করত মনঃশব্দ-বাচ্য হন ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এ সমস্তই তাহার কন্ধ্যানুযায়ী নাম মাত্র । অতএব যে লোক তাহাকে উক্ত প্রকার এক একটিমাত্র গুণ-যোগে উপাসনা করেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁহাকে জানেন না ; কারণ, এক একটিমাত্র গুণবিশিষ্ট আত্মা ত কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না ; অতএব ‘আত্মা’ বলিয়াই তাঁহার উপাসনা করিবে । ইহাতেই (এই আত্মাতেই) উক্ত ঔপাধিক গুণসমূহ একীভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই যে, পরিপূর্ণ

আত্মা, ইহাই সর্বজীবের একমাত্র পদনীয় বা গন্তব্য স্থল ; কারণ, এত-
 দ্বিজ্ঞানেই সর্ব বস্তু লাভ করা যায় । লোক যেমন পদের সাহায্যে
 গন্তব্য স্থান লাভ করে, তেমনি যিনি যথাবর্ণিত প্রকারে আত্ম-তত্ত্ব অবগত
 হন, তিনিও কীর্ত্তি ও প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥ ৭ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—তদ্বাদম্ । তদ্বিতী বীজাবস্থং জগৎ প্রাপ্তংপত্তেঃ,
 তর্হি তস্মিন্ কালে, পরোক্ষত্বাৎ সর্বনাম্নাহপ্রত্যক্ষাভিধানেনাভিধীয়তে—ভূতকাল-
 সম্বন্ধিহাদব্যাকৃত-ভাবিনো জগতঃ । সুখগ্রহণার্থমৈতত্ত্বপ্রয়োগো হ-শব্দঃ ; ‘এবং
 ই তদা আসীৎ’—ইত্যাচ্যমানে সুখং তাং পরোক্ষামপি জগতো বীজাবস্থাং প্রতি-
 পত্ততে,—যুধিষ্ঠিরো হ কিল রাজাসীদিত্যুক্তে যদং । ইদম্-ইতি ব্যাকৃতনামরূপা-
 যুক্তং সাধা-সাধনলক্ষণং যথাবর্ণিতমভিধীয়তে ; তদ্-ইদং শব্দয়োঃ পরোক্ষ-প্রত্যক্ষা-
 বস্থ-জগদাচকরোঃ সামান্যাদিকরণাদেকত্বমেব পরোক্ষ-প্রত্যক্ষাবস্থ জগতো-
 হবগম্যতে—তদেবেদং, ইদমেব চ তদ্ অব্যাকৃতমাসীদিতি । অথৈবং সতি,
 নাসত উৎপত্তিন্ সতো বিনাশঃ কার্য্যশ্চেত্যবধৃতং ভবতি । ১

টীকা । সম্প্রতি প্রতীকমাদায় পদানি ব্যাচষ্টে—তদ্বাদাদিন । অপ্রত্যক্ষাভিধানেন
 তদ্বিতী সর্বনাম্নাহ বীজাবস্থং জগদভিধীয়তে পরোক্ষত্বাদিত্যেব সৎকঃ । কথং জগতো বীজাবস্থ-
 নিত্যাপত্তা তহীত্যাত্ম্যমাহ—প্রাগিতি । কথং তত্ত্ব পরোক্ষত্বং, তত্রাহ—ভূততি । নিপাতার্থ-
 মাহ—সুপেতি । হপ্তার্থমভিনয়তি—কিলেতি । যথাবর্ণিতমিত্যর্থংসংসারেহসামান্যত্বোক্তিঃ ।
 পরম্বয়সামান্যাদিকরণলক্ষণমাহ—তদ্বাদমিতি । একইমভিনয়েনোদাহরতি—তদেবেতি ।
 একত্বাবধিকরণলক্ষণং কথয়তি—অপেতি । সামান্যাদিকরণাবশাদেকত্বং নিশ্চিতং সত্যানন্তরম্—
 “নাসতো বিদ্বতে ভাবো নান্তাবো বিদ্বতে সত্যঃ ।”

ইতি স্মৃতিরনুসৃত্যো ভবতীতি ভাবঃ । ১

তদেবভূতং জগদব্যাকৃতং সৎ নামরূপাভ্যামেব—নাম্না রূপেণৈব চ ব্যাক্রিয়ত ।
 ব্যাক্রিয়তেতি কর্ণকর্জ্জপ্রয়োগাৎ তৎ স্বয়মেবাত্মৈব ব্যাক্রিয়ত—বি+আ+অক্রি-
 যত—বিন্শপ্টিং নামরূপবিশেষাবধারণমর্থ্যাদং ব্যাক্রীভাবমাপত্তত—সামর্থ্যাদাক্রিপ্ত-
 নিরন্ত-কর্জ্জ-সাধনক্রিয়া-নিমিত্তম্ । অসৌনামেতি সর্বনাম্নাহবিশেষাভিধানেন নাম-
 মাত্রং ব্যপদিশতি ; দেবদত্তো যজ্ঞদত্ত ইতি বা নামাত্মেতি অসৌনামা অয়ম্ । তথা
 ইদমিতি গুরুকৃষ্ণাদীনামবিশেষঃ ; ইদং গুরুমিদং কৃষ্ণং বা রূপমাত্মেতি ইদংরূপঃ ।
 তদ্বাদব্যাকৃতং বস্তু, এতর্হি এতস্মিন্নপি কালে নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তে—
 অসৌনামায়ম্ ইদংরূপ ইতি । ২

অজাতং ব্রহ্ম জগতো মূলমিত্যুক্ত্বা তদ্বিবর্ত্তো জগদ্বিতী নিক্রিয়তি—তদেবভূতমিতি ।
 ভূতীয়াধিঃস্তাবার্থংস্বেন ব্যাচষ্টে—নাম্নেতি । ক্রিয়াপদপ্রয়োগাভিপ্রাযঃ তদনুবাদপূর্ব্বকমাহ—

ব্যাক্রিয়তেতি । তত্র পদচ্ছেদপূৰ্ব্বকং তদ্ব্যচ্যয়নমাহ—ব্যাক্রিয়তেত্যাদিহা । অগ্নয়েবেতি
কুতো বিশেষ্যেত, কারণমন্তরেণ কাব্যোৎপত্তিরবুদ্ভেত্যাশঙ্ক্যাহ—সামর্থ্যাদিতি । নির্বেদ্যুকাৰ্য্য-
সিদ্ধান্তুপপত্ত্যাক্ষিপ্তো নিরস্তা জনয়িতা কর্তা চোৎপত্তৌ সাধনক্রিয়া-করণব্যাপারদ্বয়মিতি
তদপেক্ষ্য ব্যক্তিতাবমাগন্তেতি যোজন্য । নামসামান্তং দেবদত্তাদিহা বিশেষনারা সংবোধ্য
সামান্তবিশেষবানর্থো নামব্যাকরণব্যাকো বিবক্ষিত ইত্যাহ—অসাবিত্যাदिना । অসৌ-শক্যঃ
শ্রোতোংব্যয়ত্বেন নেবং । রূপসামান্তং গুরুত্বাদিহা বিশেষে সংবোজ্যোচ্যতে রূপব্যাকরণ-
ব্যাকোনেত্যাহ—তথেষ্টাদিহা । অব্যাকৃতমেব ব্যাকৃতান্ননা ব্যক্তমিত্যেতৎ স্তম্ভপ্রবৃদ্ধদৃষ্টান্তেন
শ্চৈয়তি—তদিদমিতি । ২

যদর্থঃ সৰ্ব্বশাস্ত্রারম্ভঃ, যন্নির্মলবিশ্বায় স্বাভাবিক্য কৰ্তৃক্রিয়াকলাধারোপণা কৃতা,
যঃ কারণঃ সৰ্ব্বস্ত জগতঃ, যদান্নকে নামরূপে সলিলাদিব স্বচ্ছান্মলমিব কেনন্ অব্যা-
কৃতে ব্যাক্রিয়েতে, যচ্চ তাভ্যাং নামরূপাভ্যাং বিলক্ষণঃ স্বতো নিত্যগুণবুদ্ধমুক্ত-
স্বভাবঃ, স এষ অব্যাকৃতে আনুভূতে নাম-রূপে ব্যাকুৰ্মন, ব্রহ্মাদিত্ত্বপৰ্য্যন্তেষু
দেহেষুহি কৰ্ম্মকলাশ্রেয়সু অশনারাদিমত্সু প্রবিষ্টঃ । ৩

তদ্ব্যেতাত্ত্ব মূলকারণমুত্থা তন্মামরূপাভ্যামিত্যাदिना तत्काधामुक्तम्, इदानीं प्रवेशवाक्यान्म-
लकालेपिक्रियतममह—यदर्थ इति । काण्डव्याख्यानो वेदश्रारम्भो यत्र परमं प्रतिपत्त्यर्थे
विज्ञायते, कर्मकाण्डं च स्वर्याश्रयानाहितिचिन्तितुं शिवावा अज्ञानोपायोगीकृत्ये, ज्ञानकाण्डं तु
साक्षादेव तत्रोपयुज्यते ‘सर्वे वेदा यत्पदमानमस्ति’ इति च अग्रते ; स परोक्षं प्रविष्टौ
देहादाविति योजनम् । सन्तश्रारमस्त ब्रह्मास्ति समग्रमुक्त्वा तत्र विरोधसमाधानार्थमाह—
यन्निर्मलम् । अध्यासस्त चतुर्विधव्याप्तं नामस्त एवम् वारयति—अविच्छेदयति । तत्रा विद्या-
ज्ञानत्वेन सादिह्यदनाद्यथासहेतुवासिद्धिरित्याशङ्क्य—स्वाभाविकेति । विद्याप्रागभावम-
विद्यायां व्यावर्तयति—कथिति । न हि तदुपादानमवतावच्छेदकं सत्त्वति, न चोपादानास्तत्रमतीति
भावः । अग्रस्त सर्वत्र यच्छक्यं पूर्णवददृष्टेयः । आरानि कर्तृव्याधासत्ताविद्याकृतयोक्त्या
समग्रं विरोधः समाहितः, सप्रतायासकारणस्तोक्तत्वेऽपि निमित्तोपादानत्वेन सांख्यवादमा-
लक्योक्तमेव कारणं तद्वेदनिराकरणार्थं कथयति—यः कारणमिति । अतिवृत्तिवादेन परमं
तत्कारणं असिद्धमिति भावः । नामरूपान्तरं वैतन्ताविद्याविद्यमानदेहाविद्यापनोक्तं
सिधातीत्याह—यदान्नके इति । व्याकृत्यारम्भः स्वभावतः शुद्धे दृष्टान्तमाह—सलिलादिमिति ।
व्याक्रियमाणैर्नान्निरूपणैः यतोऽंशुद्धे दृष्टान्तमाह—मलमिवेति । यथा केनापि अलोप-
तन्मात्रमेव, तथाकात्रिकोपः जगद् ब्रह्मात्रं तज्ज्ञानवादां चेति भावः । नितागुणव्यादि-
लक्षणमपि वस्तु न यतोऽज्ञाननिवर्तकः, केवलं तत्साधकत्वात्, वाक्योपबुद्धिबुद्ध्यान्तं तु
तथेति श्रवानोक्तं—यच्छेति । ‘आकाशो ह वै नाम नामरूपैर्नामिकविता, ते यन्मलं
तद्वत्’ इति अतिमात्रिताह—तद्व्यामिति । नामरूपान्तरकैवैतासम्पत्तिर्वादेन विद्यागुणव-
त्तद्वत्त्वेऽसम्भवाधीनत्वात्, तद्व्यामि अवाजिकेतादित्येतत् तत्सम्भवं सिद्धेति—यच्छेति ।
तन्मादेवं ह्युपादानव्यासम्पत्तिमाह—यच्छेति । विद्याव्यापारां गुणव्यासिद्ध्यादेऽपि कदाचिदाह-

নৈবমিতি চেত্তেত্যাহ—যতাব ইতি । অব্যাকৃতবাক্যকোভ্যমজাতঃ পরমাত্মানং পরামৃশতি—স ইতি । তমেব কার্যাহং প্রত্যক্ষং নির্দিশতি—এব ইতি । আত্মা হি যতো ব্রিত্যন্তক্ষত্বাদিরূপোহপি স্বাবিচ্ছাবষ্টভান্নামরূপে ব্যাকরোতীতি তৎসজ্জনস্তাবিচ্ছাময়ঃ বিবাক্ষিতাহ—অব্যাকৃতে ইতি । তন্নোরাত্মনা ব্যাকৃতত্বে তদতিরেকণোভাবঃ কলংতীতি মত্ৰা বিশিনষ্টি—আত্মেতি । জনিমদ্বাত্র-মিহ-শব্দার্থঃ কথয়তি—ব্রহ্মাদীতি । তত্রৈব হুংখাদিনসকো নাত্মনোতি মহানো বিশিনষ্টি—কথ্যেতি । ব্রহ্মাত্মৈকো পদদ্বয়সামানাদিকরণাধিপতে হেতুমাত্—প্রবিষ্ট ইতি । ৩

নমু, অব্যাকৃতং স্বয়মেব ব্যাক্রিয়তেতুক্তম্ ; কথমিদানীমুচ্যতে—পর এব তু আত্মা অব্যাকৃতং ব্যাকুরুষ্মিহ প্রেরিষ্ট ইতি ? নৈব দোষঃ ; পরস্তাপ্যাত্মনোহব্যাকৃতজগদাশ্রয়েন বিবক্ষিতত্বাৎ । আক্ষিপ্তনিয়ম-কর্তৃক্রিয়ানিমিত্ত-হি জগদব্যাকৃতং ব্যাক্রিয়ত ইত্যবোচাম ; ইদং-শব্দসামানাদিকরণাচ্চ অব্যাকৃতশব্দস্ত । যথেন্দ্র জগৎ নিয়মাত্মনেককারকনিমিত্তাদিবিশেষবদ্ ব্যাকৃতম্, তথাহপরিত্যক্তাশ্রিতম-বিশেষবদেব তদব্যাকৃতম্ ; ব্যাকৃত্যব্যাকৃতমাত্রস্ত বিশেষঃ । দৃষ্টশ্চ লোকে বিবক্ষাতঃ শব্দপ্রয়োগঃ—‘গ্রাম আগতঃ, গ্রামঃ শৃণুঃ’ ইতি, কদাচিৎ গ্রামশব্দেন নিবাসমাত্রবিবক্ষারঃ ‘গ্রামঃ শৃণুঃ’ ইতি শব্দপ্রয়োগো ভবতি ; কদাচিৎ নিবাসি-জনবিবক্ষারঃ ‘গ্রাম আগতঃ’ ইতি ; কদাচিৎ ভয়বিবক্ষারামপি গ্রাম-শব্দপ্রয়োগো ভবতি—‘গ্রামঞ্চ ন প্রবিশেৎ’ ইতি যথা, তদ্বদিহাপি জগদিদং ব্যাকৃতম্ অব্যাকৃতং চেতাভেদবিবক্ষারামাত্মনাত্মনোভবতি ব্যাপদেশঃ । তথেন্দ্র জগৎপত্তিবিনা-শায়কমিতি কেবলজগদ্ব্যপদেশঃ । তথা “মহানজ আত্মা” “অস্থলোহনগুঃ” “স এন নেতি নেতি” ইত্যাদি কেবলাত্মব্যপদেশঃ । ৪

পরমাত্মা শ্রুত্বা সৃষ্টে প্রবিষ্টো জগতীত্যাদিষ্টমাক্ষিপতি—নয়িতি । পূর্বাপরবিরোধং সমর্থকেন—নৈত্যাদিন । ব্যাক্রিয়তেতি কল্পকর্তৃপ্রয়োগাজ্জগৎকর্তৃবিবক্ষিতত্বমুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—আক্ষিপ্তমিতি । সূচ্যতে বৎসঃ স্বয়মেবেতিবৎ কল্পকর্তৃবি লকারো ব্যাকরণসৌকার্য্যপেক্ষয়া, সত্যোব কর্তৃবি নির্বাহীতীতি ভাবঃ । অব্যাকৃতশব্দস্ত নিয়মাদিযুক্তজগদ্ব্যচিহ্নে হেতুস্বরমাহ—ইদংশব্দেতি ।

কথমুক্ত-সামানাদিকরণমাত্রাদব্যাকৃতস্ত জগতো নিয়মাদিযুক্তত্বং, তত্রাহ—যথেন্দি । নিয়মাদীত্যাধিপকেন কর্তৃকরণাদিগ্রহণম্ । নিমিত্তাদীত্যাধিপদেনোপাদানমুচ্যতে । বিমতঃ নিয়মাদিসাপেক্ষং কার্য্যত্বাৎ সম্প্রতিপন্নবদিতার্থঃ । কল্পহি প্রাগবহু সম্প্রতিতনে চ জগতি বিশেষস্তত্রাহ—ব্যাকৃতেতি । কথং পুনরব্যাকৃতশব্দেন জগদ্ব্যচিনা পরো গৃহ্যতে, একস্ত শব্দত্বানেকার্থত্বাযোগাত্ত আহ—দৃষ্টেন্দি । উক্তমেব স্মৃটয়তি—কদাচিদিতি । উভয়-বিবক্ষয়া গ্রামশব্দপ্রয়োগস্ত দাষ্টান্তিকমাহ—তথেন্দি । ইহেতব্যাকৃতবাক্যোক্তিঃ । নিবাস-মাত্রবিবক্ষয়া গ্রামশব্দপ্রয়োগস্ত দাষ্টান্তিকমাহ—তথেন্দি । নিবাসিজনবিবক্ষয়া তৎপ্রয়োগস্তাপি দাষ্টান্তিকং কথয়তি—তথা মহানিতি । ৪

নমু পরেণ ব্যাক্ত্বা ব্যাক্ততং সৰ্ব্বতো ব্যাপ্তং সৰ্ব্বদা জগৎ ; স কথমিহ প্রবিষ্টঃ পরিকল্প্যতে ? অপ্রবিষ্টো হি দেশঃ পরিচ্ছিন্নেন প্রবেষ্টুং শক্যতে, যথা পুরুষেণ গ্রামাদিঃ, নাকাশেন কিঞ্চিৎ, নিতাপ্রবিষ্টত্বাৎ । পাবাণ-সর্পাদিবৎ ধৰ্ম্মাস্তরেণেতি চেৎ,—অথাপি স্তাৎ—ন পর আত্মা স্বেনৈব রূপেণ প্রবিবেশ ; কিং তর্হি ? তৎস্ব এব ধৰ্ম্মাস্তরেণোপজায়তে ; তেন প্রবিষ্ট ইতুপচর্য্যতে ; যথা পাবাণে সহজোহস্তম্বঃ সর্পঃ, নারিকেলে বা তোরম্ । ন, “তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ” ইতি ক্রতেঃ ; যঃ সৃষ্টা, স ভাবাস্তরমনাপন্ন এব কার্য্যঃ, সৃষ্টা পশ্চাৎ প্রাবিশদিত্বি হি ক্রয়তে । যথা ‘ভুক্তা গচ্ছতি’ ইতি ভুক্তি-গমিক্রিয়য়োঃ পূর্বাপরকালয়োঃ রিতরেতরবিচ্ছেদঃ, অবিশিষ্টেচ কৰ্ত্তা, তদ্বদিহাপি স্তাৎ ; ন তু তৎস্বৈব ভাবাস্তরোপজনন এতৎ সম্ভবতি । ন চ স্থানাস্তরেণ বিযজ্য স্থানাস্তরসংযোগলক্ষণঃ প্রবেশো নিরবয়বস্থা-পরিচ্ছিন্নস্ত দৃষ্টঃ । ৫

অব্যাক্তবাকো পরস্ত প্রকৃতত্বাস্তস্ত প্রবেশবাকো সশব্দেন পরামৃষ্টস্ত সৃষ্টে কার্য্যে এবেশ উক্তস্তঃ চ প্রকারান্তরেণাক্ষিপতি—নব্বিতি । কথমিতিসূচিতামনুপপত্তিম্বেব স্পষ্টয়তি—অপ্রবিষ্টো ইতি । দৃষ্টান্তাবষ্টেন্বেন প্রবেশবাদী শব্দতে—পাবাণেতি । তদেব বিবৃণোতি—অথাপীত্যাদিনা । পরস্ত পরিপূর্ণস্ত কচিং এবেশাভাবেদুপীতি যাবৎ । তচ্ছব্দঃ সৃষ্টকার্য্যবিষয়ঃ । ধৰ্ম্মাস্তরঃ জীবাণাম্ । দৃষ্টান্তঃ বাচ্যে—যথেনিতি । পাবাণাধারঃ সর্পাদিস্তত্র এবিষ্ট ইতি শব্দ্যপোহাৰ্থঃ সহজবিশেষণম্ । সর্পাদেবানুপ্রাবিশৎ ইতিভূতপঞ্চকপরিণামত্বাস্তত্র সহজত্বং, পাবাণাদৌ যানি ভূতানি স্থিতানি, তেহাং পরিণামঃ সর্পাদিঃ, তদ্রূপেণ তত্র ভূতানামনুপ্রবেশবদপরিচ্ছিন্নস্তাপি পরস্ত জীবাকারেণ বুদ্ধাদৌ প্রবেশসিদ্ধিরিতার্থঃ । আক্ষেপ্তা ক্রতে—নেতি । তদেব স্পষ্টয়তি—যঃ সৃষ্টেতি ।

নমু তক্ষণা নির্মিতে বেষ্মনি ততোহন্তস্তাপি প্রবেশো দৃষ্টতে, তথা পরেণ সৃষ্টে জগতাস্তস্ত প্রবেশো ভবিষ্যতি, নেতাহ—যথেনিতি । পাবাণসর্পস্তায়েন কার্য্যত্বেনৈব পরস্ত জীবাণ্যে পরিণামে তৎসৃষ্টেত্যাদিশ্রবণমনুপপন্নমিতি বাতিরেকং দর্শয়তি—নব্বিতি । অস্ত তর্হি পরস্ত মার্জ্জারাদিবৎ পূর্বাবস্থান-ত্যাগেনাবস্থানাস্তরসংযোগাত্মা প্রবেশঃ, নেতাহ—ন চেতি । নিরবয়বোপরিচ্ছিন্নস্তাত্মা, তস্ত স্থানাস্তরেণ বিযোগং প্রাপ্য স্থানাস্তরেণ সহ সংযোগলক্ষণো যঃ প্রবেশঃ, ন সাবয়বে পরিচ্ছিন্নে চ মার্জ্জারাদৌ দৃষ্টপ্রবেশসমুশো ন ভবতীতি যোজন্য । বিযজ্যেতি পাঠে তু স্মৃটেব যোজন্য । ৫

সাবয়ব এব, প্রবেশশ্রবণাদিতি চেৎ ; ন ; “দিব্যো হুমূৰ্ত্তঃ পুরুষঃ” “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ম্” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যাঃ । সৰ্ব্বব্যাপদেস্ত-ধৰ্ম্মবিশেষ-প্রতিবেদশ্রুতিভ্যশ্চ । প্রতিবিষ্যপ্রবেশবদ্বিতি চেৎ ; ন ; বস্তুস্তরেণ বিপ্রকৰ্ণীয়ুপপত্তেঃ । দ্রব্যে গুণ-প্রবেশবদ্বিতি চেৎ ; ন, অনাপ্রিতত্বাৎ ; নিত্যপরতত্ত্বত্বৈবাপ্রিতত্ব গুণস্ত দ্রব্যে প্রবেশ উপচর্য্যতে ; ন তু ব্রহ্মণঃ স্বাতন্ত্র্যশ্রবণাৎ তথা প্রবেশ উপপদ্যতে । কণে

বীজবদিতি চেৎ ; ন ; সাবয়বৎ-বৃদ্ধি-করোংপত্তি-বিনাশাদিধর্মবৎপ্রসঙ্গাৎ । ন চৈবং ধর্মবৎ ব্রহ্মণঃ, “অজোহজরঃ” ইত্যাদিশ্রুতিজ্ঞানবিরোধাৎ । অস্ত্র এব সংসারী পরিচ্ছিন্ন ইহ প্রবিষ্ট ইতি চেৎ ; ন ; “সেরং দেবতৈকত” ইত্যারভ্য “নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” ইতি তত্ত্বা এব প্রবেশ-ব্যাকরণ-কর্তৃত্বশ্রুতেঃ । তথা “তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ” “স এতমেব সীমানং বিদার্যৈতরা দ্বারা প্রাপদ্যত” “সর্কানি রূপানি বিচিত্রা ধীরো নামানি কৃতাভিবদন যদাতে”, “সং কুমার উত বা কুমারী সঃ জীর্ণো দণ্ডেন বক্ষসি” “পুরুষক্রে দ্বিপদঃ” “রূপঃ রূপম্” ইতি চ মন্তবর্ণাং ন পরাদস্ত্য প্রবেশঃ । প্রবিষ্টানামিতরেতরভেদাৎ পরানেকত্বমিতি চেৎ ; ন ; “একো দেবো বহুধা সন্নিবিষ্টঃ” “একঃ সন্ বহুধা বিচার” “স্বমেকোহসি বহুননুপ্রবিষ্টঃ” “একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরায়া” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যাঃ । ৬

প্রবেশশ্রুত্যা নিরবয়বত্বাসিদ্ধিং শক্যতে—সাবয়ব ইতি । প্রবেশশ্রুতেয়ন্তথোপপত্তে-ক্কামাণত্বেনৈবমিতি পরিহরতি—নেতাদিনা । অমৃতত্বঃ নিরবয়বত্বম্ । পুরুষত্বং পূর্ণত্বম্ । প্রকারান্তরেণ প্রবেশোপপত্তিং শক্যতে—প্রতিবিধেতি । আদিতাদৌ জনাদিনা সন্নিবন্ধাদি-সম্বৎ প্রতিবিধাণাপ্রবেশোপপত্তিঃ ; আস্মি তু পরাস্মিনসঙ্গে নবচ্ছিন্নে কেনচিদপি তদভাবান্ন যথোক্তপ্রবেশসিদ্ধিরিত্যাহ—ন বস্তুস্তরেণেতি । প্রকারান্তরেণ প্রবেশঃ চোদয়তি জবা ইতি । পরস্তাপি কার্ধো প্রবেশ ইতি শেষঃ । ণ্যাপেক্ষয়া পরস্ত বৈলক্ষণঃ দর্শয়ন্ পরিহরতি—নেতাদিনা । স্বাতন্ত্র্যপ্রবণম্ “এব সর্বেষধরঃ” ইত্যাদি ।

পনসাদিফলে বীজস্ত প্রবেশবৎ কার্ধো পরস্ত প্রবেশঃ শ্রাদ্ধিতি শক্তিহা দূরয়তি—ফল-ইত্যাদিনা । বিনাশাদীতাদিশকেনানান্নাহান্নব্রহ্মাদি গৃহ্যতে । অনঙ্গশ্রেষ্ঠমশঙ্ক্য নিরাচষ্টে—ন চেতি । জন্মানীনাং ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মিণো ভিন্নত্বাভিন্নত্বাসম্ববাদিগুণাঃ । বীজফলয়োবয়বাবয়ববিহং পাষণসর্গয়োরাধারার্থেভেতাপুনরুক্তিঃ । পরস্ত সর্বপ্রকারপ্রবেশাসম্ভবে প্রবেশশ্রুতেরালম্বনং বাচামিত্যাশঙ্ক্য পূর্ণপক্ষমুপসংহরতি—অস্ত্র এবেতি । জগতো হি পরঃ শ্রেষ্ঠেতি বেদান্তমত্যানা, শ্রেষ্ঠে চ এবেষ্টা, এবিস্ত্র ব্যাকরবাণিতি প্রবেশব্যাকরণয়োরেককর্তৃত্বশ্রুতেঃ, তন্মাং পরশ্রাদান্ত্য প্রবেশো ন যুক্তিমানিতি সিদ্ধান্তয়তি—নেতাদিনা । তত্রৈব ত্রুতিরায়শ্রুতিং সংবাদয়তি—তথেষিতি । ঐতরেয়শ্রুতিরপি যথোক্তমর্থমুপোদয়ন্তীত্যাহ—স এতমেবেতি । শ্রীনারায়ণাখ্যমন্ত্র-মপাত্ৰানুকুলয়তি—সর্কানিতি । ব্যাক্যাস্তরমুদাহরতি—সং কুমার ইতি । অত্রৈব ব্যাক্য-শেষস্তানুগুণ্যং দর্শয়তি—পূর ইতি । উদাহৃতশ্রুতীনাং তাৎপৰ্য্যমাহ—ন পরাদিতি ।

পরস্ত প্রবেশে প্রবিষ্টানাং মিথো ভেদান্তরভিন্নস্ত তস্তাপি নানাধঃপ্রসক্তিরিতি শক্যতে—প্রবিষ্টানামিতি । ন পরস্তানেকত্বমেকত্বশ্রুতিবিরোধাদিতি পরিহরতি—নেতাদিনা । ‘বিচার’ বিচারায়েতি বাবৎ । ৬

প্রবেশ উপপদ্যতে নোপপদ্যত ইতি—তিষ্ঠতু তাবৎ ; প্রবিষ্টানাং সংসারিত্বাৎ তদনন্তত্বাচ্চ পরস্ত সংসারিত্বমিতি চেৎ ; ন ; অশনান্নাদাত্যয়শ্রুতেঃ । স্থখি-

দুঃখিতাদিদর্শনারেতি চেৎ ; ন ; “ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহুঃ” ইতি শ্রুতেঃ ।
 প্রত্যক্ষাদিবিরোধাদব্রুতমিতি চেৎ ; ন ; উপাধ্যাত্র-জনিত-বিশেষবিষয়ত্বাৎ
 প্রত্যক্ষাদেঃ । “ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং পশ্বেঃ” “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজ্ঞানীরাং” “অবি-
 জ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যো ন আত্মবিষয়ং বিজ্ঞানম্ ; কিং তর্হি ? বুদ্ধ্যাহ্য-
 পাধ্যাত্মপ্রতিচ্ছাদ্যবিষয়মেব—‘সুখিতোহহং, দুঃখিতোহহম্’ ইত্যেবমাদিপ্রত্যক্ষ-
 বিজ্ঞানম্ ; ‘অয়মহম্’ ইতি বিষয়েণ বিষয়িণঃ সামান্যধিকরণ্যোপচারাৎ, “নান্ত-
 দতোহস্তু দষ্ট” ইত্যাত্মপ্রতিবেদাচ্চ । দেহাবয়ববিশেষত্বাচ্চ সুখদুঃখরৌপ্যবিষয়-
 ধর্মত্বম্ । ৭

পরন্তু প্রবেশে নানাসংসারিকঃ প্রত্যাপ্য দেহাস্তরং চোদয়তি—প্রবেশ ইতি । তেষাং
 সংসারিকেষুপি পরন্তু কিমারাৎ, তদাত—তদনন্তত্বমিতি । প্রত্যাপ্যদেহেন দুষয়তি—নেতি ।
 অনন্তবদনন্তত্বঃ শব্দে—সুখিতোহহম্ । নাসংসারিকমিতি শেষঃ । গুণাতিসংজ্ঞকস্তরমাত—
 নেতি । আগমোহি পরস্তাসংসারিকো মানঃ চয়োচ্যতে, স চাধাক্ষবিক্রান্তো ন পার্থে মানঃ, ন চ
 বৈপরীত্যঃ, দ্রোষ্টেদেন বলবত্বমিতি শব্দে—প্রত্যক্ষাদীতি । শব্দেত পূর্ববাদিনি দ্বাশয়মা-
 বিব্রুতবন্তি সিদ্ধান্তী ব্যতিসংজ্ঞাহ—নোপাধীতি । উপাধিরন্তঃকরণঃ, তদাশ্রয়েন জনিতো
 বিশেষলিঙ্গাতাসত্ত্বলত্বদুঃখাদিবিষয়ত্বাৎ প্রত্যক্ষাদেহাতাসহাতেনোক্তস্তাসংসারিত্বাবগমস্ত ন
 বিরোধোহস্তুতার্থঃ । কিঞ্চ, প্রত্যক্ষাদীনামনাত্মবিষয়ত্বাদাত্মবিষয়ত্বাচ্চাগমস্ত তিরস্রবদ্যতঃ
 নানদোষিণো বিরোধোহস্তুতাত্তিপ্রত্যক্ষনোহধ্যাক্ষত্ববিষয়ে প্রতীকদাহরতি—ন দৃষ্টেতি ।
 সুখাহিমিত্যাদিপ্রতিভাসস্ত তর্হি কা গতিরিত্যশঙ্কা পূর্বোক্তমেব স্মারয়তি—কিং
 তর্হীতি । বুদ্ধাদিকপাধ্যঃ, তদাত্মপ্রতিচ্ছাদ্যঃ তৎপ্রতিবিম্বস্তদ্বিষয়মেব সুখাহিমিত্যাদি
 বিজ্ঞানমিতি যোক্তব্যঃ । আত্মনো দুঃখিতাত্তবে হেহস্তরমাহ—অয়মিতি । অয়ং দেহোহহমিতি
 দৃষ্টেন ব্রহ্মত্বাদাত্মাসাদেশনাদব্রুতমিতি চেৎ প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাৎ কেবলস্তাত্মনো দুঃখাদিসংসারো-
 দ্বীতীত্যাঃ । কিঞ্চ, অতুলাদিবিষয়লক্ষণং প্রকৃতম্ । তন্ত্বেব প্রতাপাত্ত্বং দশরথী শ্রুতিরাত্মনঃ
 সংসারিত্বং বারবতীত্যা—নান্তমিতি । কিঞ্চ, পানরোহুঃপং শিরসি হুংগমিতি দেহাবয়বানচ্ছিন্ন-
 হেন তৎপ্রতীতেতদ্বদ্বদ্বিনিকরাত্মনি সংসারিত্বঃ প্রামাণিকমিত্যা—দেহেতি । ৭

“আত্মনস্ত কামার” ইত্যাত্মত্বশ্রুতেঃ পরব্রুতমিতি চেৎ ; ন ; “বজ্র বা অজ্ঞানি-
 জ্ঞাতং” ইত্যবিজ্ঞাতবিষয়াত্মত্বত্বাভ্যুপগমাৎ, “তং কেন কং পশ্বেৎ” “নেহ নানান্তি
 কিঞ্চন” “তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একহমমুপপ্লবতঃ” ইত্যাদিনা বিজ্ঞাতবিষয়ে তৎ-
 প্রতিবেদাচ্চ নাত্মধর্মত্বম্ । ৮

কতিবশাবাস্তবঃ সংসারিত্বঃ শব্দে—আত্মনমিতি । সুখং তদবদাত্মপ্রম্ “আত্মনস্ত কামার”
 ইতি সুখসাধনত্বাৎ প্রকৃতং, অতন্তবিনাকৃতং দুঃখমপি তত্র, ইত্যাত্মসংসারিত্বমব-
 দিতার্থঃ । আবিজ্ঞক-সংসারিত্বাবাস্তবোহনন্তিদয়ানলকপ্রতিপাদকবাত্তস্ত কামারোতাদি-
 বাক্যমিতি বদাহ—দেহি । তদাবিজ্ঞকসংসারিত্ববাত্তীত্যত্র গদ্যকমাহ—বজ্রিতি । অনেন হি

বাকোন অবিজ্ঞাৰহ্মণামেবাস্বার্থঃ স্থপাদেবভূপগম্যতে । অতো ন তস্তাস্বার্থমিত্যর্থঃ ।
আত্মনি সংসারিত্ত্বপ্রতিপাদ্যেহপি গমকমাহ—তৎ কেনেতি । আত্মনোহসংসারিত্ত্ব
বিষদন্তুভবমন্তুকুলমিতুং চ শব্দঃ । ৮

তাকিকসময়বিরোধাদবুদ্ধিমিতি চেৎ ; ন ; যুক্ত্যাপ্যায়নো হুঃখিত্বানুপপত্তেঃ ।
ন হি হুঃখেন প্রত্যক্ষবিষয়েণায়নো বিশেষ্যত্বম্, প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাৎ । আকাশস্ত
শব্দগুণবস্তুবাদায়নো হুঃখিত্বমিতি চেৎ ; ন ; একপ্রত্যয়বিষয়ত্বানুপপত্তেঃ । ন হি
স্বত্বগ্রাহকেণ প্রত্যক্ষবিষয়েণ প্রত্যয়েন নিত্যানুমেয়ত্বায়নো বিবরীকরণমুপ-
পত্ততে ; তস্ত চ বিবরীকরণে আত্মন একত্ববিষয়ত্বাবপ্রসঙ্গঃ । একত্বৈব বিবর-
বিষয়িত্বং দীপবদिति চেৎ ; ন ; যুগপদসম্ভবাৎ, আত্মত্বশানুপপত্তেঃ । ৯

তৎকালপ্রাপ্যাদায়নঃ সংসারিত্ত্বমিতি শব্দে—তাকিকেতি । বুদ্ধাদিচতুর্দশগুণ-
বানাজ্ঞেতি তাকিকসময়ঃ, তেন বিরোধান্তস্তাসংসারিত্ত্বমুক্তঃ, তৎকালিকো হি সিদ্ধান্তো ভবতি
ইত্যর্থঃ । সম্বৎকালবিরোধী বা কতিপয় তৎকালবিরোধী বা সিদ্ধান্তঃ ? নাহুঃ, তাকিকাদিসিদ্ধান্ত-
স্তাপি মিপো বৈদিকত্বকেন বিরোধাদসিদ্ধিঃ প্রসঙ্গাৎ । দ্বিতীয়ে হুঃখোত্তরকালবিরোধাদাত্মা-
সংসারিত্ত্বসিদ্ধান্তোহপি সিদ্ধোদিতান্তিসিদ্ধায়াহ—ন যুক্ত্যাপিতি । কিং, হুঃখাদিরাত্মবর্ণনো ন
ভবতি, বেদ্যত্বাৎ, রূপাদিবিদিত্যাহ—ন ইতি । প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাত্মা প্রতীচত্বিবিধহুঃখা-
বিষয়ত্বমুক্তং ; প্রত্যক্ষপ্রত্যক্ষয়োঃ শব্দাকাশয়োঃ বিধুঃখানোরপি গুণগুণিত্বসম্বাদিত
শব্দে—আকাশস্তেতি । যত্র ধর্মধর্মিত্বাবস্ত্রৈকজ্ঞানগম্যত্বং দৃষ্টং, যথা শুক্লো ঘট ইতি,
তদ্ব্যাপকং বাবর্ত্তমানঃ হুঃখান্ননোদ্বৈতধর্মিত্বং বাবর্ত্তয়তি, শব্দাকাশয়োঃপি গুণগুণিত্বাবো
নাত্মকং সম্ভবতঃ, শব্দত্বাত্মনাকশমিতি স্থিতেরিত্যাদিশ্যেনাহ—নৈকেতি ।

কথং তদনুপপত্তিসম্বাদাহ—ন ইতি । নিত্যানুমেয়স্তেতি দ্বয়তাকিকমতানুসারেণ সাংখ্য-
সময়ানুসারেণ চোক্তম্ । আধুনিকং তাকিকং প্রত্যাহ—তস্ত চেতি । স্থপাদিবিদায়নোহপি
প্রত্যক্ষেণ বিবরীকরণে সতি একমিন্ দেহে তদৈক্যসম্বতেরাত্মান্তরস্ত তত্রাবোগাদেব
ভৌতব্রহ্মানিষ্টে পুরুষান্তরস্তাত্মা প্রত্যপ্রত্যক্ষত্বাদ্ভেদত্ববাদাত্মত্বসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । দীপস্ত
স্বাবহারহেতুত্বেন বিবরবিষয়িত্বদেবকত্বত্বায়নো ভেদত্বত্বসিদ্ধেভেদত্বাবো নাস্তীতি শব্দে—
একত্বৈবেতি । আত্মনো বিবরবিষয়িত্বং কাংক্ষ্যোনাশাত্মাং বা ? আত্মোহপি যুগপৎ ক্রমেণ
বা ? নাহু ইত্যাহ—ন যুগপদिति । ক্রিয়ায়াঃ গুণত্বং কত্বং, তত্র প্রাধাত্বং কত্বত্বমতো
যুগপদেকক্রিয়া প্রত্যেকস্ত সাকল্যেন গুণপ্রধানত্বাবোগায়ৈবমিত্যর্থঃ । ন দ্বিতীয়ঃ, একত্বা-
বেত্বত্ববাদিতি মত্বা কল্পান্তঃ প্রত্যাহ—আত্মনীতি । এতেন প্রদীপদৃষ্টান্তোহপি প্রতিনি-
তত্ত্বশাভ্যাং তত্বাবে প্রকৃতানুকূলত্বাৎ । ৯

এতেন বিজ্ঞানস্ত গ্রাহ-গ্রাহকত্বং প্রত্যুক্তম্ ; প্রত্যক্ষানুমানবিষয়য়োঃ
হুঃখান্ননো গুণগুণিত্বেনানুমানম্ । হুঃপস্ত নিত্যমেব প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাদ্রূপাদি-
সামান্যাদিকরণ্যাক্ষঃ, যনঃসংযোগজ্ঞেহপ্যায়নি হুঃখস্ত সাবরবত্ব-বিক্রিয়াবত্বা-
নিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ । ন হুবিকৃত্য সংযোগি ত্রয়াঃ গুণঃ কৃষ্ণরূপয়ন অপয়ন বা দৃষ্টঃ

কচিং । ন চ নিরবয়বং বিক্রিয়মাণং দৃষ্টং কচিং, অনিত্যগুণাশ্রয়ং বা নিত্যম্ । ন চাকাশ আগমবাদিভিনির্নিত্যাবগম্যতে । ন চাত্মো দৃষ্টাস্তোহস্মি । বিক্রিয়-
মাণমপি তৎ-প্রত্যয়ানিবৃত্তেৰ্নিত্যমেবেতি চেৎ ; ন ; দ্রব্যাত্মাবয়বাত্মাত্মব্যতি-
রেকেণ বিক্রিয়ানুপপত্তেঃ । সাবয়বত্বেহপি নিত্যত্বমিতি চেৎ ; ন, সাবয়বত্মাবয়ব-
সংযোগপূৰ্ব্বকত্বে সতি বিভাগোপপত্তেঃ । বজ্রাদিষদর্শনার্হেতি চেৎ ; ন ; অমু-
মেয়ত্বাৎ সংযোগপূৰ্ব্বত্বস্ত । তস্মান্নানিত্যগুণাশ্রয়ত্বোপপত্তিঃ । ১০

নমু বিজ্ঞানবাদিনো যুগপদেকস্ত বিজ্ঞানস্ত সাকল্যেন গ্রাহগ্রাহকত্বমুপবস্তু, তথা স্বদাস্ত্র-
নোহপি স্তাৎ, তত্রাহ—এতেনেতি । একস্তোত্তরত্বনিরাসেনেতার্থঃ । যা ভূৎ প্রত্যক্ষমাগমিকং,
পারিভাষিকং বাস্তুনঃ সংসারিত্বম্ : আত্মমানিকং তু ভবিষ্যতি, দুঃখাদি কচিদাপ্রিতং গুণত্বাদ্
রূপাদিবিত্যাশ্রয়ে সিদ্ধে পরিশেষাদাস্ত্রনন্তদাশ্রয়ত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রত্যকেতি । ন তি মিশো-
বিরুদ্ধয়োঃ গুণগণিত্বমমুমেরং, দুঃখাদেশ সাত্তাসবুদ্ধিহত্বাৎ পারিশেষ্যাসিদ্ধিরিতার্থঃ । সাত্তাসাত্তঃ-
করণনিষ্ঠঃ দুঃখাদীতাত্র প্রমাণাত্বাৎ কথং সিদ্ধসাধনত্বমিত্যাশঙ্ক্য দুঃখাহমিত্যাদিপ্রত্যক্ষস্ত
তত্র প্রমাণত্বাহুত্বমানস্ত সিদ্ধসাধনত্বাৎ পরিশেষাসিদ্ধিরিত্যাহ—দুঃখন্তেতি । যত্র রূপাদিমতি
দেহে দাহচ্ছেদাদি দৃষ্টং, তত্রৈব তৎকৃতদুঃখাদ্যুপলভ্যমানস্তবত্বমিতি হেতুস্তরমাহ—
রূপাদীতি ।

যন্তু আস্ত্রনঃসংযোগাদাস্ত্রনি বুদ্ধাদয়ে নব বৈশেষিকা গুণা ভবন্তীতি, তদদুব্যতি—মনঃ-
সংযোগজত্বেন্দুপীতি । দুঃখস্তাস্ত্রনি মনঃসংযোগজত্বেন্দুপগতত্বেনপি মনোবদাস্ত্রনঃ সংযোগিত্বাৎ
সাবয়বত্বাদিপ্রসঙ্গদাস্ত্রনঃসংযোগজত্বেন ন স্তাদিতার্থঃ । তত্র সংযোগিত্বেন সক্রিয়ত্বং সাধয়তি—ন হ্যীতি ।
সম্প্রতি সক্রিয়ত্বেন সাবয়বৎ প্রতিপাদয়তি—ন চেতি । যথা দুঃখাত্মানো বিক্রিয়েতি
কৈশ্চিদ্বিষ্টত্বাত্তস্ত সক্রিয়ত্ববিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । যথা আস্ত্রা ন পরিণামী নিরবয়-
বত্বান্নভাবদিত্যি ভাবঃ । কিঞ্চ, আস্ত্রা ন গুণী নিত্যত্বাৎ, সামান্ত্রবৎ, ইত্যাহ—অনিত্যেতি ।
নিত্যং পশ্যাম ইতি শেবঃ । বাশকো নঞমুর্কধার্থঃ ।

আকাশে ব্যতিচারমাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । আকাশস্ত নিত্যত্বং চেৎ ‘আস্ত্রন আকাশঃ সঙ্কুতঃ’
ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধঃ স্তাদিতি নৃচয়িতুমাগমবাদিতিরিত্যুক্তম্ । পরমাধ্বাদৌ ব্যতিচারমাশঙ্ক্যাহ—
ণ চাস্ত ইতি । ন ভাবদণবঃ সন্তি ত্র্যাকেতরসত্ত্বমানাত্বাৎ ; দিশ্চাকাশেহন্তত্ববন্তি, কালস্ত
“সর্বো নিমেঘা জজিরে” ইত্যাদিশ্রুতেরূপপত্তিমান্, মনোঃপন্নয়নং স্রুতিপ্রসিদ্ধমতো ন
কচিৎব্যতিচার ইতি ভাবঃ । যস্মিন্ বিক্রিয়মাণে তদবেদমিতি বুদ্ধির্ন বিহন্ততে, তদপি
নিত্যমিতি স্তায়েন পরিণামবাদী শঙ্কতে—বিক্রিয়মাণমিতি । তৎপ্রত্যয়ত্বদবেদমিতি প্রত্যয়ঃ ।
বিক্রিয়াৎ বদতা দ্রব্যাত্মাবয়বাত্মাত্মব্যতিচারঃ, তদেব তত্ত্বানিত্যত্বমাত্মাত্মব্যত্ম প্রাধানিকয়ে
দুর্লভত্বাদিতি পরিহরতি—ন ত্রব্যন্তেতি ।

আস্ত্রনঃ সক্রিয়ত্বং সাবয়বত্বং বাস্ত, তথাপি নানিত্যত্বমিতি স্তাবাদী শঙ্কতে—সাবয়ব-
ত্বেন্দুপীতি । যৎ সাবয়বং তদবয়বসংযোগকৃতং, যথা পটাদি, তথা সতি সংযোগজ বিভাগা-
বসানত্বাবয়ববিভাগে ত্রব্যাদিগোহবন্তত্বাবীতি দূষয়তি—ন সাবয়বন্তেতি । যৎ সাবয়বং,

তদবয়বসংযোগপূর্বকমিতি ন ব্যাপ্তিঃ । সাবয়ববেধে বজ্রাদিবয়বসংযোগপূর্বকমে এমাণা-
ভাবাদিতি শব্দতে—বজ্রাদিবিধি । বিমতমবয়বসংযোগপূর্বকং সাবয়বক্যাং পটবদিত্যনুমানেন
পরিহরতি—নানুমেরবাদিতি । আত্মনো মনঃসংযোগজ্ঞাত্তঃপাদিগুণে সাবয়বসক্রিয়ত্বা-
নিত্যাদিভ্রমজ্ঞং প্রতিপাদ্য একতমুপসংহরতি—তন্মাদিতি । ১০

পরস্তাভঃশিহ্নেহস্ত চ হুঃখিনোহভাবে হুঃখোপশমনায় শাস্ত্রারম্ভানর্থক্যমিতি
চেৎ ; ন ; অবিত্যাধ্যারোপিততঃশিহ্নভ্রমাপোহগদ্ব্যং—আত্মনি প্রকৃতসম্মাপূরণ-
নমাপোহবৎ ; কল্পিততঃখ্যাভ্যাপগমাচ্চ । ১১

আত্মনোহনর্থক্যসার্থশাস্ত্রারম্ভাশ্যাপূপপত্তা সসারিত্তার্থাপত্তা শব্দতে—পরস্তেতি ।
অবিত্যাভিভ্রমানমাত্মহননর্থভ্রমং নিরাকর্তব্যং তদারম্ভঃ নশ্ববতীতানাপোপত্তা সমাধন্তে—
নাবিভ্রোতি । পরস্তৈবাবিত্যাকৃতসসারিত্তজ্ঞাত্তিৎসার্থঃ শাস্ত্রমিতোতদদৃষ্ট্যন্তেন স্পষ্টয়তি—
আত্মনোহিতি । যৎ তু পরস্তাভঃশিহ্নমস্ত চ হুঃখিনোহসৎ, তদ্ব্যং—কল্পিতেতি । ন তাবৎ
পরস্তাদন্তো হুঃখী ‘নান্তোহতোহস্তি ত্রষ্টা’ ইত্যাদিশ্রুতে । স পুনরন্যন্তনির্কাচ্যাজ্ঞানসদ্ব্যাক্ত-
জ্ঞৈবুদ্ভাদিত্তিরেকাধ্যাসমাপন্নঃ সংসরতি । তথা চ কল্পিতাকারদ্বারা হুঃখিনঃ পরস্তাভনোহ-
স্তীকারান্নার্থপত্তেরূপানমিতার্থঃ । ১১

জলসূর্যাদি-প্রতিবিম্ববদাত্মপ্রবেশচ প্রতিবিম্ববদ্ ব্যাকৃতে কার্যো উপলভ্য-
ত্বম্ । প্রাপ্তংপত্তেরূপলক্ আত্মা পশ্চাৎ কার্যো চ সৃষ্টে ব্যাকৃতে বুদ্ধেরন্তরূপ-
লভ্যমানঃ সূর্যাদিপ্রতিবিম্ববৎ জলাদৌ কার্যঃ সৃষ্টা প্রবিষ্ট ইব লক্ষ্যমাণো নির্দি-
শ্রুতে—“স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ” “তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ” “স এতমেব সীমানং
বিদার্যৈতরা দ্বারা প্রাপদাত” “সেয়ং দেবতৈক্ষত—হস্তাহমিমান্তিপ্রো দেবতা
অনেন জীবেনাত্মনামুপ্রবিশ্ণু” ইত্যেবমাদিভিঃ । ন তু সর্বগতস্ত নিরবয়বস্ত
দিগ্দেশকালান্তরাপক্রমণপ্রাপ্তিলক্ষণঃ প্রবেশঃ কদাচিদপূাপদ্যতে । ন চ
পরাদাত্মনোহন্তোহস্তি ত্রষ্টা, “নান্তদতোহস্তি ত্রষ্টা” “নান্তদতোহস্তি শ্রোতৃ”
ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যবোচাম । উপলক্ষ্যার্থত্বাচ্চ সৃষ্টিপ্রবেশস্থিতাপ্যয়বাক্যানাম্ ;
উপলক্ষে পুরুষার্থত্বপ্রবণাৎ—“আত্মানমেবাবেৎ” “তন্মাতং সর্বমভবৎ” “ব্রহ্ম-
বিদাপ্রোতি পরম্ ।” “স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি” “আচার্য্য-
বান্ পুরুষো বেদ”, “তস্ত তাবদেব চিরম্” ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ ।

“ততো মাং তদ্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ।”

“তদ্ব্যগ্রাং সর্ববিজ্ঞানাং প্রাপাতে হমৃতং ততঃ ॥”

ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ । ভেদদর্শনাপবাদাচ্চ সৃষ্টাদিবা ক্যানামাত্মৈকত্বদর্শনার্থপরস্তো-
পপত্তিঃ । তন্মাৎ কার্য্যসৃষ্টোপলভ্যত্বমেব প্রবেশ ইতুপচর্য্যতে । ১২

পরস্ত এবোপে প্রাপ্তাঃ দোষপরম্পরাঃ পরাকৃত্য তৎপ্রবেশধরূপং নিরূপয়তি—জ্ঞোতি ।
যথা জলে সূর্যাদেঃ প্রতিবিম্বলক্ষণঃ এবোপো দৃষ্টতে, তথাত্মনোপি সৃষ্টে কার্যো কালমিকঃ

প্রবেশ ইত্যর্থঃ । অনবচ্ছিন্নাষয়চিন্তাতোৰ্দ্ধ্বন্তরেণ সন্নিবন্ধাসম্ভবায় প্রতিবিষাণ্যপ্রবেশঃ সম্ভবতীত্যাপেক্ষা বস্তুস্তরকল্পনয়া কল্পিতসন্নিবন্ধাচ্ছাদায় প্রতিবিষয়কং সাধয়তি—আন্তেতি । তদেব প্রপঞ্চয়তি—প্রাপ্তপত্তেরিত্যাदिना ।

স্বাভিপ্রেতঃ প্রবেশঃ প্রতিপাদ্য পরেষ্ঠঃ পরাচর্যে—ন স্থিতি । কৃতশ্চিদিশো দেশাৎ-কালানুপক্রমণেন দিগন্তরে দেশান্তরে কালান্তরে চ প্রাপ্তিলক্ষণ ইতি বাবৎ । যৎ তু পরম্পাদন্তস্ত এবেষ্ট ইমমিতি, তত্রাহ—ন চেতি । অপেদং প্রবেশাদি বস্তুতো বিজ্ঞানমন্ত, কিমিত্যবিজ্ঞা কল্পান্তে, তত্রাহ—উপলব্ধীতি । আত্মজ্ঞানার্থং যেন প্রবেশাদীনাং কল্পিতজ্ঞাত্ব-জ্ঞানানাং ন স্বার্থে পথবসানমিত্যর্থঃ । ফলবৎসম্ভাবফলঃ তদজ্ঞানি জ্ঞানমাশিতোক্তমেব পথকথা • —উপলব্ধিঃ ইত্যাদি । ১০৭শ্লোকঃ প্রতিযোগ্যপথমশী । তদি গায়ত্রীজ্ঞানমুচ্যতে । ১০৮শ্লোকঃ সাধয়তি—প্রাপ্তপত্তে ইতি । সৃষ্টাদিবা কালানামেকাজ্ঞানার্থং তেইদৃশবাক্য-ভেদেতি । কল্পিতঃ প্রবেশঃ প্রতিপাদিতমুপসংহরতি—তন্মাদিতি । ১২

আ নথাগ্রেভাঃ—নথাগ্রমর্যাদমাত্মনশ্চৈতন্তমুপলভাতে । তত্র কথমিব প্রবিষ্টঃ, ইত্যাহ—যথা লোকে, কুরধামে—কুরো ধীরতেঃস্মিগ্নিতি কুরধানং, তস্মিন্ নাপিতোপকুরাধানে কুরোহন্তঃস্থো যথোপলভাতে—অবহিতঃ প্রবেশিতঃ স্তাৎ ; যথা বা বিশ্বস্তরঃ অগ্নিঃ—বিশ্বস্তরগ্নিস্থস্তরঃ, কলায়ে নীডেহগ্নিঃ কাষ্ঠাদে, অবহিতঃ স্তাৎ—ইত্যমুবর্ততে ; তত্র চি স মণ্যমান উপলভাতে । যথা চ কুবঃ কুরধানে একদেশেঃবসিতঃ, যথা চাগ্নিঃ কাষ্ঠাদে সর্বতো বাপ্যাবস্থিতঃ, এব সামান্ততো বিশেষতশ্চ দেহঃ স বাপ্যাবস্থিত আত্মা । তত্র চি স প্রাণনাদি ক্রিয়াবান্ দর্শনাদিক্রিয়াবা শ্চোপলভাতে । তন্মাৎ তত্রৈব প্রবিষ্ট তমাত্মান, প্রাণনাদিক্রিয়াবিশিষ্ট ন পশুন্তি নোপলভন্তে । ১৩

ক। পুনরন্ত প্রবেশস্ত মন্যাদেত্যাপেক্ষাহ—আ নথাগ্রেভা ইতি । সম্ভবতি মন্যাদান্দেবে কিমিতি প্রবেশস্তেরমেব মন্যাদে ত্যাপেক্ষাহ—নথাগ্রেতি । দৃষ্টান্তদ্বয়মাক্ষাপেক্ষকমুপাপর্যন্ত—তত্রোতি । প্রবেশাধারো দেহাচিঃ সপ্তমার্থঃ । প্রথমোদাহরণপ্রতীকোপাদানম—যথোতি । তদ্ব্যাচর্যে—লোক ইতি । তত্র প্রবেশিতঃ কুরস্ত কথং সিদ্ধমত আত্ম—অন্তঃস্থঃ উপলভাত ইতি । বিশ্বস্তরগন্ধস্তাগ্নিবয়রঃ ব্যুৎপাদয়তি—বিশ্বস্তেতি । অস্ত, তদন্তঃস্থঃ মহাকৃতজ্ঞা, ক্ষান্তরদ্বায়া দ্রষ্টব্যম্ । কাষ্ঠাদাবয়রবহিতঃ বৃত্তিমাহ—তত্রোতি । দৃষ্টান্তদ্বয়ে স্মিত্বকিতমংল-মন্ত দৃষ্টান্তিকমাহ—যথোতি । আত্মনো জাগ্রৎ-বগ্নয়োর্দেহে ধরী বৃত্তিঃ, যথো তু সামান্তবৃত্তিরেবেত্যাবস্তরবিভাগমাহ—তত্র ইতি । অবস্থাবয়ঃ সপ্তমার্থঃ । ন কেবলং বিশেষ-বৃত্তিরেব তদোপলব্ধা, কিন্তু সামান্তবৃত্তিচেতি চকারার্থঃ । অবস্থান্তরে নৈবেত্যপি তত্রৈবার্থঃ । বাক্যান্তরমবতারয়িতুং ত্বনিকামাহ—তন্মাদিতি । বস্মানুভবী বৃত্তিরাত্মনঃ শরীরে দৃষ্টতে, তন্মানুভবৈব দ্রলক্ষ্যবদবিদ্যায়া এবিষ্টোঃস্মিগ্নিতি বোজনা । বাক্যতাৎপৰ্য্যতঃ সকাশাদাত্মানং পৃথককৃত্বং ন পশুন্তীতি বাক্যং, তদ্ব্যাচর্যে—তমাত্মানমিতি । বিশিষ্টঃ পশুন্তোহপি কেবল-মাত্মানং ন পশুন্তীতি সাবৎ । চাক্ষুষবদিন্দ্রিয়স্তেইদমাশঙ্কা ব্যাচর্যে—নোপলভন্ত ইতি । ১৩

ननु अप्राप्तप्रतिषेधोऽयम्—‘तं न पञ्चति’ इति, दर्शनस्याप्रकृतत्वात् ; नैव दोषः ; सृष्ट्यादिवाक्यानामाद्यैककप्रतिपत्त्यर्थपरत्वात् प्रकृतमेव तस्य दर्शनम् । “रूपं रूपं प्रतिरूपो बहव, तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय” इति-मन्त्रवर्णात् । तत्र प्राणनादिक्रियाविशिष्टं दर्शने हेतुमाह—अकृतं असमन्तः, हि यस्मात् सः प्राणनादिक्रियाविशिष्टः । कुतः पुनरकृतं न हम् ? इति, उच्यते—प्राणमेव प्राणनक्रियामेव कुर्वन् प्राणो नाम प्राणसमायाः प्राणाभिधानो भवति । प्राणनक्रियाकर्तृत्वात् प्राणः प्राणितीत्युच्यते, नात्माः क्रियाः कुर्वन्—यथा लावकः, पक्षक इति । तस्मात् क्रियासुतरविशिष्टानुपसंहारादकृतं न हि सः । १४

इदं निषेधमाक्रियति—निति । प्रतिषेधात् प्राप्तिं दर्शयन् परितरति—नेत्यादिना ।

“तन्नामरूपता” न एव” इत्यादिवाक्यानां ज्ञानार्थहेतुमानमाह—रूपमिति ।

विशिष्टं दर्शनमपि पूर्णत्वाददर्शने हेतुज्ञिरनन्तरवाक्यमिति तत्रेति । ‘अतिज्ञावाक्यार्थे हिते सतीति यावत् । तस्मात्तददर्शनेऽपि पूर्णत्वाददर्शनमिति शेषः । विशिष्टस्यापि पूर्णत्वमाह्वयद्वयं प्राणनादिकर्तृत्वायोगादिति शङ्कते—कृत इति । प्राणनादिक्रियाकर्ता प्राणादितिः सहस्रत्वात् पूर्णो न भवतीत्युक्तं तद्वैकल्यमाह—उच्यते इति । आह्वयि प्राणशक्त्यवृत्तिमुपपादयति—प्राणनक्रियाकर्तृत्वादिति । तत्कर्तृत्वादात्मा प्राण उच्यते, प्राणितीति वायुपतेरिति योजना । नदृष्टासुमेवकारार्थमाह—नात्मा इति । एवकारार्थमनन्तं हेतुर्ननुपसंहरति—तस्मादिति । १४

तथा वदन् वदनक्रियां कुर्वन्—वदतीति वाक्, पञ्चन चक्रं, चष्टे इति चक्रः द्रष्टा, शृण्वन्—शृणोतीति श्रोत्रम्, ‘प्राणमेव प्राणो वदन् वाक्’ इत्याद्यां क्रियाशक्त्युद्भवः प्रदर्शितो भवति । ‘पञ्चचक्रः शृण्वन् श्रोत्रम्’ इत्याद्यां विज्ञानशक्त्युद्भवः प्रदर्शयते, नामरूपविषयज्ञानविज्ञानशक्त्यः । श्रोत्र-चक्रवती विज्ञानस्य साधने, विज्ञानं तु नाम-रूपसाधनम् ; नहि नाम-रूपव्यतिरिक्तं विज्ञेयमस्ति ; तयोश्चोपलब्धे करणं चक्रः श्रोत्रे । क्रिया च नाम-रूपसाध्या प्राणसमवायिनी ; तस्याः प्राणाश्रयाः अभिव्यक्तौ वाक् करणम् ; तथा प्राणपादपायूपस्थाध्यानि ; सर्वेषामुपलक्षणार्था वाक् । एतदेव हि सर्वं व्याकृतं—“द्रष्टा वा इदं नाम रूपं कथं” इति हि वक्ष्यति । मयानो मनः—मनुते इति ; ज्ञानशक्तिविकासानां साधारणं करणं मनः—मनुतेहनेनेति ; पूरकस्य कर्ता सन् मयानो मन इत्युच्यते । १५

आपावहात् समस्तकरणोपसंहारेऽपि प्राणस्य व्यापारदर्शनात्प्राधात्याभात् प्राणवृत्त्यादिवाक्यानां व्यापार क्रियाशक्तिहेतु प्राणमादृष्ट्याहो वदन्ति तत्पूर्वकमुत्तरवाक्यानि व्याचष्टे—तथेत्यादिना । प्राणनवदनाभ्यामनुक्तं ज्ञेयव्यापारमुपलक्ष्य वाक्यव्यतिरिक्तं प्राणमेवेति । प्राणवागादुपाधिवारेणान्वीतिशेषः । दृष्टिश्चिदाभ्यामनुक्तं ज्ञाने ज्ञेयवापायौपलक्षणं

কৃৎসনস্তরব্যাক্যোক্তাপৰ্য্যবাহ—পশুরিতি । চক্ষুরাছাপাধিঘারা আত্মনীতি পূর্ববৎ । উক্ত-
বুদ্ধীল্লিঙ্গব্যাপারভ্যামমুক্তং তদব্যাপারমূলক্ষ্যাজ্ঞানঃ শ্রেয়াদিপরিচ্ছেদো ন সিধ্যতি, সম্বন্ধঃ
বিনোপলক্ষণাবোগাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নামরূপেত্যাदिना । প্রকাশপ্রকাশকাতিরিক্তজ্ঞেয়াভাবাত্ত-
দুপলক্ষে চ চক্ষুঃশ্রোত্রয়োরিব ভূগাদেৱপি করণত্বাদেকার্থত্বরূপসম্বন্ধাদুপলক্ষণসম্ভবাদাজ্ঞানঃ
শ্রেয়াদিসিদ্ধিরিতার্থঃ । তথাহপুস্তকশ্চেল্লিঙ্গব্যাপারেণামুক্ততদব্যাপারোপলক্ষণাদাজ্ঞানো ন
গন্ত্বাদিপরিচ্ছেদঃ সংগচ্ছতে, বিনা সম্বন্ধমূলক্ষণাসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ক্রিয়া চেত্যাदिना ।
সৰ্বা ক্রিয়া নামরূপব্যক্তা প্রাণাশ্রয়া চ । তত্র প্রাণাশ্রয়-নামবিষয়োচ্চারণক্রিয়াব্যঞ্জকত্বং বাচ্যং
হস্তানীনাং তদাশ্রয়াদানাদিবাঞ্জকতা, তস্মাদেকাশ্রয়ক্রিয়া-ব্যঞ্জকত্বযোগাদুপলক্ষণসম্ভবাদাজ্ঞানো
গন্ত্বাদিসিদ্ধিরিতার্থঃ । শক্তিরয়োক্তবোক্তা সমস্তসংসারস্ত প্রতীচ্যামানোহত্র বিবক্ষিত ইত্যত্র—
এতদেবেতি । উক্ততশক্তিধ্বয়েতচ্ছার্থঃ । উক্তার্থে বাক্যশেষমমূল্যরূপিত—ত্রয়মিতি । আত্মা
মথানং সন্মান ইত্যুচ্যতে, মমুত ইতি ব্যুৎপত্তেরিতি বাক্যান্তরং বাচ্যে—মথান ইতি । করণে
প্রসিদ্ধস্ত মনঃশব্দস্ত কথমাজ্ঞানি বৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্য ব্যুৎপত্তিভেদমাহ—জ্ঞানশব্দীত্যাदिना । ১৫

তাত্তেতানি প্রাণাদীনি অস্তাজ্ঞানঃ কৰ্ম্মনামানি—কৰ্ম্মজানি নামানি কৰ্ম্ম-
নামাজ্ঞেব, ন তু বস্তুমাত্রবিষয়গণি ; অতো ন কৃৎসনাস্ববস্তুবজ্ঞাতকানি—এবং হি
অসাবাদ্যা প্রাণনাদিক্রিয়য়া তত্ত্বংক্রিয়াজনিত-প্রাণাদিনাম-রূপাত্ম্যঃ ব্যাক্রিয়-
মানোহবজ্ঞাত্যামানোহপি । স যোহতোহস্মাৎ প্রাণনাদিক্রিয়াসমুদায়াৎ
একৈকং—প্রাণং চক্ষুরিতি বা বিশিষ্টম্ অন্তপসংহতেতরবিশিষ্টক্রিয়ায়কম্,
মনসা 'অয়মায়ৈতি' উপাঙ্গে চিস্তয়তি, ন স বেদ—ন স জ্ঞানাতি ব্রহ্ম । কস্মাৎ ?
অকৃৎসনোহসমন্তো হি বস্মাদেব আত্মা, অস্মাৎ প্রাণনাদিসমুদায়াৎ, অতঃ প্রবি-
ভক্তঃ, একৈকেন বিশেষণেন বিশিষ্টঃ, ইতর-ধৰ্ম্মাস্তরান্তুপসংহারাদ্ ভবতি ।
বাবদরমেবং বেদ—'পশ্যামি' 'শৃণোমি' 'স্পৃশামি' ইতি বা স্বভাবপ্রবৃত্তিবিশিষ্টঃ
বেদ, তাবদঙ্গসা কৃৎসনমাজ্ঞানং ন বেদ । ১৬

আত্মাদিশব্দভ্যো বিশেষমাহ—তানীতি । কৃৎসনাস্ববস্তুবজ্ঞাতকানি ন ভবন্তীত্যেতদেব
ক্ষুটরতি—এবং ইতি । প্রাণাদীনাং কৰ্ম্মনামহে সতীতি যাবৎ । অবজ্ঞাত্যামানোহপি ন
কৃৎসনো দৃষ্টে স্তাদিতি শেষঃ ।

অকৃৎসনদর্শিনোপাস্তদর্শিহমাশঙ্ক্যাহ—স য ইতি । আত্মোপাসিত্ত্বরাস্তদর্শনাসম্বন্ধমুক্তমিতি
শক্তিহা পরিহরতি—কস্মাদিত্যাदिना । তস্মাদ্বিশিষ্টোক্তদর্শনো ন ব্রহ্মাস্তদ্বদর্শীতি শেষঃ । উপাস্তি-
জ্ঞানমুপাস্ত ইতি জ্ঞানাতি ন স্বভাবাদুপাসনমিত্যুক্তম্ । তথা চ জ্ঞানম্ জ্ঞানাতীতি
বাহতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—বাবদিতি । এবং বেদেত্যেতদেব—বিত্রিয়তে—পশ্যামীত্যাदिना । ১৬

কথং পুনঃ পশুন্ বেদ ? ইত্যাহ—আয়ৈতোব, আত্মা—ইতি প্রাণাদীনি
বিশেষণানি বাহ্যক্যানি, তানি যন্ত, সঃ—আপ্নুব্ তানি আয়ৈত্যাচ্যতে । স তথা
কৃৎসনবিশেষোপসংহারী সন্ কৃৎসনো ভবতি । বস্তুমাত্ররূপেণ হি প্রাণাছাপাধি-

বিশেষবিক্রিয়াজনিতানি বিশেষণানি ব্যাপ্নোতি । তথাচ বক্ষ্যতি “ধ্যায়তীব
লেগায়তীব” ইতি । তন্মাদাস্থ্যেতোবোপাসীত । এবং কুংস্নো হসৌ শ্বেন
বস্ত্ররূপেণ গৃহমাণো ভবতি । কস্মাৎ কুংস্নঃ ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অত্রাস্মিন্ আত্মনি
হি বস্মাৎ নিরুপাধিকে জলমূৰ্ছ্যপ্রতিবিশ্বভেদা ইবাদিত্যে, প্রাণাদ্যুপাধিকৃতা
বিশেষাঃ প্রাণাদিকর্মজ-নামাভিধেয়া যথোক্তা হেতে একমভিন্নতাং ভবন্তি
প্রতিপত্তস্তে । ১৭

আকাঙ্ক্ষাপূর্বকং বিভ্রাহৃদ্রমবতারয়তি—কথমিতি । তত্র বাগ্যোঃ পদমাদত্তে—আত্মে-
ভীতি । তদ্ব্যচষ্টে—প্রাণাদীনীতি । তস্মিন্দৃষ্টে পূর্বোক্তদোষসাত্ত্বং দশয়তি—স তথেষতি ।
তত্ত্বিশেষণব্যাগ্ধ্বারেণেতি যাবৎ । কথং তত্ত্বিশেষণোপসংহারো তেন তেনাত্মনা তিষ্ঠন্ কুংস্নঃ
স্ত্রাৎ, তদ্রাহ—বস্ত্রমাত্রেতি । যতোহস্ত প্রাণনাদিসম্বন্ধে সম্ভবতি কিমিত্যুপাধিসম্বন্ধেনেত্যা-
শঙ্ক্যাহ—তথা চেতি । আত্মনি সর্বোপসংহারবতি দৃষ্টে পূর্বোক্তদোষাভাবাত্তং পশুন্নৈবাস্ত-
দর্শাত্মপসংহরতি—তন্মাদিতি । যথোক্তাভ্যোপাসনে পূর্বোক্তদোষাভাবে প্রাপ্তস্তম্বেব হেতুং
স্মারয়তি—এবমিতি । তস্তার্থঃ ক্ষোরয়তি—ধ্বেনেতি । বাঃমনসাতীতেনাকাব্যাকরণেন
প্রাপ্তভূতেনেতি যাবৎ । আকাঙ্ক্ষাপূর্বকমন্তরবাক্যমবত্যাং বাকরোতি—কস্মাদিত্যাদিনা ।
তন্মাদযথোক্তনামোপাসীতেতি শেষঃ । অশ্বেব দ্বোত্যকো দ্বিতীয়ো হিশকঃ । ১৭

“আত্মেতোবোপাসীত” ইতি নাপূর্ববিধিঃ, পক্ষে প্রাপ্তত্বাৎ । “যৎ সাক্ষাদ-
পরোক্ষাদব্রহ্ম” । “কতম আত্মেতি,—যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ” ইত্যেবমাত্মাত্মপ্রতি-
পাদনপরাভিঃ ঐতিভিরাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানমুৎপাদিতম্ ; তত্রাত্মস্বরূপবিজ্ঞা-
নেনৈব তদ্বিষয়ানায়াভিমানবুদ্ধিঃ কারকাদিক্রিরাকলাধ্যারোপণাত্মিকা অবিজ্ঞা
নিবর্তিতা ; তস্তাৎ নিবর্তিতার্যং কামাদিদোষাত্মপত্তেরনাত্মচিন্তাত্মপত্তিঃ ;
পারিশেষ্যাদাত্মচিন্তেব । তন্মাত্ততপাসনমস্মিন্ পক্ষে ন বিধাতব্যম্,
প্রাপ্তত্বাৎ । ১৮

বিভ্রাহৃদ্রঃ বিধিল্পঃ বিনা বিবক্ষিতেতর্থে ব্যাখ্যাপূর্ববিধিরয়মিতি পক্ষঃ প্রত্যাহ—
আত্মেতোবেতি । অত্যন্তাপ্রাপ্তার্থো হুপূর্ববিধিধা স্বগকামোয়িতোত্রং জুহুয়াদিতি, নাস্তং তথা,
পক্ষে প্রাপ্তত্বাদাত্মোপাসনম্, তত্ত্ব তৎপ্রাপ্তিশ্চ পূর্ববিশেষ্যোপেক্ষয়া বিচারবসানে পটীভবিজ্ঞ-
তীত্যর্থঃ । ইদানীমাত্মজ্ঞানস্তাবিধেয়ত্ব্যাপনার্থং বস্ত্রমভাবালোচনয়া নিত্যপ্রাপ্তিমাহ—যৎ
সাক্ষাদিতি ; উৎপাদ্যতামুক্তঐতিভিরাত্মবিজ্ঞানং, কিং তাবতেত্যত আহ—তত্রোতি ।
কারকাদীতাদিপদং তদবাস্তরভেদবিষয়ম্ । নববিজ্ঞানামপনীতায়ামপি রাগদেবাদিসত্ত্বাবৈধী
প্রবৃত্তিঃ স্ত্রাৎ, ন হি বিশ্বদবিশ্বনোর্যবহারে কচ্চিৎশিষ্যঃ, পন্যদিত্তিচা বিশেষ্যাদিতি স্ত্রায়াদত
আহ—তন্মাদিতি । বাধিতানুভূতিমাত্রাং বৈধী প্রবৃত্তিরবাধিতাভিমানমন্তরেণ তদযোগাদিতি
ভাবঃ । বিশ্বঃ হুপূর্বত্বাৎ ব্যাবর্তয়তি—পারিশেষ্যাদিতি । শ্রোতজ্ঞানাপূর্বকমপি সর্কানাং
চিন্তবৃত্তীনাং অননৈবাত্মচৈতন্ত্যবজ্ঞত্বাৎ প্রাপ্তমাত্মজ্ঞানং, শ্রোতে তু জ্ঞানে দাত্যনাত্মেতি

ক্ষুরণমাস্ত্রজ্ঞানমেবেতি নিত্যপ্রাপ্তিমতিপ্রত্যাহ—তস্মাদিতি । অগ্নিন্ পক্ষহিতি নিত্যপ্রাপ্তত্ব-
পক্ষোক্তিঃ । ১৮

তিষ্ঠতু তাবৎ—পাক্ষিক্যোপাসনপ্রাপ্তিনিত্য্য বেতি ; অপূর্ববিধিঃ স্ত্রাং,
জ্ঞানোপাসনয়োরেকত্বং সত্যপ্রাপ্তত্বাং ; “ন স বেদ” ইতি বিজ্ঞানঃ
প্রস্তুত্যা “আত্মোতোবোপাসীত” ইত্যভিধানাং বেদোপাসনশব্দয়োরেকার্থতাহব-
গম্যতে । “অনেন হ্যেতৎ সৰ্বং বেদ” “আত্মানমেবাবেৎ” ইত্যাদি প্রতিভাষ্য
বিজ্ঞানমুপাসনম্ । তত্ত্ব চাপ্রাপ্তত্বাধিধাইহম্ । ন চ স্বরূপাধাধ্যানে পুরুষ-
প্রবৃত্তিরূপপত্ততে ; তস্মাদপূর্ববিধিরেবারম্ । কশ্মবিধিসামান্ত্যচ্চ—যথা “যজ্ঞেত,
জুহুয়াং” ইত্যাদয়ঃ কশ্মবিধয়ঃ, ন তৈরগ্ৰ আত্মোতোবোপাসীত” “আত্মা বা
অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাত্মোপাসনবিধের্কিশেষোহবগম্যতে । ১৯

অপূর্ববিধিবাদী শঙ্কতে—তিষ্ঠতু তাবদিতি । সৰ্বেষাং স্বভাবতো বিষয়প্রবণানীন্দ্রিয়ানি
নাস্ত্রজ্ঞানবার্তামপি মৃশ্যন্তে ; তদতাস্তাপ্রাপ্তত্বাশাস্ত্রজ্ঞানে ভবতাপূর্ববিধিরিতি ভাবঃ ।
বিশিষ্টস্তাধিকারিণঃ শাস্ত্রজ্ঞানঃ শব্দাদেব সিদ্ধমিতি কণমপ্রাপ্তিরিত্যাহ—জ্ঞানেনিতি । ন
খলু শাস্ত্রজ্ঞানঃ বিবক্ষিতঃ, কিন্তু উপাসনম্, উপাসনঃ নাম মানসং কশ্ম, তদেব
জ্ঞানাবৃত্তিরূপত্বজ্ঞানমিত্যেকত্বং সত্যপ্রাপ্তত্বাধিধেয়মিত্যর্থঃ । তয়োরেকত্বং নিরূপোতি—
নেত্যাদিনা । অনেন হীত্যাদৌ বেদশব্দস্তার্থান্তরবিষয়ত্ববৎ ‘ন স বেদ’ ইত্যত্রাপি কিং ন
স্তাদিত্যাহ—অনেনেতি । উক্তপ্রতিভাষ্য যদ্বিজ্ঞানঃ স্ত্রাং, তদুপাসনমেবেতি যোক্তনঃ ।
‘স যোজত একৈকমুপাস্তে’ ইতুপেক্ষমাৎ ‘আত্মোতোবোপাসীত’ ইত্যুপসংসারচ্চ ‘ন স
বেদ’ ইত্যত্র তাবদেব-শব্দস্তোপাসিনার্থমেষ্টবান্, অন্তঃপ্রাপ্তকোমোপসংসারঃ । তথা
চাক্ষেপশাসনস্তবাহুপাসনমেব সৰ্বত্র বেদনঃ, তচ্চ সৰ্বথৈবাপ্রাপ্তমিতি তস্মিন্নপূর্ববিধিঃ স্তাদিতি
ভাবঃ ।

ইতচ্চ তস্মিন্নেষ্টেব্যো বিধিরিত্যাহ—ন চেতি । অতঃ প্রবর্তকো বিধিরূপেয় ইতি শেষঃ ।
স চাতাস্তাপ্রাপ্তবিষয়ত্বান্নিরূপো ন ভবতীত্যাহ—তস্মাদিতি । আত্মোপাস্ত্রবিধেয়েত্যত্র
হেতুগ্ৰন্থমাহ—কৰ্মবিধীতি । কশ্মাস্ত্রজ্ঞানবিধোঃ শব্দানুসারেণাবিশেষমভিধানাতি—যথেষ্টা-
দিনা । ১৯

মানসক্রিয়াত্বচ্চ বিজ্ঞানস্ত,—যথা “যশ্চৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতঃ স্ত্রাং,
তাং মনসা ধ্যায়ৈদ্ বযট্করিশ্চন” ইত্যাত্মা মানসী ক্রিয়া বিধীয়তে, তথা “আত্মো-
তোবোপাসীত” “মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” ইত্যাত্মা ক্রিয়ৈব বিধীয়তে জ্ঞানা-
ত্বিকা । তথাবোচাম—বেদোপাসনশব্দয়োরেকার্থমিতি । ভাবনাশব্দয়ো-
পপত্তেচ্চ,—যথা হি ‘যজ্ঞেত’ ইত্যাত্মাং ভাবনায়াং, কিম্ ? কেন ? কথম্ ?
ইতি ভাব্যাত্মাকাক্ষাপনয়কারণমশব্দয়মবগম্যতে, তথা “উপাসীত” ইত্য-
স্তামপি ভাবনায়াং বিধীয়মানায়াম্, কিমুপাসীত ? কেনোপাসীত ? কথ-

মুপাসীত ? ইত্যাত্মাকাঙ্ক্ষারাম্ ‘আত্মানমুপাসীত, মনসা, ত্যাগব্রহ্মচর্যাশম-
দমোপরম-তিতিক্ষাদীতিকর্তব্যতাসংবৃত্তঃ’ ইত্যাদিশাস্ত্রেণৈব সমর্থ্যতে অংশ-
ত্রয়ম্ । ২০

সংপ্রত্যর্থতোহপ্যবিশেষমাহ—মানসেতি । তদেব দৃষ্টাং মনো-স্পষ্টয়ন্তি—যথেন্টি । যদি
ক্রিয়া বিধীয়তে, কথং জ্ঞানাস্মিকেন্টি বিশেষ্যতে, তত্রাহ—তথেন্টি ।

ইতচ্চাস্ত্রোপাসনে বিধিরস্তীত্যাহ—ভাবনেতি । বেদান্তেহু ভাবনাপেক্ষিতাংশত্রয়োপপত্তিঃ
বিশদয়িতুং দৃষ্টান্তমাহ—যথেন্টি । ভাবনায়াং বিধীয়মানহে সত্যং শ্রেয়ঃ । প্রেরণাধর্মকঃ
শব্দব্যাপারঃ স্বজ্ঞানকরণকঃ স্তত্রাদিজ্ঞানেন্টি কর্তব্যতাকঃ পুরুষপ্রসূতঃ কালোক্তঃ শব্দভাবনোচ্যতে ।
স্বয়ং যোগেন প্রযাজাদিতিরূপকৃত্য সাধয়েদেতি পুরুষপ্রসূতিরর্থভাবনেতি বিভাগঃ । দৃষ্টান্তস্বমর্থং
দাষ্টান্তিকেন যোজয়তি—তথেন্টি। তথাগো নিস্কামমাবচ্ছনম্ । উপরমো নিত্য-
নৈমিত্তিকত্যাগঃ । তিতিক্ষাদীতাদিপদং সমাধানাদিনংগ্রহার্থমিত্যংশত্রয়মিতি সঙ্কল্পঃ । শাস্ত্রং
“শান্তো দাস্তঃ” ইত্যাদি । উক্তপ্রকারমংশত্রয়মন্তদপি তুল্যমিতি বক্তৃমাদিপদম্ । ২০

যথা চ কৃত্বন্ত্য দর্শপূর্ণমাসাদিপ্রকরণস্ত দর্শপূর্ণমাসাদিবিধ্যুদ্দেশত্বেনোপ-
যোগঃ, এবমোপনিষদাস্ত্রোপাসনপ্রকরণস্য আস্ত্রোপাসনবিধ্যুদ্দেশত্বেনৈবোপ-
যোগঃ ; “নেতি নেতি” “অস্থূলম্” “একমেবাদিতীয়ম্” “অশনারাত্ততীতঃ”
ইতোবমাদিবাক্যানাম্ উপাস্যাত্মস্বরূপবিশেষসমর্পণেনোপযোগঃ । ফলঞ্চ—
মোক্শো হবিদ্যানিবৃত্তির্কা । ২১

বিধিবক্তনানং বেদান্তানং কাব্যপরত্বেহপি তচ্ছানানং তেষাং বস্তুরপরেত্যাশঙ্ক্যাহ—যথা
চেতি । বিধ্যুদ্দেশত্বেন তচ্ছেষঃ হনেতি ধাবৎ । অস্থূলাদিবাক্যানামারোপিতত্বেননিষেধেনাস্বয়ং
বস্ত্র সমর্পয়তাং কথমুপাস্তিবিধিশেষমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নেতাদিনা । ‘ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি’
‘তরতি শোকমাত্মবিৎ’ ইত্যাদীনং ফলার্পকত্বেনোপাস্তিবিধ্যুপযোগমন্তিগ্রহেত্যাহ—ফলং চেতি ।
মোক্শো ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ । ২১

অপরে বর্ণয়ন্তি—উপাসনেনাত্মবিষয়ং বিশিষ্টং বিজ্ঞানান্তরং ভাবয়েৎ ;
তেনাত্মা জায়তে, অবিদ্যানিবর্ত্তকঞ্চ তদেব, নাত্মবিষয়ং বেদবাক্যজনিতং
বিজ্ঞানমিতি । এতদ্বিন্নির্থে বচনাত্তপি—“বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাঃ কুবরীত” “দ্রষ্টব্যঃ
শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” “সোহদ্রষ্টব্যঃ স জিজ্ঞাসিতব্যঃ”
ইত্যাদীনি । ২২

আস্ত্রোপাসনং বিধেয়মিতি পক্ষমুক্তা পক্ষান্তরমাহ—যপর ইতি । তস্তানুপযোগ-
মাসঙ্ক্যাহ—তেনেতি । শাস্ত্রজ্ঞানস্তাসংস্ফটাপরোক্ষাত্মবিষয়ভাবমিতি-শব্দেন হেতুকরোতি ।
জ্ঞানান্তরং বেদান্তেহু বিধেয়মিত্যত্র মানমাহ—এতদ্বিন্নির্থিতি । ২২

ন, অর্থান্তরাত্তাবৎ । ন চ “আস্ত্রোত্যোবোপাসীত” ইত্যপূর্ববিধিঃ ।
কস্মাৎ ? আত্মস্বরূপকথনানাত্মপ্রতিবেদবাক্যজনিত-বিজ্ঞানব্যতিরেকেণার্থান্তরস্য

কর্তব্যস্য মানসস্য বাহস্য বা অভাবাৎ । তত্র হি বিধেঃ সাক্ষ্যম্, যত্র বিধিবাক্যশ্রবণমাত্রজনিত-বিজ্ঞানবাতিরেকেণ পুরুষপ্রবৃত্তিগীমাতে—যথা, “দর্শ-পূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজ্ঞেত” ইত্যেবমাদৌ । ন হি দর্শপূর্ণমাসবিধিবাক্য-জনিতবিজ্ঞানমেব দর্শপূর্ণমাসানুষ্ঠানম্ । তচ্চাধিকারাদ্যপেক্ষানুভাবি ; ন তু “নেতি নেতি” ইত্যাদ্যন্তপ্রতিপাদক-বাক্যজনিতবিজ্ঞানবাতিরেকেণ দর্শপূর্ণ-মাসাদিবৎ পুরুষব্যাপারঃ সম্ভবতি । সর্বব্যাপারোপশমহেতুত্বাৎ তদ্বাক্য-জনিতবিজ্ঞানস্য । ন হি উদাসীনবিজ্ঞানং প্রবৃত্তিজনকম্ ; অত্রজ্ঞানাত্মবিজ্ঞান-নিবর্তকত্বাচ্চ “একমেবাদ্বিতীয়ম্” “তত্ত্বমসি” ইত্যেবমাদিবাক্যানাম্ । ন চ তন্নিবৃত্তৌ প্রবৃত্তিরূপপদ্যতে, বিরোধাৎ । ২৩

পক্ষদ্বয়ে প্রাপ্তে প্রথমপক্ষঃ প্রত্যা—নার্থাস্তুরাভাবাদিতি । তত্র নঞর্থমেব স্বয়ং ব্যাচষ্টে—ন চেতি । শাক্তজ্ঞানবতো বিষয়াভাবায় বিধিঃ সম্ভবতি, অবিদ্যাতৎকাযানিবৃত্তৌ স্বয়ং ফলাবহুত্বাচ্চৈতর্য্যঃ । হেতুভাগঃ প্রমুখপূর্বকঃ বিবৃণোতি—কৃশাদিত্যাদিনা । আত্মোপদেশে-নানাত্মনিষেধদ্বারা বাক্যোক্তজ্ঞানাতিরেকেণেতি যাবৎ । কর্তব্যাস্তুরাভাবেহপি বাক্যজনিত-বিজ্ঞানমেব বিধেয়ং স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্র হীতি ।

দৃষ্টান্তেহপি বাক্যোক্তজ্ঞানাতিরেকেণ পুরুষপ্রবৃত্তিরসিদ্ধেতাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি । তদনুষ্ঠানং তহি—বাক্যার্থজ্ঞানাধীনমিতি বার্থে বিধিস্তত্রাহ—তচ্চেতি । অধিকারো বিধিপুরুষস্বকন্তৎ-কৃতজ্ঞানাপেক্ষমুষ্ঠানমিত্যর্থবোধিধিরিত্যর্থঃ । তহি প্রকৃত্তেহপি বাক্যোক্তজ্ঞানবাতিরেকেণ পুরুষব্যাপারসম্ভবাবিধিসাক্ষ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নহিতি । অথ বিমতং প্রবর্তকং বৈদিকজ্ঞানহা-বিধিবাক্যোক্তজ্ঞানবদি ত্যাশঙ্ক্য প্রবর্তকবিষয়হমুপাধিরিত্যাহ—ন হীতি । মিথ্যাজ্ঞানানিবর্তকত্ব-মুপাধাস্তুরমাহ—অত্রক্ষেতি । বাক্যোক্তজ্ঞানস্ত তন্নিবর্তকত্বোপি প্রবর্তকত্বং কিং ন স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । ২৩

বাক্যজনিতবিজ্ঞানমাত্রাৎ ন ব্রহ্মানাত্মবিজ্ঞাননিবৃত্তিরিতি চেৎ ; ন ; “তত্ত্ব-মসি” “নেতি নেতি” “আত্মবেদম্” “একমেবাদ্বিতীয়ম্” “ত্রৈক্যবেদমমৃতম্”, “নাত্তদতোহস্তি দ্রষ্টু” “তদেব ব্রহ্ম স্বং বিজ্জি” ইত্যাদিবাক্যানাং তদ্বাদিত্বাৎ । দ্রষ্টব্যবিধের্কিষয়সমর্পকাণোতানীতি চেৎ ; ন ; অর্থাস্তুরাভাবাৎ, ইত্যুক্তোত্তর-ত্বাৎ—আত্মবস্তুস্বরূপসমর্পকৈরেব বাক্যেঃ “তত্ত্বমসি” ইত্যাদিভিঃ শ্রবণকাল এব তদর্শনস্য কৃতত্বাদ্ দ্রষ্টব্যবিধের্নানুমানান্তরং কর্তব্যমিত্যুক্তোত্তরমেতৎ । ২৪

দ্বিতীয়োপাধেঃ সাধনব্যাপ্তিং শক্যতে—বাক্যোতি । ব্রহ্মাত্মকাধীপর-বাক্যোক্তবিজ্ঞানস্তা-জ্ঞানতৎকার্য্যজ্ঞাসিক্রোবায় সাধনব্যাপ্তিরিত্যাহ—নেত্যাধিনা । তদ্বাদিত্বাদ্ বস্তুপরত্বাদিতি যাবৎ । উক্তানাং বাক্যানাং বিধাপেক্ষিতার্থসমর্পকত্বেন তচ্ছবদ্ব্য শঙ্কিতমুদভাবতে—দ্রষ্টব্যোতি । সিদ্ধান্তোপক্রমেণ সমাহিতমেতদিত্যাহ—নেতি । তদেব শৃষ্টগতি—আত্মোতি । ২৪

আত্মস্বরূপসাধনমাধেয়াত্মবিজ্ঞানে বিবিধমন্তরেণ ন প্রবর্ততে, ইতি চেৎ ;

ন ; আত্মবাদিবাক্যশ্রবণেনাত্মবিজ্ঞানস্য জনিতত্বাৎ—কিং ভোঃ কৃতস্য করণম্ ।
তচ্ছ্রবণেহপি ন প্রবর্তত ইতি চেৎ ; ন ; অনবস্থা প্রসঙ্গাৎ,—যথা আত্মবাদিবাক্যার্থ-
শ্রবণে বিধিমন্তরেণ ন প্রবর্ততে, তথা বিধিবাক্যার্থশ্রবণেহপি বিধিমন্তরেণ ন
প্রবর্তিষ্যতে, ইতি বিধাস্তরাপেক্ষা ; তথা তদর্থশ্রবণেহপীত্যনবস্থা প্রসজ্যেত । ২৫

পরোক্তমুক্তাবয়তি—আত্মস্বরূপেতি । কুত্র তর্হি বিধিঃ ?—আত্মজ্ঞানে বা বাক্যশ্রবণে বা
তদর্থজ্ঞানস্মৃতিসন্তানে বা চিত্তবৃত্তিনিরোধে বা ? নাহু ইত্যাহ—নাস্ত্ববাদীতি । দ্বিতীয়ঃ
শব্দতে—তচ্ছ্রবণেহপীতি । অনিষ্টার্থবাদিবাক্যস্তানত্যাগিনক্ষণস্ত বিধিঃ বিনা শ্রবণাৎ
তত্ত্বমাদেরপি তস্মাদুতে শ্রবণমবিরুদ্ধমিত্যভিসন্ধায় দোষান্তরমাহ—নেত্যাদিনা । তত্ত্বমাদি-
শ্রবণপ্রয়োগকো বিধিরাত্মনোহপি প্রয়োগেহুত্বে শ্রবণমিতি চেৎ, নৈবং, ন পরধায়নবিধিরম্ভো বা ?
আহুে তদপেক্ষয়ঃ শ্রুতস্ত তত্ত্বমস্তাদেঃ স্বার্থবোধিৎ কন্মবাক্যবদিতি স্বার্থনিষ্টত্বাবিশেষো,
দ্বিতীয়ে তস্তা প্রমাণত্বাভাবপর্যায়নির্বাহকত্বঃ দুরোৎসারিতমিত্যভিপ্রেত্যানবস্থাঃ বিরূপোতি—
সংগেত্যাদিনা । ২৫

বাক্যজনিতাত্মজ্ঞানস্মৃতিসন্ততেঃ শ্রবণবিজ্ঞানমাত্রাদর্থাস্তরত্বমিতি চেৎ ; ন ;
অর্থপ্রাপ্তত্বাৎ—যদৈবাত্মপ্রতিপাদকবাক্যশ্রবণাদাত্মবিষয়ঃ বিজ্ঞানমুৎপদ্যতে, তদৈব
তৎপদ্যমানং তদ্বিষয়ঃ মিথ্যাজ্ঞানং নিবর্তয়দেবোৎপদ্যতে । আত্মবিষয়মিথ্যা-
জ্ঞাননিবৃত্তৌ চ তৎপ্রভবাঃ স্মৃতয়ো ন ভবন্তি স্বাভাবিক্যোহনাত্মবস্তুভেদবিষয়াঃ ।
অনর্থত্বাবগতেশ্চ,—আত্মাবগতো হি সত্যামগদগ্ননর্থত্বেনাবগমাতে, অনিত্যত্বা-
শুদ্ধাদিবহুদোষবহুত্বাৎ, আত্মবস্তুশ্চ তদ্বিলক্ষণত্বাৎ । তস্মাদনাত্মবিজ্ঞানস্মৃতীনামা-
ত্মাবগতেরভাবপ্রাপ্তিঃ ; পারিশেষাদাত্মৈকত্ববিজ্ঞানস্মৃতিসন্ততেরর্থত এব ভাবাৎ
ন বিধেয়ত্বম্ । শোকমোহভয়রাগাদিভূতদোষনিবর্তকত্বাচ্চ তৎস্মৃতেঃ—বিপরীত-
জ্ঞানপ্রভবো হি শোকমোহাদিদোষঃ ; তথা চ “তত্র কো মোহঃ” “বিদ্বান্ নবিভেতি
কূতশ্চন” “অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসি” “ভিদ্যাতে হৃদয়গ্রন্থিঃ” ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ । ২৬

তৃতীয়শব্দতে—বাক্যজনিতোতি । ততঃ সা বিধেয়েতি শেষঃ । তস্তা বিধেয়ত্বং দুষয়তি—
নেতি । অর্থপ্রাপ্তিঃ বিরূপোতি—যদৈবেতি । অনাত্মস্মৃতিহেতুজ্ঞানবিভৌ তৎকায়াস্মৃত্যনুপপত্তেঃ
স্বভাববলপ্রাপ্তেবাত্মস্মৃতিরিত্যুক্তমিদানীমনাত্মস্মৃতেরনর্থহস্তাঘর্য্যবতিরেকসিদ্ধত্বাচ্চাত্মস্মৃতিঃ স্বভাব-
প্রাপ্তেত্যাহ—অনর্থত্বোতি । অনাত্মনোহনর্থত্বনিশ্চয়াচ্চ তদীয়স্মৃত্যনুপপত্তাবিতরস্মৃতিরর্থ-
প্রাপ্তেত্যাহ—আত্মাবগতাবিতি । আত্মনশ্চ পর মেষ্টত্বাবগমাদর্থপ্রাপ্তা তদীয়স্মৃতিরিত্যাহ—
আত্মবস্তুশ্চেনেতি ।

অর্থপ্রাপ্তা বিধেয়ত্বাভাবমুপসংহরতি—তস্মাদিতি । অনাত্মস্মৃতিহেতুজ্ঞানাত্মবাদি-
সুচ্ছকার্হঃ । অর্থতন্নিবেদকরসাত্মস্বভাববলাদিতি বাবৎ । দৃষ্টকলত্বাচ্চাত্মস্মৃতির্ন বিধেয়েত্যাহ—
শোকেতি । মিথ্যাজ্ঞানমেব সা নিবর্তয়তি, ন শোকাদীত্যাশঙ্ক্যাহ—বিপরীতেতি । আত্মস্মৃতেঃ
শোকাদিনিবর্তকত্বং মানমাহ—তথা চেতি । ২৬

নিরোধস্তর্হি অর্থাস্তরমিতি চেৎ—অথাপি স্যাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধস্য বেদবাক্য-
জনিতাশ্চবিজ্ঞানাদর্থাস্তরত্বাৎ তস্মাস্তরেষু চ কর্তব্যতাবগতত্বাদ্বিধেয়ত্বমিতি চেৎ ;
ন ; মোক্ষসাধনত্বেনানবগমাৎ । ন হি বেদান্তেষু ব্রহ্মাশ্চবিজ্ঞানাদন্তঃ পরমপুরুষার্থ-
সাধনত্বেনাবগমাতে—“আত্মানমেবাবেৎ, তস্মান্তং সর্বমভবৎ” । “ব্রহ্মবিদ্যাপ্নোতি
পরম্” । “স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি ।” “আচার্য্যাবান্
পুরুষো বেদ” “তস্য তাবদেব চিরম্” “অভবৎ হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি, য এবং বেদ”
ইত্যেবমাদিক্রতিশেতভ্যঃ । অনন্তসাধনত্বাচ্চ নিরোধস্য,—ন হ্যশ্চবিজ্ঞান-তৎ-
স্বতিসন্তানবাতিরেকেণ চিত্তবৃত্তিনিরোধস্য সাধনমস্তি । অভ্যাপগমোদমুক্তম্ ; ন তু
ব্রহ্মবিজ্ঞানব্যতিরেকেণাত্মোক্ষসাধনমবগমাতে । ১৭

চতুর্থব্রূখাপয়তি—নিরোধস্তর্হিতি । যদি বাক্যোপজ্ঞানাদেববিধেয়ঃ, তর্হি চিত্তবৃত্তি
নিরোধে মুক্তিসাধনত্বেন বিধীয়তাং, তস্তোক্তজ্ঞানাদেবর্থাস্তরত্বাদিতার্থঃ । চোক্তমেব বিবৃণোতি—
অথাপিতি । অর্থাস্তরত্বাস্তত্ত্ব বিধেয়ত্বমিতি শেষঃ । তত্ত্ব মুক্তিহেতুত্বেন বিধেয়েই যোগশাস্ত্রঃ
সংবাদয়তি—তস্মান্তরেবিতি । “অথ যোগাসুশাসনম্” ইতি নিঃশ্রেয়সহেতুঃ সমাধিঃ সূত্রিতত্ত্বস্ত
চ লক্ষণমুক্তং যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইতি । তন্নিরোধাবহায়াং চান্ননঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠাং কৈবল্য-
মাখ্যাতং “তদা ব্রহ্মঃ স্বরূপংবহ্নানম্” ইতি, এবং যোগশাস্ত্রে মুক্তিহেতুত্বেনেতৌ নিরোধবিধি-
রিতার্থঃ । যোগশাস্ত্রাদপি বলবতীঃ শ্রুতিমাত্রিত্যোস্তরমাহ—নেতাদিন ।

চিত্তবৃত্তিনিরোধস্ত মুক্তিহেতুত্বোপি ন বিধেয়ঃ, বিধিঃ বিনা তৎসিদ্ধিরিত্যাং—অনন্তেতি ।
ন তাবদযথাকথঞ্চিনিরোধে বিধেয়ঃ, সর্বস্তাপি তৎসিদ্ধ্যবস্থিবিধেয়ত্বাৎ, নাপি সর্বাশ্চনন
তন্নিরোধে বিধেয়ো, জ্ঞানাদেব তৎসিদ্ধেবিশানর্থক্যাদিতার্থঃ । “নাস্তঃ পশ্চা বিজ্ঞতে”
“জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্” ইত্যাদিশাস্ত্রমুসরম্পেত্যবাদং ত্যজতি—অভ্যাপগমোতি । নিরোধস্ত
মুক্তিহেতুত্বমিদমা পরাসুদৈব । যোগশাস্ত্রমপি শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে ন প্রমাণম্, “এতেন যোগঃ
প্রভূতঃ” ইতি স্তায়াদিত্যি ভাবঃ । ১৭

আকাজ্জ্ঞানভাবাচ্চ ভাবনাভাবঃ । যত্চক্ৰঃ “যজ্ঞেত” ইত্যেবমাদৌ, কিং ?
কেন ? কথম্ ? ইতি ভাবনাকাজ্জ্ঞানায়ঃ ফলসাধনৈতিকর্তব্যতাভিরািকাজ্জ্ঞাপ-
নননং বণা, তদ্বিহাপ্যাস্চবিজ্ঞানবিধাবপ্যুপপদ্যত ইতি । তদসং ; “এক-
মেবাদ্বিতীয়ম্” “তত্ত্বমসি” “নেতি নেতি” “অনন্তরমবাহম্” অরমাত্মা ব্রহ্ম”
ইত্যাদিবাক্যার্থবিজ্ঞানসমকালমেব সর্বািকাজ্জ্ঞাবিনিবৃত্তেঃ । ন চ বাক্যার্থ-
বিজ্ঞানে বিধিপ্রবৃত্তঃ প্রবর্ততে । বিদ্যাস্তরপ্রযুক্তৌ চানবহ্নাদোবমবোচাম ।
ন চ “একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম” ইত্যাদিবাক্যেযু বিধিরবগম্যতে, আত্মস্বরূপাদ্বা-
গ্যানেনৈবাবসিতত্বাৎ । ২৮

বেদান্তেষু বিধেয়াভাবোক্তা বিধিনিবৃত্তঃ, সংপ্রত্যশ্চয়বতী ভাবনা তেষুভীত্বাকং দ্বয়মিতি—

বাক্যজ্ঞেতি । তদেব স্মৃতিয়িতুমুক্তমমুবদতি—বহুজমিতি । আগমাবষ্টেনে নিরাচটে—
 ১৫নদিতি । বিধিমন্তরেণ বাক্যার্থজ্ঞানে প্রবৃত্ত্যবোগাদিধেমব জ্ঞানং সর্বাকাজ্ঞানিবর্তক-
 ইত্যশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । যথা কর্মকাণ্ডে স্বাধ্যায়বিধের্থানবোধপধ্যন্তয়েন জ্যোতিষ্টোমাদি-
 বিধার্থজ্ঞানে বিধান্তরং নাপেক্ষতে, তথা জ্ঞানকাণ্ডেহপি স্তাদিতার্থঃ । তত্রাপি “বেদঃ
 কৃৎস্নোঃবিধিস্তব্যঃ” ইতি বিধান্তরপ্রযুক্তমেব বাক্যার্থজ্ঞানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিধান্তরেতি । অতঃপা-
 ত্রতকল্পনং প্রসঙ্গাচ্চ ন বিধিণেশবৎ বেদান্তানামিত্যাহ—ন চেতি । ১৮

বস্তুস্বরূপাধ্বাখ্যানমাত্রদ্বাদপ্রামাণ্যমিতি চেৎ—অথাপি স্যাৎ, যথা
 “সোহরোদীৎ যদরোদীৎ, তদরুদ্রস্য রুদ্রত্বম্” ইত্যেবমাদৌ বস্তুস্বরূপাধ্বাখ্যান-
 মাত্রদ্বাদপ্রামাণ্যম্, এবমাত্মার্থবাক্যানামপীতি চেৎ; ন; বিশেষাৎ । ন
 বাক্যস্ত বস্তুস্বাখ্যানং, ক্রিয়াস্বাখ্যানং বা প্রামাণ্যপ্রামাণ্যাকারণম্; কিন্তুহি?
 নিশ্চিতকলসবদ্বিজ্ঞানোৎপাদকত্বম্ । তদ্ব্যত্ৰাপ্তি, তৎ প্রমাণং বাক্যম্, যত্র নাস্তি,
 তদপ্রামাণ্যম্ । ২০

বেদান্তঃ স্বার্থে ন মানং, সিদ্ধার্থবাক্যত্বাৎ; “সোহরোদীৎ” ইত্যাদিবৎ ইত্যমুমানান্তেবাং
 বিশেষবৎ প্রামাণ্যার্থমেষ্টবামিতি শব্দতে—বস্তুস্বরূপেতি । তদেবামুমানং প্রপঞ্চয়তি—
 অথাপীতি । বিদেহশ্রুতংইপিতি যাবৎ । ফলবল্লিচিতজ্ঞানজনকত্বনুপাধিরিতি মন্বাণঃ
 সমাধস্তে—ন বিশেষাদিতি । নঞর্থঃ স্পষ্টয়তি—ন বাক্যন্তেতি । বিশেষঃ ব্যাচষ্টে—কিং
 তর্হীতি । তত্ত্ব প্রামাণ্যপ্রযোজকত্বমময়ব্যতিরেকাতাঃ দর্শয়তি—তদ্ব্যত্ৰেতি । ২১

কিঞ্চ, ভোঃ পৃচ্ছামস্তাম্—আত্মস্বরূপাধ্বাখ্যানপরেণ বাক্যেণ ফলবল্লিচিতং
 চ বিজ্ঞানমুৎপদ্যতে ন বা? উৎপদ্যতে চেৎ, কথমপ্রামাণ্যমিতি । কিংবা ন
 পশ্যসি অবিজ্ঞানশোকমোহভরাদিসংসারবীজদোষনিবৃত্তিঃ বিজ্ঞানফলম্? ন শৃণোষি
 বা কিং—“তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমমুপশ্রুতঃ” “ময়বিদেবাম্মি নাস্ত্যবিৎ,
 সোহইং ভগবঃ শোচামি, তং মা ভগবান্ শোকস্ত পরং পারং তারয়তু” ইত্যেবমাত্মা-
 পনিষদ্বাক্যশতানি, এবং বিদ্বতে কিং “সোহরোদীৎ” ইত্যাদিণু নিশ্চিতং ফলবচ্চ
 বিজ্ঞানম্? ন চেদ্বিদ্বতে, অস্তপ্রামাণ্যম্; তদপ্রামাণ্যে ফলবল্লিচিতবিজ্ঞানোৎ-
 পাদকস্ত কিমিত্যপ্রামাণ্যং স্তাৎ? তদপ্রামাণ্যে চ দর্শপূর্ণমাসাদিবাক্যেণ কো
 বিশ্রুতঃ । ৩০

সামান্তস্তায়ঃ প্রকৃতে যোজয়ন পৃচ্ছতি—কিঞ্চতি । কিং তেহু তাদৃগজ্ঞানমুৎপদ্যতে ন বেতি
 প্রশ্নার্থঃ । দ্বিতীয়েহমুত্তববিবোধঃ স্তাদিতি মদ্বা পক্ষান্তরমনঙ্গ প্রতাহ—উৎপদ্যতে চেদিতি ।
 প্রামাণ্যে হেতুসম্ভাব্যপ্রামাণ্যমিত্যর্থঃ । নিশ্চিতজ্ঞানজনকত্বেহপি ফলবৎবিশেষণমসিদ্ধ-
 মিত্যাশঙ্ক্যাহ—কিং বেতি । বিদদমুত্তবফলশ্রুতিসিদ্ধং বিশেষণমিতি ভাবঃ । দৃষ্টান্তং বিধটতিতুঃ
 প্রশ্নান্তরং প্রকৌড়ি—এবমিতি । বেদান্তেবিবেতি যাবৎ । কিংবা নেতি শেখঃ । আন্তে
 সাধাবৈকল্যং মদ্বা দ্বিতীয়ং দৃষয়তি—ন চেদিতি । তর্হি তদদৃষ্টায়েন তদ্ব্যমতাদেবপি স্তাদপ্রামাণ্য-

মিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদপ্রামাণ্য ইতি । বিমতং স্বার্থে মানং, যথোক্তজ্ঞানজনকত্বাৎ, দর্শাদিবাক্য-
বদিত্তি ভাবঃ । বিপক্ষে দোষমাহ—তদপ্রামাণ্যে চেতি । ৩০

নহু দর্শপূর্ণমাসাদিবাক্যানাং পুরুষপ্রবৃত্তিবিজ্ঞানোৎপাদকত্বাৎ প্রামাণ্যম্,
আত্মবিজ্ঞানবাক্যেণ তন্নাশ্চীতি । সত্যমেবম্ ; নৈষ দোষঃ, প্রামাণ্য-
কারণোপপত্তেঃ । প্রামাণ্যকারণঞ্চ যথোক্তমেব, নাশ্চ । অলঙ্কারচায়াং, যং
সর্বপ্রবৃত্তিবীজ-নিরোধফলবিজ্ঞানোৎপাদকত্বমাত্মপ্রতিপাদকবাক্যানাম্, নাপ্রামা-
ণ্যকারণম্ । ৩১

প্রবর্তকজ্ঞানজনকত্বমুপাধিরিতি শব্দে—নহিতি । সাধনবাপ্তিঃ ধুনীতে—আশ্বেতি ।
প্রবর্তকজ্ঞানজনকত্বং ধর্ম্মিণি নাস্তীত্যাকীকরোতি—সত্যমিতি । তর্হি যথোক্তোপাধিসম্ভাবাদহু-
মানাত্মবানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নৈষ দোষ ইতি । ন হি প্রবর্তকবীজনকত্বং প্রামাণ্যে কারণং,
নিষেধবাক্যেণ প্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ । ন চ নিবর্তকবীজনকত্বমপি তথা, বিধাবপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ ।
নোভয়ং, প্রত্যেকমুভয়কারণত্বাভাবেনাপ্রামাণ্যাদিত্তি ভাবঃ । বেদান্তেষু প্রবর্তকবীজনকত্বাভাবো
ন কেবলমদোষঃ, কিন্তু গুণ ইত্যাহ—অলঙ্কারচেতি । “আত্মানং চেৎ” ইত্যাদিশ্রুতেঃ
“এতদ্ভূত্বা” ইত্যাদিশ্রুতেচ্ছাঙ্কজ্ঞানং কৃতকৃতাতনিদানম্ । ন চ জ্ঞানস্ত প্রবর্তকত্ব ইতদ্ভূত্বং,
প্রবৃত্তীনাং ক্লেশাক্ষেপকত্বাৎ ; অতোযথোক্তজ্ঞানজনকত্বং বাক্যানাং ভূষণমেবেত্যর্থঃ । ৩২

যত্ ক্রম—“বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুবরীত” ইত্যাদিবিচনানাং বাক্যার্থবিজ্ঞানব্যতি-
রেকেণোপাসানার্থত্বমিতি ; সত্যমেতৎ ; কিন্তু নাপূর্কবিধার্থতা ; পক্ষে প্রাপ্তস্ত
নিয়মার্থতৈব । কথং পুনরুপাসনস্ত পক্ষপ্রাপ্তিঃ ?—যাবত পারিশ্বেদাদাত্মবিজ্ঞান-
স্বতिसন্ততির্নিত্যেবেত্যভিহিতম্ ? বাচম্—যন্তপোবম্, শরীররম্ভকস্ত কৰ্ম্মণো
নিয়তফলত্বাৎ, সমাগজ্ঞানপ্রাপ্তাবপি অবশ্যস্তাবিনী প্রবৃত্তির্কায়নঃকায়ানাম্, লঙ্কা-
বৃত্তেঃ কৰ্ম্মণো বলীরত্বাৎ—যুক্তেষাদিপ্রবৃত্তিবৎ ; তেন পক্ষে প্রাপ্তং জ্ঞানপ্রবৃত্তি-
দোৰ্কল্যম্ । তন্মাৎ ত্যাগবৈরাগ্যাদিসাধনবলাবলম্বেনাত্মবিজ্ঞানস্বতिसন্ততির্নিয়-
ন্তব্যা ভবতি ; ন ত্বপূর্ক কৰ্ত্তব্য, প্রাপ্তত্বাদিত্যবোচ্যম । তন্মাৎ প্রাপ্তবিজ্ঞান-
স্বতिसন্তাননিয়মবিধার্থানি “বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুবরীত” ইত্যাদিবাক্যানি,
অত্বার্থাসম্ভবাৎ । ৩৩

শব্দার্থঃ জ্ঞানং বিধেয়মিতি প্রতিক্রিয়া পূর্বোক্তপক্ষান্তরমন্তবদিত্তি—যত্ ক্রমিতি ।
উপাসনার্থত্বমিত্যোপাসনে ন তৎসাক্ষাৎকারঃ ভাবরেদিত্যেবমর্থত্বমিত্যর্থঃ । অভ্যাসপন্থাবাদেন
পরিহরতি—সত্যমিতি । যথোক্তেষু বাক্যেষামোপাসনঃ তৎসাক্ষাৎকারমুদ্ভিজ্জবিধীয়তে চেৎ,
প্রকৃতেঃপি বাক্যে তৎসম্ভাবাপূর্ববিধিরিতি প্রক্রমো ভ্রান্তো, ইত্যশঙ্ক্যাহ—কিন্চিত্তি । কথং
তর্হি বিধাত্তীকারবাচ্যোহুস্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—পক্ষেতি । যথা পক্ষে প্রাপ্তস্তাবধাত্ত
ব্রীহীন-
বহুশীতি নিয়মরূপো বিধিরকীকৃতঃ, তথা অমোপাসনস্তাপি পক্ষে প্রাপ্তস্ত তদেব কৰ্ত্তব্য
নানামোপাসনমিতি যো নিয়মস্তদর্থতা প্রকৃতবাক্যন্তেতি ন প্রকৃতবিবোধোৎপত্তীত্যর্থঃ ।

পাক্ষিকীঃ প্রাপ্তিমুক্তামাক্ষিপতি—কথমিতি । কা পুনরত্রানুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—
যাবতেতি । আত্মনি বাক্যোপে বিজ্ঞানে সতানামস্মৃতিহেতুনাং মিথ্যাজ্ঞানাদীনামপনীত্বাৎক্বে-
ভাবে ফলাভাব ইতিজ্ঞায়েন তানামসম্ভবাদাস্মৃতিসত্ত্বিতরেব পুনঃ সদা জ্ঞাৎ, প্রকারান্তরা-
যোগাদিতি সিদ্ধান্তিনোক্তব্রাহ্মোপাসনস্ত পক্ষে প্রাপ্তিরিতার্থঃ । তস্ত নিত্যপ্রাপ্তিমুক্তামক্ষী-
করোতি—বাচস্পতিঃ । তর্হি নিয়মবিধিবাচোষুক্তিরযুক্তেত্যশঙ্ক্যাহ—যদুপীতি । আত্মনি
নিত্যাপরোক্সসংবিদেকতানে স্মরণং বিস্মরণং বা যদুপি নোপপদ্যতে, তথাপি তয়োস্তস্মিন্ননুভব-
সিদ্ধহাস্মিন্নমবিধেঃ সাবকাশহমিত্যাশয়েনাহ—শরীরেতি । অপারক্কলস্তাপি কৰ্ম্মণঃ সমাগ্-
জ্ঞানাস্মিন্নন্তে ন বিদুযো বাগাদানান্ প্রবৃত্তিরত আহ—লঙ্কেতি । যথা মুক্তস্তেহুপাধাণাদেব-
প্রতিবন্ধাদ্ যাবৎপ্রণয়ঃ প্রবৃত্তিরবশ্যস্তাবিনী, তথা প্রবৃক্তকলস্ত কৰ্ম্মণো জ্ঞানেনোপজীব্যতয়া ততো
বলবদ্ব্যস্তবশাদ্বিনোৎপি যাবৎপ্রণয়ঃ বাগাদিপ্রবৃত্তিপ্রোচ্যমিতার্থঃ । আরক্ককৰ্ম্মপ্রাবল্যে ফলিত-
মাহ—তেনেতি । আরক্কস্ত কৰ্ম্মণো যথোক্তেন জ্ঞায়েন প্রাবল্যে তদ্ব্যপেক্ষাদিদোষো
যদোক্তবতি, তদাত্মনি বিস্মরণাদিসম্ভবাৎ তজ্জ্ঞানপ্রাপ্তেঃ পাক্ষিকবাদবশস্তাবিকৰ্ম্মাপেক্ষয়া
তদৌকল্যং স্মাদিতার্থঃ ।

তথাপি নিয়মবিধাক্ষীকারস্ত কিমায়্যাতং ? তদাহ—তস্মাদিতি । জ্ঞানস্ত পক্ষে প্রাপ্তত্বং
তচ্ছকার্থঃ । আদিপদং ব্রহ্মচর্যামদমাদিসংগ্রহার্থম্ । বিজ্ঞায়তাদিবাচানান্ নিয়মবিধার্থ-
ইমুপসংহরতি—তস্মাদিতি । আদিপদেন প্রকৃতমপি বাক্যং সংগৃহ্যতে । তচ্ছকার্থমেব
স্পষ্টয়তি—অস্ত্যর্থতি । ৩০

ননু অনাত্মোপাসনমিদম্, ইতি-শব্দপ্রয়োগাৎ ; যথা ‘প্রিয়মিত্যেতদুপাসীত’
ইত্যাদৌ ন প্রিয়াদিগুণা এবোপাস্তাঃ, কিং ততি ? প্রিয়াদিগুণবৎপ্রাণাদ্যেবো-
পাস্তম্ ; তথা ইহাপি ইতি-পর্যায়শব্দপ্রয়োগাৎ আত্মগুণবদনাত্মবস্তুপাস্তমিতি
গমাতে । আত্মোপাস্তবাক্যবৈলক্ষণ্যচ্চ—পরেণ চ বক্ষ্যতি—“আত্মানমেব
লোকমুপাসীত” ইতি ; তত্র চ বাক্যে আত্মৈবোপাস্তত্বেনাভিপ্রেতঃ, দ্বিতীয়া-
শ্রবণাৎ ‘আত্মানমেব’ ইতি ; ইহ তু ন দ্বিতীয়াঃ শ্রবণে, ইতি-পরশ্চাত্মশব্দঃ
“আত্মৈবোপাসীত” ইতি । অতো নাাত্মোপাস্তঃ, আত্মগুণশ্চাত্মঃ, ইতি ত্ব-
গমাতে । ন ; বাক্যশেবে আত্মন উপাস্তত্বেনাবগমাৎ ; অস্ত্রেব বাক্যস্ত শেবে
আত্মৈবোপাস্তত্বেনাবগমাতে —“তদেতং পদনীরমস্ত সৰুস্ত, যদরমাত্মা” “অস্তর-
তরং যদরমাত্মা” আত্মানমেবাবেৎ” ইতি । ৩১

শাক্তজ্ঞানাদেব পূমর্থসিদ্ধেস্তস্ত তদাবৃত্তেত্বীয়জ্ঞানস্ত বা বিধেয়ত্বাভাবাৎপ্রোক্তাঃ শুদ্ধে
সিদ্ধার্থে মানমিত্যুক্তম্ ; ইদানীমিতি-শব্দপ্রবৃত্তং চোচ্চমুখাপয়তি—অনাত্মেতি । আত্ম-
শব্দানুর্ভূমিতি-শব্দপ্রয়োগাদাত্মশব্দার্থস্তোপাস্তত্বেনাবিবক্ষিতত্বাদাত্মগুণকতানাত্মনোহব্যাকৃতশক্তি-
তস্ত প্রধানস্তোপাসনমস্মিৎবাক্যে বিবক্ষিতমিতার্থঃ । উক্তমেবার্থঃ দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথ-
তাদিনা । অনাত্মোপাসনমেবাত্র বিধিৎসিতমিত্যত্র হেতুপ্রমাণ—আত্মেতি । তদেব
প্রপঞ্চয়তি—পরেণেতি । ততো বৈলক্ষণ্যং দর্শয়তি—ইহ ইতি । বৈলক্ষণ্যাস্তরমাহ—ইতি-

পরশ্চেতি । বৈলক্ষণ্যকলমাহ—অত ইতি । নাত্তানাত্তোপাসনং বিবক্ষিতমিতি পরিহরতি—
নেত্যাদিনা । হেতুর্থঃ স্মৃটয়তি—অন্ত্ৰেবেতি । ৩৩

প্রবিষ্টেত দর্শনপ্রতিষেধানুপাস্তত্বমিতি চেৎ—যন্ত আত্মনঃ প্রবেশ উক্তঃ,
তন্তৈব দর্শনং বার্য্যতে, “তং ন পশ্যন্তি” ইতি প্রকৃতোপাদানাত্ । তস্মাদাত্মনোহ-
নুপাস্তত্বমিতি চেৎ ; ন, অকৃত্বত্বদোষাত্ ; দর্শনপ্রতিষেধোহকৃত্বত্বদোষাভিপ্ৰায়েণ,
নাত্তোপাস্তত্বপ্রতিষেধার ; প্রাণনাদিক্রিয়াবিশিষ্টেহেন বিশেষণাৎ । আত্মনশ্চেত-
পাস্তত্বমনভিপ্ৰেতম্, প্রাণনাৎকৈকক্রিয়াবিশিষ্টাত্মনোহকৃত্বত্ববচনমনর্থকং ত্বাৎ
—“অকৃত্বো হ্যেবোহত একেকেন ভবতি” ইতি । অতোহনেকৈকবিশিষ্টত্বাত্মা
কৃত্বত্বত্বপাস্ত এবেতি সিদ্ধম্ । ৩৪

আত্মনশ্চেতুপাস্তত্বঃ, তদা প্রকৃত্ববিরোধঃ স্তাদিতি শব্দে—প্রবিষ্টেতি । আত্মনো
দর্শনপ্রতিষেধঃ প্রকটয়তি—যন্তেতি । তন্ত্ৰেবেতি নিয়মে হেতুর্মাহ—প্রকৃত্যেতি । তচ্ছবন্ত
প্রকৃতপরামর্শিত্বাৎ প্রবিষ্টেত চ প্রকৃত্বত্বত্ব তেনোপাদানাদিতি হেতুর্থঃ । পূর্বপক্ষঃ
নিগময়তি—তস্মাদিতি । প্রাণনাদিবিশিষ্টেত পরিচ্ছিন্নত্বত্বত্ব দৃষ্টেহেতুপি পূর্ণত্ব ন দৃষ্টেতি
নিষেধশ্চতিপর্দাবসানান্নোপকৃত্ববিরোধোহস্মীতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা । তদেব বিশদয়তি—
দর্শনেতি । কথময়মতিপ্রায়ভেদঃ ক্ষেত্রেবগম্যতে, তত্রাহ—প্রাণনানীতি । প্রাণশ্চেবেত্যাদিনা
ক্রিয়াবিশেষবিশিষ্টেহেনাত্মনো বিশেষণাত্ত্ব দৃষ্টেহেতুপিনাসৌ পরিপূর্ণো দৃষ্টে স্তাদিতি ক্ষেত্রেবগম্য
লক্ষ্যতে, কেবলত্ব তু তন্তোপাস্তত্বমভিনবিতমকৃত্বত্বদোষাত্তাবাদিতার্থঃ । উক্তমর্থঃ বাতিরেক-
মুগেন সাধয়তি—আত্মনশ্চেতি । তস্তানুপাস্তত্বার্থঃ তবচনমর্থবদিতাশঙ্ক্য তদুপাস্তত্ব-
নিষেধস্তাত্তোপাস্তত্ব পর্দাবসানমভিপ্ৰেতাহ—অতোহনেকৈকেতি । ৩৪

যত্নাত্মশব্দশ্চেতি-পরঃ প্রয়োগঃ, আত্মশব্দ-প্রত্যয়য়োরাশ্রয়ত্বত্ব পরমার্থতোহ-
বিষয়ত্বজ্ঞাপনার্থম্ ; অত্রথা “আত্মানমুপাসীত” ইত্যেবমবক্ষ্যৎ । তথাচার্থাদাত্মনি
শব্দ-প্রত্যয়াবজ্ঞাতো স্তাতাম্ ; তচ্চানিষ্টম্ “নেতি নেতি” “বিজ্ঞাতারমরে কেন
বিজ্ঞানীরাং” “অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাত্” “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ”-
ইত্যাদিশ্রুতিভ্যাঃ । যত্ন “আত্মানমেব লোকমুপাসীত” ইতি, তদ্ অনাত্তোপা-
সনপ্রসঙ্গনিবৃতিপরত্বাৎ বাক্যান্তরম্ । ৩৫

উপকৃত্বোপাসনং হার্য্যাত্মপাস্তত্বমাত্মনো দর্শিতমিদানীমিতি-শব্দপ্রয়োগাদনাত্তোপাসনমিদি-
ত্বাৎ প্রত্যাহ—যন্তিতি । প্রয়োগশব্দাহুপরিষ্টাৎ সশব্দো দ্রষ্টব্যঃ । ইতিশব্দত্ব বোধোক্তার্থত্বা-
ভাবে দোষমাহ—অন্ত্ৰেবেতি । ন চাত্মনঃ স্বাত্তোপাস্তত্বার্থমিতি-শব্দোহর্থবান্, পূর্বাপর-
বাক্যবিরোধাদিতি দ্রষ্টব্যম্ । হিতিশব্দমন্তরেণ বাক্যপ্রয়োগে দোষমাহ—তন্ত্ৰেতি । তন্ত
শব্দপ্রত্যয়বিষয়বিশিষ্টমেবেতি চেত্তত্রাহ—তন্ত্ৰেতি । আত্মোপাস্তত্ববাক্যবৈলক্ষণ্যাদনাত্তোপা-
সনমতিত্বাৎ, তদ্ব্যয়তি—যন্তিতি । ৩৫

অনির্জাতত্বসাম্যাত্মাদাত্মা জাতব্যোহনাত্মা চ । তত্র কস্মাদাত্তোপাসন এব

বহু আহ্বীয়তে—“আহ্নেতোবোপাসীত”ইতি, নেতরবিজ্ঞানে, ইতি । অত্রোচ্যতে—তদেতদেব প্রকৃতং পদনীয়ং গমনীয়ং, নাশ্রুৎ । অশ্রু সৰ্বশ্চেতি নির্দ্ধারণার্থা বস্তুী ; অশ্রিন্ সৰ্বশ্চিন্নিত্যর্থঃ । যদয়মাত্মা যদেতদাত্মত্বম্ ; কিং ন বিজ্ঞাতব্যমেবাশ্রুৎ ? কিং তর্হি ? জ্ঞাতব্যত্বেহপি ন পৃথগ্জ্ঞানান্তরমপেক্ষতে আত্মজ্ঞানাত্ । কস্মাৎ ? অনেনাত্মনা জ্ঞাতেন, হি বস্মাদেতং সৰ্বমনাত্মজ্ঞাতম্ অশ্রুৎ যৎ তৎ সৰ্বং সমস্তং বেদ জানাতি । নশ্রু অশ্রুজ্ঞানেনাশ্রুৎ ন জায়তে ? ইতি, অশ্রু পরিহারঃ চন্দ্রভাদিগ্রন্থেন বক্ষ্যামঃ । ৩৬

অহ্নেব জ্ঞাতবো নানাশ্চেতি প্রতিজ্ঞায়ামত্রীতাদিনঃ হেতুঃ, সংপ্রতি তদেতৎপদনীয়মিত্যাদিবাক্যপোষণং চোক্তমুদ্যাপয়তি—অনির্জাতয়েতি । উত্তরমাহ—অত্রোতি । নির্ধারণমেব জ্ঞায়তি—অশ্রিন্নিতি । নাশ্রুদিত্যুক্তবাদনাস্থনো বিজ্ঞাতবাহ্যভাবচ্ছেদনেন হীত্যাদিশেষবিয়োঃ স্মৃতিশব্দে—কিং নেতি । তস্ত্রাজ্ঞেয়ঃ নিষেধতি—নেতি । তস্ত্রাপি জ্ঞাতবাহে নাশ্রুদিতি বচনমনবকাশমিত্যাপোষণমাহ—কিং তর্হীতি । তস্ত্র সাবকাশং দর্শয়তি—জ্ঞাতবাহেহপিতি । আত্মনঃ সকাশাদনাত্মনোহর্থান্তরত্বাত্ত্রাজ্ঞানাজ্ঞ জ্ঞাতবাহ্যযোগাজ্ঞজ্ঞাতবাহে জ্ঞানান্তরমপেক্ষিতব্যমেবেতি শব্দে—কস্মাদিতি । উত্তরবাক্যেনোত্তরমাহ—অনেনেতি । আত্মজ্ঞানাত্মজ্ঞাতস্ত্র কল্পিতহাত্ত্র তদতিরিক্তস্বরূপাত্বাৎ তজ্জ্ঞানেনৈব জ্ঞাতত্বসিদ্ধির্ভাবিত্ব জ্ঞানান্তরাপেক্ষেতার্থঃ । লোকদৃষ্টমাত্রিতানেনেত্যাদিবাক্যার্থমাক্ষিপতি—নয়িতি । আত্মকাহ্নাত্বাদনাত্মনস্তশ্রিন্ অন্তর্ভাবং তজ্জ্ঞানেব জ্ঞানমুচিতমিতি পরিহরতি—অশ্চেতি । ৩৬

কথং পুনরিতং পদনীয়মিতি ? উচ্যতে—যথা হ বৈ লোকে, পদেন—গবাদি-খুরাক্তিতো দেশঃ পদমিত্যুচ্যতে, তেন পদেন, নষ্টঃ বিবিৎসিতং পশুং পদেনাশ্রিয়মাণোহহুবিদ্ভেৎ লভেত, এবমাত্মনি লব্ধে সৰ্বমুপলভত ইত্যর্থঃ । নশ্রু আত্মনি বিজ্ঞাতে সৰ্বমশ্রুজ্ঞায়ত ইতি জ্ঞানে প্রকৃতে, কথং লাভোহপ্রকৃত উচ্যতে ? ইতি ; ন ; জ্ঞান-লাভয়োরেকার্থত্বশ্চ বিবক্ষিতত্বাৎ । আত্মনো হলাভোহজ্ঞানমেব ; তস্মাজ্ঞানমেবাত্মনো লাভঃ, ন অনাত্মলাভবদপ্রাপ্তপ্রাপ্তিলক্ষণ আত্মলাভঃ, লব্ধ-লব্ধব্যয়োৰ্ভেদাত্বাৎ । যত্র হি আত্মনোহনাত্মা লব্ধব্যো ভবতি, তত্রাত্মা লব্ধা, লব্ধব্যোহনাত্মা । স চাপ্রাপ্ত উৎপাদাদিক্রিয়াবাবহিতঃ, কারক-বিশেষোপাদানেন ক্রিয়াবিশেষমুৎপাদা লব্ধব্যঃ । স তু অপ্রাপ্তপ্রাপ্তিলক্ষণোহনিত্যঃ, মিথ্যাজ্ঞানজনিতকামক্রিয়াপ্রভবত্বাৎ, স্বপ্নে পুত্রাদিলাভবৎ । অয়ম্ভ তদ্বিপরীত আত্মা । ৩৭

সত্যোপাস্তাভাবাদাত্মত্বশ্চ পদনীয়ত্বাসিদ্ধিরিতি শব্দে—কথমিতি । অসত্যস্তাপি সত্যোচ্যার্থাদেবক্রিয়াকারিত্বসম্ভবাদাত্মত্বশ্চ পদনীয়ত্বোপপত্তিরিত্যাহ—উচ্যত ইতি । বিবিৎসিতং লব্ধমিষ্টম্ । অশ্রেষণোপায়ং দর্শয়িতুং পদেনেতি পুনরুক্তিঃ । অনেনেত্যত্র বেদেতি

জানেনোপক্রমামুবিদ্বেন্নিতি লাভমুক্তা। কীর্ত্তিমিত্যাদিশ্রুতৌ পুনর্জ্ঞানার্ধেন বিদিনোপ-
সংহারাদমুবিদ্বেন্নিতি শ্রুতেরূপক্রমোপসংহারবিরোধঃ স্তাদিতি শব্দভেদে—নহিতি । শব্দভেদ-
বিরোধঃ নিরাকরোতি—নেতি । কথং তয়োত্রৈকার্থ্যং, গ্রামাদৌ তদেকত্বাপ্রসিদ্ধিরিত্যা-
শঙ্কাহ—আত্মন ইতি । গ্রামাদাবপ্রাপ্তে প্রাপ্তিরেব লাভো ন জ্ঞানমাত্রঃ, তথাত্রাপি কিং ন
স্তাদিত্যাশঙ্কাহ—নেতাদিনা ।

জ্ঞানলাভশব্দয়োর্থভেদস্তর্হি কৃত্তেত্যাশঙ্কাহ—যত্র হীতি । অন্যাত্মনি লক্ষণকবায়োজাত-
জ্ঞেয়যোগে ভেদে ক্রিয়াভেদাৎ ফলভেদসিদ্ধিরিতার্থঃ । যদ্বালাভোহপি জ্ঞানান্তিষ্ঠতে, লাভস্বা-
দনাত্মলাভবদিত্যাশঙ্কা জ্ঞানহেতুমান্বানধীনত্বমুপাধিরিতাহ—স চেতি । অপ্রাপ্তত্বং ব্যাক্তী-
করোতি—উৎপাদ্যেতি । তদ্ব্যবধানমেব সাধয়তি—কারকেতি । কিকানাত্মলাভোহবিদ্যা-
কল্পিতঃ, কাদাচিত্ত্বকত্বাৎ সম্ভবতবদিতাহ—স ইতি । কিক, অসাধবিদ্যাকল্পিতোহ-
প্রামাণিকত্বাৎ সম্ভূতিপন্নবদিতাহ—মিথোতি । প্রকৃতে বিশেষঃ দর্শয়তি—অয়ং ভিত্তি । ৩৭

আত্মত্বাদেব নোৎপাদ্যাদিক্রিয়াবাবহিতঃ । নিত্যলক্ষণরূপত্বেহপি সতি অবিদ্যা-
মাত্রং ব্যবধানম্ ; যথা গৃহমাণায়া অপি শুক্লিকায় বিপর্যয়াণে রক্ততাভাসায়া
অগ্রহণং বিপরীতজ্ঞানবাবধানমাত্রম্, তথা গ্রহণম্ জ্ঞানমাত্রমেব, বিপরীতজ্ঞান-
বাবধানাপোহার্থত্বজ্ঞানম্ ; এবমিহাপি আত্মনোহলাভঃ অবিদ্যামাত্রবাবধানম্ ;
তস্মাদ্বিত্ত্বা তদপোহনমাত্রমেব লাভঃ নাভ্যঃ কদাচিদপ্যুপপত্ততে । তস্মাদাত্মলাভে
জ্ঞানাদর্থান্তরসাধনস্থানর্থকং বক্ষ্যামঃ । তস্মান্নিরাশঙ্কমেব জ্ঞান-লাভরোরেকা-
র্থত্বং বিবক্ষমাহ—জ্ঞানং প্রকৃত্যাত্মবিদ্বেন্নিতি ; বিদ্বতেল্লাভার্থত্বাৎ । ৩৮

বৈপরীতামেব ক্ষোরয়তি—আত্মত্বাদিতি । আত্মনঃ তর্হি নিত্যলক্ষণং ন তত্রালক্ষণবৃত্তিঃ
স্তাদিত্যাশঙ্কাহ—নিতোতি । আত্মলাভোহজ্ঞানং, লাভস্ত জ্ঞানমিত্যেতদদৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—
যথোক্তাদিনা । শুক্লিকায়ঃ স্বরূপেণ গৃহমাণায়া অপীতি যোজনম্ । আত্মলাভোহবিদ্যানিবৃত্তি-
রেবেত্যত্রোক্তং বক্ষ্যমাণং চ গমকং দর্শয়তি—তস্মাদিতি । অবিরোধমুপসংহরতি—তস্মাদিত্যা-
দিনা । তয়োত্রৈকার্থ্যেহপি কথমমুবিদ্বেন্নিতি মধ্যে প্রযুক্তভেদে, তত্রাহ—বিদ্বতেরিতি । ৩৮

শুণ-বিজ্ঞানফলমিদমুচ্যতে ; যথা—অরমাত্মা নামরূপাত্মপ্রবেশেন ধ্যাতিং
গতঃ আত্মত্বাদিনামরূপাত্মা, প্রাণাদিসংহতিং চ শ্লোকং প্রাপ্তবান্—ইত্যেবং
যো বেদ ; স কীর্ত্তিঃ ধ্যাতিং শ্লোকং চ সজ্জাতমিষ্টেঃ সহ, বিদ্বতে লভতে । যদ্বা,
যথোক্তং বস্ত যো বেদ, মুমুক্শুণামপেক্ষিতং কীর্ত্তিশব্দিতমৈক্যজ্ঞানং, তৎফলং
শ্লোকশব্দিতং মুক্তিমাপ্নোতীতি মুখ্যমেব ফলম্ ॥ ৪৪ ॥ ৭

আদিমধ্যাবসানানামবিরোধমুক্তা কীর্ত্তিমিত্যাদিবাক্যমবত্যাগী ব্যাকরোতি—শুণোক্তাদিনা ।
ইতি-শব্দোপরিষ্টাৎ যথোক্তা সৎকঃ । জ্ঞানস্তিষ্ঠিত্যত্র বিবাক্ততা, জ্ঞানিনামীদৃকফলস্তানভিলষি-
তত্বাদিতি ব্রষ্টবান্ ॥ ৪৪ ॥ ৭ ॥

আত্মানুবাদ ।—‘তদ্বাদ’ ইত্যাদি । উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ বীজ-

বস্ত্রায়—কারণরূপে অব্যাক্তাবস্ত্রায় বিদ্যমান ছিল ; এই জন্তই—তৎকালে পরোক্ষ ছিল বলিয়াই অপ্রত্যক্ষবাচক সর্বনাম ‘তৎ’ শব্দে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে । অব্যাক্ত অবস্ত্রায় অবস্থিত ভবিষ্যৎ জগৎ তখনও অতীত কালের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় [তাহার পরোক্ষস্বাভিধান যুক্তিযুক্তই হইয়াছে] । বিষয়টি বাহাতে অনার্যাসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, সেই জন্ত ঐতিহ্যবোধক (পুরাবৃত্তবোধক) ‘হ’ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে । কেন না, ‘বধিষ্ঠির নামে একজন রাজা ছিলেন’, এই কথা বলিলে যেমন ঐতিহাসিক রূপে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, তেমনি ‘তৎকালে এইপ্রকার ছিল’ বলিলে, জগতের বীজাবস্থাটি পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষের অগোচর হইলেও তাহা অনার্যাসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় । ‘ইদম্’ শব্দেও যথোক্তপ্রকার সাধ্য-সাধনাত্মক (কার্য্য-কারণভাবাপন্ন) অভিব্যক্তি নাম-রূপাত্মক জগতের নির্দেশ করা হইয়াছে । এখানে জগতের পরোক্ষাবস্থাবোধক ‘তৎ’ শব্দ ও প্রত্যক্ষাবস্থাবোধক (স্থলাবস্থাবোধক) ‘ইদম্’ শব্দের সামান্যিকরণ্য বা অভেদ নির্দেশ থাকায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষাত্মক জগৎ ফলতঃ একই বস্তু, ভিন্ন নহে ;—যাহা এই ব্যাক্তাবস্ত্রায় বর্তমান আছে, তাহাই পূর্বে অব্যাক্তাবস্ত্রায় বর্তমান ছিল, (উভয়ের মধ্যে স্বরূপগত পার্থক্য কিছুমাত্র নাই) । ইহা ছাড়া, অসতের উৎপত্তি হয় না, আর সং—বর্তমান কার্য্য বস্তুরও বিনাশ হয় না, এইরূপ সিদ্ধান্তই অবধারিত হইল । ১

এবংবিধ জগৎ অব্যাক্তাবস্ত্রায় থাকিয়া [সৃষ্টির প্রারম্ভে] নাম-রূপাকারেই—নাম ও বিশেষ বিশেষ আকৃতিতে ব্যাক্ত হইল (অভিব্যক্ত হইল) । এখানে ‘ব্যাক্রিয়ত’ ক্রিপাপদটির কর্ম-কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ (*) থাকায় বুঝিতে হইবে যে,

(*) তাৎপৰ্য্য—সাধারণতঃ কার্য্যমাত্রেরই স্বতন্ত্র কর্তা ও কর্ম থাকে . কর্তা উপযুক্ত সাধনের সাহায্যে ক্রিয়া নিষ্পাদন করিয়া থাকে . কিন্তু যেখানে কার্য্যটিকে অনার্য্যসাধ্য বুঝাইবার জন্ত কর্মকেই কর্তার স্থানবত্তী করিয়া কর্তারূপে ব্যবহার করা হয়, তাহাকে কর্ম-কর্তৃবাচ্য প্রয়োগ বলে ; ফল কথা, যে প্রয়োগে কর্তার স্পষ্ট প্রতীতি থাকে না, কর্মেরই কর্তৃত্ব মনে হয়, তাহাই কর্মকর্তৃ-প্রয়োগ । যেমন ‘হিচ্ছতে বৃক্ষঃ পয়মেব’ অর্থাৎ বৃক্ষটি আপনিই যেন কাটা হইতেছে ; কিন্তু অকৃতপক্ষে কর্তা ও সাধনাদি না থাকিলে কোথাও কোন ক্রিয়াই হইতে পারে না ; জগতের অভিব্যক্তিতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই ; এই জন্তই ভাস্কর ‘সামর্থ্যাৎ নিরন্ত্ৰ’ ইত্যাদি কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন । পরমেশ্বর জীবগণের প্রাক্তন-কর্মানুসারে অনার্য্যাসে জগৎসৃষ্টি সম্পন্ন করিয়াছিলেন ; এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনের জন্ত কর্ম-কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ করা হইয়াছে ।

সেই জগৎ নিজেই—আপনিই ব্যক্তীভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল,—অর্থাৎ নাম ও রূপ-
 বিশেষে প্রতীত হইবার উপযুক্ত অবস্থার স্পষ্টরূপে ব্যক্তীভূত হইয়াছিল। বিনা
 হেতুতে যখন কার্য্য হইতে পারে না; তখন [উল্লেখ না থাকিলেও] কার্য্য
 নিয়মক অধ্যক্ষ) কর্ত্তা, করণব্যাপারাদি আবশ্যকীয় কারণ-সমূহের সন্ধ্যাব
 ধারণা লইতে হইবে। [এখন অভিব্যক্তির স্বরূপ বলিতেছেন,—] ‘অসৌ-নামা’
 ‘ইদং রূপঃ’ অর্থাৎ দেবদত্ত বা যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি যাহার নাম এবং এই দৃশ্যমান গুরু
 রূক্ষাদি বর্ণ যাহার রূপ, তাহা নাম-রূপবিশিষ্ট; এখানে সাধারণভাবে ‘অসৌ’
 এই সম্বন্ধনাম শব্দ থাকায় নামমাত্রেরই গ্রহণ করিতে হইবে, আন ‘ইদং-রূপঃ’
 স্থলেও ‘ইদং’ শব্দ থাকায়, জগতে যত বহু রূপ আছে, তৎসমস্তই বুঝিতে
 হইবে। সেই এই আলোচ্য অব্যাকৃত বস্তুটাই বর্ত্তমান সময়েও (আধুনিক
 সৃষ্টিকালেও) নাম-রূপ দ্বাবাই ব্যাকৃত হইয়া থাকে—ইহা ‘অমক-নামক’ ও
 ‘অমুক আকৃতিবিশিষ্ট’ । ২

যে তত্ত্বপ্রতিপাদনের জন্ত সমস্ত অধ্যায়শাস্ত্রের আবশ্য, স্বভাবসিদ্ধ অবিজ্ঞা
 দ্বারা যাহার উপর কর্ত্ত্বাদি ধর্ম্ম আরোপিত হইয়াছে, যিনি সমস্ত জগতের কারণ,
 স্বচ্ছ সলিল হইতে বেকপ মলস্বরূপ ফেন সমুদ্রাত হয়, তেমনি স্ব-বপভূত নাম ও
 রূপ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ—নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুদ্রস্বভাব, সেই তিনিই আয়ত্বভূত
 নাম ও রূপ প্রকটিত করিয়া কর্ম্মকলাশ্রয় এবং ক্ষুধা-পিপাসাদি-সম্পন্ন একাদি
 তৃণ পর্গাস্ত দেহীভাব অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন । ৩

প্রশ্ন হইতেছে যে, ভাল, পূর্বে বলা হইয়াছে—‘অব্যাকৃত জগৎ আপনা
 হইতেই ব্যাকৃত বা অভিব্যক্ত হইয়াছে; এখন আবার এ কথা বলা হইতেছে কি
 প্রকারে যে, পরমাত্মাই অব্যাকৃত জগৎকে ব্যাকৃত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করি-
 লেন? না—এ কথা দোষাবহ হইতেছে না; কারণ, সেখানে পরমাত্মাকেই
 অব্যাকৃত জগৎস্বরূপে প্রতিপাদন করা স্রুতির অভিপ্রেত; এইজন্যই [ঐরূপ বলা
 হইয়াছে] আমরাও পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, অব্যাকৃত জগৎ যে স্বয়ংই
 ব্যাকৃত হইয়াছে, তাহাতেও জগতের নিয়ন্তা, কর্ত্তা, ক্রিয়াসাধন প্রভৃতি আবশ্য-
 কীয় সমস্ত কারণেরই সন্ধ্যাব স্বীকার করিতে হইবে, (নচেৎ কার্য্যই জন্মিতে
 পাবে না)। বিশেষতঃ ‘ইদং’ শব্দের সহিত ‘অব্যাকৃত’ শব্দের সামান্যিকরণ্যও
 (অভেদ নির্দেশও) এ সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতেছে, অর্থাৎ এই দৃশ্যমান (ব্যাকৃত)
 জগতে বেকপ নিয়ন্তা (পরিচালক) প্রভৃতি বহুবিধ বিশিষ্ট কারণাদির সম্বন্ধ দৃষ্ট
 হয়, তদ্রূপ সেই অব্যাকৃত জগৎ-সম্বন্ধেও এ সমস্ত নিমিত্তাদির সন্ধ্যাব অবশ্যই

স্বীকার করিতে হইবে ; উভয়ের মধ্যে এইমাত্র বিশেষ যে, একটি ব্যাকৃত (ব্যক্ত), আর অপরটি অব্যাকৃত (অব্যক্ত) । তাহার পর বক্তার ইচ্ছানুসারে একরূপ বিচিত্র ক্রিয়াপদের প্রয়োগ অল্পত্রও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—‘গ্রাম আসি-
য়াছে’ (গ্রামস্থ লোক আসিয়াছে), এবং ‘গ্রাম শূন্য হইয়াছে’ (গ্রামে লোকের বাস নাই), ইত্যাদি স্থলে গ্রাম-শব্দে কখনও কেবল বসতি মাত্র অর্থের বিবক্ষায় অর্থাৎ গ্রামে লোকের বাস নাই, এইরূপ অর্থ প্রতিপাদনের অভিপ্রায়ে ‘গ্রামঃ শূন্যঃ’ এইরূপ শব্দ-ব্যবহার হইয়া থাকে, কখনওবা গ্রামবাসী লোককে লক্ষ্য করিয়া ‘গ্রামঃ আগতঃ’ এইরূপ শব্দ-প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, কখনও বা গ্রামবাসী লোক ও তাহাদের বসতি, এতদভিন্ন অর্থেই লক্ষ্য করিয়া ‘গ্রাম’ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে ; যথা,—‘গ্রামা চ ন প্রবিশেৎ’ অর্থাৎ ‘এ গ্রামেও প্রবেশ করিবে না’ । [সেখানে যেমন গ্রামে প্রবেশ ও গ্রামবাসী জনের সংসর্গ, উভয়ই নিষিদ্ধ হইয়াছে] ; তেমনি এখানেও ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত জগতের অভেদবিবক্ষায় আত্মস্বরূপে, আর ভেদবিবক্ষায় অনাত্মরূপেও ব্যবহার হইয়া থাকে ; ‘সেই এই জগৎ উৎপত্তি-বিনাশশীল’, এইবাক্যে আবার কেবলই জগতের (জড়ভাবের) নিদেশ হইয়াছে । সেটুকু, ‘আত্মা মহান্ ও অজ (জগদ্রহিত)’, ‘স্থূলও নহে, অণুও নহে’ ‘এই আত্মা বস্তুটি ইহা নহে ইহা নহে’ ইত্যাদি স্থলে শুধু আত্মারই স্বরূপোন্মেষ হইয়াছে । ৪

এখন আপত্তি হইতেছে যে, পরমাত্মার ইচ্ছায় ব্যাকৃত (ব্যক্তীভাবাপন্ন) এই জগৎ যখন তাঁহা দ্বারা সর্বদা সক্ষমভাৱে ব্যাপ্তই রহিয়াছে, তখন তাঁহাকেই আবার ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে কি প্রকারে ? কেননা, অপ্রবিষ্ট স্থানেই কোনও পবিচ্ছিন্ন পদার্থ প্রবেশ করিতে পারে ; যেমন লোকে গ্রাম প্রভৃতি স্থানে প্রবেশ করিয়া থাকে ; কিন্তু অকাশ ত কখনও কোথাও প্রবেশ করিতে পারে না ; কারণ, তাহা সর্বদা সর্বত্র পবিব্যাপ্তই রহিয়াছে । যদি বল, পাষণমধাগত সর্পাদির ত্রায় অল্প কোনরূপেও তাঁহার প্রবেশ হইতে পারে অর্থাৎ যদি বল যে, পরমাত্মা স্বীয় ব্যাপকরূপে প্রবেশ করেন না সত্য ; কিন্তু তাহার মধ্যগত থাকিয়াই অল্প কোনও প্রকারে প্রকটিত হইয়া থাকেন ; এই জন্তই তাঁহাকে ‘প্রবিষ্ট’ বলিয়া আরোপ মাত্র কবা হইয়া থাকে ; পাষণের ভিতরে যেমন পাষণের সঙ্গেসঙ্গেই সর্পের আবির্ভাব হয়, অথবা নারিকেলের মধ্যে যেমন সঙ্গে সঙ্গেই জল উৎপন্ন হয়, ইহাও ঠিক তেমনি । না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—‘তাহা সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করি-

লেন' । ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি স্বয়ংই অবিকৃতভাবে অর্থাৎ অল্প কোনও ধর্মাস্তর গ্রহণ না করিয়াই জগৎ সৃষ্টি করিয়া, পরে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন । যেমন 'ভোজন করিয়া গমন করিতেছে' বলিলে পূর্বকালবর্তী ভোজনক্রিয়া ও পরবর্তী গমন-ক্রিয়া এতদ্বয়ের পার্থক্য প্রতীত হইলেও ত কর্তার পার্থক্য-প্রতীতি হয় না, (পরন্তু একই কর্তার প্রতীতি হয়), এখানেও ঠিক তদ্রূপ ব্যবস্থাই হওয়া উচিত ; কিন্তু প্রবিষ্ট বস্তুর অবস্থান্তরোৎপত্তি স্বীকার করিলে ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না । আর নিরবয়ব ও অপরিচ্ছিন্ন কোন পদার্থের যে, এক স্থান পরিত্যাগপূর্বক অল্প স্থানের সহিত সংযোগাত্মক প্রবেশ, তাহাত কোথাও দেখা যায় না ; [অতএব নিরবয়বের প্রবেশের কথা কোন মতেই উপপন্ন হইতে পারে না] । ৫

যদি বল, শ্রুতিতে যখন প্রবেশের কথা আছে, তখন তিনি সাবয়বই বটে ; না,—তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, 'পুরুষ দিব্য ও অমূর্ত (নিরবয়ব),' 'নিষ্ক্রিয় ও নিরংশ' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে এবং সর্ববিধ ধর্ম-প্রতিবেদক অল্প শ্রুতি হইতেও [তাহার নিরবয়বত্ব প্রমাণিত হয়] । যদি বল, সূর্যাদি-প্রতিবিম্বের যেরূপ জলাদিতে প্রবেশ দৃষ্ট হয়, ইহারও তদ্রূপ প্রবেশ কল্পনা করা যাইতে পারে । না, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, কোন বস্তুর সহিতই তাহার বিপ্রকর্ষ বা ব্যবধান নাই, [অগচ ব্যবধান না থাকিলে একের মধ্যে অপরের প্রবেশ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না] । [ভাল, ব্যবধান না থাকিলেও] দ্রব্যের মধ্যে যেরূপ গুণের প্রবেশ হয়, সেরূপ প্রবেশ ত ব্রহ্মেরও হইতে পারে ? না,—তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, ব্রহ্ম ত গুণের ছায় কোথাও আশ্রিত নহে । গুণ-পদার্থ নিতাই পরাধীন (দ্রব্যের অধীন) ও দ্রব্যাস্রিত ; স্মৃতরাং দ্রব্যের মধ্যে তাহার প্রবেশ-ব্যবহার উপপন্ন হয়, কিন্তু স্বতন্ত্র অর্থাৎ অ-পরাধীন ব্রহ্মের সম্বন্ধে ত সেরূপ প্রবেশ কখনই সম্ভব হইতে পারে না । আর কলের মধ্যে বীজ-প্রবেশের ছায় যে, প্রবেশ বলিবে ; তাহাও নহে ; কারণ, তাহা হইলে, কলের ছায় ব্রহ্মেরও সাবয়বত্ব, বৃদ্ধি, হ্রাস, উৎপত্তি ও বিনাশাদি ধর্মের সম্ভাবনা হইতে পারে ; প্রকৃতপক্ষে ত ঐ সমস্ত ধর্মের সহিত ব্রহ্মের কল্পনাকালেও সম্বন্ধ নাই ; কারণ, তাহা হইলে তিনি 'জন্মরহিত ও মরণহীন' ইত্যাদি শ্রুতি ও যুক্তির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় (১) । আর যদি বল—অল্প কোনও পরিচ্ছিন্ন

(১) তাৎপৰ্য্য—ব্রহ্মের বৃদ্ধি-হ্রাসাদি ধর্ম স্বীকার করিলে যে, শ্রুতি-বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা "অল্পঃ অল্পঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রকাশিত হইয়াছে । বৃদ্ধি-বিরোধ এইরূপ—ব্রহ্ম যদি

সংসারী (জীবই) ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, (ব্রহ্ম নহে) ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, 'সেই এই দেবতা (পরমাত্মা) ঈক্ষণ করিলেন' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'নাম ও রূপ ব্যাকৃত করিব' এই পর্য্যন্ত শ্রুতিতে সেই পরমেশ্বরেরই সৃষ্টিমধ্যে প্রবেশ ও অভিযুক্তি কার্য্যে কর্তৃত্ব উল্লিখিত আছে । সেইরূপ 'তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন,' 'তিনি এই সীমা বিদীর্ণ করিয়া, ইহা দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,' 'স্থিরস্বভাব ব্রহ্ম সমস্ত রূপ (আকৃতি) নিষ্কাণ করিয়া এবং পৃথক্ পৃথক্ নামকরণ করিয়া, সেই সেই নামের উল্লেখ করত অবস্থান করেন,' 'তুমি কুমার, অথবা কুমারী, তুমি জীর্ণ (বৃদ্ধ) হইয়া দণ্ড দ্বারা গমন করিয়া পাক,' 'প্রথমে দ্বিপদ সৃষ্টি করিলেন,' 'তিনি বিভিন্ন বস্তুতে [প্রবেশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশ পাইলেন]' এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, পরমাত্মা ভিন্ন অপর কাহারো প্রবেশ হয় নাই । আপত্তি হইতে পারে যে, প্রবেশের পাত্রগুলির মধ্যে যখন পরস্পর পার্থক্য বা প্রভেদ রহিয়াছে, তখন প্রবিষ্ট পরমাত্মার ত বহুত্ব হইয়া পড়ে ? তদন্তরে বলি যে, না, তাহা হয় না ; কারণ, 'একই দেবতা (পরমাত্মা) বহুরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছেন' 'তিনি এক হইয়াও বহু প্রকারে বিচরণ করিতেছেন', 'তুমি বহুতে প্রবেশ করিয়াও একই আছ' 'একই দেব (পরমাত্মা) সর্বভূতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছেন, এবং তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বভূতের অন্তরাত্মা' ইত্যাদি শ্রুতিতে [তাঁহার একত্বই ব্যবহৃত হইয়াছে] । ৫

আচ্ছা, প্রবেশ উপপন্ন হয়, কি না হয়, সে কথা থাকুক ; প্রবিষ্টমাত্রই যখন সংসারী, এবং পরমাত্মাও যখন সেই সমস্ত সংসারী হইতে ভিন্ন নহে, তখন পরমাত্মারও নিশ্চয়ই সংসারিত্ব সম্ভাবিত হইতে পারে ? এ কথা যদি বল, তদন্তরে বলিতেছি যে, না—তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, শ্রুতিতে তাঁহাকে অশনানাদি (ভোজনেচ্ছা প্রভৃতি) ধর্ম্মশূন্য বলা হইয়াছে । যদি বল যে, জীবের যখন স্মৃতি-দ্রুতাদি সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন তিনি অশনানাদির অতীত হইতে পারেন

ধর্ম্মী হন, আর ক্ষয়, বৃদ্ধি প্রভৃতি যদি তাঁহার ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই ধর্ম্মগুলি ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, কি অভিন্ন ? ভিন্ন হইলে ত অদ্বৈততাব থাকে না, আর অভিন্ন হইলেও উহাদের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মেরই উচ্ছেদ সম্ভাবিত হয় ; কাজেই এই জাতীয় ধর্ম্মগুলিকে ভিন্ন বা অভিন্ন বলিয়া নিরূপণ করা যায় না ; অতএব ব্রহ্মসম্বন্ধে ঐরূপ ধর্ম্ম স্বীকার করা যুক্তি-বিরুদ্ধ হয় ; অতএব ব্রহ্মের বৃদ্ধি ক্ষয়াদি ধর্ম্ম-সম্বন্ধ, এবং তন্নিবন্ধন যে সাবয়ব্য বন্ধনা, তাহা সঙ্গত হইতে পারে না ।

না ; না,—সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, শ্রুতিতে আছে—‘তিনি (আত্মা) লোকদুঃখে (সংসারদুঃখে) লিপ্ত হন না’ ; ‘তিনি এ সমস্তের অতীত’ । যদি বল, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বিরুদ্ধ বলিয়া শ্রুতির কথা যুক্তিসঙ্গত নহে ; না, সে কথাও বলা চলে না ; কারণ, আত্মার অভিব্যক্তি-ক্ষেত্র বিশেষ বিশেষ উপাধির বৈচিত্র্যই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হয়, [কিন্তু আত্মা হয় না] ; কেন না, ‘দৃষ্টি’র দ্রষ্টাকে (জ্ঞানের প্রকাশককে) দর্শন করিতে পার না’ । ‘অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে ?’, ‘তিনি অস্ত্রের অবিজ্ঞাত, অথচ স্বয়ং বিজ্ঞাতা’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, আত্মা প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের বিষয় নহে, তবে কি ? না, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিতে প্রতিকলিত যে আত্মপ্রতিবিম্ব, তাহাই ‘আমি সুখী, আমি দুঃখী’ ইত্যাদি প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় বা বিজ্ঞের, (কিন্তু আত্মা তাহার বিষয় নহে) ; কারণ, ‘অয়ম্ অহম্’ (ইহা আমি) ইত্যাদি স্থলে বিষয়ের (অয়ং-পদবাচ্য জ্ঞেয় পদার্থের) সহিত বিষয়ীর (বিজ্ঞাতা আত্মার) সামান্য-ধিকরণ্য বা অভেদ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় ; বিশেষতঃ ‘ইহা ভিন্ন আর দ্রষ্টা নাই’ ইত্যাদি শ্রুতিতে দ্বিতীয় আত্মার নিষেধও রহিয়াছে (১) । বিশেষতঃ হস্তপদাদি দেহাবয়বে সুখ-দুঃখের প্রতীতি হয় বলিয়াও সুখ-দুঃখকে বিবরের (অনাত্মগদার্থের) ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে (২) । ৭

যদি বল, ‘আত্মার তৃপ্তিসাধনের জগুই [সমস্ত বিষয় প্রিয় হইয়া থাকে]’

(১) তাৎপৰ্য্য—সাধারণতঃ জ্ঞান হয় বিষয়ী, আর জ্ঞেয় বস্তু হয় বিষয় । বেদান্তমতে জ্ঞানই আত্মা ; সুতরাং আত্মাকেই বিষয়ী বলা যায় । ‘অয়ম্ অহম্’ স্থলে, ‘অয়ং’ পদের অর্থ—প্রত্যক্ষবোধ্য অনানুভব ; সুতরাং তাহা আত্মোপাধিভূত বুদ্ধি-প্রভৃতি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না ; আর ‘অহং’ পদের অর্থ—আত্মা । জ্ঞান ও জ্ঞেয় এবং আত্মা ও অনাত্মা স্বভাবতই ভিন্ন, কিন্তু তথাপি ব্যবহারক্ষেত্রে অনাত্মা ‘অয়ং’ পদার্থের সহিত বিষয়ীর (আত্মার) অভেদ আরোপ করা হইয়া থাকে । ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে, শুদ্ধ আত্মা লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় নহে ; পরন্তু বুদ্ধিরূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত যে আত্ম-লব্ধ, তাহাই উহার বিষয় ; কাজেই ‘আমি সুখী দুঃখী’ ইত্যাদি অশুভব দ্বারা বিভুদ্ধ আত্মার সুখ-দুঃখাদি সঞ্চক করনা করা যাইতে পারে না ।

(২) তাৎপৰ্য্য—সাধারণতঃ ‘আমার হাতে দুঃখ, পায়ে দুঃখ, কিংবা মস্তকে দুঃখ, অথবা সুখ’ ইত্যাদিরূপে দেহাবয়ব হস্তপদাদিতেই সুখ-দুঃখের প্রতীতি হইয়া থাকে ; হস্তপদাদি যে অনাত্ম-বস্তু—বিষয়, সে বিষয়ে কাহারো সন্দেহ নাই ; সুতরাং উক্তপ্রকার প্রতীতি হইতেও জানা যায় যে, সুখ-দুঃখাদি ধর্মগুলি আত্মার নহে ; পরন্তু অনাত্মা দেহাদিরই বটে, আত্মাতে সে সকলের আরোপ হয় না ।

ইত্যাদি প্রতিতে যখন আত্মতত্ত্বকেই একমাত্র উদ্দেশ্য বলা হইয়াছে, তখন আত্মার সুখ-দুঃখ নাই, এ কথাটা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, ‘যে সময় অন্তরেরই মত হয়, আত্মা হইতে আপনাকে যেন ভিন্ন বলিয়াই মনে করে’ ইত্যাদি প্রতিতে অবিজ্ঞানসম্মিত আত্মাকেই উল্লিখিত কামনার ক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে । বিশেষতঃ ‘যখন ব্রহ্মান্ব-বোধ উপস্থিত হয়, তখন কিসের দ্বারা কাচাকে দর্শন করিবে ?’ ‘এ জগতে নানা (ব্রহ্ম ভিন্ন) কিছুই নাই’ [মুমুক্শু যখন] সর্বত্র একত্ব দর্শন করেন, তখন তাহার শোকই বা কি, আর মোহই বা কি ?’ ইত্যাদি প্রতিতে জ্ঞানদশায় সুখ-দুঃখাদির সম্ভাব নিষিদ্ধই হইয়াছে ; কাজেই সুখ দুঃখ প্রভৃতিকে আত্মার ধর্ম বলা যায় না । ৮

যদি বল, তর্কশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া, ইহা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, যুক্তি দ্বারাও আত্মার সুখ-দুঃখাদি-সম্বন্ধ উপপন্ন হইতে পারে না । কেন না, প্রত্যক্ষের অগম্য আত্মা কখনই প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত দুঃখ দ্বারা বিশেষিত (দুঃখের বিশেষ্য) হইতে পারে না ; কারণ, আত্মা কখনও লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় নহে । যদি বল, আকাশ অপ্রত্যক্ষ হইলেও যেমন প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য শব্দ তাহার গুণ বা ধর্ম হয়, তেমনি অপ্রত্যক্ষ আত্মারও প্রত্যক্ষযোগ্য দুঃখ-গুণের সহিত সম্বন্ধ হইতে বাধ্য কি ? না, তাহা বলা যায় না ; কারণ, তাহা হইলেও এক বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না ; কেন না, প্রত্যক্ষের বিষয় (প্রত্যক্ষযোগ্য) যে সুখগ্রাহক জ্ঞান, [তোমার মতে] নিত্যানুমেয় আত্মা কখনই তাহার বিষয়ীভূত হইতে পারে না । বিশেষতঃ আত্মা যখন এক বৈ দুই নয়, তখন, সেই আত্মাও যদি ঐ জ্ঞানেরই বিষয়ীভূত হয়, তাহা হইলে (সেই আত্মাও বিষয়শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইলে) বিষয়ীরই (বিষয়-প্রকাশক—বিষয়গ্রাহকেরই) অভাব হইয়া পড়ে । আর যদি বল, দীপ যেমন নিজেই নিজের বিষয় ও বিষয়ী (প্রকাশ ও প্রকাশক) হয়, তেমনি আত্মাও নিজেই নিজের বিষয় ও বিষয়ী (জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা) হইবে ; না, তাহাও বলিতে পার না, কারণ, একই সময়ে কাহারো বিষয়-বিষয়িভাব হইতে পারে না । বিশেষতঃ আত্মা যখন নিরংশ (নিরবয়ব), তখন অংশভেদেও যে, ঐরূপ বিষয়-বিষয়িভাব কর্ত্তব্য করা, তাহাও সম্ভব হয় না (ক) । ৯

(ক) তাৎপর্য—তর্কিকগণ বলিয়া থাকেন যে, আত্মাতে চতুর্দশপ্রকার গুণ আছে—
“বুদ্ধাদিষট্কাং সংখ্যাতিপক্ষকং ভাবনা তথা । ধর্মাদিপৌ গুণা এতে আত্মনঃ স্যুচ্চতুর্দশ ॥”

উপরে যে সমস্ত যুক্তি-প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, তাহা দ্বারা [বৌদ্ধমতে] বিজ্ঞানের যে, গ্রাহ-গ্রাহকভাব, তাহাও খণ্ডিত হইল, এবং প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হ্রঃখ, আর অনুমানের বিষয়ীভূত আত্মার যে, গুণ-গুণিতাব-কল্পনা, তাহাও নিরস্ত হইল ; কারণ, হ্রঃখ-পদার্থ নিতাই প্রত্যক্ষের বিষয়, অধিকন্তু দৈহিক রূপাদির সহিত একাধিকরণে (একই দেহে) প্রতীত হইয়া থাকে ; [সুতরাং রূপাদি যেমন আত্মার গুণ নহে, তেমনি হ্রঃখও আত্মার গুণ হইতে পারে না] । আর আত্মাতে হ্রঃখ যদি মনঃসংযোগজনিতও হয়, তাহা হইলেও আত্মাতে সাবয়বত্ব, সবিকারত্ব ও অনিত্যত্বাদি দোষ আসিয়া পড়ে ; কারণ, কোথাও এমন কোনও গুণ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা উৎপন্ন বা বিনষ্ট হইবার সময় স্বস্বক্ক সাবয়ব দ্রব্যকে কিছুমাত্র বিকৃত করে না । আর যাহার অবয়ব নাই, সেই নিরবয়ব পদার্থকেও কোণারও বিকৃত হইতে, অথবা কোন নিত্য পদার্থকেও অনিত্য গুণ-বিশিষ্ট হইতে দেখা যায় না । বিশেষতঃ যাহারা আগমবাদী অর্থাৎ প্রধানতঃ শাস্ত্রপ্রামাণ্যমাত্রাবলম্বী, তাহারা ত আকাশকেও নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন না ; অথচ এ বিষয়ে তত্ত্বিন্ন আর উপযুক্ত দৃষ্টান্তও দেখা যায় না । আর যদি বল, বিকৃত হইলেও যখন তৎ-প্রত্যয়ের নিবৃত্তি হয় না, অর্থাৎ 'ইহা সেই বস্তুই বটে' এইরূপ জ্ঞান বিঘ্নমানই থাকে, তখন উহা বিকারী হইলেও নিতাই বটে ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, দ্রবোর রূপান্তর না ঘটাইয়া কখনও কোন

অর্থাৎ বুদ্ধি (জ্ঞান) হ্রঃ, হ্রঃ, ইচ্ছা, দেহ, যত্ন (চেষ্টা), একত্বাদি সংখ্যা, মহৎ পরিমাণ, পূর্ণত্ব, সংযোগ, বিভাগ, 'ভাবনা' নামক সংস্কার, (মাহার সাহায্যে জ্ঞাত বিষয় পুনঃ স্মৃতিপথে উদ্ভিত হয়), ধর্ম ও অধর্ম, এই চতুর্দশটি গুণ আত্মার স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম । এগন আত্মাতে যদি হ্রঃ-হ্রঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উক্ত তাত্ত্বিকসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে । অতএব আত্মার হ্রঃ-হ্রঃখাদি ধর্মসম্ভাব স্বীকার করাই উচিত । তদুত্তরে ভাস্কর্য্যকার বলিতেছেন—

যুক্তি দ্বারাও যখন আত্মার হ্রঃ-হ্রঃখভাব প্রমাণ করা যাইতে পারে, তখন তাহাতে হ্রঃ-হ্রঃখ সম্বন্ধ কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না । একটি যুক্তি এই যে, হ্রঃ-হ্রঃগুণ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, আত্মা কিন্তু সাধারণ প্রত্যক্ষের অবিসয়, সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের মধ্যে কখনও ধর্ম-ধর্মিতাব হইতে পারে না । বিশেষতঃ আত্মা জ্ঞানধরূপ । সুতরাং তাহা বিষয়ী, আর আত্মগুণ হ্রঃ-হ্রঃখ হইল তাহার বিষয় ; দীপ যেমন কথঞ্চিৎ নিজের নিজেকে প্রকাশিত করে বলিয়া বিষয়ও বটে, এবং বিষয়ীও বটে ; আত্মার পক্ষে কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে না ; কারণ, দীপ সংলগ্ন বা সাবয়ব পদার্থ ; তাহার পক্ষে একাংশে প্রকাশক আর অপরাংশে একান্তর হইতেও পারে, কিন্তু আত্মা যখন নিরংশ পদার্থ ; তখন তাহার পক্ষে একই সময়ে একরূপ বিষয়-বিষয়িতাব হইতে পারে না ইত্যাদি ।

প্রকার বিকার হইতে পারে না ; অর্থাৎ এরূপ কোনও বিকার দেখা যায় না, বাহ্য দ্বারা বিকৃত দ্রব্যের রূপান্তর ঘটে না, পরন্তু উহাই বিকারের স্বভাব বা স্বরূপ । আর এ কথাও বলিতে পার না যে, হউক না কেন আত্মা সাবয়ব, তথাপি উহা নিত্য ; তাহা হইলে অবয়বসমূহের পরস্পর সংযোগই যখন সাবয়ব পদার্থের কারণ, তখন নিশ্চয়ই সেই সমস্ত অবয়বের পুনর্বার বিভাগও অবশ্যস্বাভাবী, [অবয়ব-বিভাগই ত সাবয়ব পদার্থের ধ্বংস বা বিনাশ, কাজেই সাবয়ব পদার্থের ধ্বংসও অবশ্যস্বাভাবী] । যদি বল, বজ্রপ্রভৃতি কোন কোন সাবয়ব বস্তুতে যখন অবয়ব-সংযোগ দৃষ্ট হয় না, তখন সংযোগপূর্বকত্ব নিয়মটি ঠিক অব্যাবহারী (সার্কট্রিক) নহে ; না, সে কথাও সঙ্গত হয় না ; কারণ, বজ্রাদিও যে, অবয়বসংযোগ হইতেই উৎপন্ন, তদ্বিষয়ে অনুমান করা যাইতে পারে ; অতএব আত্মাতে কখনই দুঃখাদি অনিত্যগুণের সম্ভাব উপপন্ন হইতে পারে না (১) । ১০

(১) তাৎপর্য—এ স্থানে যে সমস্ত তর্কের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই জটিল এবং পূর্ণপ্ৰভাবে আলোচনার যোগ্য, কিন্তু সেরূপ অবসর কোথায় ? তাই দুই একটি বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনার আভাস মাত্র প্রদান করিতেছি—প্রথম কথা হইল, আমরা আত্মাতে যে সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়া থাকি, তাহা আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম নহে ; পরন্তু উহা মনের ধর্ম ; বিষয়-সম্বন্ধ মনের সহিত আত্মার সংযোগে উহার উৎপত্তি ; হুতরাং, উহা অনিত্য । এ কথার উত্তরে ভাস্কর বলিলেন—আচ্ছা, আত্মার সুখ-দুঃখাদি যদি মনঃসংযোগজন্যই হয়, তাহা হইলেও আত্মার ঐ সমস্ত গুণকে উৎপত্তি-বিনাশশীল বলিতে হইবে । দেখিতে পাওয়া যায়, গুণ কখনও সাবয়ব ভিন্ন নিরবয়ব বস্তুতে থাকে না, এবং থাকেও সম্ভব হয় না । অবশ্য, নৈরাসিকগণ শব্দ-গুণবিশিষ্ট আকাশকেও নিরবয়ব বলেন ; কিন্তু উপনিষৎপ্রভৃতি প্রামাণিক শাস্ত্রে যখন পঞ্চভূতকেই উৎপন্ন (জন্ম) পদার্থ বলিয়াছেন ; তখন শাস্ত্রপ্রামাণ্যানুসারে আকাশকেও গুণাত্মক নিরবয়ব দ্রব্যরূপে দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে না । অতএব আত্মাতে সুখ-দুঃখ স্বীকার করিলেই সাবয়বত্বও স্বীকার করিতে হয় ; অধিকন্তু, সাবয়ব দ্রব্যে যখনই কোনও গুণ উৎপন্ন হয়, অথবা তাহা হইতে অন্তর্হিত হয়, তখনই তাহার কিছু না কিছু বিকার উৎপন্ন করিয়া থাকে । অতএব আত্মার সুখ-দুঃখ স্বীকার করিলে বিকারিত্বও স্বীকার করিতে হয় ; বিকারিত্ব স্বীকার করিলেই তাহার অনিত্যত্বও স্বীকার করিতে হয় । বিকারশীল সাবয়ব বস্তুমাত্রই কতকগুলি অবয়বের সংযোগে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ; তাহা হইলেই ‘সংযোগান্ত বিরোগান্তাঃ’ অর্থাৎ সংযোগের শেষ কল হইতেছে—বিরোগ ; অবয়ব-বিরোগই সাবয়ব পদার্থের ধ্বংস । বজ্র প্রভৃতি যে সমস্ত সাবয়ব বস্তুকে আপাতদৃষ্টিতে নিত্য বলিয়া এবং অবয়ব-সংযোগহীন বলিয়া, এইরূপ মনে হয় ; বস্তুতঃ সাবয়বত্ব নিবন্ধন সে সমস্ত বস্তুকেও সংযোগজ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে ; হুতরাং ঐ সমস্ত বস্তুও ইহার বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত হইতে পারে না ।

এখন আপত্তি হইতে পারে যে, পরমাত্মাও যদি হৃৎখী (হৃৎখীশ্র) না হইলেন, এবং তন্ত্ৰিণ অপর কাহাকেও যখন হৃৎখী বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে না, তখন সেই হৃৎখীশ্রির জ্ঞাত শাস্ত্রারম্ভের ত কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না ; না, একরূপ আপত্তিও হইতে পারে না ; কারণ, অবিজ্ঞা-বশতঃ আত্মাতে হৃৎখীত্বম অধ্যারোপিত হইয়াছে, তন্নিবৃত্তিই শাস্ত্রারম্ভের উদ্দেশ্য । যেমন [“দশমদ্বন্দ্বমসি”স্থলে] অজ্ঞানবশতঃ আত্মাতে কল্পিত দশমদ্বন্দ্ব সংখ্যার অপূর্ণতান্নমনিবৃত্তির জ্ঞাত উপদেশের আবশ্যক হয়, (*) তেমনি এখানেও আত্মাতে কল্পিত হৃৎখীত্বনিবৃত্তির জ্ঞাত শাস্ত্রারম্ভের প্রয়োজন আছে । ১১

জলের মধ্যে যেরূপ সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ ব্যাকৃত জগতের মধ্যেও যে, আত্মার প্রতিবিম্ব উপলব্ধি বা প্রতীতি, তাহাই আত্মার প্রবেশ । জগৎপত্তির পূর্বে আত্মার উপলব্ধি ছিল না, পশ্চাৎ স্থল কার্য্য সৃষ্ট হইলে পর, বুদ্ধির অভ্যন্তরে তাহার উপলব্ধি হইল ; এই কারণেই জলাদির মধ্যে সূর্য্যাদি-প্রতিবিম্বের জ্ঞায় কার্য্যস্বরূপ জগৎসৃষ্টির পর, তিনি তন্মধ্যে প্রবিষ্টবৎ অন্তর্ভূত হন বলিয়া প্রতি-নির্দেশ রহিয়াছে,—‘তিনি ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন’, ‘তাহা (জগৎ) সৃষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন’, ‘তিনি এই সীমা বিদীর্ণ করিয়া ইহা দ্বারাই প্রাপ্ত হইলেন’, ‘সেই দেবতা (পরমেশ্বর) আলোচনা করিলেন,—ভাল, আমি এই জীবাশ্মরূপে এই তিন দেবতার (তেজঃ, জল ও পৃথিবীর) অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক [নাম ও রূপ বিস্তার

(*) তাৎপৰ্য্য—দশজন লোক বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে পথে একটি ক্ষুদ্র নদী পাইল ; নদীটী সমুদ্রগণের সাহায্যে পার হইলে পর, তাহাদের মনে সম্বন্ধ উপস্থিত হইল যে, আমরা ঠিক দশ জনই পার হইতে পারিমাছি ? কিংবা কেহ নদীতে ডুবিয়া গিয়াছে ? তখনই গণনা আরম্ভ হইল । সকলেই অতুত পতিত । প্রত্যেকেই গণিবার সময় আপনাকে বাদ দিয়া গণিতে আরম্ভ করিল ; স্মরণ নষ্ট জনের বেশী আর কিছুতেই হইল না, তখন তাহারা স্থির করিল যে, আমাদের মধ্যে দশম লোকটি নিশ্চয়ই জলে ডুবিয়া মরিয়াছে । সকলেই দশম ব্যক্তির শোকে কাঁদিয়া আকুল । অপর একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের দুঃখবহা দর্শনে কাতর হইয়া বলিলেন যে, তোমরা পুনর্বার গণনা করিয়া দেখ, দশম মরে নাই ; তখন তাহাদের একজন পূর্ব্ববৎ গণনা করিতে করিতে সেই নবম পর্য্যন্ত গণনা করিল, তখনই সেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন যে, ‘দশমদ্বন্দ্বমসি’ অর্থাৎ তুমিই সেই দশম । তখন তাহাদের দশম সংখ্যার অপূর্ণত্ব বিদূরিত হইল ।

করিব’ ইত্যাদি । [প্রবেশ শব্দের বৈকল্পিক অর্থ বলা হইল, সেরূপ না হইলে,] সৰ্ব্বব্যাপী ও নিরবয়ব আত্মার পক্ষে দিক্, দেশ ও কালের সহিত সংযোগ-বিয়োগাত্মক প্রবেশ কখনও উপপন্ন হইতে পারে না । প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার অতিরিক্ত যে, আর কেহ দ্রষ্টা আছেন, তাহাও নহে ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—‘ইহার অতিরিক্ত আর কেহ দ্রষ্টা নাই’, ‘ইহার অতিরিক্ত আর কেহ শ্রোতা নাই’ ইত্যাদি ; এ সব কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি । বিশেষতঃ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়-প্রতিপাদন এবং সৃষ্ট জগতে ব্রহ্মের প্রবেশবোধক যে সমস্ত শ্রুতিবাক্য আছে, সে সমস্তের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে—ব্রহ্মকে উপলব্ধি-গোচর করান । কারণ, শ্রুতিতে ব্রহ্মোপলব্ধিই পুরুষার্থ (পুরুষের মুখ্য প্রয়োজন) বলিয়া শত হয়,—‘আত্মাকেই জানিবে,’ ‘সেই ব্রহ্মোপলব্ধির ফলে সৰ্ব্বাঙ্গক হইয়াছিলেন’, ‘ব্রহ্মবিৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন’, ‘সেই যে-কেহ পরমাত্মাকে অবগত হন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান’, ‘আচার্য্য-বান্ পুরুষ (জিজ্ঞাসু ব্যক্তি) তাঁহাকে জানেন’, ‘তাঁহার (ব্রহ্মদর্শীর) সেই পর্য্যন্তই মিলিবে’ ইত্যাদি ; এবং ‘তাঁহার পর আমাকে দণ্ডায়মানরূপে অবগত হইয়া পশ্চাৎ আমাতে (ব্রহ্মে) প্রবেশ লাভ করেন,’ ‘তাঁহাই (জানাই) সৰ্ব্ববিজ্ঞার শ্রেষ্ঠ, এবং তাঁহা হইতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে’, ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও [জানা যায় যে, ব্রহ্মোপলব্ধিই প্রধান পুরুষার্থ বা তাঁহার সাধন] । বিশেষতঃ আত্মিকতত্ত্বজ্ঞান-সমুৎপাদনেই যে, সৃষ্টি প্রতিপাদক বাক্যের তাৎপর্য্য, তাহা ভেদদর্শনের নিন্দা হইতেও প্রতিপন্ন হয় । অতএব, সৃষ্ট জগতে তাঁহার উপলব্ধিই ‘তাঁহার প্রবেশ’ বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে । ১২

‘আ নথাগ্রেভ্যঃ’—নথের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত আত্ম-উচ্চতা অন্তর্ভূত হইয়া থাকে । আত্মাইবা সেখানে কি প্রকারে প্রবিষ্ট আছেন ? তাহা বলিতেছেন—জগতে কুর যেমন কুরধানে—কুর যাহাতে রাখা হয়, তাঁহার নাম কুরধান—নাপিতের যন্ত্রাধার । কুর যেমন সেই কুরধানের মধ্যে নিবেশিত থাকে, অথবা বিশ্বস্তর—অগ্নি, জগৎকে ভরণ (পোষণ) করে বলিয়া অগ্নির নাম বিশ্বস্তর ; কুলায় অর্থ—নীড় (বাসস্থান) ; অর্থাৎ অগ্নি যেরূপ বিশ্বস্তর-কুলায়ে—কাষ্ঠ প্রভৃতির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকে ; তজ্জন্তই কাষ্ঠঘর্ষণ করিলে তন্মধ্যে হইতে অগ্নি প্রকাশ পাইয়া থাকে । কুর যেমন কুরধানের একাংশে অবস্থান করে, এবং অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে সর্বতোভাবে ব্যাপিয়া তন্মধ্যে নিহিত থাকে, তেমনি আত্মাও এই দেহকে সামান্ত-বিশেষভাবে অর্থাৎ আংশিকভাবে ও সর্বতোভাবে ব্যাপিয়া তন্মধ্যে অবস্থান করে ; কিন্তু সেই দেহমধ্যে আস—প্রাণব্যাপার ও দর্শনাদি ক্রিয়ার সহযোগেই আত্মার উপলব্ধি হইয়া

থাকে ; এই জন্তই সেই দেহমধ্যে প্রবিষ্ট প্রাণনাদি-ক্রিয়াবিশিষ্ট সেই আত্মাকে দর্শন করিতে পায় না । ১৩

ভাল, এখানে যখন দর্শনের কোন প্রসঙ্গই নাই, তখন ‘তাহাকে দর্শন করে না’ এই কথাটা ত অপ্রাপ্তপ্রতিষেধ হইল, অর্থাৎ যাহার প্রাপ্তি সম্ভাবনা ছিল না, তাহারই নিষেধ করা হইল ? না, ইহা দোষাবহ হয় না ; কেন না, সৃষ্টি-প্রভৃতি-প্রতিপাদক বাক্যগুলির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে—আত্মৈকত্বজ্ঞান সমুৎপাদন করা ; সুতরাং আত্মদর্শন এখানে অপ্রাসঙ্গিক নহে ; এই জন্তই মন্তব্যে আছে—‘তিনি প্রত্যেক বস্তুতে প্রবিষ্ট হইয়া তত্ত্বরূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন ; লোকের বুদ্ধিগম্য হইবার জন্তই ইহার সেই রূপটি অভিব্যক্ত হইয়াছে’ ইত্যাদি । কেন যে, প্রাণনাদি ক্রিয়াসহযোগে আত্মারই দর্শন হয়, তাহার কারণ প্রদর্শন করিতেছেন—যে হেতু, প্রাণনাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট সেই আত্মা অকৃৎস্ন—সমস্ত নয়, [সেই হেতুই অসম্যকবুদ্ধির বিষয় হইয়া থাকে] । প্রাণনাদিবিশিষ্ট আত্মা যে, অসম্পূর্ণ কেন, তাহাও বলিতেছেন—আত্মা কেবল প্রাণন অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া করে বলিয়াই প্রাণ-নামে অভিহিত হইয়া থাকে । [বুঝিতে হইবে যে,] শুধু প্রাণধারণ কার্যের কর্তা বলিয়াই অর্থাৎ আত্মা প্রাণন করে বলিয়াই প্রাণ-নামে অভিহিত হয়, কিন্তু অল্প ক্রিয়ার কর্তৃত্বনিবন্ধন নহে । যেমন, যে ব্যক্তি ছেদন করে, তাহাকে ‘লাবক’ (ছেদক) বলে, আর যে লোক পাক করে, তাহাকে ‘পাচক’ বলে ; ইহাও তদ্রূপ । অতএব অপরাপর ক্রিয়ার কর্ত্ত্বরূপে আত্মার অন্তর্ভুক্তি হয় না বলিয়াই ঐরূপ আত্মা অকৃৎস্ন বা অসম্পূর্ণ । ১৪

সেইরূপ বদন-ক্রিয়া করে বলিয়া—বাক্যোচ্চারণ করে বলিয়া বাक् ; দর্শন করে বলিয়া চক্ষুঃ ; চক্ষুঃ অর্থ দর্শনকারী—দ্রষ্টা ; ‘শৃণ্’—শ্রবণ করে বলিয়া শ্রোত্র । “প্রাণন্ এবং প্রাণঃ,” আর “বদন্ বাक्” এই দুই কথায় আত্মাতে ক্রিয়া-শক্তির অভিব্যক্তি জ্ঞাপিত হইল । আর “পশ্চন্ চক্ষুঃ,” ও “শৃণ্ শ্রোত্রঃ” এই দুইটি কথায় জ্ঞানশক্তির আবির্ভাব প্রদর্শন করা হইল ; কেন না, নাম ও রূপ, এই দুইটাই জ্ঞানশক্তির বিষয় বা গ্রহণীয় । শ্রবণেন্দ্রিয় ও চক্ষু হইতেছে—বিজ্ঞানোৎপাদনের উপায়, আর বিজ্ঞান হইতেছে নাম ও রূপের সাধন অর্থাৎ শ্রোত্র ও চক্ষুরিঞ্জিরের সাহায্যে প্রথমে অল্পতবাস্বক জ্ঞান জন্মে, তাহার পর সেই বিজ্ঞানই আবার নাম ও রূপ, এই দুইটি বিষয় গ্রহণ করে । জগতে নাম ও রূপ ভিন্ন আর কিছু জ্ঞাতব্য পদার্থ নাই । সেই দুইটি বিষয় অল্পতব করিতে হইলে চক্ষুঃ ও কণ্ণ ভিন্ন আর কোনও সাধন বা উপায় নাই ; কাজেই চক্ষুঃ ও কণ্ণকে

নাম-রূপবোধের সাধন বলা হইতেছে। তাহার পর, ক্রিয়ামাত্রই নাম-রূপের সাহায্যে নিষ্পাদিত হয়, এবং প্রাণই সেই ক্রিয়ার আশ্রয়। সেই প্রাণাপ্রিত ক্রিয়ার অভিব্যক্তিতেও (প্রকাশনেও) বাগিন্দ্রিয়ই কারণ ; হস্ত, পদ, পায়ু (মল-দ্বার) ও উগস্থ (জননেন্দ্রিয়) সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম ; কেবল উপলক্ষার্থ অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপে বাগিন্দ্রিয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। ইহাই যে ব্যাকৃত সমষ্টি বা সৃষ্টিসমষ্টি, তাহা 'ত্রয়ং বা ইদং নাম রূপং কৰ্ম্ম' এই ক্রটিতেও বলিবেন। এইরূপ 'মনানঃ'—মনন করে—ভাগমন্দ চিন্তা করে বলিয়া 'মনঃ' নামে অভিহিত হয়। যাহা দ্বারা মনন করা হয়, এইরূপ অর্থাত্ত্বসারে সৰ্ববিধ জ্ঞানসাধন অন্তঃ-করণকেও 'মনঃ' বলা হইয়া থাকে ; কিন্তু পূর্বব সেক্ষপ অর্থে 'মনঃ' শব্দবাচ্য নহে, পরন্তু তিনি নিজে মনন-কার্য্যের কর্তা বলিয়া 'মনঃ' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। ১৫

[এই যে সমস্ত নাম উল্লিখিত হইল,] সেই প্রাণাদি সমস্ত নামই এই আত্মার কৰ্ম্ম-নাম, অর্থাৎ নিচরই কৰ্ম্মানুযায়ী নাম, কিন্তু কোনটাই প্রকৃত শুদ্ধ আত্ম-বস্তুর বোধক নহে। আত্মা যথোক্তপ্রকার প্রাণনাদি ক্রিয়া ও ক্রিয়াজনিত প্রাণাদি নাম এবং তদনুরূপ রূপে অভিব্যক্ত হইলেও—সূচিত হইলেও, ঐ সমস্ত নাম দ্বারা প্রকৃত আত্মবস্তুর যথাযথ স্বরূপটি প্রকাশ পায় না। অতএব, যে লোক উক্ত প্রাণনাদি ক্রিয়াসমষ্টিরূপে গ্রহণ না করিয়া একএকটিকে—শুধু প্রাণ বা চক্ষু ইত্যাদি এক এক অংশ বিশিষ্টকেই 'ইহাই আত্মা' বলিয়া মনে মনে উপাসনা করে—চিন্তা করে, কিন্তু সমস্ত ক্রিয়াবিশিষ্টের অনুসন্ধান করে না, বস্তুতঃ সে লোক ব্রহ্মকে জানে না। কারণ ? যেহেতু ঐরূপ এক একটি মাত্র গুণযুক্ত আত্মা অকৃত্রিম অর্থাৎ উক্ত প্রাণনাদি ক্রিয়াসমষ্টি হইতে পৃথগ্ভূত—এক একটিমাত্র গুণে বিশেষিত আত্মা পূর্ণ আত্মা নহে ; কারণ, অপর ক্রিয়াসমূহের চিন্তা না থাকায় উহা আত্মার সম্পূর্ণ স্বরূপ হইতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, উপাসক যে পর্য্যন্ত এইরূপ—'দর্শনকর্তা, শ্রবণকর্তা ও স্পর্শকর্তা' ইত্যাদি প্রকার স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি বা ক্রিয়াবিশিষ্টরূপে চিন্তা করেন, তিনি সে পর্য্যন্ত ঠিক যথার্থরূপে সম্পূর্ণ আত্মাকে জানিতে পারে না। ১৬

ভাল, কিরূপে দর্শন করিলে আত্মাকে যথার্থরূপে জানিতে পারে ? তদন্তরে বলিতেছেন—'আত্মা'-রূপে [অর্থাৎ ব্যাপকরূপে দর্শন করিলেই জানিতে পারে]। ইতঃপূর্বে বাহার সম্বন্ধে প্রাণাদি যে সমস্ত বিশেষণ বা কৰ্ম্মনাম উক্ত হইয়াছে, তিনিই সেই সমস্ত বিশেষণের ব্যাপক বলিয়া এখানে 'আত্মা' নামে অভিহিত

হইতেছেন (১) । সেই আত্মা সমস্ত বিশেষণব্যাপী বলিয়া কৃৎস্ন—পূর্ণ । কেন না, তিনি স্বীয় স্বভাববলেই প্রাণাদি বিশেষ বিশেষ উপাধির ক্রিয়াজনিত সমস্ত বিশেষণ বা বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলিকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন ; [কাজেই তিনি কৃৎস্ন বা পূর্ণ] । ইতঃপর ‘যেন ধ্যানই করেন, যেন স্পন্দনই করেন’ ইত্যাদি বাক্যেও এই কথাই বলা হইবে । অতএব, তাঁহাকে আত্মারূপেই উপাসনা করিবে ; ঐরূপ উপাসনা করিলেই যথার্থরূপে সম্পূর্ণ আত্মাকে গ্রহণ করা হইয়া থাকে । আশঙ্কা হইতে পারে যে, ঐরূপ চিন্তা করিলেই আত্মার পূর্ণতাব গ্রহণ করা হয় কেন ? সেই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত বলিতেছেন—যেহেতু, সর্কোপাধিবর্জিত শুদ্ধ বস্তুভূত এই আত্মাতে—জলে প্রতিফলিত সূর্য্যবিম্বসমূহ যেরূপ সূর্য্যে মিশিয়া এক হয়, তদ্রূপ প্রাণাদি-উপাধিজনিত কর্মজ প্রাণাদি-নাম-বাচ্য যে সমস্ত বিশেষ বা ভেদসমূহ পূর্বে কথিত হইয়াছে, সে সমস্তই এক হইয়া যায়, অর্থাৎ আত্মার সহিত অভিন্নভাবে প্রাপ্ত হয় । ১৭

[লোকে যখন আপন ইচ্ছামত ‘আত্মারূপে’ আত্মার উপাসনা করিতে পারে, তখন আত্মোপাসনারও] পাক্ষিক প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, অতএব ‘আত্মা ইতোব উপাসীত’ এই বাক্যোক্ত উপাসনাবিধিটি ‘অপূর্ব্ববিধি’ হইতে পারে না, অর্থাৎ ইহা লোকের সম্পূর্ণ অবিজ্ঞাত বিষয়ের উপদেশক বিধি হইতে পারে না । ‘বাহ্য সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ’ ‘কোনটি আত্মা ? না, এই বাহ্য বিজ্ঞানময়’, আত্মপ্রতি-পাদক এই সমস্ত প্রতিতেই আত্মবিষয়ে বিজ্ঞানোপদেশ রহিয়াছে ; সুতরাং আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বিজ্ঞাত হইলে, সেই বিজ্ঞান দ্বারাই ত অনাত্মাভিমান এবং কারক ও ক্রিয়াকলারোপাত্মক অবিজ্ঞাও অপনীত হইয়া যাইতে পারে । অবিজ্ঞা-নিবৃত্তি হইলে আত্মাতে আর কামাদি দোষেরও উৎপত্তি-সম্ভাবনা থাকে না ; সুতরাং কামাদি দোষ নিবৃত্তি হইয়া গেলে অনাত্মবিষয়ক চিন্তাও আর আসিতে

(১) তাৎপর্য—‘আত্মা’ শব্দটি ‘অত্’ ধাতু হইতে ‘মন্’ প্রত্যয় যোগে নিম্পন্ন হইয়াছে । ‘অত্’ ধাতুর অর্থ—সতত গমন বা সর্বব্যাপিহ ; সুতরাং ‘আত্মা’ শব্দের যৌগিক অর্থ হইতেছে—যিনি সর্বগত বা সর্বব্যাপী, তিনিই আত্মা । এইরূপ যোগার্থকে লক্ষ্য করিয়াই ভাস্করার বলিয়াছেন যে, ‘প্রাণ’, ‘বাক্’ ও ‘প্রোত্র’ প্রকৃতি এক একটি কর্ম-নামে আত্মার যেসমস্ত আংশিক ভাব প্রকটিত হয়, এক আত্মারূপে সেই সমস্ত উপাধিক বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলি আত্মার হ্রোড়ীকৃত হয় । এই জন্ত এক একটি বিশেষ ভাব ধরিয়া উপাসনা করিলে আত্মার ঠিক সম্পূর্ণতাব গ্রহণ করা হয় না ; পরন্তু ‘আত্মা’ বলিয়া উপাসনা করিলেই ঐ সমস্ত কৃত্ত ভাবগুলি গ্রহণ করা হয় ; কারণ, আত্মা ত ঐ সমস্ত ভাবেরই সমষ্টিবিশিষ্ট ।

পারে না ; কাজেই অবশিষ্ট আত্মবিষয়ক চিন্তাই পাওয়া যায় । অতএব, এই মতে আত্মোপাসনার জন্ত আর বিধির আবশ্যক হইতে পারে না ; কারণ, উহা প্রমাণান্তর দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ; [অথচ অপ্রাপ্ত বিষয় ভিন্ন, প্রাপ্তবিষয়ে কখনই অপূর্ববিধি হইতে পারে না] (২) । ১৮

[অপূর্ববিধিবাদী পুনশ্চ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন]—থাকুক,—আত্মোপাসনার প্রাপ্তি পাক্ষিক বা নিত্য, এ কথা রাখিয়া দাও । এটি কিন্তু অপূর্ববিধিই হওয়া উচিত ; কারণ, জ্ঞান ও উপাসনা যখন একই বস্তু, তখন উহা নিশ্চয়ই অপ্রাপ্ত ; বিশেষতঃ “ন স বেদ” (সে লোক জানে না), এই কথা বলার পর অর্থাৎ ‘বেদনে’র প্রসঙ্গে যখন “আত্মা ইত্যেব উপাস্যাত” (আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে) বলা হইয়াছে, তখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ‘বেদন’ ও ‘উপাসনা’ শব্দের একই অর্থ । তাহার পর, ‘ইহা দ্বারা (আত্মবিজ্ঞান দ্বারা) এই সমস্ত জগৎ জানা যায়,’ ‘আত্মাকেই জানিয়াছিলেন’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও বিজ্ঞান ও উপাসনার একত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে । যথোক্ত বিজ্ঞান যখন অত্ৰ কোনও প্রমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তখন তদ্বিষয়ে অবশ্যই বিধি হইতে পারে । [আর [বিধি ব্যতীত] কেবলই বস্তুর স্বরূপ বর্ণনা করিলে, তদ্বিষয়ে কখনই লোকের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না ; অতএব ইহা ‘অপূর্ব-বিধি’ই বটে । বিশেষতঃ কৰ্ম্মবিধির অনুরূপ বলিয়াও [ইহাকে অপূর্ববিধি’ বলিতে হইবে] । কারণ, ‘যজ্ঞেত’ (যজ্ঞ করিবে), ‘জুহোয়াৎ’ (হোম করিবে) ইত্যাদি কৰ্ম্ম-নিদায়ক বাক্যের সঙ্গে আত্মো-

(২) তাৎপৰ্য্য—যাহা দ্বারা লোককে কাব্যবিশেষে প্রবৃত্তিও বা নিবৃত্তিও করা হয়, তাহার নাম ‘বিধি’ । ইহাই বিধির সামান্ত্র লক্ষণ । বিধি প্রথমতঃ চারি প্রকার—(১) অপূর্ব-বিধি, (২) নিয়মবিধি (৩) পরিসংখ্যাবিধি ও (৪) প্রয়োগবিধি । তন্মধ্যে, অত্ৰ কোন প্রকারে যাহা জানিতে পারা যায় না, এরূপ কোনও নূতন বিষয়ের জ্ঞাপক যে বিধি, তাহার নাম ‘অপূর্ববিধি’, ইহার নামান্তর উৎপত্তিবিধি । আর যেসকল কথায় লোকের জানা আছে, এবং ইচ্ছা করিলে করিতেও পারে, ইচ্ছা না করিলে নাও করিতে পারে, সেসকল নিয়মবোধক (অবশ্যকর্তব্যতাজ্ঞাপক) বিধির নাম নিয়ম-বিধি ।

যেখানে বিধিবিভক্তি থাকিলেও বিধির প্রাপ্তান্ত থাকে না, পরন্তু নিষেধেই তাৎপৰ্য্য অবধারণিত হয়, তাহার নাম পরিসংখ্যা । যেমন “পঞ্চ পঞ্চনগান্ ভূতীত” অর্থাৎ পঞ্চনগয়ুক্ত পাঁচপ্রকার প্রাণীকে ভক্ষণ করিবে, এইমূলে ভক্ষণ না করাই বাক্যের উদ্দেশ্য ; যদি ভক্ষণ করিতেই হয়, তবে ঐ পাঁচপ্রকার ভিন্ন কোন প্রাণীকে ভক্ষণ করিবে না ।

আর যে বিধিতে কেবল ক্রিয়ানুষ্ঠানের প্রশালীমাত্র কথিত হয়, তাহার নাম প্রয়োগবিধি । মন্ত্রাদির বিনিয়োগ নির্দেশ করাও প্রয়োগবিধির অন্তর্গত ।

পাসনা-বিধায়ক “আত্মতোষ উপাসীত” “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদি বিধি-
গুলির কিছুমাত্র প্রভেদ বুঝা যাইতেছে না ; [অতএব ইহা অপূর্ববিধিই বটে] । ১৯

বিশেষতঃ বিজ্ঞান কথার অর্থ মানস ক্রিয়া, তজ্জ্ঞাত্ব [এখানে অপূর্ববিধিই
স্বীকার করিতে হইবে] । যেমন, যে দেবতার উদ্দেশ্যে হবিঃ (যজ্ঞীয় দ্রব্য) গ্রহণ
করিতে হয়, বস্‌ট্‌কার করিবার পূর্বেই (‘হবিঃ ত্যাগের অগ্রেই’) তাহাকে মনে মনে
চিন্তা করিবে’ ইত্যাদি মানসী ক্রিয়ার (শুধু চিন্তাস্বক ক্রিয়ার) বিধান হইয়া থাকে,
তেমনি ‘আত্মা-ইতোষ উপাসীত’ “মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” ইত্যাদি স্থলেও
জ্ঞানাস্বক ক্রিয়াই বিহিত হইতেছে । আর ‘বেদন’ ও ‘উপাসনা’ শব্দের যে, একই
অর্থ, তাহা আমরা পূর্বেই প্রতিপাদন করিয়াছি । বিশেষতঃ অপূর্ববিধির
অঙ্গস্বরূপ যে, ‘ভাবনা’ নামক অংশত্রয়, তাহাও এখানে উপপন্ন হইতেছে । দেখ,
‘যজ্ঞেত’ (যজ্ঞ করিবে), এই ভাবনা স্থলে (ভাবনা অর্থ—ফলোৎপত্তির অনুকূল
বাপারবিশেষ ।) যেমন সাধন ও ফলাদি-বিষয়ে আকাঙ্ক্ষার নিবারণক—‘কিং ?
কেন ? ও কথম্ ?’ অর্থাৎ কি ফল কি উপায়ে এবং কি প্রকারে উৎপাদন
করিবে ? এই তিনটি অংশের প্রতীতি হইয়া থাকে, ঠিক তেমনি “উপাসীত”
এই বিদ্যমান ‘ভাবনা’তেও কাহার উপাসনা করিবে ? এবং কি প্রকারে
করিবে ? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইয়া থাকে ; সেই আকাঙ্ক্ষা অপনয়নের
নিমিত্তই, ‘ব্রহ্মচর্য্য, ধর্ম দম, উপরতি ও তিতিক্ষা প্রভৃতি ইতিকর্তব্যতা সমন্বিত’
ও ‘ত্যাগী হইয়া মনের দ্বারা আত্মার উপাসনা করিবে’ ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে
বিধির অপেক্ষিত সেই অংশত্রয় প্রদর্শিত হইতেছে । ২০

[ইহার উদাহরণ রূপে বলা যাইতে পারে যে,] ‘দর্শ পূর্ণমাস’ বাগের সমস্তটা
প্রকরণই যেমন দর্শ-পূর্ণমাস বাগের বিধিকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে,
ঠিক তেমনি উপনিষদের আত্মোপাসনা-প্রকাশক সমস্ত প্রকরণটাই আত্মো-
পাসনার বিধিকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে । আর “নেতি নেতি” (ইহা নহে,
ইহা নহে), ‘স্থল নহে’ ‘নিশ্চয়ই এক ও অদ্বিতীয়’ এবং ‘তিনি অশনারাদির
অতীত’ এই বাক্যগুলিরও কেবল উপাস্ত্র আত্মার স্বরূপ প্রদর্শন করাই প্রধান
উদ্দেশ্য ; ইহার ফল অবিষ্টানিবৃতি অথবা মুক্তিলাভ । ২১

অপর সকলে আবার বলিয়া থাকেন যে, [‘আত্মতোষোপাসীত’ এই বাক্যের
অর্থ—] উপাসনা দ্বারা আত্মবিষয়ে এক প্রকার স্বতন্ত্র জ্ঞান সমুৎপাদন করিবে ।
নেই জ্ঞান দ্বারাই আত্মাকে জানা যায়, এবং তাদৃশ জ্ঞানই আত্মবিষয়ক অজ্ঞান
বা ভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া থাকে ; কিন্তু কেবলই বেদবাক্যলব্ধ আত্মবিষয়ক

জ্ঞান অবিজ্ঞা-নিবারণে কিংবা আত্মার স্বরূপ-প্রকাশনে কখনই সমর্থ হয় না । এ বিষয়ে বেদবাক্যও আছে—‘বিশেষরূপে জানিয়া শেষে প্রজ্ঞা (প্রকৃষ্ট জ্ঞান) লাভ করিবে, আত্মাকে শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান বিশেষ) করিবে, অবশেষে দর্শন করিবে’, ‘আত্মার অনুসন্ধান করিবে, এবং সেই আত্মাকে জানিতে হইবে’ ইত্যাদি । ২১

[পর পর দুইটি মত উল্লেখ করিয়া, সিদ্ধান্তবাদী এখন প্রথম মতটি খণ্ডন করিবার জন্ত বলিতেছেন (১)—] না,—স্বতন্ত্র কোনও প্রয়োজন না থাকায় প্রথমোক্ত পক্ষটি সঙ্গত হইতেছে না । “আত্মোত্যোবোপাসীত” এটি কখনই ‘অপূর্ববিধি’ নহে । কারণ? যেহেতু, আত্মার স্বরূপপ্রকাশক ও অনায়াস-প্রতিবেদক বাক্য হইতে যাহা অবগত হওয়া যায়, এখানে তদতিরিক্ত এমন কোনও বিষয় পাওয়া যাইতেছে না, যাহা মানস কিংবা বাহ্যরূপে অনুষ্ঠানযোগ্য হইতে পারে । সেখানেই বিধির সার্থকতা হয়, যেখানে বিধিবাক্য শ্রবণের পর, শব্দজ্ঞান ছাড়া আরও কিছু অনুষ্ঠানযোগ্য প্রতীতিগম্য হয় ; যেমন—‘স্বর্গাভিলাষী পুরুষ ‘দর্শ’ ও ‘পূর্ণমাস’ নামক দুইটি যাগ করিবে’, ইত্যাদি স্থলে (২) । সেখানে ‘দর্শ’ ও ‘পূর্ণমাস’ যাগের বিধায়ক বাক্য শ্রবণে, যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, শুধু

(১) তাৎপর্য—“আত্মোত্যোব উপাসীত” বাক্যটি লইয়া প্রথমঃ দুইটি পক্ষ দাঁড়াইল—এক পক্ষ বলিতেছেন—এটা অপূর্ববিধি, আত্মোপাসনাই তাহার বিধেয় ; সুতরাং আত্মার উপাসনার লোককে প্রবৃত্ত করাই এই বাক্যের উদ্দেশ্য । অপর পক্ষ বলিতেছেন যে, না, “আত্মোত্যোবোপাসীত” বাক্যে আত্মোপাসনার বিধান করা হয় নাই, পরন্তু বাক্যজনিত জ্ঞানের অতিরিক্ত একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানের বিধান করা হইয়াছে । অপর অভিপ্রায় এই যে, সাক্ষাৎ প্রতি-বাক্য হইতে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহা পরোক্ষ—শব্দ জ্ঞান, তাহা দ্বারা কাহারো প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হয় না, এবং আত্মারও স্বরূপ-সাক্ষাৎকার হয় না । পরন্তু সেই সমস্ত বাক্যজন্য জ্ঞান হইতে যে স্বতন্ত্র একপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই আত্ম-সাক্ষাৎকারের কারণ এবং সেই জ্ঞানলাভের জন্তই এখানে অপূর্ববিধির আবশ্যিকতা হইতেছে । এ পক্ষের অনুকূলে প্রমাণ এই যে, “বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত” প্রভৃতি প্রতিবাক্যে ‘বিজ্ঞায়’ শব্দে শব্দজ্ঞানের কথা বলিয়া পুনশ্চ ‘প্রজ্ঞা’ কথায় প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপদেশ করা হইয়াছে ।

(২) তাৎপর্য—বিধিবাক্যের বিশেষত্ব এই যে, বিধিবাক্য শ্রবণের পর শব্দশাস্ত্রের নিয়মানুসারে প্রথমে জ্যোতির দ্বারা একটি শব্দ জ্ঞান (বাক্যার্থ জ্ঞান) উৎপন্ন হয়, তাহার পর সেই বিধিবাক্যটি যে কার্যের উপদেশ দিতেছে, সেই বিষয়ে নিজের অধিকার আছে কি না, ইত্যাদি বিষয়ে বিচার উপস্থিত হয় ; যদি বুঝিতে পারে যে, অধিকার আছে, তবে বিহিত কার্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, আর অধিকার না থাকিলে, তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না । অতএব

সেই জ্ঞানমাত্রই দর্শ-পূর্ণমাস বাগের অন্তর্ধান নহে, অর্থাৎ কেবল ঐ বিধিবাক্য জানিলেই যে, দর্শপূর্ণমাস-বাগের ফললাভ হয়, তাহা নহে, পরন্তু উহার ফল অন্তর্ধান-সাপেক্ষ ; সেই অন্তর্ধানও আবার শ্রোতার অধিকারাদি-সাপেক্ষ । আত্মার স্বরূপ-প্রতিপাদক “নেতি নেতি” ইত্যাদি বাক্য শ্রবণে যে জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই জ্ঞানভিন্ন সেখানে ‘দর্শপূর্ণমাসাদি’ বাগের দ্বারা আর কিছুই কর্তব্য আছে বলিয়া প্রতীতি হয় না ; কেন না, আত্মার স্বরূপ-প্রকাশক বাক্যলব্ধ জ্ঞানের ইহাই স্বভাব যে, সে পুরুষকে সর্ববিধ কর্তব্যব্যবহার হইতে নিবৃত্ত করিয়া দেয় । আর বিধি-নিষেধরহিত (উদাসীন) বাক্য হইতে কখনই লোকের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা জন্মিতে পারে না । বিশেষতঃ অত্রকভাবে ও অনাত্ম-বুদ্ধি বিদূরিত করাই “তৎ ত্বমসি” “একমেব অদ্বিতীয়ম্” প্রভৃতি বাক্যগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য ; অথচ তাদৃশ অজ্ঞান বা ভ্রান্তিজ্ঞান অপনীত হইলে পর, কখনই লোকের কর্তব্য-চেষ্টা জন্মিতে পারে না ; কারণ, উহার পরম্পর-বিরুদ্ধ স্বভাবাপন্ন ; [কাজেই অবিদ্যানিবৃত্তির পর আর লোকের চেষ্টা আসিতে পারে না] । ২৩

যদি বল, কেবল বাক্যজ্ঞানিত জ্ঞানেই অত্রকভাবে ও অনাত্মবুদ্ধি কখনই অপনীত হইতে পারে না । [তদন্তরে বলি যে,] না, সে কথাও বলা চলে না ; কারণ, ‘তৎ ত্বমসি’ (তুমি তৎস্বরূপ), “নেতি নেতি” (ইহা নহে—ইহা নহে), “আত্মৈব ইদম্” (এ সমস্তই আত্মস্বরূপ), “একমেব অদ্বিতীয়ম্” (নিশ্চয়ই এক ও অদ্বিতীয়), “ব্রহ্ম বৈ ইদমমৃতং পুরাতনং” (অগ্রে এই জগৎ অমৃত ব্রহ্মস্বরূপ ছিল), “নাত্তদতোহস্তি দ্রষ্টৃ” (এতদতিরিক্ত আর কেহ দ্রষ্টা নাই), “তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি” (তুমি তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে), ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই সে কথা বলিয়া দিতেছেন । যদি বল, এ সমস্ত বাক্যই “দ্রষ্টব্যঃ” এই দৃষ্টিবিধির বিষয়-সমর্পক, অর্থাৎ দর্শনের কৰ্ম্মপদার্থ নির্দেশক ; [তদন্তরে বলি যে,] না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি যে, ‘দ্রষ্টব্য’ বাক্যে বিধি-কল্পনার স্বতন্ত্র কোনও প্রয়োজন নাই ; কেন না, আত্মার স্বরূপজ্ঞাপক ‘তৎ ত্বমসি’

বিধিবাক্য হলে কেবল বাক্যার্থ জ্ঞানেই শেষ হয় না, তদনুরূপ ক্রিয়ান্বতানও শ্রোতার আবশ্যক হয় ; কিন্তু যেখানে সেরূপ কোনও কর্তব্যের উপদেশ নাই, কেবল বাক্যার্থ জ্ঞানেই বাক্যের পরিসমাপ্তি হয়, সেখানে বিধিপ্রত্যয় (লিঃ) থাকিলেও বিধি কল্পনা করা বাইতে পারে না । দর্শ ও পূর্ণমাস প্রভৃতি বাগের বিধিবাক্য দেখিলেই এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট হইতে পারে ।

প্রভৃতি বাক্য হইতে যখন বাক্যশ্রবণের সঙ্গেসঙ্গেই আত্মবিষয়ে সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হইয়া যায়, তখন 'দ্রষ্টব্য' বিধি অনুসারে ত আর কিছুই অনুষ্ঠের অবশিষ্ট থাকে না ; এই উত্তর পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে ; [সূত্র১ এখানে আর অধিক কথা বলা অনাবশ্যক] ॥ ২৪

যদি বল, বিধি ব্যতীত শুদ্ধ আত্মার স্বরূপমাত্র বর্ণনা করিলে তদ্বিষয়ে কখনই লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না ; [অতএব বিধির আবশ্যক হইতেছে] ; না, একপাও বলা যায় না ; কারণ, আত্মার স্বরূপ-প্রকাশক বাক্য-শ্রবণেই যখন আত্মার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পারে, তখন বল দেখি, কৃত বিষয়ের পুনর্কীর্ত্তন করণ (অনুষ্ঠান) হইতে পারে কি প্রকারে ? যদি বল, শুধু আত্মার স্বরূপ-প্রকাশক বাক্য শ্রবণ করিলেও তদ্বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না ; [সূত্র১ লোকপ্রবৃত্তির জন্ত বিধির আবশ্যক ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, তাহা হইলে অনবস্থাদোষ উপস্থিত হয় ; আত্মবোধক বাক্য শ্রবণেও যেমন বিধির অভাবে তদ্বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না, তেমনি স্বতন্ত্র বিধি না থাকিলে বিধিবাক্য শ্রবণেও লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না ; কাজেই তাহার জন্তই আবার পৃথক্ বিধির আবশ্যক ; এইরূপ সেই বিধিবাক্যার্থ শ্রবণেও [স্বতন্ত্র বিধিকল্পনার আবশ্যক হয়], এইরূপে অনবস্থাদোষ উপস্থিত হইতে পারে ॥ ২৫

যদি বল, বাক্যার্থ-ভাবনা-জনিত যে স্মৃতিধারা অর্থাৎ উপাসনাত্মক জ্ঞান, তাহা বাক্যশ্রবণজাত জ্ঞান হইলেও বিধির আবশ্যক হয় না ; কারণ, আত্মার স্বরূপ-প্রতিপাদক বাক্যশ্রবণে যেই মুহূর্ত্তে আত্ম-বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, উক্ত জ্ঞানটি ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আত্মবিষয়ক অজ্ঞান বিনষ্ট করিরাই সমুৎপন্ন হয় ; সূত্র১ আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া গেলে পর, বিভিন্নাকার অনাত্ম-বস্তুবিষয়ে জীবের স্বভাবসিদ্ধ যে অজ্ঞানমূলক স্মরণাত্মক জ্ঞান, তাহারও আর উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না । অনর্থজ্ঞানও ঐরূপ স্মৃতি-সমুৎপত্তির প্রতিবন্ধক ; কেন না, আত্ম-তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে অনাত্মবস্তুমাত্রই অনর্থ (জীবের অপ্রার্থনীয়—দুঃখকর) বলিয়া বোধ হইতে থাকে । কারণ, অনাত্ম বস্তুমাত্রই অনিত্য, অশুচি ও দুঃখাদি বহুতর দোষের আকর ; পক্ষান্তরে, আত্মা উহার সম্পূর্ণ বিপরীত ; কাজেই আত্মজ্ঞান উদিত হইলে, পূর্ব্বে অজ্ঞাত অনাত্মবস্তুগুলি আর স্মৃতিপথে উদিত হইতে পারে না ; সূত্র১ তখন তাহার পক্ষে কেবল অবশিষ্ট আত্মবিষয়ে স্মৃতিধারার উদয়ই স্বাভাবিক ; তজ্জন্ত আর বিধিকল্পনার আবশ্যক হয় না । বিশে-

যতঃ শোক-মোহাদি দোষনিচয় স্বতই ত্রাস্তিজ্ঞানগ্রহত ; আর আত্ম-বিষয়ক স্মৃতিধারা হইতেছে সেই শোক, মোহ, ভয়, শ্রম ও দুঃখাদি সমস্ত দোষের নিব-
ৰ্ত্তক। দেখ, শ্রুতিও সে কথা বলিতেছেন—‘আত্মদর্শন হইলে পর, তাহার আর
শোকই বা কি, আর মোহই বা কি?’ আত্মজ্ঞ পুরুষ কোথা হইতেও ভীত হন
না, ‘হে জনক, তুমি অভয় (ব্রহ্ম) লাভ করিয়াছ’, ‘হৃদয়ের ঐশ্বি—কামরা-
গাদি ধোষ নষ্ট হইয়া যায়’ ইত্যাদি। ২৬

ভাল, তাহা হইলেও, নিরোধ ত ইহা হইতে অতিরিক্তই বটে,—অর্থাৎ চিত্তের
বৃত্তিনিরোধ যখন বেদবাক্যজনিত আত্ম-বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ পদার্থ, এবং অপরা-
পর শাস্ত্রেও যখন উহার কর্তব্যতা বিজ্ঞাপিত আছে, তখন উহার জ্ঞাত ত বিধির
আবশ্যক হয়? না, এ কথাও সঙ্গত হয় না; কারণ, চিত্তবৃত্তি-নিরোধের মোক্ষ-
সাধনত্ব বোঝা যায় না; কেন না, বেদান্তশাস্ত্রে একমাত্র ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞান ভিন্ন আর
কিছু যে, পরমপুরুষার্থ—মোক্ষের সাধন আছে বা থাকিতে পারে, তাহা ত দেখা
যায় না; কেন না, ‘আত্মাকেই অবগত হইয়াছিলেন, ‘তাহাতেই সৰ্ব্বাশ্রয়ত্ব প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন’ ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন’ ‘সেই যে কেহ পরব্রহ্মকে জানেন,
তিনিও ব্রহ্মই হন’, ‘উপবৃত্ত আচার্য্যবান্ পুরুষই জ্ঞানলাভ করেন,’ ‘তাহার সেই
পরিমাণই বিলম্ব’ ‘যিনি এই তত্ত্ব জানেন, তিনিও অভয় ব্রহ্মস্বরূপ হন’ ইত্যাদি
শত শত শ্রুতি হইতে এ কথা জানা যাইতেছে। চিত্তবৃত্তি-নিরোধের অনন্তসাধনত্বও
ইহার অপর হেতু,—আত্মজ্ঞান ও তদ্বিষয়ক স্মৃতিধারা (চিন্তাপ্রবাহ) ব্যতীত,
চিত্তবৃত্তি-নিরোধের যে, অপর কোনও উপায় আছে, তাহাও নহে; (পরন্তু উহাই
চিত্তবৃত্তি-নিরোধের একমাত্র উপায়)। আর চিত্তবৃত্তিনিরোধের যে, মোক্ষ-
সাধনতা বলা হইয়াছে, তাহাও কেবল অভ্যুপগম বা স্বীকার করিয়া লওয়া হই-
য়াছে মাত্র; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই মোক্ষসাধন
আছে বলিয়া স্বীকৃত হয় না। ২৭

বিশেষতঃ আকাঙ্ক্ষা না থাকাতেও এখানে ‘ভাবনা’ বা বিধিকল্পনা সম্ভব
হইতে পারে না। পূর্বে যে, বলা হইয়াছে,—“যজ্ঞেত” ইত্যাদি ক্রিয়াবিধিস্থলে
যে রূপ ‘কি, কিসের দ্বারা? এবং কি প্রকারে? এই তিনটি বিষয় জানিতে
ইচ্ছা হয় বলিয়া, ফল, ফল-সাধন (যাহা দ্বারা ফল লাভ হয়) ও তাহার অন্তর্ধান-
প্রণালীর নির্দেশ দ্বারা সেই আকাঙ্ক্ষার অপনয়ন করা হইয়া থাকে, তেমনি
এখানে এই আত্মবিষয়ক বিজ্ঞানবিধিতেও ঐ সমস্ত নিয়মই উপপন্ন হইতে পারে।
না,—সে কথাও সঙ্গত হয় না; কেন না, ‘তিনি নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয়’ ‘তুমি

তৎস্বরূপ' 'ইহা নয়—ইহা নয়' 'তিনি বাহ্যভ্যন্তরবর্জিত' 'এই আত্মা ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যার্থবোধের সমকালেই সর্ববিষয়ে আকাজ্জা নিবৃত্ত হইয়া যায়। আর এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, বিধি দ্বারা প্রেরিত (নিয়োজিত) হইয়াই লোকে বাক্যার্থপ্রবণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; কারণ, তাহা হইলে বিধির জন্তুও আবার অপর বিধির আবশ্যক হইয়া পড়ে; সুতরাং এইরূপে যে অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হয়; এ কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। আর "একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" প্রভৃতি বাক্যে যে, কোন বিধি পাওয়া বাইতেছে, তাহাও নয়; কারণ, ঐ সমস্ত বাক্য কেবল আত্মবস্তুর স্বরূপমাত্র নির্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে। ২৮

ভাল, ঐ সমস্ত বাক্য যদি কেবলই বস্তুর স্বরূপমাত্র-প্রকাশক হয়, তাহা হইলে ত ঐ সমস্ত বাক্যের প্রামাণ্যই থাকিতে পারে না, আর যদি এরূপ বাক্যেরও প্রমাণ্য হয়, তাহা হইলে, 'তিনি (অগ্নি) রোদন করিয়াছিলেন; তিনি, যে রোদন করিয়াছিলেন, তাহাই রুদ্রের রুদ্রত্ব অর্থাৎ রুদ্রসংজ্ঞার কারণ' ইত্যাদি স্থলে যেমন শুধু বস্তু-স্বরূপমাত্র কথিত হওয়ায় বাক্যের অপ্রামাণ্য হইয়াছে, তেমনি আত্মস্বরূপপ্রকাশক বাক্যগুলিরও অপ্রামাণ্য হইতে পারে? এ কথা যদি বল, তদন্তরে আমরা বলি যে, না,—অপ্রামাণ্য হইতে পারে না; কারণ, উভয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য আছে। অভিপ্রায় এই যে, বস্তুর স্বরূপকথন কিংবা ক্রিয়া-কথন কখনই বাক্যের প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্যের কারণ নহে; তবে কি? না, নিশ্চিতফলক বিজ্ঞানোৎপাদকত্বই [বাক্য প্রামাণ্যের কারণ।] যে বাক্য তাদৃশ জ্ঞান জন্মায়, তাহা প্রমাণ, আর যে বাক্য তাহা জন্মায় না, তাহাই অপ্রমাণ। ২৯

অপিচ, মহাশয়, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যে সমস্ত বাক্যে আত্মার স্বরূপ বর্ণিত আছে, সেই সমস্ত বাক্যে নিশ্চয়ান্বক সফল জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় কি না? যদি সফল জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ বাক্যের অপ্রামাণ্য হইবে কেন? আর ঐ সমস্ত বাক্যজাত বিজ্ঞান হইতে যে, সংসারের বীজভূত শোক, মোহ ও ভয় প্রভৃতি দোষনিবৃত্তিরূপ ফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা কি দেখিতেছ না? এবং 'তখন আত্মৈকত্বদর্শীর শোকই বা কি, আর মোহই বা কি?' 'হে ভগবন্, আমি কেবল মগ্নতত্বই জানি, কিন্তু আত্মতত্ত্ব জানি না, সেই আত্মজ্ঞানবিহীন আমি তুংগ ভোগ করিতেছি। সেই আমাকে আপনি শোকের পরপারে উত্তীর্ণ করুন' এই জাতীয় শত শত প্রতিবাক্যও কি শুনিতেছ না? [এখন জিজ্ঞাসা করি—] "সোহরোদীৎ"

ইত্যাদি বাক্যে এবং বিধ সফল বিজ্ঞান আছে কি ? যদি না থাকে, তবে অপ্রামাণ্য হউক ; ঐ জাতীয় বাক্যের অপ্রামাণ্য হইলেও, যে সকল বাক্য সফল ও অসন্ধিদ্ধ বিজ্ঞান সমুৎপাদন করিতেছে, সে সকল বাক্যের অপ্রামাণ্য হইবে কেন ? আর যদি সফল ও অসন্ধিদ্ধ জ্ঞানোৎপাদক ঐ সমস্ত বাক্যেরও অপ্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে দর্শ-পূর্ণমাসাদি-বিধারক বাক্যের উপরই বা প্রামাণ্যের বিশ্বাস কি ? । ৩০

যদি বল, দর্শ-পূর্ণমাসাদি-বিধারক বাক্যগুলি লোকের ক্রিয়াপ্রবৃত্তির অন্তর্যুক্ত জ্ঞান জন্মায়, এইজন্ত প্রমাণ, কিন্তু আত্মবিজ্ঞাননিরূপক বাক্যে লোকের প্রবৃত্তি-জনক কোন জ্ঞানের উপদেশ করে না, এই কারণে অপ্রমাণ ; হাঁ, এ কথা সত্য ; কিন্তু তথাপি উক্ত দোষ এখানে হইতেছে না ; কারণ, এখানে প্রামাণ্যের কারণই বিদ্যমান রহিয়াছে । প্রামাণ্যের কারণ পূর্বে যাহা নির্দেশ করা হইয়াছে, এখানেও তাহাই, তদতিরিক্ত আর কিছুই নহে ; [স্মৃতরাং যখন নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মাই-তেছে, এবং তাহার ফলও যখন বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন অপ্রামাণ্য হইবে কেন ?] বিশেষতঃ আত্ম-প্রতিপাদক বাক্যগুলি যে, সর্ববিধ প্রবৃত্তির বীজভূত অবিত্যার নিবৃত্তিক্রম জ্ঞানমাত্র সমুৎপাদন করে, ইহা ত সে সমস্ত বাক্যের অলঙ্কারস্বরূপ ; স্মৃতরাং কখনই অপ্রামাণ্যের কারণ হইতে পারে না । ৩১

[এখন দ্বিতীয় বাদীর মত খণ্ডন করিতেছেন—] আরও যে বলা হইয়াছে— “বিজ্ঞান প্রজ্ঞাং কুবীত” ইত্যাদি বাক্যের কেবল শব্দার্থজ্ঞানই অর্থ নহে, পরন্তু উপাসনা-প্রতিপাদনও উহাদের আর একটি অর্থ । সে কথা সত্য ; কিন্তু তাহা হইলেও [বাদীর অভিপ্রেত] অপূর্ববিধি উহার অর্থ নহে ; পরন্তু পক্ষে প্রাপ্ত বলিয়া বরং নিয়মার্থতাই (নিয়মবিধি) হইতে পারে, অর্থাৎ “আত্মোক্তোব উপাসীত” বাক্যে উৎপত্তিবিধি না হইয়া বরং নিয়মবিধিই কল্পিত হইতে পারে । ভাল, উপাসনার পাক্ষিক প্রাপ্তি সম্ভবপর হয় কিপ্রকারে ? যেহেতু, পূর্বেই বলা হইয়াছে, আত্মবিষয়ক যে, বিজ্ঞানপ্রবাহ, ‘পারিশেষ্য’ নিয়মাত্মসারে তাহাত নিত্য-প্রাপ্তই বটে । (১) হাঁ, যদিও একথা সত্য হউক, তথাপি, যে প্রাক্কন কর্মকালে বর্তমান শরীর সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহার ফল ত সুনির্দিষ্ট,

(১) তাৎপর্য—পারিশেষ্য অর্থ—যতগুলি বিষয়ের প্রাপ্তি সম্ভাবনা থাকে, উন্নত অপর সমস্তগুলির প্রাপ্তি নিশ্চিত হইয়া গেলে, যেটা অবশিষ্ট (অনিশ্চিত) থাকে, কালে কালে তৎসম্বন্ধেই যে, বিধি-নিষেধাদি পর্যাবসিত হওয়া, তাহা । এখানেও অনাত্মবিষয়ক জ্ঞানের প্রাপ্তি সম্ভাবনা থাকিলেও তাহা যখন আত্মজ্ঞানের বা মুক্তিপথের বিরোধী, তখন তাহা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে

অর্থাৎ যে দেশে, যে সময়ে ও যে পরিমাণে হইবার নিয়ম বা ব্যবস্থা আছে, কিছুতেই তাহার অন্তথা হয় না; অতএব, মিস্রিপ্ত বাণ-গতির জ্বায় ফল-প্রদানে প্রবৃত্ত সেই প্রারম্ভ কর্মের বলবত্তা-নিবন্ধন সাধারণতঃ তদনুরূপই লোকের বাচিক, কারিক ও মানসিক প্রবৃত্তি বা চেষ্টা হইয়া থাকে, সেইজন্ত তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ে প্রবৃত্তি না হইতেও পারে, কাজেই জ্ঞানপ্রবৃত্তির দৌর্দল্যকে পাক্ষিক (পক্ষে) প্রাপ্ত বলা যায়। এই কারণেই সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যাदि সাধনসম্পদ অবলম্বন দ্বারা আত্ম-বিষয়ক বিজ্ঞানপ্রবাহকে কেবল নিয়মিত ও স্তব্ধ শাস্ত্র করিতে হয়, কিন্তু নূতন করিয়া আর উৎপাদন করিতে হয় না; কারণ, উহা ত প্রকারান্তরে প্রাপ্তই আছে; প্রাপ্ত বিষয়ে যে, অপূর্ববিধি হইতে পারে না, সে কথা-আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। অতএব [বৃত্তিতে হইবে যে,] প্রকারান্তরে এক আত্মবিষয়ক বিজ্ঞান-প্রবাহ বাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয়, তাদৃশ নিয়ম করাই “বিজ্ঞান প্রজ্ঞাং কুর্বাতি” ইত্যাদি বাক্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য; কারণ, তদ্বিন্ন অল্প কোনও অর্থ এখানে সম্ভবপর হইতে পারে না। ৩২

ভাল, [“আত্মোত্তোবোপাসীত”, এই শ্রুতিতে যে উপাসনার কথা আছে,] ইহা ত অনাত্মবস্তুর উপাসনা; কারণ, ‘ইতি’ শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে; যেমন ‘প্রিয়’—এই বলিয়াই উপাসনা করিবে’ ইত্যাদি স্থলে প্রিয়াদি গুণই উপাস্ত্র নহে, তবে কি? না, প্রিয়াদি-গুণবিশিষ্ট প্রাণপ্রভৃতিই সেখানে উপাস্ত্র; তেমনি এখানেও আত্ম-শব্দের পর ‘ইতি’ শব্দের প্রয়োগ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, আত্ম-গুণবিশিষ্ট অপর কোনও অনাত্মবস্তুরই উপাসনা করিতে হইবে। বিশেষতঃ যে সমস্ত বাক্যে সত্য সত্যই আত্মোপাসনার কথা আছে, সে সমস্ত বাক্যের সহিত এই বাক্যের বৈলক্ষণ্যও যথেষ্ট রহিয়াছে। ইহার পরেও বলিবেন যে, ‘আত্মরূপ লোকেরই উপাসনা করিবে’ ইতি। সেখানে আত্মশব্দের পর দ্বিতীয়া বিভক্তির নির্দেশ থাকায় আত্মোপাসনাতেই শ্রুতির তাৎপর্য্য; কিন্তু এই “আত্মোত্তি+এব+উপাসীত” শ্রুতিতে দ্বিতীয়া বিভক্তির উল্লেখ নাই, অগত আত্মা শব্দের পরেই ‘ইতি’ শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, এখানে আত্মা উপাস্ত্র নহে, পরন্তু তাহা হইতে স্বতন্ত্র আত্মগুণই উপাস্ত্র। না,—এ আপত্তি সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, বাক্যের শেষাংশে আত্মারই উপাস্ত্র প্রতীত হইতেছে; এই বাক্যেরই শেষভাগে আত্মাই উপাসনীয়রূপে না,—নিবদ্ধ হইল; সুতরাং কেবল আত্মজ্ঞানই অবশিষ্ট থাকিতেছে, কাজেই তাহাকে বিভ্রাপ্ত বলা যাইতে পারে।

নির্দিষ্ট হইয়াছে ; যথা ‘এই যে, আত্মা, ইনিই সকল উপাসকের পদনীয় (প্রাপ্তব্য)’, ‘এই যে, আত্মা, ইনিই সৰ্ব্বাপেক্ষা আত্যন্তরীণ’ ‘আত্মাকেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন’ ইতি । ৩৩

যদি বল, ভূতানুপ্রবিষ্ট আত্মার দর্শন যখন প্রতিবিদ্ধ বা নিবিদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহার ত আর উপাস্ত্বই হইতে পারে না ; অর্থাৎ “তং ন পশুস্তি” (তাহাকে দর্শন করে না) ইত্যাদি বাক্যে [‘তং’পদে] আত্মার নির্দেশ করিয়া সেই প্রবিষ্ট আত্মারই দর্শনযোগ্যতা নিবেদন করা হইয়াছে ; অতএব কিছুতেই আত্মার উপাস্ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না । না, সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, “তং ন পশুস্তি” ক্রটিতে যে, দর্শনের নিবেদন, তাহা আত্মার উপাস্ত্ব নিবারণের জন্ত নহে ; পরন্তু উহার অভিপ্রায় এই যে, ঐরূপে যাহারা আত্মার উপাসনা করে, তাহারা সম্পূর্ণ আত্মার উপাসনা করে না ; এইজন্যই তাদৃশ অকৃত্ত্বভাবে দর্শনের প্রতিবেদন করা হইয়াছে ; এবং এইজন্যই প্রাণনপ্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা আত্মাকে বিশেষিত করা হইয়াছে । আর সত্য সত্যই যদি আত্মোপাসনা ক্রতির অনভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে ‘অতএব এক একটি বিশেষণবিশিষ্ট আত্মা অকৃত্ত্ব বা অপূর্ণ’ ইত্যাদিরূপে প্রাণাদি এক একটি মাত্র ক্রিয়াবিশিষ্ট আত্মাকে অকৃত্ত্ব বলিয়া নির্দেশ করিবার কোনই আবশ্যক হইত না ; বরং উহা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া পড়িত ; অতএব ইহাই নিশ্চিত হইতেছে যে, এক একটি করিয়া এই সমস্ত বিশেষণে বিশেষিত আত্মাই কৃত্ত্ব অর্থাৎ পূর্ণত্বভাব ; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, সেই কৃত্ত্ব আত্মাই জীবের অবশ্য উপাসনীয় । ৩৪

আরও যে, বলা হইয়াছে, এই আত্ম-শব্দের পর যে, একটি ‘ইতি’ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে,—ব্যর্থ আত্মতত্ত্ব কখনই আত্ম-শব্দ ও আত্ম-প্রতীতির বিষয় হয় না, তাহা জ্ঞাপন করা । তাহা না হইলে, ক্রটি কেবল “আত্মানুপাসীত” অর্থাৎ আত্মার উপাসনা করিবে, শুধু এই কথা বলিয়াই কান্ত হইতেন ; তাহাতেই ফলে ফলে আত্মার শব্দ-বেদ্য ও প্রত্যয়গম্য সিদ্ধ হইতে পারিত, [ইতি-শব্দ প্রয়োগের কিছুই আবশ্যক হইত না] । অথচ ‘নেতি নেতি’ ‘বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে’ ‘ব্রহ্ম নিজে অবিজ্ঞাত, অথচ বিজ্ঞাতা’, ‘বাক্য বাহাকে না পাইয়া মনের সহিত কিরিতা আইনে’ ইত্যাদি ক্রটি হইতেও জানা যায় যে, ঐরূপ সিদ্ধান্ত কখনই ক্রটির অভিপ্রেত নহে । আর “আত্মানুবেদ উপাসীত” এই যে, ইতি-শব্দ বহি ত আত্মোপাসনার বিধান ; বুঝিতে হইবে, অনাত্মোপাসনার

লোকের আসক্তি নিবারণ করাই তাহার মূখ্য উদ্দেশ্য ; সুতরাং ইহা কখনই উপাসনাবিধায়ক স্বতন্ত্র বাক্য নহে, [ইহা সেই পূর্ববাক্যেরই অন্তর্কূল—ভাব-প্রকাশক মাত্র] । ৩৫

আচ্ছা, আত্মাও ধেরূপ অবিজ্ঞাত, অনাত্মাও ঠিক সেইরূপই অবিজ্ঞাত ; সুতরাং উভয়ই তুল্য ; কাজেই আত্মা ও অনাত্মা উভয়ই জ্ঞাতব্য বিষয় ; এমন অবস্থায় “আত্মা ইত্যেব উপাসীত” শ্রুতি অনুসারে কেবল আত্মোপাসনাতেই যত্ন করিতে হইবে, অনাত্মোপাসনাতে নহে, ইহার কারণ কি ? তদন্তরে বলা হইতেছে—সেই এই প্রস্তাবিত আত্মাই পদনীয় অর্থাৎ উপাসকের একমাত্র প্রাপ্তব্য ; তদ্বিন্ন আর কিছুই প্রাপ্তব্য নহে । শ্রুতির ‘অন্ত সর্বন্ত’ শব্দে যে যথী বিভক্তি রহিয়াছে, তাহার অর্থ হইতেছে—নির্দ্বারণ, অর্থাৎ সমস্ত জগতের মধ্যে । “যং অয়ম্ আত্মা” অর্থ—যাহা এই আত্মতত্ত্ব । ভাল, তাহা হইলে, আর কিছুই কি জ্ঞাতব্য নাই ? না, সে কথাও নয় ; তবে কি না, অপর সমস্ত বস্তু জ্ঞাতব্য হইলেও সে সমুদায়ের জ্ঞান আর স্বতন্ত্র জ্ঞানের আবশ্যক হয় না, এই আত্মবিজ্ঞানেই সে সমস্তও বিজ্ঞাত হইয়া যায়, ইহার কারণ এই যে, আত্মাকে বিশেষভাবে জানিতে পারিলে, তাহা দ্বারাই, এই যে সমস্ত অনাত্মবস্তু আছে, তৎসমস্তই বিশেষরূপে বিজ্ঞাত হইয়া যায় । ভাল, এক বস্তু জানিলে তাহা দ্বারা ত অপর বস্তু কখনও জানা যায় না ? হাঁ—জানা যায়, ছন্দুভি প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা এ আপত্তির পরিহার করিব । ৩৬

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, ইহাই জীবের একমাত্র প্রাপ্তব্য হয় কি প্রকারে ? হাঁ, বলা যাইতেছে—জগতে যেমন নষ্ট (হারান) পণ্ডকে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তাহার পদ দ্বারা—খুরচিহ্ন দ্বারা তাহাকে লাভ করে, তেমনি আত্মাকে লাভ করিলেই তদ্বারা অপর সমস্ত বস্তুই লাভ করা হইয়া পাকে । এখানে শ্রুতির ‘পদ’ শব্দে গোপ্রভৃতি পশুর খুর-চিহ্নিত স্থানকে বক্ষা করা হইয়াছে । ভাল কথা, এখানে আত্মবিজ্ঞানে যে, অপর সমস্ত বিষয়ের বিজ্ঞান, তাহা হইতেছে আলোচ্য বিষয়, তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ লাভের কথা ত, অপ্রাসঙ্গিক ; অতএব সে কথা বলা হইতেছে কেন ? না, এ আপত্তিও হইতে পারে না ; কারণ, এখানে জ্ঞান ও লাভ, এই উভয়েরই অর্থ এক, এবং শ্রুতিরও তাহাই অভিপ্রেত । কেন না, আত্মার অলাভ অর্থ—অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে ; সুতরাং বুঝিতে হইবে, আত্মাকে জানাই আত্মার লাভ ; কিন্তু অনাত্ম-বস্তুর লাভ ধেরূপ অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি, আত্ম-লাভ কখনই সেরূপ হইতে পারে না ; কারণ,

এখানে লক্ষ্য (লাভকর্তা) ও লক্ষ্যের (প্রাপ্য বস্তুর) কিছুমাত্র ভেদ বা পার্থক্য নাই ।

যেখানে আত্মাভিন্ন বস্তু লক্ষ্য হয়, সেখানেই আত্মা হয় লক্ষ্য, আর অনাত্ম-বস্তু হয় লক্ষ্য । সেই অপ্রাপ্ত বস্তুটিও আবার উৎপত্তি প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা ব্যবহৃত থাকে ; অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কারকের (ও ক্রিয়া-সাধনের) সাহায্যে ক্রিয়াবিশেষ উৎপাদন করিলে, তাহাও পর সেই লক্ষ্য বস্তুটি লাভ করিতে পারা যায় ; অধিকন্তু সেই অপ্রাপ্তি প্রাপ্তিরূপ যে লাভ, তাহাও স্বপ্নকালীন পুলাদিলাভের ন্যায় মিথ্যা জ্ঞান-প্রসূত বলিয়া অনিত্য, এই আত্মা কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত । ৩৭

[এখন অনাত্ম-পদার্থ হইতে আত্মার বিপরীততা বিষয়ে যুক্তিপূর্ণাঙ্গ প্রদর্শন করিতেছেন—] আত্মা বলিয়াই, আত্মা উৎপাদনাদি ক্রিয়া দ্বারা ব্যবহৃত নয় (১) । কেন না, আত্মা নিত্যই লক্ষ্য আছে, কেবল অবিজ্ঞানদ্বারা তাহার ব্যবধান হয় মাত্র ; অর্থাৎ কেবল অবিজ্ঞানদোষেই নিত্যলক্ষ্য আত্মাকেও অলক্ষ্য বলিয়া মনে হয় মাত্র ; যেমন শুক্লি- (বিস্মৃক) দর্শন স্থলেও লক্ষ্য বশতঃ সেই শুক্লিই বহুতথ্যরূপে প্রকাশ পায়, সেই কাবণে যথার্থ শুক্লির প্রতিষ্ঠা হয় না । অবিজ্ঞান বা লক্ষ্যজ্ঞানই সেখানে শুক্লিকে আবৃত করিয়া রাখে । সেইস্থলে শুক্লির গ্রহণ অর্থও শুক্লিবিষয়ক জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে ; কারণ, বিপরীত জ্ঞানরূপ ব্যবধানের অপনয়নকরাই ঐক্য জ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য ; সেই প্রকার এখানেও অজ্ঞান দ্বারা ব্যবধানই আত্মার অলাভ ; সুতরাং জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানোপসারণই আত্মার লাভ, অল্পপ্রকার ‘লাভ’ কখনও উপপন্ন হয় না । এই কারণেই আমরা পূর্বে আত্মলাভ বিষয়ে জ্ঞানাত্মিক সাধনের অনর্থক্য প্রতিপাদন করিয়া । অতএব নিঃশঙ্কভাবে জ্ঞান ও লাভশব্দের একার্থত্ব বলিতে বাইয়া জ্ঞানের প্রকরণে লাভবাচক ‘অমুবিদ্যে’ ক্রিয়ার প্রয়োগ করিয়াছেন ; কারণ, ‘বিদ’ ধাতুর প্রকৃত অর্থই লাভ । ৩৮

এখন উক্ত গুণচিন্তার কল এইরূপ কথিত হইতেছে যে, এই আত্মা যেমন

(১) সাধারণতঃ ক্রিয়ার কণ্ড চারি লেখ্যে বিভক্ত । যথা,—(১) উৎপাদ্য (২) বিকার্য, (৩) প্রাপ্য ও (৪) সম্প্রাপ্য । তন্মধ্যে অবিজ্ঞান বস্তুর উৎপাদন করিলে হয় ‘উৎপাদ্য’ ; যেমন ঘট । বিজ্ঞান বস্তুর অস্তিত্ব (বিকার) করিলে হয় ‘বিকার্য’ ; যেমন স্বর্ণ-নির্মিত কুণ্ডল । অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তিতে হয় ‘প্রাপ্য’ ; যেমন গ্রামাদি । আর কোনও বিজ্ঞান বস্তুর দোষণনয়ন বা ওপাধান করিলে তাহা হয় ‘সম্প্রাপ্য’, যেমন স্বর্ণ দ্বারা দর্পণকে পরিষ্কার করা, কিন্তু নিত্য নির্দোষ আত্মার পক্ষে উক্ত চতুর্বিধের একটি ধর্মও সম্ভবপর হয় না ।

নাম ও রূপের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ‘আত্মা’ প্রতিতি নাম ও রূপদ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, এবং প্রাণাদির সমষ্টিভাবে মহিমাও প্রাপ্ত হইয়াছে ; ঠিক তেমনি যে লোক যথোক্ত আত্মতত্ত্ব অবগত হন, তিনিও লোকপ্রতিষ্ঠা এবং অতীষ্ট বস্তুর সহিত সম্বন্ধ লাভ করেন, অথবা যে লোক যথোক্ত আত্মতত্ত্ব জানেন, তিনি মুমুক্শুগণের অত্যন্ত আবশ্যকীয় কীৰ্ত্তি-শব্দবাচ্য যে, একই জ্ঞান, তাহারই ফল-স্বরূপ শ্লোকশব্দবাচ্য মুক্তি লাভ করেন ; ইহাই উক্ত উপাসনার মুখ্য ফল (২) ॥ ৪৪ ॥ ৭ ॥

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিভাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ
সর্বস্বাদন্তরতঃ যদয়মাত্মা ।

স যোহন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ক্রবাণং ক্রয়াৎ প্রিয়ং রোংস্ত-
তীতীশ্বরো হ তথৈব স্মাৎ, আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত, স য
আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে, ন হ্যস্ম প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি ॥ ৪৫ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ :—[সম্প্রতি আত্মন এব উপাস্তমুপপাদয়িতুমাং—“তদেতৎ”
ইত্যাদি ।] তৎ (পূর্বোক্তং) এতৎ (ব্রহ্মবস্ত) পুত্রাৎ প্রেয়ঃ (পুত্রাপেক্ষরূপি
অতিশয়েন প্রিয়ং), বিভাৎ (ধনরত্নাদেঃ) প্রেয়ঃ, অন্যস্মাৎ (প্রিয়ত্বেনাভিমতাং)
সর্বস্বাৎ প্রেয়ঃ । [কিং তৎ ? ইত্যাহ—] যৎ অয়ং (ইদং) অন্তরতঃ (পুত্রাদি-
ভ্যোহপি সন্নিহিততরং বস্ত) আত্মা (আত্মতত্ত্ব) । সঃ যঃ (আত্মজঃ) ঈশ্বরঃ
(সমর্থঃ সন্) আত্মনঃ অন্যং (পুত্রাদিকং) প্রিয়ং ক্রবাণং ক্রয়াৎ (কথয়েৎ)—
[তব] প্রিয়ং (পুত্রাদিকং) রোংস্ততি (নিরোধং প্রাপ্যতি—বিনজ্যতি)
ইতি হ (প্রসিদ্ধো) ; তথা এব স্মাৎ (তত্ত্ব প্রিয়নিরোধো ভবেদেব ইত্যর্থঃ) ।
[অতঃ] আত্মানং এব প্রিয়ং উপাসীত [নাত্মং] । সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) আত্মা-
নম্ এব প্রিয়ম্ উপাস্তে, অস্ম (উপাসকস্ম) প্রিয়ং ন হ (নৈব) প্রমায়ুকং
(মরণশীলং) ভবতি । [যত্বেপি আত্মবিদঃ মরণার্থং প্রিয়মপ্রিয়ং বা কিঞ্চিৎ নাস্তি,
তথাপি অমুবাদমাত্রমিদং কৃতমিতি ভাবঃ] ॥ ৪৫ ॥ ৮ ॥

(২) প্রথমে কীৰ্ত্তি ও শ্লোকশব্দের যে, প্রতিষ্ঠা ও ইষ্ট-সংযোগ অর্থ করা হইয়াছে, তাহা
বিজ্ঞানের ফল হইলেও মুমুক্শুর পক্ষে কখনই আর্থনীর নহে ; মুমুক্শুর একমাত্র আর্থনীর
হইতেছে—মুক্তি ও মুক্তিসাধন একই-জ্ঞান ; তাই ভাস্কর ‘ববা’ বলিয়া বিস্তার ব্যাখ্যায়
মুমুক্শুর অভিন্নত প্রয়োজন নির্দেশ করিয়াছেন ।

মূলানুবাদ :—[অগ্নি বস্তু ভাগ করিয়া আত্মারই উপাসনা করিতে হইবে কেন, তাহার কারণ-প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—] সর্বাপেক্ষা অন্তরতর অর্থাৎ অতি সন্নিহিত যে এই আত্মতত্ত্ব, ইহা পুত্র অপেক্ষা অধিক প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষাও অধিক প্রিয় ; এমন কি, অগ্নি সমস্ত হইতেই অধিক প্রিয় । আত্মতত্ত্বজ্ঞ লোক ঈশ্বর অর্থাৎ অলৌকিক শক্তিবিশেষ লাভ করিয়া থাকেন ; তিনি, অপর যে লোক আত্ম-ভিন্ন পদার্থকে অধিকতর প্রিয় বলে, তাহাকে যদি বলেন যে, ‘তোমার অভিমত প্রিয় বস্তু বিনষ্ট হইবে’, তাহা হইলে ঠিক সেইরূপই হয় । অতএব আত্মাকেই প্রিয়-বুদ্ধিতে উপাসনা করিবে । যে কোন লোক আত্মাকে প্রিয় বলিয়া উপাসনা করেন, তাহার প্রিয় বস্তু কখনই বিনাশপ্রাপ্ত হয় না ॥ ৪৫ ॥ ৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ :—কুতশ্চাত্মতত্ত্বমেব জ্ঞেয়ম্ অনাদৃত্যাত্মং ? ইত্যাহ—তদেতৎ আত্মতত্ত্বং প্রেয়ঃ প্রিয়তরং পুত্রাৎ ; পুত্রো হি লোকে প্রিয়ঃ প্রসিদ্ধঃ, তস্মাদপি প্রিয়তরম্—ইতি নিরতিশয়প্রিয়ত্বং দর্শয়তি । তথা বিভ্রাৎ হিরণ্যরত্নাদেঃ ; তথা অগ্ন্যং যদব্রহ্মোকে প্রিয়ত্বেন প্রসিদ্ধম্, তস্মাৎ সূর্য্যাদিত্যর্থঃ । তং কস্মাদাত্মতত্ত্বমেব প্রিয়তরং, ন প্রাণাদি ?—ইতি ; উচ্যতে—অন্তরতরম্—বাহ্যং পুত্র-বিভ্রাদেঃ, প্রাণপি ওসমুদায়ো হি অন্তরোহত্যন্তরঃ সন্নিবৃষ্ট আত্মনঃ ; তস্মাদপ্যন্তরাৎ অন্তরতরম্, যদব্রহ্মায়া যদেতদাত্মতত্ত্বম্ । যো হি লোকে নিরতিশয়প্রিয়ঃ, স সর্বপ্রযত্নেন লব্ধব্যো ভবতি ; তথা অব্রহ্মায়া সর্বলৌকিকপ্রিয়েভ্যঃ প্রিয়তমঃ ; তস্মাৎ তন্নাভে মহান্ যত্ন আশ্বেয় ইত্যর্থঃ—কর্তব্যতাপ্রাপ্তমপ্যত্মপ্রিয়নাভে যত্ন-মুক্ত্বিত্বা ।

কস্মাৎ পুনঃ আত্মানাত্মপ্রিয়রোরত্তরপ্রিয়হানেন ইতরপ্রিয়োপাদানপ্রাপ্তৌ আত্মপ্রিয়োপাদানেনৈব ইতরহানং ক্রিয়তে, ন বিপর্যয়ঃ—ইতি ? উচ্যতে—স যঃ কচ্চিদন্তম্ অনাত্মবিশেষং পুত্রাদিকং প্রিয়তরমাত্মনঃ সকাশাদব্রহ্মবাণং ব্রহ্মাৎ আত্মপ্রিয়বাদী । কিম্ ? প্রিয়ং তব অভিমতং পুত্রাদিলক্ষণং রোংস্ততি আবরণং প্রাণসংরোধং প্রাপ্ন্যতি বিনজ্জ্যতীতি । স কস্মাদেবং ব্রবীতি ? যস্মাদীশ্বরঃ সমর্থঃ পর্যাপ্তোহসৌ এবং বহুং হ যস্মাৎ ; তস্মাৎ তথৈব জ্ঞাৎ—বস্ত্রেনোক্তং—‘প্রাণসংরোধং প্রাপ্ন্যতি’ । যথাভূতবাদী হি সঃ, তস্মাৎ স ঈশ্বরো বহুং । ঈশ্বরশব্দঃ ক্রিপ্রবাচীতি কেচিৎ ; তবেৎ, যদি প্রসিদ্ধিঃ জ্ঞাৎ । তস্মাদ্ভবিত্বাৎ

प्रियम्, आश्वानमेव प्रियमुपासीत । स य आश्वानमेव प्रियमुपास्ते—आश्वेन
प्रियो नाश्वोऽस्तीति प्रतिपद्यते—अश्वलौकिकं प्रियमप्याप्रियमेवेति निश्चिता,
उपास्ते चिन्तयति ; न हाश्व एवविदः प्रियं प्रमायुक्तं प्रमरणीयं भवति ।
नित्याश्ववादमात्रमेतत्, आश्वविदोऽश्वश्च प्रियश्चाप्रियश्च चात्वात् ; आश्वप्रिय-
ग्रहणस्तत्पर्यं वा, प्रियगुण-फलविधानार्थं वा मन्दाश्वदर्शिनः, ताच्छीघ्राप्रत्यारो-
पादानां ॥ ४६ ॥ ८ ॥

टीका । आश्वानः पदनीयश्चे तश्वेवाज्जात इत्येवो हेतुरङ्गः, अधुना तत्रैव हेतुस्तरहे-
नोत्तरवाक्यमवतारयति—कृतं चेति । अश्वदनाश्वेति यावत् । विरक्तश्च पुत्रे औत्तवात्
कथमाश्वनस्तथा प्रियतरहप्रियाशक्ताह—पुत्रो हीति । प्रियतरमाश्वतश्चमिति शेषः । लोक-
दृष्टिमेवावष्टाह—तथेति । विरक्तपदेन माश्वविदोऽश्वं विरक्तमपि गृह्यते । विशेषाणा-
मानश्यां प्रत्येकं प्रदर्शनमशक्यमिति शयनेनाह—तथाऽश्वमिति । पुत्रादौ औत्तवात्तिचारं
प्राणादौ तदवतिष्ठारोपाश्वनो न प्रियतरमिति शक्यते—तत् कश्चादिति । पदान्तरमादाय
वाक्यं परिहरति—उच्यते इत्यादिना । अश्वतरमेव प्रियतरमश्वपदेन हेतुराश्वम्,
इत्यादिप्रतीतिः विशेषाणां व्यापदिशति—यदयमिति । आश्वने निरतिशयप्रेमाश्वपदेनेति कृतस्तुष्टेव
पदनीयमिति शक्यं वाक्यार्थमाह—यो हीत्यादिना । पुत्रादिलाभे दारादीनां कर्तव्यात्वेन
प्राप्तप्रयत्नविरोधादाश्वलाभे प्रयत्नः शक्यो न भवतीत्याशङ्काह—कर्तव्यमिति ।

आश्वने निरतिशयप्रेमाश्वपदेनेति युक्तिः पृच्छति—कश्चादिति । आश्वप्रियशोपादान-
मनुसन्धानम्, इतरश्वानाश्वप्रियश्च हानमनुसन्धानम् । विपर्ययाहान्यानि पुत्रादावतिनिवेशनाश्व-
प्रियश्वाननुसन्धानमिति विभागः । युक्तिलेशः दशरिक्तमश्वरवाक्यमवतारयति—उच्यते इति ।
यः कश्चिदाश्वप्रियवादी, स तन्मादश्वं प्रियं कृत्वा प्रतिक्रियामिति सत्यं । वक्तव्यं प्रमपूरकं
प्रकटयति—किमित्यादिना । आश्वप्रियवादित्वेन वदतापि पुत्रादिनाश्वतत्वाकार्थं नियतो
न निधातीत्याशङ्का परिहरति—स कश्चादित्यादिना । हणकोऽवधारणार्थः समर्थपदादुपरि
सम्पद्यते । तन्मादेव वतीति शेषः । उक्तं सामर्थ्यमनु कलितमाह—यश्चादिति । अश्व-
प्रियवादिना यथोक्तं सामर्थ्यमेव कथं लक्ष्यमिति शङ्काह—यथेति । अतोऽश्ववार्तमित्याश्वनो
विनाशित्वानिनिशक्तं दुःशास्त्रकत्वात्तदप्रियश्च ब्राह्मिनाऽश्वान् सन्निपरीताश्वान् औत्तव्येन,
अनाश्वमुपाति तावः । पक्षास्तरमनु दृक्प्रयोगाभावेन दूयति—दूयशक्य इति ।
अनाश्वमुपाति औत्तव्येन कलितमाह—तन्मादिति । उपरिहतमनु तत्फलं कथयति—
स य इति । अनुवादोक्तो ह-शक्यः । प्रियमाश्वं, तस्यापि लौकिकमश्ववशाः
श्वत्वादित्याशङ्किते तन्निवासार्थमनुवादमात्रमत्र विवक्षितमित्याह—नित्येति । फलप्रतेर्गत्यन्तर-
माह—आश्वप्रियेति । महतीदमाश्वप्रियग्रहणं, यत् तन्निष्ठं प्रियं न प्रययति ; तन्मादनुसन्धानं
कर्तव्यमिति स्वरार्थः फलकीर्तनमित्यर्थः । पक्षास्तरमाह—प्रियगुणेति । यो मन्दाः सन्नाश्वदर्शी,
तस्य प्रियगुणविनिष्ठाऽप्यप्यस्ये प्रियं प्राणादि नश्वतीति फलं विधातुं फलवचनमित्यर्थः ।
मन्दाश्वानां प्रियमुपासीत प्रियं प्राणादि विद्यानामर्थान् नश्वति, तथा च मन्दाविशेषणं मन्दा-

মিত্যাপদ্যাহ—তাচ্ছীলোতি । তাচ্ছীলোহর্থে বিহিত্ত্বোকঙ্-প্রত্যয়ন্ত প্রত্যোপাদানাৎ
বতাবহানাবোগাদ প্রমরণশীলত্বাভ্যেৎপি প্রাণাদেহাতাত্ত্বিকমপ্রমরণমবিবক্ষিতমিত্যর্থঃ ॥৪৫৮॥

ভাষ্যানুবাদ ।—অন্ত সমস্ত বিষয় উপেক্ষা করিয়া কি কারণে যে, কেবল আত্মতত্ত্বেরই চিন্তা করিতে হইবে, তাহার হেতু নির্দেশ করিতেছেন— সেই এই আত্মতত্ত্ব পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়; অর্থাৎ সমধিক প্রিয় ; জগতে সাধারণতঃ পুত্রই সর্ক্যাপেক্ষা প্রিয় হইয়া থাকে, তদপেক্ষাও প্রিয়তর বলায় আত্মতত্ত্বের সর্ক্য-ধিক প্রিয়ত্ব সূচনা করা হইল । সেই প্রকার, বিত্ত—সুবর্ণ-রত্নাদি অপেক্ষাও এবং আরও যে সমস্ত বস্তু জগতে প্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সে সমস্ত অপেক্ষাও [অধিক প্রিয়] । ভাল কথা, সেই আত্মতত্ত্বই বা সর্ক্যাপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় কেন, আর প্রাণাদি বস্তুই বা প্রিয় না হয় কেন ? হাঁ, বলিতেছি—সাধারণতঃ পুত্র ও বিত্ত প্রভৃতি বাহ্য পদার্থ অপেক্ষা প্রাণসমষ্টিই অন্তর—অভ্যন্তর অর্থাৎ আত্মার খুব ঘনিষ্ঠ ; সেই অন্তর বা সন্নিহিত প্রাণ অপেক্ষাও ইহা অন্তরতর অর্থাৎ আরও সন্নিহিত,—যাহা এই সেই আত্মা, অর্থাৎ সেই আত্মতত্ত্ব । জগতে যাহা সর্ক্যাপেক্ষা অধিকতর প্রিয়, সর্ক্যতোমুণী চেষ্টায় তাহাকেই লাভ করিতে হয় ; এই আত্মাও লোকপ্রসিদ্ধ সমস্ত প্রিয়বস্তু অপেক্ষা প্রিয়তম ; অতএব অন্ত প্রিয়-প্রাপ্তির জন্য যত্ন করা আবশ্যিক হইলেও, তাহা ত্যাগ করিয়া এই আত্মলাভের জন্যই বিশেষ চেষ্টা করা উচিত ।

এখানে আশঙ্কা হইতেছে যে, আত্মা ও অনাত্মা, উভয়ই প্রিয় ; তন্মধ্যে একটি প্রিয়কে পরিত্যাগ করিয়া অপর প্রিয় বস্তুটিকে গ্রহণ করিতে হইবে ; এমনত অবস্থায়, কি কারণে আত্মারূপ প্রিয় বস্তুটি গ্রহণ করিয়া, অপর—অনাত্ম-বস্তুগুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে ? ইহার বৈপরীত্যই বা হয় না কেন ? ইহার উত্তরে বলা বাইতেছে—যে ব্যক্তি অন্তকে—পুত্র প্রভৃতি অপর কোনও অনাত্মপদার্থকে আত্মা অপেক্ষাও সমধিক প্রিয় বলিয়া উল্লেখ করে, তাহাকে—সেই যে-কোনও আত্ম-প্রিয়বাদী (যে লোক আত্মাকেই সর্ক্যধিক প্রিয় বলিয়া থাকেন, তিনি) যদি বলেন—কি ? না, প্রিয় বস্তু অর্থাৎ তোমার অভিমত পুত্রাদিরূপ প্রিয় বস্তু রুদ্ধ হইবে—আবরণ—প্রাণ-নিরোধ প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ বিনষ্ট হইবে । ভাল, তিনি ঐরূপ কথাই বা বলিবেন কেন ? [উত্তর—] যেহেতু, তিনি ঈশ্বর অর্থাৎ ঐরূপ কথা বলিতে সম্পূর্ণ সমর্থ ; সেই হেতুই তাহা সেইরূপই হইবে, অর্থাৎ তিনি যে প্রাণ নিরোধের কথা বলিয়াছেন, [তাহা ঠিক সেইরূপই হইবে] । কেননা, তিনি হইতেছেন স্বার্থবাদী (সত্যবাদী) ; সেই জন্যই তিনি ঐরূপ বলিতে সমর্থ ।

কেহ কেহ বলেন—‘ঈশ্বর’ শব্দটি কিপ্রত্যাবোধক । যদি প্রসিদ্ধি থাকে, অর্থাৎ ঐরূপ অর্থ যদি অপ্রসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে ঐরূপ অর্থও হইতে পারে । অতএব অপর প্রিয় বস্তু পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র প্রিয় আত্মারই উপাসনা করিবে । সেই যে লোক একমাত্র প্রিয় বস্তু আত্মারই উপাসনা করে,—আত্মাই একমাত্র প্রিয়, তত্ত্বিন্ন কিছুই প্রিয় নাই, এইরূপ বুঝিতে পারে, অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধ প্রিয়-বস্তুকেও অপ্রিয় বলিয়াই অবধারণ করিয়া [আত্মার] উপাসনা (চিন্তা) করে ; নিশ্চয়ই তাদৃশ বিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির প্রিয় বস্তু মরণশীল হয় না অর্থাৎ বিনষ্ট হয় না । এ কথাটা নিত্যাত্মবাদ মাত্র অর্থাৎ স্বতই বাহ্য বস্তুটি থাকে, তাহারই উল্লেখ মাত্র, [কিন্তু ইহা প্রকৃত বিজ্ঞা-ফল নহে] । কেন না, আত্মদর্শীর সম্বন্ধে তত্ত্বিন্ন প্রিয় বা অপ্রিয় আর কিছুই সম্ভবপর হয় না । অথবা আত্মাক্রম প্রিয়-চিন্তার প্রশংসার্থও এই কথা হইতে পারে ; অথবা [প্রমাণক শব্দে] তাচ্ছীল্য-প্রত্যয়ের প্রয়োগ থাকায় এরূপও বলা যাইতে পারে যে, বাহ্যের যথার্থ আত্ম-জ্ঞানবিহীন মন্দাত্মদর্শী, তাহাদের সম্বন্ধে প্রিয়গুণচিন্তার ফল-প্রকাশনার্থই ঐ প্রকার ফলোন্মেষ্ট করা হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥ ৮ ॥

তদাহ্ব্যব্রহ্মবিদ্যা সর্বং ভবিষ্যন্তে মনুষ্যা মন্যন্তে । কিমু
তদ্ ব্রহ্মাবেদ যস্মাত্তৎ সর্বমভবদিতি ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ :—[ব্রহ্মজিজ্ঞাসকঃ] তৎ (ব্রহ্মমাণঃ তৎ) আহঃ (কথয়ন্তি)
—[কিমু ?] মনুষ্যাঃ যঃ ব্রহ্মবিদ্যায়া (যয়া ব্রহ্মবিদ্যায়া) সর্বং ভবিষ্যন্তে : (যয়া
ব্রহ্মবিদ্যায়া যয়ং সর্বাভ্যুভাবং গমিষ্যামঃ ইতি) মন্যন্তে ; [অত্র অবিশেষেণ প্রবৃত্ত-
মপি শাস্ত্রং প্রাধান্যতঃ মনুষ্যানেবাধিকরোতি, তেবামেব ভূয়সা নিঃশ্রেয়সাভ্যুদয়-
সাধনেহধিকারঃ, ইতি সম্ভব্যম্] । [অত্র পৃচ্ছামঃ—] তৎ ব্রহ্ম কিমু (কিং
বস্তু) অবৎ (জ্ঞাতবৎ), যস্মাৎ (বিজ্ঞানাৎ) তৎ (ব্রহ্ম) সর্বং (সর্বাভ্যুভাবং)
অভবৎ ? ইতি ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ :—ব্রহ্মজিজ্ঞাসুগণ বলিয়া থাকেন—মনুষ্যাগণ যে
ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সর্বাভ্যুভাব হইব বলিয়া মনে করে ; [জিজ্ঞাসা করি,] সেই
ব্রহ্মই বা কি বিষয় জানিয়াছিলেন ? বাহ্যের প্রভাবে তিনি সর্বাভ্যুভাব
লাভ করিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

শাস্ত্রানুবাদ্যম্ :—স্বত্রিতা ব্রহ্মবিদ্যা—“আত্মতোষোপাসীত” ইতি,
বদধোপনিষৎ কৃত্যপি ; তত্রৈতত্ত্ব সূত্রম্ ব্যাচিখ্যাস্তঃ প্রয়োজনান্ধিৎসয়া

উপোজ্জিৎস্বাসতি—তদিতি বক্ষ্যমাণমনস্তরবাক্যেহবক্তোক্তাং বস্তু,—আহঃ—
ব্রাহ্মণাঃ ব্রহ্ম বিবিদিষবঃ জন্মজরামরণপ্রবন্ধচক্র-ভ্রমণকৃত্যাসাভুঃখোদকাপার-মহো-
দধিগ্নবভূতং গুরুমাসাত্ত তত্তীরমুক্তিতির্যবো ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মসাধন-তৎকললক্ষণাং সাধ্য-
সাধনরূপাং নির্কিঁষ্টাঃ তদ্বিলক্ষণ-নিতানিরতিগয়শ্রেণঃপ্রতিপিংসবঃ । কিমাহরি-
তাহ—যদ্ ব্রহ্মবিদ্যায়া ; ব্রহ্ম পরমাত্মা, তং যয়া বেদ্যতে, সা ব্রহ্মবিদ্যা, তয়া ব্রহ্ম-
বিদ্যায়া, সৰ্ব্বং নিরবশেষং ভবিষ্যন্তঃ ভবিষ্যাম ইত্যেবং মনুষ্যা যং মনুষ্যে ; মনুষ্য-
গ্রহণং বিশেষতোহধিকারজ্ঞাপনর্থম্ ; মনুষ্যা এব হি বিশেষতোহভ্যাস-নিঃশ্রেয়স-
সাধনেহধিকৃতা ইত্যভিপ্রায়ঃ । যথা কৰ্ম্মবিষয়ে ফলপ্রাপ্তিং ক্রবাং কৰ্ম্মভ্যো মনুষ্যে,
তথা ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ সৰ্ব্বাত্ম্যভাব-ফলপ্রাপ্তিং ক্রবামেব মনুষ্যে, বেদপ্রামাণ্যস্তোভয়ত্রা-
বিশেষাৎ ।

তত্র বিপ্রতিবিক্ং বস্তু লক্ষ্যতে ; অতঃ পচ্ছামঃ—কিমু তৎব্রহ্ম,—বস্তু
বিজ্ঞানাং সৰ্ব্বং ভবিষ্যন্তো মনুষ্যা মনুষ্যে ? তং কিমবেদ, যন্মাদ্বিজ্ঞানাং তং ব্রহ্ম
সৰ্ব্বমভবং ? ব্রহ্ম চ সৰ্ব্বমিতি শ্রয়তে, তদ্ যদি অবিজ্ঞায় কিঞ্চিৎ সৰ্ব্বমভবং,
তথাত্তোষামপ্যন্ত, কিং ব্রহ্মবিদ্যায়া ? অথ বিজ্ঞায় সৰ্ব্বমভবং, বিজ্ঞানসাধাত্মাং
কৰ্ম্মফলেন তুল্যমেবেতানিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ সৰ্ব্বভাবন্ত ব্রহ্মবিদ্যাকলন্ত ; অনবস্থা-
দোষশ্চ—তদপাত্তদ্বিজ্ঞায় সৰ্ব্বমভবং, ততঃ পূৰ্ব্বমপাত্তদ্বিজ্ঞায়েতি । ন তাৎদ-
বিজ্ঞায় সৰ্ব্বমভবং, শাস্ত্রার্থ-বৈরূপাদোষাৎ । ফলানিত্যত্বদোষস্তই । নৈকোহপি
দোষঃ, অর্থবিশেষোপপত্তেঃ ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

টীকা । তদ্বাহরিতাদেৰ্গতেন গ্রন্থেন সম্যকং বক্তুং বৃত্তং কাৰ্ত্তয়তি—হুত্রিতেতি । তস্তাং
প্রমাণমাহ—যদর্থৈতি । তর্হি হুত্রবাধ্যানেনৈব নরকোপনিষদর্থসিদ্ধেঃ তদ্বাহরিতাদি বৃথ-
তাশঙ্কাহ—তস্তেতি । বিদ্যাহুত্রং বাগাহুর্মিচ্ছতী শ্রুতিঃ হুত্রিতবিদ্যাবিক্ষিতপ্রয়ো-
জনাভিধানায়োপোদ্ঘাতঃ চিকীর্ষতি । প্রতিপাদ্যমর্থং বুদ্ধৌ সংগৃহ্য তাদর্থো ার্থাত্তয়োপবর্জনন্ত
তদ্বাহং “চিন্তাং একুতসিদ্ধার্থানুপোদ্ঘাতং প্রচক্রে” ইতি স্মারাদিত্যর্থঃ । যদ্বব্রহ্মবিদ্য-
য়েতাদিবাক্যপ্রকাণ্ডং চোদ্যঃ তচ্ছকেনোচ্যতে, প্রকৃতসম্যকাসম্ভবাদিত্যাহ—তদিতীতি ।
ব্রাহ্মণমাত্রন্ত চোদ্যকর্ত্ত্বং বাবর্ত্তয়তি—ব্রহ্মেতি । উৎপ্রেক্ষয়া ব্রহ্মবেদনেচ্ছাবৎ বাবর্ত্তয়িতু-
তদেব বিশেষণং বিভজ্যতে—জ্ঞেয়ং । জন্ম চ জরা চ মরণং চ তেষাং প্রবন্ধে প্রবাহে চক্রবদন-
বরতঃ ভ্রমণেন কৃতং যদীয়ানাস্তকং দুঃখং, তদেবোদকং যন্নিরপারে সংসারাপো মহোদধৌ, তত্র
প্রবভূতং তরণসাধনমিতি যাবৎ । তত্তীরং তন্ত সংসারসমুদ্রন্ত তীরং পরং ব্রহ্মেত্যর্থঃ । তেষাং
বিবিদিষায়াঃ সাধ্যার্থঃ তৎপ্রতীকৈক সংসারে বৈরাগ্যং দর্শয়তি—যদ্ব্যেতি নির্কেদন্ত নিরবশুৎস-
বারয়তি—তদ্বিলক্ষণেতি । উত্তরবাক্যমবতর্গা বাচ্যে—কিমিত্যাদিনা । “অথ পরা যয়া
তদকরমধিগম্যতে” ইতি শ্রুত্যস্তরমাপ্রিত্যাহ—তদ্ব্যয়েতি । মনুষ্যা যন্মনুষ্যে, তত্র বিলক্ষ্যং বস্তু

ভাৱীতি শেষঃ । মনুষ্যগ্রহণন্তু কৃতামাহ—মনুষ্যেতি । নহু দেবাদীনামপি বিজ্ঞাধিকারে দেবতাদিকরণজ্ঞায়েন বক্ষ্যতে, তৎ কুতো মনুষ্যাণামেবাধিকারজ্ঞাপনমিত্যত আহ—মনুষ্য ইতি । বিশেষতঃ সৰ্ব্বাবিসম্বাদেনেতি যাবৎ । তথাপি কিমিতি তে জ্ঞানানুত্তিং সিদ্ধবদ্রবস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—যথেনিতি । উভয়ত্র কৰ্ম্মব্রহ্মণোরিতি যাবৎ ।

উত্তরবাক্যানুপাদন্তে—তথ্যেতি । মনুষ্যাণাং মতং তচ্ছদার্থঃ । বস্তুশব্দেন জ্ঞানাৎ ফলমুচ্যতে । আক্ষেপগৰ্ভস্ত চোদন্ত প্রবৃত্তৌ বিরোধপ্রতিভাসে হেতুরিত্যতঃশব্দার্থঃ । তদব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন-মপরিচ্ছিন্নং বেতি কুতো ব্রহ্মণি চোদ্যতে, তদ্রাহ—মন্ত্যেতি । প্রমত্ত্বং কৰোতি—তৎ কিমিতি । ব্রহ্ম স্বাভাবিকমজ্ঞানদতিরিক্তং বেতি প্রমত্ত্বং প্রসঙ্গঃ দর্শয়তি—যস্মাদিতি । সৰ্ব্বস্ত ব্যতিরিক্তবিষয়ে জ্ঞানং প্রসিদ্ধং, তৎ কিং বিচারেণেতাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্ম চেতি । “সৰ্বং পবিত্রং ব্রহ্ম” ইত্যাদৌ ব্রহ্মণঃ সৰ্ব্বাস্থগ্রহণাদতিরিক্তবিষয়াভাবাদজ্ঞানেনেবাবৈদিত্যি পক্ষস্ত সাবকাশভেদত্যাৰ্থঃ । কিংপক্ষস্ত প্রমাণমুক্ত্যক্ষেপার্থমাহ—তদন্বদীতি । ব্রহ্ম হি কিঞ্চিদজ্ঞাহ সৰ্ব্বম্ভবং জ্ঞাহ বা ? নাত্মো ব্রহ্মবিদ্যানর্থক্যাদিত্যুক্তং । দ্বিতীয়মনুসংগতি—অথেনিতি । পরূপনগ্নত্বা জ্ঞাহ ব্রহ্মণঃ সৰ্ব্বা-পত্তিরিতি বিকল্পোভয়ত্র সাধারণঃ দূষণমাহ—বিজ্ঞানেতি । দ্বিতীয়ে দোষান্তরমাহ—অনবস্থেতি । বহিরেবাক্ষেপং পরিহরতি—ন ত্রাবদীতি । অজ্ঞাহৈব ব্রহ্মণঃ সৰ্ব্বভাবঃ, অস্মদাদেস্ত জ্ঞানাদিতি শাস্ত্রার্থে বৈরূপ্যম্ । ন চাস্মদাদেৰপি বদন্ত্যেণ তদ্রূপঃ, শাস্ত্রানর্থক্যং । জ্ঞানাদব্রহ্মণঃ সৰ্ব্বভাবপক্ষে সোক্তং দোষমাক্ষেপ্তা স্মারয়তি—ফলেতি । স্বতোহপরিচ্ছিন্নং ব্রহ্ম অবিজ্ঞাতংকাম্যাসম্বন্ধাৎ পরিচ্ছিন্নবদ্ব্যতি, তন্নিবৃত্তৌপাধিকং সৰ্ব্বভাবস্ত সাধ্যত্বং ; ন চানবস্থা, জ্ঞেয়াত্তরানঙ্গীকারাৎ, নাপি কিম্ভাবিরোধো বিষয়ত্বমন্তরেণ বাকীয়বৃত্তিবৃত্তৌ ক্ষুরণাদিতি পরি-হরতি—নৈকোহপীতি । এতেন বিজ্ঞাবৈষয়্যমপি পরিহৃতমিতিাহ—অর্থেনিতি । যদ্যপি ব্রহ্ম-পরিচ্ছিন্নং নিত্যসিদ্ধং, তথাপি তত্রাবিজ্ঞাতংকাম্যাসংস্করণার্থশেষমন্ত জ্ঞানাহুপপত্তেন তদ্বৈষয়্যমিত্যাৰ্থঃ ॥ ৪৬ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—যে ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রতিপাদনের জন্য সমস্ত উপনিষৎশাস্ত্রের আরম্ভ, “আত্মৈত্যেব উপাসীত” ইত্যাদি বাক্যে সেই ব্রহ্মবিদ্যাই সূত্রাকারে (সংক্ষেপ) উল্লেখিত হইয়াছে যাত্র ; এখন ক্রটি সেই সংক্ষিপ্ত কথাটির ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমতঃ প্রয়োজন নির্দেশমানসে উপোদঘাত (সম্বন্ধ) (১) প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন—

(১) তাৎপৰ্য্য—কোন একটি কথা বলিতে হইলেই তাহার সহিত পূর্বকথায় সম্বন্ধ থাকা আবশ্যিক ; নচেৎ অসম্বন্ধ বাক্য প্রলাপোক্তির স্থায় উপেক্ষণীয় হয় । ঐরূপ সম্বন্ধ ছয় ভাগে বিভক্ত ; তন্মধ্যে একটির নাম ‘উপোদঘাত’ : অর্থাৎ প্রস্তাবিত বিষয়ের সমর্থনানুকূল চিন্তা ‘চিন্তাং প্রকৃতসিদ্ধার্থান ‘উপোদঘাতঃ বিছবুধাঃ’ অর্থাৎ প্রস্তাবিত বিষয়সিদ্ধির অনুকূল চিন্তাকে পুষ্টিতপণ ‘উপোদঘাত’ বলেন । ইতঃপূর্বে আত্মোপাসনার যে সংক্ষেপে উপদেশ করা হইয়াছে, এখন সেই কথারই অনুকূলে—কেন অপরাপর সৰ্ব্ববস্তুর পরিত্যাগ করিয়া

ঋতির 'তৎ' পদে অব্যবহিত পরবাক্যে যাহার স্মৃচনা করা হইবে, সেই বস্তু বুঝিতে হইবে। যাহারা ব্রাহ্মণ—ব্রহ্ম বস্তু জানিতে ইচ্ছুক এবং জন্ম, জরা ও মরণ-প্রবাহরূপ চক্রে ভ্রমণজনিত দুঃখময় জলে পরিপূর্ণ অপার সংসারসাগর পারের ভেলাস্বরূপ গুরু লাভ করিয়া সেই সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী, সাধ্য-সাধনাত্মক (কার্য্য-কারণভাবাপন্ন) ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাধন ও তাহার ফল হইতে বিরক্ত এবং তদ্বিলক্ষণ—নিত্য নিরতিশয় শ্রেয়োলাভে অভিলাষী, তাহারা এই কথা বলিয়া থাকেন। কি বলিয়া থাকেন, তাহা বলিতেছেন—যে ব্রহ্মবিজ্ঞা দ্বারা, —ব্রহ্ম অর্থ—পরমাত্মা, বিজ্ঞার সাহায্যে তাঁহাকে জানা যায়, তাহার নাম ব্রহ্ম-বিজ্ঞা। সেই ব্রহ্ম-বিজ্ঞা দ্বারা সমস্ত অর্থাৎ যেরূপ হইলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, ঠিক সেইরূপ সর্কীয়্যভাব প্রাপ্ত হইব বলিয়া মনুষ্যগণ মনে করে; যেমন কর্ম্ম হইতে কর্ম্মফলপ্রাপ্তি ধ্রুব বলিয়া মনে করে, তেমনি ব্রহ্মবিজ্ঞা হইতেও সর্কীয়্য-ভাব-প্রাপ্তিরূপ ফলকে অবশ্যস্বাভাবী বলিয়াই মনে করিয়া থাকে; কারণ, বেদ-প্রামাণ্যের সম্ভাব উভয়ত্রই সমান, অর্থাৎ কর্ম্মফল-সম্বন্ধেও বেদই প্রমাণ, এবং ব্রহ্মবিজ্ঞার ফল সম্বন্ধেও বেদই প্রমাণ; সুতরাং উভয় ফলই এক প্রমাণ-গম্য বলিয়া উভয়েতেই তুল্য বিশ্বাস হওয়া উচিত। মনুষ্যেরই বিশেষভাবে অধিকার জ্ঞাপনের জন্ত, এখানে কেবল মনুষ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে; অভিপ্রায় এই যে, স্বর্গাদি অভ্যুদয় এবং মুক্তিরূপ নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির উপায়সাধনে মনুষ্যগণেরই বিশেষ-ভাবে অধিকার, [অশ্বেষ সেরূপ অধিকার নাই]।

এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধভাব লক্ষিত হইতেছে; এইজন্য আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যাহার বিজ্ঞানে মনুষ্যগণ সর্কীয়্যক হইব বলিয়া মনে করিয়া থাকে, সেই ব্রহ্ম নিজে কি বিষয় জানিয়াছিলেন,—যাহা জানিয়া তিনি সর্কীয়্যক হইয়াছেন? ঋতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম সর্ব্বময়; তিনি যদি অপর কোনও বস্তু না জানিয়াই সর্কীয়্যক হইয়া থাকেন, তবে অপরের সম্বন্ধেও সেইরূপই হউক, ব্রহ্মবিজ্ঞার প্রয়োজন কি? আর তিনিও যদি কিছু জানিবার পরই সর্কীয়্যক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, ব্রহ্মবিজ্ঞানের ফলস্বরূপ সর্কীয়্যভাব যখন বিজ্ঞান-সাধ্য অর্থাৎ জ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন, তখন তাহাও কর্ম্মফলেরই তুল্য; সুতরাং তাহাও অনিত্য হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ অনবস্থা দোষও হয়,—কেন না, সেই সর্কীয়্যক ব্রহ্ম যেরূপ অজ্ঞ বস্তু অবগত হইয়া সর্কীয়্যক হইয়াছেন, তৎ-একমাত্র আত্মার উপাসনা করিতে হইবে, তাহার কারণনির্দেশার্থ এই দশম ঋতির অবতারণা করা হইতেছে।

পূর্ববর্তী ব্রহ্মও আবার সেইরূপই অল্প কিছু জানিয়া—[সর্কীয়ক হইয়াছিলেন ; এইরূপে অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে]। আর তিনি যে, কিছু না জানিয়াই সর্কীয়ক হইয়াছিলেন, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য দুইপ্রকার করণা করিতে হয় অর্থাৎ কেবল আমাদের সর্কীয়ভাবেই অল্প বিজ্ঞান আবশ্যক হয়, কিন্তু ব্রহ্মের পক্ষে তাহা হয় না ; এই প্রকারে একই শাস্ত্রের দুইপ্রকার অর্থ করণা করিতে হয় । | আর যদি তিনি কিছু জানিয়াই সর্কীয়ক হইয়া থাকেন], তাহা হইলেও বিজ্ঞানল সর্কীয়ভাবেই অনিত্য হইতে পারে । [তদন্তরে বলিতেছেন যে,] না—এখানে ইহার একটি দোষও হয় না । কারণ, অর্থভেদে ইহার উপপত্তি বা সমাধান হইতে পারে । অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম যদিও নিতা এবং অপরিচ্ছিন্ন, তথাপি অবিজ্ঞান প্রভাবে তাঁহাতে অনিত্য ও পরিচ্ছন্নতাদি দোষ আরোপিত হয়, সেই অবিজ্ঞা ও তৎকার্য্যের ধ্বংসসাধনরূপ যে প্রয়োজন, তাহা সেখানেও অব্যাহতই রহিয়াছে, কাজেই বিদ্যার নিষ্ফলত্ব বা অনিত্যফলত্ব দোষ সম্ভাবিত হয় না ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীত্তদাত্মানমেবাবেৎ । অহং ব্রহ্মাস্মীতি ।
তস্মান্নতং সর্কীয়ভবৎ, তদ্বো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত, স এব
তদভবৎ, তথযৌগাং তথা মনুষ্যাণাং, তন্মৈতং পশ্যন্তৃষির্বীমদেবঃ
প্রতিপেদেহং মনুরভবৎসূর্য্যশ্চেতি ।

তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি, স ইদং সর্কীয়
ভবতি, তন্ত হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে । আত্মা হেযাং
স ভবতি, অথ যোহিত্যাং দেবতানুপাস্তেহিত্যোসাবিত্যোহহমস্মীতি,
ন স বেদ ; যথা পশুরেবং স দেবানাম্ । যথা হ বৈ বহবঃ
পশবো মনুষ্যাং ভুজ্যুরেবমৈকৈকঃ পুরুষো দেবান্ ভুনক্ত্যে-
কস্মিন্নেব পশাবাদীয়মানেহপ্রিয়ং ভবতি কিম্ বহুবু, তস্মাদেযাং
তন্ন প্রিয়ং, যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যাঃ ॥ ৪৬ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ :—প্রাপ্তকৃত প্রকৃত প্রতিবচনমুচ্যতে “ব্রহ্ম বা” ইत्याদিना ।।
অগ্রে (সৃষ্টেঃ প্রাক্) ইদং (জগৎ) ব্রহ্ম বৈ (এব) আসীৎ ; তৎ (ব্রহ্ম) আত্মানং
(স্বম্বেব রূপং) জ্ঞবেৎ (বিজ্ঞাতবৎ),—অহং ব্রহ্ম (বৃহত্তমং—সর্কীয়ব্যাপি) অস্মি
(ভবামি) ইতি ; তস্মাৎ (আত্মবিজ্ঞানাৎ) তৎ (ব্রহ্ম) সর্কীয় (সর্কীয়কম্) অভবৎ ;

[কিং বহনা,] দেবানাং মধ্যে যঃ যঃ তং (ব্রহ্ম) প্রত্যবুধ্যত (জ্ঞাতবান্, আত্মবিজ্ঞানং লব্ধবান্), সঃ এব তং (ব্রহ্ম) অভবৎ ; তথা ঋষীণাম্, তথা মনুষ্যাণাং [মধ্যেহপি যঃ যঃ প্রত্যবুধ্যত, স এব তদভবৎ, ইতি সম্বন্ধঃ] । ঋষিঃ বামদেবঃ হ (ঐতিহ্যে) তং এতং (ব্রহ্ম) পশুন্ (অনুভবন্) প্রতিপেদে (প্রতিপন্নঃ বভূব)—অহং মনুঃ সূর্য্যঃ চ (অপি) অভবন্ ইতি । এতর্হি (ইদানীং) অপি যঃ (জনঃ) এবং (যথোক্তেন প্রকারেণ) তং (প্রাপ্তকৃত্বং) ইদং অহং ব্রহ্ম অস্মি ইতি বেদ (বিজানাতি), সঃ (সোহপি) ইদং (দৃশ্তমানং) সর্ব্বং (সর্ব্বাত্মকং) ভবতি । দেবাঃ চ (অপি) তস্য (সর্ব্বভাবাপন্নস্ত) অভূতো (অকল্যাণায়) ন হ (নৈব) ঈশতে (সমর্থ্য ভবন্তি) ; [কৃতঃ ?] হি (যস্মাৎ) সঃ (বিদ্বান্) এযাং (দেবানাং) আত্মা (অভিন্নরূপঃ) ভবতি ।

অথ (পক্ষান্তরে) যঃ (জনঃ) অসৌ (উপাস্তঃ দেবঃ) অন্তঃ (মন্তঃ পৃথক্), অহং (উপাসকঃ) অন্তঃ (উপাস্তাং পৃথক্) অস্মি (ভবামি),—ইতি (এবং) অন্তাং (আত্মভিন্নাং) দেবতাম্ উপাস্তে ; সঃ (উপাসকঃ) ন বেদ (ব্রহ্ম ন জানাতি) ; [অতএব মনুষ্যাণাং] যথা পশুঃ (গবাদিঃ—ভোগ্যঃ), সঃ (অব্রহ্মবিৎ) [অপি], দেবানাং এবং (তথা ভোগ্যঃ), [অবিদ্বান্ পুরুষোহপি পশুবং দেবানাং ভোগ্যো ভবতীতি ভাবঃ] । যথা (যদ্বৎ) বহবঃ পশবঃ (গো-মেবাদয়ঃ) মনুষ্যঃ ভূত্যাঃ (উপভোগং কুরুন্তি), এবং (তদ্বৎ) একৈকঃ পুরুষঃ (মনুষ্যঃ) দেবান্ ভুনক্তি (তেষাং ভোগং নিষ্পাদয়তি) । একস্মিন্ পশৌ আদীয়মানে (অপহ্রিয়মাণে সতি) অপ্রিয়ং (দুঃখং) ভবতি, কিম্ বহবুঃ ? (বহব্ আদীয়মানেষু সংস্রুত অপ্রিয়ং ভবতীতি কিম্ বাচ্যম্ ?) তস্মাৎ (হেতোঃ) এযাং (দেবানাং) তং ন প্রিয়ম্, [কিং ?] যৎ মনুষ্যাঃ এতং (সর্ব্বং ব্রহ্ম) বিদ্যাঃ (বিজানীযুঃ) ইতি ॥ ৪৭ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ :—যষ্টির পূর্বে এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ ছিল; তিনি, ‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’ এইরূপে আত্মাকেই জানিয়াছিলেন; সেই কারণেই তিনি সর্ব্বাত্মক হইয়াছিলেন। দেবতাগণ, ঋষিগণ ও মনুষ্যগণের মধ্যে যে যে ব্যক্তি তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) বুঝিয়াছিলেন, তিনিই সেই ব্রহ্ম হইয়াছিলেন। বামদেব ঋষি সেই এই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বুঝিয়াছিলেন যে, আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম। বর্ত্তমান সময়েও যে কোন লোক এই প্রকার বুঝিতে পারে যে, ‘আমি হইতেছি—ব্রহ্মস্বরূপ’,

তিনিও এই সর্ববাস্তব প্রাপ্ত হন ; দেবগণও তাঁহার অনিস্টসাধনে সমর্থ হন না । কারণ, তিনি এ সমস্তেরই আত্মা (স্বরূপভূত) হন ; পক্ষান্তরে, যে লোক ইহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে,—‘আমি (উপাসক) অন্য, এবং ইনি (উপাস্ত) অন্য, এইরূপ ভেদদৃষ্টিতে অপর দেবতার উপাসনা করে, প্রকৃতপক্ষে সে লোক ব্রহ্মকে জানে না । মনুষ্যগণের যেমন পশু, তিনিও দেবগণের নিকট তরুণ, অর্থাৎ পশুর স্থায় দেবগণের উপভোগ্য হন । বহু পশু যেরূপ মনুষ্যকে ভোগ করে অর্থাৎ মনুষ্যের ভোগ সাধন করে, তেমনি সেই ভেদদর্শী এক একটি লোকও দেবগণের উপভোগ্য হইয়া থাকে । একটি পশুও অপরে লইলে অথবা হস্তচ্যুত হইলে যখন অপ্রিয় বা দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন বহু পশু এরূপ হইলে ত কথাই নাই ; এই কারণেই দেবতাদিগের তাহা প্রিয় নয় যে, মনুষ্যগণ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হয় ॥ ৪৭ ॥ ১০ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—যদি কিমপি বিজ্ঞায়ৈব তদ্ ব্রহ্ম সৰ্বমভবৎ, পৃচ্ছামঃ—কিমু তদ্ ব্রহ্ম অবেদ, যস্মাৎ তৎ সৰ্বমভবদিতি । এবং চোদিতো সৰ্বদোষানা-গন্ধিতং প্রতিবচনমাহ—

ব্রহ্ম অপরম্, সৰ্বভাবস্ত সাধ্যাত্মোপপত্তেঃ ; ন হি পরস্ত ব্রহ্মণঃ সৰ্বভাবাপত্তি-কিঞ্জানসাধ্যা ; বিজ্ঞানসাধ্যাত্ম সৰ্বভাবাপত্তিমাহ—‘তস্মাত্তৎ সৰ্বমভবৎ’ ইতি । তস্মাদ্ “ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ” ইতি অপরং ব্রহ্মেহ ভবিতুমর্হতি । ১

টীকা ।—ইদানীং প্রথমমুত্তরং তদ্বস্তরং ব্রহ্মেত্যাদিশ্রুতিমবতারয়তি—যদীত্যাদিমা । তত্র বৃত্তিকৃতাং মতামুসারেণ ব্রহ্মশকার্থমাহ—ব্রহ্মেতি । তস্ত পরিচ্ছিন্নব্রাহ্মজ্ঞানেন সৰ্বভাবস্ত সাধ্যাত্মনস্তবাদিতি হেতুমাহ—সৰ্বভাবস্তেতি । সিদ্ধান্তে যথোক্তহেতুপপত্তিঃ দোষমাহ—ন ইতি । সা তর্হি বিজ্ঞানসাধ্যা মা ভূদিত্যত আহ—বিজ্ঞানেতি । ১

মনুষ্যাধিকারাদ্বা তদ্বাসী ব্রাহ্মণঃ স্থাৎ ; “সৰ্বং ভবিষ্যন্তো মনুষ্যা মন্তুস্তে” ইতি হি মনুষ্যাঃ প্রকৃতাঃ ; তেবাং চাত্ত্বাদয়নিঃশ্রেয়সসাধনে বিশেষতোহধিকার ইত্যুক্তম্, ন পরস্ত ব্রহ্মণো নাপ্যপরস্ত প্রজাপতেঃ । অতো দ্বৈতৈকত্বাপরব্রহ্মবিভিন্না কৰ্ম-সহিতয়া অপরব্রহ্মভাবব্রূপসম্পন্নো ভোজ্যাদপারিত্ত্যঃ সৰ্বপ্রাপ্ত্যা উচ্ছিন্নকামকৰ্ম্মবন্ধনঃ পরব্রহ্মভাবী ব্রহ্মবিজ্ঞাহেতোব্রহ্মৈক্যভিধীয়তে । দৃষ্টশ্চ লোকেহপি ভাবিনীং যতিমাত্রিত্য শব্দপ্রয়োগঃ—যথা ‘ঐদনং পচতি’, ইতি ; শাস্ত্রে চ—“পরিব্রাজকঃ

সৰ্গভূতাত্মদক্ষিণাম্” ইত্যাদিঃ ; তথা ইহ—ইতি । কেচিৎ—ব্রহ্মভাবী পুরুষো
ব্রাহ্মণ ইতি ব্যাচক্ষতে । ২

হিরণ্যগৰ্ভস্ত নোপদেশজন্তজ্ঞানান্ ব্রহ্মভাবঃ, ‘সহসিদ্ধং চতুষ্টয়ম্’ ইতি স্মৃতেঃ ষাভাবিক-
জ্ঞানবত্যাং, তস্মাস্তৎ সৰ্গমতবদিত্তি চোপদেশাধীনধীসাধ্যোহসৌ ক্রতঃ । ন চানীদিত্যতীত-
কালাবচ্ছেদব্রিকালে তস্মিন্ যুজ্যতে । সমবৰ্ত্ততেতি চ জ্ঞানমাত্রং ক্রয়তে । কালান্তকে তৎ-
স্বকৃত্ত ষাশ্রয়পরাহতত্বাৎ মনুষ্যাণাং প্রকৃতত্বাচ্চ নাপরং ব্রহ্মেহ ব্রহ্মণকমিত্যপরিতোষাদ্
বৃত্তিকারমতঃ হিহা ব্রহ্মেতি ব্রহ্মভাবী পুরুষো নির্দিষ্টত্ব ইতি ভৰ্গুপ্রপঞ্চোক্তিমাত্রিত্য
তদ্ব্যতীতমাহ—মহুন্তেতি । তদেব প্রপঞ্চয়তি—সৰ্গমিত্যাदि । বৈতৈক্যং সৰ্গজগদাত্মকমপয়ঃ
হিরণ্যগৰ্ভাধাং ব্রহ্ম, তস্মিন্ বিদ্যা হিরণ্যগৰ্ভোহহমিত্যাহংগ্রহোপাতিঃ, তস্মা সমুচ্চি তস্মা তত্ত্বাব-
মিহৈবোপপত্তঃ, হিরণ্যগৰ্ভপদে বস্তুজ্ঞাং ততোহপি দোষদর্শনামিরিত্যঃ, সৰ্গকৰ্মকলপ্রাপ্তা নিবৃত্ত-
‘কামাদিনিগড়ঃ সাধ্যান্তরাভাবাবিদ্ভামেবার্হয়মাংস্তদশাদ্ ব্রহ্মভাবী জীবোহস্মিন্ বাকো ব্রহ্মণকার্হ
ইতি কলিতমাহ—মত ইতি । কথং ব্রহ্মভাবিনি জীবো ব্রহ্মণকস্ত অস্বত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—
নৃষ্টেতি । আদিশকেন ‘পৃহুঃ সপ্তশীং ভাব্যাং বিল্লেত’ ইত্যাদি গৃহ্যতে । ইহেতি প্রকৃত-
বাক্যকথনম্ । ২

তন্ম ; সৰ্গভাবোপপত্তেরনিত্যত্বদোষাৎ । নহি সোহস্তি লোকে পরমার্থতঃ,
যো নিমিত্তবশাত্ত্বাস্তরমাপত্ততে নিত্যশ্চেতি । তথা ব্রহ্মবিজ্ঞান-নিমিত্তকৃত্য
চেৎ সৰ্গভাবাপত্তিঃ, নিত্য্য চেতি বিরুদ্ধম্ । অনিত্যত্বে চ কৰ্ম্মকলতুল্যতেত্বাক্তো
দোষঃ । ৩

ভৰ্গুপ্রপঞ্চব্যাখ্যানং দ্বয়রতি—তন্মতি । ব্রহ্মণকেন পরমাদর্শান্তরস্ত গ্রহে তস্ত সৰ্গভাবাপত্তেঃ
সাধ্যত্বাদনিত্যত্বাপত্তের্ন তদ্ব্যতীতমিত্যর্থঃ । সাধ্যাত্তাপি মোক্ষস্ত নিত্যত্বশাস্ত্রা, যৎ কৃতকঃ
তদনিত্যমিত্তি স্তায়মাত্রিত্যাহ—ন ইতি । সামান্তস্তায়ঃ প্রকৃতে যোজয়তি—তথ্যেতি । ভবতু
সৰ্গভাবাপত্তেরনিত্যত্বঃ, কা হানিষ্টমাহ—অনিত্যত্বে চেতি । ৩

অবিদ্বাকৃতাসৰ্গত্বনিবৃত্তিঃ চেৎ সৰ্গভাবাপত্তিঃ ব্রহ্মবিদ্বাকলং মন্তসে,
ব্রহ্মভাবিপুরুষকল্পনা ব্যৰ্থা স্তাৎ । প্রাগ্ ব্রহ্মবিজ্ঞানাদপি সৰ্গো জন্তুব্রহ্মত্বাৎ
নিত্যমেব সৰ্গভাবাপন্নঃ পরমার্থতঃ ; অবিদ্বয়া তু অব্রহ্মত্বমসৰ্গত্বকাধারোপিতম্—
যথা শুক্তিকার্যং রজস্তম্, ব্যোম্মি বা তলমলববাদি ; তথেষ ব্রহ্মণি অধারোপিত-
মবিদ্বয়া অব্রহ্মত্বমসৰ্গত্বক ব্রহ্মবিদ্বয়া নিবৰ্ত্ততে, ইতি মন্তসে যদি, তদা যুক্তম্—
যৎ পরমার্থত আনীৎ পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মণকস্ত মুখ্যার্থকৃত্বং “ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ”
ইত্যস্মিন্ বাক্য উচ্যতে—ইতি বক্তৃম্ ; যথাত্ত্বার্থবাদিহাদ্ বেদস্ত । ন স্থির-
কল্পনা যুক্ত—ব্রহ্মণকার্হবিপরীতো ব্রহ্মভাবী পুরুষো ব্রহ্মেত্বাচ্যত ইতি, ক্রতহাত্ত-
ক্রতকল্পনায়্য অন্ত্যাব্যত্যাৎ—মহতরে প্রয়োজনান্তয়েৎসতি । ৪ .

কিক, জীবভাবব্রহ্মত্বং ভাববিদ্বাকৃতঃ পারমার্থিকং যেতি বিরুদ্ধান্তমন্ত দ্বয়রতি—অবিদ্বা-

কৃত্তি । তত্রানুবাদভাণ্ডঃ বিতন্ত্রতে—প্রাগ্জিহাদিনা । ব্রহ্মতাবিপুরুষকল্পনা ব্যৰ্থেত্যুক্তং
ব্যক্তীকরোতি—তদেতি । তস্মিন্ পক্ষে যদব্রহ্মজ্ঞানং পূৰ্ব্বমপি পরমার্থতঃ পরং ব্রহ্মানীং, তদেব
প্রকৃতে বাক্যে ব্রহ্মশব্দেনোচ্যত ইতি যুক্তং বক্তব্যং, তন্নি ব্রহ্মশব্দস্ত মুখ্যমানসমিতি যোজনা ।
গৌৰ্বাহীক ইতিবদমুখ্যার্থোহপি ব্রহ্মশব্দো নির্বাহীতাশঙ্কাহ—যথেনি । নিরতিশয়মহত-
সম্পন্নং বস্তু ব্রহ্মশব্দেন শ্রুতম্, অশ্রুতস্ত ব্রহ্মতাবী পুরুষঃ, শ্রুতহ্যস্তা অশ্রুতকল্পনা ন স্মারবতী,
তস্মাত্তৎকল্পনা ন যুক্তেনি বাবৰ্ত্ত্যাহ—ন দ্বিতি ।

অগ্নিরধীতেহমুবাচবিতাদৌ শ্রুতহ্যস্তা অশ্রুতোপাদানঃ দুইমিতাশঙ্কাহ—মহত্তর ইতি ।
তত্রাগ্নিশব্দস্ত মুখ্যার্থে সত্যবিভাতিবিধানামুপপত্তা বাক্যার্থানিকেতনজ্ঞানে প্রয়োজনে শ্রুতমপি
হিবা অশ্রুতং গৃহ্যেত, প্রকৃতে ভ্রমসি প্রয়োজনবিধেয়ে শ্রুতহ্যস্তাদিন যুক্তিমতীত্যর্থঃ । মনুষ্যাধি-
কারঃ নির্দোষঃ ব্রহ্মতাবিপুরুষকল্পনেতাশঙ্কা মহত্তরবিশেষণম্ । যদব্রহ্মবিদ্যেতি পরস্তাপি
তুলামধিকৃত্বা, তস্ত চাবিভাতিদ্বারাধিকারিহমবিরুদ্ধমিত্যগ্রে ক্ষুভাবিহীনতীতি—ভাবঃ । ৪

অবিভাকৃতব্যতিরেকেণাব্রহ্মত্বমসর্বত্বঞ্চ বিদ্যত এবেনি চেৎ ; ন ; তস্ত ব্রহ্ম-
বিদ্যা অপোহামুপপত্তেঃ । ন হি কচিৎ সাংসারদ্বন্দ্বম্ব্যাপোচী দৃষ্টা কৰ্ত্তা বা
ব্রহ্মবিদ্যা ; অবিভায়াস্ত সৰ্বত্রেব নিবর্ত্তিকা দৃশ্যেত ; তথা ইহাপি অব্রহ্মত্বমসর্ব-
ত্বাবিভাকৃতমেব নিবর্ত্ত্যাতং ব্রহ্মবিদ্যা ; ন তু পাদমাগিকং বস্তু কৰ্ত্তুং নিবর্ত্ত-
য়িতুং বা অর্হতি ব্রহ্মবিদ্যা । তস্মাদ্ব্যর্থৈব শ্রুতহ্যস্তাশ্রুতকল্পনা । ৫

দ্বিতীয়ঃ কল্পমুখ্যায়তি—অবিদ্যেতি । ব্রহ্মবিদ্যাবৈয়র্থ প্রদঙ্গান্মৈবমিতি দুষয়তি—ন
তদেতি । অনুপপত্তিমৈব সাধয়তি—নহীতি । সাংসারাদারোপমহুরণেতি যাবৎ । বস্তুধর্মস্ত
পরমার্থতত্ত্ব পদার্থস্তেত্যর্থঃ । বিদ্যায়াস্তর্হি কথমর্থবৎ, তদাহ—অবিদ্যায়াস্তিতি । সর্বত্র
শক্তাদাবিতি যাবৎ । বিমতমবিদ্যাস্বকং বিদ্যানিবর্ত্তাহং রজতাদিবদিত্যভিপ্রেত্য দাষ্টান্তিক-
মাহ—তথেনি । বিমতং ন কারকং বিদ্যায়াং শুক্তিবিদ্যাবদিত্যাশয়েনাহ—নদ্বিতি । অব্রহ্মত্বা-
দেবোত্তরবাবোপাদয়ুক্তা ব্রহ্মতাবিপুরুষকল্পনেতুাপসংহরতি—তস্মাদিতি । ৬

ব্রহ্মণ্যবিদ্যামুপপত্তিরিতি চেৎ ; ন ; ব্রহ্মণি বিদ্যাবিধানাৎ । ন হি শুক্তি-
কায়াং রজতাদ্যারোপণেহসতি শুক্তিকাত্বং জ্ঞাপাতে—চক্ষুর্গোচরাপন্নায়াম্ 'ইয়ং
শুক্তিকা, ন রজতম্' ইতি । তথা 'সদেবেদঃ সর্বং, প্রক্লেবেদঃ সর্বম্, আত্মেবেদঃ
সর্বং, নেদং বৈতমসি অব্রহ্ম' ইতি ব্রহ্মণ্যেকত্ববিজ্ঞানং ন বিধাতবাম্, ব্রহ্মণ্যবিদ্যা-
দ্যারোপণায়ামসত্যাম্ । ন ক্রমঃ—শুক্তিকারামিব ব্রহ্মণ্যতদ্ব্যর্থাদ্যারোপণা
নাভীতি ; কিং তর্হি ? ন ব্রহ্ম স্বাশ্রিততদ্ব্যর্থাদ্যারোপণমিত্যমিত্যমিত্যমিতি অবিভাকর্হু চেতি ।
তবদেবং—নাবিভাকর্হু ভ্রান্তঞ্চ ব্রহ্ম ; কিন্তু নৈব অব্রহ্মাবিভাকর্হু চেতনো
ভ্রান্তোহস্ত ইদ্যতে—“নাভ্রোহতোহস্তি বিজ্ঞাতা”, “নাভ্রদতোহস্তি বিজ্ঞাতা”,
“তদ্বমসি”, “আত্মানমেবাবেৎ”, “অহং ব্রহ্মাস্মি”, “অভ্রোহদ্যাবতোহহমভীতি ন স
বেদ” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । স্মৃতিভ্যশ্চ—“সমং সর্কেষু ভূতেষু”, “অহমাত্মা শুভা-

কেশ”, “তুনি চৈব স্বপাকে চ”, “বস্তু সৰ্ব্বাণি ভূতানি”, “যস্মিন্ সৰ্ব্বাণি ভূতানি” ইতি চ মন্ত্রবর্ণাৎ । ৬

ব্রহ্মণ্যবিদ্যানিবৃত্তিৰ্বিভাক্ষমিত্যত্র চোদয়তি—ব্রহ্মণীতি । ন হি সৰ্ব্বজ্ঞে প্রকাশৈকরূপে ব্রহ্মণ্যজ্ঞানমাদিতো তমোবহুপ-রমিতি ভাবঃ । তস্তাজ্ঞাতব্ধমজ্ঞঃ ব্যক্তিপাতে ? নাহুঃ, ইতাহ—ন ব্রহ্মণীতি । ন হি তত্ত্বমসীতি বিদ্যাবিধানং বিজ্ঞাতে ব্রহ্মণি যুক্তং, পিষ্টেপিষ্টপ্রসঙ্গাৎ । অতন্তদজ্ঞাতমেষ্টবামিত্যর্থঃ । ব্রহ্মাষ্টৈক্যমজ্ঞাতং শাস্ত্রেণ জ্ঞাপাতে, তদ্বিষয়ং চ অবগাদি বিধীয়তে, তেন তন্নিরজ্ঞাতব্ধমেষ্টবামিত্যুক্তমর্থঃ দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—ন ইতি । মিথ্যাজ্ঞানস্তাজ্ঞান ব্যতিরেকাদব্রহ্মণ্যবিদ্যাধারোপপায়াঃ শুক্লো রূপারোপণঃ দৃষ্টান্তিমিতি উষ্টবাম্ । কল্পান্তর-নালম্বতে—ন ক্রম ইতি ।

ব্রহ্মণ্যবিদ্যাকৰ্ণং ন ভবতীত্যস্ত যথাক্রমে বা অর্থঃ ? তদন্তস্তদাশ্রয়োহন্তীতি বা ? তত্রাত্মমঙ্গী-করোতি—ভবতি । অনাদিহাদবিদ্যায়াঃ কত্রপেক্ষাতাবাদিনা চ যাবৎ ব্রহ্মণি জ্ঞাত্তানভূপ-গমাদিত্যর্থঃ । দ্বিতীয়ঃ প্রতাহ—কিঞ্চিতি । ব্রহ্মণোহন্তঃচেতনো নাস্তীত্যত্র প্রতিশ্রুতীকদা-হরতি—নাশ্চোহন্তোহন্তীতাদিনা । ব্রহ্মণোহন্তোহন্তেতনোহপি নাস্তীত্যত্র মন্ত্রবর্ণঃ পঠতি—যদ্বিতি । ৬

নহেবং শাস্ত্রোপদেশানর্থক্যমিতি ; বাচ্যম্, এবমবগতে অস্তেবানর্থক্যাম্ । অবগমানর্থক্যমপীতি চেৎ ; ন ; অনবগমনিবৃত্তেদৃষ্টত্বাৎ । তন্নিবৃত্তেরপামুপ-পত্তিরেকত্বে ইতি চেৎ ; ন, দৃষ্টবিরোধাৎ ; দৃষ্টতে হি একত্ববিজ্ঞানাদেবানব-গমনিবৃত্তিঃ ; দৃষ্টমানমপামুপপন্নমিতি ক্রবতো দৃষ্টবিরোধঃ স্তাৎ । ন চ দৃষ্টবিরোধঃ কেনচিদপামুপপন্নমাত্যে ; ন চ দৃষ্টেহমুপপন্নঃ নাম, দৃষ্টত্বাদেব । দর্শনামুপপত্তি-রिति চেৎ ; তত্রাপোষৈব যুক্তিঃ । ৭

ব্রহ্মণোহন্তস্তাজ্ঞাতাবে দোষমানশ্চেৎ—নদ্বিতি । কিমিদমানর্থক্যমবগতেহনবগতে বা চোদ্যতে ? তত্রাত্মমঙ্গীকরোতি—বাচ্যমিতি । দ্বিতীয়ে, নোপদেশানর্থক্যমবগমার্থত্বাদিতি উষ্টবাম্ । উপদেশবদবগমস্তাপি স্বপ্রকাশে বস্তুনি নোপবোগোহন্তীতি শঙ্কতে—অবগমেতি । অনুভবমমুহুতঃ পরিহরতি—নানবগমেতি । সা বস্তুনো ভিন্না চেদবৈতহানিঃ, অভিন্না চেজ্ঞানাদীনদ্বাসিদ্ধিরিতি শঙ্কতে—তন্নিবৃত্তেরিতি । অনবগমনিবৃত্তেদৃষ্টমানতয়া স্বরূপা-লাপাবোগাৎ প্রকারান্তরাসম্ভাব্যত পক্ষমপ্রকারত্বমেষ্টবামিতি মহাহ—ন দৃষ্টেতি । দৃষ্টমপি যুক্তিবিরোধে ত্যাজ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—দৃষ্টমানমিতি । দৃষ্টবিরুদ্ধমপি কুতো নেদ্যতে, তত্রাহ—ন চেতি । অনুপপন্নমঙ্গীকৃত্যোক্তং, তদেব নাস্তীতাহ—ন চেতি । যুক্তিবিরোধে দৃষ্টরাত্মাদী-ভবতীতি শঙ্কতে—দর্শনেতি । দৃষ্টবিরোধে যুক্তেরেবাতাসং স্তাদিতি পরিহরতি—উত্রাপীতি । অনুপপন্নঃ হি সৰ্ব্বতঃ দৃষ্টবলাদিষ্টং, দৃষ্টত্বং অনুপপন্নং ন কিঞ্চিমিভিন্নমসীত্যর্থঃ । ৭

“পুণ্যো বৈ পুণ্যো” কৰ্ম্মণা ভবতি । “তং বিদ্যাকৰ্ম্মণী সমধারতেতে ।” “মন্তা যোক্তা কৰ্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ” ইত্যেবমাদিশ্রুতিবৃত্তিজ্ঞানৈভ্যঃ পর-দ্বাধিলক্ষণোহন্তঃ সংসারী অবগম্যতে ; তদ্বিলক্ষণতঃ পরঃ “স এব নেতি নেতি”

“অশনান্নাত্ত্যেতি” “য আত্মাপহতপাপা বিজরো বিমৃত্যুঃ” “এতন্ত বা অক্ষরন্ত
প্রশাসনে” ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ । কণাদাক্ষপাদাদিতর্কশাস্ত্রেষু চ সংসারিবিলাক্ষণ
ঈশ্বর উপপত্তিঃ সাধ্যতে ; সংসারদুঃখাপনয়ার্থিৎপ্রবৃত্তিদর্শনাৎ শূচ্যমন্ত্রসমীখরাত
সংসারিণোহবগম্যতে ; “অবাক্যানাদরঃ” “ন মে পার্থাস্তি” ইতি শ্রুতিস্মৃতিভাঃ ;
“সোহ্ষেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ” “তং বিদিত্বা ন লিপ্যতে” “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি
পরম্” “একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতৎ” “যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা” “তমেব ধীরো
বিজ্ঞায়” “প্রণবো ধনুঃ, শরো হ্যাস্মা, ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে” ইত্যাদিকর্মকর্তৃনির্দে-
শাচ্চ । মুমুক্শোশ্চ গতি-মার্গবিশেষদেবোপদেশাৎ ; অসতি ভেদে কন্তু কুতো গতিঃ
স্তাৎ ? তদভাবে চ দক্ষিণোত্তরমার্গবিশেষান্তপপত্তির্গন্তব্যদেশানুপপত্তিঃশ্চেতি ;
ভিন্নস্ত তু পরম্মাদাঙ্গনঃ সর্বমেতদুপপন্নম্ । ৮

ব্রহ্মতাবিপুরুষকল্পনাং নিরাকৃতা স্বপক্ষে শাস্ত্রস্তার্থবিশুদ্ধং, সম্প্রতি প্রকোরাস্তুরেণ পূর্ব-
পক্ষয়তি—পুণা ইতি । আদিশব্দেন ‘বোহঃ বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণে’ ইত্যাত্মা শ্রুতিগৃহ্যতে ।
‘কুরু কশ্চৈব তস্মাদ্ভম্’ ইত্যাত্মা স্মৃতিঃ । স্তায়ো মিথোবিরুদ্ধয়োরেকত্বাবোগঃ । বিলাক্ষণত্বমন্তর্ভে-
হেতুঃ । জীবন্ত পরম্মাদন্তর্ভেহপি ন তন্ত ততোহন্তত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদ্বিলক্ষণশ্চেতি । পরন্তু
তদ্বিলক্ষণত্বং শ্রুতিতো দর্শয়িত্বা তত্রৈবোপপত্তিমাহ—কণাদেতি । কিত্যাদিকমূলক্রিয়ংকর্তৃকং
কার্যাদ্যদ্য ঘটবদিত্যাভ্যোপপত্তিঃ । তয়োর্মিথো ভেদে হেতুস্তরমাহ—সংসারেতি । জীবন্ত
স্বগতদুঃখক্লেশে দুঃখং মে মা ভূদিত্যাধিহেন প্রবৃত্তিদৃষ্টা, নেপন্ত সাংস্তি, দুঃখাভাবঃ ; অতো
ভেদস্তয়োর্মিত্যর্থঃ । ইত্যন্তেষ্বরন্ত ন প্রবৃত্তির্হেতুকলয়োরভাবাদিতাহ—অবাকীতি । মিথো
ভেদে জ্যোতঃ লিঙ্গান্তরমাহ—সোহ্ষেষ্টব্য ইতি । ৮

কর্ম-জ্ঞানসাধনোপদেশাচ্চ,—ভিন্নশ্চেদ্ব্রহ্মণঃ সংসারী স্তাৎ, বৃত্তস্তং প্রত্যভ্যু-
দয়নিঃশ্রেয়সসাধনয়োঃ কর্ম-জ্ঞানয়োঃকপদেশঃ, নেশ্বরন্ত, আপ্তকামত্বাৎ ; তস্মাদ্
যুক্তং ব্রহ্মেতি ব্রহ্মভাবী পুরুষ উচ্যত ইতি চেৎ ;—ন, ব্রহ্মোপদেশানর্থক্যপ্রস-
ঙ্গাৎ,—সংসারী চেৎ ব্রহ্মভাবী অব্রহ্ম সন্ বিদিত্বাঙ্গানমেব—অহং ব্রহ্মাস্মীতি
সর্বমভবৎ ; তন্ত সংসার্যাঙ্গবিজ্ঞানাদেব সর্বাঙ্গতাবস্ত ফলন্ত সিদ্ধত্বাৎ, পরব্রহ্মো-
পদেশন্ত ঐবমানর্থক্যং প্রাপ্তম্ ॥ ৯

তত্রৈব লিঙ্গান্তরমাহ—মুমুক্শেতি । গতিদেবযানাত্মা, তন্তা মার্গবিশেষোহর্চিয়াদিঃ, দেশো
গন্তব্যঃ ব্রহ্ম, তেবামুপদেশান্তেগর্ভবমভিসম্ভবস্তীত্যাদয়ঃ, তথাপি কথং ভেদসিদ্ধিত্ত্বাহ—
অসত্তীতি । বা ভুলপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদভাবে চেতি । কথং তর্হি গত্যাাদিকমুপপত্ততে, তত্রাহ
—ভিন্নশ্চেতি । জীবন্তয়োর্মিথো ভেদে হেতুস্তরমাহ—কর্মেতি । ভেদে সত্বোপপত্তা তবস্তীতি
শেবঃ । ভেদেব শূচ্যরতি—ভিন্নশ্চেতি । তন্ভেদে প্রামাণিকেহপি কথং ব্রহ্মতাবিপুরুষকল্পনেত্যা-
শঙ্ক্যোপসংহরতি—তস্মাদিতি । ব্রহ্মভাবিনো জীবন্ত ব্রহ্মলব্যাচায়ে ব্রহ্মোপদেশস্তানর্থক্য-
প্রসঙ্গাৎ নৈবমিতি দুষয়তি—নেত্যাदिम। প্রসঙ্গমেব একটয়তি—সংসারী চেদ্বিতি । ৯

তদ্বিজ্ঞানস্ত কচিৎ পুরুষার্থসাধনেহবিনিয়োগাৎ সংসারিণ এব—অহং ব্রহ্ম-
স্মীতি ব্রহ্মত্বসম্পাদনার্থ উপদেশ ইতি চেৎ ; অনির্জ্ঞাতে হি ব্রহ্মবাক্যে কিং
সম্পাদয়েৎ—অহং ব্রহ্মস্মীতি ? নির্জ্ঞাতলক্ষণে হি ব্রহ্মণি শক্য সম্পৎ কর্তুন্ম ।
ন ; “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” “যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাঙ্গা” “য আত্মা” “তৎ সত্যং স
আত্মা” “ব্রহ্মবিদাপ্রাপ্তি পরম্” ইতি প্রকৃত্য “তস্মাদা এতস্মাদাত্মনঃ” ইতি
সহস্রশো ব্রহ্মাত্মশব্দয়োঃ সামান্যাদিকরণ্যাদেকার্থত্বমেবেত্যবগম্যতে । অস্ত্য
হি অস্ত্য সম্পৎ ক্রিয়তে, নৈকত্বে ; “ইদং সৰ্বং যদয়মাত্মা” ইতি চ
প্রকৃতস্তেব দ্রষ্টব্যাত্মান একত্বং দর্শয়তি । তস্মাদাত্মনো ব্রহ্মত্বসম্পাদ-
পত্তিঃ । ১০

বিধিবেশেহন ব্রহ্মোপদেশোৎসর্গবানিতি চেৎ, তত্র কিং কর্তব্যবিধিবেশেহনোপাস্তিবিধিবেশেহন
বা তদর্থবহমিতি বিকল্পাত্তঃ দুযয়তি—তদ্বিজ্ঞানস্তেতি । অবিনিয়োগাধিনিষোজকক্ষত্যাচ্চ-
ভাবাদিতি শেবঃ । কল্পান্তরমাদন্তে—সংসারিণ ইতি । উপদেশস্ত জ্ঞানার্থত্বতদনপেক্ষত্বাচ্চ
সম্পত্তেস্তত্ত্ব কথং তাদর্থ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অনির্জ্ঞাতে ইতি । বাতিরেকশূন্যত্বমস্যাচ্যে—
নির্জ্ঞাতেতি । পদয়োঃ সামান্যাদিকরণ্যেন জীবব্রহ্মণোরভেদাবগম্যায় সম্পৎপক্ষঃ সম্ভবতীতি
সমাধন্তে—নেতাাদিনা । কথমেকত্বে গম্যমানেহপি সম্পদোহুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অস্ত্য
ইতি । একত্বে হেবন্তরমাহ—ইদমিতি । একত্বে কলিতমাহ—তস্মাদিতি । ১০

ন চাপ্যন্তং প্রয়োজনং ব্রহ্মোপদেশস্ত গম্যতে ; “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মেব ভবতি”
“অভয়ং বৈ জনকং প্রাপ্তোহসি” “অভয়ং তি বৈ ব্রহ্ম ভবতি” ইতি চ তদাপত্তি-
প্রবণাৎ । সম্পত্তিচেৎ, তদাপত্তিন্ স্তাৎ । ন হস্ত্যন্ত্যভাব উপপদ্যতে । বচনাৎ
সম্পত্তেরপি তদ্ব্যবাপত্তিঃ স্তাদিতি চেৎ ; ন ; সম্পত্তেঃ প্রত্যয়মাত্রত্বাৎ বিজ্ঞানস্ত
চ মিথ্যাজ্ঞাননিবর্তকত্ববাতিরেকেণাকারকত্বমিত্যবোচাম । ন চ বচনং বস্তনঃ
সামর্থ্যজনকম্ । জ্ঞাপকং হি শাস্ত্রং ন কারকমিতি স্থিতিঃ । “স এব ইহ
প্রবিষ্টঃ” ইত্যাদিবাক্যেষু চ পরস্তেব প্রবেশ ইতি স্থিতিঃ । তস্মাদব্রহ্মেতি ন
ব্রহ্মত্বাবি-পুরুষকল্পনা সাধনী । ১১

কিঞ্চ, সম্পত্তিপক্ষে তদাপত্তিঃ কলমন্ত্যেতি বিকল্পা দ্বিতীয়ঃ প্রত্যাহ—ন চেতি । আন্তঃ
দুযয়তি—সম্পত্তিচেদিতি । তং যথাকথ্যত্বাদিবাক্যমাত্রিত্য শব্দতে—বচনাদিতি । সম্পত্তের-
নানবায় তৎসাদান্ত্যন্ত্যত্বমিত্যাহ—নেতি । তস্তা যানত্বেহপোষ্য, যানস্তাকারকত্বাৎ । ন চ
হুত্বাচ্চাশানবায়পাক্ত্যন্ত্যত্বং, হিতস্ত নষ্টস্ত বাহুপপত্তেঃ । অতিষ্ঠ ন পুরুষসিদ্ধহুত্বাদিত্যাবতি-
থায়িনী, তৎসাদান্ত্যন্ত্য তদ্ব্যবাপচারাৎ ; অতো ব্রহ্মত্বাবঃ যতঃ সিদ্ধো ন সাম্পাদিক
ইত্যাহ—বিজ্ঞানস্তেতি । অখ্যাত্যন্ত্যভাবে যথোক্তং বচনমেব শাস্ত্যধারকমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন
চেতি । ব্রহ্মোপদেশোৎসর্গকাসম্ভার ব্রহ্মত্বাবিপুরুষকল্পনেন্ত্যাহ । তদ্বৈ হেবন্তরমাহ—স এব

ইষ্টার্থবাধনাচ্—সৈক্যবচনবদনস্তরমবাহুমেকরসং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানং সৰ্ব-
জ্ঞানুপনিষদি প্রতিপিপাদয়িষিতোহর্থঃ—কাণ্ডরোপ্যন্তেবধারণাদবগম্যতে—
“ইত্যমুশাসনম্” “এতাবদরে খবমৃতত্বম্” ইতি ; তথা সৰ্বশাখোপনিষৎসু চ
ত্রৈকৈক্যবিজ্ঞানং নিশ্চিতোহর্থঃ । তত্র যদি সংসারী ব্রহ্মণোহন্তু আত্মানমে-
বাবেৎ—ইতি কল্মেত, ইষ্টার্থার্থ বাধনং হ্যং ; তথা চ শাস্ত্রমুপক্রমোপসংহার-
দ্ব্যবিরোধাদসমঞ্জসং কল্পিতং হ্যং । ব্যাপদেশানুপপত্তেষ্চ—যদি চ “আত্মান-
মেবাবেৎ” ইতি সংসারী কল্মেত, ‘ব্রহ্মবিজ্ঞা’ ইতি ব্যাপদেশো ন হ্যং “আত্মান-
মেবাবেৎ” ইতি ; সংসারিণ এব বেত্তত্ত্বোপপত্তেঃ । ১১

ত্রয়োপদেশস্ত সম্প্রক্ষেপেহে দোষাস্তরমাহ—ইষ্টার্থোতি । তদেব বিবৃদ্ধিষ্টমর্থমাচষ্টে—সৈক-
যেতি । যথোক্তং বহু তাৎপৰ্য্যমামস্তানুপনিষদীত্য হেতুমাহ—কাণ্ডরোপ্যন্তেতি । মধু-
কাণ্ডাবসানগতমধারণং দর্শয়তি—ইত্যমুশাসনমিতি । মুনিকাণ্ডান্তে ব্যবহৃতমুদাহরতি—
এতাবদিতি । ন কেবলমুপদেশস্ত সম্প্রক্ষেপেহে বৃহদারণ্যকবিরোধঃ, কিং তু সৰ্বোপনিষদি-
রোধোহন্তীত্যাহ—তথ্যেতি । ইষ্টমর্থমিখমুক্তা তদ্বাধনং নিগময়তি—তথ্যেতি । নহু বৃহদারণ্যকে
ত্রৈকৈক্যকাম্যং জীবপরমোৰ্ত্তেদোহন্তিপ্রেতঃ, উপসংহারে ক্তভেদ ইতি ব্যবহার্য্যং তদ্বিরোধঃ শক্যঃ
সমাধাতুং তাত্ অহ—তথাচেতি । ব্রহ্মভাবিপুরুষকল্পনারমুপদেশানর্থক্যমিষ্টার্থবাধনশ্চেত্যুক্তম্,
ইদানীং ব্রহ্মেতাদিবাক্যে ব্রহ্মণকেন পরস্তাগ্রহণে তদ্বিচ্ছায়া ব্রহ্মবিচ্ছোতি সংজ্ঞানুপপত্তিঃ
দোষাস্তরমাহ—ব্যাপদেশানুপপত্তেষ্চেতি । ১২

আত্মেতি বেদিতুরন্তুচ্যাত ইতি চেৎ ; ন ; “অহং ব্রহ্মস্মি” ইতি বিশেষণাৎ ;
অন্তশ্চেদেত্তঃ হ্যং, ‘অয়মসৌ’ ইতি বা বিশেষ্যেত, ন তু ‘অহমস্মি’ ইতি ।
‘অহমস্মি’ ইতি বিশেষণাৎ ‘আত্মানমেবাবেৎ’ ইতি চাবধারণাৎ নিশ্চিতম্ আত্মৈব
ব্রহ্মেত্যবগম্যতে ; তথা চ সত্বাপপন্নো ব্রহ্মবিজ্ঞাব্যাপদেশঃ, নাত্থা ; সংসারিবিজ্ঞা
হি অন্তথা হ্যং । ন চ ব্রহ্মত্বাব্রহ্মত্বে হ্যেকস্তোপপত্তেঃ পরমার্থতঃ, তমঃপ্রকাশবিব-
ভানোবিরুদ্ধত্বাৎ । ১৩

অত্রোক্তব্রহ্মণসার্থাক্ষেতুজীবাদন্তুদান্ধানমিত্যত্রাস্ত্রণকেন পরো গৃহ্যতে, তদ্বিচ্ছা চ ব্রহ্ম-
বিচ্ছোতি সংজ্ঞানিচ্ছিরিতি শব্দতে—আত্মেতীতি । বাক্যশেষবিরোধোন্নৈবমিত্যাহ—নাইমিতি ।
তদেব প্রপঞ্চয়তি—অন্তশ্চেদিতি । যথোক্তাবগমে—কল্মেতমাহ—তথা চ সতীতি । অন্ত্যস্তভেদে
ব্যাপদেশানুপপত্তিঃ বিশদয়তি—সংসারীতি । জীবব্রহ্মণোৰ্ত্তেদোপপন্নাদভেদেন ব্রহ্মবিচ্ছোতি
ব্যাপদেশঃ সৎসত্তীত্যাহ—ন চেতি । ১৩

ন চোত্তরনিমিত্তত্বে ব্রহ্মবিচ্ছোতি নিশ্চিতো ব্যাপদেশো যুক্তঃ, তদা ব্রহ্মবিজ্ঞা
সংসারিবিজ্ঞা চ হ্যং ; ন চ বস্তনোহন্তরতীরত্বং কল্পয়িতুং যুক্তম্ তত্ত্বজ্ঞানবিব-
কারাম্, শ্রোতুঃ সংশয়ো হি তথা হ্যং ; নিশ্চিতং চ জ্ঞানং পুরুষার্থসাধনমিচ্ছ্যভে

—“বস্ত্ত্বাদ্ভান্ধা ন বিচিকিৎসান্তি” “সংশয়ান্ধা বিনশ্চতি” ইতি প্রতিশ্রুতিভ্যাম্ ।
অতো ন সংশয়িতো বাক্যার্থো বাচ্যঃ পরহিতার্থিনা । ১৪

শ্রাভাং বা ব্রহ্মজ্ঞানোর্ভেদভেদো, তথাপি ভিন্নাভিন্নবিভায়াঃ ব্রহ্মবিভেতি নিরতো বাপদেশো
ন শ্রাদ্ধিত্যাহ—ন চেতি । নিমিত্তঃ বিবক্ষঃ । ভিন্নাভিন্নবিবক্ষা বিভ্রা ব্রহ্মবিবক্ষাপি ভবতোভেবেতি
বাপদেশসিদ্ধিমাশঙ্ক্যাহ—তদেতি । উত্তরাস্ত্বকথাযজ্ঞনন্তবিভ্রাপি তথেন্তি বিকল্পোপপত্তিমা-
শঙ্ক্যাহ—ন চেতি । অস্ত তর্হি বস্ত্ত্ব ব্রহ্ম বাহুব্রহ্ম বা বৈকল্লিকমিত্যাশঙ্ক্যাহ—শ্রোতুরিতি ।
সংশয়িতমপি জ্ঞানং বাক্যাদুৎপত্ততে চেত্তাবৈতব পুরুষার্থঃ শ্রোতুঃ সিধ্যতীত্যশঙ্ক্যাহ—নিশ্চিতং
চেতি । শ্রোতুনিশ্চিতজ্ঞানস্ত কলবয়েহপি বক্তৃঃ সংশয়িতমর্থঃ বদতো ন কচন হানিরিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—অত ইতি । নিশ্চিতস্তেব জ্ঞানস্ত পুণ্যসাধনত্বং ন সংশয়িতস্তেতি অতঃপদার্থঃ । ১৪

ব্রহ্মণি সাধকত্বকল্পনা অন্বদাদিষিব অপেশলা—“তদান্মানমেবাবেৎ, তদ্বাত্তং
সর্বমভবৎ” ইতি চেৎ, ন ; শাস্ত্রোপালভ্যৎ ; ন হৃদয়ংকল্পনেয়ম্, শাস্ত্রকৃতা
তু ; তদ্ব্যাক্ত্যন্তায়মুপালভ্যৎ ; ন চ ব্রহ্মণ ইষ্টং চিকীর্ষুণা শাস্ত্রার্থবিপরীতকল্পনয়া
স্বার্থপরিত্যাগঃ কার্য্যঃ । ন চৈতাবতোবাক্কমা যুক্তা ভবতঃ ; সর্বং হি নানাত্বং
ব্রহ্মণি কল্পিতমেব “একধৈবাত্তদুদ্বৈতম্” “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” “যত্র হি দ্বৈতমিব
ভবতি” “একমেবাদ্বিতীয়ং” ইত্যাদিবাশাস্ত্রভেদ্যঃ, সর্বো হি লোকবাবহারো
ব্রহ্মণ্যেব কল্পিতো ন পরমার্থঃ সন্, ইত্যন্নমিদমুচ্যতে—ইদমেব কল্পনা
অপেশলেন্টি । ১৫

জীবপরমোরত্যন্তভেদস্ত ভেদভেদয়োঃচাবোগাৎ পরমেব ব্রহ্ম ব্রহ্মলক্ষবাচ্যং, ন জীব-
ত্বজীবীত্বাত্তং, সম্রত্যতাত্ত্বভেদপক্ষে দোষমাশঙ্কতে—ব্রহ্মণীতি । তদান্মানমেবাবেদিত্তি জাত্বং
ব্রহ্মণ্যুচ্যতে, তদ্ব্যক্তং, তস্ত জ্ঞানমুক্তিহাৎ ; অত এব ন তৎকল্পনমপি । ন চ স্বকর্তৃকপুরুষজ্ঞান-
মুক্তিঃ, পরন্ত ত্রিরাকারককলবিলকণবাদতো ন পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মশক্তিবিভার্থঃ । শাস্ত্রং ব্রহ্মণি
সাধকত্বাদি দর্শয়তি, তচ্চাপৌরুষেয়মদোষাগ্রোপলভ্যহং, তথা চ তন্নিরাবিক্তং সাধকত্বান্তবিকল্প-
মিতি—সমাধত্তে—ন শাস্ত্রেতি । স চাত্ত্বন্ত্রাপৌরুষেয়মদোষসম্ভাবিতদোষবাদিতি শেখঃ । নহ
ব্রহ্মণো নিত্যমুক্তবপরীকণার্থ শাস্ত্রমপুপালভ্যতে, নেতাহ—ন চেতি । শাস্ত্রাচ্চ ব্রহ্মণো
নিত্যমুক্তবঃ পম্যতে, সাধকত্বাদি চ তস্ত ভেদৈবোচ্যতে, ন চার্হিঃপরীকণমুচিৎ ; তথা চ বাস্তবঃ
নিত্যমুক্তবঃ, কল্পিতমিতরদিত্যাছেয়ম্ । যদি তস্ত নিত্যমুক্তত্বার্থঃ সর্বধৈব সাধকত্বাদি বেক্ততে,
তদা স্বার্থপরিত্যাগঃ শ্রাৎ, সাধকত্বাদিনা বিনাঃত্বাৎপরিনিঃশ্রেয়সংরোরলভবাৎ । ন চ ব্রহ্মণোঃস্ত-
কেতনোঃচেতনো বাহন্তি ‘মাত্তোঃতোহন্তি ব্রহ্ম’ ‘ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্’ ইত্যাদিভেদ্যঃ ; তদ্বাৎ
বখোক্তা বাবহায়েতৎপার্থঃ ।

কিঞ্চ, সর্বত্রাপি সংসারস্ত ব্রহ্ম্যবিক্তরাংখ্যাস্তবক্তৃত্বম্ সাধকত্বাভিপি তত্রাখ্যন্তনিত্যত্বপ-
গমে কাংক্ষুপত্তিরিত্যাহ—ন চেতি । তস্ত তন্নি- কল্পিতত্বং সুতোঃবদন্তনিত্যত্বত্বাহ—
একধেন্টি । উক্তকতিতাপংখ্যঃ সফলয়তি—সর্বো হীতি । সর্বস্ত বৈতদ্যাবহারস্ত ব্রহ্মণি কল্পিতত্ব
প্রকৃচ্চোক্তভাভাসং কলতীত্যাহ—ইত্যন্নমিতি । ১৫

তস্মাৎ—যৎ প্রবিষ্টং অষ্ট ব্রহ্ম তৎ ব্রহ্ম ; বৈ-শকোহবধারণার্থঃ ; ইদং শরীরস্থং
যৎ গৃহ্যতে, অগ্রে আক্ প্রতিবোধদপি ব্রহ্মবাসীং সৰ্পক্ষেদম্ ; কিন্তু-অপ্রতিবোধাৎ
'অব্রহ্মস্মি অসৰ্পঃ চ ইত্যাব্রহ্মধারণোপাৎ 'কর্তাঃ ক্রিয়াবান্, ফলনিঞ্চ ভোক্তা,
স্বধী হঃসী সংসারী' ইতি চাধারণোপরতি ; পরমার্থতস্ত ব্রহ্মৈব তদ্বিলক্ষণং সৰ্পকঃ ;
তৎ কথঞ্চিদাচার্যোণ দয়াদুনা প্রতিবোধিতং 'নাসি সংসারী'ইতি আত্মানমে-
বাবেৎ স্বাভাবিকম্, অবিজ্ঞাধারণোপিতবিশেষবর্জিতমিত্যেব-শব্দস্বার্থঃ] ১৬

পরপক্ষঃ নিরাকৃত্য স্বপক্ষঃ দর্শয়তি—তন্মাদিহি । তৎপ্রতিবোধেণ জগদ্রাস্তীতি সূচয়তি—
বৈশক ইতি । তৎপদার্থমুক্ত্যুঃ পদার্থঃ কথয়তি—উদয়তি । তদ্ব্যবস্থিতো ভেদঃ শক্তিঃ
পদান্তঃ ব্যাচষ্টে—প্রাপ্তি । তস্তাপরিচ্ছিন্নবদাহ—সৰ্পঃ চেষ্ট । কথং নহি বিপন্নীতধী-
রিত্যপেক্ষাহ—কিঞ্চিতি । যথাপ্রতিভাসঃ কর্তৃদ্বাদেক্যাস্তবদমাশঙ্কঃ শাস্ত্রবিরোধাৎ মৈবমিত্যাহ—
পরমার্থতঃ । তদ্বিলক্ষণমধ্যস্তসমস্তস্যসারবহিতমিতি যাবৎ । কিমু তদ্ব্রহ্মেতি চোন্তঃ
পরিত্যক্তা কিং তদবেদিতি চোন্তান্তরং প্রত্যাহ—তৎ কথঞ্চিদতি । পূর্ববাক্যোক্তমবিজ্ঞাবিশিষ্ট-
মধিকারিণেন ব্যবহৃতং ব্রহ্ম নাসি সংসারীত্যাচার্যোণ দয়াবতী কথঞ্চিৎপ্রতিভাসাত্মানমেবাবেদিতি
সম্বন্ধঃ । আত্মৈব প্রমেরন্তজ্ঞানমেব প্রমাণমিত্যেবমর্থমেবকারন্ত বিবক্ষ্যাহ—
অবিজ্ঞেতি । ১৬

ক্রহি কোহসা বাহ্মা স্বাভাবিকঃ, যমাত্মান- বিদিতবদ ব্রহ্ম । নহু ন স্মর-
স্তাত্মানম্ ; দর্শিতো হ্রস্বো—য ইহ প্রবিশ্ত প্রাণিতাপানিতি ব্যানিতি উদানিতি
সমানিতি । নহু 'অসৌ গোঃ, অসাবধঃ' ইত্যেবমসৌ ব্যাপদিশ্ততে ভবতা,
নাত্মানঃ প্রত্যক্ষং দর্শয়সি ; এবং তর্হি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা স আত্মেতি ।
নহুত্রাপি দর্শনাদিক্রিয়াকর্তৃঃ স্বরূপং ন প্রত্যক্ষং দর্শয়সি ; ন হি গমিরেব গন্তুঃ
স্বরূপম্, হিদির্কা ছেতুঃ ; এবং তর্হি দৃষ্টেদ্রষ্টা, ক্রতেঃ শ্রোতা, মতেমন্তা, বিজ্ঞাতে-
কিজ্ঞাতা, স আত্মেতি । ১৭

প্রকৃতমাত্মশকার্যং বিবিচ্য বক্তুং পুচ্ছতি—হ্রীতি । স এম ইহ প্রবিষ্ট ইত্যাত্মানো
দর্শিতত্বাৎ প্রাণনাদিলিঙ্গন্ত তস্ত হ্রস্ববানুসন্ধাতুং শব্দভারান্তি বক্তব্যমিত্যাহ—নহিতি ।
আত্মানং প্রত্যক্ষমিত্যুঃ পুচ্ছতন্তংপরোকবচনমুত্তরমিতি শব্দত—নহমসিতি । আত্মানঃ চেষ্ট
প্রত্যক্ষমিত্যুঃ, তর্হি প্রত্যক্ষমেব তং দর্শয়ামীত্যাহ—এবং তর্হিতি ।

বেগং প্রতিজ্ঞারূপং প্রতিবচনমিতি চোদয়তি—নহ্যত্রোতি । প্রত্যক্ষদ্বাদর্শনাদিক্রিয়ানান্ত-
কর্তৃঃ স্বরূপমপি তথেষ্যাপেক্ষাহ—ন হীতি । যদি দর্শনাদিক্রিয়াকর্ত্বরূপোক্তিমাত্রোণ
জিজ্ঞাসা নোপশ্যামিতি, তর্হি দৃষ্টাদিস্যাকিঞ্চেনাদ্বোক্ত্যুঃ ত্ততু ভবানিত্যাহ—এবং তর্হি
দৃষ্টেতি । ১৭

নহু অত্র কো বিশেষো দ্রষ্টরি? যদি দৃষ্টেদ্রষ্টা, যদি বা ঘটস্ত দ্রষ্টা, সৰ্পথাপি
দ্রষ্টেব ; দ্রষ্টব্য এব কু ভবান্ বিশেষবাহ—দৃষ্টেদ্রষ্টেতি ; দ্রষ্টা তু যদি দৃষ্টে, যদি

বা ঘটস্ত, দ্রষ্টা দ্রষ্টেব । ন, বিশেষোপপত্তেঃ—অন্ত্যত্র বিশেষঃ, যো দৃষ্টে দ্রষ্টা, স দৃষ্টিশ্চেষ্টবতি, নিত্যমেব পশ্চতি দৃষ্টিম্, ন কদাচিদপি দৃষ্টিন্ দৃষ্টতে দ্রষ্টা ; তত্র দ্রষ্টৃদৃষ্ট্যা নিত্যয়া ভবিতবাম্ ; অনিত্যা চেৎ দ্রষ্টৃদৃষ্টিঃ, তত্র দৃষ্টা বা দৃষ্টিঃ, সা কদাচিন্ন দৃষ্টেতাপি—যথা অনিত্যয়া দৃষ্ট্যা ঘটাদি বস্ত । ন চ তৎৎ দৃষ্টেদ্রষ্টা কদাচিদপি ন পশ্চতি দৃষ্টিম্ । ১৮

পূর্ব্বদ্বাং প্রতিবচনাদস্মিন্ প্রতিবচনে দ্রষ্টৃবিবরণে বিশেষো নাস্তীতি শব্দে—নবতি । বিশেষভাবঃ বিশদয়তি—যদীত্যাদিনা । ঘটস্ত দ্রষ্টা দৃষ্টেদ্রষ্টেতি বিশেষে প্রতীয়মানো তদভাবোক্তির্যাহতে ত্যাশঙ্ক্যাহ—দ্রষ্টব্য এবতি । তথা দ্রষ্টব্যপি বিশেষো ভবিত্বতীত্যাশঙ্ক্যাহ—দ্রষ্টা বিতি । বৃত্তিরদন্তঃকরণাবচ্ছিন্নঃ সর্বিচারো ঘটদ্রষ্টা কূটস্থচিন্মাত্রভাবঃ সন্নিধিসত্ত্বাত্ম্যত্রৈণ বুদ্ধিতত্ত্বতীনাং দ্রষ্টেতি বিশেষবস্তুকৃত্য পরিহরতি—নেত্যাদিনা । এতদেব কূটস্থতি—অস্তুতি । সপ্তমী দ্রষ্টারমধিকরোতি দৃষ্টেদ্রষ্টৃস্তাবদয়বতিরেকাত্যাং বিশেষঃ বিশদয়তি—যো দৃষ্টেরিতি । তবতু দৃষ্টিসম্বাবে দ্রষ্টৃঃ সদা তদ্দ্রষ্টৃৎ, তথাপি কথং কূটস্থদৃষ্টিমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রৈতি । নিত্যরূপপাদয়তি—অনিত্যা চেদিতি । উক্তপক্ষপরামর্শার্থী সপ্তমী । কদাচিৎকে দ্রষ্টৃদৃষ্টয়ে দৃষ্টান্তমাহ—যথেনিতি । ঘটাদিবদদৃষ্টিরপি কদাচিদেব দ্রষ্টা দৃষ্টতে, ন সৰুদা, ইত্য-নিষ্টাপত্তাবমান্যক্যাহ—ন চেতি । বিকানিগচ্ছিত্তাত্ত্রদ্রষ্টৃৎ ক্রমদ্রষ্টৃৎমন্তথা দ্রষ্টৃৎ চ দৃষ্ট-তৎসাক্ষিপো বাবর্তমানং তস্ত নির্বিচারঃ সমরতীতি ভাবঃ । ১৮

কিং হে দৃষ্টা দ্রষ্টৃঃ—নিত্যা অদৃষ্টা, অন্ত্যা অনিত্যা দৃষ্টেতি ? বাচ্যম্ ; প্রসিদ্ধা তাবদনিত্যা দৃষ্টিঃ, অজ্ঞানকল্পদর্শনাৎ ; নিতৈব চেৎ, সর্বোহনক এব স্তাৎ ; দ্রষ্টৃস্ত নিত্য্য দৃষ্টিঃ—“ন হি দ্রষ্টৃদৃষ্টেবিপরিণ্যাসো বিদ্বতে” ইতি ক্রতেঃ ; অনুমানানু-অনুভূতিপি ঘটাত্তাবসবিষয়া স্বপ্নে দৃষ্টিরূপলভ্যতে ; সা তর্হি ইতরদৃষ্টিনাশে ন নশ্চতি ; সা দ্রষ্টৃদৃষ্টিঃ, তয়া অবিপরিপ্লুতয়া নিত্যয়া দৃষ্ট্যা স্বরূপভূতয়া স্বয়ং-জ্যোতিঃসমাখ্যা ইতরাননিত্যাং দৃষ্টিং স্বপ্নবুদ্ধান্তর্যোক্তাসনাপ্রত্যয়রূপাং নিত্য-মেব পশ্চন্ দৃষ্টেদ্রষ্টা ভবতি । এবঞ্চ সতি দৃষ্টিরেব স্বরূপমন্ত অল্লোক্যব্যৎ, ন কাপাদানামিব দৃষ্টিব্যতিরিক্তোহন্তশ্চেতনো দ্রষ্টা । ১৯

দৃষ্টিবঃ প্রমাণভাবাদসিদ্ধির্মিতি শব্দে—কিমিতি । তদুত্তরমসীকরোতি—বাচ্যমিতি । তত্রানিত্যাং দৃষ্টিবস্তুভবেন সাধয়তি—প্রসিদ্ধেতি । উক্তমর্থং বুজ্যা ব্যাকীকরোতি—নিতৈবেতি । সম্ভ্রতি নিত্যাং দৃষ্টিঃ ক্রত্যা সমর্থরতে—দ্রষ্টৃরিতি । তত্রোপোপত্তিমাহ—অনুমানানুভূতি । তদেব বিবরণোতি—অনুভূতিপি । জাগরিতে চক্ষুরাদিহীনস্তাপি পুংসে স্বপ্নে বাসনাময়ঘটাদি-বিষয়া দৃষ্টিরূপলভা, বা চ সা তস্মিন্ কালে চক্ষুরাদিক্রানিতদৃষ্টাত্তাবেংশি স্মরনবিনতভূতদৃষ্টতে, সা দ্রষ্টৃঃ বভাবত্বত্বার্থদৃষ্টিনিতৈবেবা । বিবর্তঃ নিত্যমব্যক্তচারিবাৎ পরোষ্টানুবর্তিত প্রয়োণোপপত্তে-রিত্যর্থঃ । নবান্না দৃষ্টিবস্তুভাবকৎ কথং দৃষ্টেদ্রষ্টৃভূক্তমত্ আহ—তথেনিতি । নিত্যবে হেতুঃ—অবিপরিপ্লুতয়েতি । নিত্যবঃ পরিহৃতুঃ স্বরূপভূতয়েতাদৃষ্টম্ । তত্র দৃষ্টান্তরূপেবাং বায়তি—

স্বয়মিতি । উক্তমবিপরিপ্লবং বানজি—ইত্যমিতি । আত্মা দৃষ্টেহ্ৰষ্টেতি স্থিতে কলিতমাহ—
এবং চেতি । অন্তশ্চেতনোহচেতনো বেতি শেষঃ । ১৯

তৎ ব্রহ্ম আত্মানমেব নিত্যদৃগ্ৰূপম্ অধ্যারোপিতানিত্যদৃষ্টাদিবর্জিতমেব
অবেৎ বিদিতবৎ । নহু বিপ্রতিবিদ্ধং—“ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ”
ইতি শ্রুতেঃ—বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞানম্ । ন ; এবং বিজ্ঞানার বিপ্রতিবেধঃ ; এবং দৃষ্টেহ্ৰষ্টা
ইতি বিজ্ঞায়তঃ এব ; অজ্ঞজ্ঞানানপেক্ষত্বাচ্চ—নচ দ্রষ্টুর্নিত্যেব দৃষ্টিরিতোবৎ
বিজ্ঞাতে দৃষ্টে বিবরাৎ দৃষ্টিমত্য়ামাকাঙ্কতে ; নিবর্ত্ততে হি দ্রষ্টে বিবয়দৃষ্ট্যাকাঙ্কা,
তদসম্ভাবাদেব ; ন হুবিষ্মমানে বিষয়ে আকাঙ্কা কশ্চিচ্ছপজায়তে ; নচ দৃশ্য
দৃষ্টিহ্ৰষ্টারং বিষয়ীকর্তৃমুৎসহতে, যতস্তামাকাঙ্কতে । নচ স্বরূপবিবরাকাঙ্কা
স্বশ্চেব ; তস্মাদজ্ঞানাদ্যারোপণনিবৃত্তিরেব “আত্মানমেবাবেৎ” ইত্যুক্তম্, নাত্মনো
বিবয়ীকরণম্ । ২০

নিত্যদৃষ্টবত্ববাস্তবদার্থঃ পরিশোধ্য শ্রুতাকরাণি যোজয়তি—তদ্ব্রহ্মেতি । বাক্যশেষ-
বিরোধঃ চোদয়তি—নমিতি । কিং কল্পদ্বেনাত্মনো জ্ঞানং বিরূপাতে, কিং বা সাক্ষিভ্বেনোতি
বাচ্যং, নাছোহনভূপগমাদিত্যাহ—নেতি । ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—এবমিতি । তদেব স্পষ্টয়তি—
এবং দৃষ্টেরিতি । তর্হি তদ্বিষয়ং জ্ঞানান্তরমপেক্ষিতবামিতি কুতো বিরোধো ন প্রসর্যতীত্য-
শঙ্ক্যাহ—অজ্ঞজ্ঞানেতি । ন বিপ্রতিবেধ ইতি পূর্বেণ সন্দ্বন্ধঃ । সংগৃহীতমর্থঃ বিবৃণোতি—ন
চেতি । নিত্যেব স্বরূপভূতেনি শেষঃ । বিজ্ঞাতত্বং বাক্যায়বুদ্ধিবৃত্তিাব্যাপ্যম্ । অস্ত্যং দৃষ্টিং
স্মরণলক্ষণম্ । আত্মনিবয়স্মরণাকাঙ্কাভাবঃ প্রতিপাদয়তি—নিবর্ত্ততে ইতি । আত্মনি-
স্মরণরূপে স্মরণশ্রান্তশ্রাস্তসম্ভবেহপি কুতস্তদাকাঙ্কোপশান্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন ইতি । কিং চ,
দ্রষ্টরি দৃশ্যাহ্ৰষ্টা বা দৃষ্টিরপেক্ষাতে ? নাভ্যঃ, ইত্যাহ—ন চেতি । আদিত্যপ্রকাগন্ত রূপাদেত্তৎ-
প্রকাশকত্বাতবাদিতি ভাবঃ । ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—ন চেতি । আত্মনো বৃত্তিব্যাপ্যত্বেহপি
স্মরণব্যাপ্যত্বানস্মীকরণার বাক্যশেষবিরোধোহস্মীত্ব্যুপসংহরতি—তস্মাদিতি । ২০

তৎ কথমেবেদিত্যাহ—অহং দৃষ্টেহ্ৰষ্টা আত্মা ব্রহ্মান্মি ভবামীতি । ব্রহ্মেতি—
—যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাৎ সর্বাস্তর আত্মা অশনারাত্তীতো নেতি নেত্যত্মলমনস্বিত্যে-
বমাদিলক্ষণম্, তদেবাহমস্মি, নাভ্যঃ সংসারী, যথা ভবানাহ—ইতি । তস্মাদেবৎ-
বিজ্ঞানাৎ তৎ ব্রহ্ম সর্বমভবৎ—অব্রহ্মাদ্যারোপণাপগমাৎ তৎকার্যাত্মাসর্বভূত
নিবৃত্ত্য সর্বমভবৎ । তস্মাদ যুক্তমেব মনুষ্যা মন্তন্তে—যৎ ব্রহ্মবিষ্ময়া সর্বং ভবি-
ষ্যাম ইতি । যৎ পৃষ্টম্—কিমু তৎ ব্রহ্মাবেৎ, যস্মাৎ তৎ সর্বমভবদिति, তন্নির্গীতং
“ব্রহ্ম বা ইদমগ্রআসীৎ, তদাত্মানমেবাবেৎ—অহং ব্রহ্মান্মিতি, তস্মাৎ তৎ সর্ব-
মভবদिति । ২১

বাক্যান্তরমাকাঙ্কাপূর্বকবাদন্তে—তৎ কথমিতি । তদকরাণি বাচ্যে—দৃষ্টেরিতি । ইতি-
পদমবেদিত্যেব সন্ধ্যাতে । ব্রহ্মশব্দং বাচ্যে—ব্রহ্মেতীতি । ব্রহ্মাহংপদার্থগোমিষো বিশেষণ-

বিশেষতাব্যবহিতপ্রত্য বাকার্থমাহ—তদেবেতি । আচার্যোপদিষ্টেৎথে বক্তৃ নিশ্চয়ং দর্শয়তি—
বধেতি । ইতি-একে। বাকার্থজ্ঞানসমাপ্তার্থঃ । ইদানীং কলবাক্যং বাচ্যে—তদ্বাদিতি ।
সৰ্গতাবমেব বাক্যরোতি—অত্রক্লেতি । ব্রহ্মৈবাবিভক্তাঃ সংসরতি বিভক্তাঃ চ মুচ্যতে ইতি পক্ষস্ত
নির্দোষত্বপূৰ্ণসংসারতি—তন্মাদবৃত্তমিতি । বৃত্তং কীর্তয়তি—সং পৃষ্টমিতি । ২১

তৎ তত্র যো যো দেবানাং মধ্যে প্রত্যবুধ্যাত প্রতিবুদ্ধবান্ আত্মানং যথোক্তেন
বিধিনা, স এব প্রতিবুদ্ধ আত্মা তদব্রহ্ম অভবৎ ; তথা স্বাধীণাম্, তথা মনুষ্যাণাং
চ মধ্যে ! দেবানামিত্যাदि লোকদৃষ্ট্যপেক্ষয়া, ন ব্রহ্মত্ববুদ্ধ্যোচ্যতে ; “পূরঃ
পূৰ্ব্বং আবিংশং” ইতি সৰ্বত্র ব্রহ্মৈবানুপ্রবিষ্টমিত্যবোচ্যাম । অতঃ শরীরাত্মা-
পাখিজনিত-লোকদৃষ্ট্যপেক্ষয়া দেবানামিত্যাदिচ্যতে ; পরমার্থতত্ত্ব তত্র তত্র ব্রহ্মৈ-
বাগ্ন আসীৎ প্রাক্ প্রতিবোধাতঃ দেবাদিশরীরেষুতথৈব বিভাব্যমানম্, তদাত্মান-
মেবাবোৎ, তথৈব চ সৰ্বমভবৎ । ২২

যথাসিহোতাদি মনুষ্যাদিভাষিতমন্তমর্ষিহাদিবিশেষবস্তুঃ চাধিকারিণমপেক্ষতে, ন তথা
জ্ঞানমিতি বক্তুং তথো যো দেবানামিত্যাদিবাক্যং তদক্ষরাণি বাচ্যে—তত্ত্বত্রৈতি । যথোক্তেন
বিধিনাঃ স্বরূপাদিকৃতপদার্থপরিশোধনাদিনেতব্যঃ । জ্ঞানাদেব মুক্তির্ন সাধনান্তরাদিতোতকারণ্যঃ ।
বিবক্ষিতমধিকার্যনিয়মঃ প্রকটয়তি—তথৈত্যাঙ্কিনা । যো যঃ প্রত্যবুধ্যাত, স এব তদন্তবদ্বিতি
পূৰ্বেণ সম্বন্ধঃ । ব্রহ্মৈবাবিভক্তাঃ সংসরতি, মুচ্যতে চ বিভক্তাঃ, ইত্যুক্তবাদেবাদীনাঃ বিভ্রাতিভ্রাত্যাঃ
বন্ধনোক্তোক্তিত্ত্ববিবন্ধেত্যাশঙ্ক্যাহ—দেবানামিত্যাঙ্গীতি । তদ্বদৃষ্টোব ভেদবচনে কা হানিরিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—পূর ইতি । আবিভক্ত্যঃ ভেদমনুজ্ঞ তত্ত্বদাজ্ঞানং স্থিতব্রহ্মচৈতন্তত্ত্বৈব বিভ্রাতিভ্রাত্যাঃ
বন্ধনোক্তোক্তে ন পূৰ্ব্বাপরবিরোধোহস্তীতি কলিতমাহ—অত ইতি । “অবিভ্রাদৃষ্টমনুজ্ঞ তদ্বদৃষ্ট-
মবাচ্যে—পরমার্থত্বিতি । প্রবোধাতঃ প্রাপি তত্র তত্র দেবাদিশরীরেষু পরমার্থতো ব্রহ্মৈ-
বাসীচেৎ, উপদেশিকং জ্ঞানমনবৰ্দ্ধকমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অতথৈবেতি । নানাজীববাদস্ত তু নাবকাশঃ
প্রকটবিরোধাদি ত্যাগয়েনাহ—তদ্বিতি । তথৈবেত্যুৎপন্নজ্ঞানানুসারিত্বপরামর্শঃ । ২২

অতঃ ব্রহ্ম-বিভক্তাঃ সৰ্বতাবাপত্তিঃ কলমিত্যেতত্ত্বার্থস্ত ব্রহ্মিণে মজ্জামুদাহরতি
ক্ৰটিঃ । কথম্ ?—তদব্রহ্ম এতদাত্মানমেব অহমস্মীতি পশ্যন্ এতদাত্মাদেব ব্রহ্মণো
দর্শনাদ্ স্ববিকীর্যমেবোধ্যঃ প্রতিপেদে ই প্রতিপন্নবান্ কিল । স এতন্নিম্ন ব্রহ্মা-
দ্ব্যদর্শনেন্ধবস্থিত এতান্ মজ্জান্ দদর্শ—অহং মনুরভবং স্বর্বাশ্চেত্যাदीন্ । তদেতচ্ছ
পশ্যন্ন্বিতি ব্রহ্মবিভ্রা পরামুত্ততে ; অহং মনুরভবং স্বর্বাশ্চেত্যাदीনা সৰ্বতাবাপত্তিঃ
ব্রহ্ম-বিভ্রাকলং পরামুশতি ; পশ্যন্ সৰ্বাত্মতাবং কলং প্রতিপেদে, ইত্যন্যং
প্ররোগাদ্ ব্রহ্মবিভ্রাসহায়সাধনসাধ্যং যোক্তং দর্শয়তি—তুদানতুপ্যতীতি বধৎ । ২৩

তদ্বৈতবিভ্রাদিবাক্যবত্যাং বাক্যরোতি—অতঃ ইতি । ব্রহ্মৈবাবিভ্রাক্ৰটিমেব প্রবোধায়
বাচ্যে—কথমিত্যাঙ্কিনা । জ্ঞানাম্ মুক্তিরিত্যার্থবাদোহরমিতি ভ্রাতৃভিঃ কিসকৃতম্ ।
আদিপদং সমস্তবাসদেবদ্ব্যত্বপরাধম্ । তত্রাবাত্তবিভ্রাপমাহ—তদেতদ্বিতি । শব্দপ্রত্যয়-

প্রয়োগপ্রাপ্তমর্থঃ কথয়তি—পশুশ্রুতি । “লক্ষ্যহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ” (পাং ২. ৩২১২৩) ইতি হেতৌ শত্ৰুপ্রত্যয়বিধানান্নৈরন্তর্যো চ সতি হেতুসম্ভবাৎ প্রকৃতে চ প্রত্যয়বলাদ্ভ্রুক-বিজ্ঞান-মোক্শোন্নৈরন্তর্য্যপ্রতীতেত্তরা সাধনান্তরানপেক্ষয়া লভাঃ মোক্ষঃ দর্শয়তি শ্রুতিরিত্যর্থঃ । অত্রোদাহরণমাহ—ভুজ্ঞান ইতি । ভুক্তিক্রিয়ায়াঃসাধা তি তৃপ্তিরত্র প্রতীয়তে, তথা পশুশ্রু-তাদাবপি ভ্রুকবিজ্ঞানায়সাধা মুক্তির্ভাতিত্যার্থঃ । ২৩

সেয়ং ভ্রুক-বিজ্ঞায় সর্বভাবাপত্তিরাসীন্নহতাৎ দেবাদীনাং বীর্য্যাতিশয়াৎ, নেদানী-মৈদংস্থগীনানাম্, বিশেষতো মনুষ্যাণাম্, অন্নবীর্য্যাত্মাং ; ইতি শ্রাৎ কশ্চিৎক্ষিঃ, তদ্ব্যুৎপাদনায়াহ—তদিদং প্রকৃতং ভ্রুক যৎ সর্বভূতানুপ্রবিষ্টং দৃষ্টিক্রিয়াদিলিঙ্গম্, এতর্হি এতন্নিয়মপি বর্তমানকালে, যঃ কশ্চিদাবৃত্তবাহোংস্রুকা আত্মানমেব এবং বেদ অহং ভ্রুকাম্মিতি—অপোহোংগাধিজ্ঞানিতভ্রান্তিবিজ্ঞানাদ্যারোপিতান্ বিশেষান্ সংসারধর্ম্মানাগম্বিতমনস্তরমবাহুং ভ্রুকৈবাহমস্মি কেবলমিতি, সঃ অবিজ্ঞাকৃত-সর্বভূতনিবৃত্তেঃ ভ্রুকবিজ্ঞানাদিদং সর্বং ভবতি । ন মহাবীর্য্যেযু বামদেবাদিষু হীনবীর্য্যেযু বা বার্তমানিকেষু মনুষ্যেযু ভ্রুকণো বিশেষঃ তদ্বিজ্ঞানশ্চ বাস্তু । বার্ত-মানিকেষু পুরুষেযু তু ভ্রুকবিজ্ঞাকলেহনৈকান্তিকতা শঙ্ক্যতে, ইত্যত আহ—তশ্চ হ ভ্রুকবিজ্ঞাতুর্যথোক্তেন বিধিনা, দেবা মহাবীর্য্যান অপি, অভূতো অভবনায় ভ্রুক-সর্বভাবশ্চ নেশতে ন পর্যাপ্তাঃ ; কিমুত্যাগে । ২৪

তদ্বৈতদিত্যাদি বাখ্যায় তদিদমিত্যাদ্যবতারশ্রুতঃ শঙ্কতে—সেয়মিতি । ঐদংস্থগীনানাং কলিকালবর্তিনামিতি যাবৎ । উত্তরবাক্যমুত্তরত্বেনাবতায়া ব্যাকরোতি—তদ্ব্যুৎপাদনায়েতি । তশ্চ তাটস্থ্যং ব্যয়তি—যৎ সর্বভূতেনি । প্রবিষ্টে প্রমাণমুক্তং স্মারয়তি—দৃষ্টীতি । ব্যাবৃত্তং ব্যাভেযু বিষয়েৎস্রুকং সাভিলাষং মনো যশ্চ স তথোক্তঃ । এবংশকার্হমেবাহ—অহমিতি । তদেব জ্ঞানং বিব্রণোতি—অপোহোতি । যদ্বা মনুষ্যোহহমিত্যাদিজ্ঞানে পরিপস্থিনি কথং ভ্রুকাহমিতি জ্ঞানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অপোহোতি । অহমিত্যাজ্ঞানং সদা সিদ্ধমিতি ন তদর্থং প্রযতিত্বামিত্যাশঙ্ক্যাহ—সংসারেতি । কেবলমিত্যাদ্বিতীয়ত্বমুচ্যতে । জ্ঞানমুক্তা তৎকলমাহ—সোহবিস্তেতি । যৎ তু দেবাদীনাং মহাবীর্য্যাদ্ভ্রুকবিজ্ঞায় মুক্তিঃ সিধাতি, নান্দাদীনামন্নবীর্য্য-ত্বাদিতি, তদাহ—নহীতি ।

প্রেরাসি বহুবিদ্বানীতি প্রসিদ্ধিমাশ্রিত্য শঙ্কতে—বার্তমানিকেধিতি । শঙ্কোত্তরত্বেনোত্তর-বাক্যমাখ্যায় ব্যাকরোতি—অত আহেত্যাदिना । যথোক্তেনাখ্যাদিনা প্রকারেণ ভ্রুকবিজ্ঞাতু-রিতি সঙ্কতঃ । অপিশঙ্কার্হঃ কথয়তি—কিমুতেতি । অন্নবীর্য্যাস্তত্র বিয়করণে পর্যাপ্তা নেতি কিমুত ব্যচ্যমিতি যোজনাম্ । ২৪

ভ্রুকবিজ্ঞাকলপ্রাপ্তৌ বিয়করণে দেবাদয় জ্ঞেশত ইতি কা শঙ্কা ? ইতি, উচ্যতে —দেবাদীন প্রতি ঋণবদ্ধাৎ মর্ত্য্যানাম্ ; “ভ্রুকচর্যেণ ঋণিত্যাঃ, যজ্ঞেন দেবেভ্যাঃ, প্রজ্ঞা পিতৃভ্যাঃ” ইতি হি জায়মানমেব ঋণবদ্ধং পুরুষং দর্শয়তি শ্রুতিঃ । শঙ্ক-

নিদর্শনাচ্—“অথো অয়ং বা...” ইত্যাদিলোকশ্রুতেষু আত্মনো বৃত্তিপরিপিপাল-
য়িষ্যা অধমর্ণানিব দেবাঃ পরতত্ত্বান্ মনুষ্যান্ প্রতি অমৃতত্বপ্রাপ্তিং প্রতি বিয়ং
কুর্য়ুরিতি জ্ঞাত্ব্যেবৈবা শব্দা । ২৫

অশ্রাপ্তপ্রতিষেধাযোগমভিপ্রেত্যা চোদয়তি—ব্রহ্মবিভূতি । শব্দানিমিত্তং দর্শয়ন্ উক্তয়াম্—
উচ্যত ইতি । অধমর্ণানিবোত্তমর্ণা দেবাদয়ে মর্ত্যান্ প্রতি বিয়ং কুর্কন্তীতি শেষঃ । কথং
দেবাদীন্ প্রতি মর্ত্যানাম্বুণিহং, তত্রাহ—ব্রহ্মচর্যোপেতি । যথা পশুরেবং স দেবানামিতি মনুষ্যাণাং
পশুদাদৃশ্যবর্ণনাচ্ তেবাং পারতত্ত্বাদেবাদয়ন্তান্ প্রতি বিয়ং কুর্কন্তীত্যাহ—পবিতি । ‘অথো
অয়ং বা আত্মা সর্কেষাং ভূতানাং লোকঃ’ ইতি চ তেবাং সর্কপ্রাপ্তিভোগাশ্রুতেষু সর্কেষু তদ্বিষ-
করা ভবন্তীত্যাহ—অথো ইতি । লোকশ্রুতাভিপ্রেতমর্থং প্রকটয়তি—আত্মন ইতি ।
যথাঃ অধমর্ণান্ প্রত্যুত্তমর্ণা বিয়মাচরন্তি, তথা দেবারয়ঃ স্বস্থিতিপরিরক্ষণার্থং পরতত্ত্বান্ কশ্মিণঃ
প্রত্যমৃতত্বপ্রাপ্তিমুদিত্ব বিয়ং কুর্কন্তীতি তেবাং তান্ প্রতি বিয়ংকর্তৃশব্দা সাবকাশেবেত্যর্থঃ । ২৫

অপশূন্ অশরীরানিব চ ব্রহ্মস্তু দেবাঃ ; মনুষ্যরাং হি বৃত্তিং কৰ্ম্মাধীন্যাং দর্শয়ি-
শ্যতি দেবাদীনাম্—বহুপশুসন্নতৈকৈকশু পুরুষশু ; “তস্মাদেবাং তন্ন প্রিয়ম্, যদেতৎ
মনুষ্যা বিদ্যাঃ” ইতি হি বক্ষ্যতি ; “যথা হ বৈ স্বায় লোকায়ারিষ্টিমিচ্ছেদেবং হৈবং-
বিদে সর্ক্যাণি ভূতান্তরিষ্টিমিচ্ছন্তি” ইতি চ ; ব্রহ্মবিশ্বে পারার্থ্যানিবৃত্তেন স্বলোকত্বং
পশুত্বক্ষেত্যাভিপ্রায়োহপ্রিয়ারিষ্টিবচনভ্যামবগম্যতে ; তস্মাদ্ভবিন্দো ব্রহ্মবিজ্ঞানফল-
প্রাপ্তিং প্রতি কুর্য়ুরেব বিয়ং দেবাঃ, প্রভাববস্তুশ্চ তি তে । ২৬

পশুনিদর্শনেন বিবক্ষিতমর্থং বিনুপোতি—অপশূনিতি । পশুহানীর্যানাং মনুষ্যাণাং দেবাদিতী
রক্ষাষে হেতুমাং—মনুষ্যরামিতি । ‘ইতন্ দেবাদীন্যাং মনুষ্যান্ প্রতি বিয়ংকর্তৃমমৃতত্বপ্রাপ্তৌ
সম্ভাবিতমিত্যাহ—তস্মাদিতি । ততশ্চ তেবাং তান্ প্রতি বিয়ংকর্তৃশ্চ ভাতীত্যাহ—বধেতি ।
স্বলোকো দেহঃ । এবংবিধঃ সর্কভূতভোগোহহমিতি কল্পনাবহম্ । ত্রিরাপদামুসংস্পর্শকায়ঃ ।
ব্রহ্মবিশ্বেহপি মনুষ্যাণাং দেবাদিপারতত্ত্বাবিধাতাং কিমিতি তে বিয়মাচরন্তীত্যাপকাহ—ব্রহ্ম-
বিষ ইতি । দেবাদীন্যাং মনুষ্যান্ প্রতি বিয়ংকর্তৃষে শব্দানুপপাদিতানুপসংহরতি—তস্মাদিতি ।
ন কেবলমুক্তহেতুবলাদেব, কিং তু সামর্থ্যাচ্চেত্যাহ—প্রভাববস্তুশ্চেতি । ২৬

নদেবং সতি অস্তান্যপি কৰ্ম্মফলপ্রাপ্তিষু দেবানাং বিয়ংকরণং পের-পানসমম্ ;
হন্ত তর্হি অবিস্রম্ভোহত্য়াদয়নিঃশ্রেয়স-সাধনানুষ্ঠানেষু ; তথা ঈশ্বরজ্ঞাচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ
বিয়ংকরণে প্রভূতম্ ; তথা কালকৰ্ম্মময়োবধিতপসাম্ ; এবাং হি ফলসম্পত্তি-বিপত্তি-
হেতুত্বং শাস্ত্রে লোকে চ প্রসিদ্ধম্ ; অতোহপ্যানায়াসঃ শাস্ত্রার্থানুষ্ঠানে । অ ; সর্ক-
পদার্থানাং নিরতনিমিত্তোপাদানাং, জগদৈচিত্র্যাদর্শনাচ্, স্বভাবপক্ষে চ তদুত্তরানু-
পপত্তেঃ, স্ববহুঃখাদিকলনিমিত্তং কৰ্ম্মেত্যেতদগ্নিন্ পক্ষে স্থিতে বেদমুত্তি-ভায়-
লোকপরিগৃহীতে, দেবেশ্বরকালান্তাবৎ ন কৰ্ম্মফলবিপর্যাসকর্তারঃ, কৰ্ম্মণাং

কাজিকরকারকত্বাৎ—কর্ম হি শুভাশুভং পুরুষাণা দেব-কালেশ্বরাদিকারককল্পনপেক্ষা
নান্মানং প্রতিলভতে, লক্ষ্যকর্মপি কল্পদানেঃসমর্থম্, ক্রিয়ান্না হি কারকাত্ত-
নেকনিমিত্তোপাদানস্বাভাব্যাৎ; তস্মাৎ ক্রিয়ানুগুণা হি দেবেশ্বরাদয় ইতি কর্মস্ব
তাবন্ন কলপ্রাপ্তিং প্রত্যবিশ্রুতঃ । ২৭

সামর্থ্যাচ্চৈচ্ছিকাকলপ্রাপ্তৌ তেষাং বিঘ্নকরণং, তহি কক্ষকলপ্রাপ্তাবপি স্তাদিত্যতিশ্রয়ঃ
শব্দে—নহিতি । ভবতু তেষাং সর্বত্র বিঘ্নাচরণমিত্যত অতঃ—হস্তেতি । অবিশ্রভো
বিবাসাতাবঃ । সামর্থ্যবিঘ্নকর্তৃহেতুপ্রসক্তান্তবমাহ—গণেতি । অতিপ্রসক্তান্তবমাহ—তথা
কালেতি । বিঘ্নকরণে প্রভৃষ্মিতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ । দ্রববাदीনাং যথোক্তকার্যকরণে প্রমাণ-
মাহ—এবাং হীতি । “এষ হেব সাধু কর্ম কারয়তি ।” “কম্ব হেব তদুচুঃ” ইত্যাদিবাং
শাস্ত্রশব্দার্থঃ । দেবাদীনাং বিঘ্নকর্তৃদ্রববাदीনামপি ঐশ্বর্যবাদেরদার্থানুষ্ঠানে বিবাসাতাবান্ত-
প্রমাণাং প্রাপ্তিমিতি কলিতমাহ—অতোঃপীতি ।

কিমিদমবৈদিকস্ত চোক্তং । কিং বা বৈদিকস্ত । ইতি বিকল্পাত্তঃ দুষয়তি—নেত্যাदिना ।
দধ্যাহ্নুপিপাদয়িষয়া হুম্বাত্তাদানদর্শনাং প্রাণিনাং সুপুহু পাদিতাবতমাদৃষ্টে স্বভাববাদে চ নিয়ত-
নিমিত্তাদানবৈচিত্র্যদর্শনরোরুপপলভ্যেত্তদবোধোপাৎ কর্মফলং জগদেত্ত্বমিতিার্থঃ । দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—
হুধেতি । ‘কর্ম হেব’ ইত্যাত্তা ক্রটিঃ । ‘কর্মণা বধাতে ত দ্ব’ ইত্যাত্তা স্মৃতিঃ । জনৈচ্ছিত্র্যাহুপ-
পত্তিশ্চ স্তায়ঃ । কণমেতাবতা দেবাদীনাং কর্মফলে বিঘ্নকর্তৃভাবান্ত্রাহ—কর্মণামিতি ।
কণং হেতুসিদ্ধিরিত্যাশ্রয় কর্মণঃ স্বোৎপত্তৌ দেবাভ্যপেক্ষাং বাতিবেকমুগেন(ণ) দর্শয়তি—কর্ম
হীতি । স্বফলোপ তস্ত তৎসাপেক্ষমন্তীতাহ—লক্ষ্যেতি । নিপন্নমপি কর্ম পূর্বোক্তং কারক-
মনপেক্ষা স্বফলদানে শব্দঃ ন ভবতীতিার্থঃ । কর্মণং স্বোৎপত্তৌ স্বফলে চ কারকসাপেক্ষে
হেতুমাহ—ক্রিয়ান্না হীতি । কারকাদীনামনেকবাং নিমিত্তানানুপাদানেন স্বভাবো নিম্পত্ততে
যস্তাঃ, সা তথোক্তা, তস্তা ভাবঃ কারকাত্তনেকনিমিত্তোপাদানস্বাভাবাৎ, তস্মাদুভয়ত্র পরতন্ত্রং
কর্ণেত্যাৎ । দেবাদীনাং কর্মপাপেক্ষিতকারকত্বং কলিতমাহ—তস্মাদিতি । ২৭

কর্মণামপোবাং বণাভুগত্বং কচিৎ, স্বসামর্থ্যস্তাপ্রণোক্তত্বাৎ । কর্মকাল-দৈব-
দ্রব্যাদিস্বভাবানাং গুণপ্রধানভাবস্বনিয়তো চক্রবিজ্ঞেয়শ্চেতি তৎকৃতো মোহো
লোকস্ত ।—কর্মৈব কারকং নান্নং ফলপ্রাপ্তাবিতি কেচিৎ; দৈবমেবেতাপরে ;
কাল ইত্যেকৈ ; দ্রব্যাদিস্বভাব ইতি কেচিৎ ; সন্ম এতে সংহতা এবোতাপরে ।
তত্র কর্মণঃ প্রাধান্তমঙ্গীকৃত্য বেদস্বতিবাদাঃ “পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি,
পাপঃ পাপেন” ইত্যাদয়ঃ । যন্তপোবাং স্ববিষয়ে কস্তচিৎ প্রাধান্তোক্তবঃ, ইতরেবাং
তৎকালীনপ্রাধান্তশক্তিস্ততঃ, তথাপি ন কর্মণঃ ফলপ্রাপ্তিং প্রতি অনৈকান্তি-
কত্বম্, শাস্ত্রজ্ঞাননির্দ্ধারিতত্বাৎ কর্মপ্রাধান্তস্য । ২৮

ইতোহপি কর্মফলে নাবিশ্রভোঃস্বীত্যাৎ—কর্মণামিতি । এবাং দেবাদীনাং কচিৎবিঘ্নকরণে
কার্যে কর্মণাং বশবস্তিস্বমেত্ত্বাৎ, প্রাণিকন্দ্রাপেক্ষাক্ষমত্বেন বিঘ্নকরণেতৎপ্রসঙ্গাৎ, অতোহিচ্ছয়ানি

সর্বত্র তেবাং তদপেকা বাচোত্যর্থঃ । তত্র তেবাং কর্ণবশবত্তিহে হেতুস্তরমাহ—বসামর্থ্যন্তেতি ।
 বিদ্বলকণং হি কার্য্যং হুঃখমুৎপাদয়তি । ন চ হুঃখমুৎপাদে পাণাছপপত্ততে, হুঃখবিষয়ে পাণসামর্থ্যন্ত
 শাস্ত্রাধিগতস্তাপ্রত্যাহুয়ত্বাৎ, তস্মাৎ প্রাণিনামদৃষ্টবশাদেব দেবাদয়ো বিদ্বলকণমিত্যর্থঃ ।
 দেবাদীনাং কর্ণপারতন্ত্ৰো কর্ণ তৎপরতন্ত্ৰং ন স্তাৎ, প্রধানগুণভাববৈপরীত্যাবোগাদিত্যা-
 শঙ্ক্যাহ—কর্ণেতি । ইতচ্চ নামীবাং নিয়তো গুণপ্রধানভাবোহন্তীত্যাহ—দুর্বিজ্ঞেরন্তেতি ।
 ইতি-শব্দো হেতুর্থঃ । যতো গুণপ্রধানকৃতো মতিবিজ্ঞমো লোকস্তোপলভ্যতে, তস্মাদসৌ
 দুর্বিজ্ঞেরো ন নিয়তোহন্তীতি যোজন্য । মতিবিজ্ঞমে বাদিবিপ্রতিপত্তিঃ হেতুমাহ—কর্ণৈবেতা-
 দিনা । কণং তর্হি নিশ্চয়ন্তত্যাহ—তত্রোতি । বেদবাদানুদাহরতি—পুণ্যো বা ইতি । আদি-
 পদেন ‘ধর্ম্মরক্ষা ব্রজেদুর্ধ্ব’ ইত্যাদয়ঃ স্মৃতিবাদা গৃহ্যন্তে । অধোদয় দাহ-সেনাদৌ কাল-অলন-
 সলিলাদেঃ প্রাধান্যপ্রদিশ্চেন কর্ণেব প্রধানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যন্তপীতি । অনৈকান্তিকত্বমপ্রধান-
 ত্বম্ । তত্র হেতুমাহ—শাস্ত্রেতি । ঋতিস্মৃতিলক্ষণং শাস্ত্রমুদাহৃতম্ । জগদ্বৈচিত্র্যানুপ-
 পত্তিনীত্যঃ । ২৮

ন ; অবিশ্বাপগমমাত্রত্বাদ ব্রহ্মপ্রাপ্তিকলশ্চ,—যদুক্তং ব্রহ্মপ্রাপ্তিকলং প্রতি দেবা
 বিদ্বং কুর্য়ুরিতি, তত্র ন দেবানাং বিদ্বকরণে সামর্থ্যম্ ; কস্মাৎ ? বিদ্বাকালানন্ত-
 রিতত্বাদ ব্রহ্মপ্রাপ্তিকলশ্চ ; কথম্ ; যথা লোকে দ্রষ্টুশ্চক্ষুব আলোকেন সংযোগো
 যৎকালঃ, তৎকাল এব রূপান্তিবাক্তিঃ, এবমান্নবিষয়ং বিজ্ঞানং যৎকালম্, তৎকাল
 এব তদ্বিশয়াজ্ঞানতিরোভাবঃ স্তাৎ ; অতো ব্রহ্মবিদ্যায়াং সত্যামবিদ্বাকার্য্যানু-
 পপত্তেঃ, প্রদীপ ইব তমঃকার্য্যশ্চ ; তৎ কেন কশ্চ বিদ্বং কুর্য়াদেবাঃ—যত্রান্নত্বমেব
 দেবানাং ব্রহ্মবিদঃ ২৯

কর্ণকলে দেবাদীনাং বিদ্বকর্তৃত্বং প্রসঙ্গাগতং নিরাকৃত্য বিদ্বাকলে তেবাং তদাশঙ্কিতং
 নিরাকরোতি—নাবিভেতি । তত্র নঞর্থমুক্তানুবাদপূর্বকং বিশদয়তি—যদুত্তমিতি । তত্র
 প্রশ্নপূর্বকং পূর্বোক্তং হেতুং স্মৃটয়তি—কস্মাদিতি । আত্মনো ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিরূপায়া মুক্তেরজ্ঞান-
 ক্ষম্তিমাত্রহাস্তস্তাচ্ছ জ্ঞানেন তুল্যকালহাস্তস্মিন সতি তস্ত কলস্তাবশ্যকত্বাদেবাদীনাং বিদ্বাচরণে
 নাবকাশোহন্তীত্যর্থঃ । উক্তমেবার্থমাকাক্ষাপূর্বকং দৃষ্টান্তেন সমর্থয়তে—কথমিত্যাदि ।
 ব্রহ্মবিদ্বাতৎকলয়োঃ সমানকালত্বেন কলিতমাহ—অত ইতি । দেবাদীনাং ব্রহ্মবিদ্বাকলে বিদ্ব-
 কর্তৃত্বভাবে হেতুস্তরমাহ—যত্রোতি । যস্তাং বিদ্বায়াং সত্যাং ব্রহ্মবিদো দেবাদীনামান্নত্বমেব,
 তস্তাং সত্যাং কণং তে তস্ত বিদ্বদাচরণঃ, স্ববিষয়ে তেবাং প্রাতিকূল্যাচরণানুপপত্তে-
 রিত্যর্থঃ । ২৯

তদেতদাহ—আত্মা স্বরূপং ধ্যেয়ম্ যন্তং সর্বশাষ্ট্রবিজ্ঞেয়ং ব্রহ্ম, হি যস্মাৎ
 এবাং দেবানাং স ব্রহ্মবিদ্ ভবতি—ব্রহ্মকৃষ্ণাসমকালমেবাবিদ্ধামাত্রব্যবধানাপগমাৎ
 শুক্তিকায় ইব রজতভাসায়াঃ শুক্তিকাস্থমিত্যবোচাম । অতো নান্দনঃ প্রতি-
 কূলত্বেন দেবানাং প্রবন্ধঃ সম্ভবতি । যন্ত হি অনান্নকৃতং কলং দেশকালনিমিত্তা-

স্তরিতম্, তত্রানান্নবিবরে সকলঃ প্রযত্তো বিদ্বাচরণায় দেবানাম্ ; ন হি বিদ্যা-
সমকাল আত্মভূতে দেশকালনিমিত্তানস্তরিতে, অবসরানুপপত্তেঃ । ৩০

উক্তার্থে সমনস্তরবাক্যমুখ্যং বাচষ্টে—তদেতদাহতি । কথং ব্রহ্মবিদ্যাসমকালমেব
ব্রহ্মবিদ্যেবাদীনামান্না ভবতি, তত্রাহ—অবিদ্যামাত্রৈতি । যথেনং রজতমিতি রজতাকারারঃ
শুক্তিকারঃ শুক্তিকারমবিদ্যামাত্রাব্যবহিতং, তথ! ব্রহ্মবিদোঃপি সর্বদ্বয়ে তন্মাত্রাব্যবধানাত্তত্ত্বাশ
বিদ্যোদয়ে নাস্তরীয়কত্বেন নিবৃত্তেৰ্ভুক্তং বিদ্যাতৎফলয়োঃ সমানকালম্ । উক্তং চৈতৎ প্রতি-
বচনদশারামিত্যর্থঃ । উক্তম্ হেতোরপেক্ষিতং বদন্ ব্রহ্মবিদো দেবাদ্যাত্ময়ে কলিতমাহ—অত
ইতি । কৈবলো তেষাং বিদ্বাকর্ষত্বে কৃত্য তৎকর্তৃত্যশঙ্কাহ—যত্ত্বাহীতি । তেষাং নিরতুশ-
প্রসঙ্গঃ বারয়তি—ন হিতি । সকলঃ প্রযত্ত্ব ইতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ । তত্ত্ব নিরবকাশাদিতি
হেতুমাহ—অবসরৈতি । ৩০

এবং তর্হি বিদ্যা প্রত্যয়সম্বন্ধাভাবাৎ বিপরীতপ্রত্যয়-তৎকার্য্যয়োশ্চ দর্শনাদন্ত্য
এবান্নপ্রত্যয়োহবিদ্যানিবর্তকঃ, ন তু পূর্ব ইতি । ন ; প্রথমেনানৈকান্তিকত্বাৎ—
যদি হি প্রথম আত্মবিবরঃ প্রত্যয়োহবিদ্যাঃ ন নিবর্তয়তি, তথাহ্যোহপি, তুল্যা-
বিষয়ত্বাৎ । এবং তর্হি সম্বন্ধোহবিদ্যানিবর্তকঃ, ন বিচ্ছিন্ন ইতি । ন ; জীব-
নার্যো সতি সম্বন্ধানুপপত্তেঃ—ন হি জীবনাদিহেতুকে প্রত্যয়ে সতি বিদ্যাপ্রত্যয়-
সম্বন্ধিক্রপপত্ততে, বিরোধাৎ । অথ জীবনাদিপ্রত্যয়তিরস্বরণেনৈব আ মরণান্তাৎ
বিদ্যাসম্বন্ধিরিতি চেৎ ; ন ; প্রত্যয়েন্তাসম্বন্ধানবধারণাৎ শাস্ত্রার্থানবধারণদোষাৎ
—ইয়তাং প্রত্যয়ানাং সম্বন্ধিরবিদ্যার নিবর্তিকৈত্যানবধারণাৎ শাস্ত্রার্থো নাবজি-
য়েত ; তচ্চানিষ্টম্ । সম্বন্ধিমাত্রত্বেহবধারিত এবৈতি চেৎ, ন আত্মস্তরোরবিশে-
ষাৎ—প্রথমা বিদ্যা-প্রত্যয়সম্বন্ধিঃ মরণকালান্তা বেতি বিশেষাভাবাৎ, আত্ম-
স্তরোঃ প্রত্যয়য়োঃ পূর্বোক্তৌ দোষৌ প্রসজ্যেয়াতাম্ । এবং তর্হি অনিবর্তক
এবেতি চেৎ, ন ; “তন্মাত্রং সর্বমভবৎ” ইতি শ্রুতেঃ, “ভিগতে হৃদয়গ্রহিঃ” “তত্র
কো মোহঃ” ইত্যাদিশ্রুতিভাশ্চ । ৩১

জ্ঞানজ্ঞানস্তরফলত্বাৎফলে দেবাদীনং ন বিদ্বাকর্ষত্বেভুক্তমুপেতাৎ স্বপ্নাঃ শব্দতে—এবং
তর্হীতি । জ্ঞানজ্ঞানস্তরফলত্বে ন তদজ্ঞানং নিবর্তয়েদজ্ঞানমিব তদজ্ঞানমপি, ব্রহ্মানীতি
জ্ঞানসম্বন্ধাভাবাৎ । ন চাদ্যমেব জ্ঞানমজ্ঞানংসি, প্রাপিবোদ্ধমপি রাগাদেস্তৎকার্য্যাত্ম চ দৃষ্টত্বাৎ ।
অন্তো দেহপাতকালীনং জ্ঞানমজ্ঞানং নিবর্তয়তীতি কুতো জীবমুক্তিরিত্যর্থঃ । অন্তাজ্ঞানজ্ঞা-
নানিবর্তকত্বং তৎসম্বন্ধতের্বা? প্রথমে তত্ত্বাসম্বন্ধাদাত্মবিষয়ত্বাৎ তৎসংসিদ্ধা? ইতি
বিকল্পোত্তরত্ব দৃষ্টান্তাভাবং মদ্য দ্বিতীয়ে দোষান্তরমাহ—ন প্রথমেনৈতি । তদেবাদুমানেন
কোরয়তি—বদি হীতি ।

কল্পান্তরং শব্দয়তি—এবং তর্হীতি । অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানসম্বন্ধিরজ্ঞানং নিবর্তয়তীত্যেতৎ-
দুর্বারতি—নেত্যাদিবা । জীবনাদিহেতুকঃ প্রত্যয়ো বুদ্ধিক্রিতোহং ভোক্তোহমিত্যাঙ্গিলক্ষণাঃ ।

তত্ত্ব বুদ্ধকাহ্নাপন্নতত্ত্ব একান্মীত্যাভিচ্ছিন্নপ্রত্যয়সত্ত্বতেন্দ বিকল্পতয়া যৌগপদ্যাধোপে হেতুমাং—
বিরোধাদিতি । প্রত্যয়সত্ত্বতিমুপপাদয়ন্নান্নকতে—অথেন্টি । উক্তরীত্যা প্রত্যয়সত্ত্বতিমুপেতা
দুষ্যতি—নেতাদিনা । তমেব দোষঃ বিশদয়তি—ইয়তামিতি । শাস্ত্রার্থো জ্ঞানসত্ত্বতিরজ্ঞানঃ
নিবর্তরতীত্যেবমান্বকঃ ।

আত্মেতোষোপাসীতেতি ঋতেরাজ্ঞান-সত্ত্বতিমাত্রসত্ত্বাবে ততো বিদ্যাধারাহবিদ্যাধাস্তি-
রিত শাস্ত্রার্থনিশ্চয়সিদ্ধিরিতাহ—সত্ত্বতীতি । আত্মবীসত্ত্বতেঃ সত্ত্বেনপি ন সাত্ত্ববিষয়ত্যাধিদ্যা-
ধারাহবিদ্যাঃ নিবর্তয়তি । আদ্যাধিত্রিকণশাস্ত্রবীসত্ত্বতো ব্যভিচারাদিতি পরিহরতি—নান্যন্তরো-
রিতি । পূর্বস্মিন্ প্রত্যয়ে নানিচ্ছানিবর্তকত্বম্, অস্তো তু তথেষুত্বেন্তত্ত্বাত্ত্বাত্ত্বাৎ চেদ্
দৃষ্টান্তাত্ত্বাৎ ; আত্মবিষয়ত্বাত্ত্বাবে প্রথমপ্রত্যয়ে ব্যভিচারঃ স্তাদিত্যুক্তো দোষো । আত্মা
সত্ত্বতিনাবিচ্ছাৎসিনী ; অন্ত্যা তু তথেষুত্বাকারেংপি বিশেষাভাবাদস্তাত্ত্বাত্ত্বাৎ নিবর্তকত্বে
দৃষ্টান্তাত্ত্বাৎ ; আত্মবিষয়ত্বাত্ত্বাবে ত্বনৈকান্তিকত্বমিতোতাবেব দোষো স্তাত্মমিত্যুক্তঃ
বিবৃণোতি—প্রথমেতি । অন্ত্যপ্রত্যয়স্ত তৎসত্ত্বতেন্দ্যাবিচ্ছানিবর্তকত্বাসত্ত্ববে প্রথমস্তাপি
রাগাঙ্গমুদৃত্য তদযোগাজ্ঞানমজ্ঞানানিবর্তকমেবেতি চোদয়তি—এবং তহীতি । ঋতি-
বিরোধেন পরিহরতি—ন তন্মাদিতি । ৩১

অর্থবাদ ইতি চেৎ ; ন ; সর্বশাখোপনিষদামর্থবাদত্বপ্রসঙ্গাৎ ; এতা-
বদ্ব্যত্রার্থত্বোপক্ষীণা হি সর্বশাখোপনিষদঃ । প্রত্যক্ষপ্রমিতাত্মবিষয়ত্বাদিত্ত্ববেতি
চেৎ ; ন ; উক্তপরিহারত্বাৎ—অবিচ্ছাণোকমোহভরাদিদোষনিবৃত্তেঃ প্রত্যক্ষত্বাদিতি
চোক্তঃ পরিহারঃ । তন্মাদাঙ্গঃ অন্ত্যঃ সত্ত্বতঃ অসত্ত্বতঃ—ইত্যেচোৎসমতং ;
অবিচ্ছাদিদোষনিবৃত্তিকলাবসানত্বাবিচ্ছায়াঃ—য এবাবিচ্ছাদিদোষনিবৃত্তিকলকৃতং
প্রত্যয়ঃ—আত্মঃ অন্ত্যঃ সত্ত্বতঃ অসত্ত্বতো বা, স এব বিচ্ছোভ্যভ্যাপগমাৎ ন চোত্তত্ত্বা
বতারগন্ধোহপ্যস্তুি । ৩২

তাসামর্থবাদত্বেনাবিবক্তিত্বং শব্দতে—অর্থবাদ ইতি চেদিতি । অতিপ্রসঙ্গেন দুষ্যতি—
ন সর্কেতি । যথোক্তঋতীনার্থবাদত্বেনপি কথঃ সর্বশাখোপনিষদাঃ তৎপ্রসঙ্গিরিতাত্মকত্বাহ—
এতাবদিতি । এতাবদ্ব্যত্রার্থত্বমাজ্ঞানান্তদজ্ঞাননিবৃত্তিরিত্যেতাবদ্ব্যত্রার্থত্ব সত্ত্বাৎ ; অহংধী-
গমে প্রতীচি তাসাং প্রবৃত্তেঃ সংবাদবিসংবাদাত্মাঃ মানবাবোগাদন্ত্যোবার্থবাদতেতি প্রসঙ্গত্বেন্দ-
শব্দতে—প্রত্যকেতি । প্রমাতুরহংধীগমাতা, নান্ননন্তংসাক্ষিণঃ ; তত্ত্ব বেদান্তা ত্রকত্বং বোধয়ন্তীতি
ন সংবাদাদিশব্দেত্যাং—নোক্তেতি । বিষদহুতবমাত্রিত্যাপি কলপ্রত্যয়বোধঃ সমাহিত-
বিত্যাং—অবিচ্ছোতি । আত্মজ্ঞানস্ত তদজ্ঞাননিবর্তকত্বে হিতে পরমতত্ত্ব নিরবকাশত্বং কলতী-
ত্যাং—তন্মাদিতি । চোক্তজ্ঞানবকাশত্বমেব বিশদয়তি—অবিচ্ছাদীতি । ৩২

যত্কৃতং বিপরীতপ্রত্যয়-তৎকার্য্যয়োশ্চ দর্শনাদিতি ; ন ; তচ্ছেবহিতিহেতু-
ত্বাৎ—যেন কর্ণশা শরীরমারকঃ তদ্বিপরীতপ্রত্যয়দোষনিবৃত্তিত্বাত্ত্বাৎ তথাত্ত্ব-
ত্বেব বিপরীতপ্রত্যয়দোষসংযুক্তস্ত কলদানে সামর্থ্যম্, ইতি যাবচ্ছরীরপাতঃ, তাবৎ
কলোপভোগাকতরা বিপরীতপ্রত্যয়ঃ রাগাদিদোষক তাবদ্ব্যত্রসাক্ষিপত্যেব—

মুক্তেযুবং প্রবৃত্তফলহাস্তক্কেতুকস্ত কৰ্ম্মণঃ । তেন ন তস্ত নিবর্তিকা বিজ্ঞা, অবিরো-
ধাৎ ; কিং তর্হি ? স্বাশ্রয়াদেব স্বাভাবিরোধি অনিষ্টাকার্যাং যুৎপিংস্ব, তন্নিকর্ণকি,
অনাগতহাৎ ; অতীতং হি ইতরং । ৩৩

জ্ঞানসত্ত্বেরস্তাজ্ঞানস্ত বাহজ্ঞানধ্বংসিত্বাসিদ্ধেরাভ্যমেব জ্ঞানং তথেষ্টুক্তং, সম্প্রতি পরোক্ত-
মমুবদতি—বস্তুজমিতি । দর্শনান্নাভ্যং জ্ঞানমজ্ঞানধ্বংসীতি শেষঃ । আরককৰ্ম্মণেবস্ত বিধেদেহ-
হিত্তিহেতুত্বাধিব্রুবাংপি যাবদারককৰ্ম্মণঃ রাগাদ্ভাভাবাবিরোধাত্তৎকয়ে চ দেহাভাসজগদা-
ভাসরোরভাবান্নাজ্ঞানস্তাজ্ঞাননিবর্তকত্বানুপপত্তিরিত্যুক্তরমাত—ন তচ্ছেষেতি । তদেব প্রপঞ্চ-
য়তি—যেনেত্যাদিনা । যচ্ছকপ্তাক্ষিপতীতানেন সংকঃ । আক্ষিপকত্বনিয়মং সাধয়তি—
বিপরীতেতি—মিথ্যাজ্ঞানেন রাগাদিদোষেণ চ নিমিত্তেন প্রবৃত্তহাদিতি যাবৎ । তথাভূতস্তেতাস্ত
বিবরণং বিপরীতপ্রত্যয়েতাদি । কশ্চৈব যষ্ঠা বিশেষ্যতে । তাবন্মাত্রঃ প্রতিভাসমাত্রশরীরম্ ।
আরককৰ্ম্মণোংপাজ্ঞানজগদ্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যত্বায় জ্ঞাননিবৃত্তো দেহাভাসোদি সম্ভবতীত্যশঙ্ক্যাহ—
মুক্তেযুবদিতি । যথা প্রবৃত্তবেগশ্চোদ্যেদেবৈগকরাদেবাপ্রতিবন্ধস্ত কয়ন্তথা ভোগাদেবারককৰ্ম্মণঃ,
'ভোগেন হিতরে কপয়িত্বা সম্পদ্যতে' ইতি স্মারাৎ, ন জ্ঞানাদিতার্থঃ । তক্কেতুকস্ত বিপরীত-
প্রত্যয়াদিপ্রতিভাসকার্যাজনকস্তেতি যাবৎ ।

নমু জ্ঞানমনারককৰ্ম্মবদারকমপি কৰ্ম্ম কৰ্ম্মত্বাবিশেষ্যান্নিবর্তয়িত্বাতি, নেতাহ—তেনেতি ।
অবিচ্ছালেশেন সহারকস্ত কৰ্ম্মণো বিজ্ঞা নিবর্তিকা ন ভবতীত্যত্র হেতুমাহ—অবিরোধাদিতি ।
ন হি জ্ঞানাদারকং কৰ্ম্ম ক্ষীয়তে তদবিরোধিত্বাদবিচ্ছালেশাচ্ছ নদবহিত্তেরন্তথা জীবন্তুক্তিশাস্ত্র-
বিরোধাদিতি ভাবঃ । আরকস্ত কৰ্ম্মণো জ্ঞাননিবর্ত্যত্বে জ্ঞানং কৰ্ম্মনিবর্তকমিতি কথং প্রসিদ্ধি-
রিত্যাহ—কিং তর্হিতি । প্রসিদ্ধিবিবরণমাহ—স্বাশ্রয়াদিতি । জ্ঞানবিরোধি যদজ্ঞানকার্যমানারকং
কৰ্ম্ম জ্ঞানান্নয়-প্রমাত্রাভ্যায়াদজ্ঞানং ফলাল্পনা জন্মাত্তিমূণং, তন্নিবর্তকং জ্ঞানমিতি প্রসিদ্ধির-
বিকল্পেতার্থঃ । বিমতং ন জ্ঞাননিবর্ত্যং কৰ্ম্মত্বাদারককৰ্ম্মবদিতানুমানাদনারকমপি কৰ্ম্ম ন
জ্ঞাননিবৃত্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অনাগতহাদিতি । অনারকং কৰ্ম্ম ফলরূপেণাপ্রবৃত্তহাৎ প্রবৃত্তেন
জ্ঞানেন নিবর্ত্যম্ । আরকং তু কৰ্ম্ম ফলরূপেণ জাতহাস্তভোগাদৃতে ন নিবর্তিমহতি । অনুমানঃ
হাগমাপবাধিতমপ্রমাণমিতার্থঃ । ৩৩

কিঞ্চ, নচ বিপরীতপ্রত্যয়ো বিজ্ঞাবত উৎপত্ততে, নিক্ষিপয়ত্বাৎ—অনবধৃত-
বিষয়বিশেষবস্বরূপং হি সামান্ত্রমাত্রমাত্রমিত্রিত্য বিপরীতপ্রত্যয় উৎপত্তমান উৎপত্ততে,
যথা—শুদ্ধিকার্যাং রজতমিতি । স চ বিষয়বিশেষাবধারণবতোহশেষবিপরীত-
প্রত্যয়ান্নয়স্তোপমর্দিতহাৎ ন পূর্ববৎ সম্ভবতি, শুদ্ধিকার্যে সম্যকপ্রত্যয়োৎপত্তৌ
পুনরদর্শনাৎ । ৩৪

মনানারককৰ্ম্মনিবৃত্তাবপি বিদ্যুৎশেদারককৰ্ম্ম ন নিবর্ততে, তথাচ যথাপূর্বং বিপরীতপ্রত্যয়াদি-
প্রবৃত্তেক্ষিৎসদবিষয়িশেষো ন স্তাদত আহ—কিঞ্চেতি । হেতুসিদ্ধার্থঃ বিপরীতপ্রত্যয়বিষয়
বিশদয়তি—অনবধৃততি । সম্প্রতি বিধিবিধয়ে বিষয়ভাবাবিপরীতপ্রত্যয়ানুপপত্তিৰুপপত্ততি—
স চেতি । আশ্রয়ভাবীতবিশেষস্ত সামান্ত্রমাত্রমাত্রমিত্রিত্য যাবৎ । আশ্রয়ভেদেতি পাঠে—

পায়মেবার্থঃ । বিদ্বষো বিপরীতপ্রত্যয়াদিপ্রতিভাসেহপি ন বধাপূৰ্ণঃ তৎসৰং, যন্ত তু বধাপূৰ্ণঃ
সংসারিষ্মিতাদিশ্রাব্যবিরোধাদিতি মহোক্তম্—ন পূৰ্ণবদिति । তদ্রানুভবঃ প্রমাণরতি—
শুক্তিকাদাবিতি । ৩৪

কচিং তু বিদ্বায়াঃ পূৰ্ণোৎপন্নবিপরীতপ্রত্যয়জনিতসংস্কারেভ্যো বিপরীত-
প্রত্যয়াবভাঙ্গাঃ স্মৃতয়ো জায়মানা বিপরীতপ্রত্যয়ভ্রান্তিমকস্মাৎ কুৰ্ণন্তি ; যথা—
বিজ্ঞাতদিগ্ভিভাগত্ৰাপি অকস্মাদিহিপর্যায়বিভ্রমঃ । সমাগজ্ঞানবতোহপি চেৎ
পূৰ্ণবদিপরীতপ্রত্যয় উৎপত্ততে, সমাগজ্ঞানেহপাবিশ্রান্তাৎ শাস্ত্রার্থবিজ্ঞানাদৌ
প্রবৃত্তিরসমঞ্জসা স্তাৎ, সৰ্ব্বত্র প্রমাণমপ্রমাণং সম্পত্তেত ; প্রমাণাপ্রমাণয়োৰ্বিশে-
ষানুপপত্তেঃ । এতেন সমাগজ্ঞানান্তরমেব শরীরপাতাভাবঃ কস্মাৎ ?—ইত্যেতৎ
পরিহৃতম্ । ৩৫

যথাজ্ঞানবতো বিপরীতপ্রত্যয়ভাবোহনুভূয়তে, তথা তদ্বতোহপি কচিবিপরীতপ্রত্যয়ো
দৃশ্যতে, তথা চ কথং তদানুভববিরোধো ন এসরেদিতাশঙ্কা পরোকজ্ঞানবতি বিপরীতপ্রত্যয়-
সত্ত্বেহপি নাপরোকজ্ঞানবতি তদ্বাদ্ভিত্যভিপ্ৰেতাঃ—কচিষিতি । পরোকজ্ঞানধারণঃ
সমুদ্যতঃ । পক্ষ্মী উপরোকজ্ঞানার্থা । অকস্মাদিতাজ্ঞানান্তিরিক্তকঃ স্তসামগ্র্যভাবোক্তিঃ ।

বিদ্বষো মিথ্যাজ্ঞানাতাঃসমুদ্ভূত্ । বিপক্ষে, দোষমাহ—সমাগিতি । তৎপূৰ্ণকৰ্মমুষ্ঠানমাদি-
শঙ্কার্থঃ । সমাগজ্ঞানাবিশ্রান্তে দোষান্তরমাহ—সৰ্ব্বঃ চৈতি । জ্ঞানাদজ্ঞানধ্বংসে তদ্ব্যমিথ্যা-
জ্ঞানস্ত সবিষয়স্ত বাহিত্যহ্ম বিদ্বষো রাগাদিরিভূতপাপাচ্চ জ্ঞানমোক্কে তজ্জন্মমাত্রেণ শরীরঃ
স্থিতিহেতুভাবাৎ পতেদिति সম্ভোমুক্তিপক্ষঃ প্রত্যাহ—এতেনেতি । প্রবৃত্তকলস্ত কৰ্ম্মণো
ভোগাদৃতে কয়ো নাস্তীত্যুক্তেন জ্ঞানেনেতি যাবৎ । ৩৬

জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাগৃক্তং তৎকাল-জন্মান্তরসংকিতানাঞ্চ কৰ্ম্মণামপ্রবৃত্তফলানাং
বিনাশঃ সিক্কো ভবতি, ফলপ্রাপ্তিবিঘ্ননিষেধক্ৰতেরেব ; “কীরন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি”,
“তস্ত তাবদেব চিরম্,” “সৰ্কে পাপ্যানঃ প্রদূরন্তে,” “তং বিদিত্বা ন লিপ্যতে
কৰ্ম্মণা পাপকেন” “এতম্ হৈবৈতে ন তরতঃ,” “নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ,” “এতৎ
হ বাব ন তপতি,” “ন বিভেতি কৃতশ্চন” ইত্যাদিশ্রুতিভাষ্চ ; “জ্ঞানায়িঃ সৰ্ব-
কৰ্ম্মাণি ভঙ্গসাৎ কুরুতে” ইত্যাদিশ্রুতিভাষ্চ । ৩৭

আরককৰ্ম্মণা দেহস্থিতিমুক্তে তরেবাঃ জ্ঞাননিবর্ত্যব্রহ্মসংস্কারতি—জ্ঞানোৎপত্তেরিতি । তস্ত
হ ন দেবান্দনেতি বিদ্বষো বিদ্বাকলপ্রাপ্তৌ বিঘ্ননিষেধক্ৰতানুপপত্তা যথোক্তার্থো ভাতীত্যর্থঃ ।
ন কেবলঃ ক্রতার্থাপত্তা যথোক্তার্থসিক্কিঃ, কিন্তু ক্রতিশ্রুতিভাষণীত্যাহ—কীরন্তে চেত্য-
দিনা । ৩৬

যত্ন ঋণৈঃ প্রতিবধ্যত ইতি, তন্ন, অবিজ্ঞাবিবরত্বাৎ,—অবিজ্ঞাবান্ হি ঋণী, তস্ত
কৰ্ত্তব্যাহ্ব্যপত্তেঃ, “যত্র বাস্তদিব তাত্ত্বাত্তোহন্তং পত্তেৎ” ইতি হি বক্ষ্যতি ।
অনন্তং সৎসত্ত আত্মাধ্যম্, যদ্বাবিজ্ঞানং সত্যামন্তমিব স্তাৎ, তিমিরকৃতবিভীষচক্রেবৎ,

তত্রাবিষ্টাকৃতানেককারকাপেক্ষং দর্শনাদি কৰ্ম তৎকৃতং ফলঞ্চ দর্শয়তি—তত্রাষ্টো-
হুত্বং পণ্ডেদিত্যাদিনা । যত্র পুনর্বিষ্ঠায়াং সত্যামবিদ্যাকৃতানেকতত্ত্বমপ্রাহণম্,
“তৎ কেন কং পণ্ডেং” ইতি কৰ্ম্মাসম্ভবং দশয়তি । তস্মাদবিদ্যাবিষয় এব
ঋণিত্বম্, কৰ্ম্মসম্ভবাং, নেতরত্র । এতচ্চোক্তবত্র ব্যাচিখ্যাসিদ্ধ্যামণেরেব বাট্যৈ-
কিত্তরেণ প্রদর্শয়িত্যাম্ । ৩৭

জীবন্তুস্তিঃ সাধবতা ত্তানকলে প্রতিবন্ধাভাব উক্তং, ইদান পুনোক্ত শঙ্কাবীজমমুদতি—
যয়িতি । ঋণিত্বং হি বিদ্রবোঃবিদ্রবো বেতি বিকল্পাঃচ দ্বয়মন্দি ঐযমকীকবেতি—তন্নৈত্যা-
দিনা । ঋণিত্ত্বেন্তি শেষঃ । তদেব স্মৃটযতি—অবিদ্যাবানি । অবিদ্রবোঃস্ত কৰ্ত্ত্বাদীতাত্র
মানমাহ—যত্রোতি । বন্ধমাণবাকার্থঃ প্রকৃতোপযোগিহেন ঐযযতি—অনন্তমিতি । ঋণিত্বং
বিদ্রবো নেতাত্তং বাক্যকৰ্ত্ত্বং তস্ত নান্তি কৰ্ত্ত্বাদীতাত্রোপি প্রমাণমাহ—যত্র পুনরিতি । বিদ্রাবাং
সত্যামবিদ্যাবাস্তবকৃতানেকতত্ত্বমস্ত চ প্রাহণং যত্র সম্পদ্যতে, তত্র তস্মাদেব কারণং তৎ
কেনেতাদিনা কস্মাদেবসম্ভবং দর্শয়তীতি যোজনা । প্রমাণসিদ্ধমর্থঃ নিগময়তি—তস্মাদিতি । ৩৭

তদ্যপেইহৈব তাবৎ—অথ যঃ কশ্চিদপ্রাক্ষবিং অগাম আত্মনো ব্যতিরিক্তাং
যাং কাঞ্চিদেবতাম্ উপাস্তে—স্তুতিনমস্কাবগাংবল্যাপহাবপ্রণিধানধ্যানাদিনা উপ
আস্তে—তস্তা গুণভাবমুপগম্য আস্তে—অন্তোহসাপনান্না মন্তঃ পৃথক্, অন্তোহহ-
মস্মাধিকৃতঃ, ময়্যৈশ্চ ঋণিবং প্রতিকৰ্ত্তব্যম্—ইত্যেব পত্যমঃ সন্ উপাস্তে, ন স
ইথংপ্রত্যয়ঃ বেদ বিজ্ঞানাতি তত্ত্বম্ । ন স কেবলমেবমুত্তোহবিদ্বান্ অবিদ্যাদি-
দোষবানেব, কিং তর্হি, যণা পশুর্গবাদিঃ বাহনদোহনাঢ্যপকাবৈকপভূজ্যতে, এবং
স ইজ্যাদ্যনেকোপকাবৈকপভোক্তব্যাত্ত্বাং একৈকেন দেবাদানাম ; অতঃ পশুরিব
সর্কাপেষু কৰ্ম্মস্বধিকৃত ইত্যর্থঃ । ৩৮

অবিদ্যাবিষয়মৃণিত্বমিত্যেতৎ প্রপঞ্চয়ন্তিবিদ্যাসুত্রমবতাবয়তি—এতচ্চেতি । তদৃণিত্বমবিদ্যা-
বিষয়ং যথা স্মৃটং ভবতি, তথা “অথ নোহস্তাম্” ইত্যাদাবনন্তবগ্রহ এব কথ্যতে প্রথমমিত্যর্থঃ ।
তদক্ষরাণি ব্যাকরোতি—অথৈত্যাদিনা । বিদ্যাসুত্রানন্ত্যামবিদ্যাসুত্রা(হা)ধণকার্থঃ । যাপো
গকপুস্পাদিনা পূজা । বলুপহাবো নৈবেদ্যসমর্পণম্ । প্রণিধানমৈকাগ্রাম্ । ধ্যানং তত্রে-
বানন্তরিতপ্রত্যয়প্রবাহকরণম্ । আদিপদং প্রদক্ষিণাদিগ্রহণার্থম্ । ভেদদর্শনমত্রোপাসনং ন
শাস্ত্রীয়মিত্যভিপ্রৈত্যতদেব বিবৃণোতি—অন্তোহসাবিতি । তস্ত মূলমাহ—ন স ইতি ।
বাক্যান্তরমবত্যাং ব্যাচষ্টে—ন স কেবলমিতি । নোহবিদ্বানেবমুক্তদৃষ্টান্তবশাং পশুরিব দেবানাং
ভবতি । তেবাং মধ্যে তত্ঠৈকৈকেন বহুভিন্নপকারৈর্ভোগাদিতি যোজনা । পশুসাম্যো
সিদ্ধমর্থং কথয়তি—অত ইতি । ৩৮

এতস্ত হি অবিদ্রবো বর্ণাপ্রমাদিপ্রবিভাগবতোহধিকৃতস্ত কৰ্ম্মণো বিদ্যাসহিতস্ত
কেবলস্ত চ শাস্ত্রোক্তস্ত কার্য্যং মনুষ্যাদিকো ব্রহ্মান্ত উৎকর্ষঃ ; শাস্ত্রোক্তবিপ-
রীতস্ত চ স্বাভাবিকস্ত কার্য্যং মনুষ্যাদিক এব স্বাববাস্তোহপকর্ষঃ ; যথা কৈতন্ত্ৰং,

তথা “অথ ব্রহ্মো বাব লোকাঃ” ইত্যাদিনা বক্ষ্যামঃ কৃত্বেনৈবাবধ্যায়শেষেণ ।
বিদ্যায়ান্ধ কার্য্যং সৰ্ব্বাশ্চভাবাপত্তিরিত্যেতৎ সংক্ষেপতো দৰ্শিতম্ । সৰ্ব্বা হীরমূপ-
নিষদবিদ্যাবিভাগপ্রদর্শনেনৈবোপক্ষীণা । যথা চৈবোহর্থঃ কৃত্বন্ত শাস্ত্রস্ত, তথা
প্রদর্শয়িষ্যামঃ । ৩৯

অথানেনাবিজ্ঞানত্রেণ কিং কৃতং ভবতীত্যপেক্ষায়ামবিজ্ঞাযাঃ সংসারহেতুঃ হৃদিতমিতি
বক্তৃমবিজ্ঞাকাযা কৰ্ম্মফলঃ সজ্জিপতি—এতস্তেতাদিনা । কৰ্ম্মসহায়ভূতা বিজ্ঞা দেবতা-
ধানাস্মিকা । শাস্ত্রাযবৎ স্বাভাবিককল্পণোপি দৈবিত্যং সৃষ্টিতুং চ শকঃ । তত্র তু সহকাৰিণী
বিজ্ঞানপ্রদীপনাদিরূপেতি ভেদঃ । কথং যথোক্তং কল্পফলমবিজ্ঞাবতঃ স্তাদিভাষ্যাত্ত—যথা
চেতি । সত্রোবধাশঙ্কার্থং বিজ্ঞানস্বার্থমমুদামতি—বিজ্ঞায়ান্তেতি । স্ত্রাস্ত্রবাণকং বাবরতি—
সম্বা হতি । কথমেতদবগম্যতে, তত্রাহ—যথোক্তং । ৩৯

যস্মাদেবম্, তস্মাদবিদ্যাবস্তুং পুরুষং প্রতি দেবা ঈশতে এব বিদ্বঃ কর্তৃম্
অমুগ্রহঞ্চ, ইত্যেতদদর্শয়তি—যথা ই বৈ লোকে বহবো গোহৃদাদয়ঃ পশবঃ মনুষ্যা
স্বামিনমায়নঃ অধিষ্ঠাতারঃ ভৃগুঃ পালয়েয়ুঃ, এবং বহুপশুস্থানীয়ে একৈকো-
হবিদ্বান্ পুরুষো দেবান্,—দেবানিতি পিত্র্যাপলক্ষণার্থম্,—ভুনক্তি পালয়তীতি—
ইমে ইন্দ্রাদয়ঃ অস্ত্রে মত্তঃ মমেশিতারঃ, ভূত্যা ইবাহমেবাঃ স্বতিনমস্বারেজাদিনা-
বাবনঃ কৃদ্ধাভ্যাদয়ঃ নিঃশ্রেয়সঞ্চ তৎপ্রভ ফলং প্রাপ্যামীত্যেবমভিসন্ধিঃ । ৪০

মনুষ্যাণামবিজ্ঞাবতাং দেবপশুহুে হিতে কনি তমাহ—যস্মাদিহ । এত প্রমাণহেনোত্তর
বাক্যস্বাপরতি—এতমিতি । কিমিদমবিজ্ঞাবতে, দেবাদিপালনমিত্যশঙ্কঃ বাক্যাত্যপগমাহ—
ইম ইন্দ্রাদয় ইতি । অভিসন্ধিরবিজ্ঞাবতঃ পুরুষস্তেতি শ্রবঃ । ৪০

তত্র লোকে বহুপশুমতো যথা একস্মিন্নেব পশ্বাদীয়েমানে ব্যাঘ্রাদিনা
অপহ্নিয়মাণে মহদপ্রিয়ং ভবতি ; তথা বহুপশুস্থানীয়ে একস্মিন্ পুরুষে পশুত্বাৎ
বৃষ্টিষ্ঠতি অপ্রিয়ং ভবতীতি কিং চিত্রং দেবানাম্, বহুপশুপতরণ ইব কুটুস্থিনঃ ।
তস্মাদেবাং দেবানাং তন্ন প্রিয়ম্ ; কিং তৎ ? যদেতদ্ ব্রহ্মায়তনঃ কণঞ্চন
মনুষ্যা বিভাঃ বিজ্ঞানীযুঃ । তথা চ অরণমমুগীতাস্থ ভগবতো বাসস্ত—

“ক্রিয়াবত্তিহি কৌন্তেয় দেবলোকঃ সমাবৃতঃ ।

ন চৈতদিষ্টং দেবানাং মৰ্ত্ত্যৈরুপরি বৰ্ত্তনম্ ॥” ইতি ।

অতো দেবাঃ পশুনিব ব্যাঘ্রাদিত্যাঃ, ব্রহ্মবিজ্ঞানাদ্ বিঘ্নমাচিকীৰ্ত্তি—
অমুগ্রপতোগাত্মাং বা ব্যুত্তিষ্ঠেয়ুরিতি । যং তু মূমোচয়িষ্যন্তি, তং ব্রহ্মবিজ্ঞান-
ক্যন্তি, বিপরীতমব্রহ্মবিজ্ঞানঃ । তস্মান্মনুষ্যদেবারাধনপরঃ ব্রহ্মতত্ত্বপরঃ প্রণেয়ো-
হপ্রমাণী স্তাৎ বিদ্যাপ্রাপ্তিং প্রতি বিদ্যাং প্রতীতি বা, কাকৈতৎ প্রদর্শিতং
ভবতি দেবারাধনমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ ১০ ॥

একস্মিন্নেবেতাদিবা কামাদায় ব্যাচষ্টে—তজ্জৈতি । মনুষ্যাণাং পশুভাবাদ্ভুখানমগ্রিং দেবানামিতি হিতে তদুপায়মপি তবজ্ঞানং তেবাং দেবা বিদ্বিস্তীত্যাহ—তস্মাদিতি । তববিভার্য্যো নোঁভাঃ কথকনেতৃত্বম্ । মনুষ্যাণামুৎকর্ষং দেবা ন মনুষ্যস্তীত্যত্র প্রশংসনম্—তথা চেতি । তেবাং ব্রহ্মবিভার্য্য কৈবল্যপ্রাপ্তিঃ স্তুতয়ামনিষ্টেতি ভাবঃ ।

দেবাদীনাম্ মনুষ্যেব ব্রহ্মজ্ঞানস্তাপ্রিয়ং হেতুপি কিং স্তাদিত্যাশঙ্কাহ—অত ইতি । তেবাং বিদ্বদ্ভাচর্য্যতামতিপ্রায়মাহ—অস্মাদিতি । তর্হি দেবাদিভিরূপহতানাং মনুষ্যাণাং মনুজৈব ন ন সম্পদ্ব্যেতেত্যাশঙ্কাহ—যং হিতি । উক্তং হি—

“ন দেবা দত্তমাদায় রক্ষন্তি পশুপালবৎ ।

যং হি রক্ষিতুমিচ্ছন্তি বুধ্যা সংবেদয়ন্তি তন্” ॥ ইতি ॥

তর্হি কিমিতি সর্বানুব দেবা নানুগৃহস্তীত্যশঙ্কাহ—বিপরীতমিতি । দেবতাপরানুগৃহ-মুয়োচয়িমিত্যমিতি যাবৎ । সম্প্রতি দেবতাপ্রিয়বাকোন জনিতমর্থমাহ—তস্মাদিতি । অবিশ্বংস মনুষ্যেব দেবাদীনাম্ স্বাতন্ত্র্যং তচ্ছকার্য্যঃ । শ্রদ্ধাদিপ্রধানস্তদারাদনপরঃ সন্ দেবাদীনাম্প্রিয়ঃ স্তাত্ত্বিপক্ষস্ত মুক্তাবৈকল্যাদিত্যর্থঃ । তৎস্বীতিবিষয়ন্ত তৎপ্রসাদাসাদিত্যৈবারণ্যঃ সর্বাপি কর্ম্মণি সংস্কৃত্য বিভ্রাণাপকপ্রবণাদিকং প্রতি একাগ্র মনঃ স্তাদিত্যাহ—অপ্রমাদীতি । প্রবণাদিকমনুষ্ঠিতগ্রপি বর্ণাশ্রমচারপরো ভবেৎ, অশ্রুধা বিভ্রালক্ষণে ফলে প্রতিবন্ধসম্ভবাদি-ত্যাশংক্যমাহ—বিভ্রাৎ প্রতীতি । ভয়াদিনিমিত্তা শ্বনেবিকৃতিঃ কাকুচ্চাতে, যথাহ—‘কাকুঃ স্ত্রিয়াং বিকারো যঃ শোকস্তীত্যাদিভিক্ষণেনঃ’ ইতি । তস্মা কাকা কাশ্রুতেঃ স্বরকম্পেন(ণ) ভয়-ম্পসজ্জা দেবাদিভজনে কল্লাতে তাৎপর্য্যমিত্যাহ—কাকৈতি ॥ ৪৭ ॥ ১০ ॥

ভাস্ক্যানুবাদঃ—এখানে ব্রহ্ম অর্থ—অপর ব্রহ্ম (কার্য্য ব্রহ্ম) ; কেন না, সর্কাস্বভাবপ্রাপ্তি যখন ক্রিয়াসাধ্য, তখন তাঁহার সম্বন্ধেই ঐরূপ ফল-প্রাপ্তির কথা উপপন্ন হয়, কিন্তু পরব্রহ্মের যে সর্কাস্বভাব, তাহা কোনও ক্রিয়া দ্বারা নিপন্ন নয়, তাহা তাঁহার স্বাভাবিক ; অথচ “তস্মাৎ তৎ সর্বম্ অভবৎ” এই শ্রুতি অত্রত্য সর্কভাবাপত্তিকে বিজ্ঞানের ফল বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন । অতএব “এখানে ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ” এই ব্রহ্ম-শব্দের অপর ব্রহ্ম অর্থ হওয়াই উচিত । ১

অথবা মনুষ্যাধিকারের প্রসঙ্গে যখন এই কথা বলা হইতেছে, তখন, যে ব্রাহ্মণ বিদ্যাবলে সর্কভাবাপন্ন হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ উপযুক্ত ব্রাহ্মণও এখানে ব্রহ্ম-শব্দে অভিহিত হইতে পারেন । কেন না, এখানে “সর্বং ভবিষ্যন্তো মনুষ্যা মনুষ্যন্তে” এই শ্রুতিতে মনুষ্যগণেরই উল্লেখ রহিয়াছে ; আর অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের উপায়ানুষ্ঠানে যে, মনুষ্যগণেরই বিশেষাধিকার আছে, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । কিন্তু পরব্রহ্ম বা অপর ব্রহ্ম প্রমাণপতি কাকারো তাহাতে অধিকার নাই । অতএব বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্মসম্বন্ধ ও দৈতসম্বন্ধসম্বিত অপর-ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে যিনি অপর ব্রহ্মভাব

প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং সৰ্ব্বপ্রকার ভোগ্য সামগ্রী হইতে বিরত ও সৰ্ব্বভাবপ্রাপ্তি নিবন্ধন যাহার কাম-কৰ্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও পরব্রহ্মভাব লাভ করিতে সমর্থ, ব্রহ্মবিদ্যার সম্বন্ধ নিবন্ধন ব্রহ্মভাবী তাদৃশ জীবই এখানে ব্রহ্মশব্দে অভিহিত হইতেছে। ব্যবহারক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ বৃত্তি বা অবস্থা ধরিয়াও শব্দ প্রয়োগ করিতে দেখা যায়, যথা—‘ওদনং পচতি’ (ভাত পাক করিতেছে), প্রকৃত পক্ষে কিন্তু চাউলই পাক করে, ভাত পাক করে না; কারণ, চাউল পাক করিলে যাহা হয়, তাহারই নাম ভাত (ওদন); স্মৃতরাং বলিতে হইবে যে, সেখানে চাউলের ভবিষ্যৎ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। শব্দেও ঐরূপ ব্যবহার দেখা যায়; যথা—‘পরিব্রাজকঃ সৰ্ব্বভূতভয়দক্ষিণাম্’ (পরিব্রাজক, দক্ষিণারূপে, সৰ্ব্বভূতে অভয়প্রদান করিবে)। সৰ্ব্বভূতে অভয় দান হইতেছে পারিব্রাজ্য-গ্রহণের (পরিব্রাজক হইবার প্রধান) অঙ্গ; (এখানে কিন্তু অগ্রেই সেই ভবিষ্যৎ পারিব্রাজ্যকে সিদ্ধবৎ গ্রহণ করা হইয়াছে); এখানেও তদ্রূপ। এইরূপ বৃত্তি অনুসারে কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মভাবী—ব্রহ্মনিষ্ঠ জীবই এখানে ব্রহ্মশব্দের অর্থ, অপর কিছু নহে। ২

না, এরূপ ব্যাখ্যা সম্ভব হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে সৰ্ব্বভাবাপত্তি-রূপ ফলের অনিত্যতা-দোষ আসিতে পারে। জগতে এরূপ কোনও সত্য পদার্থ নাই, যাহা নিত্য, অথচ কারণবিশেষের সহযোগে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। এইরূপ সৰ্ব্বভাবাপত্তি ফল যদি ব্রহ্মবিজ্ঞানরূপ কারণ হইতেই সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার নিত্যতাবাদ নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ হয়। আর যদি উক্ত অনিত্যই হয়, তাহা হইলেও উহা যে, কৰ্ম্মফলেরই তুল্য হইয়া পড়ে, এ দোষ পূর্বেই কথিত হইয়াছে। ৩

আর যদি মনে কর, ব্রহ্মবিদ্যার ফল যে, সৰ্ব্বভাবাপত্তি, তাহার অর্থ—অবিদ্যাকৃত অসৰ্ব্বভাবনিবৃত্তি মাত্র, তন্নিম্ন আর কিছুই নহে; তাহা হইলেও ব্রহ্মশব্দে ব্রহ্মভাবী পুরুষের কল্পনা করা বিফল হইয়া যায়; অর্থাৎ যদি তুমি মনে কর যে, প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্বেও সমস্ত জীবই ব্রহ্মবরূপ, এবং ব্রহ্মবরূপ বলিয়া চিরকালই ব্রহ্মভাবাপন্ন; কেবল অবিদ্যাবশে যেমন গুস্তিতে রজতের আরোপ হইয়া থাকে; অথবা নভোমণ্ডলে যেমন তল-মলিনাদিত্যবের আরোপ হইয়া থাকে, তেমনি এই ব্রহ্মতেও অবিদ্যার প্রভাবে অসৰ্ব্ব ও অব্রহ্মভাব আরোপিত হইয়াছে; ব্রহ্মবিদ্যা তাহারই নিবৃত্তিসাধন করিয়া থাকে; তাহা

হইলে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থস্বরূপ যে পরব্রহ্ম, সৃষ্টির পূর্বেও যিনি বিদ্যমান ছিলেন, “ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসীৎ” বাক্যে সেই ব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন, একথা বলাই যুক্তিযুক্ত হয় । কেন না, যথার্থ তত্ত্ব প্রতিপাদন করাই বেদের স্বভাব, কিন্তু যে লোক ভবিষ্যতে ব্রহ্মভাব লাভ করিবে, অগ্রেই তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া কল্পনা করা কখনই যুক্তিযুক্ত হয় না ; কারণ, ঐরূপ অর্থ—ব্রহ্ম-শব্দের বাহা মুখ্যার্থ, তাহার বিপরীত ; অধিকন্তু, বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে যথাক্রম অর্থ পরিত্যাগ করিয়া যে, অশ্রুতার্থের কল্পনা করা, তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ । ৪

আর যদি বল, অবিদ্যাকৃত অব্রহ্ম ও অসর্বভাব ভিন্নও স্বতন্ত্র অসর্বভাব ও অব্রহ্মভাব নিশ্চয়ই আছে । না ; [যদি ঐরূপ থাকে, তাহা হইলে] ব্রহ্মবিদ্যায় তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না ; কেন না, বিদ্যা যে, সাংক্কাৎ সম্বন্ধে কোনও সত্য বস্তুর অপলাপ বা উৎপাদন করিতে পারে, ইহা কোথাও দেখা যায় না ; পরন্তু সর্বত্রই অবিদ্যামাত্র নিবারণ করিতে দেখা যায় । তদ্রূপ এখানেও ব্রহ্ম-বিদ্যা কেবল অবিদ্যাকৃত অব্রহ্ম ও অসর্বভাবই নিবারণ করিতে পারে, কিন্তু কখনও কোনও পারমাণ্বিক বস্তু জন্মাইতে বা নিবারণ করিতে পারে না (১) । অতএব যথাক্রম অর্থ পরিত্যাগ করিয়া যে, অশ্রুতার্থের কল্পনা করা, তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । ৫

বদি বল, ব্রহ্মেতে অবিদ্যা থাকা কখনই সম্ভব হয় না ; না, সে কথাও সঙ্গত হয় না ; কারণ ? যেহেতু [শাস্ত্রে] ব্রহ্ম-জ্ঞানের বিধি রহিয়াছে । শুদ্ধিতে যদি রজতের অধারোপ না থাকে, তাহা হইলে, শুদ্ধি চকুর গোচর হইলে পর ‘ইহা শুদ্ধি—রজত নহে,’ এরূপ উপদেশের কখনও আবশ্যক হয় না ; এইরূপ, ব্রহ্মেতে যদি অবিদ্যার আরোপ না থাকিত, তাহা হইলে কখনই ‘এ সমস্তই সৎ, এ সমস্তই ব্রহ্ম, এ সমস্তই আত্মা’ ‘ব্রহ্মাতিরিক্ত এই দ্বৈতের সত্তা নাই ।’ ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মবিষয়ে একত্ববিজ্ঞানের বিধান আবশ্যক হইত না । [পক্ষান্তরে যদি বল যে,] শুদ্ধিকার হ্রাস ব্রহ্মেতেও অতদ্ব্যর্থের (অব্রহ্মভাবের) আরোপ যে আদৌ নাই, এ কথা আমরা বলিতেছি না ; তবে কি না, ব্রহ্ম নিজেই আপনাতে অধ্যস্ত অব্রহ্মধর্ম আরোপের নিমিত্ত বা কারণ নহে, এবং তিনি তাহার কর্তাও নহে ।

(১) তাৎপৰ্য্য—জ্ঞানের সঙ্গে সাধারণতঃ অজ্ঞানেরই বিরোধ ; সেই কারণে আনোদয়ে অজ্ঞানের ধ্বংস হইয়া থাকে ; কিন্তু বাহা অজ্ঞান বা অজ্ঞানের ফল নহে, তাহা কখনই জ্ঞান দ্বারা নিপুট হয় না ; কাজেই অব্রহ্ম ও অসর্বভাব যদি অবিভাজনিত না হইয়া সত্য পদার্থই হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞান ভঙ্গিলেও সেই অসর্বভাব ও অব্রহ্মভাব বিদ্যত হইতে পারে না ।

[হাঁ, এরূপ বলিলে,] ব্রহ্ম অবিদ্যার কর্তা বা ভ্রান্তিবৃত্ত হন না সত্য, কিন্তু ব্রহ্মভিন্ন আর কোনও চেতনপদার্থ যে অবিদ্যার কর্তা কিংবা ভ্রান্তিবৃত্ত, তাহাও ত তোমার অভিপ্রেত নহে। বিশেষতঃ ‘ব্রহ্মাতিরিক্ত অস্ত্র কোনও বিজ্ঞাতা নাই’, ‘এতদতিরিক্ত অপর বিজ্ঞাতা নাই’ ‘তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ’, ‘আত্মাকেই অবগত হইয়াছিলেন’, ‘আমি ব্রহ্মস্বরূপ’ [যিনি মনে করেন] ইনি অস্ত্র এবং আমি অস্ত্র, বস্তুতঃ তিনি জ্ঞানেন না’ ইত্যাদি বহু শ্রুতি হইতে, এবং ‘সর্বভূতে সমান,’ ‘হে জিতেন্দ্রি অর্জুন, আমিই আত্মা’ ‘কুহুরে ও চণ্ডালে’ ‘যিনি সর্বভূতকে’ ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতে, এবং ‘যাহাতে সমস্ত ভূত বর্তমান’ এই মন্ত্র হইতেও যথোক্ত অভিপ্রায়ই জানা যায়। ৬

ভাল কথা, [ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বিজ্ঞাতা না থাকাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ত] শাস্ত্রোপদেশের কোনই আবশ্যকতা হয় না ; সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যাসম্বন্ধে প্রদত্ত শাস্ত্রোপদেশও নিরর্থক হয়। হাঁ, এ কথা সত্যই বটে, ব্রহ্মাবগতির পর, শাস্ত্রোপদেশ অনর্থক হয় হউক ; (তাহাতে ক্ষতি কি ?) যদি বল, ব্রহ্মাবগতিও অনর্থক বা নিম্নপ্রয়োজন হইয়া পড়ে ? না, সে কথা বলিতে পার না ; কারণ, অবগতি দ্বারা যে, ব্রহ্মবিষয়ক অনবগতি বা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, ইহা ত প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। যদি বল, একত্বপক্ষে, সেই অজ্ঞাননিবৃত্তিও সম্ভব হয় না ; না ;—সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, ইহা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ কথা ; একত্ববিজ্ঞানে যে, অজ্ঞাননিবৃত্তি হয়, ইহা ত প্রত্যক্ষতাই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিষয়কেও অসঙ্গত বা অযৌক্তিক বলিলে, তাহাও দৃষ্টবিরুদ্ধ কথা হইয়া পড়ে ; আর প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ কথা কেহ স্বীকারও করে না ; বিশেষতঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়াই দৃষ্টবিষয়ে অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি হইতে পারে না। যদি বল, প্রত্যক্ষ-দর্শনেও যে অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি হয়, সে সম্বন্ধেও ইহাই যুক্তি, অর্থাৎ অনুভবসিদ্ধ দর্শনে বাচনিক অসঙ্গতি কখনই বাধক হইতে পারে না। ৭

তাহার পর, ‘পুণ্যকর্ম দ্বারা পুণ্যবান, আর পাপ দ্বারা পাপী হয়’, ‘বিদ্যা (জ্ঞান) ও কর্ম তাহার অনুগামী হয়’, ‘পুরুষ (জীবাত্মা) মনন, অবধারণ ও ক্রিয়ার কর্তা’ ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি হইতে পরমাত্মার বিপরীতস্বভাব-সম্পন্ন স্বতন্ত্র সংসারী আত্মার অস্তিত্ব জানা যাইতেছে, আর ‘সেই এই আত্মা (পরব্রহ্ম) ইহা নহে ইহা নহে’ ‘অশনায়ামি (ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি) অতিক্রম করে’, ‘যে আত্মা নিষ্পাপ এবং অরামরণবর্জিত’, ‘এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) শাসনে’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জীববিলকণ পরমাত্মার সম্ভাব অবগত হওয়া

যায় ; এবং কণাদ ও গৌতম প্রভৃতিকর্তৃক প্রণীত তর্কশাস্ত্রে যুক্তি দ্বারাও সংসারী জীবের বিপরীতস্বভাবাপন্ন জৈবের অস্তিত্ব সাধিত হইয়াছে । বিশেষতঃ জীবের সাংসারিক দুঃখজালা নিবৃত্তির চেষ্টাদর্শনেও বুঝা যায় যে, সংসারী জীব নিশ্চয়ই জৈবের হইতে পৃথক্ পদার্থ, ‘তিনি বাগিন্দ্রিয়রহিত ও আদররহিত’ ‘হে পার্থ (অর্জুন,) ত্রিজগতে আমার কিছুই কর্তব্য নাই’ ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্রও উক্ত অভিপ্রায়ই সমর্থন করিতেছে । তাহার পর, ‘তঁাহাকে অন্বেষণ করিবে, তঁাহাকেই জানিবে’ ‘তঁাহাকে জানিলেই আর লিপ্ত হয় না’, ‘ব্রহ্মবিৎ পরমপুরুষ আত্মাকে লাভ করেন’ ‘একইরূপ দর্শন করিবে’ ‘হে গার্গি, যে ব্যক্তি এই অক্ষর—পরব্রহ্মকে না জানিয়া’ ‘ধীর পুরুষ তঁাহাকেই অবগত হইয়া’ ‘প্রণবকে ধনুঃ, আত্মাকে শর, আর ব্রহ্মকে তাহার লক্ষ্য বা বেধ্য বলা হইয়া থাকে’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে [জীব ও ব্রহ্মের] কর্তা ও কর্মরূপে নির্দেশ হইতেও [জীব ও পর-মাত্মার ভেদ সমর্থিত হইতেছে] ।

তাহার পর, মুমুক্শু ব্যক্তির দেহত্যাগের পর গমনোপযোগী মার্গবিশেষের উপদেশ হইতেও [উক্ত সিদ্ধান্তই প্রমাণিত হয়] ; কারণ, জীব ও পরমাত্মার যদি ভেদ না থাকে, তাহা হইলে, কাহার কোথা হইতে গতি হইবে ? আর গমনা-ভাবে তত্প্রযোগী দক্ষিণায়ণ ও উত্তরায়ণ, এই দ্বিবিধ মার্গোপদেশও উপপন্ন হয় না, এবং গন্তব্য স্থানের উল্লেখও উপপন্ন হয় না ; পক্ষান্তরে, জীব পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হইলে তাহার (পরিচ্ছিন্ন জীবের) পক্ষে উক্ত সমস্ত কথাই সুসঙ্গত হইতে পারে । ৮

কর্ম ও জ্ঞানসাধনের উপদেশও ইহার অপর কারণ ; কেননা, সংসারী জীব যদি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হয়, তাহা হইলেই তাহার সম্বন্ধে মুক্তির জন্ত জ্ঞানোপদেশ ও অভ্যাসের স্বর্গাদিফলের জন্ত কর্মোপদেশ আবশ্যক হইতে পারে ; কিন্তু জৈবের সম্বন্ধে সেরূপ উপদেশ কখনই সঙ্গত হইতে পারে না ; কারণ, তিনি আপ্তকাম, অর্থাৎ তাঁহার অপ্রাপ্ত এমন কোনও কাম্যবস্তু নাই, বাহা তাঁহাকে পাইতে হইবে । অতএব ব্রহ্ম-শব্দে যে, ব্রহ্মভাবী পুরুষ অভিহিত হইতেছেন, ইহাই যুক্তিযুক্ত ; এ কথা যদি বল, তত্বতরে আমরা বলি যে, না, তাহাও যুক্তি-যুক্ত হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে ব্রহ্মোপদেশের আনর্থক্য হইতে পারে,—ব্রহ্মভাবী পুরুষ যদি ব্রহ্ম না হইয়াও কেবল ‘আমি ব্রহ্ম’ এই প্রকারে আত্মস্বরূপ অবগত হইয়াই সর্বস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, সংসারী-আত্মার বিজ্ঞানেই তাহার সেই সর্বস্বভাবরূপ বিজ্ঞানফলের সিদ্ধি সম্ভাবনা থাকায়, নিশ্চয়ই পরব্রহ্মোপদেশ নিরর্থক হইয়া পড়ে । ৯

পুনশ্চ যদি বল, কোনরূপ পুরুষার্থসিদ্ধির উপায়রূপে আত্মবিজ্ঞানের বিনিয়োগ বা প্রয়োগ না থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, সংসারীর ব্রহ্মত্ব-সম্পাদনের নিমিত্তই “অহং ব্রহ্মস্মি” এই উপদেশ; কেন না, ব্রহ্মের স্বরূপ জানা না থাকিলে ‘আমি ব্রহ্ম’ বলিয়া কিসের সম্পাদন করিবে? (১) কারণ, ব্রহ্মলক্ষণ যথাযথরূপে বিজ্ঞাত থাকিলেই আত্মাতে তত্ত্বাব সম্পাদন করা যাইতে পারে, নচেৎ নহে। না, এ কথাও হইতে পারে না; কারণ, ‘এই আত্মা ব্রহ্ম-স্বরূপ’, ‘বাহ্য সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম’ ‘যে আত্মা’ ‘তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা’ এই প্রকরণে ‘সেই এই আত্মা হইতে’ ইত্যাদি সহস্র সহস্র শ্রুতিতে ব্রহ্ম ও আত্মা-শব্দের সাম্যধিকরণ্য নির্দেশ হইতে ব্রহ্ম ও আত্মাশব্দের একার্থত্ব প্রতীত হইতেছে। অত্ৰ পদার্থকেই অত্ৰ পদার্থরূপে সম্পাদন (আরোপ) করা হইয়া থাকে, কিন্তু অভিন্ন পদার্থকে কখনই আরোপ করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ ‘এই সমস্তই সেই আত্মা’ এই শ্রুতিও প্রস্তাবিত দ্রষ্টব্য আত্মারই একত্ব প্রদর্শন করিতেছে। অতএব এখানে কিছুতেই আত্মার ব্রহ্মত্ব সম্পাদন করা (আরোপ করা) উপপন্ন হইতে পারে না। ১০

ব্রহ্মোপদেশের এতস্তির যে অত্ৰ কোন প্রকার প্রয়োজন আছে, তাহাও জানা যাইতেছে না; কারণ, ‘ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হন’ ‘হে জনক, তুমি অভয় ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছ’, এবং ‘নিশ্চয়ই ব্রহ্ম বস্ত্র অভয়’ ইত্যাদি শ্রুতিতে কেবল ব্রহ্মত্বাপত্তিই একমাত্র প্রয়োজন শ্রুত হইতেছে। ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ চিন্তা যদি সম্পদ হয়, তাহা হইলে কখনই ব্রহ্মত্বাপত্তি কল সিদ্ধ হইতে পারে না; কারণ, এক পদার্থ কখনই অপর পদার্থ হইয়া যাইতে পারে না। যদি বল, বচনের (শ্রুতিবাক্যের) বলে সম্পদ্রূপাসনার ফলেও তত্ত্বাপত্তি হইবে; আমরা বলি, না, তাহা হইতে পারে না; কেন না, ‘সম্পদ’ উপাসনা ত জ্ঞান বা চিন্তা ভিন্ন আর কিছুই নহে; আর জ্ঞান যে, একমাত্র মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রমনিবৃত্তি ছাড়া আর কিছুমাত্র করিতে পারে না, এ কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। বিশেষতঃ শুধু শাস্ত্রীয় বচন ত কখনও

(১) তাৎপর্য—উপাসনা অনেক প্রকার—‘সম্পদ উপাসনা’ তাহারই অন্ততম। সম্পদ অর্থ—অপেক্ষাকৃত অপরূপ কোন এক বস্তুকে উৎকৃষ্ট বস্তুর সহিত অভিন্নভাবে চিন্তা করা। এখানেও সংসারী জীব ব্রহ্মোপেক্ষা অপরূপ, তাই তাহার আপনাতে ব্রহ্মত্ব সম্পাদন করা আবশ্যক হইতেছে; অথচ যে বস্তু জানা ওনা নাই, সেজন্য বস্তুতে তত্ত্বাব সম্পাদন করা কোন-রূপেই সম্ভবপর হয় না; এইজন্য সংসারী জীবের পক্ষে ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যিক হইতেছে। শ্রুতি “অহং ব্রহ্মস্মি” কথায় সেই অপেক্ষাকৃত বিষয়টির নির্দেশ করিয়াছেন যাহা।

কোনও বস্তুর শক্তিবিশেষ সমুৎপাদনে সমর্থ নহে, শাস্ত্রমাত্রই জ্ঞাপক অর্থাৎ অবিজ্ঞাত বস্তুকে জ্ঞানগোচর করিয়া দেওয়ারই শাস্ত্রের প্রধান কার্য্য, কিন্তু কোন বস্তুর শক্তিবিশেষ উৎপাদন বা অপনয়ন করা তাহার কার্য্য নহে ; ইহা সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত । ‘সেই এই পরমেশ্বর ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট’ ইত্যাদি বাক্যে পরব্রহ্মেরই প্রবেশ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে । অতএব, এখানে ব্রহ্ম-শব্দে ব্রহ্মতাবী পুরুষের অর্থাৎ যে পুরুষ ব্রহ্মভাব লাভ করিবেন, তাহার গ্রহণ করা সমীচীন হইতেছে না । ১১

বিশেষতঃ একরূপ অর্থ করিলে অভীষ্ট অর্থেরও ব্যাঘাত হইয়া পড়ে—ব্রহ্ম বস্তুটি সৈন্ধবপিণ্ডের ত্রায় ভিতরে বাহিরে—সর্ব্বত্রই একরস অর্থাৎ একরূপ, এইরূপ বিজ্ঞান সমুৎপাদন করাই যে, এই সমগ্র উপনিষদের অভিমত প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহা এই উপনিষদেরই মধুকাণ্ড ও মুনিকাণ্ডের অন্তে অবধারণবাক্য হইতে জানা যাইতেছে । [মধুকাণ্ডের শেষে আছে—] “ইতানুশাসনম্” (ইহাই অনুশাসন), আর [মুনিকাণ্ডের শেষে আছে—] “এতাবদ্ অরে খলু অমৃতত্বম্” অর্থাৎ ইহাই নিশ্চিত অমৃতত্ব । এইরূপ, সর্ব্বশাখীয় উপনিষৎ-সমূহেরও ব্রহ্মৈকত্ব-বিজ্ঞানই একমাত্র অর্থ বা প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া অবধারিত হইয়াছে । এমত অবস্থায়, ‘আত্মানম্ এব অবেৎ’ বাক্যে যদি ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে সংসারী আত্মা কল্পিত হয়, তাহা হইলে শ্রুতির অভীষ্ট একত্ববিজ্ঞান বাধিত হইয়া যায় ; তাহার ফলে উপক্রম ও উপসংহারের বিরোধ ঘটায় শাস্ত্রেরই অসামঞ্জস্য কল্পনা করিতে হয় । ঐরূপ নির্দেশের অনুপপত্তিও অপর কারণ,—“আত্মানম্ এব অবেৎ” বাক্যে যদি সংসারী আত্মারই কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে “আত্মানমেব অবেৎ” বাক্যটি ব্রহ্ম-বিজ্ঞা নামে অভিহিত হইতে পারিত না ; কেন না, এই পক্ষে সংসারী আত্মারই বেত্তৃত্ব (বিজ্ঞেয়ত্ব) হইয়া পড়ে (কিন্তু পরব্রহ্মের নহে) । ১২

যদি বল, ‘আত্মা’ শব্দে বেত্তা—উপাসকের অতিরিক্ত অল্প বস্তুর কথা বলা হইয়াছে ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ (‘আমি ব্রহ্ম-রূপ’) এইরূপে বিশেষিত করা হইয়াছে । অল্প পদার্থই যদি বেদ্য হইত, তাহা হইলে ‘অয়ম্ অর্সো’ অর্থাৎ ‘ইনি অমুকস্বরূপ’ এইরূপই নির্দেশ করা উচিত হইত ; কিন্তু কখনই ‘অহম্ অস্মি’ বলা সঙ্গত হইত না । এখানে বিশেষ করিয়া ‘অহম্ অস্মি’ বলায় এবং “আত্মানমেব অবেৎ” এইরূপ অবধারণ থাকায় নিঃসংশয়ে বুঝা যাইতেছে যে, অজ্ঞাত আত্মা অর্থ কখনই ব্রহ্মভিন্ন সংসারী হইতে পারে না । আর এইরূপ অর্থ হইলেই “আত্মানমেবাৱেৎ” বাক্যের “ব্রহ্মবিজ্ঞা” নামে

অভিধান করাও সম্ভব হইতে পারে, নচেৎ নহে ; পক্ষান্তরে এক্রূপ অর্থ না হইলে ইহা ‘সংসারি-বিজ্ঞা’ নামে অভিহিত হওয়াই উচিত ছিল । সূর্য্যের সম্বন্ধে আলোক ও অন্ধকারের জ্ঞান, একই পদার্থের সম্বন্ধে ব্রহ্মত্ব ও অব্রহ্মত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের উপপন্ন হইতে পারে না ; কারণ, একই সূর্য্যের আলোক ও অন্ধকারের সহিত সম্বন্ধলাভ বেক্রূপ বিরুদ্ধ, ইহাও তদ্রূপ বিরুদ্ধ ; [সুতরাং একই বস্তুর উক্ত উভয়বিধ ভাব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না] । ১৩

আর যদি ঐ উভয়কেই ইহার নিমিত্তরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও ইহার কেবল ‘ব্রহ্মবিজ্ঞা’ নামকরণ সম্ভব হয় না ; বরং তাহা হইলে ‘ব্রহ্মবিজ্ঞা’ ও ‘সংসারিবিজ্ঞা’, এই উভয় নামে ব্যৱহার করাই সম্ভব হয় ; কিন্তু তৎজ্ঞান উপদেশ করাই যদি বিবক্ষিত হয়, অর্থাৎ শ্রুতির অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে কখনই ওরূপ অর্জজরতীর্য্যভাব কল্পনা করা সম্ভব হইতে পারে না (১) ; কারণ, তাহা হইলে উপদিষ্ট বিষয়ে শ্রোতার সংশয় উপস্থিত হইতে পারে । অণচ ‘বাহার নিশ্চিত বুদ্ধি হয়, কোনরূপ সংশয় না থাকে’ এবং ‘সংশয়ান্বক লোক বিনষ্ট হয়’ ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, নিশ্চয়ান্বক জ্ঞানই পরমপুরুষার্থ মুক্তির সাধন ; অতএব পরহিতার্থী ব্যক্তির পক্ষে সংশয়ান্বক বাক্যার্থ কল্পনা করা কখনই উচিত হয় না । ১৪

আর যদি বল, “তদাঙ্গানমেবাবেষৎ” ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে আমাদের জ্ঞান ব্রহ্মতেও যে, সাধকত্ব-কল্পনা, তাহা সম্ভব নহে ; না, এক্রূপ আপত্তিও করিতে পার না ; কারণ, তাহা হইলে শাস্ত্রবাক্যের প্রতি তিরস্কার বা অনুযোগ করিতে হয় ; কারণ, ইহা ত আর আমাদের কল্পনা নয়, পরন্তু শাস্ত্রই ঐরূপ কল্পনা করিয়াছেন ; সুতরাং এই উপালম্ব বা অনুযোগ শাস্ত্রের উপরই প্রযোজ্য, (আমাদের উপরে নহে) ; অণচ ব্রহ্মের প্রিয়-সাধনের ইচ্ছায় প্রকৃতার্থের বিপরীত কল্পনা দ্বারা কখনই শাস্ত্রার্থ পরিত্যাগ করা উচিত হয় না । আরও এক কথা, শুধু এই সাধকত্ব-কল্পনাতেই তোমার অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না ; কারণ, আগতিক নানাস্ব বা বিভাগমাত্রই ত ব্রহ্মতে পরিকল্পিত ভিন্ন আর কিছুই নহে ; ইহা—‘তীহাকে এক প্রকারেই দর্শন করিবে’ ‘এজগতে নানা—ব্রহ্মভিন্ন কিছুই

(১) তাৎপৰ্য্য—‘অর্জজরতীর’ জ্ঞানটি এক্রূপ—একই ব্যক্তির অর্জাংশে বোধন, আর অর্জাংশে জরা (বার্দ্ধক্য) । বোধনাংশে যুবকমূলত জোশ, আর জরাতারাত্মক অংশে প্রাণীনমূলত জ্ঞানবানাদি করিতে পারে ; এক্রূপ ব্যবস্থা যেমন সম্ভবপর হয় না, তেমনই একই বিভ্রান্তে ‘ব্রহ্মবিজ্ঞা’ ও ‘সংসারিবিজ্ঞা’ এই উভয়ভাবে কল্পনা করা হইতে পারে না ।

নাই' 'বে অবস্থার বৈতের জ্ঞান হয়', 'নিশ্চয়ই তিনি এক ও অদ্বিতীয়' ইত্যাদি বাক্যশেষ হইতে প্রতিপন্ন হয় । বিশেষতঃ যখন সর্বপ্রকার লৌকিক ব্যবহারই একমাত্র ব্রহ্মেতে পরিকল্পিত, প্রকৃতপক্ষে কোনটিই সং নহে, তখন, ব্রহ্মের কেবল সাধক-কল্পনাতেই যে, অশোভনত্ব বলা, ইচ্ছা অতি সামান্য কথা (উপেক্ষার যোগ্য) । ১৫

অতএব, প্রষ্টাকপে, 'বে ব্রহ্ম প্রবেশ করিয়াছেন, এখানে তিনিই ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ; প্রতিব 'ই' শব্দের অর্থ—অবধারণ; 'ইদ' অর্থ—শরীরমধ্যস্থরূপে বাহ্য গৃহীত হয়; অগ্রে অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের পূর্বে, সে সময়েও এ সমস্ত ব্রহ্মস্বরূপই ছিল; কিন্তু প্রতিবোধ বা সম্যক জ্ঞানের অভাবে অবদ্ব্যতন ও অসঙ্গত অধ্যায়োপিত হওয়ায়—'আমি কর্তা, ক্রিয়াসম্পন্ন এবং স্বকৃত ক্রিয়াদর্শনের ভোক্তা, সুখী, তৃপ্তী ও সন্তোষ' ইত্যাদি ভাবনিচয় আত্মাতে অধ্যায়োপিত কাব্যরূপে থাকে; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তৎকালেও কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদির বিপরীত ব্রহ্মস্বরূপই এবং সর্বাত্মকই ছিল । দয়ালু আচার্য্য কোন রকমে বুঝাইয়া দিলেন যে, 'তুমি সংসারী নহে'; শিষ্য সেই প্রতিবোধের ফলে স্বাভাবিক আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন । প্রতিব 'এব' শব্দের অভিপ্রায় এই যে, [তিনি যাহা জানিয়াছিলেন, তাহাতে] কোন প্রকার অবিজ্ঞানসম্মানোপিত বিশেষ ধর্মের সম্বন্ধ ছিল না । ১৬

এখন জিজ্ঞাসা করি, এই স্বাভাবিক আত্মাটি কে?—বাহ্যকে স্বয়ং ব্রহ্মও অবগত হইয়াছিলেন? কেন, আত্মার কথা কি স্বয়ং কবিতেন না?—'যিনি ইহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান-ব্যাপার করিতেছেন' এইরূপে ত অগ্রেই এই আত্মার স্বরূপ প্রদর্শন করা হইয়াছে । [আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি,] লোকে যেমন এটি গো, এটি অশ্ব ইত্যাদি নির্দেশ করিয়া থাকে, তুমিও তেমনি পরোক্ষভাবেই আত্মার নির্দেশ করিতেছ, কিম্বা প্রত্যক্ষ ত দেখাইতে পারিতেছ না? ভাল কথা, এরূপ নির্দেশই যদি আবশ্যক মনে কর, তাহা হইলে বলিতেছি—সেই আত্মা হইতেছেন স্রষ্টা (দর্শনের কর্তা), শ্রোতা (বাক্য-শ্রবণের কর্তা), মন্তা (সদস্য চিন্তার কর্তা) ও বিজ্ঞাতা (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের কর্তা); সূত্রায় শ্রবণাদি ক্রিয়ার সহযোগে আত্মা ত প্রত্যক্ষবৎই প্রদর্শিত হইল । ভাল কথা, এরূপেও আত্মাকে দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্তা বলাতে তাঁহার স্বরূপ ও প্রত্যক্ষতঃ প্রদর্শন করান হইতেছে না; কেননা, গমনক্রিয়া আর গন্তার স্বরূপ এক নহে, ছেদনই ত ছেদনকর্তার স্বরূপ নয় । আচ্ছা, তাহা হইলে বলিতেছি

—যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা, শ্রবণের শ্রোতা, মননের কৰ্ত্তা ও বিজ্ঞানেরও বিজ্ঞাতা, তিনিই সেই আত্মা । ১৭

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, তোমার এই শেষ উত্তরেও দ্রষ্টার সম্বন্ধে পূৰ্ব্বাপেক্ষা কি বিশেষ বলা হইল ? আত্মা দৃষ্টিরই (জ্ঞানেরই) দ্রষ্টা হউক, বা ঘট্টেরই দ্রষ্টা হউক, সৰ্ব্বত্রই দ্রষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে । তুমি ‘দৃষ্টির দ্রষ্টা’ বলিয়া কেবল দ্রষ্টব্য বিষয় সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ বিশেষ বলিতেছ ; কিন্তু দ্রষ্টা যদি দৃষ্টির কিংবা ঘট্টের দর্শনকৰ্ত্তা হয়, তাহা হইলেও তিনি দ্রষ্টাই, তত্ত্বিন্ন আর কিছুই নহে । না, তাহা নহে ; কারণ, এখানেও বিশেষত্বের উপপত্তি হয়—এখানেও বিশেষ আছে—যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা, তিনিও যদি দৃষ্টিস্বরূপই হন, তাহা হইলে দৃষ্টি (জ্ঞান) সৰ্ব্বদাই তাহার দর্শনগোচর হইতে পারে, কখনই দ্রষ্টার অবিজ্ঞাত থাকিতে পারে না । দ্রষ্টার দৃষ্টি (জ্ঞানস্বভাব) নিত্য হওয়া আবশ্যক, আর দ্রষ্টার দৃষ্টি বা প্রকাশশক্তি যদি অনিত্য (সাময়িক) হয়, তাহা হইলে, যে দৃষ্টিটি তাহার দৃশ্য অর্থাৎ প্রকাশনীয়, সময়বিশেষে হয় ত সেই দৃষ্টিটি দর্শনের বিষয় না হইতেও পারে ; যেমন অনিত্য লোকদৃষ্টি দ্বারা দৃশ্য ঘটাদি বস্তু [সময়ে দৃষ্ট হয়, আবার সময়ে অদৃষ্ট থাকে] : দৃষ্টির দ্রষ্টা কিন্তু তদ্রূপ কখনও দৃষ্টিকে প্রকাশ না করিয়া থাকে না, অর্থাৎ বুদ্ধিতে যখনই বৈরূপ রাত্তির উদয় হয়, স্বতঃ প্রকাশমান দ্রষ্টা (আত্মা) তৎকণাৎ সেই বুদ্ধিবিজ্ঞানকে প্রকাশিত করিয়া থাকে ; জ্ঞান কখনও আত্মার অবিজ্ঞাত থাকে না ; কাজেই আত্মার দৃষ্টিকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । ১৮

ভাল, তবে কি দ্রষ্টার দৃষ্টি দুইটা ?—একটি নিত্য অথচ অদৃশ্য, আর অপরটা অনিত্য অথচ দৃশ্য ? হাঁ, দ্রষ্টার অনিত্য দৃষ্টি ত (ঘটপটাদিবিষয়ক জ্ঞান ত) প্রসিদ্ধই আছে ; কেননা, জগতে অন্ধ ও অনন্ধ দুই প্রকারই লোক দেখিতে পাওয়া যায় । দৃষ্টি যদি কেবল নিত্যই হইত, তাহা হইলে কেহই আর অন্ধ থাকিত না ; দ্রষ্টার দৃষ্টি কিন্তু নিত্য অর্থাৎ সৰ্ব্বদাই বিদ্যমান ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—‘দ্রষ্টার দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় না’ ; অজ্ঞান দ্বারাও ইহা সমর্থিত হইতে পারে—দেখিতে পাওয়া যায়, অন্ধ ব্যক্তিও স্বপ্নসময়ে প্রাতিভাসিক ঘটাদিবিষয়ক দৃষ্টি লাভ করিয়া থাকে, অর্থাৎ অন্ধ ব্যক্তিকেও স্বপ্নসময়ে ঘটাদি বিষয় দর্শন করিতে দেখা যায়, তবেই হইল যে, বাহ্য দৃষ্টি বিলুপ্ত হইলেও সেই নিত্য দৃষ্টিটি কখনও বিলুপ্ত হয় না ; তাহাই দ্রষ্টার প্রকৃত দৃষ্টি । দ্রষ্টা আপনার স্বরূপভূক্ত স্বয়ং প্রকাশ-নামক সেই অবিলুপ্ত নিত্য দৃষ্টি দ্বারা—স্বপ্ন ও জাগ্রৎসময়ে বাসনাধর ও বুদ্ধি-বৃত্তিরূপ

অপর দৃষ্টিটিকে সর্বদা দর্শন করেন ; এইজন্যই তাকে দৃষ্টির দ্রষ্টা বলা হইয়া থাকে । এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হইল, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, অগ্নির উত্তমতঃ যেকণ স্বাভাবিক, তদ্রূপ এই নিত্য দৃষ্টিই আত্মা প্রকৃত স্বরূপ, কিন্তু কণাদমতে যেকণ দৃষ্টির (জ্ঞানের) অতিরিক্ত চেতন আত্মা একটি পৃথক পদার্থ, বেদান্তের আত্মা সেরূপ পৃথক বস্তু নহে । ১৯

সেই এক আপনাকে অধ্যারোপিত অনিত্যাদিদৃষ্টিবিজ্ঞিত স্ব-স্বরূপকেই জানিয়াছিলেন । এখন আপত্তি হইতেছে যে, ‘বিজ্ঞাতান বিজ্ঞান’-কথা ত প্রতিবিরুদ্ধ ; কারণ, প্রতি বলিতেছেন—‘বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতাকে জানিবে না’ ইত্যাদি । না, এবং বিধ বিজ্ঞানে কিছুমাত্র বিরোধ হয় না, কেন না, আত্মা যে দৃষ্টিরও দ্রষ্টা, অর্থাৎ সলজ্ঞানের প্রকাশক, ইহা ত নিশ্চয়ই জানা যাইতেছে । বিশেষতঃ আত্মাকে সাধারণতঃ জ্ঞানান্তর-নিরপেক্ষও বলিতে হইবে, কেননা, দ্রষ্টার নিত্য-বিজ্ঞান-সম্বন্ধ বিজ্ঞাত থাকিলে, দ্রষ্টার সম্বন্ধে আন অগ্ন বিজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষাও হয় না, অর্থাৎ দ্রষ্টা অপর জ্ঞানের সাহায্যে আপনাকে জানিয়া থাকে—এরূপ জানিতে কাহারও ইচ্ছা হয় না । দ্রষ্টার অতিরিক্ত বিজ্ঞানসম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর হয় না বলিয়াই, দ্রষ্টৃবিষয়ে অগ্ন দৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়া যায় ; কেন না, যে বিষয় বিদ্যমান নাই—নিত্যন্ত অসত্য, তাহা জানিবার জন্য কাহারো আগ্রহ হয় না বা হইতে পারে না । আন দগ্ধ-দৃষ্টি অর্থাৎ আত্ম-প্রকাশ বুদ্ধিবৃত্তিও কখনই দ্রষ্টাকে (আত্মাকে) প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না ; সুতরাং তাহা জানিবার জন্য জ্ঞানাকাঙ্ক্ষাও উপস্থিত হয় না, তা’ছাড়া, আপনার বিষয়ে আপনার আকাঙ্ক্ষা হওয়া সম্ভবপরও হয় না । অতএব, “আত্মানম্ এব অবৎ” কথার অর্থ—অজ্ঞানরূত কলুষাদি আরোপনিবৃত্তিমাত্র, কিন্তু আত্মাকে প্রকাশিত করা নহে (১) ২০

তিনি কিপ্রকার জানিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—‘আমি হইতেছি দৃষ্টির

(১) তাৎপৰ্য্য—আপত্তি হইয়াছিল, আত্মা যখন স্বপ্রকাশ, আন জ্ঞান বা জ্ঞানী অর্থ যখন বিষয়কে প্রকাশকরা ; অথচ স্বপ্রকাশকে প্রকাশ করাও যখন অসম্ভব, এখন উক্ত প্রতির অর্থ সঙ্গত হয় কিরূপে ? ভাস্করকার তত্ত্বতরে বলিতেছেন যে, এখানে ‘অবৎ’ (জানিয়াছিলেন) কথার অর্থ—প্রকাশ করা নহে, কিন্তু অজ্ঞানের মহিমা আত্মাতে যে, কর্তৃৎ ভৌত্বাদি জড়ধর্ম আরোপিত হইয়াছিল, কেবল তাহার নিবৃত্তি করাই এখানে “অবৎ” কথার অর্থ ; কেননা, “যস্মৈ প্রকাশমানম্ভাং নাতাস উপযুক্তাতে ।” অর্থাৎ যস্মৈ প্রকাশমান পদার্থকে প্রকাশ করা কখনও সম্ভবপর হয় না ।

দ্রষ্টা (বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশক) আত্মা—ব্রহ্মস্বরূপ, [এই প্রকার জানিয়াছিলেন] । এখানে ব্রহ্ম অর্থ—যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ সর্বাস্তর অশনাদির অতীত “নেতি নেতি” শ্রুতিপ্রতিপাদ্য এবং অমূল ও অনণু ইত্যাদিপ্রকারে সর্বজগৎ-বিলক্ষণ; সেই ব্রহ্মই আমি, কিন্তু আপনি যেস্বরূপ বলিতেছেন, আমি বস্তুতঃ সেরূপ ব্রহ্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সংসারী নহি। অতএব, এবংবিধ জ্ঞানের প্রভাবে সেই ব্রহ্ম সর্বাঙ্গক হইয়াছিলেন, অর্থাৎ আরোপিত অব্রহ্মভাব ও অসর্বভাব নিবৃত্তি করিয়া সর্বাঙ্গভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। অতএব মনুশ্যেরা যে, ব্রহ্মবিজ্ঞা দ্বারা সর্বভাবাপন্ন হইব বলিয়া মনে করে, তাহা যুক্তিবদ্ধই বটে। পূর্বে যে প্রশ্ন করা হইয়াছিল—সেই ব্রহ্ম আবার কাহাকে জানিয়াছিলেন? বাহাকে জানিয়া তিনি সর্বাঙ্গক হইয়াছেন? “ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসীৎ” ইত্যাদি বাক্যে তাহারই উত্তর নিরূপিত হইল। ২১।

এই জগতে দেবগণের মধ্যে যিনি যিনি প্রতিবুদ্ধ হইয়াছিলেন অর্থাৎ যথোক্ত বিধানে আত্মস্বরূপ জানিয়াছিলেন, প্রতিবুদ্ধ সেই সেই আত্মাই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এইরূপ ঋষিগণের মধ্যে এবং সেইরূপ মনুশ্যগণের মধ্যেও হইয়াছিল। এখানে যে, দেবমনুশ্যাদি বিভাগের উক্তি করা হইতেছে, তাহা কেবল লৌকিক ব্যবহারানুযায়িমাত্র, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানানুসারী নহে; কেননা, “পুং পুরুষ আবিশৎ” এই সকল শ্রুতি অনুসারে, ব্রহ্মই যে, সর্বত্র অমুখ্যত আছেন, একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। অতএব বুঝিতে হইবে, শ্রুতিতে যে, ‘দেবানাম্’ ইত্যাদি ভেদোক্ত করা হইয়াছে, তাহা কেবল শরীরাদি-উপাধিকৃত লোকপ্রতীতির অনুযায়িমাত্র; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বিজ্ঞানলাভের পূর্বেও, সেই সমস্ত দেবাদি শরীরেও ব্রহ্ম বিদ্যমানই ছিলেন, কেবল বুদ্ধিদোষে অল্পপ্রকার প্রতীতি হইত মাত্র। পরে তিনি আত্মাকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানপ্রভাবেই সর্বাঙ্গভাব লাভ করিয়াছিলেন। ২২।

এই ব্রহ্ম-বিজ্ঞা হইতে যে, সর্বভাবপ্রাপ্তিরূপ ফল লাভ হয়, এ কথার দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ শ্রুতি নিজেই মন্ত্রসমূহের উল্লেখ করিতেছেন। তাহা কি প্রকার? না, বামদেবনামক ঋষি—‘আমি হইতেছি এই ব্রহ্ম-স্বরূপ’ এই প্রকার আত্ম-দর্শন লাভ করত, অর্থাৎ এইরূপ ব্রহ্মদর্শনের ফলে তৎকালেই আপনার সর্বাঙ্গভাব বুঝিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি উক্ত ব্রহ্মদর্শনে অবস্থিত হইয়া এই সমস্ত মন্ত্রার্থ দর্শন করিয়াছিলেন—‘আমিই মনু ও নৃষা হইয়াছিলাম’ ইত্যাদি। “তদেতৎ ব্রহ্ম পশুন” কথাটি ব্রহ্মবিজ্ঞার সহিত সঙ্গত প্রকাশক। ‘আমি মনু ও নৃষা

হইয়াছিল। এই বাক্যে সৰ্বভাবাপত্তিরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞান ফলও প্রকাশ করা হইতেছে। ‘ভোজন করিতে করিতে তৃপ্তিলাভ করে’ বলিলে যেমন ভোজনকেই তৃপ্তিকলের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হয়, তেমনি ‘দর্শন করত সৰ্ব্বাশুভাবরূপ ফললাভ করিয়াছিলেন’ এই প্রয়োগেও বুঝাইতেছেন যে, ব্রহ্মবিদ্যা-সহকৃত সাধনই মুক্তিরূপ ফলসিদ্ধির কারণ। ২৩

ভাল কথা, ব্রহ্মবিজ্ঞান ফলস্বরূপ যে সৰ্বভাবাপত্তি, ইহা মহাবীর্যশালী দেবতা-প্রভৃতির সম্বন্ধেই সম্ভবপর হইয়াছিল, কিন্তু এখন বর্তমান যুগের লোকদিগের—বিশেষতঃ মনুষ্যদিগের পক্ষে তাহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না ; কারণ, ইহারা অতিশয় অলসশক্তিসম্পন্ন, এইরূপ আশঙ্কা কাহারও মনে হইতে পারে ; তদনু-দনের নিমিত্ত বলিতেছেন—দর্শনাদি ক্রিয়ানুসৃত এই যে সৰ্বভূতানুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মের কথা বলা হইল, তাহা এখনও—বর্তমান সময়েও, যে কোন লোক বাহ্যবিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক ‘আমি উক্ত ব্রহ্মস্বরূপ’ এই বলিয়া আত্মাকে জানেন—উপাধিসম্বন্ধজনিত ভ্রান্তিজ্ঞানের ফলে যে সমুদয় বিশেষবর্ণনা আরোপিত হইয়াছিল, সে সমস্ত অপনীত করিয়া, আমি নিশ্চয়ই সংসারধর্ম্মে অসংশ্লিষ্ট এবং বাহ্যভাস্তর-ভাবরহিত ব্রহ্মস্বরূপ, এইরূপে আত্মার উপলব্ধি করেন ; ব্রহ্মবিজ্ঞানে অবিষ্টাকৃত অসংস্কৃতভাব নিবৃত্ত হইয়া যাওয়ার তিনিও উক্ত সৰ্বভাবাপন্ন হইতে পারেন। কারণ, মহাশক্তিসম্পন্ন বামদেবপ্রভৃতিতে কিংবা বর্তমানকালীন হীনবীর্য্য মনুষ্যেতে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মবিজ্ঞানের কিছুমাত্রও তারতম্য ঘটে নাই, অর্থাৎ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবিজ্ঞা সকলের পক্ষেই চিরদিন সমান আছে। বর্তমানকালীন লোকদিগের ব্রহ্মবিজ্ঞা-ফললাভে অনৈকান্তিকতার (অনিশ্চয়তার) আশঙ্কা হইতে পারে, তদন্তরে বলিতেছেন—যে ব্যক্তি যথোক্ত বিধানে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, মহাবীর্য্য দেবগণও তাহার অকল্যাণ বা সৰ্বভাবাপত্তিরূপ ফললাভে বাধা ঘটাইতে সমর্থ হন না, অস্ত্রের আর কথা কি ?। ২৪

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, ব্রহ্মবিজ্ঞান ফলপ্রাপ্তিতে দেবগণ যে, বিদ্যোৎপাদন করিয়া থাকেন, এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ কি ? হা, বলা হইতেছে—যেহেতু, মর্ত্যগণ দেবগণের নিকট ঋণগ্রস্ত, সেই কারণে [এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে]। ‘ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋণিগণের, যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের এবং সন্তান দ্বারা পিতৃগণের নিকট হইতে [ঋণমুক্ত হইবে]’, এই প্রতিবাক্য জন্মকাল হইতেই মনুষ্যের ঋণসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছে। প্রত্যুক্ত পশু-দৃষ্টান্ত হইতেও ইহা অবগত হওয়া যায়—“অথো অয়ং বা” ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও জানা যায় যে, মনুষ্যগণ যখন দেবতাদিগের

নিকট অধমণ বা ঋণগ্রস্তের তুল্য, তখন দেবগণ আপনাদের বৃত্তিরক্ষার জন্য ঋণগ্রস্ত মনুষ্যগণের মুক্তিসাথে অবশ্যই বিদ্যাচরণ করিতে পারেন ; অতএব উক্তপ্রকার আশঙ্কা ত্রায়সঙ্গতই বটে । ২৫

দেবগণ নিজ নিজ পশুগণকে স্বীয় শরীরের মত রক্ষা করিয়া থাকেন । অতঃপর স্বয়ং প্রতি—এক একটি পুরুষকে দেবতাপ্রভৃতির বহুপশুস্থানীয় বলিয়া, মনুষ্যদিগকে কর্ম্মাধীন (ভোগসাধন বলিয়া) প্রদর্শন করিবেন—‘মনুষ্যগণ যে, এই আশ্রয়তত্ত্ব অবগত হয়, ইহা দেবতাদিগের প্রিয় নহে ।’ এবং ‘মনুষ্য যেমন আশ্রয় লোকের অরিষ্টি (অকল্যাণ-নিবৃত্তি) ইচ্ছা করে, তেমনি ভূতগণও এবং বিধ জ্ঞানীর কল্যাণ কামনা করিয়া থাকে’ । এই ‘অরিষ্টি’ ও ‘অপ্রিয়’ কথা হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে তাহার পরাধীনতাব নিবৃত্ত হইয়া যায় ; সুতরাং স্বজনত্ব বা প্রিয়ত্ব কিছুই তখন থাকে না ; অতএব, ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মবিজ্ঞা-ফললাভে দেবগণ অবশ্যই বিদ্যাচরণ করিতে পারেন ; কারণ, তাঁহারা মহাপ্রভাব-সম্পন্ন । ২৬

ভাল, তাহা হইলে ত অজ্ঞাত কর্ম্মফলপ্রাপ্তিতেও বিদ্যাচরণ করা, দেবগণের পক্ষে পেয়-পানের তুল্য অর্থাৎ জলযোগের মত অতি সহজ ; অহো ! তাহা হইলে ত অভ্যাদয় ও মুক্তির জন্য সাধন-কর্ম্মানুষ্ঠানেও লোকের কিছুমাত্র আস্থা বা বিশ্বাস থাকিতে পারে না । এইরূপ অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরেরও বিদ্যাচরণে যথেষ্ট কষ্ট আছে, এবং কাল, কর্ম্ম, মন, ওষধি ও তপস্তারও বিদ্যোৎপাদনে প্রভুত্ব রহিয়াছে ; কারণ, ইহারা সকলেই যে, কলসম্বন্ধে সিদ্ধি ও অসিদ্ধির হেতুভূত, ইহা শাস্ত্রে ও সমাজে প্রসিদ্ধ আছে ; সেই কারণেও শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠানে লোকের বিশ্বাস থাকিতে পারে না । না, এরূপ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, প্রত্যেক কার্য্যের জন্য পৃথক্ পৃথক্ নিমিত্ত-গ্রহণের ব্যবস্থা রহিয়াছে, এবং জগতে তদনুরূপ বৈচিত্র্যও দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু বাহারা স্বভাবে কারণ বলেন, তাঁহাদের মতে উক্ত উত্তর কথাই উপপন্ন হইতে পারে না । কর্ম্মই যে, সুখদুঃখ-ফলের প্রযোজক, ইহা বেদ, স্মৃতি, যুক্তি ও লোকব্যবহারের অনুমোদিত । এই পক্ষটি গ্রহণ করিলে বুঝা যায় যে, দেবতা, ঈশ্বর ও কাল, ইহারা কেহই কর্ম্মফলের বৈপরীত্যকারী নহেন ; কেন না, কর্ম্মসমূহ বাহা প্রদান করিতে চাহে, উহারা তাহাই সম্পাদন করিয়া থাকেন মাত্র ; কারণ, জীবগণের শুভাশুভ কর্ম্মসমূহ কখনই সহায়ভূত দেবতা, কাল ও ঈশ্বরাদি কারণকনিচয়ের সাহায্য না লইয়া আত্মলাভে সমর্থ হয় না, আর কথঞ্চিৎ আত্মলাভ করিলেও ফলপ্রদানে সমর্থ হয় না ; কারণ,

বহু কারকের সাহায্যে ফল প্রদান করাই ক্রিয়ার স্বভাব ; সুতরাং বলিতে হইবে যে, দেবতা ও ঈশ্বর প্রভৃতি সকলেই ক্রিয়াফলের অনুকূল বা সহায়মাত্র ; কাজেই কর্মফল-প্রাপ্তিতে কাহারও অনাস্বাস বা নৈরাশ্রের সম্ভাবনা নাই । ২৭

স্বলবিশেষে দেবতাগণও কর্মপরিচালিত হইয়া হুঃখ সমুৎপাদন করিয়া থাকেন ; কারণ, তাহার কন্মের হুঃখদারিকাশক্তিকে নিবারণ করিতে সমর্থ হন না । তাহার পর, কর্ম, কাল, দৈব (অদৃষ্ট) ও বস্তুস্বভাবের যে গুণ-প্রধান-ভাব, অর্থাৎ কোথাও কর্ম হয় প্রধান, কাল প্রভৃতি হয় তাহার অধীন, আবার কোথাও কালাদি হয় প্রধান, আর কর্মাদি হয় তাহার অধীন, ইত্যাদি প্রকারে যে অঙ্গাঙ্গিভাব, ইহা অনিরত ও দুর্কিঞ্জের, অর্থাৎ কোথায় কোনটি প্রধান, আর কোনটি অপ্রধান হইবে, ইহার স্থিরতা নাই, এবং চিন্তা দ্বারাও ইহা নিষ্কর করা সহজ নহে ; এই কারণেই এ সম্বন্ধে লোকের নানাপ্রকার ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়া থাকে,—কেহ কেহ বলেন—কর্মই ফলপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ, অল্প কিছু নহে ; অপরে বলেন, দৈবই ফলপ্রদানের কারণ ; অন্তেরা বলেন—কালই কর্মফল প্রদান করিয়া থাকে ; কেহ কেহ বলেন—দ্রব্য ও দেশাদির বিশেষ বিশেষ স্বভাবই ফল প্রদান করিয়া থাকে ; আবার অপর এক দল লোক বলিয়া থাকেন—কর্ম ও কালপ্রভৃতি কারণনিচয় সম্মিলিত হইয়াই ফলপ্রদানের কারণ হইয়া থাকে । তন্মধ্যে কর্মের প্রাধান্ত স্বীকার করিয়া ‘পুণ্য কর্মের ফলে পুণ্য লোকপ্রাপ্ত হয়, আর পাপকর্মের ফলে হুঃখময় লোক প্রাপ্ত হয়’ ইত্যাদি বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র-সমূহ [কর্মকেই ফলপ্রদ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন] । যদিও স্বাধিকার সম্পাদনসময়ে ইহাদের মধ্যেও কর্মবিশেষের প্রাধান্ত অভিযুক্ত হয়, এবং অপর কর্মগুলির প্রাধান্তশক্তি নিরুদ্ধ হইয়া থাকে সত্য, তথাপি কর্মের উপযুক্ত ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কিছুমাত্র ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা নাই ; কারণ, ফল-প্রদানে যে, কর্মেরই প্রাধান্ত, ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা (১) অবধারিত হইয়াছে । ২৮

না, দেবগণও বিজ্ঞাফলে বিজ্ঞাচরণ করিতে পারে না ; কারণ, বিজ্ঞার ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি, তাহা ত অবিজ্ঞার অপসারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে (২) । অতিপ্রায়

(১) তাৎপর্য—কর্মের প্রাধান্তজ্ঞাপক শাস্ত্র—“পুণ্যো বৈ পুণ্যেন ভবতি, পাপঃ পাপেন” ইত্যাদি ক্রিতি এবং “ধর্মরম্ভা ব্রহ্মধূম” ইত্যাদি স্মৃতি । জ্ঞায় বা যুক্তি এই—প্রাক্তন কর্মবলী স্বীকার না করিলে পূর্বোক্ত জনৈচিত্র্যের অঙ্গুপপত্তি ও অসঙ্গতি প্রভৃতি ।

(২) বিজ্ঞার কল যুক্তি । যুক্তিলাভে দেবগণের বিজ্ঞাচরণকার এসকল কর্মফল-প্রাপ্তি-তেও দেবগণের অতিকূলতাচরণ আশঙ্কিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে প্রথমতঃ কর্মফলে দেবগণের

এই যে, তোমরা যে বলিয়াছ—বিষ্ণুর ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তিতেও দেবগণ বিষ্ণাচরণ করিতে পারেন । [তত্ত্বত্তরে বলিতেছি—] না, তাহাতে বিঘ্নসমুৎপাদন করিবার সামর্থ্য দেবগণেরও নাই । কেন ? যেহেতু, ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ যে বিষ্ণাকল, তাহা বিদ্যাকালের অনন্তরিত, অর্থাৎ যেই মুহূর্ত্তে বিদ্যার উদয় হয়, ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ বিদ্যাকলও ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই প্রাহুত হয়, কিছুমাত্র কালব্যবধান থাকে না । কি প্রকার ? যেমন দ্রষ্টার চক্ষুর সহিত যেই মুহূর্ত্তে আলোক-সংযোগ হয়, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই রূপের প্রত্যক্ষ হয়, তেমনি আত্মবিষয়ক বিজ্ঞান যে সময়ে সমুৎপন্ন হয়, ঠিক সেই সময়েই আত্মবিষয়ক অজ্ঞানও অন্তর্হিত হইয়া যায় ; কাষেই ব্রহ্মবিদ্যা উৎপন্ন হইলে পর, অবিষ্ণুর কোনরূপ কার্য্য হইবারই আর অবসর থাকে না ।— যেমন প্রদীপ প্রকাশ হইলে পর অন্ধকারের [আর কার্য্য করিবার অবসর থাকে না, তেমন ।] অতএব যে অবস্থায় ব্রহ্মবিৎ পুরুষ দেবগণের আত্মস্বরূপই হইয়া যান, সে অবস্থায় দেবগণ কিরূপে তাহার বিষ্ণাচরণ করিবেন ? ২০

অতঃপর সেই কথাই বলিতেছেন—যেহেতু সেই ব্রহ্মবিৎ পুরুষের ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের সমকালেই অবিষ্ণামাত্ররূপী ব্যবধানের বা অব্রহ্মতাবের অপগম হইয়া যায়, তখন রজতাকারে প্রতিভাসমান শুক্লিতে যেমন শুক্লিধর্ম্মের আবির্ভাব হয়, তেমনি তিনিও এই দেবগণের আত্মস্বরূপ হইয়া যান, অর্থাৎ সর্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য সেই স্বরূপভূত ধোয় ব্রহ্মস্বরূপ হন, এ কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি । এই কারণেই তখন দেবগণেরও আপনারই প্রতিকূলাচরণে চেষ্টা করা সম্ভব হয় না । পক্ষান্তরে, বাহার ফল অনাত্মস্বরূপ—দেশ ও কালাদি দ্বারা ব্যবহিত, অর্থাৎ যে ফল বিভিন্ন দেশে ও সময়ে উৎপত্তিশীল ; তাদৃশ অনাত্মভূত ফলবিষয়ে বিষ্ণাচরণেই দেবগণ সমর্থ হন, কিন্তু বিদ্যার সমকালীন এবং দেশকালাদি ব্যবধানরহিত আত্মস্বরূপ বিদ্যাকলে বিষ্ণাচরণ করিতে তাহারা সমর্থ হন না ; কারণ, এখানে বিঘ্ন উৎপাদন করিবার আর অবসর কোথায় ? [যদি ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভের পরে কোনও কালে কোনও স্থানে বিদ্যার ফল উৎপন্ন হইত, তাহা হইলেই সেই সময়ে বিঘ্ন জন্মান তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত] । ৩০

ভাল, জ্ঞানফল যদি অব্যাবহিত পরবর্তী বা সমকালীনই হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, তৎকালে অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানধারা বর্তমান না থাকায় এবং জ্ঞানোদয়ের পরেও বিপরীত জ্ঞান (ভ্রান্তি) ও তৎকার্য্য দৃষ্ট হওয়ার অসম্ভব হয় যে, তৎকালে

বিষ্ণাচরণাশঙ্কা পণ্ডন করিয়া এখন বিজ্ঞাকলে দেবগণকর্তৃক বিষ্ণাচরণাশঙ্কার সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে 'ন' ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করিতেছেন ।

জল-প্রবাহের জ্ঞান জ্ঞানের ধারা অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিद्यমান নাই, পক্ষান্তরে বিপরীত জ্ঞান এবং তৎকার্য্যও যখন ঐ সঙ্গে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, অন্তিম জ্ঞানেই অবিচ্ছিন্নবৃত্তি হয়, আশ্চর্য্য জ্ঞানে হয় না ; না, একরূপ ব্যবস্থাও হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে প্রথম জ্ঞানের জ্ঞান অন্তিম জ্ঞানও অনৈকান্তিক বা ব্যভিচারী হইয়া পড়ে । কেন না, আশ্চর্য্য-বিষয়ক প্রথমোৎপন্ন জ্ঞানে যদি অবিদ্যার নিবৃত্তি সাধন করিতে না পারে, তাহা হইলে অন্তিম জ্ঞানে যে, নিবৃত্তি হইবে, তাহার বিশ্বাস কি ? কারণ, উভয়েরই অধিকার তুল্য । আচ্ছা, তাহা হইলে বলিব যে, সমস্ত অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবর্তিত বিজ্ঞানেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, বিচ্ছিন্ন বিজ্ঞানে হয় না ; না, এ কথাও সম্ভব হয় না ; কারণ, জীবদশায় কখনই অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান-প্রবাহ হইতে পারে না ; কারণ, অন্ততঃ জীবন-ধারণের জন্তও তদন্তকুল চিন্তা করা আবশ্যক হয় ; সুতরাং তৎকালে প্রবাহকারে বিদ্যা-প্রত্যয় হইতেই পারে না ; যেহেতু, উহারা পরস্পর-বিরুদ্ধ । আর যদি বল, জীবনাদির চিন্তা নিবৃত্তি করিয়া মরণকাল পর্য্যন্ত এই বিজ্ঞাপ্রত্যয়ই প্রবহমাণ হইয়া থাকে ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, বিদ্যা-প্রত্যয়ের সংখ্যাবিশেষ অবধারিত না থাকায়, অর্থাৎ কতবার প্রত্যয়ানুশীলন করিতে হইবে, ইহার নির্দিষ্ট সংখ্যা না থাকায় শাস্ত্রার্থেরই অবধারণ হইতে পারে না । অভিপ্রায় এই যে, এতগুলি প্রত্যয়ধারায় অবিদ্যার নিবৃত্তি হইবে, একরূপ কোনও ব্যবস্থা না থাকায় প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রের উদ্দেশ্যই স্থির করা যাইতে পারে না ; ইহা অবশ্যই দোষাবহ ; সুতরাং কখনই স্বীকার্য্য হইতে পারে না । না, এ কথাও বলা যাইতে পারে না ; কারণ, আদ্য ও অন্তিম প্রত্যয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষত্ব নাই, অর্থাৎ প্রথমোৎপন্ন বিদ্যা-প্রত্যয়-ধারা অথবা মরণকাল পর্য্যন্ত প্রবহমাণ বিজ্ঞা-প্রত্যয়ধারা অবিজ্ঞা-নিবর্তক হইবে, একরূপ বিশেষ করিয়া বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই ; আদি ও অন্ত্য প্রত্যয় সম্বন্ধে পূর্বে যে দুইটা দোষ কথিত হইয়াছে, এখানেও সেই দুইটা দোষেরই সম্ভাবনা আছে । ভাল কথা, এইরূপই যদি হয়, তাহা হইলে বলিব, জ্ঞান অবিদ্যার নিবর্তকই নয় । না,—সে কথাও বলা যায় না ; কারণ, ‘তিনি সেই বিজ্ঞানের প্রভাবে সর্কাস্বক হইয়াছিলেন’, ‘হৃদয়ের অবিদ্যাগ্রস্তি ছিন্ন হইয়া যায়’, ‘সে অবস্থায় আবার মোহই বা কি ?’ ইত্যাদি ঋতিহি এ বিষয়ে প্রমাণ । ৩১

যদি বল, “তন্মাৎ তৎ সৰ্ব্বমভবৎ” ইত্যাদি ঋতি কেবল ‘অর্থবাদ’ মাত্র, অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রশংসাস্বকমাত্র, কিন্তু প্রকৃত সত্যার্থপ্রকাশক নহে ; না,

তাহা হইলে সৰ্বশাখীয় সমস্ত উপনিষদেরই অর্থবাদত্ব হইতে পারে। কারণ, সৰ্বশাখীয় সমস্ত উপনিষদই কেবল এইরূপ তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াই বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। যদি বল, ঐ সমস্ত উপনিষদের প্রতিপাদ্য আত্মা যখন প্রত্যক্ষগম্য, তখন অর্থবাদ হয় হউক, কতি কি? না, সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, এ কথার মীমাংসা পূর্বেই কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ বিদ্যাপ্রভাবে যে, অবিদ্যা-জনিত শোক-মোহ-ভয়াদির নিবৃত্তি হয়, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, অর্থাৎ বিদ্বদমুভবসিদ্ধ; সুতরাং এ বিষয়ে শ্রুতির অর্থবাদত্ব করনা করা সঙ্গত হয় না; এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অতএব, অবিদ্যাদি-দোষনিবৃত্তিরূপ ফলোৎপাদনেই যখন বিজ্ঞার পরিসমাপ্তি, তখন জ্ঞান সম্বন্ধে আদ্যা, অন্ত্যা, সম্ভূত বা অসম্ভূত ইত্যাদি পরিকল্পনার অবসরই নাই। কারণ, যে প্রত্যয়ে অবিজ্ঞাদি দোষ-নিচয় নিবারিত হয়, তাহাকেই বিজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করা হয়, এখন তাহা আত্মই হউক, বা অন্ত্যই হউক, সম্ভূতই হউক, আর অসম্ভূতই হউক, সে সম্বন্ধে কোনও কথা নাই; সুতরাং এ বিষয়ে আপত্তিরও অবসর নাই। ৩২

আর যে, বিপরীত বুদ্ধি ও তদনুরূপ কার্যাদর্শনরূপ অপর হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কারণ, প্রারম্ভ কৰ্ম্মশেষই ঐরূপ ব্যবহারের প্রবর্তক, অর্থাৎ যে কৰ্ম্মানুসারে উপস্থিত দেহ আরম্ভ বা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কৰ্ম্মই ঐরূপ বিপরীত বুদ্ধি-দোষের সমুৎপাদক। বিপরীত বুদ্ধিসংযুক্ত তাদৃশ কৰ্ম্মেরই তদনুরূপ ফলপ্রদানে সামর্থ্য; এই কারণে, সে পর্য্যন্ত বর্তমান শরীরের পতন না হয়, সেই পর্য্যন্ত কৰ্ম্মফলভোগেরই, অঙ্গরূপে অর্থাৎ কৰ্ম্মফল-ভোগের জন্ত যে পরিমাণ দরকার, ঠিক সেই পরিমাণ ভ্রান্তিপ্রত্যয় ও রাগ-ঘেযাদি দোষেরও উদ্ভাবন করিয়া থাকে; কারণ, ভোগের হেতুভূত কৰ্ম্মগুলি তখনও ফল দিয়া বিরত হয় নাই; সুতরাং ধনুর্মুক্ত বাণের স্থায় প্রারম্ভ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার বিরাম হইতে পারে না। এই জন্ত, বিরুদ্ধ নয় বলিয়াই সমুৎপন্ন ব্রহ্মবিজ্ঞা তাদৃশ বিপরীত প্রত্যয়ের নিবারণ করে না, [বিরুদ্ধ স্থলেই বিজ্ঞা দ্বারা অবিজ্ঞা বাধিত হইয়া থাকে, অবিরুদ্ধ স্থলে নহে]; তবে, ভবিষ্যৎ-কালে জ্ঞানবিরোধী যে সমস্ত অবিদ্যা-কার্য সমুৎপন্ন হইবে, বিরুদ্ধস্বভাব বলিয়া কেবল সেই সমস্ত অজ্ঞানকার্য্যকেই নিরুদ্ধ করিয়া থাকে; কারণ, তাহা তখনও অনাগত; আর প্রারম্ভ হইল লুক্কোদয়; [সুতরাং তাহার আর নিবারণ করা সম্ভবপর হয় না] (১)। ৩৩

আরও এক কথা, যথার্থ বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির বিপরীত বুদ্ধি হওয়া সম্ভবপরও হয় না ; কেন না, সে সময় ঐক্য জ্ঞানের কোনরূপ বিভ্জয়-বিষয়ও বর্তমান থাকে না । সাধারণতঃ যে বস্তু বিশিষ্টরূপে অবধারিত না হইয়া সামান্যাকারে পরিদৃষ্ট হয়, তাদৃশ বস্তুবিশেষকে অবলম্বন করিয়াই বিপরীত জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ; যেমন—শুক্লিতে রক্তজ্ঞান । এই কারণেই, যে ব্যক্তি বস্তুগত বিশেষ ধর্ম অবধারণ করিতে সমর্থ হন,—বিপরীত জ্ঞানের সর্বপ্রকার সংস্কার বিমুক্ত করিতে পারেন, তাঁহার নিকট পূর্ববৎ ব্রাহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হওয়া কখনই সম্ভবপর হয় না ; কেন না, শুক্লজ্ঞানের পর তদ্বিষয়ে পুনর্বার ব্রাহ্মজ্ঞান জন্মিতে দেখা যায় না ; [সুতরাং বস্তুতত্ত্বিং ব্যক্তির পক্ষে পুনর্বার ব্রাহ্মসমুৎপত্তি অসম্ভব] । ৩৪

কোথাও বা, বিদ্যা-প্রাচুর্য্যাবের পূর্ববর্তী বিপরীত-প্রতীতি হইতে সমুৎপন্ন সংস্কারসমূহ হইতেও বিপরীত-জ্ঞানাভাস (বাহ্য আপাততঃ বিপরীত জ্ঞান বলিয়া মনে হয়, বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু সেগুলি স্মরণ মাত্র, সেই সমস্ত স্মরণাত্মক জ্ঞান) উৎপন্ন হইয়া হঠাৎ বিপরীত বুদ্ধি-ভ্রম জন্মাইয়া থাকে ; যেমন, যে লোক পূর্বাদি দ্বিধিভাগ জানে, তাহারই দিক্‌সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক বিপরীত বুদ্ধি ঘটয়া থাকে, [ইহাও তেমনি] । আর যদি যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ লোকেরও পূর্ববৎ বুদ্ধিভ্রম উৎপন্ন হয় বল, তাহা হইলে ত তত্ত্বজ্ঞানের উপরেই লোকের অবিশ্বাস উপস্থিত হইতে পারে ! তাহার ফলে শাস্ত্রার্থজ্ঞানে লোক-প্রবৃত্তিরই ব্যাঘাত ঘটতে পারে । বিশেষতঃ কোনটা প্রমাণ, আর কোনটা অপ্রমাণ, ইহা নিশ্চয় করিবার বিশেষ কোন উপায় না থাকায় সমস্ত প্রমাণই অপ্রমাণমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে । এই কথা দ্বারা ‘তত্ত্বজ্ঞানলাভের পরক্ষণেই শরীরপাত হয় না কেন ?’ এই আপত্তিও খণ্ডিত হইল । ৩৫

নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হয় না, তখন অনারক কর্মেরও নিবৃত্তি করিতে পারে না ; তদ্বস্তুরে বলিতেছেন যে, যেখানে জ্ঞানের প্রতিকূলভাবে কর্ম ও কর্মফল উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে, জ্ঞান কেবল তাদৃশ ভবিষ্যৎকর্ম ও কর্মফলেরই বাধা ঘটাইয়া থাকে, কিন্তু যেখানে কর্ম ও তৎফল জ্ঞানের অবিরোধী, অথচ পূর্বোৎপন্ন, সেখানে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াও সে সমুদায়ের নিবৃত্তি করিতে পারে না । আরক কর্মগুলি জ্ঞানোদয়ের পূর্বেই ফল দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অথচ জ্ঞানের পরিপন্থীও নয় ; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াও সেগুলির বাধা দিতে পারে না, পক্ষান্তরে, যে সমস্ত কর্ম তখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, তাহাদের ফল জ্ঞানের বিরোধী, এই কারণে সেগুলিই জ্ঞান দ্বারা নিরুদ্ধ হয় ।

‘জ্ঞানীর ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার বিয়ের সম্ভাবনা নাই’, শ্রুতির এই কথা হইতে ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্বে, পরে ও তৎ-সমকালে জ্ঞাত এবং জ্ঞানান্তরসঞ্চিত যে সমস্ত কর্ম তখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, সে সমুদয় কর্মও বিনষ্ট হইয়া যায় । শ্রুতি বলিতেছেন—‘ইহার (জ্ঞানীর) সমস্ত কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়’, ‘প্রারম্ভ কর্ম ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্তই তাহার বিলম্ব’, ‘সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায়’, তাঁহাকে জানিলে পর আর পাপকর্ম দ্বারা লিপ্ত হয় না’, ‘কেবল ইহাকেই পুণ্য ও পাপ আক্রমণ করিতে পারে না’, ‘পুণ্য ও পাপ তাহাকে তাপ দেয় না’, ‘ইহাকেই কেবল তাপ দেয় না’, ‘কোথা হইতেও ভীত হন না’ ইত্যাদি । আর স্মৃতিশাস্ত্রও বলিতেছেন—‘হে অর্জুন, জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্ম ভস্মীভূত করে’ ইত্যাদি ॥ ৩৬

আর যে, জ্ঞানীরাও ঋণে আবদ্ধ থাকেন বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হইতে পারে না ; কারণ, ঋণশ্রুতির বিষয় হইতেছে—অবিদ্বান্ পুরুষ ; কারণ, কর্তৃত্বাদি ধর্ম তাহার সম্বন্ধেই উপপন্ন হয় । বিশেষতঃ এই উপনিষদেই পরে বলা হইবে যে, ‘যে অবস্থায় ব্রহ্ম-বস্ত্র জীব হইতে পৃথক্‌তাবাপনের জ্ঞায় হয়, তখনই একে অপরকে দর্শন করে’ । ইহার অভিপ্রায় এই যে, যে অবিদ্যা বিদ্যমান থাকিলে জীব হইতে অনন্ত বা অপৃথগ্‌ভূত আত্মানামক সদন্তটিকে পৃথক্ পদার্থের জ্ঞায় বোধ হয়,—যেমন তিমিররোগগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট এক চন্দ্রও সদ্ধিতীয়বৎ প্রতি-ভাত হয় ; সেই অবস্থায়ই অবিদ্যাকৃত অনেক কারক-সাপেক্ষ দর্শনাদি ক্রিয়াও তজ্জনিত ফলের সম্ভাব—“তত্র অত্রোহন্তং পশ্বেং” ইত্যাদি বাক্যে প্রদর্শন করিতেছে ; পক্ষান্তরে, যখন বিদ্যার উদয় হয়, তখন অবিদ্যাকৃত অনেকতত্ত্বম নিবারিত হইয়া যায়, তদ্বিশয়েই ‘কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে’ এই বাক্যে ক্রিয়ার অসম্ভাবনা প্রদর্শন করিতেছে । অতএব, কর্মাদির অন্তুষ্ঠান সম্ভবপর হয় বলিয়াই বুঝিতে হইবে যে, অবিদ্যাবৃত্ত পুরুষই ঋণী, অপরে নহে । ৩৭

‘তদ্যথা ইহৈব তাবৎ’ ইত্যাদি । যে কোনও অত্রক্ষজ পুরুষ অস্ত্র—আত্ম-ভিন্ন, যে কোনও দেবতার উপাসনা করে, অর্থাৎ স্তুতি, নমস্কার, যাগ (গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা পূজা), বলি-উপহার (নৈবেদ্য সমর্পণ), প্রণিধান (চিন্তের একাগ্রতা) ও ধ্যান প্রভৃতি দ্বারা নিকটে থাকে—সেই দেবতার গুণভাব বা অধীনতা অবলম্বনপূর্বক বর্তমান থাকে, অর্থাৎ আমার উপাস্ত এই অনাস্ববস্ত্রটি আমা হইতে পৃথক্, উপাসনার অধিকারী আমি হইতেছি—ইহা হইতে পৃথক্,

এবং আমাকে অধমর্ণের দ্বারা ইহার আরাধনা করিতে হইবে, এইরূপ বিশ্বাস সহকারে উপাসনা করে, ঈদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন সেই উপাসক কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব জানে না। সেই ব্যক্তি যে, কেবল এবংবিধ অবিদ্যা-দোষেই কণ্ঠস্থিত, তাহা নহে; তবে কি? না, গবাদি পশু যেরূপ বাহন ও দোহনাদিক্রমে উপকার সাধন করিয়া [গৃহস্থের] উপভুক্ত হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ সেই উপাসকও বজ্রাদি কার্য্য দ্বারা এক এক দেবতার ভোগ সম্পাদন করিয়া থাকে; এই জন্ত তাদৃশ পুরুষও পশুর দ্বারাও সর্বপ্রকার কর্ম্মে অধিকার লাভ করিয়া থাকে। ৩৮

বর্গাশ্রমাদি-বিভাগসম্পন্ন কস্মাধিকারী উক্ত অবিদ্বান পুরুষ শাস্ত্রোক্ত যে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সে সমস্ত কর্ম্ম উপাসনাসহকৃতই হউক, আর তদ্বিগ্ৰহই হউক, তাহার উৎকৃষ্ট ফল হইতেছে—মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মহলাভ পর্য্যন্ত; আর শাস্ত্রোক্তের বিপর্য্যত (অশাস্ত্রীয়) স্বাভাবিক কর্ম্মের অপকৃষ্ট ফল হইতেছে—মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবরভাবপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত। বাস্তবতে এই কথা প্রমাণিত হইতে পারে, তাহা এই অধ্যায়ের শেষাংশে “অথ ব্রহ্মো বাব লোকাঃ” ইত্যাদি বাক্যে আমরা প্রতিপাদন করিব। বিস্তার ফল যে, সর্বাস্থাবপ্রাপ্তি, তাহাও সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে; এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মদায়ন্যাকোপনিষদটি বিদ্যা ও অবিদ্যার বিভাগপ্রদর্শনেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে। সত্যতে ইহা সমগ্র শাস্ত্রের প্রতিপাদ্যার্থরূপে প্রমাণিত হইতে পারে, আমরা তাহা প্রদর্শন করিব। ৩৯

যেহেতু, এইরূপই শাস্ত্রার্থ নির্ণীত হইল, সেই হেতু দেবগণ অবিদ্বান পুরুষের প্রতি বিদ্বাচরণ বা অনুগ্রহপ্রদর্শন করিতে অবগুহীত সমর্থ হন; ইহা প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—জগতে গো, অথ প্রভৃতি বহু পশু যেরূপ নিজের প্রভু বা রক্ষক মনুষ্যকে ভোগ করিয়া থাকে—পালন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বহুপশু-স্থানীয় এক একটি অবিদ্বান পুরুষও দেবগণকে ভোগ করে অর্থাৎ পোষণ করে—এই ইচ্ছাদি দেবগণ আমা হইতে পৃথক্, আমার প্রভু, আমি ত্বত্ত্বের দ্বারা স্তুতি, নমস্কার ও বাগাদি কার্য্য দ্বারা ইহাদের আরাধনা করিয়া ইহাদেরই অনুগ্রহপ্রদত্ত অনুদয় (স্বর্গাদি) ও নিঃশ্রেয়স (মুক্তি) ফল লাভ করিব, এইরূপ মনে করিয়া থাকে। এখানে “দেবানাং” এই দেবতাসকলটি পিতৃগণপ্রভৃতিরও বোধক; [স্তুতরাং মনুষ্যগণ যেমন দেবতার ভোগ্য, তেমনি পিতৃাদিরও ভোগ্য]। ৪০

জগতে বাহার বহু পশু আছে, তাহার একটি পশু গৃহীত হইলেও অর্থাৎ ব্যাঘ্রাদিকর্তৃক অপহৃত বা নিহত হইবার মত হইলেও যেমন অত্যন্ত অপ্রিয় (দুঃখ)

উপস্থিত হয়, তেমনি বহুপশুস্থানীয় একটি পুরুষ পশুভাব হইতে অর্থাৎ অবিজ্ঞাবস্থা হইতে উত্থান করিবার উদ্যোগ করিতে থাকিলে, বহু পশু অপহরণে গৃহস্থের যেমন হুঃখ হয়, তেমনি দেবগণেরও যে, মহা হুঃখ (অপ্রিয়) হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি ? সেই হেতু ইহাদের তাহা প্রিয় নয় ; তাহা কি ? না, মনুষ্যগণ যে, কোন প্রকারেও এই ব্রহ্মাঙ্ক-তত্ত্ব জানিতে পারে ; [ইহা দেবগণের প্রিয় নহে] । অনুগীতাগ্রন্থে ভগবান্ বেদব্যাসও এইরূপই স্মরণ (১) করিয়াছেন,—‘হে-কৌন্তেয় (অর্জুন), ত্রিগাধিকৃত পুরুষ দ্বারা দেবলোক পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে ; মরণশীল মানবগণ যে, দেবগণেরও উপরে থাকে, ইহা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে’ ; অতএব, পশুগণকে যেরূপ ব্যাঘ্রাদির নিকট হইতে রক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ মনুষ্যগণ আমাদের উপভোগ্যতাব হইতে মুক্ত না হউক, এই মনে করিয়া দেবগণও তাহাদের ব্রহ্মবিজ্ঞানে বিঘ্নাচরণ করিয়া থাকেন ; আবার যাহাকে বিমুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে শ্রদ্ধাদিসাধনের সহিত সংযোজিত করেন, অপরকে অশ্রদ্ধাদির সহিত সংযোজিত করেন । এই ‘দেবাপ্রিয়’ প্রতিবাক্যে কাকু দ্বারা (ভক্তিক্রমে) (২) ইহাই জ্ঞাপন করিলেন যে, অতএব মুমুকু ব্যক্তি দেবতার আরাধনার তৎপর, শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন, বিনীত ও প্রমাদহীন (সাবধান) হইবেন, (কখনও তদ্বিপরীত হইবেন না) ॥ ৪৭ ॥ ১০ ॥

আভাস-ভাষ্যম্ :—হৃত্তিঃ শাস্ত্রার্থঃ—“আত্মেত্যেবোপাসীত” ইতি ; তত্ত্ব চ ব্যাচিধ্যাসিতত্ত্ব সার্থবাদেন “তদাহর্যদব্রহ্মবিদ্যয়া” ইত্যাদিনা সম্বন্ধ-প্রয়ো-
জনে অভিহিতে ; অবিদ্যায়াশ্চ সংসারাদিকারকারণমুদুম্—“অথ যোহত্মাঃ

(১) তাৎপৰ্য্য—এখানে ‘স্মরণ’ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, যাহা দেখিলে বেদার্থ স্মরণ হয়, অথবা বেদার্থ স্মরণপূর্বক যাহা রচিত হইয়াছে, তাহার নাম ‘স্মৃতি’-শাস্ত্র । কবিগণ জটিল বেদার্থকে সরল করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন ; হুতরাং স্মৃতিশাস্ত্রের উপদেশ দেখিলেই তদনুরূপ বেদবাক্যের স্মরণ হইয়া থাকে ; এইজন্য ‘স্মরণ’ কথাটিও স্মৃতিশাস্ত্রকেই বুঝায় । আলোচ্যস্থলে ব্যাসের স্মরণ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ব্যাসদেব যখন স্মরণিত স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে “ত্রিগাধিক্তিঃ” ইত্যাদি বাক্য বিস্তৃত করিয়াছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই প্রতি হইতেই ঐ ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে ; হুতরাং তাহার কথাতেও এই প্রতির এরূপ অর্থই পরিস্ফুট হইতেছে বুঝিতে হইবে ।

(২) তাৎপৰ্য্য—‘কাকু’ অর্থ—স্মরণবিকৃতি ; ‘কাকুঃ ত্রিগাঃ বিকারো যঃ শোকভীত্যাধি-
ভিক্তবোঃ’ (অমরঃ) । অর্থাৎ শোকভীত্যাধি কারণে যে, ধর্মির (কঠোরের) বিকৃতি, তাহার নাম কাকু । প্রতি যদিও পাট কথার মুমুকু পক্ষে শ্রদ্ধাভক্তিসাধনার কথা বলেন নাই বটে ; কিন্তু তাহার বাক্যভঙ্গীতে এরূপ অভিপ্রায়ই বুঝা যাইতেছে ।

দেবতামুপাস্তে” ইত্যাদিনা । “তত্রাবিধান্” ঋণী পশুবদেবাদিকৰ্ম্মকৰ্ত্তব্যতয়া পরতন্ত্র ইত্যুক্তম্ । কিং পুনর্দেবাদিকৰ্ম্মকৰ্ত্তব্যতয়া নিমিত্তম্ ? বর্ণা আশ্রমাশ্চ ; তত্র কে বর্ণাঃ ? ইত্যত ইদমারভ্যাতে—যন্নিমিত্ত-সম্বন্ধেযু কৰ্ম্মস্ব অয়ং পরতন্ত্র এবাধিকৃতঃ সংসরতি । এতত্ত্বৈবাবর্থস্ত প্রদর্শনায় অগ্নিসর্গানন্তরমিজ্জাদিসর্গো নোক্তঃ ; অগ্নেস্তু সর্গঃ প্রজাপতেঃ সৃষ্টিপরিপূরণায় প্রদর্শিতঃ । অয়ঞ্জেজ্জাদিসর্গস্তত্রৈব দৃষ্টব্যঃ, তচ্ছেষত্যাং ; ইহ তু স এবাভিধীয়তে অবিভৃষঃ কৰ্ম্মাধিকারহেতু-প্রদর্শনায় ।

টীকা । সঙ্গতিমুক্তা বাক্যাদায় যাতোহে—ব্রহ্মেতি । অগ্নে জজ্জাদিসর্গাৎ পূৰ্ব্বমিতি যাদং । বৈ-শুদ্ধস্তবিধারণার্থঃ বদন্ বাক্যার্থোক্তিপূৰ্ব্বকমেকমিত্যর্থমাহ—ইদমিতি ।

আভাস ভাষ্যানুবাদ :—উপনিষৎ-শাস্ত্রের যাগ প্রকৃত অর্থ, তাহা—“আয়্নেত্যোবোপাসীত” শ্রুতিতে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে ; তাহারই ব্যাখ্যা করিবার অভিপ্রায়ে অর্থবাদযুক্ত “তদাহঃ যদব্রহ্মবিদ্যা” ইত্যাদি বাক্যে সম্বন্ধ ও প্রয়োজন অভিহিত হইয়াছে । তাহার পর, অবিদ্যাই যে, সংসারপ্রাপ্তির মূল কারণ, তাহাও “অথ যোহত্যাং দেবতামুপাস্তে” ইত্যাদি শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে । সেখানে এ কথাও বলা হইয়াছে যে, অবিদ্বান্ পুরুষ ঋণগন্ত—দেবাদির কার্যাসম্পাদনে বাধ্য বলিয়া পশুর তায় পরাধীন । এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, দেবাদির কৰ্ম্ম যে অবশ্যই করিতে হইবে, তাহার কারণ কি ? কারণ—বর্ণ ও আশ্রম । তন্মধ্যে এই অবিদ্বান্ পুরুষ যেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণরূপ নিমিত্তের সহিত সংসৃষ্ট কৰ্ম্মে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া পরাধীনভাবে সংসারী হইয়া থাকে ; সেই বর্ণ কি কি, তাহা নিরূপণের নিমিত্ত এই পরবর্তী বাক্য আরম্ভ হইতেছে । আর এই বিষয়টি পৃথগ্ভাবে প্রদর্শন করিবেন বলিয়াই পূর্বে অগ্নিসৃষ্টির পর, ইজ্জাদি দেবসৃষ্টির কথা বর্ণনা করেন নাই ; সেখানে কেবল প্রজাপতির সৃষ্টিক্রম পরিপূরণের জন্ত অগ্নি-সৃষ্টির কথামাত্র বলিয়াছেন । অত্রত্য ইজ্জাদিসৃষ্টিও সেখানেই (প্রজাপতির সৃষ্টিমধ্যেই সন্নিবিষ্ট) বুঝিতে হইবে ; কারণ, ইহা হইতেছে—তাহারই শেষ বা অবশিষ্ট অংশ ; এখানে কেবল অবিদ্বানের কৰ্ম্মাধিকারের নিমিত্ত-প্রদর্শনার্থ পৃথগ্ভাবে অভিহিত হইতেছে মাত্র ।

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব, তদেকং সন্ম ব্যভবৎ ।
তচ্ছ্রয়োৰূপমত্যসৃজত ক্ষত্রম্—যাত্তেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো
বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্তো যমো মৃত্যুরীশান ইতি । তস্মাৎ

कृत्रां परं नास्ति, तस्माद्ब्राह्मणः कृत्रियमधस्तादुपास्ते राज-
सूये, कृत्र एव तद्वशो दधाति, सैषा कृत्रश्च योनिर्यद् ब्रह्म ।

तस्माद् यद्यपि राजा परमतां गच्छति ब्रह्मैवास्तुत उपनि-
श्रयति स्वां योनिम्, य उ एनं हिनस्ति स्वां स योनिमुच्छति, स
पापीयान् भवति, यथा श्रेयांसं हिंसिहा ॥ ४८ ॥ ११ ॥

सरलार्थः—अग्रे (सृष्टेः प्राक्) ईदं (कृत्रादि-भेदजातम्) एकं
ब्रह्म एव वै (प्रसिद्धो) आसीत् । तत् (ब्रह्म) एकं (असहारं सत्) न व्यतवत्
[आश्विनः कर्तव्यं सम्पादयितुं] (असमर्थमतवत्) । तत् (तस्मात्) श्रेयोरूपं
(प्रकृष्टं श्रेयस्करं) कृत्रं (कृत्रियकृतिं) अत्यन्तजतं (सृष्टवत्) ; [किं तत्
कृत्रम् ? इत्याह—] यानि एतानि (अनन्तरौक्तानि) देवता (देवेषु
प्रसिद्धानि) कृत्राणि—ईदः (देवराजः), वरुणः (जलाधिपतिः), सोमः
(ब्राह्मणानां राजा), रुद्रः (पशूनां राजा), पर्जन्यः (विद्यादादीनां राजा),
यमः (पितॄणां राजा), मृत्याः (रोगादीनां राजा), द्वैषानः (ह्योतिषां
राजा) इति (एतानि) । तस्मात् (प्रथममेव कृत्रसर्जनात् हेतोः) कृत्रात्
(कृत्रजातेः) परं (उत्कृष्टं) नास्ति ; तस्मात् (कृत्रजातेः परमोत्कर्षादेव)
ब्राह्मणः [वर्णश्रेष्ठोऽपि सन्] राजसूये (तन्नामके यज्ञे) अधस्तात् (कृत्रि-
सनात् निम्नदेशे वर्तमानः सन्) कृत्रियम् उपास्ते (स्तुत्या आराधयति) ;
कृत्रः एव तत् (स्वकीयः) वशः (ब्रह्मेति ध्यातिरूपम्) दधाति, [राजसूये
अभिविक्तेन राज्ञा ब्रह्मरिति आमन्त्रितं शत्रिक् पुनस्तु प्रतिवदति—राजन् ब्रह्म
ब्रह्मासीति ; एतदेव वशआधानमिति भावः] । सा एवा (प्रकृता) कृत्रश्च
योनिः (कारणं)—यत् ब्रह्म (ब्राह्मणः) ; तस्मात् (कृत्रियश्च ब्राह्मणयोनिश्चादेव
हेतोः) राजा (कृत्रियः) यद्यपि (सम्भावनायाम्) परमतां (राजसूये
परमोत्कर्षं) गच्छति ; [तथापि] अन्ततः (अन्ते—राजसूयकर्षणमाप्तेः परम्),
स्वां (स्वकीयां) योनिं (कारणरूपं) ब्रह्म एव उपनिश्रयति (आश्रयति—
पुरोहितम् अग्रे स्थापयतीति यावत्) । यः उ (यः पुनः) स्वां योनिं एनं
(ब्राह्मणं) हिनस्ति (अवजानाति), सः (हिंसाकारी जनः) स्वां योनिम् एव
उच्छति (स्वकारणमेव विनाशयति) ; सः (हिंसाकारी जनः) पापीयान् (अति-
शयेन पापी भवति), यथा श्रेयांसं (अत्युत्कृष्टं) हिंसिहा [भवति, तथा
इत्यर्थः] ॥ ४८ ॥ ११ ॥

মুক্তানুশাসনঃ ।—সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ ছিল । তিনি একাকী [কর্মসম্পাদন করিতে] সমর্থ হইলেন না ; তিনি উত্তম শ্রেয়স্কর ক্ষত্রিয়-জাতি সৃষ্টি করিলেন—যাহারা দেবগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়—এই ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্ম, যম, মৃত্যু ও ঈশান । অতএব ক্ষত্রিয় অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ নাই ; এই কারণেই ‘রাজসূয়’ যজ্ঞে ব্রাহ্মণ নিজে নীচে বসিয়া উপরিস্থিত ক্ষত্রিয়ের আরাধনা করিয়া থাকেন ; ক্ষত্রিয়ই সেই যশঃ (ব্রাহ্মণত্বাতি) প্রদান করেন : ইহাই সেই ক্ষত্রিয়ের যোনি, অর্থাৎ যশঃপ্রাপ্তির কারণ,—যাহা ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ জাতি) । অতএব ক্ষত্রিয় জাতি যদি [রাজসূয়ে] পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হন, তথাপি অন্তে অর্থাৎ যজ্ঞ-সমাপ্তির পর পুনর্ব্বার সন্ধানি ব্রাহ্মণকেই আশ্রয় করেন,—অগ্রে স্থাপন করেন । যে লোক এই ব্রাহ্মণের হিংসা বা অবমাননা করেন, ফলতঃ তিনি স্বকারণেই উচ্ছেদসাধন করেন ; এবং তজ্জন্ম তিনি অতিশয় পাপী হন—যেমন অগ্ন্যগ্ন শ্রেষ্ঠ বস্তু হিংসা করিয়া হইয়া থাকে, [তেমনি] ॥ ৪৮ ॥ ১১ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ—যদগ্নিঃ সৃষ্টায়িক্রপাপন্নং ব্রহ্ম—ব্রাহ্মণজাতিমানাদ্ ব্রহ্মত্যাভিধীয়তে—বৈ, ইদং ক্ষত্রাদিজাতং ব্রহ্মৈব, অভিন্নমাসীদ্, একমেব—নাসীৎ ক্ষত্রাদিভেদঃ । তৎ একং একং ক্ষত্রাদি-পরিপাল-য়িত্বাদিশৃণুৎ সং, ন ব্যভবৎ ন বিভূতবৎ কর্মণে নালমাসীদিত্যর্থঃ । ততস্তদ্ এক—ব্রাহ্মণোহগ্নি, যমেখং কর্তব্যম্’ ইতি ব্রাহ্মণজাতিনিমিত্তং কর্ম চিকীৰ্ষুঃ আয়নঃ কর্মকর্তৃহবিভূত্যে, শ্রেয়োরূপং প্রশস্তরূপম্ অতাস্মজত অতিশয়েন অস্ম-জত সৃষ্টবৎ । কিং পুনস্তৎ, যৎ সৃষ্টম্ ? ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়জাতিঃ তদ্ব্যক্তিভেদেন—যাত্তেতানি প্রসিদ্ধানি লোকে, দেবজ্ঞা দেবেষু ক্ষত্রাণীতি—জাত্যাখ্যারায়ং পক্ষে বহুবচনস্বরূপং ব্যক্তিবহুত্বা ভেদোপচারেণ । ১

কানি পুনস্তানীত্যাহ—তত্রাভিযুক্তা এব বিশেষতো নির্দিষ্টন্তে—ইজ্ঞো দেবানাং রাজা, বরুণো যাদসাম্, সোমো ব্রাহ্মণানাং, রুদ্রঃ পশূনাং, পর্জন্মো বিদ্বাদাদীনাং, যমঃ পিতৃণাম্, মৃত্যুঃ রোগাদীনাং, ঈশানো ভাসাম্, ইত্যেবমাদীনি দেবেষু ক্ষত্রাণি । তদহু ইজ্ঞাদি-ক্ষত্রদেবতাদিষ্ঠিতানি মনুষ্যক্ষত্রাণি সোম-সূর্য্য-বংশজানি পুরুষঃপ্রভৃতীনি সৃষ্টান্তেব ব্রহ্মবানি ; তদর্থ এব হি দেবক্ষত্রসর্গঃ প্রস্তুতঃ । ২

বস্মাদ্ ব্রহ্মণা অতিশয়েন সৃষ্টং কল্পম্, তস্মাৎ কল্পাৎ পরং নাস্তি—ব্রাহ্মণ-
জাতেরপি নিরন্ত্ৰ ; তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ কারণভূতোহপি কত্রিয়স্ত, কত্রিয়ম্ অধস্তাৎ
ব্যবহিতঃ সন্ উপরিস্থিতমুপান্তে,—ক ? রাজসূয়ে । কল্প এব তদাশ্রয়ঃ বশঃ
খ্যাতিরূপং—ব্রহ্মেতি দধাতি স্থাপয়তি । রাজসূয়াভিষিক্তেন আসন্ম্যাং স্থিতেন
রাজ্ঞা আমন্ত্রিতঃ—ব্রহ্মণিতি ঋত্বিক্ পুনস্তং প্রত্যাহ—ঋং রাজন্ ব্রহ্মাসীতি ।
তদেতদভিধীয়তে—কল্প এব তদ্বশো দধাতীতি । ৩

সৈবা প্রকৃতা কল্পস্ত যোনিরেব, যদ্ ব্রহ্ম । তস্মাদ্ যন্তপি রাজা পরমতাং
রাজসূয়াভিবেকগুণং গচ্ছতি আপ্নোতি, ব্রহ্মৈব ব্রাহ্মণজাতিমেব অন্ততঃ অস্তে
কৰ্ম্মপরিসমাপ্তৌ, উপনিশ্রয়তি আশ্রয়তি স্বাং যোনিং—পুরোহিতং পুরো নিধন্ত-
ইত্যর্থঃ । যন্ত পুনর্কলাভিমানাং স্বাং যোনিং ব্রাহ্মণজাতিং ব্রাহ্মণং য উ এনং
হিনস্তি গুণভাবেন পশতি, স্বামাশ্রীয়ামেব স যোনিমুচ্ছতি—স্বং প্রসবং বিচ্ছি-
নস্তি বিনাশতি । স এতং কৃৎস্না পাপীয়ান্ পাপতরো ভবতি ; পূৰ্ব্বমপি কত্রিয়ঃ
পাপ এব ক্রূরভ্যাং, আত্মপ্রসবহিংসরা সূতরাম্ ; যথা লোকে শ্রেয়াংসং প্রশস্ততরং
হিংসিত্বা পরিত্যজ্য পাপতরো ভবতি, তদ্বৎ ॥ ৪৪ । ১১ ॥

টীকা । দ্বিতীয়মেবকারং ব্যাচষ্টে—নাসীদিতি । কথং তর্হি তন্ত কন্দামুষ্ঠানসামর্থ্যসিদ্ধি-
রিত্যাশঙ্ক্য সমনস্তরবাক্যং ব্যাচষ্টে—তত ইতি । তদেব সৃষ্টমাকাক্ষাঘারা স্পষ্টয়তি—কিং
পুনরিতি । একা চেৎ কল্পজাতিঃ সৃষ্টা, কথং তর্হি যাজ্ঞেতানীতি বহুস্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদাক্ষি-
ভেদেনেতি । কল্পজাতেরেকব্যাং কথং কত্রাণীতি বহুবচনমিত্যাশঙ্ক্য ‘জাত্যাধ্যায়ামেকম্নি-
বহুবচনমন্ততরস্তান্’ (পা० ২০ ১১২৫৮) ইতি স্মৃতিযাজ্ঞিত্যাহ—জাতীতি । বহুস্তের্গতান্তরমাহ—
ব্যাকীতি । তাসাং বহুবাক্ষাতেন্ত তদভেদাৎ তত্রাপি ভেদমুপচর্য্য বহুস্তিরিত্যর্থঃ । কত্রাণীতি
বহুবচনমিতি সৎকঃ । ১

তেষাং বিশেষতো গ্রহণং কল্পস্তোত্তমবঃ প্যাপরিতুমিতি মহানঃ সন্নাহ—কানি পুনরিত্যা-
দিনা । নহু কিমিতি দেবেষু কল্পসৃষ্টিক্রমো ? ব্রাহ্মণস্ত কন্দামুষ্ঠানসামর্থ্যসিদ্ধার্থঃ সন্মুক্তেষেব
তৎসৃষ্টিরূপদেবোত্যাশঙ্ক্যাহ—তদধিতি । তথাপি বিবক্ষিতা সৃষ্টিশ্রুতৌ বক্তব্যোত্যাশঙ্ক্যো-
পোদঘাতোহয়মিত্যাহ—তদর্শ ইতি । ২

তস্মাদিত্যাঙ্গি ব্যাচষ্টে—বস্মাদিতি । কল্পস্ত নিরন্ত্ৰত্ববহুৎকর্ষে হেবন্তরমাহ—তস্মাদিতি ।
ব্রহ্মেতি প্রসিদ্ধং ব্রাহ্মণাধামিতি বাবৎ । উক্তমেব প্রপঞ্চয়তি—রাজসূয়েতি । আসন্ম্যাং
সকিকারাম্ ।

কল্পে বকীরং বশঃ সমর্পয়তো ব্রাহ্মণস্ত নিকর্ষমাশঙ্ক্যাহ—সৈবেতি । তস্মোত্রাহ্মণস্ত
তুল্যাঘাৎ ভূতোহবান্তরভেদঃ কল্পমপি ক্রতুকালে ব্রাহ্মণাং আপ্নোতীত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি ।
কল্পস্ত ব্রহ্মাভিষে দোষপ্রবণাক তন্ত তদপেক্ষয়া তদগুণধর্মিত্যাহ—বধিতি । এষাদাদীপীতি
বক্তৃ ‘উ’শকঃ । য উ এনং হিনস্তীতি প্রতীকগ্রহণং, যন্ত পুনরিত্যাঙ্গি ব্যাখ্যানমিতি ভেদঃ ।

ঈশ্বরস্বরূপবর্ণন প্রয়োগে হেতুমাং—পূর্বমপীতি । ব্রাহ্মণাভিভবে পাপীয়স্বমিত্যেতদ্ব্যাহরণেন
বুদ্ধাবারোপয়তি—যথেন্তি ॥ ৪৮ ॥ ১১ ॥

ভাব্যানুবাদঃ—“ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদি । যে ব্রহ্ম অগ্নি-
সৃষ্টির পর অগ্নিতাবাপন্ন এবং ব্রাহ্মণ-জাত্যভিমান নিবন্ধন ব্রহ্ম-নামে অভিহিত
এই ক্ষত্রিয়াদি জাতিসমূহ [অগ্রে] একমাত্র সেই ব্রহ্মই—ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন-
রূপই ছিল,—ক্ষত্রিয়াদি বিভাগ ছিল না । সেই ব্রহ্ম একাকী—পরিপালনক্ষম
ক্ষত্রিয়াদিরহিত হইয়া থাকিতে সমর্থ হইলেন না, অর্থাৎ কর্মসম্পাদনে সমর্থ
হইলেন না । সেই কারণে, সেই ব্রহ্ম—‘আমি ব্রাহ্মণ, আমার পক্ষে এইরূপ কর্ম
করা আবশ্যক’ এইরূপ চিন্তার পর ব্রাহ্মণজাত্যচিত্তে কর্ম করিতে ইচ্ছুক হইয়া,
আপনার কর্তব্য কর্মে কর্তৃত্ব রক্ষার নিমিত্ত শ্রেয়োরূপ—একটি সুপ্রশস্ত জাতি
উত্তমরূপে সৃষ্টি করিলেন । তিনি বাহ্য সৃষ্টি করিলেন, সেই শ্রেয়োরূপ বস্তুটি কি ?
না, ক্ষত্র—ক্ষত্রিয়জাতি ; তাহাই বিভিন্ন ব্যক্তিক্রমে দেখাইতেছেন—জগতে এই
যে, দেবগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ । জাতিনির্দেশস্থলে একেতেও বৈকল্পিক
বহুবচন হইবার বিধান থাকায়, অথবা ব্যক্তিভেদে একেতেও ভেদ আরোপ করায়
‘ক্ষত্রাণি’ শব্দে বহুবচন হইয়াছে । অভিপ্রায় এই যে, ইন্দ্রাদি-বরুণাদির ব্যক্তি-
গত বহুত্বের সহিত তদীয় ক্ষত্রিয়জাতিরও অভিন্নত্ব আরোপ করায় এখানে
বহুবচনের ব্যবহার অমুচিত হয় নাই । ১

তাহারা কে কে ? এই আকাজক্ষায়, তাহাদের মধ্যে বাহারা অভিযুক্ত
ক্ষত্রিয়, বিশেষভাবে তাহাদিগকেই নির্দেশ করিতেছেন—দেবগণের রাজা—
ইন্দ্র, জলজন্তুর রাজা—বরুণ, ব্রাহ্মণগণের রাজা—সোম, পশুগণের রাজা—রুদ্র,
বিদ্যুৎপ্রভৃতির রাজা—পর্জন্ত, পিতৃগণের রাজা—যম, রোগাদির রাজা—মৃত্যু ও
জ্যোতিঃসমূহের রাজা—ঈশান, ইত্যাদি দেবক্ষত্রিয়গণকে [সৃষ্টি করিয়াছিলেন] ।
বুঝিতে হইবে, এই দেবক্ষত্রিয়সৃষ্টির পরে, ইন্দ্রপ্রভৃতি ক্ষত্রিয়দেবতাস্থিতিত চন্দ্র-
সূর্য্যবংশীয় পুরুষপ্রভৃতি মনুষ্য-ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহার জন্তই
এখানে দেবক্ষত্রিয়সৃষ্টির অবতারণা করা হইয়াছে ।

যেহেতু, ব্রহ্ম বিশেষ গুণযোগে ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই হেতু
ক্ষত্রিয় ভিন্ন আর কেহই ব্রাহ্মণ-জাতিরও নিয়ন্তা বা পরিচালক নাই ; এই কারণেই
ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়জাতির কারণ-স্বরূপ হইয়াও ক্ষত্রিয়ের নীচে অবস্থান করত উপনি-
স্থিত ক্ষত্রিয়ের উপাসনা করিয়া থাকেন ; কোথায় ?—রাজহরনারক বজ্রে
ক্ষত্রিয়ই আপনার বশঃ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যখ্যাতি স্থাপন করেন,—রাজহর বজ্রে ক্ষত্রি-

বিক্ত রাজা মকোপরি উপবিষ্ট হইয়া ঋত্বিক্কে (পুরোহিতকে) ‘ব্রহ্মন্’ বলিয়া সম্বোধন করেন ; তত্ক্ষণে ঋত্বিক্ আবার রাজাকে বলেন যে, ‘রাজন্ স্বং ব্রহ্ম অসি’ অর্থাৎ হে রাজন্, তুমি হইতেছ—ব্রহ্ম ; এই অভিপ্রায়েই “কল্প এব তদ্যশো দধাতি” বাক্য অভিহিত হইতেছে । ৩

এই যে ব্রহ্ম, ইহাই ক্ষত্রিয়ের যোনি (উৎপত্তির কারণ) ; সেই হেতু রাজা যদিও পরমতা—রাজস্বরাভিষেকজাত পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হউক, তথাপি অন্তে অর্থাৎ রাজস্বর বজ্রসমাপ্তির পরে কিন্তু স্ব-যোনি ব্রহ্মকেই—ব্রাহ্মণজাতিকেই আশ্রয় করেন, অর্থাৎ সেই পুরোহিতকেই আবার অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া থাকেন । পক্ষান্তরে, যে লোক আপনার বলদর্পে এই স্বযোনি ব্রাহ্মণজাতিকেই হিংসা করে, অর্থাৎ অবজ্ঞার ভাবে দর্শন করে, সে লোক স্বীয় যোনিকে—নিজের উৎপত্তিকারণকেই বিচ্ছিন্ন করে—বিনষ্ট করে । সেই ব্যক্তি এইরূপ কার্য্য করিয়া পাপীয়া—অতিশয় পাপগ্রস্ত হয় । ক্ষত্রিয়জাতি কুরূতাব বলিয়া পূর্বেও নিশ্চয়ই পাপী ছিল, পরে আপনার উৎপত্তিকারণ ব্রাহ্মণের প্রতি হিংসা করার আরও অধিক পাপী হয় । জগতে কোনও শ্রেষ্ঠ বা প্রশংসিত ব্যক্তিকে হিংসা করিয়া—অভিভূত করিয়া লোক মধ্যে যেরূপ অধিকতর পাপী হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ ॥ ৮৥১২

স নৈব ব্যভবৎ, স বিশমসৃজত—যাশ্চেতানি দেবজাতানি গণশ আখ্যায়ন্তে—বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিধে দেবা মরুত ইতি ॥ ৪৯ ॥ ১২ ॥

সম্বলার্থঃ ১—সঃ (ব্রাহ্মণঃ) ন এব ব্যভবৎ (ক্ষত্রসৃষ্টাবপি স্বকর্ণণে সমর্থো নৈব বভূব) ; [অতঃ] সঃ বিশং (বিতোপার্জনকমাং বৈশ্বজাতিং) অসৃজত—যানি এতানি দেবজাতানি (যে এতে দেবজাতিবিশেষাঃ) গণশঃ (সংখ্যক্রমেণ) আখ্যায়ন্তে (কথ্যন্তে)—বসবঃ (অষ্টসংখ্যাকঃ বসুগণঃ), রুদ্রাঃ (একাদশ-সংখ্যাকাঃ), আদিত্যাঃ (দ্বাদশসংখ্যাকাঃ), বিধে দেবাঃ (বিশ্বায়া অপত্যানি ত্রয়োদশ, সর্গে বা দেবাঃ), মরুতঃ (বায়বঃ সপ্তসপ্তগণাঃ) ইতি ॥ ৩৯ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদঃ ১—ক্ষত্রিয় সৃষ্টির পরও তিনি (ব্রহ্ম) নিজের কর্ত্ত্ব সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না ; তত্ক্ষণে তিনি বিতোপার্জনকম বৈশ্ব-জাতি সৃষ্টি করিলেন, বাঁহারা এই এক একটি গণ বা সংঘাওরূপে কল্পিত হইয়া থাকেন । যেমন—অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ

আদিত্য, ত্রয়োদশ বিষ্ণুদেব, এবং ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎ অর্থাৎ বায়ুসংঘাত ইতি ॥ ৪৯ ॥ ১২ ॥

শাকরভাষ্যম্ :—কল্পে সৃষ্টেহপি স নৈব ব্যভবৎ—কৰ্ম্মণে ব্রহ্ম তথা ন ব্যভবৎ বিত্তোপার্জনিতুরভাবাৎ । স বিশমসৃজত কৰ্ম্মসাধনবিত্তোপার্জনায় । কঃ পুনরসৌ বিট্ ? যাচ্ছেতানি দেবজাতানি—স্বার্থে নিষ্ঠা, য এতে দেবজাতিভেদা ইত্যর্থঃ । গণঃ গণঃ গণম্ আখ্যায়ন্তে কথ্যন্তে—গণপ্রায়া হি বিশঃ ; প্রায়েণ সংহতা হি বিত্তোপার্জনে সমর্থ্যঃ, নৈকৈকশঃ । বসবঃ অষ্টসংখ্যো গণঃ, তথৈকাদশ রুদ্রাঃ ; দ্বাদশ আদিত্যাঃ ; বিষ্ণে দেবাঃ ত্রয়োদশ—বিশ্বায়া অপত্যানি, সর্কে বা দেবাঃ ; মরুতঃ সপ্তসপ্ত গণাঃ ॥ ৪৯ ॥ ১২ ॥

টীকা । কর্ত্ত্বাব্রাহ্মণস্ত নিয়ন্তৃশ্চ কল্পিয়ন্ত সৃষ্টেহাৎ কিমন্তরেণেত্যাশঙ্ক্যাহ—কল্পইতি । তদ্ব্যচষ্টে—কৰ্ম্মণ ইতি । ব্রহ্ম ব্রাহ্মণোহস্মীত্যভিমানী পুরুষঃ । তথা কল্পসর্গাৎ পূৰ্ব্বমিবেতি যাবৎ । কথং তর্হি লৌকিকসামর্থ্যসম্পাদনদ্বারা কৰ্ম্মানুষ্ঠানম্, অত আহ—স বিশমিতি । দেবজাতানীতাত্ত তকারো নিষ্ঠা । গণঃ গণঃ কুত্ব কিমিত্যাখ্যানঃ বিশমিত্যাশঙ্ক্যাহ—গণেতি । বিশাং সমুদায়প্রধানত্বমদ্ব্যপি প্রত্যক্ষমিত্যাহ—প্রায়েণেতি ॥ ৪৯ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—কল্পিয়-সৃষ্টির পরেও তিনি নিশ্চয়ই সমর্থ হইলেন না, অর্থাৎ বিত্তোপার্জনক্ষম লোকের অভাবে সেই ব্রহ্ম উপযুক্তরূপে নিজের কৰ্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হইলেন না ; তখন কৰ্ম্ম-সাধনের উপযোগী বিত্ত-উপার্জনের নিমিত্ত বৈশ্বজাতি সৃষ্টি করিলেন । এই বৈশ্বজাতি কে ?—বাহারা এই দেবজাতিবিশেষ এক একটি গণক্রমে অর্থাৎ সংখ্যরূপে অভিহিত হইয়া থাকেন ; কেননা, বৈশ্বজাতি প্রায়ই দলবদ্ধ ; দেখিতে পাওয়া যায়—অধিকাংশ স্থলে দলবদ্ধ ব্যক্তিরাই ধন উপার্জনে সমর্থ হয় ; কিন্তু এক এক ব্যক্তি সমর্থ হয় না ; বসু—অষ্টসংখ্যক গণ ; সেইরূপ রুদ্র—একাদশ, আদিত্য—দ্বাদশ, বিষ্ণুদেব—ত্রয়োদশ, বিষ্ণুদেব অর্থ—বিশ্বানামী জীর সন্তান, অথবা সমস্ত দেবতা, আর মরুৎগণ—সপ্তসপ্ত—ঊনপঞ্চাশৎসংখ্যক (বায়ুসমষ্টি), [ইহাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন] ॥ ৪৯

স নৈব ব্যভবৎ, স শৌভ্রঃ বর্ণমসৃজত পুষণম্—ইয়ং বৈ পুষেয়ৎ হীদং সর্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ ॥ ৫০ ॥ ১৩ ॥

সরস্বতীর্থঃ :—সঃ [পুনশ্চ] নৈব ব্যভবৎ ; [অতঃ] সঃ শৌভ্রঃ বর্ণং (শূদ্রজাতিং) পুষণম্ অসৃজত । ইয়ং (দৃশ্যমানা পৃথিবী) বৈ (প্রসিকৌ) পুষা ; হি (সম্রাৎ) ইয়ং (পৃথিবী) ইদং সর্বং—যং ইদং কিঞ্চ (যং কিঞ্চিদপি, তৎ) পুষ্যতি (পুষ্যতি) ॥ ৫০ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ :—তিনি তখনও সমর্থ হইলেন না ; তখন তিনি শূদ্রজাতি পুষার সৃষ্টি করিলেন । এই পৃথিবীই ‘পুষা’ নামে প্রসিদ্ধ ; কারণ, এই বাহা কিছু দৃশ্যমান বস্তু, এই পৃথিবীই তৎসমস্তকে পোষণ করিয়া থাকে ॥ ৫০ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ :—সঃ পরিচারকাভাবাৎ পুনরপি নৈব ব্যভবৎ ; স শৌদ্ৰঃ বর্ণমসৃজত । শূদ্র এব শৌদ্ৰঃ, স্বার্থেহগি বুদ্ধিঃ । কঃ পুনরসৌ শৌদ্ৰো বর্ণঃ, যঃ সৃষ্টঃ ? পুষণং—পুষ্যতীতি পুষা । কঃ পুনরসৌ পুষা ? ইতি বিশেষতত্ত্বনির্দি-
শতি—ইয়ং পৃথিবী পুষা । স্বরমেব নির্বচনমাহ—ইয়ং হি ইদং সৰ্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ ॥ ৫০ ॥ ১৩ ॥

টীকা । কর্তৃপালয়িত্বনার্জয়িতৃণাং সৃষ্টত্বাৎ কৃতং বর্ণাগ্রসৃষ্টোক্তাশঙ্কাহ—স পরি-
চারকেতি । শৌদ্ৰঃ বর্ণমসৃজতেত্যাক্রোকারো বুদ্ধিঃ । পুষ্যতীতি পুষেভ্যাস্তদ্বাৎপ্রস্তুতানবকাশ-
মাশঙ্কাহ—বিশেষত ইতি । পুষণকস্তার্থান্তরে প্রসিদ্ধত্বাৎ কণঃ পৃথিব্যাঃ বৃত্তিরিত্যাশঙ্কাহ—
বরমেবেতি ॥ ৫০ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ । তিনি পরিচারকের অভাবে পুনশ্চ অসমর্থই রহি-
লেন ; তিনি শৌদ্ৰবর্ণ সৃষ্টি করিলেন । এখানে শৌদ্ৰ অর্থ—শূদ্র ; স্বার্থে তদ্ধিত
প্রত্যয় হওয়ার উকারবুদ্ধি—উকার হইয়াছে । তিনি যাহাকে সৃষ্টি করিলেন,
সেই শূদ্রবর্ণটী কে ? তাহা পুষন্—যিনি পোষণ করেন, তিনি পুষা ; এই পুষা যে,
কে, তাহা বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিতেছেন—এই পৃথিবী হইতেছে পুষা ।
নিজেই ইহার বৌগিকার্থ প্রদর্শন করিতেছেন—যেহেতু এই পৃথিবীতে বাহা কিছু
আছে, পৃথিবীই তাহা পোষণ করিয়া থাকে, [সেই হেতু পৃথিবীর নাম
পুষা ॥ ৫০ ॥ ১৩ ॥

স নৈব ব্যভবত্তেয়োৰূপমত্যসৃজত ধৰ্ম্মম্, তদেতৎ কল্পশ্চ
কল্পং যক্ষ্মস্তুস্মাক্ষ্মাৎ পরং নাস্ত্যথো অবলীযান্ বলীয়াৎস-
মাশ্চসতে ধৰ্ম্মেণ—যথা রাজৈবম্, যো বৈ স ধৰ্ম্মঃ সত্যং বৈ
তৎ, তস্মাৎ সত্যং বদন্তুমাহুর্ধৰ্ম্মং বদতীতি, ধৰ্ম্মং বা বদন্তু
সত্যং বদতীত্যেতদ্ব্যবৈতত্বভয়ং ভবতি ॥ ৫১ ॥ ১৪ ॥

সরস্বতীর্থঃ :—সঃ [এবং চতুরো বর্ণান্ সৃষ্টাপি] ন এব ব্যভবৎ ; তৎ
(তস্মাৎ) প্রেরোৰূপং (প্রকৃষ্টং প্রেরাৎসং) ধৰ্ম্মং অত্যসৃজত (অতিশয়েন সৃষ্ট-
বান্) । তৎ (পুরোক্তং) এতৎ (প্রেরোৰূপম্) কল্পশ্চ (কল্পিরকালে)

কল্পং (রক্ষকং—নিয়ামকং) ; [কিং তৎ ? ইত্যাং—] যৎ (যঃ) ধর্মঃ ; তস্মাৎ (কল্পিতস্তাপি নিয়ন্তৃহাং হেতোঃ) ধর্ম্যাং পরং (অধিকং—উৎকৃষ্টং) ন অস্তি । অথ অবলীয়াৎ (অতিশয়েন বলহীনোহপি) বলীয়াৎসং (তদপেক্ষয়া বলাধিকং জনং) যথা রাজ্ঞা (রাজবলেন), এবং (তথা) ধর্মেণ (ধর্মবলেন) আশংসতে (জেতুমিচ্ছতি) । যঃ বৈ (এব) সঃ ধর্মঃ, তৎ বৈ (স এব) সত্যং (অবিতথ-রূপং) ; তস্মাৎ (ধর্মস্ত সত্যপরত্বাং হেতোঃ) সত্যং বদন্তঃ (সত্যবাদিনঃ জনং) আহঃ (কথয়ন্তি) [জনাঃ]—ধর্মং বদতি ইতি ; তথা ধর্মং বদন্তঃ [আহঃ—] সত্যং বদতি ইতি ; এতৎ (যথোক্তং) উভয়ং হি (নিশ্চয়ে) এতৎ (এব ধর্মঃ) এব ভবতি, [নহি একম্ অন্ততঃ অতিরিক্তাং ইতি ভাবঃ] ॥ ৫১ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদঃ—তিনি চারিঘণ সৃষ্টি করিয়াও সমর্থ হইলেন না । তজ্জন্ত ধর্ম্যনামক অপর একটি শ্রেয়োরূপ সৃষ্টি করিলেন । ইহাই কত্রিয়েরও কল্প অর্থাৎ নিয়ামক বা শাসনকর্তা—যাহার নাম ধর্ম । অতএব সেই ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই । এই ধর্ম বলে অতিশয় দুর্বল লোকও অতিশয় বলবানকে জয় করিবার জন্ত আহ্বান করিয়া থাকে—যেমন লোকে রাজার সাহায্য করে । যাহা ধর্ম, তাহাই সত্য, সেই কারণে সত্যবাদীকে বলে—এ লোক ধর্ম বলিতেছে, আবার ধর্মবাদীকেও বলে—এ লোক সত্য বলিতেছে, এই শ্রেয়োরূপটিই এই উভয়রূপ অর্থাৎ ধর্ম ও সত্য স্বরূপ ॥ ৫১ ॥ ১৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্—সঃ চতুরঃ সৃষ্টাপি বর্ণান্ নৈব ব্যভবৎ, উগ্রত্বাৎ কল্পস্তানিয়তাশঙ্কয়া তৎ শ্রেয়োরূপম্ অতাসৃজত । কিং তৎ ? ধর্মম্ ; তদেতৎ শ্রেয়োরূপং সৃষ্টং কল্পস্ত কল্পং কল্পস্তাপি নিয়ন্তৃ, উগ্রাদপ্যুগ্রং—যদ্ধর্মঃ যো ধর্মঃ ; তস্মাৎ কল্পস্তাপি নিয়ন্তৃহাং ধর্ম্যাং পরং নাস্তি, তেন হি নিয়ম্যন্তে সর্কে । তৎ কথম্—ইত্যাচ্যতে—অথো অপি অবলীয়াৎ দুর্বলতরঃ বলীয়াৎসম্ আত্মনো বল-বন্তরমপি আশংসতে কাময়তে জেতুং ধর্মেণ বলেন,—যথা লোকে রাজা সর্ববল-বন্তরমেনাপি কুটুম্বিকং, এবম্ তস্মাৎ সিদ্ধং ধর্মস্ত সর্ববলবন্তরত্বাৎ সর্বনিয়ন্তৃত্বম্ ।

যো বৈ স ধর্মো ব্যবহারলক্ষণো লৌকিকৈর্ক্যবহিঃসমাগঃ, সত্যং বৈ তৎ ; সত্যমিতি যথাশাস্ত্রার্থতা । স এবাহুগীষমানো ধর্ম্যনামা ভবতি ; শাস্ত্রার্থত্বেন জ্ঞান-মানস্ত সত্যং ভবতি । যস্মাদেবম্, তস্মাৎ,—সত্যং যথাশাস্ত্রং বদন্তঃ ব্যবহার-কালে, আহঃ সমীপস্থা উভয়বিবেকজ্ঞাঃ—ধর্মং বদন্তীতি—প্রসিদ্ধং লৌকিকং জ্ঞায়ং

বদতীতি ; তথা বিপর্যায়ের ধর্মঃ বা লৌকিকং ব্যবহারং বদন্তমাহঃ—সত্যং বদতি, শাস্ত্রাদনপেতং বদতীতি । এতৎ বহুত্বম্ উভয়ং জ্ঞায়মানমমুত্তরীয়মানঞ্চ, এতৎ ধর্মঃ এব ভবতি, তস্যাং স ধর্মো জ্ঞানানুষ্ঠানলক্ষণঃ শাস্ত্রজ্ঞান ইত্যেতৎ সর্বা-
নেব নিয়ময়তি ; তস্যাং স কত্রস্তাপি ক্ষত্রম্ ; অতস্তদভিমানোহবিধাংস্তদিশেষানু-
ষ্ঠানাদ্ ব্রহ্মক্ষত্রবিটশদ্রনিমিত্তবিশেষমভিমন্ততে ; তানি চ নিসর্গত এব কক্ষা-
ধিকারনিমিত্তানি ॥ ৫১ ॥ ৫১ ॥ ১৪ ॥

টীকা । নমু চাতুর্বিধো নৃশ্রেষ্ঠো ভাবৈতব কক্ষানুষ্ঠানসিদ্ধেরলং ধর্মমন্তোভ্যাত্ত আহ—স চতুর
ইতি । অনিরতাপক্ষ্যে নিবাসকাতাবে তস্তানিরতত্বসত্ত্বাবনয়তি যাবৎ । তচ্ছব্দং শ্রেষ্ঠব্রহ্ম-
বিষয়ঃ । কুতো ধর্মস্ত সর্গনিবন্ধঃ, ক্ষত্রস্তেব তৎপ্রসিদ্ধেবিত্যাহ—তৎ কথমিতি । অমুত্তব-
মমুত্তব পবিত্ররতি—উচ্যত ইত্যাদিনা । তদেবোদাররতি—যথোক্তি । ব্রাহ্মা শাস্ত্রম্ভাষ্য ইতি
শেষঃ । ধর্মস্তোৎকৃষ্টেবেন নিয়ন্ত্রে সত্যাদভিন্নং হেতুস্তবমাহ—যো বা ইতি । কথং ধর্মস্ত
সত্যং, স হি পুঙ্খবধর্মো বচনধর্মঃ সত্যমিত্যাবাস্তবস্তেদাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—স এবোক্তি । যথোক্তে
বিবেকে লোকপ্রসিদ্ধিঃ প্রমাণরতি—তস্মাদিতি । উভয়শব্দো ধর্মসত্যবিষয়ঃ, ধর্মঃ বদতীত্যোক্তদেব
বিত্ত্বতে—প্রসিদ্ধমিতি । যথা শাস্ত্রানুসায়েণ বদন্তঃ ‘ধর্মঃ বদতি’ ইতি বদন্তি, তথা পুরোক্ত-
বদনবৈপরীত্যেন ধর্মঃ বদন্তঃ সত্যং বদতীত্যাহরতি বোচনা । ধর্মমেব বাচ্যে—লৌকিক-
মিতি । সত্যং বদতীত্যোক্তদেব স্মৃটরতি—শাস্ত্রাদিতি । কার্যাকারণভাবেনানরোরেকত্বমুপ-
সংহরতি—এতমিতি । শাস্ত্রার্থসংশয়ে শিষ্টব্যবহারান্বেষণঃ, যথা যব-ববাহাদিশব্দে । ধর্মসংশয়ে
তু শাস্ত্রার্থবিশারিণঃ, যথা চৈতাবন্দনাদিবাদাসেনাগ্নিকোত্রাদৌ । অতো হেতুহেতুমন্তাবা
দ্বস্তরোরেকমিতি ভাবঃ । ধর্মস্ত সত্যাদভেদে কলিতমাত—তস্মাদিতি । তস্ত সর্গনিয়ন্ত্রেণপি
প্রকৃতে কিমায়ত্তং, তদাত্ত—তস্যাং স ইতি । তন্নি যথোক্তধর্মবশাদেব কক্ষানুষ্ঠানসিদ্ধের্গ-
প্রমাণভিমানতাকিকিংকরমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অত ইতি । ধার্মিকত্বাভিমানে ব্রাহ্মণাভ্য-
মানং পুরোথারানুষ্ঠাপকস্তেদভিমানোঃপি তলৈবভিমানান্তরং পুরস্তানুষ্ঠাপরেদিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—তানি চেতি । ন পবিত্রবো ধার্মিকস্ত ব্রাহ্মণাদিষু নিরিত্তেবু সংস্র কক্ষপ্রত্যুতো
নিমিত্তান্তরমপেক্যতে প্রমাণভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ ১৪ ॥

ভাস্ত্রানুবাদ ।—তিনি চারিবিধ নৃশ্রেষ্ঠ করিয়াও ক্ষত্রিয়জাতির উগ্রব্রতাব
নিবন্ধন অবাধাতা শঙ্কায় [স্বকার্যো] নিশ্চয়ই সমর্থ হইলেন না ; সেই জন্য তিনি
আর একটী কল্যাণকর উৎকৃষ্ট বস্ত্র উগ্ররূপে নৃশ্রেষ্ঠ করিলেন । তাহা কি ? তাহা
ধর্ম ; নৃশ্রেষ্ঠ সেই এই উৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃপদার্থটী ক্ষত্রিয়ও ক্ষত্র অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-
জাতিরও নিয়ন্তা (শাসনকারী) এবং উগ্র অপেক্ষাও উগ্র, যাহার নাম—
ধর্ম । অতএব ক্ষত্রিয়ের নিয়ন্তা বলিয়া ধর্মাপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কিছু নাই ;
কারণ, অগজীব তাহা দ্বারা নিরমিত—নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইয়া থাকে ।
সেই নিয়ন্ত্র কি প্রকার উৎকৃষ্ট, তাহা বলা হইতেছে,—অবলীলান্ন স্নাতিশর

দুর্বল ব্যক্তিও বলীয়ানকে—আপনার অপেক্ষা অধিকতর বলবান্ পুরুষকেও ধর্ম্ব বলে আশংসা করে অর্থাৎ জয় করিতে ইচ্ছা করে,—জগতে গৃহস্থ লোক যেরূপ সর্বাধিক ক্ষমতাপন্ন রাজার সাহায্যে [জয়েচ্ছু হইয়া থাকে], তদ্রূপ ; অতএব সর্বাপেক্ষা অধিক বলশালী বলিয়া ধর্ম্মের ক্ষত্রিয়নিয়ন্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে । লোকে যাহার ব্যবহার বা অনুষ্ঠান করিয়া থাকে,—যাহা সেই ব্যবহারাত্মক ধর্ম্ম, তাহাই প্রসিদ্ধ সত্য । সত্য অর্থ—শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য অর্থের বাপার্থ্যবোধ ; তাহাই লোককর্ভুক অনুষ্ঠিত হইয়া ধর্ম্ম নামে পরিচিত হইয়া থাকে, যখন তাহাই আবার শাস্ত্রার্থরূপে জ্ঞানগোচর হয়, তখন ‘সত্য’ নামে অভিহিত হয় । যেহেতু, এইরূপই ব্যবস্থা, সেই হেতু ব্যবহারসময়ে, যে ব্যক্তি যথাশাস্ত্র কথা বলে, সত্য ও ধর্ম্মের স্বরূপাভিজ্ঞ সমীপস্থ লোকেরা তাহাকে বলিয়া থাকেন যে, এ ব্যক্তি ধর্ম্ম বলিতেছে—লোকপ্রসিদ্ধ গ্রাম্য (ধর্ম্ম) বলিতেছে ; সেইরূপ যে ব্যক্তি এতদ্বিপরীতভাবে ধর্ম্ম কিংবা লৌকিক বিষয় বলিয়া থাকে, তাহাকে বলা হয় যে, এ ব্যক্তি ধর্ম্ম বলিতেছে অর্থাৎ শাস্ত্রসম্মত কথা বলিতেছে । ইহা—জ্ঞায়মান ও অনুষ্ঠায়মানরূপে যে উভয় তত্ত্ব (ধর্ম্ম ও সত্য) বলা হইল, প্রকৃতপক্ষে ইহা ধর্ম্মই, (ধর্ম্মের অতিরিক্ত নহে) । অতএব জ্ঞানাত্মক ও অনুষ্ঠানাত্মক সেই ধর্ম্মই শাস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্রানভিজ্ঞ সকলকেই সমানভাবে নিয়মিত করিয়া রাখে ; সেই জন্তই উহা ক্ষত্রিয়েরও ক্ষত্র—দমনকারী । অতএব ধর্ম্মাভিমানী অবিদ্বান্ পুরুষ ধর্ম্মবিশেষের অনুষ্ঠানার্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররূপ বর্ণ-বিশেষে আত্মাভিমান করিয়া থাকে ; কেন না, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ত স্বভাবতই কর্ম্মাধিকারের নিমিত্তস্বরূপ অর্থাৎ ঐ সমস্ত বর্ণই পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মাধিকারের প্রয়োজক ॥৫১॥১৪॥

তদেতদ্ ব্রহ্ম ক্ষত্রং বিট্ শূদ্রঃ, তদগ্নিনৈব দেবেষু ব্রহ্মা-
ভবদ্ ব্রাহ্মণো মনুষ্যেষু ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যেণ বৈশ্যঃ
শূদ্রেণ শূদ্রস্তস্মাদগ্নাবেব দেবেষু লোকমিচ্ছন্তে ব্রাহ্মণে মনুষ্যে-
ষ্বেতাভ্যাং হি রূপাভ্যাং ব্রহ্মাভবৎ ।

অথ যো হ বা অস্মাল্লোকাং স্বং লোকমদৃষ্ট্ৱ। প্রৈতি
স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি, যথা বেদো বাহননুক্তোহনুত্বা
কর্ম্মাকৃতম্, যদিহ বা অপ্যনেবংবিদ্ মহৎ পুণ্যং কর্ম্ম করোতি

তদ্বাস্তান্তুতঃ ক্রীয়ত এব, আত্মানমেব লোকমুপাসীত, স য আত্মান-
মেব লোকমুপাস্তে ন হ্যস্ম কৰ্ম্ম ক্রীয়তে । অস্মাক্ষোবাত্মনো যদ্
যৎ কাময়তে তত্তৎ সৃজতে ॥ ৫২ ॥ ১৫ ॥

সরলার্থঃ :—তং (পূৰ্ব্বোক্তং) এতং (বর্ণচতুষ্টয়ং) ব্রহ্ম, ক্রিয়ং, বিট্
(বৈশ্বঃ), শূদ্রঃ [সৃষ্ট ইতি শেবঃ] । তং (সৃষ্ট ব্রহ্ম) দেবেষু মধ্যে অগ্নিা এব
(অগ্নিস্বরূপেণৈব) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণঃ) অভবৎ, মনুষ্যেষু ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণস্বরূপেণ ব্রহ্ম)
কল্লিয়েণ (ইন্দ্রাদিনা দেবকল্লিয়েণ) [অধিষ্ঠিতঃ] কত্রিয়ঃ [অভবৎ], বৈশ্বেণ
(বসুপ্রভৃতিনা অধিষ্ঠিতঃ) বৈশ্বঃ (অভবৎ), শূদ্রেণ (পুৰালক্ষণেন অধিষ্ঠিতঃ) শূদ্রঃ
[অভবৎ] । তস্মাৎ (হেতোঃ), দেবেষু (দেবানাং মধ্যে) [কর্ম্মফলেচ্ছায়াং সত্য্যঃ]
অগ্নৌ এব (অগ্নিস্বরূপং কর্ম্ম কৃত্বা) লোকং (কর্ম্মফলং) ইচ্ছন্তে (প্রার্থয়ন্তে)
[কর্ম্মিণঃ]; তথা মনুষ্যেষু (মনুষ্যাণাং মধ্যে) [কর্ম্মফলেচ্ছায়াং] ব্রাহ্মণে এব
(ব্রাহ্মণজাতিলাভেন এব) [লোকং ইচ্ছন্তি]; হি (বস্মাৎ) ব্রহ্ম (সৃষ্টিকর্তৃ)
এতাভ্যাং (ব্রাহ্মণ্যিভ্যাং—কর্ম্মকর্তৃধিকরণরূপাভ্যাম্) অভবৎ (এতদ্বত-
রূপেণ অবিবাক্তন্ অভবদিত্যর্থঃ) ।

অথ (পক্ষান্তরে) যঃ হ বৈ (নিশ্চয়ে) স্বঃ (আত্মানং) লোকং (অবশু-
দ্রষ্টব্যং) অদৃষ্টা (অহং ব্রহ্মাস্মীতি প্রত্যক্ষম্ অকৃত্বা) অস্মাৎ লোকাং (বর্তমান-
দেহগ্রহণরূপাং) প্রৈতি (গচ্ছতি—ম্রিয়তে), সঃ (আত্মা) অবিদিতঃ (অবি-
জ্ঞাতঃ সন্) এনং (প্রেতং) ন ভুনক্তি (ন পালয়তি, স ন মুচ্যতে ইত্যর্থঃ) ।
[অত্র দৃষ্টান্তদ্বয়মাহ—] যথা [লোকে] বেদঃ অননৃত্তঃ (অনদীতঃ), কর্ম্ম
(কৃত্বাদি) বা অকৃতং (অনিষাদিতং সৎ) [ন পালয়তি, তদং] । যং (যদি)
ইহ (সংসারে) বৈ অনেবংবিৎ (আত্মজ্ঞানরহিতঃ) মহৎ পুণ্যং কর্ম্ম অপি
(সম্ভাবনায়াং) কৰোতি (নিষাদয়তি), অশু (কর্ম্মিণঃ) তং (সৃষ্টিতং কর্ম্ম)
হ (নিশ্চয়ে) অস্তুতঃ (অস্তু—অবসানে) ক্রীয়তে (নশ্রুতি) এব, [যং কৃতকং,
তদনিত্যমিতি ভাবঃ] । [অতঃ] আত্মানম্ এব লোকম্ উপাসীত (জ্ঞানীত) ।
সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) আত্মানম্ এব লোকম্ উপাস্তে, অশু (উপাসিতুঃ) কর্ম্ম ন
হ (নৈব) ক্রীয়তে ; [কর্ম্মাভাবাদেব, ইতি নিত্যমুবাদোহয়ং] । [উপাসকঃ]
যং যং (অতীষ্টং) কাময়তে, অস্মাৎ আত্মনঃ এব হি (নিশ্চয়ে) তং তং সৃজতে
(আত্মলাভাদেব তত্ত্ব সর্কার্থঃ সম্পদ্বতে ইতি ভাবঃ) ॥ ৫২ ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদঃ :—এইরূপে সেই ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্ব ও শূদ্র

সৃষ্ট হইল ; অতএব দেবগণের মধ্যে [ফলকামনা থাকিলে] অগ্নিতেই সেই ফল ইচ্ছা করিবে, অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য যাগাদি কৰ্ম্ম দ্বারা সেই ফল লাভ করিবে, আর মনুষ্যের মধ্যে [ফলেচ্ছা থাকিলে] ব্রাহ্মণে প্রার্থনা করিবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণলাভে যত্নপর হইবে ; কারণ, শ্রমটা ব্রহ্ম এই উভয়েতেই—কৰ্ম্মের কর্তারূপে ব্রাহ্মণে, আর কৰ্ম্মের অধিকরণরূপে অগ্নিতে অবিকৃতভাবে প্রকটিত হইয়াছেন ।

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি স্বলোককে—দর্শনীয় আত্মাকে দর্শন না করিয়া অর্থাৎ আত্মবিজ্ঞান লাভ না করিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, সেই ব্যক্তি অবিদিত—আত্মজ্ঞানবিহীন হওয়ায় এই আত্মলোক ভোগ করিতে সমর্থ হয় না ; যেমন বেদ অপঠিত থাকিয়া—অথবা যেমন কৃষিকৰ্ম্ম প্রভৃতি অসম্পাদিত অবস্থায় [কাহাকেও পালন করে না], ইহাও তদ্রূপ । জগতে এবং বিধ জ্ঞানবিহীন কোন লোক যদি মহৎ পুণ্য কৰ্ম্মও করেন, তাহার অনুষ্ঠিত সেই কৰ্ম্ম পরিণামে নিশ্চয়ই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব আত্মস্বরূপ লোকেরই উপাসনা করিবে । সেই যে ব্যক্তি আত্মলোকের উপাসনা করে, তাহার কৰ্ম্ম ক্ষীণ হয় না, অর্থাৎ কৰ্ম্ম না থাকায় তাহার আর কৰ্ম্মক্ষয়ের ভয় থাকে না ; সেই ব্যক্তি যাহা যাহা কামনা করে, এই আত্মা হইতেই তৎসমস্ত পাইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥ ১৫ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—তদেতচ্চাতুর্গ্যাং সৃষ্টম্—ব্রহ্ম ক্ষত্রং বিট্ শূদ্র ইতি ; উত্তরার্থ উপসংহারঃ । যত্ত্বং শ্রষ্ট্ৰ ব্রহ্ম, তদগ্নিনৈব, নাগ্নেন রূপেণ, দেবেষু ব্রহ্ম ব্রাহ্মণজাতিঃ অভবৎ ; ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণস্বরূপেণ মনুষ্যেষু ব্রহ্মভবৎ ; ইতরেষু বর্ণেষু বিকারান্তরং প্রাপ্য ; ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়োহভবৎ—ইন্দ্রাদিদেবতাধিষ্ঠিতঃ, বৈশ্বেন বৈশ্বঃ, শূদ্রেণ শূদ্রঃ । যস্মাৎ ক্ষত্রাদিষু বিকারাপন্নম্, অগ্নৌ ব্রাহ্মণ এব চাবিকৃতং শ্রষ্ট্ৰ ব্রহ্ম, তস্মাদগ্ন্যাবেব দেবেষু দেবানাং মধ্যে লোকং কৰ্ম্মফলমিচ্ছন্তি, অগ্নিসম্বন্ধং কৰ্ম্ম কৃত্বৈত্যর্থঃ ; তদর্থমেব হি তদ্ব্রহ্ম কৰ্ম্মাধিকরণত্বেনাগ্নিরূপেণ ব্যবস্থিতম্ ; তস্মান্তগ্নিরগ্নৌ কৰ্ম্ম কৃত্বা তৎফলং প্রার্থয়ন্ত ইত্যেতদ্রূপপন্নম্ । ১

ব্রাহ্মণে মনুষ্যে—মনুষ্যাণাং পুনঃ মধ্যে কৰ্ম্মফলেচ্ছায়াং নাগ্ন্যাদিনিমিত্ত-ক্রিয়াপেক্ষা, কিং তর্হি, জাতিমাত্রস্বরূপপ্রতিলম্বেনৈব পুরুষার্থসিদ্ধিঃ । যত্র তু দেবাধীনা পুরুষার্থসিদ্ধিঃ, তত্রৈবাগ্ন্যাদিসম্বন্ধক্রিয়াপেক্ষা ; স্বতঃ—

“অপ্যেনৈব তু সংসিধ্যোদব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ ।

কুর্যাদত্ত্ব বা কুর্যাদ্বৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ।” ইতি ।

পারিত্রাজ্যদর্শনাচ্চ । তস্মাদব্রাহ্মণ ইব মনুষ্যেষ্ণু লোকঃ কৰ্মফলমিচ্ছন্তি । যস্মাদেতাভ্যাং হি ব্রাহ্মণাগ্নিক্রপাভ্যাং কৰ্মকত্র ষিকরণক্রপাভ্যাং যং অষ্ট ব্রহ্ম সাক্ষাদভবৎ । ২

অত্র তু পরমাত্মলোকমস্মৈ ব্রাহ্মণে চেষ্টন্তীতি কেচিৎ । তদসং, অবি-
জ্ঞাধিকারে কৰ্মাধিকারার্থং বর্ণবিভাগস্ত প্রস্তুতত্বাং, পরেণ চ বিশেষণাং । যদি
হত্র লোকশব্দেন পর এবাস্মোচ্যেত, পরেণ বিশেষণমর্থকং স্তাং—“স্বং লোকম-
দৃষ্টা” ইতি ; স্বলোকব্যতিরিক্তশ্চেদগ্ন্যধীনতয়া প্রার্থ্যমানঃ প্রকৃতো লোকঃ, ততঃ
স্বম্—ইতি যুক্তং বিশেষণম্, প্রকৃতপরলোকনিবৃত্ত্যর্থত্বাং ; স্বত্বেন চাব্যভিচারাত্
পরমাত্মলোকস্ত ; অবিজ্ঞাকৃতানাঞ্চ স্বত্বব্যভিচারাত্ ; এবীতি চ কৰ্মকৃতানাং
ব্যভিচারং “ক্ষীয়ত এব” ইতি । ৩

ব্রহ্মণা সৃষ্টা বর্ণাঃ কৰ্মার্থম্ ; তচ্চ কৰ্ম ধৰ্ম্মাধ্যং সৰ্বানৈব কৰ্তব্যতয়া নিয়ন্তু
পুরুষার্থসাধনং চ ; তস্মাস্তেনৈব চেৎ কৰ্মণা স্মৈ লোকঃ পরমাত্মাখ্যোহবিদিতোহপি
প্রাপ্যতে, কিং তন্ত্বেব পদনীয়ত্বেন ক্রিয়তে ? ইত্যত আহ—অথেনি—পূৰ্বপক্ষবি-
নিবৃত্ত্যর্থঃ । যঃ কশ্চিৎ হ বা অস্মাং সাংসারিকাং পিণ্ডগ্রহণলক্ষণাদবিজ্ঞাকাম-
কৰ্মহেতুকাং অগ্ন্যধীনকৰ্ম্মাভিমানতয়া বা ব্রাহ্মণজাতিমাত্রকৰ্ম্মাভিমানতয়া বা
আগন্তুকাদশ্বক্লপভূতাং লোকাত্ স্বং লোকমাত্মাখ্যম্ আত্মত্বেনাব্যভিচারিত্বাং,
অদৃষ্টা—অহং ব্রহ্মাস্মীতি, ত্রৈতি স্মিয়তে ; স যন্তপি স্মৈ লোকঃ অবিদিতঃ
অবিজ্ঞায় ব্যবহিতোহস্ব ইবাজ্জাতঃ ; এনং—সম্ম্যাহপূরণ ইব লৌকিকঃ, আত্মানং
—ন ভুনক্তি ন পালয়তি ন শোকমোহভয়াদিদোষাপনয়েন ; যথা চ লোকে বেদো-
হননুস্তঃ অনধীতঃ কৰ্ম্মাশ্বববোধকত্বেন ন ভুনক্তি ; অস্তথা লৌকিকঃ কৃষাদিকৰ্ম
অকৃতং স্বাস্থ্যনা অনভিভ্যাজিতম্ আত্মীয়ফলপ্রদানেন ন ভুনক্তি, এবমাত্মা স্মৈ
লোকঃ স্মেনৈব নিত্যাত্মস্বরূপেণানভিভ্যাজিতোহবিদ্যাদিপ্রহাণেন ন ভুনক্তেব । ৪

নহু কিং স্বলোকদর্শননিমিত্ত-পরিপালনেন ?—কৰ্মণঃ ফলপ্রাপ্তিদৌৰ্ব্যাত্,
ইষ্টকলনিমিত্তস্ত চ কৰ্মণো বাহুগ্যাং, তন্নিমিত্তং পালনমক্ষয়ং ভবিষ্যতি ? তন্ন ;
কৃতস্ত ক্ষয়বত্বাং, ইত্যেতদাহ—যং ইহ বৈ সংসারেহকৃতবৎ কশ্চিদ্রহাদ্যপি
অনেবংবিৎ স্বং লোকং বণোক্তেন বিধিনা অবিদ্বান্ মহৎ বহু অশমেবাদি পুণ্যং
কৰ্ম ইষ্টকলমেব নৈরন্তর্যেণ কৰোতি—অনেনৈবানন্ত্যং যম ভবিষ্যতীতি, তৎ
কৰ্ম হ অস্তাবিজ্ঞাবতঃ অবিজ্ঞাননিভকামহেতুত্বাং স্বয়দর্শনবিব্রমোদৃত-বিতৃতিবৎ

অন্ততঃ অন্তে ফলোপভোগস্ত ক্রীয়ত এব ; তৎকারণয়োঃবিজ্ঞা-কাময়োঃশলভ্যং কৃতক্ময়োঃব্যোপপত্তিঃ । তন্মাত্র পুণ্যকর্মফলপালনানন্ত্যাশা অন্ত্যেব । অত আত্মানমেব স্বং লোকম্—আত্মানমিতি স্বং লোকমিত্যশ্মিন্নর্থো, স্বং লোকমিতি প্রকৃতত্বাদিহ চ স্বশব্দস্তাপ্রয়োগাদুপাসীত । ৫

স য আত্মানমেব লোকমুপাস্তে, তত্ত্ব কিম্?—ইত্যাচ্যতে—ন হ্যস্ত কর্ম ক্রীয়তে, কর্ম্মভাবাদেব—ইতি নিত্যাস্তবাদঃ । যথা অবিদ্বঃ কর্ম্মক্ময়লক্ষণং সংসারহঃখং সন্ততমেব ; ন তথা তদস্ত বিদ্বত ইত্যর্থঃ ; “মিথিলার্যং প্রদীপ্তার্যং ন মে দহতি কিঞ্চন” ইতি যদ্বৎ ।”

স্বাত্মলোকোপাসকস্ত বিদ্বদ্বো বিজ্ঞাসংযোগাৎ কৈশ্বেব ন ক্রীয়তে ইত্যপরে বর্ণয়ন্তি ; লোকশব্দার্থঞ্চ কর্ম্মসমবায়িনং দ্বিধা পরিকল্পয়ন্তি কিল,—একো ব্যাকৃতা-বহুঃ কর্ম্মাশ্রয়ো লোকো হৈরণ্যগর্ভাখ্যঃ, তং কর্ম্মসমবায়িনং লোকং ব্যাকৃতাং পরিচ্ছিন্নং য উপাস্তে, তত্ত্ব কিল পরিচ্ছিন্নকর্ম্মায়দর্শিনঃ কর্ম্ম ক্রীয়তে । তমেব কর্ম্মসমবায়িনং লোকমব্যাকৃতাংবহুং কারণরূপমাপাণ্ড যন্তুপাস্তে, তত্ত্বাপরিচ্ছিন্ন-কর্ম্মায়দর্শিত্বাৎ তত্ত্ব চ কর্ম্ম ন ক্রীয়ত ইতি ॥ ৭

ভবতীর্য়ং শোভনা কল্পনা, ন তু শ্রোতী, স্বলোকশব্দেন প্রকৃতস্ত পরমাত্মনো-হভিহিতত্বাৎ, স্বং লোকমিতি প্রস্তুত্যা স্বশব্দং বিহারায়শব্দপ্রক্ষেপেণ পুনস্তত্ত্বৈব প্রতিনির্দেশাৎ—আত্মানমেব লোকমুপাসীতেতি ; তত্র কর্ম্মসমবায়িলোককল্পনারা অনবসর এব । ৮

পরেণ চ কেবলবিজ্ঞাবিষয়েণ বিশেষণাৎ—“কিং প্রজয়া করিষ্যাম, যোবাং নোহয়মাত্মারং লোকঃ” ইতি । পুত্রকর্ম্মাপরবিজ্ঞাকৃতেভ্যো হি লোকেভ্যো বিশিনষ্টি—অয়মাত্মা নো লোক ইতি । “ন হ্যস্ত কেনচন কর্ম্মণা লোকো যীয়তে, এষোহস্ত পরমো লোকঃ” ইতি চ । তৈঃ সবিশেষবৈশিষ্ট্যৈকবাচ্যতা যুক্তা ; ইহাপি স্বং লোকমিতি বিশেষণদর্শনাৎ । ৯

অন্যং কাময়ত ইত্যযুক্তমিতি চেৎ ; ইহ সো লোকঃ পরমাত্মা, তদুপাসনাং স এব ভবতীতি স্থিতে, যদ্ যৎ কাময়তে, তত্তদন্যদাত্মনঃ সৃজতে ইতি তদান্ন-প্রাপ্তিব্যতিরেকেণ ফলবচনমযুক্তমিতি চেৎ ; ন ; স্বলোকোপাসনস্ততিপরত্বাৎ । স্বম্মাদেব লোকাং সর্কর্মিষ্টং সম্পত্ত্বত ইত্যর্থঃ, নাত্মদতঃ প্রার্থনীয়ম্, আপ্তকামত্বাৎ । “আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশা” ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরে যথা ; সর্কর্ম্মভাবপ্রদর্শনার্থো বা পূর্ব্ববৎ । ১০

যদি হি পর এবাত্মা সম্পত্ত্বতে, তদা যুক্তঃ “অন্যাক্যোবাত্মনঃ” ইত্যাত্মশব্দ-

প্রয়োগঃ—স্বপ্নাদেব প্রকৃতাশ্রয়ান্নো লোকাদিত্যেবমর্থঃ ; অত্থা অব্যাকৃতা-
বহ্মাৎ কৰ্ম্মণো লোকাদিত্যি সবিশেষণমবক্ষ্যৎ, প্রকৃতপরমাশ্রয়লোকব্যাবৃত্তয়ে
ব্যাকৃতাবহ্মাব্যাবৃত্তয়ে চ । ন হস্মিন্ প্রকৃতে বিশেষিতে অশ্রুতাস্তুরানাবহ্মা
প্রতিপত্ত্বং শক্যতে ॥৫২॥১৫॥

টীকা । পুনরুক্তিবৈয়র্থ্যমাশঙ্কোক্তম্—উত্তরার্থ ইতি । পূর্বত্র দেবেষু দর্শিতস্ত বর্ণবিভাগস্ত
মনুষ্টেবৃত্তরগ্রহেণ যোজন্যর্থ ইতি যাবৎ । সৃষ্টবর্ণচতুষ্টয়নিবৃষ্টমবাস্তুরবিভাগমভিধাতুমারভতে—
যৎ তদিত্যি । নাশ্চেন দেবাস্তুররূপেণ ক্ষত্রাদিবিকারমন্তরেণেতি যাবৎ । বিকারাস্তুরমগ্নি-
ত্রাক্ষণলক্ষণম্ । ক্ষত্রিয়েণেত্যত্র বিবক্ষিতমর্থমাহ—ইন্দ্রাদিদেবত্ৰাধিষ্ঠিত ইতি । বৈগ্ধেণেতি
বহ্মাভিষ্ঠিতত্বমুচ্যেত । শূদ্রেণেতি পুৰ্ব্বাধিষ্ঠিতত্বম্ । অগ্ন্যাদিত্যবদাপন্নস্ত ক্ষত্রাদিত্যাবো ন তু
ক্ষত্রাদিত্যবদাপন্নস্তাশ্রয়াদিত্যঃ, ইত্যেতাবদ্ব্যভেদেণ ব্রহ্মণো বিকৃতত্বাবিকৃতত্বমগ্নিত্রাক্ষণস্ত্যর্থ-
মুক্তমিত্যভিপ্রেত তন্মাদিত্যাদি ব্যাচষ্টে—যন্মাদিত্যি । যথোক্তপ্রাৰ্থনায় স্তাযাহ্ সাধয়তি—
তদর্থমেবেতি । কর্ণকলদানার্থমিতি যাবৎ । ১

মনুষ্যাণাং মধ্যে কমপি মনুষ্যমবলম্ব্য কর্ণকলভোগাপেক্ষারামদিকরণম্প্রদানভাবেনাব-
হিতায়ীন্দ্রাদিনিমিত্তক্রিয়াপেক্ষা নাশ্চি, কিন্তু ব্রাক্ষণজাতিপ্রাপ্তিমায়েণ তৎসম্বন্ধঃ জপাদি-
কর্মাণ্যস্তজ্ঞাবীতি তন্মাত্রেণ পূর্ব্বার্থঃ সিধ্যাতীতি প্রতীকগ্রহণপূর্ব্বকমাহ—মনুষ্যাণামিতি । কুত্র
তর্হি যথোক্তক্রিয়াপেক্ষেতি, তত্রাহ—যত্র ইতি । দেবানাং মধ্যেঃগ্নিসংবন্ধমেব কর্ণ কুত্র
পূর্ব্বার্ধলাভঃ, মনুষ্যাণাং মধ্যে তু ব্রাক্ষণ্যপ্রযুক্তজপাদিমায়েণ তৎপ্রাপ্তিরিত্যত্র প্রশ্নমাহ—
শূতেশ্চেতি । জপগ্রহণঃ জাতিমাত্রপ্রযুক্তকর্মাণলক্ষণার্থম্ । অস্তদগ্নিসংবন্ধঃ কর্ণ । কোহয়ঃ
ব্রাক্ষণো নাম ? তত্রাহ—মৈত্র ইতি । সর্কেষু ভূতধন্তয়প্রদো বিশিষ্টজাতিমানিতি যাবৎ ।
নমু যথোক্তশূতেব্রাক্ষণ্যপ্রতিলম্ব্যমাত্রাদভূদয়লাভেইপি কুতস্ততো নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃতত্রাহ—
পারিত্রাজ্যেতি । ব্রাক্ষণ্য বুঝায়াম ভিক্ষাচর্য্যঃ চরতীতি ব্রাক্ষণস্ত পারিত্রাজ্যঃ শ্রয়তে, তচ্চ
সংস্তাসাদব্রক্ষণঃ স্থানমিতি ব্রহ্মলোকসাধনঃ গম্যতে । অতশ্চ ব্রাক্ষণজাতিনিমিত্তঃ লোকসিদ্ধত্বীতি
বুক্তমিত্যর্থঃ । ব্রাক্ষণে মনুষ্টেহিত্যস্তার্থমুপসংহরতি—তন্মাদিত্যি । হেতুবাক্যমাদায় ব্যাচষ্টে—
যন্মাদিত্যি । হিশকার্য্যো যন্মাদিত্যুক্তং, যৎ প্রষ্ট ব্রহ্ম, তদেতাত্ম্যং যন্মাৎ সাক্ষাদভবৎ, তন্মাদগ্না-
বেবেতাদি বুক্তমিতি যোজন্য । ২

অগ্নৌ হবা ব্রাক্ষণে চ দহ্য পরমাত্মলক্ষণঃ লোকমাপ্ত্বমিচ্ছতীতি তর্কপ্রপঞ্চব্যাখ্যানমনু-
বদতি—অত্রোতি । সপ্তমী তন্মাদিত্যাদিবাচ্যবিষয় । প্রক্রমালোচনায়াঃ কর্ণকলমিহ লোক-
শকার্য্যো ন পরমাত্মা, প্রক্রমভঙ্গপ্রসঙ্গাদিত্যি দৃষয়তি—তদসদিত্যি । কর্ণাধিকারার্থঃ কর্ণম্
প্রবৃত্তিসিদ্ধার্থমিতি যাবৎ । বাক্যশেষগতবিশেষণবশাদপি কর্ণকলস্তৈবাত্র লোকশলবাচ্য-
মিত্যাহ—পরেণ চেতি । তদেব অপকরতি—যদি হীতি । পরপক্ষে ষ্মিতি বিশেষণঃ
ব্যাবর্ত্ত্যাতাবায় ঘটতে চেৎ, তৎপক্ষেইপি কথং তদুপপত্তিরিত্যাপেক্ষাহ—বলোকেতি । পর-
শকোহনাত্তবিষয়ঃ । নমু প্রকৃতে বাক্যো লোকশলেন পরমাত্মা নোচ্যতে চেৎ, উত্তরবাক্যোইপি
তেহ নাসাবুচ্যেত, বিশেষণাব্যাবর্ত্ত্যাপেক্ষা বিশেষণসামর্থ্যগ্নৈববিত্যাহ—ববেৎ চেতি । কর্ণ-

ফলবিষয়ত্বেনাপি বিশেষণস্ত নেতুং শক্যত্বায় বিশেষসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অবিচ্ছেদিতি । তেবাং
দ্বন্দ্বপব্যভিচারে বা ক্যশেবাং প্রমাণয়তি—ব্রবীতি চেতি । ১

উত্তরবাক্যাব্যবর্ত্যঃ পূর্ব্বপক্ষমাহ—ব্রহ্মণেতি । তৎপুনরুচ্যেতনমকিঞ্চিকরমিত্যাশঙ্ক্যাহ—
তচ্চেতি । সর্কীরেব বর্গেঃ স্বস্ত কৰ্ত্তব্যতয়া তান্ প্রতি নিয়ন্তু ভূত্বৈতি যোজনম্ । তন্ত
পুর্ম্বোপায়ত্বপ্রসিদ্ধিমাদায় কলিতমাহ—তস্মাদিতি । অবিদিতোপীতি ছেদঃ । দেবতাগুণকর্ম
মুক্তিহেতুরিতি পক্ষঃ প্রতিক্ষেপ্তমুদ্ব্যং বাক্যমুখাপয়তি—অত আহেতি । জ্ঞানাদেব মুক্তির্ন
কর্মণেতাগমপ্রসিদ্ধমিতি নিপাতয়োর্থঃ । তত্র নিমিত্তনুপাদানং চেতি দ্বয়ং সংক্ষিপতি—
অবিচ্ছেদিতি । নিমিত্তং বিবৃণোতি—অগ্ন্যাধীনেতি । আত্মাপ্যন্ত লোকস্ত সৰ্বে হেতুমাহ—
আত্মহেনেতি । অহং ব্রহ্মাস্মীত্যদৃষ্টেতি সম্বন্ধঃ । যঃ পরমাত্মানমবিদিত্যেব ত্রিযতে, তমেনং
পরমাত্মা ন পালয়তীতি যোজনম্ । পরমাত্মনঃ স্বরূপহাদবিদিত্যাপি-পালয়িত্বং স্তাদিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—ন যন্তীতীতি । লোকশব্দাদুপরিষ্টাষ্টপাদীতি দ্ব্যবস্থা । অবিদিত ইত্যন্ত বাধ্যানম-
বিচ্ছয়েত্যাदि । পরমাত্মাণ্যো লোকো নাজাতো ভূনর্তীত্যত্র কর্মফলভূতং লোকং বৈধর্ম্যা-
দৃষ্টান্ততয়া দর্শয়তি—অথ ইবেতি । অজ্ঞাতস্তাপালয়িত্বং সাধর্ম্যাদৃষ্টান্তমাহ—সংগোতি । যথা
লৌকিকো দশমো দশমোহস্ত্যাত্যজাতো ন শোকাদিনিবর্তনেনাত্মানং ভূনক্তি, তথা পরমাত্মা-
পীত্যর্থঃ । তত্রৈব অত্যুক্তং দৃষ্টান্তদ্বয়ং ব্যাচষ্টে—যথা চেতাদিনা । অবিচ্ছাদীত্যাশিদ্ধেন
তদ্ব্যং সর্বং সংগৃহ্যতে । ৪

যদিহেত্যাদিবাক্যাপোহঃ চোচ্চমুখাপয়তি—নব্রিতি । নব্রিষ্টফলনিমিত্তস্তাপি কর্মণঃ
ফলপ্রাপ্তিপ্রোবাং কথং কর্মণা যোক্ষঃ সংশ্রুতি, তত্রাহ—ইষ্টেতি । বাহ্যলব্ধমেবাদিকর্মণে
মহত্তরং, তস্মি হুরিতমভিভূয় যোক্ষমেব সম্পাদয়িত্বতীত্যর্থঃ । যৎ কৃতকং তদনিত্যমিতি
জ্ঞায়মানিত্য পরিহরতি—তদ্রেত্যাদিনা । সপ্তম্যর্থঃ সংসার ইতি নিপাতার্থঃ স্মরতি—অভূত-
বদিতি । অনেকবদিত্বং ব্যাকরোতি—সং লোকমিতি । যথোক্তো বিধিরব্রহ্মব্যতিরেকাদিঃ ।
পুণ্যকর্মচ্ছিত্রেণ হুরিতপ্রসক্তিং নিবারয়তি—নৈরন্তর্যেণেতি । তথা পুণ্যং সন্ধিতোহভিপ্রায়-
মাহ—অনেনেতি । প্রকৃত্যচ্ছব্দাপেক্ষিতং কথয়তি—তৎ কর্মেতি । প্রাণ্ডন্ত্যায়ন্তোতী
হেতি নিপাতঃ । কারণরূপেণ কার্যাস্ত ব্রহ্মমাশঙ্ক্যাহ—তৎকারণয়োৱিতি ।

মুক্তেরনিত্যত্বদোষসমাধিত্বির্হি কেন প্রকারেণ স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অত ইতি । আত্মশকার্ধ-
মাহ—সং লোকমিতি । তদেব স্মৃত্যয়তি—আত্মানমিতি । আত্মশকন্ত প্রকৃত্ত্বলোক-
বিষয়ত্বং হেতুস্তরমাহ—ইহ চেতি । প্রযোগে তু পুনরুক্তিতবাদর্থাস্তরবিষয়ত্বমপি স্তাদিত্যর্থঃ । ৫

বিচ্ছাফলমাকাজ্জাহারা নিষ্কিপতি—স য ইতি । কর্মফলস্ত ক্ষয়িত্বমুক্ত্য । কর্মণোহক্ষয়ত্বং
বহতো বাহতিমাশঙ্ক্যাহ—কর্ম্মেতি । বাক্যস্ত বিবক্ষিতমর্থং বৈধর্ম্যাদৃষ্টান্তেন ব্যাচষ্টে—সংখতি ।
অবিদ্বদ ইতি ছেদঃ । কর্মক্ষয়েহপি বা বিদ্বদো দুঃখাভাবে দৃষ্টান্তমাহ—নিমিলয়ামিতি । ৬

আত্মানমিত্যাদি কেবলজ্ঞানামুক্তিরিত্যেবংপরতয়া বাধ্যাতঃ, সম্প্রতি তত্র ভর্তৃপ্রপক-
বাধ্যামুখাপয়তি—স্বাভেতি । আত্মলোকোপাসকস্ত কর্ম্মভারে কথং তদক্ষয়বাতোহু-
রিত্যাশঙ্ক্য কর্ম্মভাবস্তাসিদ্ধিমভিসঙ্গায় কর্ম্মসাধ্যং লোকং ব্যাকৃত্যব্যাকৃতরূপেণ ভিন্ধতি—
লোকশকার্ধং চেতি । ঔৎপ্রেক্ষিকী কল্পনা, ন তু জ্যোতীতি বক্তৃ কিলেত্বাত্তম্ । তত্রাত্তম্

লোকশকার্ধমন্ত তদুপাসকস্ত নোবমাহ—এক ইতি । পরিচ্ছিন্নঃ কৰ্ম্মাস্তা, তৎসাধো ব্যাকৃতা-
বহো লোকস্তন্নিহংগ্রহোপাসকস্তেতি বাবৎ । কিলশকস্ত পূৰ্ব্ববৎ । দ্বিতীয়ঃ লোকশকার্ধমন্ত
তদুপাসকস্ত লান্তঃ দৰ্শয়তি—তমেবেতি । যথা কুণ্ডলাদেবন্তরুহিরন্তেবণে স্তবৰ্ণতিরিক্তরূপাস্ত-
পলস্তান্তরূপেণান্ত নিত্যতঃ, তথা কৰ্ম্মসাধাঃ হিরণ্যগৰ্ভাদিলোকঃ কার্যবাদব্যাকৃতঃ কারণ-
মেবেত্যাকীকৃত্য যন্তন্নিহংবুদ্ধোপাস্তে, তস্তাপরিচ্ছিন্নকৰ্ম্মসাধালোকাস্তোপাসকত্বাদ্বন্ধবিষয়-
কর্দিৎ ৮ ঘটতে, তস্ত ষষ্ঠৈষেব কৰ্ম্ম, তেন তস্ত তন্ন কীরতে । যঃ পুনরষ্টৈতাবহানুপাস্তে,
তস্তাষ্টৈষ কৰ্ম্ম ভবতীতি হি ভৰ্ভূপ্রপঞ্চৈককৃতমিত্যর্থঃ । ৭

আজ্ঞানমিতাদিনমুচ্চয়পরমিতি প্রাপ্তঃ পঞ্চঃ প্রতাহ—ভবতীতি । শ্রৌতত্বাভাবে হেতু-
মতঃ—বলোকেতি । স্বঃ লোকমদৃষ্টে তত্র স্বলোকশকেন পরন্ত প্রকৃতস্তান্মনেবেত্যত্র প্রকৃত-
হানাপ্রকৃতপ্রক্রিপরিহারার্থমুক্তত্বান্নাত্র লোকবৈবিধ্যকল্পনা যুক্তেত্যর্থঃ । লোকশকেনাত্র
পরমাস্তপরিগ্রহে হেতুস্তরমাহ—যঃ লোকমিতীতি । যথা লোকস্ত স্বশকার্থে বিশেষণঃ,
তথাস্তানমিতাত্র স্বশকপণ্যাস্তশকার্ধস্তস্ত বিশেষণঃ দৃশ্যতে, ন চ কৰ্ম্মকলস্ত মুখ্যমাস্তদন্তো
লোকশকোহত্র পরমাস্তৈবৈত্যর্থঃ । প্রকরণাংশিবেষণাচ্চ সিদ্ধমর্থঃ দৰ্শয়তি—তত্রোতি । ৮

পরস্তেব লোকশকার্ধে হেতুস্তরমাহ—পরেণেতি । উক্তমেব প্রপঞ্চয়তি—পুস্তেতি । অথ
পরেণ বাক্যে পরমাস্তা লোকশকার্ধঃ,—প্রকৃতে তু কৰ্ম্মকলমিতি বাবহেতি চেৎ, নৈবমেক-
বাক্যত্বসত্তবে তত্ত্বদপস্তায়াহাদিত্যাহ—তৈরিতি । একবাক্যত্বসম্ভাবনামেব দৰ্শয়তি—
ইহাঙ্গীতি । যথোক্তরত্নাদিশকেন লোকে বিশেষিতস্তথাস্তানমিতাত্রাপাস্তশকেন বিশেষ্যতে ।
পূৰ্ব্ববাক্যে চ স্বঃ লোকমদৃষ্টেতি স্বশকেনাস্তবাচিনা তস্ত বিশেষণঃ দৃশ্যতে । তথা চ পূৰ্ব্বাপরা-
লোচনারামেকবাক্যত্বসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । ৯

প্রকরণেন পরন্ত লোকশকার্ধমন্তঃ লিঙ্গবিরোধাদিতি চোষয়তি—অস্মাদিতি । তদেব
বিবৃণোতি—ইহেত্যাদিনা । অর্থবাদন্তঃ লিঙ্গঃ ন প্রকৃণ্ডলবদिति মত্বা সমাধত্তে—নেত্যাদিনা ।
স্ততিমেব স্পষ্টয়তি—অস্মাদেবেতি । লোকাং জ্ঞাতাদিতি শেবঃ । যথা ছান্দোগ্যে স্তত্বার্থ-
মাজ্ঞনঃ প্রষ্টেদুচ্চতে, তথাত্রাপাস্তলোকঃ স্তোক্তমেতৎ ফলবচনমিত্যাহ—আস্তত ইতি । ভবতু
বা, বা বা তুৎ; অস্মাদ্ভবেত্যাদিরর্থবাদঃ, তথাপি তস্ত সৰ্ব্বাস্তবপ্রদৰ্শনার্ধবাদবুদ্ধমত্র লোক-
শকেন পরমাস্তগ্রহণমিত্যাহ—সৰ্ব্বাস্তেতি । তস্মাৎ তৎ সৰ্ব্বমন্তবদिति বাক্যঃ স্পষ্টায়তি—
পূৰ্ব্ববদिति । ১০

কিং, আস্তশকস্ত ত্রিধাপরিচ্ছেদশূণ্ডার্থবাচিতারা বচ্যাপ্রোতীত্যাদিত্যেণ সিদ্ধত্বাত্তৎসমা-
নাদিকরণ-লোকশকস্তাপি তদৰ্থত্বং পরস্তেবাত্র লোকত্বমিত্যাহ—অস্মি ইতি । কিং চ, যদি
লোকশকেন পরং হিত্বার্থান্তরুচ্চতে, তদা সবিশেষণং বাক্যং জ্ঞাৎ, অন্তথা স্বঃ লোকমিতি
প্রকৃতপরমাস্তলোকস্ত স্বংগক্ষেত্বমন্তরোক্তব্রহ্মলোকস্ত চ ব্যাকৃন্তব্যোবাৎ । ন চাত্র সবিশেষণং
বাক্যং দৃষ্টব, অতঃ স্বঃ লোকমিতি প্রকৃতঃ পরমাস্তেবাত্রাপি লোক ইত্যাহ—অন্তবেতি ।
বিশেষণং বিনৈবাস্তাদিত্যত্র পরাপরাত্ম্যমর্থান্তরং কিং ন স্তাবিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন ইতি । স্বঃ
লোকমিতি প্রকৃতে পরমাস্তস্তান্মনেবেতি বিশেষিতে চাব্যাকৃতায়া পরাপরাত্ম্যমন্তরালাবহা
ন প্রতিপত্তঃ পক্ষ্যতে, তস্তাঃ প্রত্যক্যবাদিত্যর্থঃ । ১১ । ১২ ।

ভাষ্যানুবাদ :—এইরূপে ব্রাহ্মণ, কল্লির, বৈশ্ব ও-শূদ্র, এই চাতুৰ্বর্ণ্য সৃষ্ট হইল ; মনুষ্যের মধ্যেও এই বর্ণ-বিভাগের প্রয়োজন হইবে ; এই জন্ত পূর্বোক্ত সৃষ্টির এখানে উপসংহার বা পুনরুক্ত করা হইল । সেই যে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্ম, তিনি দেবগণের মধ্যে অগ্নিরূপেই ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতি হইয়াছিলেন, অথ কোনরূপে নহে ; মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণরূপেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন ; অপরাপর বর্ণের মধ্যে তিনি রূপান্তর অবলম্বন করিয়া প্রকটিত হইয়াছিলেন (১) ।

কল্লিরূপে অর্থাৎ ইজ্জপ্রভৃতি দৈব কল্লিরে অধিষ্ঠিত হইরা কল্লিয় এবং দৈব-বৈশ্বাধিষ্ঠিতরূপে বৈশ্ব এবং শূদ্র-পূর্বাধিষ্ঠিত হইরা শূদ্ররূপে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন । যেহেতু, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্ম কল্লিয়াদি বর্ণত্রয়ে বিকারাপন্ন, কেবল অগ্নি ও ব্রাহ্মণেই অবিকৃত ; সেই হেতু দেবগণের মধ্যে কৰ্ম্মফল পাইতে হইলে অগ্নিতেই তাহা ইচ্ছা করিয়া থাকেন ; [বুদ্ধিতে হইবে,] অগ্নিসম্পর্কিত যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম করিয়া [ফল পাইতে ইচ্ছা করেন] ; কারণ, ইহার জন্তই ব্রহ্ম যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের অধিকরণ-স্বরূপ অগ্নিরূপে অবস্থিত হইয়াছেন ; অতএব সেই অগ্নিতে কৰ্ম্মসম্পাদন করিয়া যে, কৰ্ম্মের উপযুক্ত ফল পাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, ইহা সম্ভবই হটে । ১

আবার মনুষ্যের মধ্যে কৰ্ম্মফললাভের অভিলাষ থাকিলে ব্রাহ্মণেই তাহা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, সেখানে আর অগ্নিপ্রভৃতি সাধনসাপেক্ষ ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না ; পরন্তু, কেবল জাতিমাত্রলাভেই (ব্রাহ্মণ্যলাভেই) পুরুষের অতীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে ; আর যেখানে পুরুষার্থসিদ্ধি অর্থাৎ পুরুষের অতীষ্টফলপ্রাপ্তি দেব-তার অধীন,—দেবতার অনুগ্রহে পাইতে হয়, কেবল সেখানেই অগ্নিপ্রভৃতির অধীন ক্রিয়ার অপেক্ষা, (অস্ত্র নহে) । যেহেতু, স্মৃতিশাস্ত্রও বলিয়া-ছেন—‘ব্রাহ্মণ একমাত্র জপের দ্বারাই (স্বজাত্যুচিত কৰ্ম্ম দ্বারাই) সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, ইহাতে আর সংশয় নাই ; অস্ত্র (অগ্নিসম্বন্ধ যজ্ঞাদি) কৰ্ম্ম করুক আর না-ই করুক, যিনি মৈত্র—সর্বভূতের হিতেরত—অভয়প্রদ, তিনিই

(১) ভাষ্যার্থ—ব্রহ্ম দেবগণের মধ্যে প্রথমে অগ্নিরূপে প্রকটিত হইলেন, তাহার পর সেই অগ্নিরূপে থাকিয়াই দৈব কল্লিয়-বৈশ্বাদির সৃষ্টি করিলেন ; আবার মনুষ্যের মধ্যে তিনি প্রথমেই ব্রাহ্মণরূপে প্রকটিত হইলেন ; শেষে সেই ব্রাহ্মণরূপে থাকিয়াই মানবীর কল্লিয় ও বৈশ্বাদির সৃষ্টি করিলেন ; কাজেই অগ্নি ও ব্রাহ্মণকে অবিকৃত ব্রহ্ম-সৃষ্টি বলা হইল, আর অপরাপর কল্লিয়াদি-সৃষ্টিতে অগ্নি ও ব্রাহ্মণরূপ বিকারের সাহায্য অপেক্ষিত থাকায়, কল্লিয়াদি-সৃষ্টিকে বিকারান্তর দ্বারা সৃষ্টি বলা হইল ।

ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন' ইতি । পারিব্রাজ্যদর্শনও ইহার অন্য কারণ (২) । যেহেতু, অষ্টা ব্রহ্ম, কৰ্ম্মের কৰ্ত্তা ব্রাহ্মণ ও কৰ্ম্মের অধিকরণ অগ্নি, এই উভয়রূপেই প্রকটিত হইয়াছেন ; সেই হেতু মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মিণের দ্বারাই অতীষ্ট লোক অর্থাৎ কৰ্ম্মফল পাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন । ২

এ স্থলে কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন যে, 'লোক' অর্থ পরমাত্মা ;—অগ্নিতে ও ব্রাহ্মণে সেই পরমাত্ম-লোক লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন । কিন্তু সেরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত হয় না ; কেন না, যতদিন জীব অবিজ্ঞার অধিকারে থাকে, ততদিনই তাহার কৰ্ম্মেতে অধিকার । বর্ণবিভাগ সেই কৰ্ম্মাভ্যাসেরই উপযোগী ; এই জন্তই এখানে বর্ণবিভাগ বর্ণিত হইয়াছে ; পরবর্ত্তী বাক্যেও এই বিষয় বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন । এখানে 'লোক' শব্দে যদি পরমাত্মাই উক্ত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 'স্বং লোকম্ অদৃষ্টা' এইরূপে বিশেষ করিয়া বলিবার কোনই আবশ্যক হইত না । পক্ষান্তরে, এখানে যদি স্ব-লোকাতিরিক্ত অন্য কোনও প্রার্থনীয় লোকের প্রস্তাব থাকিত—যাহা অগ্নির অধীন, তাহা হইলেই সেই প্রস্তাবিত 'লোকে'র ব্যাবৃদ্ধির জন্ত এখানে 'স্ব'-বিশেষণের সার্থকতা হইতে পারিত ; [কিন্তু সেরূপ ত কোনও প্রসঙ্গ নাই] ; কারণ, পরমাত্মা যে, সকলেরই 'স্ব', এ কথাই কোথাও ব্যাভিচার নাই ; আর অবিজ্ঞাকৃত বস্তুমাত্রেরই স্বত্বের (আত্মতাবের) ব্যাভিচার রহিয়াছে, অর্থাৎ আবিষ্টক কোন বস্তুই 'স্ব' (আত্মা) হইতে পারে না ; বিশেষতঃ শ্রুতি নিজেই কৰ্ম্মজন্ত বস্তুমাত্রের স্বত্ব নিষেধ করিয়া বলিবেন, যথা—“কীয়তে এষ” (নিশ্চয়ই করপ্রাপ্ত হয়) ইতি । ৩

ব্রহ্ম যে কৰ্ম্মসম্পাদনের জন্ত চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই কৰ্ম্মের নাম ধৰ্ম্ম ; কৰ্ত্তব্যরূপে বিহিত সেই কৰ্ম্ম সর্ববর্ণেরই নিয়ন্তা এবং পুরুষার্থসিদ্ধিরও উপায় । যদি স্ব-লোক পরমাত্মাকে না জানিলেও কৰ্ম্ম দ্বারাই সেই পরমাকে পাওয়া যায়,

(২) তাৎপৰ্য্য—এখানে আশঙ্কা হইয়াছিল এই যে, ভাল, ব্রাহ্মণ্যলাভই যদি মানুষের প্রধান আর্থনীর হয়, তাহা হইলেও উহা হইতে কেবল অত্যাধর কৰ্ম্মাদি কলপ্রাপ্তি বাঁচ হইতে পারে, কিন্তু জীবের প্রকৃত লক্ষ্য যে নিঃশ্রেয়স—মুক্তি, তাহা সিদ্ধ হইবে কিম্বা ? উক্তরূপে বলিতেছেন—“ব্রাহ্মণা বুখার অথ তিক্কাচৰ্য্য চরতি” অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীজন হইতে উচিত হইয়া তিক্কাচৰ্য্য (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিবেন, এই শ্রুতিতে ব্রাহ্মণের পারিব্রাজ্য বা সন্ন্যাস গ্রহণের বিধান রহিয়াছে ; সন্ন্যাসীজন ব্রহ্মসাত্বেরই উপরূপ হইবে ; কাজেই ব্রাহ্মণকেও ব্রহ্মসাত্বের সাধন বলিতে পারা যায় ; সুতরাং ব্রাহ্মণকেই জীবের চরম লক্ষ্য মুক্তিসাত্বের প্রধানতম উপায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।

তাহা হইলে, তাহাকে জানিয়া ফল কি ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—‘অথ’ ইত্যাদি । উক্ত পূর্বপক্ষ নিরাসার্থ ‘অথ’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । যে কোন ব্যক্তি, স্বলোককে—আত্মারূপে অব্যভিচারী পরমাত্মাকে ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’রূপে না জানিয়া অবিজ্ঞা ও তন্মূলক কাম ও কর্মপ্রসূত অধিসাধ্য কর্মাদীন বলিয়াই হউক, আর শুদ্ধ ব্রাহ্মণ-জাত্যুচিত কর্ম্মাভিমানমূলক বলিয়াই হউক নিশ্চরই আগন্তুক [অতএব] অনাস্বভূত এই সাংসারিক দেহধারণায় লোক হইতে (জন্ম-মরণ-প্রবাহাত্মক সংসার হইতে) প্ররণ করে—মৃত হয়, সে ব্যক্তি যদিও বস্ত্তগত্যা স্ব-লোকই বটে, তথাপি অবিদিত অর্থাৎ অবিজ্ঞা দ্বারা আবৃত থাকায় দশমম-সংখ্যার অপরিপূরণ ভ্রমে সাধারণ লোকের হ্রাস (১) যেন অ-স্বয় মত হইয়া পড়ে ; সুতরাং অবিজ্ঞাত থাকায় এই আত্মাকে ভোগ করে না, অর্থাৎ শোকমোহভয়াদি দোষ অপনীত করিয়া আত্মবোধে সমর্থ হয় না, জগতে অননু-অনধীত বেদ যেমন বেদোক্ত কর্ম্মাদি বিষয়ে বোধোৎপাদন করত উপকার করে না, অথবা লোকপ্রসিদ্ধ অস্ত্রাণ্ড কৃষ্ণাদি-কর্ম্ম যেক্রপ নিজে অসম্পাদিত হইলে স্বীয় ফল প্রদান দ্বারা পালন করে না ; তদ্রূপ আত্মা প্রকৃতপক্ষে স্বলোক হইলেও, তাহাকে নিত্য আত্মস্বরূপে প্রকটিত করিতে না পারিলে নিশ্চরই অবিজ্ঞাদি দোষাপনয়ন দ্বারা রক্ষা করে না । ৪

এখন জিজ্ঞাসা করি, স্ব-লোকদর্শনে এই পরিপালনের প্রয়োজন কি ? কর্ম্ম হইতেই যখন উপযুক্ত ফলপ্রাপ্তি প্রব, এবং অভীষ্টফলসাধন কর্ম্মও যখন প্রভূত পরিমাণে বিস্ত্রমান আছে, তখন তদন্তুষ্ঠানের ফলেই আত্মার অক্ষয়-পালন সম্ভবপর হইবে ? জ্ঞানের আর প্রয়োজন কি ? না,—তাহা হইতে পারে না ; কারণ, জ্ঞাত পদার্থমাত্রেই ক্ষয় অবশ্যজ্ঞাবী ; এই কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন যে, এই সংসারে যদি কোন অদ্বুতকর্ম্মা পুরুষ ‘স্ব’-লোক আত্মাকে না জানিয়া, এবং বিধ-জ্ঞানহীন অবস্থায় শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে অবিচ্ছেদে ইষ্টফলসাধক বহু অর্থমেবাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানও করে,—ইহার সাহায্যেই আমার অক্ষয় ফললাভ হইবে—মনে করিয়া নিরন্তর কর্ম্মানুষ্ঠান

(১) তাৎপর্য—সংখ্যার অপরিপূরণ কথার ভাবার্থ এইরূপ—“দশমঃ ভ্রমসি” এইরূপ লৌকিক একটা বাক্য আছে । সেখানে যেমন অজ্ঞানদোষে নিজে দশম হইয়াও সংখ্যার পরিপূরণ না হওয়ার আপনাকে ‘দশম’ বলিয়া বুঝিতে পারে নাই, এখানেও তদ্রূপ নিজে সর্ব্বকায় ‘স্ব’ (আত্মা) হইয়াও অজ্ঞান দোষে তাহা বুঝিতে না পারিয়া আপনাকে ‘স্ব’ হইতে জ্ঞান (অ-স্ব) বলিয়া মনে করিয়া থাকে ।

করে, অবিদ্বানের সেই কর্মগুলি অবিজ্ঞা-মূলক কামনার বশে অতুষ্টিত হওয়ার ভ্রান্তিময় স্বপ্নদর্শনোপস্থিত ঐশ্বৰ্য্যের জ্ঞান ফলোপভোগের অন্তে অর্থাৎ তদুপযুক্ত ফলভোগ শেষ হইয়া গেলে পর, নিশ্চয়ই তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ; কারণ, সেই কর্ম্মভূত্বানের মূলীভূত কারণ অবিজ্ঞা ও কামনা, উভয়ই চঞ্চল অর্থাৎ অচির-স্থায়ী ; কাজেই কর্ম্মজনিত ফলের অনিতাতাসিকান্তই উপপন্ন হইতেছে ; অতএব নিশ্চয়ই পুণাকর্ষের ফলে অনন্তকাল পরিপালনের আশা কখনও হইতে পারে না (১)। অতএব আত্মাকেরই—স্বলোকেরই উপাসনা করিবে ; প্রথমে ‘স্ব’-লোকের প্রস্তাব থাকায় এখানে ‘স্ব’ শব্দ না থাকিলেও ‘আত্মানম্’ পদেরই স্বলোক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। ৫

সেই যে লোক আত্মারই উপাসনা করে, তাহার কি ফল হয়, তাহা বলিতে-ছেন—নিশ্চয়ই তাহার কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না ; কারণ, তাহার এমন কোন কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে না, বাহার ক্ষয় হইবে ; ‘কর্ম্ম ক্ষয় হয় না’ কথাটি সিদ্ধ পদার্থেরই অনুবাদ বা পুনরুৎপত্তমাত্র। অবিদ্বানের সম্বন্ধে কর্ম্মের ফল কয়াদ্বয়ক সংসার-দুঃখ বেক্রম্য অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে, ইহার (বিদ্বানের) সম্বন্ধে সেক্রম্য দুঃখ কখনও থাকে না (সম্ভবপরও হয় না) ; যেমন [জনক বলিয়াছিলেন—] ‘মিথিলা দেশ ভ্রমীভূত হইলেও আমার কিছু দম্ব হয় না’, ইহাও তেমনি । ৬

অপর সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে, স্বাত্ম-লোকোপাসক বিদ্বানের বিদ্যা-প্রভাবে তদতুষ্টিত কোন কর্ম্মেরই ক্ষয় হয় না ; আর উপাসনার ফলস্বরূপ ‘লোক’ শব্দেরও তাহারা দুই প্রকার অর্থ কল্পনা করিয়া থাকেন,—একটি অর্থ হইতেছে—কর্ম্মফলের ভোগভূমির অভিব্যক্তাবস্থা (ব্যাক্ততাবস্থা) পূর্ণ হইয়গার্গর্ভের লোক (হিরণ্যগর্ভের অধিষ্ঠিত স্থান)। যিনি সেই পরিচ্ছিন্ন অনাম্বলোকের উপাসনা করেন, কেবল সেই পরিচ্ছিন্নান্বদর্শীর অতুষ্টিত কর্ম্মই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। [অপর অর্থ হইতেছে এই যে] যে ব্যক্তি কর্ম্মফলাদ্বয়ক সেই হিরণ্যগর্ভের লোককেই অব্যাক্ততা-

✓ (১) তাৎপর্য—বেদান্তশাস্ত্রে এইরূপ একটি নিয়ম আছে যে, ‘যৎ কৃতং, তদনিত্যম্’ অর্থাৎ বাহ্য ক্রিয়াজন্ত—কোন প্রকার ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন, তাহা যত বড়ই হউক, বা যত দীর্ঘকালস্থায়ী হউক না কেন, নির্দিষ্ট সময় অতীত হইলে তাহাকে ক্ষয় পাইতেই হইবে। এ নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম নাই। বিণেবতঃ যে যে বস্তু অবিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষা সম্বন্ধে উৎপাদিত, কল্পিনকালেও তাহার নিত্যতা হইতে পারে না, যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বিবিধ পদার্থ। এখানেও পুণ্যকল বধন ক্রিয়াজন্ত, বিণেবতঃ মোহবশ অবিজ্ঞা ও অবিজ্ঞানমূলক কামনার ফল, তখন তাহার নিত্যতাও অবশ্যতাবধী।

বহু কারণরূপে পরিকল্পিত করিয়া উপাসনা করে ; অপরিচ্ছিন্ন কর্মফলে আশ্ববুক্তি করায় সেই বিধানের অমূল্য কর্ম কখনই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না । ৭

হাঁ, একরূপ করনা শুনিতে সুন্দর বটে, কিন্তু শ্রত্যমুসারিণী হইতেছে না ; বেহেতু, এখানে ‘স্ব-লোক’ শব্দে পরমাত্মাই অভিহিত হইয়াছেন ; কারণ, প্রথমে “স্বং লোকম্” এইরূপ প্রস্তাব করিয়া তাহারই প্রতিনির্দেশ স্থলে ‘স্ব’শব্দ পরিত্যাগপূর্বক আত্ম-শব্দ যোগ করিয়া ‘আত্মানম্ এব লোকম্ উপাসীত’ বলা হইয়াছে ; সুতরাং এখানে কর্মসম্পাদিত লোককল্পনার অবসরই নাই । ৮

বিশেষতঃ পরবর্তী শুদ্ধ বিজ্ঞাবিষয়ক—‘আমরা যন্তান দ্বারা কি করিব, বাহা দ্বারা আমাদের এই আত্ম-লোক লাভ হইবে না’, এই বাক্যে বিশেষভাবে নির্দেশ করাতেও [একরূপ করনা সঙ্গত হইতে পারে না ; কারণ,] এখানে “অয়মাত্মা নো লোকঃ” এই বাক্যে পুত্র, কর্ম ও অপরিবিচ্ছিন্ন লোক সমূহ হইতে এই আত্ম-লোকের বিশেষত্ব জ্ঞাপন করা হইয়াছে ; তাহার পর ‘কোন কর্ম দ্বারা ইহার পরম লোক অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট গন্তব্য স্থান’ ; এখানেও সেইরূপ অর্থেই ‘লোক’ শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে । অতএব এখানেও ‘স্বং লোকম্’ এইরূপ বিশেষণ সন্নিবিষ্ট থাকায় পূর্বোক্ত বিশেষণযুক্ত বাক্যগুলির সহিত ইহার একবাক্যতা করা ই সমীচীন । ৯

যদি বলা, তাহা হইলেও “অম্মাং কাময়তে” এইরূপ ফলনির্দেশ করা সঙ্গত হয় না ; কারণ, এখানে ‘স্ব-লোক’ অর্থ পরমাত্মা ; তাহার উপাসনার তৎস্বরূপ-প্রাপ্তি যখন শাস্ত্র-সম্মত সিদ্ধান্ত, তখন ‘বাহা বাহা কামনা করেন, তৎসমস্ত এই আত্মা হইতেই সম্পন্ন হয়’ এইরূপে সেই উপাসিত আত্মার অতিরিক্ত স্বতন্ত্র ফলের প্রাপ্তি-বর্ণনা কখনও যুক্তিসঙ্গত হয় না । না, এ আপত্তিও সঙ্গত হয় না ; যেহেতু, ইহা স্ব-লোকোপাসনার স্বতিপ্রকাশক মাত্র, (প্রকৃত-ফলপ্রকাশক নহে) । ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, তাহার বাহা কিছু অভীষ্ট, তৎসমস্ত স্ব-লোক হইতেই নিঃসৃত হইয়া থাকে, এতদতিরিক্ত আর কিছুই তাহার প্রার্থনীয় থাকে না ; কারণ, তিনি আপ্তকাম ; [সুতরাং অন্তত তাহার কিছুই প্রার্থনীয় থাকিতে পারে না], কারণ, ঋতিতে আছে—‘আত্মা হইতে প্রাণ, আত্মা হইতে দিক্‌সমূহ’ ইত্যাদি । অথবা পূর্বে যেমন সর্কীয়তাবজ্ঞাপনের জন্ত “তন্মাং তং সর্কমভবৎ” বলা হইয়াছে, তেমনি এখানেও সর্কীয়তাবপ্রদর্শনের জন্তই একরূপ ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে । ১০

প্রকৃত পক্ষে উপাসক যদি পরমাত্মাই হইয়া বান, তাহা হইলে “অম্মাক্ষি এব”

এই বাক্যে ‘প্রস্তাবিত স্বরূপ আত্ম-লোক হইতে’ এইরূপ অর্থলাভের জন্ত এখানে ‘আত্ম’-শব্দের প্রয়োগ করা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে ; নচেৎ পরমাত্ম-লোকের নিবেদ্যার্থ এবং বাক্তাবস্থার ব্যাবস্তির জন্ত, ‘অব্যাকৃতাবস্থ—যাহা এখনও অভিব্যক্ত হয় নাই, সেই অব্যাকৃত কর্মলোক হইতে’ এইরূপেই বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক হইত ; কিন্তু তাহা করা হয় নাই ; পরন্তু এখানে প্রস্তাবিত বিষয়টাই বিশেষভাবে নির্দেশ করিয়াছেন ; সুতরাং উভয়ের মধ্যবর্তী একটা অশ্রুত অবস্থা অবধারণ করা যাইতে পারে না ॥ ৫২ ॥ ১৫ ।

আভাষ-ভাষ্যম্ ।—অথো অয়ং বা আত্মা । অত্রাবিদ্বান্ বর্ণাশ্রমাত্তি-
মানী ধর্মেণ নিয়ম্যমানৌ দেবাদিকর্মকর্তব্যতয়া পশুবৎ পরতস্ত ইতুক্তম্ । কানি
পুন্তানি কৰ্ম্মাণি ?—যৎকর্তব্যতয়া পশুবৎ পরতস্তো ভবতি ; কে বা তে দেবা-
দয়ঃ ?—যেবাঃ কর্ম্মভিঃ পশুবত্পকরোতি—ইতি, তদুভয়ং প্রপঞ্চয়তি—

আভাষ-ভাষ্যানুবাদ ।—“অথো অয়ং বা আত্মা” ইত্যাদি । বর্ণা-
শ্রমাদিকৃত অভিমানসম্পন্ন অবিদ্বান্ পুরুষ ধর্ম দ্বারা নিরমিত হইয়া দেবতা প্রভৃতির
ভোগানুকূল কর্মসম্পাদনে পরাধীন (বাধ্য) থাকেন, এইজন্ত পশুর জ্ঞান পরতস্ত ;
এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে । সেই সমস্ত কর্ম কি কি, যাহার অনুষ্ঠানের জন্ত
অবিদ্বান্ পুরুষ পশুবৎ পরাধীন হইয়া থাকেন ; আর এই দেবাদিই বা কে কে,
অবিদ্বানেরা বিবিধ কর্ম দ্বারা বাহাদের উপকার সাধন করিয়া থাকেন । এখন
এই উভয় বিষয় বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন—

অথো অয়ং বা আত্মা সর্ব্বেষাং ভূতনাং লোকঃ, স যজ্জু-
হোতি যদ্যজতে তেন দেবানাং লোকোহথ যদনুক্রতে
তেন ঋষীগামথ যৎ পিতৃভ্যো নিপৃণাতি যৎ প্রজামিচ্ছতে
তেন পিতৃগামথ যন্মনুষ্যান্ বাসয়তে যদেভ্যোহশনং দদাতি
তেন মনুষ্যাণাং অথ যৎ পশুভ্যস্তৃণোদকং বিদতি তেন
পশুনাং যদন্ত গৃহেষু স্বাপদা বয়াৎশ্যাপিপীলিকাত্য উপজী-
বন্তি তেন তেবাং লোকো যথাহ বৈ স্বায় লোকারিষ্টি-
মিচ্ছেদেবৎ হৈবংবিদে সর্ব্বাণি ভূতান্‌রিষ্টিমিচ্ছন্তি, তস্মা
এতদ্বিদিতং বীমাৎসিতম্ ॥ ৫৩ ॥ ১৬ ॥

সম্বলার্থঃ ।—অথো (বাক্যারম্ভে) অয়ং (প্রকৃতঃ) আত্মা (কর্ম্মাধি-

কৃতঃ অবিদ্বান্ পুরুষঃ) সর্ব্বোবাং ভূতানাং দেবাদি-পিপীলিক্যস্তানাং) লোকঃ (লোকাতে ভূজ্যতে ইতি লোকঃ---ভোগ্যঃ) । সঃ (অবিদ্বান্) যৎ জুহোতি (হোমং কৰোতি), যৎ যজতে, তেন (হোম-বাগলক্ষণেন-কৰ্ম্মণা) দেবানাং লোকঃ (ভোগ্যঃ) ; অথ যৎ অনুক্ৰতে (অহরহঃ বেদাদীন্ পঠতি), তেন ঋষীণাং লোকঃ (ভোগ্যঃ) ; অথ যৎ পিতৃভ্যাঃ নিপুণাতি (পিণ্ডোদকাদি প্রযচ্ছতি), যচ্চ প্রজ্ঞান ইচ্ছতে (অপত্যমুৎপাদয়তি), তেন (কৰ্ম্মণা) পিতৃণাং [লোকঃ], অথ যৎ মনুষ্যান্ বাসয়তে (স্থানাসনজলাদিদানেন গৃহে স্থাপয়তি), যৎ চ এভ্যাঃ (মনুষ্যেভ্যাঃ) অশনং (অন্নং) দদাতি, তেন (কৰ্ম্মণা) মনুষ্যাণাং [লোকঃ] ; অথ যৎ পশুভ্যাঃ ভূণোদকং বিদ্বতি, (পশূন্ ভূণোদকং গ্রাহয়তি), তেন পশুনাং [লোকঃ] ; অস্ত (অবিদ্বঃ) গৃহেবু যৎ আ পিপীলিকাভ্যঃ (পিপীলিকাপর্য্যন্তং) স্থাপদাঃ (জন্তবঃ) বয়াংসি (পক্ষিণঃ) চ উপজীবন্তি, তেন তেবাং লোকঃ ; যথা স্বায় (স্বকীরায়) লোকায় (শরীরায়) অরিষ্টিং (অবিনাশং) ইচ্ছৎ (কাময়েৎ) [জনঃ], এবং (পূৰ্ব্ববদেব) হ (নিশ্চয়ে) এবংবিদে (যথোক্তজ্ঞান-শালিনে) সৰ্ব্বাণি ভূতানি অরিষ্টিং (অবিনাশং) ইচ্ছতি (কাময়ন্তে) ; তৎ এতৎ (আয়ত্ত্বং) বিদিতং (বিশেষণে জ্ঞাতং সৎ) যীমাংসিতং (কৰ্ত্তব্যতয়া বিচারিতং) [ভবতীতি শেবঃ] । ৫৩ ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ ১—কৰ্ম্মাধিকারী এই আত্মা (অবিদ্বান্ পুরুষ) সৰ্ব্বভূতের (দেবাদিপ্রাণীর) লোক অর্থাৎ ভোগ্য ; সেই অবিদ্বান্ যে হোম করে, এবং যাগ করে, তাহা দ্বারা সে দেবগণের ভোগ্য হয়, আর সে যে, অহরহঃ অধ্যয়ন করে, তাহা দ্বারা ঋষিগণের, আর সে যে, পিতৃগণের উদ্দেশ্যে জলপিণ্ড প্রদান করে, তাহা দ্বারা পিতৃগণের, এবং সে যে, [অভ্যাগত] মনুষ্যগণকে বাস করায় ও অন্নদান কবে, তাহা দ্বারা মনুষ্যগণের, এবং পশুগণকে যে, তৃণ ও জল প্রদান করে, তাহা দ্বারা পশুগণের, আর গৃহে যে, পিপীলিকা ইহাতে আরম্ভ করিয়া স্থাপদ ও পক্ষিগণ জীবিকা লাভ করিয়া থাকে, তাহা দ্বারা তাহাদের লোক (ভোগ্য) হয় । জগতে স্বীয় শরীরের জন্ত যেমন অ-রিষ্টি (অনিষ্টাভাব বা অবিনাশ) ইচ্ছা করিয়া থাকে, তেমনি দেবতা প্রভৃতিও, যে লোক আপনাকে দেবাদির ঋণগ্রস্ত বলিয়া মনে করে, তাহারও অরিষ্টি কামনা করিয়া থাকেন ; সেই এই বিষয়টী [পঞ্চমহাযজ্ঞপ্রকরণে] বিদিত

(বিহিত) এবং [অবদান প্রকরণে] মীমাংসিতও (বিচারিতও)
হইয়াছে ॥ ৫৩ ॥ ১৬ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—অথো ইত্যং বাক্যোপজ্ঞাসার্থঃ । অয়ং যঃ প্রকৃতো
গৃহী কৰ্ম্মাধিকৃতোহবিধান শরীরেজ্জিন্নসজ্জাতাদিবিধিঃ পিণ্ড আশ্বেত্যাচ্যতে
সৰ্কেবাং দেবাদীনাং পিপীলিকাস্তানাং ভূতানাং লোকো ভোগ্য আশ্বেত্যাচ্যতে,
সৰ্কেবাং বর্ণাপ্রমাদিবিহিতৈঃ কৰ্ম্মভিরূপকারিত্বাৎ । কৈঃ পুনঃ কৰ্ম্মবিশেষৈরূপ-
কুৰ্দ্ধন কেবাং ভূতবিশেষাণাং লোকঃ—ইত্যাচ্যতে—স গৃহী যং জুহোতি যং যজতে,
—বাগো দেবতামুদ্ভিগ্ন স্বৰূপরিতাগঃ, স এবাসেচনাবধিকো হোমঃ, তেন হোম-
যোগলক্ষণেন কৰ্ম্মণাবশ্তকৰ্ত্তব্যত্বেন দেবানাং পশুবৎ পরতন্ত্রত্বেন প্রতিবদ্ধ ইতি
লোকঃ । অথ বদন্তুক্রতে স্বাধ্যায়মধীতে অহরহঃ, তেন ঋষীণাং লোকঃ ; অথ যং
পিতৃত্যো নিপুণাতি প্রযচ্ছতি পিণ্ডোদকাদি ; যচ্চ প্রজামিচ্ছতে প্রজার্থমুত্তমঃ
করোতি—ইচ্ছা চোৎপত্ত্বাশলক্ষণার্থা, প্রজ্ঞাঞ্চোৎপাদয়তীত্যর্থঃ, তেন কৰ্ম্মণাবশ্ত-
কৰ্ত্তব্যত্বেন পিতৃণাং লোকঃ পিতৃণাং ভোগ্যত্বেন পরতন্ত্রো লোকঃ ; অথ যং মনু-
জ্যাব্ বাসরতে ভূম্যদকাদিদানেন গৃহে, যচ্চ তেভ্যো বসন্তোহবসন্তো বা অভিভ্যা-
হশনং দদাতি, তেন মনুজ্যাণাম্ ; অথ যং পশুভাতৃণোদকং বিক্ৰতি লভয়তি,
তেন পশূনাম্ ; যদন্তু গৃহেষু স্থাপদা বয়াঃসি চ পিপীলিকাভিঃ সহ কণবলিভাণ্ড-
কালনাদি উপজীবন্তি, তেন তেবাং লোকঃ । ১

ব্রহ্মদয়মেতানি কৰ্ম্মাণি কুৰ্দ্ধরূপকরোতি দেবাদিভ্যাং, তস্মাদ্ যথা হ বৈ লোকে
স্বায়লোকায় স্বয়ৈ দেহায় অরিষ্টিমবিনাশঃ স্বভাবাপ্রচ্যুতিমিচ্ছৎ—স্বভাবা-
প্রচ্যুতিতয়াং পোষণরূপাদিভিঃ সৰ্কেতঃ পরিপালয়েৎ ; এবং হ এবংবিদে—সৰ্কে-
ভূতভোগ্যোহহম্, অনেন প্রকারেণ ময়াবশ্তম্ ঋণিবৎ প্রতিকৰ্ত্তব্যম্—ইত্যেবমা-
স্তানং পরিকল্পিতবতে, সৰ্কাণি ভূতানি দেবাদীনি যথোক্তানি, অরিষ্টিমবিনাশ-
মিচ্ছতি স্বভাপ্রচ্যুতৌ সৰ্কেতঃ সংরক্ষন্তি—কুটুধিন ইব পশূন্—“তস্মাদেবাং তন্ন
প্রিয়ম্” ইত্যুক্তম্ । তেষু এতৎ তদেতদ্ যথোক্তানাং কৰ্ম্মণামূপবদবশ্তকৰ্ত্তব্যত্বং
পঞ্চমহাযজ্ঞপ্রকরণে বিদিতং কৰ্ত্তব্যতয়া মীমাংসিতং বিচারিতঞ্চ অবদান-
প্রকরণে ॥ ৫৩ ॥ ১৬ ॥

টিকা । কতিকান্তরমবতারা বৃত্তমনুভাকাক্ষাপূৰ্ণকং ত্রাংপদ্যাহ—অথো ইত্যাদিনা ।
অশ্বেত্যাচ্যত্বা পূৰ্ণপ্রকৃতো বা গৃহতে । অপি-পদ্যায়ভাষ্যে পক্ষভাসমতিমানকা ব্যাকরোতি—
অথো ইতীতি । পরস্তাপি প্রকৃতভাষ্যতো বিশিনতি—গৃহীতি । গৃহিবে হেতুরবিধাবিত্যাধি । ইতর-
পদ্যাদ্যন্যার্থঃ কৰ্ম্মাধিকৃত ইত্যুক্তম্ । কৰ্ম্মমুক্তভাষ্যনাঃ সৰ্কেভাষ্যোহেত্যাশকাহ—সৰ্কেবামিতি ।

তদেব প্রমথার। একটরতি—কৈঃ পুনরিতি । যজতিজুহোতৌস্ত্যাগার্থেনাবিশেষাৎ
পুনরুত্তিমান্থা বজতি-চোদনা জ্বাদেবতাজিহাসমুদায়ে কৃতার্থবাদিতি জ্ঞায়েনাহ—বাগ ইতি ।
আসেচনং প্রক্ষেপঃ । উল্লঙ্ঘ জুহোতিরাসেচনাবধিকঃ স্তাদিতি । ১

যথোক্ত হোমাদিত্তির্দেবাদান্ প্রতাপকুর্নতো গৃহিণে। বিদুয়া প্রতিবক্ষসন্তবাস্ত্রপকারিষ-
বাবৃন্তিরিতাংশকাহ—যমাদিতি । পূর্বেষামধণক্ষানামভিপ্রেতমর্থমনন্তু সমনস্তরবাক্যমবত্যা
তদর্থমাহ—তমাদিতি । দেবাদীনাম্ কৰ্ম্মাধিকারিণি কৰ্ম্মাদিপিপরিপালনমেব পরিরক্ষণমিতি
বিবক্ষিতা পূর্কোক্তং স্মারয়তি—তমাদিতি । যথোক্তং কৰ্ম্ম কুর্ন যত্নপি দেবাদীন প্রতাপ-
করোতি, তথাপি ন তৎকৰ্ত্ত্বমাবশ্যকং, মানাভাবাদিতাংশকাহ—তদ্বা ইতি । ভূতযজ্ঞো
মনুষ্যযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞো দেবযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞশ্চেত্যেবং পঞ্চ মহাযজ্ঞাঃ । নমু ক্রতমপি বিচারং বিনা
নামুত্তেয়ং, ন হি কহরোদনাদি ক্রতমিত্যেবামুত্তীয়েত, তদ্বাহ—সীমাংসিতমিতি । তদেতদবদমতে
যদ যজতে, স যদগ্নৌ জুহোতীত্যাদিবদানপ্রকরণম্ । ঋণং হ বাব জায়তে জায়মানো যোহন্তী-
তাদিনার্থবাদেনেতি শেষঃ ॥ ৫৩ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—‘অথো’ শব্দ বাক্যারম্ভসূচক । গৃহাশ্রমস্থ কৰ্ম্মাধিকারী
শরীরেজিহাদিসমষ্টিভূত যে অবিচ্ছাদ্যুক্ত দেহপিণ্ড ‘আত্মা’ শব্দে অভিহিত হয়, সেই
আত্মাই দেবতা হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত সৰ্ব্বভূতের লোক অর্থাৎ ভোগ্য ; কারণ,
তাহার বর্ণাশ্রমবিহিত কৰ্ম্ম দ্বারা সৰ্ব্বভূতেরই উপকার সাধিত হইয়া থাকে । কি কি
বিশেষ কৰ্ম্ম দ্বারা উপকার সাধন করিয়া কোন কোন ভূতবিশেষের লোক (ভোগ্য)
হয়, তাহা বলিতেছেন—সেই গৃহস্থ যে, হোম করিয়া থাকে, এবং যাগ করিয়া থাকে,
সেই হোম ও যাগাত্মক কৰ্ম্ম তাহার অবশ্য-কর্তব্য । গৃহী ঐ কৰ্ম্ম দ্বারাই দেবগণের
নিকট পুস্ত্র ত্রায় পরাধীনভাবে আবদ্ধ থাকে ; এই জন্ত সে দেবগণের লোক
(ভোগ্য) হয় । যাগ অর্থ—দেবতার উদ্দেশে স্বত্বত্যাগ (দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া
স্বীয় স্বত্ব-ত্যাগপূর্বক দ্রব্য ত্যাগ করা) । যখনই সেই কৰ্ম্মে আসেচনের (জলীয়
দ্রব্যভাগের) আধিক্য থাকে, তখন তাহার নাম হয়—হোম । [গৃহস্থ] নিরন্তর
যে, পাঠ করে—প্রত্যহ যে, বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তাহা দ্বারা সে ঋষিগণের
লোক জয় করে ; আর যে, পিতৃলোকের উদ্দেশে জলপিণ্ডাদি প্রদান করে, এবং
সন্তানলাভের ইচ্ছা করে, অর্থাৎ সন্তানলাভের জন্ত চেষ্টা করে,—এখানে ‘ইচ্ছা’
পদে উৎপাদন পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে, [সন্তরাং অর্থ হইতেছে—] সন্তান উৎপাদন
করে । সন্তানোৎপাদন গৃহীর অবশ্যকর্তব্য ; এইজন্ত ইহা দ্বারা পিতৃগণের লোক
জয় করে, অর্থাৎ পিতৃগণের ভোগ্যরূপ পরতন্ত্র (পরাধীন) থাকে ; আর যে,
মনুষ্যগণকে উপযুক্ত স্থান ও জলাদি প্রদানপূর্বক গৃহে বাস করায়, এবং গৃহে
বাস করুক বা না করুক, প্রার্থনাকারী মনুষ্যগণকে যে, অন্ন প্রদান করে,

তাহা দ্বারা মনুষ্যগণের [লোক] হয়; আর যে, পশুগণকে ঘাস জল দিয়া থাকে, তদ্বারা পশুগণের [লোক] হয়; এবং ইহার (গৃহী) গৃহে স্বাপদ ও পক্ষিগণ যে, পিপীলিকা প্রভৃতির সঙ্গে অন্নকণা, বলি (১) ও তাণ্ডপ্রকালন-জলাদি ভোগ করিয়া থাকে, তাহা দ্বারা তাহাদেরও লোক (ভোগ্য) হয় । ১

যেহেতু, এই অবস্থান গৃহস্থ কৰ্ম্মাচরণ দ্বারা দেবতাপ্রভৃতির উপকারসাধন করিয়া থাকে, সেই হেতু জগতে যেমন স্বলোকের জন্ত—স্বীয় দেহের অ-রিত্তি—অবিনাশ অর্থাৎ অস্তিত্বরক্ষার ইচ্ছা করিয়া থাকে, অস্তিত্ব বিলোপের ভয়ে, রক্ষা ও পোষণাদি দ্বারা সৰ্ব্বতোভাবে দেহের পরিপালন করিয়া থাকে, তেমনি যিনি উক্তপ্রকার জ্ঞানবান—‘আমি সৰ্ব্বভূতের ভোগ্য, স্বর্গীয় জ্ঞান আমাকেও এই সমস্ত কৰ্ত্তব্য-কৰ্ম্ম সম্পাদন দ্বারা ঋণপরিশোধ করিতে হইবে’, এইরূপে আপনাকে ঋণগ্রস্ত মনে করে; পূৰ্ব্বকথিত দেবাদি সমস্ত ভূতই তাঁহার অরিত্তি—অবিনাশ ইচ্ছা করিয়া থাকে, অর্থাৎ গৃহস্থগণ যেরূপ পশুরক্ষা করিয়া থাকে, ঠিক তেমনি দেবগণও তাহার অস্তিত্ববিলোপ-নিবৃত্তির জন্ত সৰ্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকে; এই জন্তই বলা হইয়াছে যে, সেই হেতু দেবগণের ইচ্ছা প্রিয় নয় [যে, মানবগণ মুক্তিলাভ করে] । সেই এই বিষয়টি অর্থাৎ ঋণ-পরিশোধের জ্ঞান বর্ণোক্তপ্রকার কৰ্ম্মসমূহের অবশ্যকৰ্ত্তব্যতা ‘পঞ্চমহাযজ্ঞ’-প্রকরণে বিজ্ঞাত হইয়াছে, এবং অবদানপ্রকরণে মীমাংসিত (২) অর্থাৎ অবশ্যকৰ্ত্তব্যরূপে বিচারিত বা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে ॥ ৫৩ ॥ ১৬ ॥

(১) তাৎপর্য—এখানে ‘বলি’ অর্থে—পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্তর্গত ‘ভূতযজ্ঞ’ বুঝিতে হইবে । ইহার বিস্তৃত বিবরণ ‘পঞ্চমহাযজ্ঞ’ কথার টীকানীতে দেখিতে হইবে ।

(২) তাৎপর্য—‘পঞ্চমহাযজ্ঞ’ ও ‘অবদানপ্রকরণ’র বিবরণ এইরূপ—“পাঠো হোমশ্রাতি-পীনাঃ সপর্ঘা তর্পণং বলিঃ । এতে পঞ্চ মহাযজ্ঞা ব্রহ্মযজ্ঞাঃ পিতৃযজ্ঞাঃ ।” “অধারনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণম্ । হোমো দেবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঃ অতিথিপূজনম্ । (মহু) ।

অর্থাৎ (১) বেদাদি শাস্ত্রপাঠ—ব্রহ্মযজ্ঞ, (২) হোম—দেবতা উদ্দেশ্যে ত্রব্যত্যাগ—দেবযজ্ঞ, (৩) ভূতবলি—ভূতযজ্ঞ, (৪) পিতৃগণ উদ্দেশ্যে অন্নপিত্তাদিনান—পিতৃযজ্ঞ, আর (৫) অতিথিপূজার নাম—নৃযজ্ঞ । ‘পঞ্চমহাযজ্ঞ’ নামে প্রসিদ্ধ এই যজ্ঞগুলি গৃহস্থের প্রত্যহ পালনীয় । তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ভূতযজ্ঞকে ভূতবলি ও বৈবস্বদেববাণও বলা হয় । ইহার লক্ষণ এইরূপ—‘আপ্যারন্য তৃতানাং কৃষ্যাদ্বৎসর্গমাদরাৎ । বতান্ত স্বপচেতান্ত বরোতা-শ্রাবণেন্দ্র ত্বি । বৈবস্বদেবঃ হি মাতৈতৎ সারঃ প্রাতঃসমাজতম্ ।’ ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, গৃহস্থ মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে আহারের পূর্বে এখনে দেবতা উদ্দেশ্যে এবং কুর্কর, চণাল ও পক্ষীপ্রভৃতির উদ্দেশ্যে খাদ্যদ্রব্যের অগ্রভাগ ত্বমিতে দান করিয়া অবশেষে আপনি ভোজন করিবে ।

আভাসভাষ্যম্ :—আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ । ব্রহ্ম বিদ্বাংশ্চেৎ তন্মাৎ
পশুভাবাৎ কৰ্ত্তব্যতাবন্ধনরূপাৎ প্রতিষুচ্যতে, কেনাৎ কারিতঃ কৰ্ম্মবন্ধনাধি-
কারেহবশ ইব প্রবর্ততে, ন পুনস্তদ্বিমোক্ষণোপারে বিদ্যাধিকার ইতি । ননু ক্তম্
দেবা রক্ষতীতি । বাচম্ ; কৰ্ম্মাধিকার-স্বগোচরাক্রটানেব তেহপি রক্ষন্তি, অত্থণা
অকৃতাত্যাগম-কৃতনাশপ্রসঙ্গাৎ ; ন তু সামাণ্য পুরুষমাত্রঃ বিশিষ্টাধিকারানা-
ক্ৰটম্ ; তন্মাত্তবিতব্যং তেন, যেন প্রেরিতোহবশ এব বহির্শূন্থো ভবতি স্বপ্না-
ল্লোকাত্ । ২

ননু অবিজ্ঞা সা ; অবিজ্ঞাবান্ হি বহির্শূন্থীভূতঃ প্রবর্ততে । সাপি নৈব প্রব-
র্তিকা ; বস্ত্ত্বরূপাবরণাশ্রিত্য হি সা, প্রবর্তকবীজরহিত্ব প্রতিপত্ততে অন্ধত্বমিব গর্তী-
দি-পতনপ্রবৃত্তিহেতুঃ । এবং তর্হি উচ্যতাঃ—কিং তৎ, যৎ প্রবৃত্তিহেতুরিতি ।
তদিহাভিধীয়তে—এষণা কামঃ সঃ, “স্বাভাবিক্যামবিজ্ঞায়াঃ বর্তমানা বালাঃ পরাচঃ
কামানমুযন্তি”—ইতি কাঠকশ্রুতৌ, শ্রুতৌ চ—“কাম এব ক্রোধ এষঃ” ইত্যাদি,
মানবে চ—“সৰ্ব্বা প্রবৃত্তিঃ কামহেতুর্ক্যেব” ইতি ; স এবোহর্থঃ সবিস্তরঃ প্রদর্শ্যত
ইহ আ অধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ ।

টীকা । বাক্যাস্তরমাদায় বাখ্যাতুঃ পাতনিকং কৰোতি—আত্মৈবেতাদিনা । কপৈশ্ব
বন্ধনং, তত্রাধিকারোহনুষ্ঠানং, তস্মিন্নিতি যাবৎ । বিজ্ঞাধিকারস্তুপায়ে প্রবণানৌ প্রবৃত্তি-
স্তত্ত্বৈতার্থঃ । যথোক্তাধিকারিণো দেবাদিতী রক্ষণং প্রবৃত্তিমাগে নিয়মেন প্রবর্তকমিতি শব্দতে—
নথিতি । উক্তমঙ্গীকরোতি—বাচমিতি । তহি প্রবর্তকাস্তরং ন বক্তব্যং, তত্রাহ—কৰ্ম্মাধি-
কারেতি । কৰ্ম্মাধিকারেণ স্বগোচরং প্রাপ্তানৈব দেবাদয়োহপি রক্ষন্তি, ন সৰ্ব্বাশ্রমসাধারণং
ব্রহ্মচারিণম্, অতোহস্ত কৰ্ম্মমার্গে প্রবৃত্তৌ দেবাদিরক্ষণত্বাহেতুত্বাদ্ ব্রহ্মচারিণো নিবৃত্তিং ত্যক্ত্বা
প্রবৃত্তিপক্ষপাতে কারণং বাচামিতি । মনুষ্যমাত্রং কৰ্ম্মণ্যেব তে বলাৎ প্রবর্তন্তি, তেবাম-
চিহ্নাশক্তিহাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অজ্ঞপেতি । স্বগোচরাক্রটানেবতোবকারস্ত বাবর্ত্য কীৰ্ত্তয়তি—
ন ত্বিতি । বিশিষ্টাধিকারো গৃহস্থানুষ্ঠেয়কৰ্ম্মস্তু গৃহস্থহেন স্বামিহ, তেন দেবগোচরতামপ্রাপ্ত-
মিতি । দেবাদিরক্ষণস্তাকারণত্বেন কলিতমাহ—তন্মাদিতি ।

প্রত্যগবিজ্ঞা যথোক্তাধিকারিণো নিয়মেন প্রবৃত্ত্যানুরাগে হেতুরিতি শব্দতে—নথিতি । তদেব
শ্রুতয়তি । অবিজ্ঞাবানিতি । তন্তাঃ স্বরূপেণ প্রবর্তকত্বং দৃশয়তি—সাপীতি । অবিজ্ঞাতাত্তর্হি
প্রবৃত্ত্যধর্যতিরেকৌ কথমিত্যাশঙ্ক্য কারণকারণত্বেনেতাহ—প্রবর্তকতি । সভ্যস্তস্মিন্
কারণেৎকারণমেবাবিজ্ঞা প্রবৃত্তেরিতি চেত্তত্রাহ—এষ তর্হীতি । উত্তরবাক্যাস্তরং সোব্যবর্ত্য
তস্মিন্মিথ্যকিতঃ প্রবর্তকং সজ্জপতি—তদিহাভিধীয়ত ইতি । তত্রার্থতঃ প্রত্যস্তরং সোব্যবর্ত্য
স্বাভাবিক্যামিতি । তত্রৈব ভগবতঃ সম্মতিমাহ—শ্রুতৌ চেতি । ‘অথ কেন প্রবৃত্তোহস্তম্’
ইত্যাদিপ্রশ্নোক্তম্—

“কাম এব ক্রোধ এষ রকৌণ্ডলমুত্তবঃ” ইত্যাদি ।

“অকামতঃ ক্রিয়া কাচিৎ দৃষ্টতে নেহ কত্ৰচিৎ ।

যদ্বচ্ছ কুরুতে জন্তুস্তত্তং কামস্ত চেষ্টিতম্ ।”

ইতি বাক্যমাপ্রিতাহ—মানবে চেতি । দর্শিতমিতি শেষঃ । উক্তার্থে তৃতীয়াধ্যায়শেষমপি
প্রমাণয়তি—স এবোহর্থ ইতি ।

আভাস-ভাষ্যানুবাদ :—“আত্মবেদম্ অগ্র আসীৎ” ইত্যাদি । ব্রহ্ম-
বিৎ ব্যক্তি যদি কর্তব্যতাবন্ধনস্বরূপ পূর্বোক্ত পণ্ডিত হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন
তাহা হইলে, তিনি কেন কাহার প্রেরণার প্রেরিত হইয়া যেন অবশেষেই মত কর্ম-
বন্ধনাধিকারে আবদ্ধ থাকেন? এবং কেনই বা আত্মবিমোক্ষের জন্য তদুপায় বিজ্ঞা-
ধিকারে প্রবৃত্ত না হন? ভাল, এখন—আবার এ আপত্তি কেন? পূর্বেই ত বলা
হইয়াছে যে, দেবতারা তাহাদিগকে রক্ষা করেন; হাঁ, এ কথা বলা হইয়াছে
সত্য, কিন্তু যাহারা দেবতাদিগের অধিকারভুক্ত কর্ম্মাধিকারে অবস্থিত, দেবতারা
কেবল তাহাদিগকেই রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহারা কর্ম্মে বিশিষ্টাধিকার
লাভ করে নাই, তাদৃশ সাধারণ পুরুষদিগকে ত আর তাঁহারা রক্ষা করেন না;
ইহা না বলিলে, কৃতনাশ ও অকৃতাত্ম্যগমনামক দুইটি দোষ উপস্থিত হয় (১) ।
অতএব অবশ্যই সেরূপ কিছু আছে, যাহার প্রেরণায় পুরুষ অবশ্য হইয়াই যেন
স্ব-লোক হইতে (আত্মা হইতে) বহির্মুখ হইয়া পাকে । ১

ভাল, সে পদার্থটী ত অবিজ্ঞা; কেন না, অবিজ্ঞাসম্পন্ন পুরুষই বহির্মুখ হইয়া
কর্ম্মমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া পাকে; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু অবিজ্ঞা ও প্রবৃত্তির মূল কারণ নহে;
পরন্তু তাহা কেবল বস্তুর স্বরূপটি মাত্র আবরণ করিয়া রাখে, যেমন অন্ধক-দর্শ গর্ত-
প্রভৃতিতে পতনের কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়, ইহাও ভ্রমনি । তাহা হইলে,
বল—প্রবৃত্তির মূলকারণভূত সেই বস্তুটি কি? হাঁ, তাহা বলা হইতেছে—সেই
বস্তুটি হইতেছে—এবণা—কাম । কঠোপনিষদে আছে—‘স্বভাবসিদ্ধ অবিজ্ঞাধিকারে
বর্ত্তমান বালকগণ, অর্থাৎ বালকের জ্ঞান বিবেকবিহীন পুরুষগণ বাহ্য বিষয়ের অনু-
সরণ করিয়া পাকে; স্মৃতিতেও (ভগবদ্গীতাতেও) আছে—‘ইহা হইতেছে—

(১) ভাৎপর্য্য—‘কৃতনাশ’ ও ‘অকৃতাত্ম্যগম’ দুই প্রকার দোষ । কৃতনাশ অর্থ—বাহ্য করা
হয়, অথচ কল না দিয়াই নষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভোগ না হওয়া;
আর অকৃতাত্ম্যগম অর্থ—বাহ্য করা হয় নাই, তাহার জ্ঞাপ্তি অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়াও
আকস্মিক ভাবে ফলপ্রাপ্তি । কৃতকর্ম্মের নাশ হইলে লোকের কর্ম্মানুষ্ঠানে উৎসাহ থাকে
না; আর অকৃতাত্ম্যগম হইলে জগতের বৈচিত্র্য ভোগ পায়, এবং কর্ম্মফলেণ অসিদ্ধা
প্রাপ্তিতে পারে ।

কাম এবং ইহাই ক্রোধ' (২) ইত্যাদি । মনুসংহিতাতেও আছে—‘কামই সর্বপ্রবৃত্তির হেতু বা প্রয়োজক’ ইতি । এখানেও অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত সেই বিষয়ই বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করা হইতেছে ।

আত্মবেদমগ্র আসীদেক এব, সোহকাময়ত—জায়া মে শ্রাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে শ্রাদথ কৰ্ম্ম কুব্বীয়ে-
ত্যেতাবান্ বৈ কামো নেচ্ছৎশ্চনাতো ভূয়ো বিন্দেৎ,
তস্মাদপ্যেতর্হেকাকী কাময়তে—জায়া মে শ্রাদথ প্রজায়ে-
য়াথ বিত্তং মে শ্রাদথ কৰ্ম্ম কুব্বীয়েতি, স যাবদপ্যেতেষা-
মেকৈকং ন প্রাপ্নোত্যকুৎস্ন এব তাবন্মৃত্যতে, তস্মো কুৎস্নতা—মন এবাশ্রাত্মা বাগ্ জায়া প্রাণঃ প্রজা চক্ষুর্মানুষং বিত্তং চক্ষুশ্চ হি তদ্বিদতে শ্রোত্রং দৈবত্ শ্রোত্রেণ হি তচ্ছৃণোত্যা-
ত্মৈবাস্ত্র কৰ্ম্মাত্মনা হি কৰ্ম্ম কৰোতি, স এষ পাঙক্তো যজ্ঞঃ পাঙক্তঃ পশুঃ পাঙক্তঃ পুরুষঃ পাঙক্তমিদং সৰ্বং যদিদং কিঞ্চ, তদিদং সৰ্বমাপ্নোতি য এবং বেদ ॥ ৫৪ ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রথমোহধ্যায়শ্চ চতুর্থঃ ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ :—অগ্রে (পত্নীপরিগ্রহাৎ পূর্বাং) ইদং (অয়ং দেহেন্দ্রিয়াদি-
বিশিষ্টঃ) আত্মা (পুরুষঃ) একঃ (অসহায়ঃ) এব আসীৎ, (নাত্মং জায়াদিকং
কিঞ্চিৎ) ; সঃ [একাকী সন্] অকাময়ত (কামিতবান্)—মে (মম) জায়া (পত্নী)
শ্রাত্, অথ (জায়াসম্বন্ধানন্তরম্) প্রজায়েয় (পৈত্র-ঋণ-শোধনার্থং প্রজারূপেণ
উৎপন্নো ভবেয়ম্) ; অথ (অনন্তরং) বিত্তং (ধনং) মে শ্রাত্, অথ (বিত্তলাভানন্তরং)
[দৈব-ঋণশোধনার্থং] কৰ্ম্ম ধর্ম্মাদিসাধনং) কুব্বীয় (কুর্য্যাম্) ইতি । এতাবান্

(২) তাৎপর্য—অর্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—মানুষ কাহার প্রেরণায় পরিচালিত হইয়া
অনিচ্ছায়ও পাপাচরণ করে ? তদন্তরে ভগবান্ বলিয়াছিলেন—“কাম এবং ক্রোধ এবং রজোগুণ-
সমুদ্ভবঃ । মহাপনো মহাপাপা বিজ্ঞানমিহ বৈরিণম্ ।” হে অর্জুন, [তুমি যাহার কথা জিজ্ঞাসা
করিয়াছ, ইহা হইতেছে কাম (অভিলাষ), ইহাই ক্রোধ : রজোগুণ ইহার উৎপাদক, ইহার
ভোগশক্তি অতি প্রবল, ইহা অতিশয় পাপকর । ‘ইহাকে পরম শত্রু বলিয়া জানিবে ।’ অভিলাষ
এই যে, কাম ও ক্রোধ একই পদার্থ, কাম যখন অপর কাহারো দ্বারা প্রতিহত হয়, তখনই
ক্রোধরূপে আবির্ভূত হয় ; সুতরাং উভয়কে এক বলা অসঙ্গত হয় না ।

(এতৎপরিমাণঃ—পুত্র-বিত্ত-লোকরূপঃ) এব (অবধারণে নাতো জুনঃ, নাপ্য-
মিকঃ), কামঃ বৈ (প্রসিক্তো) । ইচ্ছন্ (অভিলবন্) চন (অপি) [জনঃ]
অতঃ (বথোকুলক্ষণাং কামাং) তুরঃ (অধিকঃ) ন বিদেৎ (ন লভেত);
তস্মাৎ (সৃষ্টিরক্ষায়া এবমেব ব্যবস্থাতঃ হেতোঃ) এতর্হি (ইদানীং) অপি
একাকী (অসহায়ঃ জনঃ) কাময়তে—জায়া মে স্মাৎ, অথ প্রজায়ের; অথ বিত্তং
মে স্মাৎ, অথ কৰ্ম কুর্কীর ইতি । সঃ (একাকী পুরুষঃ) যাবৎ এতেবাঃ (বথো-
ক্তানাং কামানাং) একৈকং (অন্ততমঃ) অপি ন প্রাপ্নোতি, তাবৎ অকৃৎস্নঃ
(অপূর্ণঃ) এব [অহমস্মীতি] মন্ততে; [অর্থাৎ বথোকুল-সৰ্বসম্পত্তৌ তন্ত কৃৎস্নতা
ভবতীতি মন্তব্যম্] । [বথোকুলকামসম্পত্ত্যা কৃৎস্নতাং সম্পাদয়িতুমকমস্তাপি
প্রকারান্তরেণ কার্য্যকরণসঃ সাতমেব তথা প্রবিভজ্যা কৃৎস্নতাং সম্পাদয়িতুম্ আহ—]
তন্ত [অকৃৎস্নহাতিমানিনঃ] উ (বিতর্কে) কৃৎস্নতা [উচ্যতে—] মনঃ (অন্তঃ-
করণং) এব অন্ত (অকৃৎস্নহাতিমানিনঃ) আত্মা (আত্মা ইব), বাক্ (শব্দঃ) জায়া
(পত্নী), প্রাণঃ (পঞ্চব্রহ্মিঃ) প্রজা (সন্ততিঃ), চক্ষুঃ সাত্বৎ বিত্তং, হি (যস্মাৎ)
চক্ষুবা (করণেন) তৎ (বিত্তং) বিদেতে; শ্রোত্রং দৈবং (দিব্যং বিত্তং), হি
(যস্মাৎ) শ্রোত্রেণ (শ্রবণেন্দ্রিয়েন) তৎ (দৈবং বিত্তং) শৃণোতি, আত্মা
(স্বশরীরং) এব অন্ত কৰ্ম; হি (যস্মাৎ) আত্মনা (শরীরেন) কৰ্ম করোতি
(সম্পাদয়তি) । সঃ এবঃ বজ্রঃ পাঙ্কঃ (পঞ্চতিঃ নিবৃত্তঃ); পশুঃ (যজ্ঞীয়ঃ বলি-
রূপঃ) পাঙ্কঃ, পুরুষঃ (বজ্রকর্তা) পাঙ্কঃ, ইদং (দৃশ্যমানং) সৰ্বং পাঙ্কং—
যৎ ইদং কিঞ্চ (যৎকিঞ্চিদিদং) । যঃ এবং বেদ (বেত্তি), [সঃ] ইদং সৰ্বং
আপ্নোতি (প্রাপ্নোতি) [বিজ্ঞানফলমেতদिति জ্ঞেয়ম্] ॥ ৫৪ ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্ত চতুর্থঃ ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥

মুক্তানুবাদ ১—অগ্রে (পত্নীগ্রহণের পূর্বে) এই আত্মা
(দেহাতিমানী পুরুষ) একই ছিলেন; তিনি কামনা করিলেন—আমার
জায়া (পত্নী) হউক, আমি সম্ভানরূপে প্রাপ্তভূত হইব; আমার বিত্ত
হউক, আমি কৰ্ম (কর্মাধিসাধন ক্রিয়া) করিব ইতি । জগতে এতৎ-
পরিমাণ কামই প্রসিক্ত, অর্থাৎ এতদতিরিক্ত আর কোনরূপ কামা বিষয়
নাই; ইচ্ছা করিলেও কেহ ইহার অধিক কিছু লাভ করিতে পারে না;
সেইহেতু বর্তমান সময়েও একাকী (অসহায়) লোক কামনা করিয়া থাকে—
আমার জায়া হউক, আমি সম্ভানরূপে জন্মিব; আমার বিত্ত হউক, আমি

ধর্ম-কর্ম করিব ইতি । সে যতক্ষণ উক্ত কাম্যবিষয়ের মধ্যে একটিও প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সে নিশ্চয়ই আপনাকে অকৃৎস্ন (অপূর্ণ) বলিয়া মনে করে । [বুঝিতে হইবে যে, উক্ত কাম-প্রাপ্তিতেই আপনার পূর্ণতা বোধ করে] ; তাহার পূর্ণতা [প্রকারান্তরেও সম্ভাবিত হয়—] সর্বার্থবিচারকম মনই ইহার আত্মা, বাক্ (শব্দ) জায়া, প্রাণ প্রজা (সন্তান) এবং চক্ষু মানুষ সম্পদ ; কারণ, চক্ষু দ্বারা মানুষবিত্ত সম্পাদিত হইয়া থাকে ; শ্রবণেন্দ্রিয় তাহার দৈব সম্পদ, কারণ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই দৈব সম্পদের তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া থাকে ; ইহার দেহই কর্ম (কর্মসাধন), কেন না, দেহ দ্বারাই কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে । সেই এই যজ্ঞ কার্য্যটি পাঙ্ক্ত ; অর্থাৎ মনঃ ও চক্ষুঃ প্রভৃতি পঞ্চপদার্থে নিষ্পন্ন, যজ্ঞীয় পশুও পাঙ্ক্ত, যজ্ঞকর্ত্তা পুরুষও পাঙ্ক্ত ; অধিক কি, এই যাহা কিছু, তৎসমস্তই পাঙ্ক্ত (মন-প্রভৃতি পঞ্চাবয়বসম্পন্ন) । যে ব্যক্তি এই পাঙ্ক্ত তত্ত্ব জানেন, তিনি ইহার এসমস্তই প্রাপ্ত হন ॥ ৫৪ ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ১ ॥ ৪ ॥

শাক্ষরভ্যাস্যম্ :—আত্মবেদমগ্র আসীৎ । আত্মব—স্বাভাবিকো-
হবিদ্বান্ কার্য্যকরণসংঘাতলক্ষণে বর্ণী অগ্রে প্রাক্ দারসম্বন্ধাৎ আত্মেত্যভিধীয়তে ;
তস্মাদাত্মনঃ পৃথগ্ ভূতং কাম্যমানং জায়াদিভেদরূপং নাসীৎ ; স এবৈক আসীৎ—
জায়াত্বেষণাবীজভূতাবিদ্যাবানেক এবাসীৎ । স্বাভাবিক্য স্বাত্মনি কর্ত্তাদিকার-
কক্রিয়াফলাদ্ব্যকতাদ্যারোপলক্ষণগ্রাহবিজ্ঞাবাসনয়া বাসিতঃ সঃ অকাময়ত কামিত-
বান্ । কথম্ ? জায়া কর্ম্মাধিকারহেতুভূতা, মে মম কর্ত্ত্বঃ শ্রাৎ ; তয়া বিনা অহম-
ন-ধিকৃত এব কর্ম্মণি ; অতঃ কর্ম্মাধিকারসম্পত্তয়ে ভবেজ্জায়া ; অথাহং প্রজায়ের—
প্রজারূপেণাহমেবোৎপত্তয়ে, অথ বিত্তং মে শ্রাৎ—কর্ম্মসাধনং গবাদিলক্ষণম্ ;
অথাহমভ্যাদয়-নিঃশ্রেয়স-সাধনং কর্ম্ম কুর্ব্বীর, যেনাহমনৃণী ভূত্বা দেবাদীনাম্ লোকান্
প্রাপ্নুয়াম্, তৎ কর্ম্ম কুর্ব্বীর, কাম্যানি চ পুত্রবিত্তস্বর্গাদিসাধনানি । ১

এতাবান্ বৈ কাম এতাবদ্বিষয়পরিচ্ছিন্ন ইত্যর্থ ; এতাবানেব হি কামদ্বিতরো
বিষয়ঃ—যজ্ঞত জায়াপুত্রবিত্তকর্ম্মাণি সাধনলক্ষণেষণা, লোকাচ্ ত্রয়ঃ—মহর্ষ্যলোকঃ
পিতৃলোকো দেবলোক ইতি—কলভূতাঃ সাধনৈষণায়শ্চাত্তাঃ ; তদর্থী হি জায়া-

পুত্রবিত্তকৰ্মলক্ষণা সাধনৈষণা ; তস্মাৎ সা একৈব এষণা বা লোকৈষণা ; সা একৈব সতী এষণা সাধনাপেক্ষেতি বিধা ; অতোহবধারণিচ্ছতি “উভে হেতে এষণে এব” ইতি । ২

ফলার্থত্বাৎ সর্কারভূক্ত লোকৈষণা অর্থপ্রাপ্তা উক্তৈবেতি—এতাবান্ বৈ এতাবানৈব কাম ইত্যবশ্রিত্তে । ভোজনেহতিহিতে তৃপ্তিন্ হি পৃথগভিধেন্না, তদর্থত্বাহোজনস্ত । তে এতে এষণে সাধ্য-সাধনলক্ষণে কামঃ, যেন প্রযুক্তোহবিদ্বান্ অবশ এব কোশকারবদাঙ্গানং বেষ্টয়তি—কৰ্মমার্গ এবাঙ্গানং প্রণিধদ্য বহিমুখী-ভূতো ন স্বং লোকং প্রতিজান্নতি । তথা চ তৈত্তিরীয়কে—“অগ্নিমুদ্বো হৈব ধুমাস্তঃ স্বং লোকং ন প্রতিজান্নতি” ইতি । ৩

কথং পুনরেতাবত্বমবধার্যাতে কামানাম্, অনন্তত্বাদ্, অনন্তা হি কামাঃ—ইজ্ঞেতদাশঙ্ক্য হেতুমাং—যস্মাৎ ন ইচ্ছন্-চন—ইচ্ছন্নপি অতঃ স্মাৎ ফলসাধন-লক্ষণাৎ ভূয়ঃ অধিকতরং ন বিদ্বেন্ ন লভেত ; ন হি লোকে ফলসাধন-ব্যতিরিক্তং দৃষ্টমদৃষ্টং বা লব্ধব্যমস্মি । লব্ধব্যবিষয়ো হি কামঃ, তস্ত চৈতন্যতিরেকেণাভাবাদ্ যুক্তং বক্তৃন্—এতাবান্ বৈ কাম ইতি । এতজ্জ্ঞঃ ভবতি—দৃষ্টার্থমদৃষ্টার্থং বা সাধ্যসাধনলক্ষণমবিদ্বানং পুরুষাধিকারবিষয়ম্ এষণারয়ঃ কামঃ ; অতোহস্মাদিত্য বাখ্যাতব্যমিতি । ৪

যস্মাদেবমবিদ্বান্ আত্মকারী পূৰ্ব্বং কাময়ামাস, তথা পূৰ্ব্বতরোহপি । এষা লোকস্থিতিঃ । প্রজাপতেঃশিবমেব সর্গ আসীৎ—সোহবিভেদবিদ্বয়া, ততঃ কাম-প্রযুক্ত একাকারমমাণঃ অরতুপঘাতায় দ্বিরনৈচ্ছৎ, তাং সমভবৎ, ততঃ সর্গোহয়-মাসীদিতি হ্যুক্তম্ ; তস্মাৎ তৎসৃষ্টৌ এতর্হি এতদ্বিন্নপি কালে একাকী সন্ প্রাক্-দারক্রিয়াতঃ কাময়তে—জায়া মে স্মাৎ অথ প্রজায়ের ; অথ বিত্তং মে স্মাৎ, অথ কৰ্ম কুর্বাণ—ইতুক্তার্থং বাক্যম্ । সঃ—এবং কাময়মানঃ সম্পাদয়ন্ত জায়াদীন, যাবৎ সঃ এতেবাং যথোক্তানাং জায়াদীনাং একৈকমপি ন প্রাপ্নোতি, অকৃত্বঃ অসম্পূর্ণোহহমিত্যেব তাবদাঙ্গানং মজ্ঞতে ; পারিশেষত্বাৎ সমস্তানৈবতান্ সম্পা-দয়তি বদা, তদা তস্ত কৃত্বত্বাৎ । ৫

যদা তু ন শক্নোতি কৃত্বত্বাৎ সম্পাদয়িতুন্ তদা অস্ত কৃত্বত্বসম্পাদনারাহ—তস্ত উ তস্ত অকৃত্বত্বাভিমানিনঃ কৃত্বত্বেরয়েব ভবতি । কথন্ ? অয়ং কার্য-করণসম্বাতঃ প্রবিত্তজ্ঞাতে—তত্র মনোহুভুতি হি ইত্যয়ং সর্গং কার্যকরণজাত-মিতি মনঃ প্রবানত্বাদায়েব আত্মা,—যথা জায়াদীনাং কুটুপপতিরাজেব, তদহু-কারিত্বাজায়াদিচতুষ্টয়ং ; এবমিহাপি মন আত্মা পরিকল্পাতে কৃত্বত্বাটৌ । তথা

বাক্ জায়া, মনোহুত্ত্বস্তিস্যামাত্তাষাচঃ । বাগিতি শব্দশোদনাদিলক্ষণো মনসা শ্রোত্রদ্বায়েণ গৃহতেহবধার্যতে প্রযজ্যতে চেতি মনসো জায়েব বাক্ । ৬

তাভ্যাক্ষ বায়নসাভ্যাং জায়াপতিস্থানীয়াভ্যাং প্রযজ্যতে প্রাণঃ কৰ্ম্মার্থম্— ইতি প্রাণঃ প্রজ্জৈব । তত্র প্রাণচেষ্টাদিলক্ষণঃ কৰ্ম্ম চক্ষুর্দৃষ্টবিস্তাসাধ্যং ভবতীতি চক্ষুর্মানুষ্যং বিস্তম্ । তৎ দ্বিবিধং বিস্তং—মানুষ্যম্ ইত্যরচ্চ ; অতো বিশিনষ্টি ইত্যবিস্তানিবৃত্তার্থং মানুষ্যমিতি । গবাদি হি মনুষ্যসদৃশি বিস্তং চক্ষুর্গ্রাহ্যং কৰ্ম্ম- সাধনম্, তস্মাৎ তৎস্থানীয়ম্ ; তেন সম্বন্ধাচ্চক্ষুর্মানুষ্যং বিস্তম্ । চক্ষুযা হি যস্মাৎ তন্মানুষ্যং বিস্তং বিস্ততে গবাদ্যাপলভত ইত্যর্থঃ । কিং পুনরিতরদ্বিতম্ ? শ্রোত্রং দৈবম্—দেববিষয়ত্বাদিজ্ঞানশ্চ, বিজ্ঞানং দৈবং বিস্তম্ ; তদ্বিহ শ্রোত্রমেব সম্পত্তি- বিষয়ম্ ; কস্মাৎ ? শ্রোত্রেণ হি যস্মাৎ তদৈবং বিস্তং বিজ্ঞানং শৃণোতি ; অতঃ শ্রোত্রাধীনত্বাদিজ্ঞানশ্চ শ্রোত্রমেব তদ্বিতি । ৭

কিং পুনরেষৈরাহ্মাদিবিভক্ত্যৈত্তিরিহ নির্কৰ্ত্তব্যং কৰ্ম্ম ? ইত্যুচ্যতে—আত্মৈব— আশ্বেতি শরীরমুচ্যতে । কথং পুনরাহ্মা কৰ্ম্মস্থানীয়ঃ ? অশ্ব কৰ্ম্মহেতুত্বাৎ । কথং কৰ্ম্মহেতুত্বম্ ? আশ্বনা হি শরীরেণ যতঃ কৰ্ম্ম করোতি । তস্মৈ অকৃত্বজ্ঞাতি- মানিনঃ এবং কৃত্বজ্ঞতা সম্পন্না—যথা বাহ্মা জায়াদিলক্ষণা, এবম্ । তস্মাৎ স এষ পাণ্ডুত্বঃ পঞ্চভিনিবৃত্তঃ পাণ্ডুত্বঃ যজ্ঞঃ দর্শনমাত্রনিবৃত্তোহকৰ্ম্মিণোহপি । ৮

কথং পুনরশ্ব পঞ্চত্বসম্পত্তিমাত্রেন যজ্ঞত্বম্ ? উচ্যতে—যস্মাদাহোহপি যজ্ঞঃ পশুপুরুষসাধ্যঃ, স চ পশুঃ পুরুষশ্চ পাণ্ডুত্ব এব, যথোক্তমনাদিপঞ্চত্বযোগাৎ ; তদাহ—পাণ্ডুত্বঃ পশুর্গবাদিঃ ; পাণ্ডুত্বঃ পুরুষঃ, পশুত্বত্বপাধিকৃতত্বেনাশ্চ বিশেষঃ পুরুষশ্চেতি পৃথকপুরুষগ্রহণম্ । কিং বহুনা, পাণ্ডুত্বমিদং সৰ্ব্বং কৰ্ম্মসাধনং ফলকং, যদিদং কিঞ্চ যৎকিঞ্চিদদং সৰ্ব্বম্ । এবং পাণ্ডুত্বং যজ্ঞমাত্মনং যঃ সম্পাদয়তি, স তদিদং সৰ্ব্বং জগদাশ্বত্বেনাপ্নোতি য এবং বেদ ॥ ৫৪ ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রথমোহধ্যায়স্ত চতুর্থ-ব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥ ১ ॥ ৪ ॥

টীকা । এবং তাত্পর্যমুক্তা প্রতীকমানাদি পদানি ব্যাকরোতি—আত্মৈবেত্যাদিনা । বর্ণা বিভজ্যন্তোতকো ব্রহ্মচারীতি বাবৎ । কথং তদ্বি হেতুত্বাবে তস্মৈ কামিত্বমপি স্তাদিত্যাশ্বাহ— জায়াধীতি । সশব্দং ব্যাকুর্ভূতস্তরবাক্যমানাদিবাশিষ্টং ব্যাচষ্টে—স্বাভাবিকোতি ।

কামনাম্রকারঃ প্রথমপূর্বকং একটরতি—কথমিতি । কৰ্ম্মাধিকারহেতুত্বং তজ্জাঃ সাধয়তি— তথেষতি । এজাং প্রতি জায়াহ্ম হেতুত্বন্তোতকোহশ্বশব্দঃ । এজায়া মানুষ্যবিস্তাস্তর্ভাবমুচ্যতে বিভক্ত্যেহাশ্বশব্দঃ । তৃতীয়স্ত বিস্তস্ত কৰ্ম্মাধীষ্ঠানহেতুত্ববিষয়কয়েতি বিভাগঃ । কৰ্ম্মানুষ্ঠানকৰ্ম্মসম্বন্ধ- যমেতি । ১২

তৎ কিং নিত্যনৈমিত্তিককৰ্মণামেবানুষ্ঠানং, নেত্যাহ—কাম্যানি চেতি । ত্রিরাপদমশুক্রঃ
চলকঃ । কামশব্দস্ত যথাক্রমর্থং গৃহীত্বৈতাবানিত্যানিবা কাত্যভিগারমাহ—সাধনলক্ষণেতি ।
অন্তাঃ সাধনৈষণাঃ কলভূতা ইতি সধকঃ । ষরোরেষণাশব্দক্ । লোকৈষণাঃ পরিশিনষ্টি—
তদৰ্থা ইতি । কথং তর্হি সাধনৈষণোক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—সেবৈকেতি । এতেন বাক্যশেষোহ-
পানুগম্যতবতীত্যাহ—অত ইতি । ২

সাধনবৎ চলমপি কামমাত্রঃ চেৎ, কথং তর্হি ক্রতঃ সাধনমাত্রমভিধায়ৈতাবানবপ্রিরতে,
তত্রাহ—কলার্ধবাদিতি । উক্তে সাধনে সাধ্যমার্গিকমিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—ভোজন ইতি ।
সাধনোক্তৌ সাধ্যত্বার্থাহুত্বেরেতাবানিতি ষরোরমুবাদেহপি কথমেষণায়ে কামশব্দস্ত প্রযুক্ত্যতে,
ন হি তৌ পর্ধ্যারৌ, ন চ তদবাচ্যে তরোরনর্থকতত্যাশঙ্ক্য পর্ধ্যারমেষণাকামশব্দরোরূপেত্যাহ—
তে এতে ইতি । বেষ্টনমেব শ্রুতি—কর্মমার্গ ইতি । অগ্নিমুচ্ছোহগ্নিরেব হোমাদিধারেণ
মম শ্রেয়সাধনং নাস্তজ্ঞানমিত্যভিমানবান্, ধুমতাপ্তো ধূমেন গানিমাপন্নো ধুমত বা
মমান্তে দেহাবসানে তবতীতি মন্তমানঃ তে ধুমমতিসম্ভবতীতি ক্রতেঃ । ঙ লোক-
মাস্তানিহ । ৩

বাক্যান্তরমুপাণ্য ব্যাচষ্টে—কথমিত্যাধিনা । তন্মাদেতাৎসবমযথার্থ্যতে তেযামিতি শেষঃ ।
উক্তমেবার্থং লোকদৃষ্টমবষ্টতা শ্রুতি—ন ইতি । লকব্যান্তরাতাবেহপি কাময়িতব্যান্তরঃ
স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—লকব্যেতি । এতদ্ব্যতিরেকেন সাধ্যসাধনাতিরেকেণেতি বাবৎ । তরোরেষো-
রপি কামইবিধারিক্রতেরভিগারমাহ—এতচ্ছমিতি । কামস্তানর্থকং সাধ্যসাধনরোশ্চ
তাবদ্বাত্রয়ং সর্গাদৌ পূমর্থতাবিধাসং ত্যক্ত্ । বপ্ললাভতুল্যাক্তান্তিত্যোংপোষণাত্যো বাবানঃ
সংস্তাসাম্বকং কৃহা কাক্ষিতমোক্ষহেতুং জ্ঞানমুদিত্ত প্রপঞ্চাবর্তরেবিত্যর্থঃ । ৪

তন্মাদপীতাদি ব্যাচষ্টে—বসাদিতি । প্রাকৃতহিতিরেণা ন বুদ্ধিপূর্বকারিণামিদং বৃত্তমিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—প্রজাপতেচেতি । তত্র হেতুত্বেন পূর্কোক্তং স্মারয়তি—সোহবিত্তেদিত্যাধিনা । তত্বেব
কাধ্যলিঙ্গকমনুমানঃ স্মরতি—তন্মাদিতি । স যাবদ্বিস্তাদিবা কাম্যাদায় ব্যাচষ্টে—স এবমিতি ।
পূর্কং স পক্ষো বাক্যপ্রদর্শনার্থঃ । দ্বিতীরস্ত ব্যাখ্যানমধ্যপাতীতাবিরোধঃ । অর্ধসিদ্ধমর্থমাহ—
পারিশেষাদিতি । ৫

তন্তো কৃৎসতেত্যেতদবত্যাং ব্যাবরোতি—বদেত্যাধিনা । অকৃৎসনত্বাভিমানিনো বিরুদ্ধঃ
কৃৎসনমিত্যাহ—কথমিতি । বিরোধমত্তরেণ কাৎসার্থঃ বিভাগঃ দর্শয়তি—অয়মিতি । বিভাগে
অন্ততে মনসো বজমানবকরনাতাঃ নিমিত্তমাহ—তত্রৈতি । উক্তমেব বানক্তি—যথেনিতি । তথা
মনসো বজমানবকরনাববিত্যর্থঃ । বাচি জাগ্রৎকরনাতাঃ নিমিত্তমাহ—মন ইতি । বাচো
মনোহুত্তিহিং বরূপকথনপুরুসরং কোরয়তি—বাসিতীতি । ৬

প্রাপ্ত অজাবকরনাঃ সাধয়তি—তাত্যাং চেতি । কথং পুনশ্চমূর্ত্বানুয বিতমিত্যুচ্যতে,
পণ্ডহিরণ্যাদি তথা ইত্যশঙ্ক্যাহ—তত্রৈতি । আত্মাদিত্যে সিদ্ধে সতীতি বাবৎ । আদিপহেন
কামচেষ্টো বৃত্ততে । মাসুখমিতি বিশেষণত্বার্থবৎ সমর্থরতে—তদ্বিধিবিধিতি । সম্রতি চমুখো
মাসুখবিভকঃ প্রপঞ্চয়তি—পর্ধ্যারীতি । তৎপঞ্চপরাভূতমেবার্থং ব্যাচষ্টে—তেন সধবাদিতি ।
তৎহানীর মাসুখবিত্তহানীর, তেন মাসুখেণ বিত্তেনেত্যেতৎ । সধকমেব সাধয়তি—চমুখা

হীতি । তন্মাত্রাক্ষর্যমুৎসবঃ বিত্তমিতি । আকাজ্ঞাপূর্বকমুত্তরবাক্যমুৎসবন্তে—কিং পুনরিতি ।
তন্মাত্রাচ্যে—দেবেতি । তত্র হেতুর্মাহ—কস্মাদিত্যাদিনা । ৭

বজ্রানাদিনির্ব্বর্ত্তাঃ কর্ণ প্রসূর্যকং বিণদয়তি—কিং পুনরিত্যাদিনা । ইহেতি সম্পত্তি-
পকোক্তিঃ । শরীরন্ত কর্ণদ্বয়প্রসিক্কমিতি শক্তিঃ । পরিহরতি—কথং পুনরিতি । অন্তেতি
বজ্রানোক্তিঃ । হিশকার্থে—যত ইতানুন্ততে । তন্তো কৃৎসতেতুত্বমুৎসবঃ—তন্তেতি ।
উক্তরীত্য। কৃৎসতে সিদ্ধে কলিতমাহ—তন্মাদিতি । ৮

অন্তেতি দর্শনোক্তিঃ । পশোঃ পুরুষন্ত চ পাঙ্ত্বঃ তচ্ছকার্থঃ । পুরুষন্ত পশুত্বাবিশেষাৎ
পূণপুত্রগ্রহণমুত্তমিত্যাশঙ্কাহ—পশুত্বেন্দীতি । ন কেবলং পশুপুরুষয়োরেব পাঙ্ত্বঃ, কিং তু
সর্ব্বতেতাহ—কিং বহুনেতি । তন্মাদাধ্যাত্মিকস্ত দর্শনন্ত যজ্ঞঃ পশুত্ববিশেষাবিকল্প-
মিতি শেষঃ । সম্পত্তিকলং ব্যাকরোতি—এবমিতি । বাখ্যাতার্থং বাক্যমুৎসবন্ত ব্রাহ্মণমুৎ-
সবঃ—য এবং বেদেতি । সাধাঃ সাধনং চ পাঙ্ত্বঃ তুত্বান্নং জ্ঞাত্বা তচ্ছান্তেনানুসন্ধানন্ত
তদাপ্তিরেব কলং, তৎকৃত্ত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ ১৭ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকান্তান্তীকারাং প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থঃ ব্রাহ্মণম্ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—“আত্মৈব ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদি । আত্মাই—
স্বভাবসিক্ক অবিচ্ছাসম্পন্ন দেহেজ্জিরাতি-সংঘাতবিশিষ্ট ব্রাহ্মণাদি বর্ণই অগ্রে—
পত্নীগ্রহণের পূর্বে আত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকে ; অতএব বুঝিতে হইবে
যে, আত্মা হইতে পৃথক্ভূত কাম্যমান অর্থাৎ প্রার্থনাবোধ্য জায়াদি অপর কোনও
পদার্থই ছিল না ; কেবল এক মাত্র আত্মাই ছিল—জায়াদি-কামনার বীজস্বরূপ
অবিচ্ছাসম্পন্ন একই বস্তু ছিল । বাহ্য দ্বারা কর্ত্ত্বপ্রভৃতি কারক এবং ক্রিয়া
ও ক্রিয়াকলের আরোপ হইয়া থাকে, সেই স্বাভাবিক অবিচ্ছাসংস্কারে বাসিত
অর্থাৎ দৃঢ়তর অবিচ্ছাসংস্কারাপন্ন তিনি কামনা করিয়াছিলেন,—কি প্রকার ?
আমি কর্ত্তা, আমার কর্ণাধিকারপ্রযোজক জায়া (পত্নী) হউক ; তাহার
অভাবে কোন বৈধ কর্ণেই আমার অধিকার নাই ; অতএব কর্ণাধিকার লাভার্থ
আমার জায়া হউক ; (১) আমি তাহাতে সন্তান রূপে জন্মিব, অর্থাৎ আমিই
সন্তানরূপে উৎপন্ন হইব । অতঃপর আমার বিত্ত—কর্ণনিষ্পাদনের উপায়ভূত

(১) তাৎপর্য্য—“অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেৎ তু কণমাত্রমপি দ্বিজঃ । আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ পুনঃ
সংসারমর্হতি ।” এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে জানা যায় যে, মনুষ্যকে অবশ্যই কোন একটি আশ্রম
গ্রহণ করিয়া থাকিতে হইবে । তন্মধ্যে কেহ যদি ব্রাহ্মচর্যের সময় অতীত হইবার পর—আটভ্রমণ
বৎসর বৎসরের মধ্যে পত্নীরহিত হইয়া গার্হস্থ্যশ্রমে থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে ‘অনাশ্রমী’
বলে ; তাহার কোনও বৈধিক কর্ণে অধিকার থাকে না ; সেই অধিকার হুৎনার জন্যই ‘অধি-
পুরুষ’ জায়া যে জ্ঞাৎ—কর্ণকর্ত্তার’ এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন ।

গবাদি পশু হউক, অনন্তর আমি অত্যাশ্রয় (স্বর্গাদি) ও মুক্তির উপায়স্বরূপ কৰ্ম করিব, যাহা দ্বারা আমি ঋণবিমুক্ত হইয়া দেবতা প্রভৃতির লোক (বাসস্থান) লাভ করিতে পারি, আমি সেইরূপ কৰ্ম করিব, এবং পুত্র বিত্ত ও স্বর্গাদিলাভের উপায় স্বরূপ কাম্য কৰ্মেরও অনুষ্ঠান করিব । ১

কাম অর্থাৎ প্রার্থনীয় বিষয় এতাবৎই—এইপর্য্যন্তই অর্থাৎ এ সমস্তই পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ ; এইপরিমাণ বিষয়ই কাম্যবিত্ত বা প্রার্থনীয়—জ্ঞান, পুত্র, বিত্ত এবং বিত্তসাধ্য কৰ্ম, সাধ্য-সাধনাত্মক এই ত্রিবিধ এষণা (কামনা), এবং পূর্বোক্ত সাধনৈবগার ফলস্বরূপ ত্রিবিধ লোক—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেব লোক ; এই ত্রিবিধ লোকপ্রাপ্তিই জ্ঞান, পুত্র, বিত্ত ও কৰ্মস্বরূপ সাধনৈবগার উদ্দেশ্য । অতএব সেই যে লোকৈষণা, একমাত্র তাহাই প্রকৃত এষণা । এষণা একই বটে, কেবল সাধন বা সিদ্ধির উপায়ানুসারে তাহার দ্বৈবিধ্য করিত হইয়া থাকে মাত্র । এই জন্তই পরে অবধাবণ করিয়া বলিবেন যে, ‘এই উভয় এষণাই [এক]’ ইতি ।

আরম্ভমাত্রই ফলাধক, অর্থাৎ ফলোদ্দেশ্যেই কার্য্যারম্ভ হইয়া থাকে ; সূত্রণা লোকৈষণাও ফলেফলে উকুই হইয়াছে ; কাজেই অবধারণ করা হইতেছে যে, ‘কাম এই পরিমাণই বটে’ । ভোক্ত্রনের কথা বলিলে যেমন তৃপ্তির কথা জ্ঞান পৃথক্ করিয়া বলিতে হয় না ; কারণ, তৃপ্তিলাভই ভোক্ত্রনের উদ্দেশ্য, [তেমনি এখানেও পুত্রৈষণা ও নিতৈষণার কথা বলাতেই লোকৈষণার কথাও ব্যক্তিগত গঠিত হইবে । (২) সাধ্য ও সাধনাত্মক এই উভয় প্রকার এষণাই কাম, অবিদ্বান্ পুরুষ ইহা দ্বারা প্রেরিত হইয়াই যেন অনশভাবে কোশকার কীটের ন্যায় আপনাকে বেষ্টিত (আবদ্ধ) করিয়া থাকে—কেবলই কৰ্ম্মমার্গে মনোনিবেশ করত বহিমুখ হইয়া স্ব-লোক—আত্মাকে জানে না’ । তৈত্তিরীয় সূক্তিতেও এইরূপ কথাই আছে—‘অগ্নি দ্বারা বিমোহিত এবং ধূম দ্বারা ক্লান্ত হইয়া [অবিদ্বান্ পুরুষ] স্বলোক-পদবাচ্য আত্মাকে দেখিতে পায় না’ ইতি । ৩

(২) ভাৎপর্ধ্য—অগ্রে ত্রিণ অকার কামনা বেধিতে পাণ্ডুরা দ্বার,—এক পুত্রৈষণা, দ্বিতীয় বিতৈষণা, তৃতীয় লোকৈষণা —পুত্রকামনা, বিত্তকামনা এবং ঐহিক ও পারলৌকিক সম্পদকামনা । এখানে সূক্তির মধ্যে কেবল পুত্রৈষণা ও বিতৈষণা, এই দ্বিবিধ এষণাই উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু লোকৈষণার উল্লেখ নাই ; এই জন্ত ভাক্ত্রকার বলিলেন যে, লোকৈষণা যখন কৰ্ম্মানুষ্ঠানেরই ফল, ফলোদ্দেশ্য বাগীত যখন আমোদ স্বৰ্গ প্রভৃতিই হইতে পারে না, তখন এই দ্বিবিধ এষণা দ্বারাই লোকৈষণাও তৎকলঙ্কে আণ্ড হওয়া নির্দোষ ।

[আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি,] কামনার বিষয় যখন অনন্ত, তখন কামনাও নিশ্চয়ই অনন্ত ; সুতরাং এষণার (কামের) ‘এতাবত্’ (নির্দিষ্ট পরিমাণ) অবধারিত হইতেছে কি প্রকারে ? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু, ইচ্ছা করিলেও ইহার অধিক—ফল ও সাধনাত্মক কামের অধিকতর কোনও কাম লাভ করিতে পারা যায় না ; কেন না, জগতে ঐহিক বা পারলৌকিক যে কোনপ্রকার লক্ষ্য (প্রাপ্য) বিষয় আছে, তাহার কিছুই ফল ও সাধনের অতিরিক্ত নহে ; কাম দ্বারা লক্ষ্য ফল ও সাধন ব্যতীত অপর কোন বিষয়ের অস্তিত্বই যখন অসিদ্ধ, তখন “এতাবান্ বৈ কামঃ” এইরূপ নির্ধারণ করা যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে ; এই কথা বলা হইতেছে যে, অবিদ্বান্ পুরুষের অধিকারভুক্ত সাধ্য (ফল) ও সাধনাত্মক যে দ্বিবিধ এষণা (কামনা), তাহার নাম কাম ; ইহার প্রয়োজন ঐহিকও হইতে পারে, পারলৌকিকও হইতে পারে । ইহা হইতে—উক্ত দ্বিবিধ এষণাত্মক কাম হইতে ব্যুত্থান করিতে হইবে অর্থাৎ উক্ত দ্বিবিধ কামনা পরিত্যাগ করিতে হইবে । ৪

যেহেতু, এবংবিধ আত্মকামী প্রথমোৎপন্ন অবিদ্বান্ পুরুষ যেরূপ কামনা করিয়াছিলেন, তৎপূর্ববর্তী পুরুষও সেইরূপই [করিয়াছিলেন] ; কারণ, ইহাই হইতেছে লোকরক্ষার উপায় বা ব্যবস্থা । পূর্বোক্ত প্রজাপতির সৃষ্টিও ঠিক এইরূপই হইয়াছিল ; যথা—তিনি অবিদ্বা বা অজ্ঞান বশতঃ ভীত হইলেন ; তাহার পর কামযুক্ত বা ভোগাভিলাষী হইয়া একাকী অবস্থায় প্রীতলাভ করিতে না পারিয়া সেই অপ্রীতি অপনয়নের ইচ্ছায় স্ত্রী পাইতে ইচ্ছা করিলেন, সেই স্ত্রীতে উপগত হইলেন ; তাহা হইতেই এই সৃষ্টি হইল ; এ কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । সেই কারণেই তাঁহার সৃষ্ট এই জগতে এখনও—বর্তমান সময়েও দারপরিগ্রহের পূর্বে একাকী থাকিয়া লোকে কামনা করিয়া থাকে—‘আমার জায়া হউক, আমি ধর্ম-কর্ম করিব’, ইহার অর্থ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । সেই পুরুষ এইরূপ কামনা করিয়া এবং জায়া-প্রভৃতি সমস্ত কাম্য বিষয় সম্পাদন করিতে যাইয়া যতক্ষণ উক্ত জায়াদির একটা বিষয়ও প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সে আপনাকে অকুংস্হই—‘আমি অসম্পূর্ণ আছি’ এইরূপই মনে করিয়া থাকে । ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, যখন সে ইহার সমস্তগুলি সম্পাদন করিতে পারে, তখনই তাহার পূর্ণতা হয় । ৫

যখন কিছুতেই আর কুংস্হতা (পূর্ণতা) সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না, সেই অবস্থায় তাহার পূর্ণতা-সম্পাদনার্থ বলিতেছেন—অকুংস্হতাভিমাত্রী সেই পুরুষের

এই প্রকারে কৃৎস্নতা লাভ হইয়া থাকে । কি প্রকারে ? [তাহার পূর্ণতা সম্পাদনের ভিত্ত] এই দেহেজ্জিরা-সমষ্টিকেই বিভক্ত করা হইয়া থাকে । তদ্ব্যতীত সৈবিক সমস্ত অংশই মনের অন্তর্গত , এই কারণে মনই তাহাদের মধ্যে প্রধান ; প্রধানত্ব নিবন্ধন মন হইতেছে আত্মা—আত্মারই মত,—গৃহস্থ্যামী বেক্রপ জারা পুত্রাদির আত্মতুল্য । কারণ, জারা-পুত্রাদি সকলেই মেরুপ তাহার অন্তর্গত করিয়া থাকে, তদ্রূপ এখানেও পূর্ণতা-সম্পাদনের নিমিত্ত মনকে আত্মারূপে করুনা করা হইয়া থাকে । বাক্য সাধারণতঃ মনেবই অন্তর্গামী, এই ভিত্ত বাক্য হইতেছে জারার তুল্য । এখানে বাক্য অর্থ—বিধিনিবেধান্নক শব্দ, মন প্রবণেজ্জির দ্বারা তাহা গ্রহণ করে, অবধারণ কবে, এব প্রয়োগও করে , এই কারণে বাক্য মনে জারাহানীর । ৬

জারা-পতিস্থানীর সেই বাক্য ও মন দ্বারা কর্ণের ভিত্ত প্রাণ প্রেবিত হইয়া থাকে ; এই ভিত্ত প্রাণ হইতেছে প্রজাহানীর । সেই প্রাণের চেত্ন বা ব্যাপাব্যয়ক কর্ণ সাধারণতঃ চক্ৰ গ্রাহ্য বিত্ত দ্বারা নিম্পাদিত হইয়া থাকে ; এই ভিত্ত চক্ৰ হইতেছে মাতৃব বিত্ত ; তাহা জীবাব দ্বিবিধ,—মাতৃব-স্বকী ও তত্ত্বির , এই ভিত্ত অপন বিত্তের নিবেদ্যার্থ বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—‘মাতৃব বিত্ত’ ইতি । কারণ, মতৃগ্ৰন্থকী গবাদি বিত্তই চক্ৰগ্রাহ্য এব কর্ণনিম্পাদনের উপায়স্বরূপ , সেই হেতু গবাদি বিত্তের সতিত স্বক্ক থাকার চক্ৰ হইতেছে --গবাদিস্থানপাতী মাতৃব বিত্ত ; কারণ, চক্কর সাহাবোই মতৃগ্ৰ বিত্ত গবাদি পত্তর উপলব্ধি হইয়া থাকে । ভাল, অপর বিত্তটি কি ? বলিতেছি—] শ্রোত্র হইতেছে—দৈব বিত্ত ; কারণ, দেবতাই প্রধানতঃ শ্রোত্রবিজ্ঞানের বিবর ; এই ভিত্ত ঐ বিজ্ঞান হইতেছে—দৈব বিত্ত । অগতে শ্রোত্রই সম্পত্তি বিষয়ে প্রধান ; কারণ ? যেহেতু, শ্রোত্র দ্বারা সেই দৈব বিত্ত প্রবণ করিয়া থাকে ; অতএব দেবতা-বিজ্ঞান শ্রোত্রাণীন বলিয়া শ্রোত্রই সেই দৈব বিত্ত । ৭

এই আত্মা হইতে আরম্ভ করিয়া বিত্তপৰ্য্যন্ত বাহ্য উক্ত হইল, ইহা দ্বারা এখানে কোন্ কর্ণ নিম্পাদন করিতে হইবে ? তাহা বলিতেছেন—আত্মাই—এখানে ‘আত্মা’ শব্দে শরীর অভিহিত হইয়াছে । আত্মা কর্ণহানীর হয় কি প্রকারে ? যেহেতু, এই আত্মাই কর্ণনিম্পত্তির হেতু ; কর্ণনিম্পত্তিরই বা হেতু হয় কি প্রকারে ? যেহেতু আত্মা শরীর দ্বারা কর্ণ করিয়া থাকে । বাহ্য অগতে জারাদি দ্বারা বেক্রপ কৃৎস্নতা নিম্পাদিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই অকৃৎস্নতাভিমানী পুরুষেরও এইরূপেই কৃৎস্নতা সম্পন্ন হয় । অতএব ইহা হইতেছে—

কৰ্মানুষ্ঠানরহিত পুরুষেরও কেবল জ্ঞানমাত্র-সম্পাদিত পাণ্ডিত্য কৰ্ম—উক্ত পাঁচটি বিষয় দ্বারা সম্পাদিত বলিয়া পাণ্ডিত্য যজ্ঞ । ৮

ভাল কথা, কেবল পঞ্চকসম্পাদন দ্বারাই ইহার যজ্ঞত্ব সম্পন্ন হয় কি প্রকারে ? হাঁ, বলা হইতেছে—যেহেতু, লোকপ্রসিদ্ধ যজ্ঞকার্য্য, যে পশু ও পুরুষ দ্বারা নিষ্পাদন করিতে হয়, সেই পশু ও পুরুষ ত নিশ্চয়ই পাণ্ডিত্য ; কারণ, উক্ত মনঃপ্রভৃতি পাঁচটি পদার্থের সহিত উহাদের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে । তাহাই বলিয়া দিতেছেন যে, গবাদি পশুও পাণ্ডিত্য (উক্ত পঞ্চাবয়বসম্পন্ন) এবং পুরুষও পাণ্ডিত্য । পুরুষে পশুত্ব ধৰ্ম্ম থাকিলেও তাহার কৰ্ম্মাদিকাররূপ বিশেষত্ব আছে ; এই জন্য পৃথকভাবে পুরুষের উল্লেখ করা হইরাছে । অধিক কি, কৰ্ম্মসাধন ও কৰ্ম্মফল সমস্তই—এই বাহ্য কিছু আছে, তৎসমস্তই পাণ্ডিত্য । যে ব্যক্তি এইরূপ জানে—আপনাতে এই পাণ্ডিত্য যজ্ঞ সম্পাদন করে, সে দৃশ্যমান সমস্ত জগৎকেই আত্মস্বরূপে লাভ করিতে পারে ॥ ৫৪ ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রথমোহধ্যায়ঃ চতুর্থঃ ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ১ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমঃ ব্রাহ্মণঃ

যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাজনয়ৎ পিতা । একমশ্ব সাধারণং
 যে দেবানভাজয়ৎ ত্রীণ্যাত্মনেহকুরুত পশুভ্য একং প্রাযচ্ছৎ ।
 তস্মিন্ সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন । কস্মাত্তানি ন
 ক্ষীয়ন্তেহত্তমানানি সৰ্বদা । যো বৈতামক্ষিতিঃ বেদ সোহম-
 মতি প্রতীকেন । স দেবানপিগচ্ছতি স উৰ্জ্জ্বমুপজীবতীতি
 শ্লোকাঃ ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ । পিতা (জগৎকারণম্ ঈশ্বরঃ) মেধয়া (জ্ঞানেন) তপসা
 (কৰ্ম্মণা) যৎ (যানি) সপ্ত অন্নানি (ভীষভোগ্যানি) অজনয়ৎ ; অশ্ব (অন্নসংঘত)
 একং (অন্নং) সাধারণং (সৰ্বভোগ্যং), যে (অগ্নে) দেবান্ অভাজয়ৎ
 (প্রাপিতবান্), ত্রীণি (অন্নানি) আত্মনে (স্বয়ৈ) অকুরুত (কৃতবান্),
 একং (অন্নং) পশুভ্যঃ প্রাযচ্ছৎ (দত্তবান্); তস্মিন্ (একস্মিন্ অগ্নে) সৰ্বং
 প্রতিষ্ঠিতং (স্থিতং) । [কিং তৎ সৰ্বম্ ? ইত্যাহ—] যৎ চ (অপি) প্রাণিতি
 (প্রাণান্ ধারয়তি), যৎ চ ন (প্রাণান্ ন ধারয়তি) তানি (অন্নানি) সৰ্বদা
 অজ্ঞমানানি (ভোজ্যমানানি) [অপি] কস্মাৎ (হেতোঃ) ন ক্ষীয়ন্তে (ন
 ক্ষয়ং যান্তি) ? যো বা এতঃ অক্ষিতিঃ (অন্নানামক্ষয়ঃ) বেদ (জানাতি),
 সঃ (বেত্তা) প্রতীকেন (উপাসনাবিশেষেণ) অগ্নং অস্তি (ভক্ষয়তি); সঃ
 দেবান্ অপোতি (প্রাপ্নোতি), সঃ উৰ্জ্জ্বঃ (উৎকৰ্ষঃ) উপজীবতি, ইতি (অস্মিন্
 বিষয়ে) শ্লোকাঃ (বক্ষ্যমাণা মন্ত্রাঃ) [সম্বীত্যর্থঃ] ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥

মূল্যানুবাদঃ — পিতা অর্থাৎ আদিকর্তা, মেধা ও তপস্যা দ্বারা
 প্রথমে যে সপ্তবিধ অন্ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার একটি অন্ন
 সর্বসাধারণের জন্য দিয়াছিলেন, দুইটি অন্ন দেবগণের জন্য দিয়াছিলেন,
 তিনটি অন্ন নিজের ভোগ্য করিয়াছিলেন, আর পশুগণের উদ্দেশ্যে
 একটি অন্ন দিয়াছিলেন। বাহারা প্রাণধারণ করে, আর বাহারা করে
 না, অর্থাৎ বাহারা চেতন ও বাহারা অচেতন সকলেই সেই অগ্নে

প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ অস্মাশ্রিত । সর্বদা জীবভক্ষ্য ইহীয়াও সেই সমুদয় অন্ন
ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না কেন, যে ব্যক্তি এই অক্ষয়-রহস্য জানেন, তিনি অংশ-
ক্রমে অন্ন ভোগ করিয়া থাকেন ; তিনি দেবত্ব লাভ করেন, তিনি
তেজস্বি-জীবন প্রাপ্ত হন ; এ বিষয়ে এই সমস্ত শ্লোক অর্থাৎ সংক্ষিপ্তা-
র্থক মন্ত্র আছে ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :—যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া । অবিষ্ঠা প্রস্তুতা ;
তত্রাবিধানং অস্তাং দেবতামুপাস্তে—অত্বেহসাবত্বেহহমস্মীতি ; স বর্ণাশ্রমা-
ভিমানঃ কৰ্ম্মকর্তব্যতয়া নিয়তো জুহোত্যাদিকৰ্ম্মভিঃ কামপ্রযুক্তো দেবাদীনা-
মুপকুৰ্ব্বান্ সৰ্ব্বেষাং ভূতানাং লোক ইত্যুক্তম্ । যথা চ স্বকৰ্ম্মভিরেকেকেন
সৰ্ব্বৈর্ভূতৈরসৌ লোকো ভোজ্যত্বেন সৃষ্টঃ, এবমসাবপি জুহোত্যাগ্নি-পাণ্ডুল-
কৰ্ম্মভিঃ সৰ্ব্বাণি ভূতানি সৰ্ব্বঞ্চ জগৎ আত্মভোজ্যত্বেনাসৃজত । এবমেকৈকঃ
স্বকৰ্ম্ম-বিদ্যামুপোপাণ সৰ্ব্বস্ত জগতো ভোক্তা ভোজ্যঞ্চ, সৰ্ব্বস্ত সৰ্ব্বঃ কৰ্ত্তা
কার্য্যক্ষেতৃর্থাঃ । এতদেব চ বিদ্যাশ্রবণেন মধুবিদ্যায়ঃ বক্ষ্যামঃ,—সৰ্ব্বং সৰ্ব্বস্ত
কার্য্যঃ, মধ্বিতি আত্মৈকত্ববিজ্ঞানার্থম্ । যদসৌ জুহোতীত্যাদিনা পাণ্ডুলেন
কামোদন কৰ্ম্মণা আত্মভোজ্যত্বেন জগদাসৃজত বিজ্ঞানেন চ তৎ জগৎ সৰ্ব্বং সম্পদা
প্রবিভজ্যমানং কার্য্য-কারণত্বেন সপ্তান্নানুচ্যাস্তে, ভোজ্যত্বাৎ ; তেনাসৌ পিতা
তেষামন্নানাম্ । এতেষামন্নানাং সবিনিরোগানাং সূত্রভূতাঃ সজ্জপতঃ
প্রকাশকত্বাদিমে মন্ত্রাঃ ॥ ৬৫ ॥ ১ ॥

টীকা । ব্রাহ্মণান্তরমবত্যা সঙ্গতিং বজ্জুং বৃন্তং কীর্তয়তি—যৎ সপ্তান্নানীত্যাদিনা ।
তত্রৈত্যতিক্রান্তব্রাহ্মণোক্তিঃ । উগান্তিশক্তিং ভেদদর্শনমবিষ্টাকার্য্যমেননানুভূত ন স বেদেতি
তচ্ছতুরবিষ্টা পূর্ব্বত্র প্রস্তুতেতি বোজনা । অথো অয়মিত্যত্রোক্তমমুবদতি—স বর্ণাশ্রমাভিমান
ইতি । আত্মবেদমগ্র আসীদিত্যাদাবুক্তং স্মারয়তি—কামপ্রযুক্ত ইতি । বৃন্তমন্ত্ৰোত্তরগ্রহ-
মবতারয়িতুমপেক্ষিতং পূরয়তি—যথা চেতি । গৃহিণো জগতশ্চ পরস্পরঃ স্বকর্ম্মোপার্জিতত্ব-
মেষ্টব্যম্, অশ্বথাহস্তোন্তমুপকারকত্বাবোগাদিত্যর্থঃ । নমু সূত্রশ্চেব জগৎকর্ত্ত্বং জ্ঞানক্রিয়াতি-
শয়বত্যাং, নেতরেষাম্, তদভাবাৎ ; অত আহ—এবমিতি । পূর্ব্বকল্পীয়বিহিতপ্রতিষিদ্ধজ্ঞান-
কর্ম্মানুষ্ঠাতা সর্ব্বো জন্তুস্বত্বসর্গস্ত পিতৃত্বেনাত্ম বিবক্ষিতঃ, ন তু প্রজাপতিরবেত্বাভ্যুত্থমর্থঃ
সজ্জপ্যাহ—সর্ব্বস্তেতি । সর্ব্বস্ত মিথোহেতুহেতুমত্বে প্রমাণমাহ—এতদেবেতি । সর্ব্বস্তাত্মোন্ত-
কার্য্যকারণত্বোক্ত্যা কল্পিতত্ববচনং কুত্রোপযুক্ত্যেত, তত্রাহ—আত্মৈকত্বেতি । এবং ভূমিকাং
কুত্রোত্তরব্রাহ্মণত্যাৎপর্ধ্যমাহ—যদসাবিতি । উচ্যন্তে ধ্যানার্থমিতি শেষঃ । অয়ত্বে হেতুঃ—
ভোজ্যত্বাদিতি । তেন জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং জনকত্বেনেতি বাবৎ । ব্রাহ্মণমবত্যা মন্ত্রমবতারয়তি—
এতেষামিতি ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—“যৎ সপ্ত অন্নানি মেধয়া” ইত্যাদি। অবিজ্ঞার কথা বলা হইয়াছে ; তাহাতে বলা হইয়াছে যে, অবিদ্বান্ পুরুষ ‘আমি অন্ন, এবং আমার উপাস্ত অন্ন’ ইত্যাকারে আত্মাতিরিক্ত দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে ; বর্ণাশ্রমাভিমानी এবং কর্তব্যাবুদ্ধিতে কর্মনিরত ও কামনাবান্ সেই অবিদ্বান্ পুরুষ হোমাদি কর্ম দ্বারা দেবগণের উপকার সাধন করত সর্বভূতের ভোগ্য হয়। সমস্ত ভূতবর্গ এক একটা করিয়া নিজ নিজ কর্ম দ্বারা এই লোককে যেমন ভোজ্যরূপে সৃষ্টি করিয়াছে, তেমনি তিনি নিজে ও আবার পূর্বোক্ত হোমাদি পাঙ্ক কর্ম দ্বারা সমস্ত ভূত ও সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপে প্রত্যেকেই স্বীয় বিজ্ঞা ও কর্মানুসারে সর্বজগতের ভোক্তা ও বটে, ভোজ্য ও বটে, এবং কঠা ও বটে, কার্য্য ও বটে। বিজ্ঞাপ্রকরণে মধুবিজ্ঞার প্রসঙ্গে (২য় অধ্যায়ে, ৫ম ব্রাহ্মণে) আমরা বলিব যে, কার্য্যমাত্রই কারণের মধুস্বরূপ ; কারণ, তাহা দ্বারা আত্মৈকজ্ঞানের সুবিধা হইতে পারে। তিনি পাঙ্ক (পঞ্চাঙ্ক) হোমাদি কাম্যকর্ম ও বিজ্ঞান দ্বারা আপনার ভোজ্যরূপে যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সমস্ত জগৎ ও কার্য্য-কারণভাবে বিভক্ত হইয়া সপ্ত অন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে ; কারণ, ইহাও জীবের ভোজ্য বা ভোগ্যই। এইরূপে বিভাগ করাতেই তিনি সেই অন্ন সমূহের পিতা নামে কথিত হন। সূত্রাকারে সংক্ষেপতঃ উক্ত অন্নসমূহ ও তাহাদের বিনিয়োগ প্রকাশ করিতেছে বলিয়া উক্ত বাক্যগুলি শ্লোক অর্থাৎ মন্ত্রপদবাচ্য ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥

যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাজনয়ৎ পিতেতি, মেধয়া হি তপসাজনয়ৎ পিতা। একমস্ত সাধারণমিতীদমেবাস্ত তৎ সাধারণ-মন্নং যদিদমগতে। স য এতদুপাস্তে ন স পাপানো ব্যাবর্ততে, মিশ্রং হেতৎ।

দে দেবানভাজয়দিতি হৃতঞ্চ প্রহৃতঞ্চ, তস্মা-
দেবেভ্যো জুহ্বতি চ প্র চ জুহ্বত্যথো আহর্দর্শপূর্ণমাসাবিতি।
তস্মান্নেষ্টিযাজুকঃ স্মাৎ, পশুভ্য একং প্রায়চ্ছদিতি তৎ
পয়ঃ। পয়ো হেবাগ্রে মনুষ্যাশ্চ পশবশ্চোপজীবন্তি, তস্মাৎ
কুমারং জাতং দ্ব্যতং বৈ বাগ্রে প্রতিলেহয়ন্তি স্তনং বানু-
ধাপয়ন্ত্যথ বৎসং জাতমাহরতৃণাদ ইতি, তস্মিন্ সর্বং প্রতি-

ষ্ঠিতম্—যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ নেতি, পয়সি হীদং সৰ্বং প্রতি-
ষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন ।

তদ্যদিদমাহঃ সংবৎসরং পয়সা জুহুদপ পুনর্মৃত্যুং জয়তীতি,
ন তথা বিদ্বাদযদহরেব জুহোতি তদহঃ পুনর্মৃত্যুপজয়ত্যেবং
বিদ্বান্ সৰ্বং হি দেবেভ্যোহম্মাত্মং প্রযচ্ছতি ।

কস্মাৎ তানি ন ক্ষীয়ন্তেহদৃগমানানি সৰ্বদেতি ; পুরুষো বা
অক্ষিতিঃ, স হীদমমং পুনঃপুনর্জজয়তে ।

যো বৈতামক্ষিতিং বেদেতি, পুরুষো বা অক্ষিতিঃ, স
হীদমমং ধিয়া ধিয়া জনয়তে কস্মভির্ষদ্বৈতম্ কুর্যাৎ ক্ষীয়েত হ ;
সোহম্মমন্তি প্রতীকেনেতি, মুখং প্রতীকং মুখেনেত্যেতৎ । স
দেবানপিগচ্ছতি স উর্জ্জমূপজীবতীতি প্রশংসা ৫৬ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ ।—[মন্ত্রার্থঃ ত্বর্কিজ্ঞেরত্বাৎ ঋতিঃ স্বয়মেব তদর্থমাহ—
'যৎ' ইত্যাদি । 'যৎ সপ্তানানি মেধয়া তপসাজনয়ৎ পিতা-ইতি' ইতি প্রতীকম্ ।
[অস্ত্রায়মর্থঃ—হি-শব্দঃ প্রসিদ্ধিসূচকঃ ;] পিতা মেধয়া (জ্ঞানেন) তপসা
(কৰ্ম্মণা চ) যৎ অজনয়ৎ (সৃষ্টবান্) [সপ্ত অন্নানি ইতি] হি প্রসিদ্ধম্ ।
'একম্ অস্ত্র সাধারণম্ ইতি' ইতি ; [অস্ত্রায়মর্থঃ—] অস্ত্র (পিতৃঃ) ইদং
(বক্ষ্যমাণম্) এব তৎ সাধারণম্ (সৰ্বভোজ্যং) অন্নম্,—যৎ ইদং (লোক-
প্রসিদ্ধং অন্নম্) অত্বে (ভূজ্যতে) [সর্কৈঃ জনৈঃ] ; সঃ যঃ (জনঃ) এতৎ
(সাধারণম্ অন্নম্) উপাস্তে (অন্নভোগপরায়ণঃ ভবতি), সঃ পাপানঃ
(পাপাং) ন ব্যাবৰ্ত্ততে (ন মূচ্যতে) ; হি (যস্মাৎ) এতৎ (অন্নম্) মিশ্রং
(পুণ্য-পাপ সমন্বিতম্) । 'দে দেবান্ অভাজয়ৎ ইতি' ইতি ; [কিং তৎ ধরম্ ?
ইত্যা—] হতং (অর্ঘ্যো প্রক্ষিপ্তং) চ, প্রহৃতং (হোমানন্তরবলিসম্বর্ণং) চ ;
তস্মাৎ (যস্মাৎ পিত্রা এব তদন্নধরং দেবেভ্যঃ প্রদত্তং, তস্মাৎ হেতোঃ)
দেবেভ্যঃ জুহুতি (হোমং কুৰ্ব্বন্তি), প্রজুহুতি (বলিম্ অর্পয়ন্তি) চ ।

অন্ত্রে আহঃ (কথয়ন্তি)—দর্শ-পূর্ণমাসৌ (দর্শঃ পূর্ণমাসচ যার্গৌ হে
অগ্নে) ইতি ; তস্মাৎ (হেতোঃ) ইষ্টিবাজুকঃ (কাম্যবাগ্গণীলঃ) ন জ্ঞাৎ
(ন ভবেৎ), [অপিতু দর্শপূর্ণমাসপর এব জ্ঞাদিতি ভাবঃ] । 'পশুভ্যঃ
একং প্রাযচ্ছৎ-ইতি' ইতি—[কিং তদেকম্ ?] তৎ (একং অন্নং) পয়ঃ

(হৃৎ) ; হি (যস্মাৎ) মনুষ্যাঃ চ পশবঃ চ অগ্রে (প্রথমঃ) পরঃ এব উপ-
জীবন্তি (পিবন্তি), [নতু অত্ৰ] ; তস্মাৎ (হেতোঃ) জাতং । (ভূমিষ্ঠঃ)
কুমারং (শিশুং) অগ্রে স্মৃতং বা (বিকল্পে) প্রতিবেদয়ন্তি, স্তনং অনু-
ধাপয়ন্তি (পায়য়ন্তি) ; অথ (তস্মাৎ) জাতং বৎসং (শিশুং) অতৃণাদঃ) ন
তৃণভোক্তা) ইতি আহুঃ (কথয়ন্তি) [জনাঃ] । ‘তস্মিন্ সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতং
যচ্চ প্রাণিতি, যচ্চ ন ইতি’ ইতি—হি [যস্মাৎ] যৎ চ প্রাণিতি (প্রাণধারণং
করোতি), যৎ চ (অপি) ন [প্রাণিতি], ইদং সৰ্বং পরসি (হৃৎ)
প্রতিষ্ঠিতম্ ; তৎ (তস্মাৎ) যৎ ইদং আহুঃ—সংবৎসরং [ব্যাপ্য] পরসি (হৃৎ)
জুহ্বং (হোমং কুর্কন) পুনমুত্থাং (পুনর্ধারণং) অপজয়তি (মৃত্যুং অতিক্রামতী-
তাধঃ) ইতি ; তথা ন বিদ্যাং (জানীয়াং)—যদহঃ (বস্মিন্ অহনি) এব
জুহোতি, তদহঃ (তস্মিন্ অহনি—সত্ত্ব এব) মৃত্যুং পুনঃ অপজয়তি—এবং বিদ্বান্
(জানন্) হি (নিশ্চয়ে) দেবেভ্যঃ সৰ্বং অন্নাত্মং (অদনীয়ম্ অন্নং প্রযচ্ছতি
দদতি, যথোক্তবিজ্ঞানমেব দেবেভ্যঃ সৰ্বান্নদানমিতি ভাবঃ) । ‘কস্মাৎ তানি
ন ক্ষীয়ন্তে অজ্ঞমানানি সৰ্বদা—ইতি’ ইতি ? পুরুষঃ (আত্মা) বৈ (প্রসিদ্ধো)
অক্ষিতিঃ (অক্ষয়হেতুঃ), সঃ (পুরুষঃ) হি (নিশ্চয়ে) ইদম্ অন্নং পুনঃ পুনঃ
জনয়তি (উৎপাদয়তি), [তস্মাৎ ন ক্ষীরতে ইতি ভাবঃ] । ‘যো বা এতাম্
অক্ষিতিং বেদ—ইতি’—পুরুষো বা অক্ষিতিঃ ; সঃ (পুরুষঃ) হি ধিয়া ধিয়া
(জ্ঞানেন) কৰ্ম্মভিঃ ইদং অন্নং জনয়তে ; যৎ (যদি) হ (প্রসিদ্ধো) এতং
(জ্ঞান-কৰ্ম্মানুষ্ঠানং) ন কুর্যাৎ, [তদা] ক্ষীরেত [অন্নম্], হ-শব্দঃ (অবধারণার্থঃ) ।
‘সঃ অন্নম্ অস্তি প্রতীকেন-ইতি’ ইতি—মূখং (প্রধানং) প্রতীকং (প্রতীক-শব্দার্থঃ,
তেন) মূধেন [অন্নম্ অস্তি] ইত্যেতৎ । সঃ দেবান্ অপিগচ্ছতি, সঃ উৰ্জ্জম্
উপজীবতি’ ইতি (এতৎ) প্রশংসা (অন্নবিজ্ঞানস্ত স্তুতিরিত্যর্থঃ) ॥৫৬ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ :—[পূর্বোক্ত মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ লোকের হৃদয়ঙ্গম
না হইতে পারে, এই আশঙ্কায় ঋষি নিজেই তাহার অর্থ প্রকাশ করিয়া
বলিতেছেন—] “যৎ + + + পিতা-ইতি ।” ইহার অর্থ এই—
পিতা আদিকর্তা মেধা দ্বারা (বিজ্ঞানের সাহায্যে) এবং তপস্যা দ্বারা
অর্থাৎ বিহিত কৰ্ম্ম দ্বারা সপ্তপ্রকার অন্ন উৎপাদন করিয়াছিলেন । ‘একম্
+ + + ইতি’ ইহার অর্থ—তাহার স্মৃতি অন্নের মধ্যে একটি সাধারণ—
সর্বভোজ্য অন্ন,—যাহা সাধারণতঃ লোকে ভক্ষণ করিয়া থাকে ; যে

ব্যক্তি এই সাধারণ অগ্নির উপাসনা করে, অর্থাৎ ইহাতেই অনুরক্ত থাকে, সে ব্যক্তি কখনই পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পাবে না ; কারণ, ঐ অগ্নি হইতেছে পাপমিশ্রিত । “বে + + + অভাজয়দিতি” ইহার অর্থ—হৃত ও প্রহৃত, [এই দুইটি অগ্নি দেবগণকে দিয়াছিলেন । হৃত অর্থ—অগ্নিতে ঘৃতাদি ত্যাগ করা, আর প্রহৃত অর্থ—হোমের পর বলি প্রভৃতি উপহার প্রদান করা] ; সেই কারণেই দেবতা উদ্দেশ্যে হোমও করিয়া থাকে, এবং প্রহোম (হোমের পরবর্তী বলিসমর্পণও) করিয়া থাকে । এখানে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ঐ দুইটি অগ্নি—দর্শ ও পূর্ণমাস নামক দুইটি যাগ ; সেইহেতু কাম্যাকর্ষের অনুষ্ঠানবিষয়ে তৎপর হইবে না, (পরন্তু নিতাকর্ষ্যই মন দিবে) । ‘পশুভাঃ + + + প্রায়চ্ছৎ ইতি’ ইহার অর্থ—লোকপ্রসিদ্ধ দুগ্ধ ; কারণ, অগ্ন্যাগ্নি দ্রব্য ভক্ষণ করিবার অগ্রে [শিশু] মনুষ্য ও পশুগণ দুগ্ধই পান করিয়া থাকে ; এইজন্য নবশিশু জন্মিলে পর প্রথমেই ঘৃত পান করায়, অনন্তর স্তন্যপান করায় ; এই কারণেই নবজাত গবাদি বৎসকে ‘অতৃণাদ’ (তৃণভোক্তা নয়) বলা হইয়া থাকে । ‘তস্মিন্ + + + যচ্চ নেতি’, ইহার অর্থ—যাহারা প্রাণন—শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করে, আর যাহারা শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করে না (স্থাবর পদার্থ), সে সমুদয়ই এই দুগ্ধরূপ অগ্নি প্রতিষ্ঠিত ; অতএব, কেহ কেহ যে বলিয়া থাকেন, একবৎসর কাল দুগ্ধ দ্বারা হোম করিলে পুনর্মৃত্যু জয় করে, অর্থাৎ সে দেবত্ব লাভ করে, তাহা এরূপ বুঝিবে না যে, যেই দিন হোম করে, ঠিক সেই দিনই পুনর্মরণ জয় করে, [তাহাকে আর সংবৎসর অপেক্ষা করিতে হয় না] । যিনি এইরূপ জানেন, তিনি সমস্ত অগ্নিই দেবগণের উদ্দেশ্যে প্রদান করেন । “কস্ম্যাৎ + + + সর্বদেতি” । [ইহার উত্তর—] পুরুষ (ভোক্তা) হইতেছে—অন্ধিতি—ক্ষয় না হইবার কারণ ; কেন না, পুরুষই জ্ঞান দ্বারা পুনঃ পুনঃ এই অগ্নি উৎপাদন করিয়া থাকে । “যো বা + + + বেদেতি”, ইহার অর্থ—এই যে, পুরুষই অন্ধিতি অর্থাৎ অক্ষয়ের হেতু ; কারণ, পুরুষই জ্ঞান ও কৰ্ম্ম দ্বারা পুনঃ পুনঃ এই অগ্নি সমুৎপাদন করিয়া থাকে । পুরুষ যদি এইরূপ না করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অগ্নি ক্ষয় হইয়া

যাইত। “সঃ + + + প্রতীকেনেতি”—মুখই প্রতীক (প্রধান); সেই মুখ দ্বারা (অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন)। “সঃ + + + জীবতীতি”, ইহা বিচার প্রশংসা মাত্র ॥ ৫৬ ॥ ২ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্।—যৎ সপ্তাঙ্গানি—যৎ অজ্ঞনয়দিত্তি-ক্রিয়াবিশেষণম্; মেধয়া প্রজ্ঞয়া বিজ্ঞানেন তপসা চ কৰ্ম্মণা; জ্ঞানকৰ্ম্মণী এব হি মেধাতপঃ-শক-
বাচ্যো, তয়োঃ প্রকৃতত্বাৎ; নেতরে মেধা-তপসী, অপ্ৰকরণাৎ। পাঙ্কঃ হি কৰ্ম্ম-
জ্ঞানাদিসাধনম্; “য এবং বেদ” ইতি চানন্তরমেব জ্ঞানং প্রকৃতম্; তন্মায় প্রসিদ্ধ-
য়োৰ্ধেধাতপসোরাক্ষা কার্য্যা; অতো যানি সপ্তাঙ্গানি জ্ঞানকৰ্ম্মভ্যাং জনিতবান্
পিতা, তানি প্রকাশয়িত্বম্ ইতি বাক্যশেষঃ। তত্র মন্ত্রাণামর্থতিরোহিতত্বাৎ
প্রায়েণ হুৰ্ব্বিজেরো ভবতীতি তদর্থব্যাখ্যানার ব্রাহ্মণং প্রবৰ্ত্ততে। তত্র যৎ, সপ্তা-
ঙ্গানি মেধয়া তপসাজ্ঞনয়ং পিতেতি, অস্ত কোহর্থঃ? উচ্যতে—ইতি, হি-শকেনৈব
ব্যাচষ্টে প্রসিদ্ধার্থবন্তোতকেন; প্রসিদ্ধো হস্ত মন্ত্রার্থ ইত্যর্থঃ। যদজ্ঞনয়দিত্তি চ
অনুবাদস্বরূপেণ মন্ত্ৰেণ প্রসিদ্ধার্থতৈব প্রকাশিতা; অতো ব্রাহ্মণমবিশঙ্কয়ৈবাহ—
মেধয়া হি তপসাজ্ঞনয়ং পিতেতি। ১

টীকা। তত্রাত্মমন্ত্রভাগমাদার ব্যাচষ্টে—যৎ সপ্তাঙ্গানীতি। অজ্ঞনয়দিত্তি ক্রিয়ায়া বিশেষণঃ
—যদিত্তি পদম্। তথা চ তদ্বক্তৃঃ পিতৃহাদিত্তি শেবঃ। প্রসিদ্ধার্থধারণশক্তির্ধেধাৎ; কৃচ্ছ্রচাক্ষারাদি
তপঃ, তে কন্মাদয় ন গৃহ্যেত, তত্রাত—জ্ঞানকৰ্ম্মণী ইতি। তয়োঃ প্রকৃতত্বঃ একটরতি—
পাঙ্কঃ ইতি। ইতরয়োঃ প্রকৃতত্বঃ হেতুকৃতমনন্ত কলিতমাহ—তন্মাদিত্তি। জ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ
প্রকৃতত্বমুক্তং হেতুমানার বাক্যং পূরয়তি—অত ইতি। যৎ সপ্তাঙ্গানীত্যাদিমন্ত্রভাগঃ ব্যাখ্যায়
ব্রাহ্মণবাক্যসমুদায়তৎপৰ্য্যমাহ—তন্ম্রেতি। মন্ত্রব্রাহ্মণাক্ষকে প্রঃ সপ্তমার্থঃ। মেধয়া ইত্যাদি-
ব্রাহ্মণবাক্যাক্ষাপূৰ্ণকমুখাপরতি—তত্র যদিতি। প্রকৃতমন্ত্রসমুদায়ঃ সপ্তমা পরাবৃন্ততে।
ব্যাখ্যানমেব সংস্ফুটি—প্রসিদ্ধো ইতি। ন কেবলঃ হিশকাৎ মন্ত্রস্ত প্রসিদ্ধার্থত্বঃ, কিং তু মন্ত্র-
স্বরূপালোচনায়ামপি তৎ সিধ্যতীত্যাহ—যদিত্তি। মন্ত্রার্থস্ত প্রসিদ্ধমে মন্ত্রসমুদায়ঃ হেতুকৃত্য
কলিতমাহ—অত ইতি। ১

নমু কথং প্রসিদ্ধতা অন্ত্যর্থত্বৈতি? উচ্যতে—জ্ঞানাদিকৰ্ম্মাস্তানান্ লোককল-
সাধনানান্ পিতৃহঃ তাবৎ প্রত্যক্ষমেব; অতিহিতক—“জ্ঞানো মে ত্বাৎ” ইত্যা-
দিনা। তত্র চ দৈবং বিত্তং বিজ্ঞা কৰ্ম্ম পুত্রশ্চ কলভূতানান্ লোকানান্ সাধনান্
অইহং প্রতীত্যতিহিতম্; বক্ষ্যমাণক প্রসিদ্ধমেব। তন্মাদ যুক্তং বক্তৃ—
মেধয়েত্যাদি। ২

তৎপ্রসিদ্ধিমুণপাদয়িত্বঃ পূজ্যতি—যদিত্তি। সাধ্যসাধনাক্ষকে সপাত যৎ পিতৃহনবিজ্ঞাতো
তাবি, তৎ প্রত্যক্ষত্বং প্রসিদ্ধম্ অন্ত্যর্থত্বং হি জ্ঞানাদি সম্ভাবয়রবিধাসিত্যাহ—উচ্যত ইতি।

ঋত্যা চ প্রাপ্তভব্যাং প্রসিদ্ধমতদিত্যাহ—অভিহিতং চেতি । যচ্ মেধাতপোভ্যাং ব্রহ্মৈব মন-
ব্রাহ্মণয়োঃকৃত্যং, তদপি প্রসিদ্ধমেব, বিদ্বাকৰ্ম্মপুত্রাণামভাবে লোকত্রয়োংপত্তানুপপত্তেরিত্যাহ—
তত্র চেতি । পূৰ্ণোক্তরগ্রহঃ সপ্তমার্থঃ । পুত্রৈশ্চৈবায়ং লোকো জয়া ইত্যাদৌ বক্ষ্যমাণবাক্যাস্তার্থস্ত
প্রসিদ্ধতেত্যাহ—বক্ষ্যমাণং চেতি । মন্বার্থশ্চৈব প্রসিদ্ধমত মনুস্ত প্রসিদ্ধার্থবিষয়ং ব্রাহ্মণমুপপন্ন-
মিত্যুপসংহরতি—তস্মাদিতি । ২

এষণা হি ফলবিষয়া প্রসিদ্ধৈব চ লোকে ; এষণা চ জায়াদীতুক্তম্ “এতাবান্
বৈ কামঃ” ইত্যেনেচ ; ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ে চ সৰ্বৈকত্বাৎ কামানুপপত্তেঃ । এতেন
অণান্নীয়প্রজ্ঞা-তপোভ্যাং স্বাভাবিকাত্মাং জগৎসৃষ্টিব্রহ্মকৃতমেব ভবতি ; স্বাবরা-
ন্তস্ত চানিষ্টকলস্ত কৰ্ম্মবিজ্ঞাননিমিত্তত্বাৎ । বিবক্ষিতস্ত শাস্ত্রীয় এব সাধ্য-সাধন-
ভাবঃ, ব্রহ্মবিদ্যাবিধিঃসয়া তদৈরাগ্যস্ত বিবক্ষিতত্বাৎ—সৰ্বৌ ছয়ং ব্যক্তাব্যক্ত-
লক্ষণঃ সংসারোহশুদ্ধোহনিত্যঃ সাধ্যসাধনরূপো দুঃখোহবিদ্যাবিষয় ইত্যেতস্মা-
দ্বিরুক্তস্ত ব্রহ্মবিদ্যারূপোতি । ৩

প্রকারান্তরেণ মন্বার্থস্ত প্রসিদ্ধমাহ—এষণা হীতি । ফলবিষয়ং তস্তাঃ স্বানুভবসিদ্ধিমিতি
বক্তুং হি-শক্যঃ । তস্তা লোকপ্রসিদ্ধহেতুপি কথং মন্বার্থস্ত প্রসিদ্ধমত আহ—এষণা চেতি ।
জায়াদ্ব্যক্তস্ত কামস্ত সংসারান্তকত্বব্রহ্মোক্তোপি কামঃ সংসারমারভেত, কামবিশেষা-
দিতিপ্রদক্ষনাশব্দাহ—ব্রহ্মবিদ্যেতি । তস্তা বিষয়ে মোক্ষঃ । তন্নিরবিতীৰ্ণত্বাদ্রাগাদিপর-
পত্তিনি কামাপরপর্যায়ে রাগো নাবকল্পতে । ন হি মিথ্যাজ্ঞাননিদানো রাগঃ সমাগ্জ্ঞানাদি-
গমে মোক্ষে সম্ভবতি । শ্রদ্ধা তু তত্র ভবতি তত্ত্ববোধাধীনতয়া সংসারবিরোধিনী, তন্ন
সংসারানুযুক্তিমুক্ত্যবিতার্থঃ । শাস্ত্রীয়স্ত জায়াদেঃ সংসারহেতুহে কৰ্ম্মাদেশশাস্ত্রীয়স্ত কথং
তদ্বৈতুহমিতিপ্রাণকাহ—এতেনেতি । অবিদ্যোৎপত্ত কামস্ত সংসারহেতুত্বোপদৰ্শনেতি যাবৎ ।
স্বাভাবিকাত্মাবিদ্যাদীনকামপ্রযুক্তাত্মামিত্যর্থঃ ।

ইতচ্ তয়োর্জগৎসৃষ্টিপ্রযোজকত্বমেষ্টব্যমিত্যাহ—স্বাবরান্তশ্চেতি । যৎ সপ্তান্নানীত্যাদিমন্ব-
পদস্ত মেধয়া হীত্যাদিব্রাহ্মণস্ত চাক্ষরোৎপত্তমুক্ত্যু । তাংপৰ্য্যমাহ—বিবক্ষিতত্বমিতি । শাস্ত্রপরবত্তস্ত
শাস্ত্রবশাদেব সাধ্যসাধনভাবাদশাস্ত্রীয়বৈষম্যাসম্ভবান্ তস্তাত্ত বিবক্ষিতত্বমিত্যর্থঃ । শাস্ত্রীয়স্ত
সাধ্যসাধনভাবস্ত বিবক্ষিতত্বে হেতুমাহ—ব্রহ্মেতি । তদেব প্রপঞ্চয়তি—সৰ্বৌ হীতি ।
দুঃখরতি দুঃখস্তক্লেবুরিতি যাবৎ । প্রকৃতমন্বব্রাহ্মণবাণাসমাপ্তাবিতিশব্দো বিবক্ষিতার্থ-
প্রদৰ্শনসমাপ্তৌ বা । ৩

তত্রান্নান্যং বিভাগেন বিনিয়োগ উচ্যতে—একমস্ত সাধারণমিতি মন্বপদম্ ।
তস্ত ব্যাখ্যানম্—ইদমেবাস্ত তৎ সাধারণমন্নমিত্যুক্তম্ ; অস্ত ভোক্তৃসমুদায়স্য ।
কিং তৎ ? যদিদমুক্ততে ভূজাতে সৰ্বৈঃ প্রাণিভিরহন্তহনি, তৎ সাধারণং সৰ্ব-
ভোক্তৃধর্মকল্পয়ং পিতা নৃষ্টা অন্নম্ । স য এতৎ সাধারণং সৰ্বপ্রাণভূৎস্থিতিকরং
ভূজাশানমন্নম্ উপাস্তে—তৎপরো ভবতীত্যর্থঃ ; উপাসনং হি নাম তাংপর্য্যং নৃষ্টং

লোকে—‘শুক্লমুপান্তে’ ‘রাজানমুপান্তে’ ইত্যাদৌ, তস্মাচ্ছরীরস্থিত্যর্থায়োপ-
ভোগপ্রধানঃ, নাদৃষ্টার্থকর্মপ্রধান ইত্যর্থঃ । স এবমুতো ন পাপানোহধর্মাদ্ ব্যাব-
র্ত্ততে ন বিমুচ্যত ইত্যোক্তং । তথাচ মন্ববর্ণঃ—“মোঘমন্নং বিন্দতে” ইত্যাদিঃ ;
স্মৃতিরপি—“নাস্মার্থং পাচয়েদন্নম্ ।” “অপ্রদায়ৈতো। যো ভুঙ্ক্রে স্তেন এব সঃ ।”
“অন্নাদে ক্রণহা মাষ্টি” ইত্যাদিঃ । ৪

মন্বব্রাহ্মণয়োঃ ঋতার্থাভ্যাসার্থমুক্তা। সমনস্তরঙ্গমবতারয়তি—তদ্রূপেতি । সপ্তবিধেঃ স্তেনে
সত্যীতি যাবৎ । বাপানমেব বিবৃণোতি—অস্তে তাদিন ।

সাধারণমন্নসংসারণীকৃত্যে। দোষঃ দশয়তি—স য ইতি । তৎপরো ভবতীতুক্তঃ
বিবৃণোতি—উপাসনং ইতি । ব্রাহ্মণোক্তার্থে মন্নং প্রমাণয়তি—তথ্যচেতি । মোঘং বিফলং
দেবভুক্তমুপভোগ্যমন্নং যদি জ্ঞানদুর্কিনো লভ্যেত, তদা স বধ এব তত্তেতি সাধারণমন্নসাধারণী-
করণং নিম্নিতমিত্যর্থঃ । তদেব স্মৃতিরদাহরতি—স্মৃতিরপীতি । ‘ন বৃথা যাতয়েৎ পশুং । ন
চৈকঃ স্বয়মন্নীয়াধিবর্জঃ ন নির্বপেৎ’ ইতি পাদত্রয়ঃ দৃষ্টবান্ । ‘ইষ্টান্ ভোগান্ হি যো দেবা
দাস্তন্তে বজ্রভাবিতাঃ । তৈধ্বতান্’ ইতি শেবঃ । ‘অনেনা অতিশয়ংসতি । স্তেনঃ প্রমুক্তো
রাজনি যাবন্নানৃতসকরঃ’ ইত্যুক্তয়ঃ পাদত্রয়ম্ । তত্রাত্তপাদস্তার্থো ক্রণহা স্তেত্রাক্রণপাতকঃ ।
বপাহঃ—‘বরিত্তব্রহ্মহা চৈব ক্রণহেতাভিযীরতে’ ইতি । স্বস্তান্নভককে অপাপঃ মাষ্টি’ শোধয-
তীতান্নদাতুঃ পাপকরোক্তেরিতস্তসাধারণীকৃত্যে ভুজানন্ত পাপিত্যেতি ।

“অদভ্য তু য এতভঃ পূর্বঃ ভুঙ্ক্রেহবিচক্ষণঃ ।

স ভুজানেঃ ন জানাতি স্বপ্নৈর্জজ্ঞিমাস্তনঃ ।”

ইত্যাদিবাচ্যমাশিক্ষার্থঃ । ৪

তস্মাৎ পুনঃ পাপানো ন ব্যাবর্ত্ততে । মিশ্রং স্তেতং—সর্কেবাং হি স্বং তদ-
প্রবিতক্, যৎ প্রাণিভির্ভুজ্যতে, সর্কভোজ্যভাদেব যো মূষে প্রক্ষিপ্যমাণোহপি
গ্রাসঃ পরস্ত পীড়াকরো দৃষ্টতে—মমেদং স্তাদিতি হি সর্কেবাং তত্রাশা প্রতিবন্ধা ;
তস্মাৎ পরম্ অপীড়য়িত্বা গ্রসিতুমপি শক্যতে ; “ভুঙ্তং হি মনুষ্যাণাম্” ইত্যাদি
স্মরণ্যম্ । ৫

আকাজ্যপূর্বকং হেতুমবত্যাং বাকরোতি—কন্মাদিত্যাদিনা । সর্কভোজ্যঃ সাধয়তি—
যো নু ব ইতি । পরস্ত বসাক্ষারাদেয়িত্যেতি যাবৎ । পীড়াকরকে হেতুবাচ্য—মমেদমিতি । প্রাণ্ড-
দৃষ্টকলমালটে—তস্মাদিতি । সাধারণমন্নসাধারণীকৃত্যে পাপানিবৃতিরিত্যত্র হেতুমবাহ—
দৃষ্টতং ইতি । যদা হি মনুষ্যাণাঃ দৃষ্টতমন্নমাত্রিত্য চিঠতি, তদা তদসাধারণীকৃত্যে মহত্তরঃ
পাপঃ ভবতীত্যর্থঃ । ৫

গৃহিণা বৈষদেবোধ্যমন্নং বদন্তহনি নিরুপাত ইতি কেচিৎ । তন্ন, সর্কভোজ্য-
সাধারণমন্নং বৈষদেবোধ্যমন্নং ন সর্কপ্রাণকৃত্যমানারম্ভং প্রত্যক্ষম্, নাসি ‘বদি-
সমস্ততে’ ইতি তদ্বিষয়ঃ বচনমনুকূলম্ । সর্কপ্রাণকৃত্যমানারম্ভঃপাতিবাক্যে বৈষ-

দেবাধ্যাত্ত যুক্তং স্বচাণ্ডালাত্মাত্ত অন্নস্ত গ্রহণম্, বৈষদেবব্যতিরেকেনাপি স্বচাণ্ডালা-
দ্যাত্মানন্দদর্শনাৎ তত্র যুক্তং যদিদমতত ইতি বচনম্ । ৬

একমন্তেত্যাदिमन्त्रब्राह्मणयोः स्वपक्षार्थमुक्तं । तर्तुप्रपक्षपक्षमाह—गृहिणेति । यदन्नं गृहिणा
प्रत्याहमर्गो वैषदेषवाथां निर्वर्तयते, तत् साधारणमिति तर्तुप्रपक्षैककृतमित्यर्थः । साधारण-
पदानुपपत्तेर्न यুক্তमिदं व्याख्यानमिति दूषयति—तन्निति । वैषदेषवस्तु साधारणद्वयप्रामाणिक-
मित्याहुः, ईदानीं तस्याप्रत्यक्षत्वादित्थं परामर्शश्च न युक्तिमानित्याह—नापीति । इतश्च
साधारणशब्देन सर्वप्रमाणं ग्राह्यमित्याह—सर्केति । वैषदेषवग्रहेऽपीतरग्रहः आदिति
चेन्नेत्याह—वैषदेषवेति । यत्तु परपक्षे यदिदमतत इति वचो नानुसूक्तमिति, तन्नान्नपक्ष-
हन्तीत्याह—तत्रेति । प्रत्याक्षं साधारणं संप्रत्ययः । ६

यदि हि तन्न गृह्येत, साधारणशब्देन पित्रा अस्मृष्टत्वाविनिवृत्तत्वे तस्य प्रसज्यो-
नाताम् । इत्येते हि तत्प्रष्टुं तद् तद्विनिवृत्तद्वयं सर्वश्रान्नजातम् । न च वैषदे-
वाथां शास्त्रोक्तं कर्म कुर्यतः पापानोहविनिवृत्तिर्वृत्ता; न च तस्य प्रतिवेधो-
हति । न च मन्त्रवद्वनादिकर्मवत् स्वभावजुष्पितमेतत्, शिष्टनिर्वर्तयत्वा अकरणे
च प्रत्यावायश्रवणां; इतरत्र च प्रत्यावायौपपत्तेः; “अहमन्नमन्नमदन्तमग्नि” इति
मन्त्रवर्णात् । ७

विपक्षे दोषमाह—यदि हीति । असङ्गष्टेष्ट्वं निराचष्टे—इत्येते हीति । परपक्षे
वाकाशेषविरोधं दोषान्तरमाह—न चेति । श्रোনान्दितुलात्वं तस्य बावर्तयति—न च तन्नेति ।
अनिविद्धत्वापि तस्य स्वभावजुष्पितत्वात्तदनुष्ठायिनः पापानिवृत्तिरित्याशङ्काह—न चेति ।

‘अवग्रं याति त्रिधातुः जग्क्षा चैवाहतं हविः ।’

इत्यकरणे वैषदेषवस्तु प्रत्यावायश्रवणात् तदनुष्ठायिनो न पापानुलेशोऽस्तीत्याह—अकरणे
चेति । सर्वसाधारणग्रहे तु तत्परस्य निष्ठावचनमुपपद्यते, तेन तदेव ग्राह्यमित्याह—
इतरत्रेति । तत्रैव अत्यन्तं संवादयति—अहमिति । अग्निभोहविज्यान्नमदवा अन्नमेव
ভূক্ষানং নরমহমন্নমেব ভক্ষয়ামি তমনর্থভাজ্যং করোমীত্যর্থঃ । ৭

যে দেবানভাজয়দिति মন্ত্রপদম্ । যে য়ে অন্নে সৃষ্টা দেবানভাজয়ং, কে
তে য়ে ? ইতি, উচ্যতে,—হতঞ্চ প্রহতঞ্চ । হতমিত্যর্থো হবনম্, প্রহতং হত্বা
বলিহরণম্ । যন্মাৎ য়ে এতে অন্নে হত-প্রহতে দেবানভাজয়ং পিতা, তন্মাদেতর্হি
অপি গৃহিণঃ কালে দেবেভ্যো জুহ্বতি, দেবেভ্য ইদমন্নমস্তাভির্দীয়মানমिति মন্ত্রানাঃ
জুহ্বতি, প্রজুহ্বতি চ—হত্বা বলিহরণঞ্চ কুর্যত ইত্যর্থঃ । অথো অপ্যত্র আহঃ—
য়ে অন্নে পিতা দেবেভ্যঃ প্রভে, ন হত-প্রহতে, কিং তর্হি ? দর্শপূর্ণমাসাবিতি ।
বিশ্বশ্রবণাবিশেষাদত্যন্তপ্রসিদ্ধত্বাচ্চ হত-প্রহতে ইতি প্রথমঃ পক্ষঃ । ৮

মন্ত্রান্তরমাদানাক্ষায়া ব্রাহ্মণমুখ্যং ব্যাচষ্টে—যে দেবানিত্যাদিনা । হতপ্রহতয়ো-
র্দেবার্যয়ে সম্প্রতিতনমস্তুতনমস্তুকুলয়তি—যন্মাদিতি । পক্ষান্তরমুপস্থত ব্যাকরোহি—অথো

ইতি । যদি দর্শপূর্ণমাসৌ দেবান্নে, কথং তর্হি হতপ্রহতে ইতি পক্ষত্বাৎ প্রাপ্তিত্বে—
ষিষেতি । ৮

যন্তপি দ্বিত্বং হতপ্রহতরোঃ সম্ভবতি, তথাপি শ্রোতরোরেষ তু দর্শপূর্ণ-
মাসরোর্দেবার্হত্বং প্রসিদ্ধতরম্, যন্তপ্রকাশিতত্বাৎ । গুণপ্রধানপ্রাপ্তৌ চ প্রধানে
প্রথমতরাবগতিঃ ; দর্শপূর্ণমাসরোশ্চ প্রাধান্যং হত-প্রহতাপেক্ষয়া ; তন্মাৎ তরো-
রেব গ্রহণং যুক্তম্—যে দেবানভাজয়দিতি । যন্মাদেবার্থমেতে পিত্রা প্রকৃষ্টে
দর্শপূর্ণমাসাণ্যে অস্মে, তন্মাৎ তরোর্দেবার্থাবিঘাতায় ন ইষ্টিষাজ্জকঃ ইষ্টিযজন-
শীলঃ । ইষ্টিণেনে কিল কাম্যা ইষ্টয়ঃ ; শাতপথী ইয়ং প্রসিদ্ধিঃ ; তাজ্জীলা-
প্রত্যয়প্রয়োগাৎ কাম্যোষ্টিযজনপ্রধানো ন স্তাদিত্যর্থঃ । ৯

তর্হি যে দেবানিতি প্রতিষিদ্ধত্বং হতপ্রহতরোরপি সম্ভবায় অধমপক্ষত্ব পূর্বপক্ষত্বমত আহ—
যন্তপীতি । প্রসিদ্ধতরবে হেতুমাহ—মস্মেতি । 'অগ্নয়ে জুহে নির্লপামাগ্নিরিহং হবিরজুষত' ইত্যাদি-
মস্মেৎ দর্শপূর্ণমাসরোর্দেবার্হত্বত্ব প্রতিপন্নত্বাদিত্যি যাবৎ । ইতচ্চ দর্শপূর্ণমাসরোরেষ দেবার্হত্ব-
মিতি বক্তৃঃ সামান্তজ্ঞায়মাহ—গুণেতি । গুণপ্রধানরোরেকত্র সাধারণলক্ষ্যং প্রাপ্তৌ সত্যঃ
প্রথমতরা প্রধানে ভবতাবগতিগৌণমুখ্যরোমুখ্যে কাধাসংপ্রত্যয় ইতি জ্ঞানাদিত্যর্থঃ । অস্তেবাং,
প্রস্তুতে কিং জাতং, তদাহ—দর্শপূর্ণমাসরোশ্চেতি । তরোনিরপেক্ষপ্রতিষেদিতরোশ্চ উপরোরেকত্র প্রাপ্তৌ
সিদ্ধ-হতাত্তপেক্ষয়া প্রাধান্যং সিদ্ধং, তথা চ প্রধানরোশ্চরোরিতরোশ্চ উপরোরেকত্র প্রাপ্তৌ
প্রধানরোরেষ যে দেবানিতি মস্মেৎ গ্রহো বুদ্ধিমানিত্যর্থঃ ।

দর্শপূর্ণমাসরোর্দেবার্হত্বং সমনস্তরনিবেধবাক্যমসুকূলগতি—যন্মাদিতি । ইষ্টিযজনশীলো ন
স্তাদিত্যি সম্ভবঃ । নতু তদযজনশীলত্বাৎ কতো দর্শপূর্ণমাসরোর্দেবার্হত্বং, ন হি তাবগ্নিগ্নৌ
তদর্থাবিত্যাপকাহ—ইষ্টিণেনেতি । কিং পুনরগ্নিঃ বাকো কাম্যোষ্টিবিরহমিষ্টিণকস্তেত্যত্র
নিরাকং, তত্র কিলপকহুচিতাং পাঠকপ্রসিদ্ধিমাহ—শাতপথীতি । কাম্যোষ্টীনামসুতাননিবেধে
বর্ণকামবাক্যবিরোধঃ স্তাদিত্যাপকাহ—তাজ্জীলোতি । তত্র বিহিতস্তোকত্র-প্রত্যয়স্তাত্ত
প্রয়োগাৎ কাম্যোষ্টিযজনপ্রধানবসিহ বিবিধাতে, তচ্চ দেবপ্রধানরোর্দর্শপূর্ণমাসরোরবস্তানুষ্ঠেয়-
সিদ্ধার্থং, ন তু তাঃ কতো নিবিধান্তে, তন্ন বর্ণকামবাক্যবিরোধোহস্বীত্যর্থঃ । ১০

পশুভ্য একং প্রাষজ্জদিত্যি—যৎ পশুভ্য একং প্রাষজ্জং পিতা, কিং পুন-
স্তদগ্নম্ ? তৎ পরঃ । কথং পুনরবগম্যতে পশবোহস্তানন্ত দ্ব্যম্বিনঃ ? ইতি, অত
আহ—পরো হি অগ্নে প্রথমং যন্মাৎ মজ্জ্যাস্ত পশবশ্চ পর এবোপজীবতীতি,
উচিতং হি তেবাং তদগ্নম্, অস্তথা কথং তদেবাগ্নে নিরমেনোপজীবয়েৎ । ১০

পশববিরহঃ মরণদমাদায় অগ্নপূর্বকং তদর্কঃ কথয়তি—পশুভ্য ইতি । পশুনাং পরোহগ্ন-
মিতোত্তমপাদয়িতুং পূজ্যতি—কথং পুনরিত্যি । পরো হীতি একীকরণাদায় ব্যাকরোতি—
অগ্ন ইতি । 'পশবো যিপাশকমুপাশক' ইতি প্রতিমাতিভ্য বহুত্বাক্ষরাক্ষম্ । উচিতং হীত্যত্র
বিপকৃত্বাদর্থে, যন্মাদিত্যাপকাহ । উচিতং ব্যক্তিরেকত্বাৎ সাধয়তি—মস্মেৎ ইতি । ১০

কথমগ্রে তদেবোপজীবন্তীত্যাচ্যতে—মনুশ্যাস্ত পশবশ্চ যন্মাং তেনৈবান্নেন
বর্তন্তে অন্তঃস্থেহপি, যথা পিত্রা আদৌ বিনিয়োগঃ কৃতঃ; তন্মাং কুমারং
বালং জাতং যুতং বা ত্রৈবর্গিকা জাতকৰ্ম্মণি জাতরূপসংস্কৃতং প্রতিলেহয়ন্তি প্রাশ-
য়ন্তি, স্তনং বা অনুধাপয়ন্তি পশ্চাৎ পায়য়ন্তি যথাসম্ভবমগ্ৰেণাম্; স্তনমেবাগ্রে ধাপ-
য়ন্তি মনুশ্যেভ্যোহগ্ৰেণাম্ পশূনাম্। অপ বৎসং জাতমাহঃ—কিয়ং প্রমাণো
বৎস ইতি?—এবং পৃষ্ঠাঃ সন্তঃ—অতৃণাদ ইতি—নাদ্যাপি তৃণমন্তি, অতীব বালঃ
পর্যসৈবাত্মাপি বর্তত ইত্যর্থঃ । ১১

নিয়মেন প্রথমং পশূনাং তদুপজীবনমস্প্রতিপন্নমিতি শব্দে—কথমিতি—মনুশ্যবিষয়ে বা
প্রযুক্তদিতরূপত্ববিষয়ে বেতি পৃচ্ছতি—উচ্যত ইতি। তত্রাত্মমনুভবাবষ্টেন্নেন প্রত্যাচষ্টে—
মনুশ্যাক্চেতি। চকারো মনুশ্যমাত্মসংগ্রহার্থঃ। তেনৈব পর্যসৈবেতি যাবৎ। যুতং বেতি
বাণকো বক্ষ্যমাণবিকল্পদ্ব্যতকঃ। জাতরূপং হেম, ত্রৈবর্গিকোভ্যোহগ্ৰেণাম্ জাতকৰ্ম্মাভাবাদ্
যোগ্যতামনতিক্রম্য স্তনমেব জাতং কুমারং প্রথমং পায়য়ন্তীত্যাহ—যথাসম্ভবমিতি। যথা তেষাং
জাতকৰ্ম্মানধিকৃতানাং জাতং কুমারং যুতং বা স্তনং বা প্রথমং পায়য়ন্তীতি যাবৎ। পশুবিষয়ং
ব্রহ্মং পশবশ্চেতি সূচিতসমাধানং প্রত্যাহ—স্তনমেবেতি। পশূনাং জাতং বৎসমিতি সৰ্বকঃ।
পশূনাং পরোহন্নমিতাত্র লোকপ্রসিদ্ধিঃ প্রমাণয়তি—অর্থোতি। দ্বিপাংপষধিকারবিচ্ছেদার্থোহপ-
শব্দঃ। প্রতিবচনং বাচষ্টে—নাত্মাপিতি। ১১

যচ্চাগ্রে জাতকৰ্ম্মাদৌ যুতমুপজীবন্তি, যচ্চেতরে পর এব, তৎ সৰ্ম্মথাপি পর
এবোপজীবন্তি; যুতস্তাপি পরোবিকারত্বাৎ পরত্বমেব। কত্মাং পুনঃ সপ্তমং সৎ
পশবঃ চতুর্থত্বেন ব্যাখ্যায়তে? কৰ্ম্মসাধনত্বাৎ; কৰ্ম্ম হি পরঃসাধনাত্মরময়ি-
হোত্রাদি; তচ্চ কৰ্ম্মসাধনং বিত্তসাধ্যং বক্ষ্যমাণস্তান্নত্রয়স্ত সাধ্যস্ত, যথা দর্শপূর্ণ-
মাসৌ পূৰ্ব্বোক্তাবরে; অতঃ কৰ্ম্মপক্ষত্বাৎ কৰ্ম্মণা সৰ পিত্তীকৃত্যোপদেশঃ;
সাধনত্বাবিশেষাদর্থসম্বন্ধাদানন্তর্য্যমকারণমিতি চ। ব্যাখ্যানে প্রতিপত্তি-
সৌকর্য্যচ্চ—সুখং হি নৈরন্তর্য্যেণ ব্যাখ্যাভূৎ শক্যন্তেহন্নানি, ব্যাখ্যাতানি চ
সুখং প্রতীকন্তে। ১২

ননু বোমগ্রে যুতোপজীবনমুপলভ্যতে, পরন্তু নোপজীবন্তি, যুতপর্যসোৰ্ভেদাৎ, অতঃ পশবঃ
পর্যসো ভাগানিচ্ছন্ত আহ—যচ্চেতি। ননু যুতমুপজীবন্তোহপি পর এবোপজীবন্তীত্যবুক্তং,
তদেবভোক্তৃত্বাৎ, তত্রাহ—যুতস্তাপিতি। যদুপার্জ্জমমতিক্রম্য পশবে ব্যাখ্যাতে প্রত্যবর্জিত্তে—
কন্মাদিতি। যে দেবানস্তান্নয়দিতি ব্যাখ্যাতে সাধনে সাধনত্বাবিশেষাৎ পরোহপি বুদ্ধিহমিত্যর্থ-
ক্রমব্রাজিত্য পরিহরতি—কর্থেতি। তদেব স্পষ্টয়তি—কৰ্ম্ম ইতি। যতপি পরোক্তং সাধন-
ব্রাজিত্য কৰ্ম্ম এবুতং, তথাপি দর্শপূর্ণমাসানন্তর্য্যং কথং পরসঃ সিধ্যতি, তত্রাহ—অচ্চেতি।
বিভেদ পরস সাধ্যং কৰ্ম্মান্নত্রয়স্ত সাধনমিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথোতি। পূৰ্ব্বোক্তো দর্শপূর্ণমাসো

যে দেবাস্তে বক্ষ্যমাণস্তান্নত্রয়স্ত যথা সাধনং, তথা পরসোহপ্যগ্নিহোত্রাদি দ্বারা তৎসাধনদ্বাং কর্মকোটিনিবিষ্টদ্বাত্ত্বাধ্যানানন্তর্য্যং পরোব্যাখ্যানস্ত বৃত্তিমিতার্থঃ ।

পাঠক্রমস্তুহি কথমিত্যাপেক্ষার্থক্রমেণ তদ্বাদমভিপ্রেতাহ—সাধনংহেতি । আনন্তর্য্যং পাঠক্রমঃ । অকারণত্বমবিবক্ষিতত্বম্ । পাঠক্রমাদর্থক্রমস্ত বলীয়স্তাৎ, তেনেতরস্ত বাধ্যত্বমিত্যেতৎ প্রথমে তস্মৈ স্থিতমিত্যভিপ্রেতাহ—ইতি চেতি । পঞ্চমস্ত চতুর্থত্বেন ব্যাখ্যানে হেতুস্তরমাহ—ব্যাখ্যান ইতি । ব্যাখ্যানেদৌকর্য্যং সাধয়তি—যুগং হীতি । প্রতিপত্তিসৌকর্য্যং একটয়তি—ব্যাখ্যাতানীতি । চব্বারি সাধনানি, ত্রীণি সাধ্যানীতি বিভজ্যোক্তো বক্তৃশ্রোত্রোঃ সৌকর্য্যেণ ধীর্ভবতি, ততশ্চ পাঠক্রমাতিক্রমঃ শ্রেয়ানিতার্থঃ । ১২

‘তস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন’ ইতি, অশ্ব কোহর্থ ইত্যুচ্যতে— তস্মিন্ পঞ্চমে পরসি, সর্বমধ্যাত্মাদিভূতাদিদৈবলক্ষণং কৃৎস্নং জগৎ প্রতিষ্ঠিতম্— যচ্চ প্রাণিতি প্রাণচেষ্টাবৎ, যচ্চ ন—স্বাবরং শৈলাদি । তত্র হি-শব্দেনৈব প্রসিদ্ধাবজ্ঞাতকেন ব্যাখ্যাতম্ । কথং পরোদ্রব্যস্ত সর্বপ্রতিষ্ঠাত্বম্ ? কারণত্বো-পপত্তেঃ ; কারণত্বঞ্চ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মসমবায়িত্বম্ ; অগ্নিহোত্রাদ্বাহতিবিপরি-ণামাত্মকঞ্চ জগৎ কৃৎস্নমিতি ঐতিহ্যুতিবাদাঃ শতশো ব্যবস্থিতাঃ ; অতো বৃহ্মমৈব হি-শব্দেন ব্যাখ্যানম্ ॥ ১৩

পঞ্চমস্ত সর্বাধিষ্ঠানবিষয়ঃ মন্বদ্রব্যত্যা অন্নপুষ্ককঃ তদীয়ঃ ব্রাহ্মণং ব্যাচষ্টে—তন্মিহিত্যাদিনা । মন্বাত্তেদো ব্রাহ্মণে ন প্রতিভাতীত্যশঙ্কাহ—তত্রৈতি । পরসি হীতি ব্রাহ্মণে হি-শব্দস্ত প্রসিদ্ধাবজ্ঞাতকত্বমন্তি । তেন চ হেতুনা হি-শব্দেন তন্মিহিত্যাদিকং মন্বদ্রব্যং ব্যাখ্যাতমিতি যোজন্য ।

মদ্বার্থস্ত লোকপ্রসিদ্ধাতাব্যাপ্র প্রসিদ্ধাবজ্ঞাতিনা হি-শব্দেন ব্যাখ্যানং বৃত্তিমিতি শব্দতে— কথমিতি । কার্য্যং কারণে প্রতিষ্ঠিতত্বমিতি জ্ঞানেন বৈদিকীং প্রসিদ্ধিমায়াং সমাধত্তে— কারণংহেতি । পরসো দ্রব্যদ্ব্যাত্ম্যস্ত কৃতঃ সর্বজগৎকারণত্বমিত্যশঙ্কাহ—কারণং চেতি । তৎসমবায়িরূপেণ কুতো জগতঃ কারণত্বত্যাশঙ্কাহ—অগ্নিহোত্রাদীতি । ‘তে বা এতে আহতী হতে উৎক্রান্তন্তে অন্তরিক্রমাবিশতঃ’ ইত্যাদয়ঃ প্রতিবাদাঃ দুাপেক্ষত্বব্রীহাদিক্রমেণাগ্নি-হোত্রাহত্যাগতাকারপ্রাপ্তিং দর্শয়ন্তি ।—

“অগ্নৌ প্রাত্তাহতিঃ সমাগাদিত্যনুপতিষ্ঠতে ।

আদিত্যাঙ্কারতে বৃষ্টিবৃষ্টেরমঃ ততঃ প্রজাঃ ।”

ইত্যাদয়ঃ স্মৃতিবাদাঃ । পরসি হীত্যাদি ব্রাহ্মণমুপসংহরতি—অত ইতি । পরসঃ সর্বজগদা-ধারয়ত্ব প্রতিষ্ঠিতপ্রসিদ্ধাদিতি যাবৎ । ১৩

বহুত্বব্রাহ্মণান্তরেবিদ্যমাহঃ—সংবৎসরং পরসো জুহ্বদপ পুনরুত্থ্যং জয়তীতি ; সংবৎসরেণ কিল ত্রীণি বষ্টিশতাত্ত্বাহতীনাং সপ্ত চ শতানি বিংশতিশ্চেতি যাক্ষ্মতীরিষ্টকা অভিসম্পত্তমানাঃ সংবৎসরস্ত চাহোরাত্রাণি, সংবৎসরমগ্নিং প্রজা-

পতিমাপ্নুবন্তি ; এবং কৃতা সংবৎসরং জুহবদপজরতি পুনর্মৃত্যু—ইতঃ প্রেত্য দেবেবু সঙ্কৃতঃ পুনন ত্রিযতে ইত্যর্থঃ—ইত্যেবং ব্রাহ্মণবাদা আত্মঃ । ১৪

সর্বং পরসি প্রতিষ্ঠিতমিতি বিধিসিদ্ধদর্শনস্ততয়ে শাখান্তরীয়মতঃ নিশ্চিতমুদ্ভাবয়তি—যত্তদ্বিতি । ন কেবলেন কর্মণা মৃত্যুজয়ঃ কিন্তু দর্শনসহিতেনেতি দর্শয়িতুমগ্নিহোত্রাহতিষু সংখ্যাং কথয়তি—সংবৎসরেণেতি । উক্তাহতিসংখ্যায়াং সৎসরাবচ্ছিন্নান্নাগ্নিহোত্রবিদ্যাং সম্প্রতিপত্তার্থং কিলেতু্যক্তম্ । নহু প্রতাহং সাং প্রাতশ্চেতাহতী যে বিদ্বতে, তৎ কথমা-হতীনাং ষট্যধিকানি ত্রিণি শতানি সৎসরেণ ভবন্তি, তত্রাহ—সপ্ত চেতি । প্রত্যেকমহোত্রাহ-বচ্ছিন্নাহতিপ্রয়োগাণামেকস্মিন্ সৎসরে পূর্বোক্তা সংখ্যা, তত্রৈব প্রয়োগাঙ্গানাং বিংশত্যধিকা সপ্তশতরূপা সংপোতি সিদ্ধমিত্যর্থঃ । আহতীনাং সংখ্যানুজ্ঞা তাম্ যাজুশ্চতীনাংমিষ্টকানাং দৃষ্টমাহ—যাজুশ্চতীরিতি । তাসামপি ষট্যধিকানি ত্রিণি শতানি সংখ্যা ভবন্তি, তথা চ প্রতাহমাহতীরভিনিপ্পদ্যমানাঃ সংখ্যাসামান্যেন যাজুশ্চতীরিষ্টকশ্চিৎস্বয়দিত্যর্থঃ । আহতি-ময়ীনাংমিষ্টকানাং সৎসরাবয়বাহোত্রাহত্রেয়ু সংখ্যাসামান্যেদৈব দৃষ্টমযাচষ্টে—সংবৎসরশ্চেতি । তাংপি ষট্যধিকানি ত্রিণি শতানি অসিদ্ধানি, তথা চ তেহু যথোক্তেবিষ্টকাদৃষ্টঃ স্নিষ্টেত্যর্থঃ । চিতোহমৌ সৎসরান্নপ্রজাপতিদৃষ্টমাহ—সংবৎসরমিতি । যঃ সংবৎসরঃ প্রজাপতিস্তৎ চিত্যমগ্নিঃ বিদ্যাংসঃ সম্পাদয়ন্তি । অহোত্রাহত্রেষ্টকাধারা তয়োঃ সংখ্যাসামান্যাদিত্যর্থঃ ।

দৃষ্টমনুজ কলং দর্শয়তি—এবমিতি । উক্তসংখ্যাসামান্যেদৈবাহতীরগ্ন্যবয়বভূতযাজুশ্চতী-সংজ্ঞকেষ্টকঃ সম্পাদ্য তদ্রূপেণাহতীর্জায়মাহতিময়ীশ্চেষ্টকঃ সৎসরাবয়বাহোত্রাহতি তেনৈব সম্পাদ্য পুরুষনাড়ীহুংসংখ্যাসামান্যেন তন্নাড়ীস্তাশ্চোত্রাহোত্রাহতীর্জাপাদ্য তদ্রূপেণাহতীরিষ্টকঃ নাড়ীশ্চাত্মসম্পদানে নাড়্যহোত্রাহতীর্জায়মাহতীর্জায় পুরুষসৎসরচিত্যানাং সমত্বমাপ্তাহমগ্নিঃ সৎসরান্না প্রজাপতিরবেতি ধার্মগ্নিহোত্রঃ পরসি সৎসরং জুহবিত্ত্বা সহিতহোমবশাৎ প্রজাপতিঃ সৎসরান্নকং প্রাপ্য মৃত্যুমপজরতীত্যর্থঃ । ১৪

ন তথা বিদ্বাং ন তথা ব্রহ্মণ্যম্ ; যদহরেব জুহোতি, তদহঃ পুনর্মৃত্যুমপজরতি, ন সংবৎসরাভ্যাসমপেক্ষতে । এবং বিদ্বান্ সন্—বহুত্বং—পরসি হীদং সর্বং প্রতিষ্ঠিতং পর আহতিবিপরিণামান্নকত্বাং সর্বশ্চেতি ; তৎ—একেনৈবাহা জগদান্নত্বং প্রতিপদাতে, তদ্ব্যচ্যতে—অপজরতি পুনর্মৃত্যুং পুনর্মরণম্ সঙ্কৃতং মৃত্যু বিদ্বান্ শরীরেণ বিষৃজ্য সর্বায়া ভবতি, ন পুনর্মরণায় পরিচ্ছিন্নং শরীরং গৃহীতীত্যর্থঃ । ১৫

একীয়মতমুপসংহত্যা তন্নিলাপূর্বকং মতান্তরমাহ—ইত্যেবমিত্যাदिना । এবং বিদ্বানিত্যুক্তং ব্যক্তিকরোতি—বহুত্বমিতি । তত্তথৈব বিদ্বানেকাহোত্রাহবচ্ছিন্নাহতিমাত্রেন জগদ্রূপং প্রজাপতিং প্রাপ্য মৃত্যুমপজরতীত্যাহ—তদেকেনেতি । উক্তার্থে অতিমবত্যা য্যাচষ্টে—তদ্ব্যচ্যতে ইতি । ১৫

কঃ পুনর্হেতুঃ, সর্বায়াপ্তা মৃত্যুমপজরতীতি ? উচ্যতে—সর্বং সন্—ইহ যদ্যৎ দেবেভ্যঃ সর্বৈভ্যোহন্নাত্মময়মেব তদাদ্যক সাং প্রাতরাহতিপ্রক্ষেপেণ

প্রযচ্ছতি ; তদ্বক্তৃং সৰ্ব্বমাহতিময়মাত্মনং কৃৎস্না সৰ্ব্বদেবারূপেণ সৰ্ব্বদেবৈ
রেকাত্মভাৱং গচ্ছা সৰ্ব্বদেবময়ো ভূত্বা পুনৰ্ন ত্রিয়ত ইতি । অধেতদপ্যুক্তং
ব্রাহ্মণেন—“ব্রহ্ম বৈ স্বরন্তু স্তপোহতপ্যত, তদৈক্ষত, ন বৈ তপস্তানন্ত্যমস্তি,
হস্তাহং ভূতেষামাত্মনং জুহবানি ভূতানি চাত্মনীতি, তং সৰ্ব্বেষু ভূতেষামাত্মনং হস্তা
ভূতানি চাত্মনি সৰ্ব্বেষাং ভূতানাং শ্রেষ্ঠাং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পৰ্য্যেৎ” ইতি ॥ ১৬

সৰ্ব্বং হীত্যাদিহেতুবাক্যাকাঙ্ক্ষাপূৰ্ব্বকমুখাপা ব্যাকরোতি—কঃ পুনরিত্যাদিনি । যথোক্ত-
দৰ্শনবশাদেকমৈবাহত্যা যুক্তামপজরতিতাত্র ব্রাহ্মণান্তরং সংবাদয়তি—অণেতি । যথা সংবৎসর-
মিত্যাহাত্যং, তথা যদহরেবেত্যাদুপি ব্রাহ্মণান্তরে সৃচিতিমিত্যর্থঃ । ব্রহ্ম হিরণ্যগৰ্ভভাবী জীবঃ
স্বরভূঃ, পরন্তেব তদাত্মনাবহানান্তপোহতপ্যত কৰ্ম্মণ্যাহিষ্টং । যৎ কৃতকঃ তদনিত্যমিতি জ্ঞানেন
কৰ্ম্মনিশ্চাপ্রকারমাহ—তদৈক্ষতেতি । কৰ্ম্মসম্পাদকৃত্যুপাসনামুপদেশিতি—হস্তেতি । উপাসনা-
মন্তু সমুচ্চরকলং কথয়তি—তং সৰ্ব্বেষু । শ্রেষ্ঠেষুপি রাজকুমারবদন্যাত্মমাশঙ্কাহ—
স্বারাজ্যমিতি । অধিষ্ঠার পালয়িত্বমাধিপত্যম্ ॥ ১৬

কস্মাত্মানি ন কীর্যন্তেহত্মমানানি সৰ্ব্বদেতি । যদা পিত্রাত্মানি সৃষ্টা সপ্ত
পৃথক্ পৃথগ্ভোক্তব্যঃ প্রত্নানি, তদাপ্রভৃত্যেব তৈর্ভোক্তৃভিরত্মমানানি তন্নিমিত্তত্বা-
ন্তেবাং স্থিতেঃ—সৰ্ব্বদা নৈরন্তর্য্যেণ ; কৃতকরোপপত্তেঃ চ যুক্তন্তেবাং ক্ষয়ঃ ; ন চ
তানি কীর্যমাণানি, জগতোহবিপ্রষ্টক্ৰপেণৈবাবস্থানদৰ্শনাং ; ভবিতব্যাকাক্ষ-
কারণেন ; তস্মাৎ কস্মাৎ পুনস্তানি ন কীর্যন্তে ইতি প্রশ্নঃ ॥ ১৭

পশ্বে বাখ্যাতে প্রশ্নরূপঃ স্বরূপদমাভ্যন্তে—কস্মাদিতি । নমু চত্বাধীশানি বাখ্যাতানি,
ত্রীণি বাচিধাসিতানি, তেষুবাখ্যাতেষু কস্মাদিত্যাদিশ্রবঃ কস্মাদিত্যাপেক্ষা সাধনেন্দুস্তেন্
সাধ্যানাংপি তেষামর্থাহুত্বমন্ত্যাত্তিপ্রেতাঃ প্রশ্নপ্রবৃ্ত্তিঃ মথ্যনো ব্যাচষ্টে—বদেতি । সৰ্ব্বদেতাঃ
বাখ্যা নৈরন্তর্য্যেণেতি । অত্নানাং যদা ভোক্তৃভিরত্মমানেষু হেতুমাহ—তন্নিমিত্তবাদিতি ।
ভোক্তৃণাং স্থিতেঃ তন্নিমিত্তত্বাভ্যন্তেঃ সদাত্মমানানি তানি যবপূর্ণকুপ্লবন্তবন্তি কীর্ণনীত্যর্থঃ । কিঞ্চ
জ্ঞানকৰ্ম্মকলহাদত্নানাং যৎ কৃতকঃ তদনিত্যমিতি জ্ঞানেন ক্ষয়ঃ সম্ভবতীত্যাহ—কৃত্যেতি । অস্ত
তর্হি তেবাং ক্ষয়ঃ নেত্যাহ—ন চেতি । তবতু তর্হি বক্তাবাদেব সত্তাত্মানকৃত জগতোহকীর্ণতঃ,
নেত্যাহ—ভবিতব্যঃ চেতি । বক্তাববাদস্তাতিপ্রসঙ্গবাদিত্যর্থঃ । প্রশ্নঃ নিগময়তি—তস্মা-
দিতি ॥ ১৭

তন্ত্বেদং প্রতিবচনম্—পুরুষো বা অক্ষিতিঃ । যথাসৌ পূৰ্ব্বময়ানাং স্রষ্টাসীৎ
পিতা মেধরা জ্ঞাদিসম্বন্ধে চ পাটুককর্ম্মণা ভোক্তা চ, তথা যেভ্যো দত্তাত্মানি,
তেহপি তেষাময়ানাং ভোক্তারোহপি সন্তঃ পিতর এব—মেধরা তপসা চ যতো
জনয়ন্তি তাত্মানি । তদেতদভিধীয়তে—পুরুষো বৈ বোহয়ানাং ভোক্তা, সঃ
অক্ষিতিরক্ষয়হেতুঃ । কথমতাক্ষিত্বমিত্যুচ্যতে—স হি বস্মাদিহং ভূত্বমানং
সপ্তবিধং কার্য্যকরণলক্ষণং ক্রিয়াকলাপকং পুনঃ পুনর্ভূয়োভূয়ো জনয়তে উৎপাদ-

য়তি, যিগ্না যিগ্না তত্তৎকালভাবিত্তা তয়া তয়া প্রজ্ঞয়া, কৰ্ম্মভিচ্চ বাহ্মনঃকায়-
চেষ্টিতৈঃ ; যৎ যদি হ—যত্তেতং সপ্তবিধমন্নমুক্তং কণমাত্রমপি ন কুর্যাৎ প্রজ্ঞয়া
কৰ্ম্মভিচ্চ, ততো বিচ্ছিত্তেত ভূজ্যমানহাৎ সাততেন ক্ষীরেত হ । তন্মাদবধৈবায়ং
পুরুষো ভোক্তা অন্নানাং নৈরন্তর্য্যেণ যথাপ্রজ্ঞঃ বথাকৰ্ম্ম চ কৰোত্যপি ; তন্মায়ং
পুরুষোহক্ষিত্তিঃ, সাততেন কর্ত্ত্বহাৎ ; তন্মাদভূজ্যমানাত্মপি অন্নানি ন ক্ষীরন্ত-
ইত্যর্থঃ ॥ ১৮

প্রতিবচনমাদায় বাচষ্টে—তস্তেতাদিনা । তেষাং পিতৃহে হেতুমাত—মেধয়েতি । ভোগ-
কালেহপি বিহিতপ্রতিষদ্ধজ্ঞানকৰ্ম্মসম্ববাৎ এবাহরূপেণান্নাকর্য্যঃ সম্ববতীত্যর্থঃ । তত্র প্রতিজ্ঞা-
ভাগমুপাদায়াকরাণি বাচষ্টে—তদেতদিত্তি । হেতুভাগমুপায়া বিভজতে—কৰ্ম্মমিতাদিনা ।
তন্মাদভক্ষয়ঃ সম্ববতি এবাহাশ্বনেতি শেষঃ । উক্তহেতুং ব্যতিরেকদ্বারোপপাদয়িতুং যদ্বৈত-
দিত্যাদি বাক্যং, তদ্বাচষ্টে—যদিত্তি । অন্নয়ব্যতিরেকসিদ্ধং হেতুং নিগময়তি—তন্মাদিত্তি ।
তথা যথাপ্রজ্ঞমিতি পঠিতবান্ । সাধ্যং নিগময়তি—তন্মাদিত্তি । অক্ষয়হেতৌ সিদ্ধে ফলিত-
মাহ—তন্মাদভূজ্যমানানীতি । ১৮

অতঃ প্রজ্ঞাক্রিয়ালক্ষণপ্রবন্ধাক্রুতঃ সৰ্ব্বৌ লোকঃ সাধ্যসাধনলক্ষণঃ ক্রিয়াকলা-
দ্রকঃ সংহতানেকপ্রাণিকৰ্ম্মবাসনাসন্তানাবষ্টক্কাহাং কণিকোহি শুদ্ধোহসারো নদী-
শ্রোতঃ—প্রদীপসন্তানকল্পঃ কদলীস্তম্ভবদসারঃ ফেনমায়ামরীচ্যন্তঃ-স্বপ্নাদিসমঃ তদান্ন-
গতদৃষ্টীনাং বিকীর্য্যমাণোহনিত্যঃ সারবানিব লক্ষ্যতে ; তদেতদৈরাগ্যার্থমুচ্যতে—
যিগ্না যিগ্না জনয়তে কৰ্ম্মভিঃ, যৎ হৈতন্ন কুর্যাৎ, ক্ষীরেত হেতি—বিরক্তানাং হি
অগ্নাদ ব্রহ্মবিজ্ঞা আরজব্যা চতুর্থপ্রমুখেনেতি ॥ ১৯

যিগ্না যিগ্নেত্যাদিশ্রুতৈঃ স হীদমিত্য্যেক্তং পরিহারঃ প্রপঞ্চয়ন্ত্যঃ সপ্তবিধানস্ত কার্য্যহাৎ
প্রতিকল্পধ্বংসিদ্ধেহপি পুনঃ পুনঃ ক্রিয়মাণহাৎ এবাহাশ্বনা তদচলং মন্নাঃ পশুস্তীত্যগ্নিন্নর্থে
তাৎপর্য্যমাহ—অত ইতি । প্রজ্ঞাক্রিয়াভ্যাং হেতুভ্যাং লক্ষ্যতে বাবর্ত্তাতে—নিষ্পাদ্যতে যঃ
প্রবন্ধঃ সমুদায়স্তদাক্রুতস্তদান্নকঃ সৰ্ব্বৌ লোকশ্চেতনাচেতনান্নকৌ যৈতপ্রপঞ্চঃ সাধ্যয়েন
সাধনয়েন চ বর্ত্তমানো জ্ঞানকৰ্ম্মলভুতঃ কণিকোহপি নিত্য ইব লক্ষ্যতে । তত্র হেতুঃ—
সংহতেতি । সংহতানাং ত্রিণঃ সহায়য়েন স্থিতানামনেকেষাং প্রাণিনামনন্তানি কৰ্ম্মাণি বাসনাচ্চ,
তৎসন্তানেনাবষ্টক্কাহাদৃষ্টীকৃতহাদিত্তি বাবৎ । প্রাণীতিকমেব সংসারস্ত হৈধ্যঃ ন তাস্মিকমিতি
বক্তুং বিশিনষ্টী—নদীতি । অসারোহপি সারবস্তাভীত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—কদলীতি । অন্তর্দ্ধোহপি শুদ্ধ-
বস্তাভীত্য্যোদাহরণমাহ—মায়েতাদিনা । অনেকোদাহরণঃ সংসারস্থানেকরূপবস্তোত্তমার্থম্ ।
কেবাং পুনরেব সংসারোহন্তথা ভাভীত্যপেকারায় সংসারায় পরাগদৃশামিতি জ্ঞায়েনাহ—
তদান্নেতি । কিমিতি প্রতিকল্পধ্বংসি জগদিত্তি শ্রুতোচ্যতে, তদাহ—তদেতদিত্তি ।
বৈরাগ্যমপি কুর্য্যোপভূজ্যতে, তদাহ—বিরক্তানাং হীতি । ইতি বৈরাগ্যমর্থবদিত্তি শেষঃ ॥ ১৯

যো বৈ ভাস্ককিত্তিঃ বেদেতি । বক্ষ্যমাণাত্মপি ত্রীণ্যন্নাত্মগ্নিবসরে ব্যাখ্যা-

তাত্ত্ববেতি কৃৎস্না তেবাং বাধ্যম্যবিজ্ঞানকলমুপসংহ্রিত্তে—যো বৈ এতামক্টি-
মক্করহেতুং যথোক্তং বেদ—পুরুষো বা অক্টিঃ, স হীদমন্নং ধিরা ধিরা জনয়তে
কর্ষতিঃ, যক্টিতন্ন কুর্ধ্যাং, কীরেত হেতি—সোহন্নমত্তি প্রতীকেনেত্যন্তার্থ
উচ্যতে—যুৎসং যুধ্যৎসং প্রাধাত্তমিত্যেতৎ, প্রাধাত্তেনৈবান্নানাং পিতৃঃ পুরুষস্তা-
ক্টিত্বং যো বেদ, সোহন্নমত্তি, নান্নং প্রতি গুণভূতঃ সন্, যথা অজ্ঞঃ, ন তথা
বিদ্বান্, অন্নানামান্নভূতো ভোক্তৈব ভবতি, ন ভোজ্যতামাপত্ততে । স দেবান্
অপিগচ্ছতি স উর্জমুপজীবতি—দেবানপিগচ্ছতি দেবান্নভাবং প্রতিপত্ততে,
উর্জমমৃতকোপজীবতীতি যত্কং, সা প্রশঃসা, নাপূর্কার্থোহন্তোহন্তি ॥ ৫৬ ॥ ২ ॥

পুরুষোহন্নানামক্করহেতুরিত্তাপপাদ্য তজ্জ্ঞানমন্মত্ব তৎকলমাহ—যো বৈতামিত্যাদিনা ।
যথোক্তমমৃতভূতঃ—পুরুষ ইতি । কলবিষয়ঃ মন্ত্রপদমুপাদায় তদীয়ঃ ব্রাহ্মণমবত্যা ব্যাকরোতি—
সোহন্নমিত্যাদিনা । যথোক্তোপাসনবতো যথোক্তং কলম্ । প্রাধাত্তেনৈব সোহন্নমজীতি সত্বকঃ ।
বিদ্বোহন্নং প্রতি গুণভাবাবে হেতুমাহ—অন্নানামিতি । উক্তমর্থঃ প্রতিগৃহীতি—ভোক্তৈবেতি ।
প্রতীতিসিদ্ধয়ে প্রণয়তি—স দেবানিত্যাদিনা ॥ ৫৬ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—‘যৎ সপ্ত অন্নানি’ ইত্যাদি । ‘যৎ’পদটি ‘অজ্ঞনয়ৎ’
ক্রিয়ার বিশেষণ ; ‘মেধা’ অর্থ—জ্ঞান, এবং ‘তপঃ’ অর্থ—কর্ম ; এখানে জ্ঞান ও
কর্মেরই প্রসঙ্গ চলিতেছে ; এইজন্ত জ্ঞান ও কর্মই মেধা ও তপঃ শব্দের অর্থ ;
কিন্তু অন্তপ্রকার মেধা ও তপস্তা অর্থ নহে ; কারণ, এখানে তাহাদের কোনই
প্রসঙ্গ নাই । জারাদি-লাভের উপায়স্বরূপ পাদুক্ত কর্ম [পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে],
এবং পরেও “য এবং বেদ” বলিয়া জ্ঞানের প্রসঙ্গ করা হইয়াছে ; অতএব এখানে
লোকপ্রসিদ্ধ মেধা ও তপস্তার আশঙ্কা করা উচিত হয় না । অতএব, পিতা
জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা যে সপ্তপ্রকার অন্ন উৎপাদন করিয়াছেন, ‘সে সমুদয় প্রকাশ
করিব’ এইরূপ বাক্যশেষ পূরণ করিয়া লইতে হইবে ।

উক্ত মন্ত্রসমূহের অর্থ প্রচ্ছন্ন থাকায় ; সহজে সাধারণের বুদ্ধিগম্য হয় না ;
এই কারণে ব্রাহ্মণ (উপনিষদাগ) দিয়া করিয়া নিজেই সেই মন্ত্রার্থ-প্রকাশে
প্রবৃত্ত হইতেছেন (১) ।

(১) বেদ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ;—(১) মন্ত্র, ও (২) ব্রাহ্মণ । মন্ত্রভাগের
অধিকাংশই কর্মবিধারক ও কর্মে বিনিমুক্ত ; আর ব্রাহ্মণভাগের অধিকাংশই মন্ত্রার্থ-প্রকাশনে
ও জ্ঞানোপদেশে প্রবৃত্ত । সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেরাই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ; এইজন্ত
বেদেরও, যে অংশ মন্ত্রের রহস্ত প্রকাশ করিয়াছে, সে অংশকে ‘ব্রাহ্মণ’ নামে অভিহিত করা
হইয়াছে । এখানেও এই দ্বিতীয় প্রতিপত্তিতে প্রথমোক্ত মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা রহিয়াছে ; এইজন্ত
ভাস্ক্যকার ইহাকে ‘ব্রাহ্মণ’ শব্দে উল্লিখিত করিয়াছেন ।

তদ্ব্যখ্যে .“যৎ সপ্তারানি মেধয়া তপসাহজনয়ৎ পিতা” এই মন্ত্রের অর্থ কি ? বলা হইতেছে—প্রসিদ্ধার্থ-প্রতিপাদক হি-শব্দেই উত্তর-প্রদানের কথা বলিয়া দিতেছে ; অভিপ্রায় এই যে, উক্ত মন্ত্র-সমূহের অর্থ ত প্রসিদ্ধই আছে । আর “যৎ অজনয়ৎ” (তিনি যে উৎপাদন করিয়াছিলেন,) এই বাক্যটিও অনুবাদাকারে প্রযুক্ত হইয়াছে ; [প্রসিদ্ধের পুনরুল্লেখকে অনুবাদ বলে ।] সুতরাং তাহা দ্বারাও ইহার প্রসিদ্ধতাই প্রকাশ করা হইয়াছে (১) ; এই কারণে উক্ত ব্রাহ্মণ-শ্রুতি নিঃশঙ্কভাবেই বলিয়াছেন—“মেধয়া ঐ তপসা অজনয়ৎ পিতা” ইতি । ১

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, এ কথাটা প্রসিদ্ধার্থক কিসে ? হাঁ, বলা হইতেছে—জায়া হইতে কর্মপর্য্যন্ত যে সমস্ত লোক-ফলের সাধন উক্ত হইয়াছে, পুরুষই সে সমুদায়ের প্রত্যক্ষসিদ্ধ পিতা, “আমার জায়া হউক” ইত্যাদি বাক্যেও সে কথাই অভিহিত হইয়াছে ; আর দৈব বিত্ত বিত্তা, কর্ম ও পুত্র, এই তিনটি যে, ফলস্বরূপ লোকসমূহের সৃষ্টি-সাধন, এ কথাও বলা হইয়াছে ; এবং পরেও যাহা বলা হইবে, তাহাও প্রসিদ্ধ আছে ; অতএব “মেধয়া” ইত্যাদি কথা অবশ্যই বলা বাইতে পারে । ২

ফলের উদ্দেশ্যেই যে, এষণা বা কামনার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহাও জগতে সুপ্রসিদ্ধ ; আর জায়া প্রভৃতি বিষয়ই যে, এষণা বা এষণার বিষয়, এ কথাও “এতাবান্ বৈ কামঃ” এই বাক্যেই অভিহিত হইয়াছে, কেননা, ব্রহ্মবিজ্ঞালাভে সর্বত্র একই দর্শনলাভ অর্থাৎ একাত্মতাব দর্শন হইয়া থাকে ; সুতরাং সেখানে আর কোন প্রকার কামনা হইতে পারে না ; ইহা দ্বারা এ কথাও বলা হইল যে, স্বভাবসিদ্ধ আশাক্রীয় জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা জগৎসৃষ্টি হইয়া থাকে ; কেননা, স্বাবরত্বপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত যে সকল অনিষ্ট ফল, কর্ম-বিজ্ঞানই তাহার নিদান । প্রকৃতপক্ষে কিন্তু শাস্ত্রোক্ত সাধ্য-সাধনভাবই অর্থাৎ শাস্ত্রেতে যে যে কর্ম ও বিজ্ঞানকে যে যে ফলের হেতু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, সেইরূপ কার্য্য-কারণভাবই শ্রুতির অভিপ্রেত, (কিন্তু অশাক্রীয় সাধ্যসাধনভাব নহে) ; কারণ, ব্রহ্মবিজ্ঞার বিধান করাই যখন শ্রুতির অভিপ্রেত, তখন অশাক্রীয় বিষয়ে বৈরাগ্য-সমুৎপাদন করাও তাহার অবশ্যই অভিপ্রেত ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, ব্যক্তাব্যক্তময় এই সমস্ত সংসারই অশুদ্ধ, অনিত্য,

(২) তাৎপর্য্য—প্রসিদ্ধ বিষয়ের প্রকাশক বাক্যকে ‘অনুবাদ’ বলে । আলোচ্য স্থলে কেবল সপ্তপ্রকার অগ্নের উৎপাদন মাএ উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু কি প্রকারে বা কখন হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথাই নাই ; কাজেই ইহাকে একপ্রকার সিদ্ধবৎ নির্দেশ বলা বাইতে পারে ; এই জন্যই ভাস্কর এই কথাটিকে অনুবাদের তুল্য বলিয়াছেন ।

সাধ্য-সাধনভাবাপন্ন দ্রুতময় এবং অবিচার অধিকারভুক্ত ; এইরূপ জ্ঞানবশতঃ যাহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছে, তাহার জ্ঞান ব্রহ্মবিজ্ঞান নিরূপণ করা আবশ্যক ; [কাজেই বলিতে হইবে যে, ব্রহ্মবিজ্ঞানের জ্ঞান বৈরাগ্য সমুৎপাদন করাই ক্রতির অভিপ্রেত] । ৩

তন্মধ্যে এখন প্রথমতঃ অন্নসমূহের বিভাগক্রমে বিনিয়োগ বলা হইতেছে,—
“একমস্ত সাধারণম্” এইটুকু হইল মন্ত্র-পদ (মন্ত্রাকর), তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ—
এই মন্ত্রে ‘ইহাই সামান্ততঃ ভোক্তৃগণের সাধারণ অন্ন’ এইরূপ অর্থ কথিত হইয়াছে । ভাল, জিজ্ঞাসা করি, সেই অন্নটি কি ? [উত্তর—] সমস্ত প্রাণীরা প্রত্যহ এই যাহা ভক্ষণ করে, পিতা অন্ন সৃষ্টির পর ইহাকেই সাধারণ—সর্ব-ভোক্তার ভোজ্যরূপে নিরূপিত করিয়াছিলেন । যে ব্যক্তি, সর্বপ্রাণীর স্থিতির হেতুভূত এই সাধারণ অন্নের উপাসনা করে, অর্থাৎ এই অন্নেই একনিষ্ঠ হয়, এবংভূত সেই লোক পাপ—অধর্ম হইতে ব্যাবৃত্ত হয় না—পাপমুক্ত হয় না । জগতে তৎপরতা বা একনিষ্ঠা অর্থেও ‘উপাসনা’ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় ; যেমন—‘শুক্ল উপাসনা করে’ ‘রাজার উপাসনা করে’ ইত্যাদি । অতএব বুঝিতে হইবে যে, শরীর-পোষণ করাই যাহার অন্নভক্ষণের উদ্দেশ্য, কিন্তু অদৃষ্টজনক (পুণ্যোৎপাদক) কর্ম্মফলার্থে মনোযোগ নাই, এতাদৃশ লোক পাপ-বিমুক্ত হয় না] । এতদনুরূপ মন্ত্রও আছে—‘মোষ—বিফল অন্ন লাভ করে’ ইত্যাদি । স্মৃতি শাস্ত্রেও আছে—‘কেবল আপনার জ্ঞান অন্ন পাক করাইবে না’, ‘যে লোক ইহাদের (দেবগণের) উদ্দেশ্যে দান না করিয়া ভোজন করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই চোর’ । ‘জগহা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণঘাতক (১) ব্যক্তিও তদীয় অন্নভক্ষক লাভ করিয়া পাপ হইতে বিশুদ্ধি লাভ করে’ ইত্যাদি । ৪

ভাল, পাপবিমুক্ত হয় না কেন ? যেহেতু, ইহা হইতেছে পাপমিশ্রিত ; কারণ, প্রাণিগণ যাহা ভোজন করিয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে তাহা সর্বসাধারণের অবিভক্ত সম্পত্তি ; সেই কারণেই ইহা মিশ্র বা অবিভক্ত ধন । দেখিতে পাওয়া যায়, যখনই কেহ একটি গ্রাস মুখমধ্যে নিক্ষেপ করে, তখনই তাহা অপরের পীড়াজনক হইয়া থাকে ; কারণ, ঐ গ্রাসটি হইতেছে সর্বভোজ্য অর্থাৎ সকলেরই ভোজনের যোগ্য ; সেই গ্রাসের উপর সকলেই ‘ইহা আমার হউক’

(১) তাৎপর্য—এখানে ‘জগহা’ শব্দে শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণহত্যাকারী বুঝিতে হইবে ; শাস্ত্র বলিতেছেন—“বরিষ্ঠ-ব্রহ্মহা চৈব জগহেত্যভিধীয়তে” অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে হত্যা করে, সে ‘জগহা’ বলিয়া আখ্যাত হয় ।

এইরূপ আশা করিয়া থাকে ; অতএব পরপীড়া সমুৎপাদন না করিয়া একটা গ্রাসও গলাধঃকরণ করা যায় না । স্বতিশাস্ত্রেও আছে—‘মনুষ্যগণের পাপ [অশ্রুতি]’ ইত্যাদি । ৫

কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, গৃহহৃগণ প্রতাহ যে, বৈশ্বদেব যাগে অন্ন প্রদান করিয়া থাকে ; [ইহা হইতেছে সেই অন্ন] । বস্তুতঃ সে অর্থ ঠিক নহে ; কারণ, ‘বৈশ্বদেব’ যজ্ঞে যে অন্ন প্রদত্ত হইয়া থাকে, সর্বপ্রাণিভোজ্য অন্নের জায় তাহাতেও যে, সমস্ত ভোক্তার সাধারণ স্বত্ব আছে, ইহা ত প্রত্যক্ষতঃ পাওয়া যায় না ; তাহার পর “যং ইদম্ অজ্ঞতে” বাক্যটিও ঐরূপ অর্থের পক্ষে অস্বকূল হইতেছে না (২) । বিশেষতঃ বৈশ্বদেব-যজ্ঞীয় অন্ন ও যখন সর্বপ্রাণীর ভূজ্যমান অন্নেরই অন্তর্গত, তখন কুকুর ও চাণ্ডালাদির ভক্ষণযোগ্য অন্নেরই গ্রহণ করা উচিত ; পক্ষান্তরে, বৈশ্বদেবযজ্ঞাঙ্গ অন্ন ছাড়াও কুকুর ও চাণ্ডালাদির ভক্ষণীয় অন্নের সম্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় ; সুতরাং তদ্বিবয়ে প্রত্যক্ষবোধক ‘ইদম্’ শব্দের প্ররোগ যুক্তিযুক্তই হয় । ৬

পক্ষান্তরে, এখানে সাধারণ অন্নবোধক অন্ন-শব্দে যদি সর্বপ্রাণিভোজ্য অন্ন গ্রহণ না করা হয়, তাহা হইলে ইহার অর্থ হয় এই যে, পিতা ইহার সৃষ্টিও করেন নাই, এবং কাহারো জন্ত বিনিয়োগও করেন নাই ; অথচ অন্নমাত্রই যে, তাহার সৃষ্ট এবং প্রাণিবিশেষের জন্ত নির্দিষ্ট, ইহা সকলেরই অনুমোদিত । বিশেষতঃ শাস্ত্রোক্ত বৈশ্বদেবনামক কৰ্ম্মানুষ্ঠাতার পাপস্পর্শ হওয়াও যুক্তিসঙ্গত হয় না । আর বৈশ্বদেব যাগের যে, কোথাও নিষেধ আছে, তাহাও নহে ; এবং মৎস্ত-হিংসাদি কার্যের জায় ইহা যে, স্বভাবতই নিষিদ্ধ, তাহাও নহে ; কারণ, শিষ্ট লোকেরা ইহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ; পক্ষান্তরে, বৈশ্বদেব-যাগের অকরণে প্রত্যবায়েরও উল্লেখ আছে ; অথচ অন্নশব্দের সর্বসাধারণ অন্ন অর্থ করিলে ‘যে লোক অধিগণকে অন্ন না দিয়া নিজে অন্ন ভক্ষণ করে, আমি তাহাকে ভক্ষণ করি’ এই মন্ত্রবচনানুসারে অন্নত্যাগ প্রত্যবায়োক্তিও সুসঙ্গত হয় ; অতএব অন্ন শব্দের সাধারণ অন্ন অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন । ৭

‘দে দেবান অভাজনং’ ইতি মন্ত্র,—যে দুইটি অন্ন সৃষ্টি করিয়া দেবগণের

(২) তাৎপর্য—‘ইদম্’ শব্দে সাধারণতঃ প্রত্যক্ষগম্য বিষয় বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু বৈশ্বদেব যজ্ঞে যে, সকল প্রাণীই অন্ন ভক্ষণ করে, ইহা ত প্রত্যক্ষ হয় না ; কাজেই ক্রতির “যং ইদম্ অজ্ঞতে” এই ‘ইদম্’ শব্দের অর্থ সঙ্গত হয় না, এই জন্ত ভাস্করকার বলিলেন যে, এ পক্ষে “যদিদয়জ্ঞতে” বাক্যটিও অস্বকূল হইতেছে না ।

ভোগে বিনিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই দুইটি অন্ন কি কি, তাহা বলা হইতেছে—
 তাহা হত ও প্রহত ; হত অর্থ—অগ্নিতে হোম করা, আর প্রহত অর্থ—হোমা-
 নস্তর বলি বা উপহার প্রদান করা । যেহেতু, পিতা এই দুইটি অন্নদান করিয়া-
 ছিলেন ; সেই হেতু এখনও গৃহস্থগণ উপযুক্ত সময়ে দেবগণের উদ্দেশে হোম
 করিয়া থাকে,—‘আমরা এই অন্ন দেবগণের উদ্দেশে প্রদান করিতেছি’ মনে
 করিয়া আহুতি দিয়া থাকে, এবং হোমশেষে বলিপ্রদান করিয়া থাকে । অপরে
 বলেন, পিতা যে, দেবগণের উদ্দেশে দুইটি অন্ন দিয়াছিলেন, তাহা হত ও প্রহত
 নহে, তবে কি ? না, সে দুইটি হইতেছে দর্শ ও পূর্ণমাস নামক দুইটি যাগ । [যে
 অগ্নে এই] দ্বিভুক্তির কিছুমাত্র বিশেষ না থাকায়ও [বৃষ্টিতে হইবে,] হত ও
 প্রহতের উল্লেখ প্রাথমিক অর্থাৎ আপাত উত্তরমাত্র, (কিন্তু উহা প্রকৃত উত্তর
 নহে) । ৮

যদিও হত-প্রহত সম্বন্ধেও দ্বিভুক্তির উপপত্তি সম্ভবপর হয় সত্য, তথাপি
 ঋতিপ্রসিদ্ধ দর্শ ও পূর্ণমাস যাগেরই দেবায়ত্ত্ব অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ ; কারণ, মন্ত্রেই
 ঐরূপ অর্থ প্রকাশিত আছে । আর মুখ্য ও গৌণ, উভয়ের প্রাপ্তিসম্ভাবনাত্তলে
 প্রথমেই মুখ্যার্থের প্রতীতি হইয়া থাকে ; এবং হত ও প্রহত অপেক্ষা দর্শ ও
 পূর্ণমাস যাগের প্রাধান্যও আছে ; অতএব “দে দেবান্ অভ্যজরং” মন্ত্রে তদুভয়েরই
 গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত হয় । যেহেতু, পিতা এই দর্শ-পূর্ণমাসনামক অন্ন দুইটি দেবতা-
 গণের উদ্দেশে নিদিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেই হেতু যাহাতে সেই দুইটি অন্নের
 দেবভোগ্যত্ব বাহ্যত না হয়, তজ্জন্ত লোকে ইষ্টিষাভুক অর্থাৎ কাম্যবাগানুষ্ঠানে
 তৎপর হইবে না ।—ইষ্টি শব্দের অর্থ কাম্য (কলাতিলাবে অনুষ্ঠেয়) যাগ ;
 শতপথ ব্রাহ্মণে এইরূপই প্রসিদ্ধি আছে । যজুর্দাতুর উত্তর ‘তাচ্ছীল্য’ প্রত্যয়
 (‘উকঞ’) থাকায় বৃষ্টিতে হইবে যে, বজ্রানুষ্ঠানকে প্রধান কর্তব্য মনে
 করিবে না । ৯

“পশুভ্য একং প্রাবচ্ছং” ইতি ।—পিতা পশুগণের উদ্দেশে যে অন্ন প্রদান
 করিয়াছিলেন, সেই অন্নটি কি ? সেই অন্ন—পর্যস্ (দুগ্ধ) । ভাল, পশুগণ যে,
 এই অন্নের স্বামী বা অধিকারী, ইহা কিসে জানা যায় ? তদুত্তরে বলিতেছেন—
 যেহেতু, বহুমুখ ও পশুগণ অগ্নে—ভূমিষ্ঠ হইবার পর প্রথমেই দুগ্ধ ভক্ষণ করিয়া
 থাকে ; এই দুগ্ধরূপ অন্নই তাহাদের অভ্যস্ত বা জ্ঞায্য, নচেৎ প্রথমেই সকলে তাহা
 উপজীবা (ভক্ষণীয়) করিবে কেন ? । ১০

অগ্নে যে, তাহাই ভক্ষণ করে কেন, তাহা বলা হইতেছে—যেহেতু, পিতা

প্রথমে যেক্ষণ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিগেন, মনুষ্য ও পশুগণ আজও ঠিক সেই রূপেই সেই অন্ন দ্বারাই জীবন ধারণ করিতেছে ; সেই হেতু ত্রৈবর্গিকগণ (ব্রাহ্মণ, কল্মিষ ও বৈশ্য) জাতকর্ষের সময় (১) নবজাত বাণককে সুবর্ণসংযুক্ত ঘৃত লেহন করাইয়া থাকে—ভক্ষণ করাইয়া থাকে ; বাহাদের জাতকর্ষে অধিকার নাই, তাহারাও যথাসম্ভব ঘৃত-প্রাণনের পরে বা অগ্রে স্তন্যপান করাইয়া থাকে ; মনুষ্যের প্রাণিগণ অগ্রেই স্তন্যপান করাইয়া থাকে । এই কারণেই নবজাত পশুবৎসকে লক্ষ্য করিয়া—‘এই বৎসটির বয়স কত ?’ জিজ্ঞাসা করিলে, তৎক্ষণে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বলিয়া থাকে যে, ‘এটি ‘অতুণাদ’ গ্রন্থেও তুণ ভক্ষণ করে না, অর্থাৎ অতীব শিশু—কেবল দুগ্ধ দ্বারাই জীবন ধারণ করিতেছে’ । ১১

প্রথমে যে, জাতকর্ষ-সময়ে ঘৃত ভক্ষণ করে, এবং অপর সকলে যে, দুগ্ধ পান করে, ইহা দ্বারা তাহারা সর্বতোভাবে দুগ্ধসেবনই করিয়া থাকে ; কারণ, ঘৃত ত দুগ্ধেরই বিকার বা পরিণতি ; সুতরাং উহাও দুগ্ধেরই অন্তর্ভূত । ভাল, পশুর অন্ন হইতেছে সপ্তম, তবে তাহাকে চতুর্থরূপে ব্যাখ্যা করা হইতেছে কেন ? [উত্তর—] যেহেতু, ইহা কন্মসাধন অর্থাৎ কন্মনিপত্তির সহায় ; অগ্নি-হোতাদি কন্মগুলি সাধারণতঃ দুগ্ধরূপ সাধনসাপেক্ষ এবং বিত্তসাধ্য, সেই কন্মই আবার পরবর্তী ত্রিবিধ অন্নের সাধন, অর্থাৎ বিত্ত দ্বারা কন্ম সম্পাদন করিতে হয়, এবং সেই কন্ম দ্বারা আবার বক্ষ্যমাণ তিন প্রকার অন্ন সমুৎপাদন করিতে হয় । পূর্বোক্ত দশ-পূর্ণমাস নামক দুইটি অন্ন ইহার উদাহরণ । অতএব কর্ষের সহিত সম্বন্ধ থাকায় কর্ষের সঙ্গে মিলাইয়া একত্রে উপদেশ করা হইয়াছে ; বিশেষতঃ ঘৃত ও দুগ্ধের কন্মসাধনই যখন তুল্য, কিছুমাত্র বিশেষ নাই, অতএব অর্থগত সামিধ্য অপেক্ষা পাঠলক্ষ্য আনন্তর্য্য বা সামিধ্য অনুপযোগী অর্থাৎ উপেক্ষণীয় । ব্যাখ্যা-সৌকর্য্যও ঐরূপ ক্রমলব্ধনের অপর কারণ,—বাহার সঙ্গে বাহার পৌর্কোপার্য্য আছে, পৌর্কোপার্য্যক্রমে সে সমুদয়ের ব্যাখ্যা করিতেও সুবিধা হয়, কোন কষ্ট হয় না, এবং ঐরূপে ব্যাখ্যা করিলে বুঝিবার পক্ষেও বিশেষ সাহায্য হয় । ১২

“তন্নিব সর্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি, যচ্চ ন” এই অংশের অর্থ কি, তাহা

(১) তাৎপর্য্য—‘জাতকর্ষ’ দশবিধসংস্কারের অন্ততম সংস্কার । পুত্র-সন্তান হইবামাত্র, পিতাকে এই সংস্কার সম্পাদন করিতে হয় । এই সংস্কারে সন্তোজাত শিশুকে প্রথমেই বর্ণপাত্রস্থ ঘৃত লেহন করাইতে হয়, পরে স্তন্যপান করাইতে হয়, ঘৃত ভোজনের পূর্বে শিশুকে আর কিছুই খাইতে দিবে না ।

বলা হইতেছে—যাহা প্রাণধারণ করে অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসাদি প্রাণ-চেষ্টা করে, এবং যাহা প্রাণ ধারণের চেষ্টা করে না—স্বাবরপদার্থ—পর্কতপ্রভৃতি, অধ্যাত্ম, অধিতৃত ও অধিদৈবতাত্মক সেই নিখিল জগৎই তাহাতে—দৃষ্টে প্রতিষ্ঠিত বা আশ্রিত । যাহা বলা হইল, তাহা যে লোকপ্রসিদ্ধ, তাহা প্রসিদ্ধিজ্ঞাপক হি-শব্দে স্মৃতিত হইয়াছে । ভাল, পয়ঃ-দ্রব্যটি সর্বজগতের আশ্রয় হয় কিরূপে ? ইহা, যে হেতু উহা কারণ ; এখানে কারণ অর্থ অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মনিষ্পাদক ; এই নিখিল জগৎই যে, অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মে প্রদত্ত আহুতির পরিণাম বা ফলস্বরূপ, ইহা শত শত শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের স্থিরতর সিদ্ধান্ত । অতএব হি-শব্দ দ্বারা উক্ত-প্রকার প্রসিদ্ধিথাপন করা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে । ১৩

অপরাপর ব্রাহ্মণেও এই কথাই বলিয়াছেন—সংবৎসরকাল হুৎ দ্বারা হোম করিলে পুনর্মরণ জর করে । অভিপ্রায় এই যে, এক বৎসরে অগ্নিহোত্রবাগের আহুতি হয়—তিন শত ষাট্, [আবার সারংকালের আহুতি ধরিলে সমষ্টি সংখ্যা হয়—] সাত শত কুড়ি । [যাজুয়তী বাগের আহুতিসংখ্যাও এতদুলা ; স্মৃতরাং] সংবৎসরের দিন ও রাত্রি মিলিত হইয়া যাজুয়তী ইষ্টিস্বরূপ (যাগস্থানীয়) নিম্ন হয় ; তাহার সৎবৎসরাত্মক অগ্নিসংজ্ঞক প্রজাপতিঃ প্রাপ্ত হয় ; এই প্রকার চিন্তাপূর্বক এক বৎসর হোম করিলে পুনর্মৃত্যুকে জর করে, অর্থাৎ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া দেবলোকে জন্ম ধারণ করিয়া—পুনর্বার আর মরে না, বেদের ব্রাহ্মণসমূহ এই প্রকার বলিয়া থাকেন । ১৪

কিন্তু এরূপ বুঝিবে না, অর্থাৎ এরূপ মনে করিবে না যে, যে দিনে হোম করে, ঠিক সেই দিনই পুনর্মরণ জর করে, আর সংবৎসরব্যাপী হোমের অপেক্ষা করে না । এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া জ্ঞানবান্ পুরুষ পুনর্মরণ জর করে । পূর্বে যে বলা হইয়াছে, এই সমস্ত জগৎই আহুতির পরিণামস্বরূপ ; স্মৃতরাং সমস্ত জগৎই আহুতি-সাধন পরোহবহিত (দৃষ্টাশ্রিত) ; অতএব এক দিনেই অর্থাৎ একদিনমাত্র হোমেই সর্বজগদাত্মভাবে লাভ করিয়া পাকে, ‘পুনর্মরণ জর করে’ কথায় তাহাই বলা হইতেছে ; অর্থাৎ বিদ্বান্ পুরুষ একবার মরিয়া—শরীরবিযুক্ত হইয়া সর্কাত্মভাবে প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার মৃত্যু লাভ করিবার জন্ত আর পরিচ্ছিন্ন (মৃত্যুদ্বাদি শরীর) গ্রহণ করে না । ১৫

সর্কাত্মত্বপ্রাপ্তিতে যে, মৃত্যুকে জর করা যায়, তাহার হেতু কি ? বলিতেছি—বেহেতু, সে লোক সারং ও প্রোতঃকালীন আহুতি-সমর্পণ দ্বারা সমস্ত দেবতার উদ্দেশে সমস্ত অন্নাত্ম অর্থাৎ ভক্ষণীয় দ্রব্য প্রেযাস করে ; অতএব ইহা যুক্তিসঙ্গতই

বটে যে, সমস্ত দেবতার অন্নরূপে আপনাকে আহুতিময় করিয়া—সমস্ত দেবতার সঙ্গে একাত্ম্যভাব বা অভিন্নভাব প্রাপ্ত হইয়া—নিজে সৰ্বদেবময় হইয়া যান, কাজেই পুনর্বার আর মৃত্যু লাভ করে না । স্বয়ং ব্রাহ্মণও এ কথা বলিয়াছেন—‘স্বয়ম্ ব্রহ্মা তপস্তা করিয়াছিলেন ; তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তপস্তাতে অনন্ত ফল লাভ হয় না ; আমি ভূতগণের উদ্দেশ্যে আপনাকে এবং ভূতসমূহকেও আমাতে আহুতি প্রদান করিব । এইরূপে আপনাকে সৰ্বভূতে এবং সৰ্বভূতকে আপনাতে আহুত করিয়া সৰ্বভূতের শ্রেষ্ঠত্বরূপ স্বারাজ্য আধিপত্য লাভ করিব’ ইত্যাদি । ১৬

‘সৰ্বদা ভক্তিত হইয়াও সেই অন্নসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না কেন?’ এ কথার অর্থ এইরূপ—পিতা যে সময়ে সপ্তপ্রকার অন্ন সৃষ্টি করিয়া বিভিন্ন প্রাণীর উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন অন্ন প্রদান করিলেন, সেই সময় হইতেই সেই সমস্ত ভোক্তৃগণ-কর্তৃক অন্নসমূহ নিরন্তর ভুক্তিত হইতেছে ; অতএব ক্ষয়ের কারণ বিদ্যমান থাকায় সে সমুদায়ের ক্ষয় হওয়াই উচিত ; অথচ সে সমস্ত অন্ন আজও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে না ; কারণ, আজও অন্ন-জগতের অক্ষুণ্ণরূপে অবস্থিতি দেখা যাইতেছে ; অতএব, ইহা ক্ষয় না হইবার নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে ; এইজন্ত জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, কি কারণে সে সমুদয় অন্নের ক্ষয় হইতেছে না ? ১৭

ইহার প্রত্যুত্তর এই—“পুরুষঃ অক্ৰিতিঃ”,—এই পিতা প্রথমে যেমন জ্ঞান ও পরীক্ষাপেক্ষ পাণ্ডিত্য কৰ্ম্ম দ্বারা উক্ত অন্নসমূহের সৃষ্টি ও ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তেমনি তিনি বাহাদের উদ্দেশ্যে অন্নপ্রদান করিয়াছিলেন, তাহারাও নিশ্চয়ই সেই সমুদয় অন্নের ভোক্তা ও পিতা (শ্রষ্টা) বটে ; কারণ, তাহারাও স্বীয় জ্ঞান ও কৰ্ম্ম দ্বারা সেই সমুদয় অন্ন উৎপাদন করিতেছে । সেই এই কথাই বলা হইতেছে যে, পুরুষ—যিনি অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন, সেই ভোক্তাই অক্ৰিতি অর্থাৎ অন্নক্ষয় না হইবার কারণ । ভাল কথা, এই পুরুষই অক্ষয়ের হেতু হয় কি প্রকারে ? তদন্তরে বলিতেছেন—যেহেতু, এই পুরুষ (জীবগণ) কৰ্ম্মের ফলস্বরূপ কার্য্যকরণাত্মক এই দৃষ্টমান সপ্তপ্রকার অন্ন ভোজন করত সেই পুরুষই আবার বিবিধ বুদ্ধি দ্বারা—সমযোচিত বিশেষ বিশেষ জ্ঞান দ্বারা, এবং কৰ্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ বাক্য, মন ও শারীর চেষ্টার সাহায্যে বারংবার উৎপাদন করিয়া থাকে । জ্ঞান ও কৰ্ম্মের সাহায্যে যদি ক্ষণকালও যথোক্ত এই সপ্তপ্রকার অন্ন সমুৎপাদন না করিত, তাহা হইলে অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হইত,

অর্থাৎ নিরন্তর ভক্তিত হইয়া নিশ্চয়ই অন্ন প্রাপ্ত হইত। অতএব ব্রহ্মিতে হইবে যে, এই পুরুষ (প্রাণিগণ) যেমন সর্বদা অন্ন ভক্ষণ করে, তেমনি বর্ণাশ্রমাদি জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা ইহার সৃষ্টিও করে; সেই জন্যই পুরুষ ‘অক্ষিতি’ অর্থাৎ নিরন্তর অন্ন সমুৎপাদন করে, ইহাই অন্নক্ষয় না হইবার কারণ; এই হেতুই সর্বদা ভক্তিত হইয়াও অন্নসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে না। ১৮

অতএব ব্রহ্মিতে হইবে যে, জ্ঞান ও ক্রিয়াপ্রবাহানুগত কার্য-কারণান্বক ও ক্রিয়াকলস্বরূপ এবং সমষ্টিভূত বহুপ্রাণীর কর্মজন্ত বাসনা হইতে সমুৎপন্ন বলিয়াই ইহা ক্ষণিক অন্তঃক অনিত্য নদী-স্রোতঃ ও জলপ্রবাহের তুল্য, কদমীকৃত্ত্বের দ্বারা অসার (সত্যতারহিত) জলের ফেনা, মারামর মরীচিকা ও স্বপ্নাদির সদৃশ, কিন্তু তাপাপি, সংসারাসক্ত ভ্রান্ত লোকদিগের নিকট অবিকৃতভাবে অবস্থিত নিত্য সারবানের দ্বারা প্রতীত হইয়া থাকে; লোকের হৃদয়ে বৈরাগ্যসমুৎপাদনার্থ “ধিয়া ধিয়া জনয়তে” কথার এই তত্ত্বই জ্ঞাপন করা হইতেছে। এইরূপে বিষয়-বিরক্ত লোকদিগের জন্ত চতুর্থ অন্ন হইতেই একবিদ্যার প্রস্তাবনা আরম্ভ করা সম্ভব হইরাছে। ১৯

“যো বা এতামক্ষিতিং বেদ” ইতি। যথোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারাই অপর অন্ন-ত্রয়েরও ব্যাখ্যা সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে; এইরূপ মনে করিয়া প্রতি সেই অন্নত্রয়ের তত্ত্ববিজ্ঞানের কথা না বলিয়া কেবল মাত্র ফলের উপসংহার করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন,—যে ব্যক্তি এই অক্ষিতি অর্থাৎ অন্নক্ষয় না হইবার যথোক্ত কারণ অবগত হন, পুরুষই এই অন্নসমূহের অক্ষিতি, পুরুষই স্বীয় জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা পুনঃ পুনঃ এই অন্নসৃষ্টি করিয়া থাকে; পুরুষ যদি সৃষ্টি না করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অন্নের ক্ষয় হইয়া বাইত—এই রহস্ত জানেন, তিনি প্রতীক দ্বারা অন্নভক্ষণ করেন। এ কথার অর্থ বলা হইতেছে—মুখ অর্থ—মুখ্য—প্রধান; যে লোক অন্নপ্রাপ্ত পুরুষকেই অ-ক্ষয়ের প্রধান হেতু বলিয়া জানেন, তিনি অন্ন ভোগ করেন, কখনই অন্নের অধীন হন না, অর্থাৎ যথোক্ত বিদ্যাসম্পন্ন পুরুষ অন্ন-সমূহের আশ্রিত হইয়া অন্নসমূহের ভোক্তাই হন, কিন্তু কখনও অন্ন লোকের দ্বারা ভোজ্যতা প্রাপ্ত হন না। ‘তিনি দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন এবং উত্তম জীবিকা লাভ করেন’, একবার অর্থ—দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন—দেবতাব প্রাপ্ত হন; উর্দ্ধ—অমৃত ভোগ করেন; ইহা কেবল প্রথমসারাজ; কারণ, তাহার পক্ষে কিছুই অপূর্ণ—অভিন্নব ভোগ্য বা প্রাপ্য থাকে না। ২০ ২১

ত্রীণ্যাত্মনেহকুরুতেতি মনো বাচঃ প্রাণঃ তান্যাত্মনেহকুরু-
তান্যত্মনা অভূবঃ নাদর্শমণ্ডিতমনা অভূবঃ নাশ্রোষমিতি মনসা
হেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি ।

কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতিহ্রীর্ধী-
ভীরিত্যেতৎ সর্বং মন এব, তস্মাদপি পৃষ্ঠত উপস্পৃষ্টো মনসা
বিজানাতি, যঃ কশ্চ শকো বাগেব সা ।

এষা হস্তমায়ন্তেষা হি ন, প্রাণোহপানো ব্যান উদানঃ
সমানোহন ইত্যেতৎ সর্বং প্রাণ এবৈতন্ময়ো বা অয়মাত্মা
বাহ্যয়ো মনোগয়ঃ প্রাণময়ঃ ॥ ৫৭ ॥ ৩ ॥

“সরলার্থঃ ।—“ত্রীণি আত্মনে অকুরুত” ইতি, [ইদং প্রতীকমাদায়
ব্যাচষ্টে—] মনঃ বাচঃ প্রাণঃ—তানি (ত্রীণি অন্নানি) আত্মার্থঃ (আত্মনঃ
ভোগায়) অকুরুত (অজ্ঞনয়ৎ) [পিতা ইতি শেষঃ] । [মনসোহস্তিত্তে
লিপ্তমাত্] অত্মত্মনাঃ (বিযয়ান্তরাসক্চেতাঃ) অভূবম্, [অতএব] ন
অদর্শং (ন দৃষ্টবান্ অস্মি) ; অত্মত্মনা অভূবঃ, ন অশ্রোষং (ন শ্রুতবান্
অস্মি) । [কৃত এতৎ ?] তি (যস্মাৎ) মনসা এব পশ্যতি, মনসা এব
শৃণোতি । [মনসঃ স্বরূপমাত্] কামঃ (ক্লীসম্ভোগাত্তিলাষঃ), সংকল্পঃ (নীল-
পীতাদিভেদবিকল্পনম্), বিচিকিৎসা (সংশয়জ্ঞানং), শ্রদ্ধা (শাস্ত্রোক্তকর্ম্মাদিষু
আস্তিক্যবুদ্ধিঃ), অশ্রদ্ধা (তত্রাসত্যতাবুদ্ধিঃ), ধৃতিঃ (দেহাদীনামবসাদে
উত্তম্ভনং ধারণমিতি যাবৎ), অধৃতিঃ (তদ্বিপর্যায়ঃ), হ্রীঃ (লজ্জা), ধীঃ
(জ্ঞানং), ভীঃ (ভয়ং), এতৎ সর্বং মন এব (মনসঃ অন্তঃকরণম্ এতে
পর্মা ইত্যর্থঃ) । তস্মাৎ (মনসঃ সত্ত্বাৎ হেতোঃ) পৃষ্ঠতঃ (চকুরগোচরে)
উপস্পৃষ্টঃ (অপি সন্) বিজানাতি (বিশেষেণ অবগচ্ছতি—যস্তায়ং স্পর্শ ইতি) ।
বাচঃ সত্ত্বাবৎ প্রমাণয়তি—] যঃ কশ্চ (যঃ কশ্চিৎ) শকো (ধ্বনিঃ), সা (সঃ)
বাক্ এব ; [অতঃ বাচঃ কার্যম্ উচ্যতে—] এষা (বাক্) হি (এব) অস্তং
(বাচ্যাভিধাননির্ণয়ং) আয়ত্তা (অজুগতা—বক্তব্যপ্রকাশিকা), হি (যস্মাৎ) এষা
(বাক্ পুনঃ) ন [অন্ত প্রকাশ্য] । [অধেদানীং প্রাণসম্ভাবং সাধয়তি—] প্রাণঃ
(যুধনাসিকাবিহানবর্তী বায়ুবিশেষঃ) অপানঃ (অধোগামী), ব্যানঃ (সর্বমেহ-
বর্তী), উদানঃ (উৎক্রমণহেতুঃ), সমানঃ (রসরূদিবাদি পরিণামহেতুঃ), অনঃ

(প্রাণানাং চেষ্টাসামান্তঃ), ইতি এতৎ সৰ্বং প্রাণ এব, (ন প্রাণাদতিরিচ্যতে ইতি ভাবঃ) । অয়ং (দৃষ্টমানঃ) আত্মা (দেহপিণ্ডঃ) এতন্ময়ঃ (এতিঃ অন্নৈ-
রারব্ধঃ)—বাঙ্ময়ঃ, মনোময়ঃ প্রাণময় ইত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদঃ :—“ত্রীণি আত্মানে অকুরুত” এই বাক্যের অর্থ বলিতেছেন [আদিকর্তা] মনঃ, বাক্ ও প্রাণ, এই তিনটি অন্ন আত্মার জন্ত সৃষ্টি করিয়াছিলেন । [লোকে বলিয়া থাকে—] ‘আমার মন অল্প বিষয়ে ছিল, তাই শুনিতে পাই নাই’, [ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে,] মন দ্বারাই দর্শন করে, এবং মন দ্বারাই শ্রবণ করে । তাহার পর, কাম (ভোগাভিলাষ), সঙ্কল্প (ভাল মন্দ চিন্তা) বিচিকিৎসা (সংশয়), শ্রদ্ধা (শাস্ত্রে ও আচার্য্য-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস), অশ্রদ্ধা (শ্রদ্ধার বিপরীত), ধৃতি (ধৈর্য্য), অধৃতি (ধৈর্য্যের বিপরীত), হ্রী (লজ্জা), ধী (বুদ্ধিবৃত্তি) ও ভী (ভয়), এ সমস্ত মনই (মনেরই ধর্ম্ম) ; সেই কারণেই পশ্চাত্তাগে কেহ স্পর্শ করিলেও বুদ্ধিতে পারা যায় যে, [ইহা-অমূকের স্পর্শ] । যে কোনও রকম শব্দ হউক, সে সমস্ত বাক-ই (বাক্যের অতিরিক্ত নহে), এই বাক্ অন্তের অর্থাৎ বস্তুব্য বিষয়ের প্রকাশনে পর্যাাপ্ত, কিন্তু ইহা অপরের প্রকাশ্য নহে । তাহার পর, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান ও অন—এ সমস্তও প্রাণই ; আত্মাও এতন্ময়, বাঙ্ময়, মনোময় ও প্রাণময় অর্থাৎ বাক্ মন ও প্রাণই তাহার বিশিষ্টতা-সাধন ॥ ৫৭ ॥ ৩ ॥

শাক্তরভাস্যম্ :—পাণ্ডুরক্ত কৰ্ম্মণঃ ফলভূতানি যানি ত্রীণ্যন্নান্যাপক্ষিপ্তানি, তানি কার্য্যত্বাৎ বিস্তীর্ণবিষয়ত্বাচ্চ পূৰ্বেভ্যোহগ্নেভ্যঃ পূণশ্চৎকট্টানি ; তেবাং ব্যাখ্যানার্থ উত্তরো গ্রহ আ ব্রাহ্মণপরিসমাপ্তেঃ । ত্রীণ্যান্মনেনহুকুরুতেতি । কোহস্তার্থঃ ? ইত্যাচ্যতে—মনঃ বাক্ প্রাণঃ, এতানি ত্রীণ্যান্নানি ; তানি মনো বাচং প্রাণঞ্চ আত্মনে আত্মার্থমকুরুত কৃতবান্ সৃষ্টা আদৌ পিতা । ১

তেবাং মনসোহস্তিৎসং স্বরূপঞ্চ প্রতি সংশয় ইত্যত আহ—অস্তি তাবৎ মনঃ শ্রোত্রাদিবাহকরণব্যতিরিক্তম্ ; বত এবং প্রসিদ্ধম্—বাহকরণবিষয়ান্মনস্বক্কে সত্যপি অভিসুখীভূতং বিবরং ন গৃহ্নাতি, কিং দৃষ্টবানসীদং রূপম্ ? ইত্যুক্তো বদতি—অন্তত্র মে গতং মন আসীৎ, সোহহমন্তত্বেমনা আসং নানর্শম্, তথেষৎ কৃতবানসি মদীদং বচঃ ? ইত্যুক্তঃ অন্তত্বেমনা অকুৎস নাশ্রোবং ন কৃতবানসীতি ।

তস্মাদ্ যন্তাসন্নিস্থৌ রূপাদিগ্রহণসমর্থস্তাপি সতচক্ষুরাদেঃ স্বর্ষাববয়সম্বন্ধে রূপ-
শব্দাদিজ্ঞানং ন ভবতি, যন্ত চ ভাবে ভবতি, তদজ্ঞদন্তি মনো নামান্তঃকরণং
সর্বকরণবিষয়োপযোগীতাবগম্যতে । তস্মাৎ সর্বৌ হি লোকৌ মনসা ছেব পশ্যতি
মনসা শৃণোতি, তদ্ব্যগ্রদে দর্শনাত্তত্বাৎ । ২

অস্তিত্বে সিদ্ধে মনসঃ স্বরূপার্থমিদমুচ্যতে—কামঃ স্ত্রীব্যতিকরাভিলাষাদিঃ,
সকলঃ প্রতাপস্থিতিবিসয়বিকল্পনঃ শুক্লনীলাদিভেদেন, বিচিকিৎসা সংশয়জ্ঞানম্,
শ্রদ্ধা অদৃষ্টার্থেষু কর্মসু আন্তিক্যবুদ্ধির্দেবতাদিষু চ, অশ্রদ্ধা তদ্বিপরীতা বুদ্ধিঃ,
যুতিঃ ধারণঃ—দেহাত্মবসাদে উভম্ভনম্, অযুতিঃ তদ্বিপদময়ঃ, হ্রীঃ লজ্জা, ধীঃ প্রজ্ঞা,
ভীঃ ভয়ম্, ইত্যেতৎ এবমাদিকঃ সর্বঃ মন এব—মনসোহস্তকরণশ্চ রূপাণ্যেতানি ।
মনোহস্তিত্বং প্রত্যজ্ঞচ্চ কারণমুচ্যতে—তস্মান্মনো নামান্তান্তঃকরণম্, যস্মাৎ চক্ষুষো
হগোচরে পৃষ্ঠতোহপ্যাপস্পৃষ্টঃ কেনচিৎ, হস্তস্তায় স্পর্শঃ জানোরয়মিতি বিবেকেন
প্রতিপদ্যতে ; যদি বিবেকরূপম্নো নাম নাস্তি, তর্হি ইদ্যাত্রেণ কুতো বিবেকপ্রতি-
পত্তিঃ স্মাৎ ; যন্তদ্বিবেক প্রতিপত্তিকারণম্, তন্মনঃ । ৩

অস্তি তাবদ্ব্যনঃ, স্বরূপঞ্চ তস্তাদিগতম্ । ত্রীণ্যন্নানীহ ফলভূতানি কর্মণাং
মনোবাক্ প্রাণাখ্যানি অধ্যাত্মমধিভূতমধিদৈবঞ্চ ব্যাচিধ্যাসিতানি । তত্রাধ্যাত্মি-
কানাং বায়্বনঃ প্রাণানাং মনো ব্যাধ্যাত্মম্ । অপেনদীনীং বাগ্বক্তব্যোত্যারম্ভঃ—যঃ
কশ্চিন্নোকে শব্দো ধ্বনিস্তাবাদিব্যাক্যঃ প্রাণিভির্কর্ণাদিলক্ষণঃ, ইতরো বা বাদিত্র-
মেবাদিনিমিত্তঃ, সর্বৌ ধ্বনিকর্ণাগেব সা । ইদং তাবদ্ব্যচঃ স্বরূপযুক্তম্ । ৪

অথ তস্তাঃ কার্যমুচ্যতে—এষা বাক্ হি যস্মাদ্ অন্তমভিধেয়াবসানমভিধেয়-
নির্ণয়ম্ আয়ত্তা অন্তগতা, এষা পুনঃ স্বয়ম্ভাভিধেয়বৎ প্রকাশ্যা অভিধেয়প্রকা-
শিকৈব প্রকাশাত্মকত্বাৎ প্রদীপাদিবৎ ; ন হি প্রদীপাদিপ্রকাশঃ প্রকাশান্তরেণ
প্রকাশ্যতে, তদ্ব্যাক্ প্রকাশিকৈব স্বয়ং, ন প্রকাশ্য-ইতানবস্থাঃ শ্রুতিঃ পরিহরতি
এষা হি ন প্রকাশ্যা, প্রকাশকত্বমেব বাচঃ কার্যামিত্যর্থঃ । ৫

অথ প্রাণ উচ্যতে—প্রাণো মুখনাসিকাসঞ্চার্যা হৃদয়বৃত্তিঃ, প্রণয়নাং প্রাণঃ ;
অপনয়নাম্মূত্রপূরীষাদেয়পানোহধোরন্তিঃ আ নাভিস্থানঃ ; ব্যানো ব্যায়মনকর্ষা
ব্যানঃ—প্রাণাপানরয়ো সন্ধির্বার্য্যবৎকর্মহেতুশ্চ ; উদানঃ উৎকর্ষোর্জগমনাদি-
হেতুরাণাদতলমন্তকস্থান উচ্চবৃত্তিঃ ; সমানঃ সমঃ নয়নাদৃক্তশ্চ পীতশ্চ চ কোষ্ঠস্থা-
নোহন্নপক্তা । অন ইত্যেখাং বৃত্তিবিশেষাণাং সাম্যভূতা সাম্যভবেহেষ্টোপলব্ধিনী
বৃত্তিঃ, এবং যথোক্তং প্রাণাদিবৃত্তিক্রান্তমেতৎ সর্বং প্রাণ এব । প্রাণ ইতি বৃত্তি-
মান্ অধ্যাত্মিকোহন উক্তঃ ; কর্ম চান্ত বৃত্তিভেদপ্রদর্শনেনৈব ব্যাখ্যাতম্ । ৬

ব্যাখ্যাভাষ্যাত্মিকানি মনোবাক্‌প্রাণাধ্যাত্মানি; এতন্ময় এতদ্বিকারঃ
 প্রাজাপত্যৈরেতেঈদৃশমনঃপ্রাণৈরারব্ধঃ । কোহসাবয়ং কার্য্যকারণসম্ভাতঃ ? আত্মা
 পিণ্ড আত্মস্বরূপত্বেনাভিমতোহবিবেকিভিঃ অবিশেষেণৈতন্ময় ইত্যুক্তস্ত বিশেষণ
 বাস্তুরো মনোময়ঃ প্রাণময় ইতি স্মৃটীকরণম্ ॥৫৭॥৩।

টীকা । সখিনাস্তকমরচুড়য়মন্ত্রাক্ষরকারণমক্ষিত্ত্বগুণপ্রক্ষেপণ পুরুষোপাসনস্ত ফলঃ
 চোক্তমিদানীম । ব্রাহ্মণসমাপ্তেক্তরগ্রন্থস্ত তাৎপর্যমাহ—পাণ্ডুরস্তেত্যাদিনা । ব্রাহ্মণশেষস্ত
 তাৎপর্যমুক্তা । ময়ভেদমনুজ্জাক্ষাধার । ব্রাহ্মণমুখাপা ব্যাচেষ্টে—ত্রীণীত্যাদিনা । জ্ঞানকণ্ঠভাঃ
 সপ্তারানি সৃষ্ট । চহরি ভোক্তভ্যো বিভক্ত । ত্রীণাস্বার্থঃ কল্পাদৌ পিতা কল্পিতবানিতার্থঃ । ১

अश्वत्थेतादि वाक्यानामन्ते—तेषामिति । षष्ठी निष्कारणार्था । तत्र मनसोऽस्तित्वमात्रेण
साधयति—अस्ति तावदिति । आश्वत्थेतिप्रार्थनासिद्धेः सतापि कदाचिदेवाश्वत्थेतिप्रार्थना हेतुस्तत्र
माक्षिपति । न चाश्वत्थादि तदिति वृत्तः, तत्र दृष्टसम्पत्तिरिति, तन्मात्रार्थसिद्धिर्वा ज्ञानकादाचित्-
कज्ञानपक्षिर्गमनःसाधिकेतार्थः । लोकप्रसिद्धिरपि तत्र प्रमाणमिति—यत इति । अत्रेतादृशं
वाक्यकरणश्रुतिरिक्तः विवरणग्रहि करणमिति शेषः । तामेव प्रसिद्धिमुदाहरणनिष्ठतयादाहरति—
दृष्टवानित्यादिना । तत्रैवावयववातिरेकावपुस्त्यति—तन्मात्रमिति । यथोक्तार्थपक्षिलोक-
प्रसिद्धिर्वापिदिति यावत् । विमलमात्राश्रुतिरिक्तपक्षः, तन्मन् सतापि कादाचित्कज्ञानं
वदितानुमानं तच्छब्दार्थः । तन्मादनुमानादश्रुति मनो नामेति सवक्तुः । रूपदिग्रहणसमर्थतापि
सत इति प्रमातेत्येते । अश्वत्थेतिप्रार्थना चकुरादित्येतावन्वयमात्र—सर्वेति । समनस्तत्रवाक्य-
कलितार्थविवरणेनामन्ते—तन्मात्रमिति । तच्छब्दोक्तं हेतुः श्रुतिरिति—तथाग्रह इति । २

কামাদিবাকানবত্যাঃ কাঙ্ক্ষন্ মনসঃ পরূপঃ প্রতি সংশয়ঃ নিরন্ততি—অস্তিত্ব ইতি ।
অপ্রজ্ঞাদিবদকামাদিরপি বিবক্তিতোহেতি মহা মনোবুদ্ধোরেকত্বরূপেতোপসংহরতি—
ইত্যেতদिति । যৈতপ্রবৃত্তাণুপঃ মনোভৌতকর্মবশান্নানার্থাকারেণ বিবর্তত ইত্যক্তিপ্রত্যয়ানন্তর-
বাক্যমবতারয়তি—মনোহস্তিত্বমिति । তদেবান্তৎকারণঃ ক্ষোরয়তি—অস্মাদिति । দন্দাদি
বিবেককারণমন্তঃকরণমिति সৎকঃ । চক্ষুরসম্প্রয়োগাত্তেন স্পর্শবিশেষাদর্শনেনহপি সম্প্রবৃত্তয়া
ত্বে। বিনাপি মনোবিশেষদর্শনঃ স্তাদিত্যামকাহ—বদীতি । তদ্ব্যজ্ঞস্ত স্পর্শমাত্রগ্রাহিত্বেন
বিবেচকত্বাযোগাদিত্যর্থঃ । বিবেচকে কারণান্তরে সত্যপি কৃতো মনঃসিদ্ধিগুত্রাহ—বদন্তিতি । ৩

বৃত্তঃ কীৰ্ত্তয়তি—অন্তি তাবদিতি । উত্তরগ্রন্থনবতারয়িতুং ভূমিকাং কৰোতি—ত্রীণীতি ।
 এবং ভূমিকাস্মারচবাধ্যাত্মিকবাগ্‌বাধ্যানার্থঃ যঃ কণ্ঠেভ্যাং বা কামাদায় ব্যাকৰোতি—
 অৰ্থেভ্যাংনিন । শব্দশব্দার্থে স্বনির্বিবিশে বর্ণনাকোঃবর্ণনাকন্ঠ । তত্রাত্মো ব্যবহৃত্তিভাঙ্গাদি-
 হানবাক্যঃ, দ্বিতীয়ে মেবাদিকৃতঃ । স সঙ্কোচপি প্রকৃত । বাগেবেতর্থাঃ । প্রকাশকমাত্রঃ
 বাসিতাক্য । তত্র প্রমাণমাহ—ইদং তাবদিতি । তন্মাদতিবেরনির্গাককারাসাৰণলাপাহেতি
 শেষঃ । ৪

বাচোহপি একান্তবাং কং একান্তকমাত্রঃ বাসিত্বভূমিতাপকাহ—এবেতি। দ্বীত্ব
সমর্থক—ন ইতি। একান্তকমাত্রঃ দ্বীত্বভূমিতাপকাহ—এবেতি। একান্তকমাত্রঃ

৫৭, তত্রাপি প্রকাশকান্তরমেষ্টব্যমিত্যনবব্ধা স্তাৎ, তত্রিসার্বমেবা হি নেতি ক্রতিঃ প্রকাশক-
মাত্রঃ বাসিতাহ । স্বপরনির্কাহকল্পশব্দকঃ । তস্মাৎ প্রকাশকত্বঃ কাব্যং যত্র দৃষ্টতে, তত্র
বাচঃ স্বরূপমনুগতমে বেত্যাহ—তদ্বদিত্যাদিনা । ৫

আধ্যাত্মিকপ্রাণবিবরণঃ বাক্যমবতারা ব্যাকরোতি—অপেতি । যুগাদৌ সকার্য্য। সঙ্করণাহ।
হৃদয়সম্বন্ধিনী বা বায়ুবৃত্তিঃ, তত্র প্রাণশব্দপ্রবৃত্তৌ নিমিত্তমাহ—প্রণয়নাদিতি । পুরতো নিঃসরণা-
দিতি বাবৎ । হৃদয়াদখোদেদে বৃত্তিরস্ত্রেত্যখোবৃত্তিরানান্তিহানো হৃদয়াদারম্ভা নাতিপর্য্যন্তঃ
বর্তমান ইতি বাবৎ । বায়রমনঃ প্রাণাপানয়োনিয়মনঃ কৰ্ম্মাশ্ৰেতি তথোক্তঃ । বীৰ্য্যবৎ-
কৰ্ম্ম অরণ্যমগ্ন্যুৎপাদনাদি । উৎকর্ষে দেহে পুষ্টিঃ । আদিপদেনোৎক্রান্তিরুক্তা । প্রাণশব্দেনান-
শব্দস্ত পুনরুক্তিমাশঙ্ক্যাহ—অন ইতোবাযিতি ।

তথাপি তৃতীয়স্ত প্রাণশব্দস্ত তাস্মাৎ পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রাণ ইত্যিতি । সাধারণসাধারণ-
বৃত্তিমান প্রাণ ইত্যপৌনরুক্ত্যমিতার্থঃ । মনসো দশনাদিবদ্ব্যচোচভেদে প্রকাশনবচ্চ প্রাণস্তাপি
কাব্যঃ বক্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কৰ্ম্ম চেতি । ৬

এ তস্ময় ইত্যত্র মনো বিকারার্থঃ বৃত্তসম্বন্ধে ন পূৰ্ণকঃ কথয়তি—বাণাতানীতি । আধ্যাত্মিক-
কানা বাগাদীনামনারম্ভকত্বঃ বারয়তি—প্রজাপতৌ ত্রিভিঃ । আরম্ভরূপঃ প্রথমপূৰ্ণকমনন্তর-
বাকোন নির্দ্ধারয়তি—কোঃসাবিতি । কার্য্যকরণসম্বন্ধে কথ্যমানশব্দপ্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—
আত্মস্বরূপহেনেতি । বায়র ইত্যাদিবাক্যস্ত পূৰ্ণকঃ পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্যাহ—অবিশে-
দেণেতি ॥ ৫৭ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—পূৰ্ণে পাণ্ডিত্য কথ্যে কলসরূপে যে তিনটি অন্ন উল্লি-
খিত হইরাছে, সেগুলি নিজে কৰ্ম্মজন্তু এবং তাহাদের বিবরণ (কার্য্যও) বিস্তীর্ণ
বহু, এইজন্ত পূৰ্ণবত্তী অন্নসমূহ অপেক্ষা সতত ও উৎকৃষ্ট ; সেই অন্নত্রয়ের
ব্যাপার জন্ত পরবর্ত্তী সমগ্র ব্রাহ্মণ আরম্ভ হইতেছে ।

“ত্ৰীণি আত্মনে অকুরুত” এই ক্রতির অর্থ কি, তাহা বলা হইতেছে—মনঃ,
বাক্ ও প্রাণ, এই তিনটি অন্ন ; পিতা প্রথমে মনঃ, বাক্ ও প্রাণ এই তিনটি অন্ন
সৃষ্টি করিয়া আপনার জন্ত নির্দিষ্ট রাখিলেন । ১

তন্মধ্যে মনের অস্তিত্ব ও স্বরূপ বিষয়ে লোকের সংশয় আছে ; এইজন্ত
বলিতেছেন—শ্রোত্রাদি বহিরিঞ্জিয়ের অতিরিক্ত মন-নামে একটি বস্তু নিশ্চয়ই
আছে ; যেহেতু, এইরূপ লোকপ্রসিদ্ধি আছে যে, বহিরিঞ্জিয় ও বাহ্য বিষয়ের
সহিত আত্মার সম্বন্ধ সংঘটিত হইলেও ইঞ্জিয়গণ সে বিবরণ গ্রহণ করে না ;
যেমন—‘তুমি কি এই রূপটি দর্শন করিয়াছ ?’ এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া
লোকে বলিয়া থাকে যে, আমার মন অত্র দিবসে সন্নিবিষ্ট ছিল, বিবরণান্তরে
নিবিষ্টচিত্ত থাকার আমি ইহা দেখি নাই ; সেইরূপ, ‘তুমি কি আমার উচ্চারিত
এই শব্দ শুনিয়াছ ?’—জিজ্ঞাসা করিলে বোকে বলিয়া থাকে,—‘আমার মন

অন্ত বিষয়ে ছিল, তাই [জোখান শব্দ] শুনিতে পাই নাই ।' অতএব বুঝাইতেছে যে, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচর রূপপ্রভৃতি বাহ্য বিষয়গ্রহণে সমর্থ হইলেও এবং নিজ নিজ বিষয়ের সচিহ্ন উপন্যূক্ত সম্বন্ধ লাভ করিলেও, বাহ্যার অসন্নিধানে রূপ ও শব্দাদি বিষয়ে জ্ঞান হয় না ; অথচ বাহ্যার সন্নিধান থাকিলে রূপ ও শব্দাদি বিষয়ে জ্ঞান হয়, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়গোষ্ঠিকাশক্তির সহায়ত্বত মনঃ নামে একটি স্বতন্ত্র অন্তঃকরণ আছে । অতএব, মনের ব্যগ্রতা বহ্যর বস্তুন দর্শনাদি ব্যাপার নিম্পন্ন হয় না, তখন মনের সাক্ষ্যবোধে যে, সকল লোকে দর্শন ও শ্রবণ করিয়া থাকে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । ২

এইরূপে মনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল, এখন তাহার স্বরূপবিজ্ঞানার্থ এত কথা বলা হইতেছে—কাম—ক্লীসমালিঙ্গনাদিব অভিলাষ, স কল্প—সম্মুখে উপস্থিত বিষয়-বিষয়ে বিকল্পনা অর্থাৎ ইহা শুদ্ধ বা নীল ইত্যাদি বিতর্ক, বিচিকিৎসা—সংশয়ান্বিত জ্ঞান, প্রজ্ঞা—অদ্বৈতার্থ—পূণ্যপাপান্বিত কণ্ঠে এবং দেবতা প্রভৃতি বিষয়ে আত্মিকাবুদ্ধি (সত্যতাজ্ঞান—বিশ্বাস), অশ্রদ্ধা—শ্রদ্ধাবিশরীত, ধৃতি—ধারণ করণ অর্থাৎ দেহাদিব অবসরতাদেশ্য উত্তম—উত্তেজনা করা ; অগ্রতি—প্রতির বিপরীত, ক্রী—লজ্জা, দী—প্রজ্ঞা অর্থাৎ ন্যায়শক্তি, ভী—ভয়, এ সমস্ত মনই, অর্থাৎ এ সমস্তই অন্তঃকরণ মনের স্বরূপ । মনের অস্তিত্ববিষয়ে আরও কারণ বলা হইতেছে—যেহেতু চক্ষুর অগোচরে অর্থাৎ যে স্থান চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না, সেরূপ স্থানও যদি কেহ স্পর্শ করে, তাহা হইলেও কেবল মনের সাক্ষ্যবোধে বিম্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারা যায় যে, এটি ভস্মের স্পর্শ, কি-বা এটি জাম্বুদেশের স্পর্শ । ইহা হইতেও মনোনামক অন্তঃকরণের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় । যদি অন্তঃকরণত পার্থক্য-বোধের উপায়স্বরূপ মন না থাকিত, তাহা হইলে শুধু স্বগিত্তির সাক্ষ্যে কখনই ঐরূপ বিবেকবোধ অর্থাৎ স্পর্শগত পার্থক্যজ্ঞান হইত না ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, বাহ্য দ্বারা ঐরূপ স্পর্শবিবেক নিম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাই মন । ৩

এইরূপে মনের অস্তিত্ব সাধিত হইল, এবং তাহার স্বরূপও নিরূপিত হইল ; অতঃপর কর্ণের রূপস্বরূপ অধ্যাত্ম, অদ্বিত্য ও অধিদৈবান্বিত মনঃ, বাহ্য ও প্রাণ-নামক অন্নত্রয়ের ব্যাখ্যা করিতে হইবে । তন্মধ্যে আধ্যাত্মিক বাহ্য, মনঃ ও প্রাণ-নামক অন্নত্রয়ের মধ্যে মনের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ইহার পর এখন বাহ্য-নামক অন্নত্রয়ের স্বরূপাদি বলা আবশ্যিক ; এতদ্বর্থে পরবর্তী বাক্যের অবতারণা করা হইতেছে ।—জগতে যে কোন প্রকার শব্দ—প্রাণিগণের কণ্ঠ ও তালুপ্রভৃতি স্থানে

অভিবাক্য অকারাদি বর্ণাঙ্ক ধ্বনি, অথবা বাস্তব ও মেবাদি-সমুখিত অস্ত্র প্রকার ধ্বনি, (১) সে সমস্ত ধ্বনি বাকই অর্থাৎ বাক্ হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে । ৪

অতঃপর তাহার কার্য্য বলা হইতেছে—যেহেতু এত বাক্ অতি ধোঁয়া-সমাপ্তির অর্থাৎ বাচ্যার্থ নির্ণয়ের অন্ত্যগত ;—অভিধেয় বা বাচ্যার্থ যেমন থাকে প্রকাশ্য, এই বাক্ কিন্তু সেরূপ কাহাবো প্রকাশ্য নহে, পরন্তু বাক্যার্থেরই প্রকাশিকা ; কারণ, বাক্ হইতেছে—প্রদীপাদিব জ্বালাময় প্রকাশ-স্বভাব ; প্রদীপ প্রভৃতি প্রকাশ বা আলোকপদার্থ যেমন কখনও অপব কোনও প্রকাশ দ্বারা প্রকাশিত হয় না, তেমনি এই বাক্ও অপবেব প্রকাশকই হইবে, কিন্তু নিজে কাহারও প্রকাশ্য হয় না । এইরূপে প্রতি নিজেই আশঙ্কিত ‘অনবস্থা’ দোষের পরিহার করিয়া বলিতেছেন—নিশ্চয়ই এই বাক্ প্রকাশ্য নহে ; পবকে প্রকাশিত করাই ইহার স্বাভাবিক কার্য্য (২) । ৫

অতঃপব প্রাণেব কথা বলা হইতেছে—প্রাণ অর্থ—মুখ ও নাসিকা-প্রদেশ সঞ্চবণশীল হৃদয়স্থ বায়ুপ্রতি বা বায়ু ব্যাপাবিশেষ ; সম্মুখদিকে নিঃসরণ করে বলিয়া—প্রাণনামে অভিহিত হয় । অপান অর্থ—অধোদেশগামী বায়ুপ্রতিবিশেষ ; মলমূত্রাদি অপনয়ন কবে বলিয়া উহা অপান নামে অভিহিত হয় ; হৃদয় হইতে

(১) তাৎপৰ্য্য—এক সাধারণতঃ দুইপ্রকার, বর্ণ ও ধ্বনি, তন্মধ্যে বর্ণাঙ্ক শব্দগুলি কণ্ঠ ও তালুপ্রভৃতি স্থানে আভ্যন্তরীণ বায়ু প্রবণ ; দ্বাবা অভিবাক্য হইয়া থাকে । যে বর্ণ যে স্থানের স্পর্শে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাকে সেই নামে অভিহিত করা হয় ; যেমন—‘অ’, কবণ, ‘হ’ ও বিসর্গ, ইহাবা কণ্ঠের সাহায্যে অভিবাক্য হইয়া বলিয়া কণ্ঠাবর্ণ । বর্ণ উচ্চারণের স্থান আটটি, যথা,—“অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামু ব ক ণ শি ব স্ত থা । ত্রিহ্রাস্মলক দন্তাশ্চ নাসিকৌষ্ঠক তালুকা ।” এতদতিরিক্ত আর একপ্রকার শব্দ আছে, তাহাব নাম ধ্বনি । ধ্বনি-এক সাধারণতঃ আগন্তব্যায়ের কল ; যুদ্ধাদি বাস্তব ও অস্ত্রায় বস্তুব পবস্পব আঘাতে এই ধ্বনির সৃষ্টি হইয়া থাকে । তাই বিখ্যাত বলিয়াছেন—“একো ধ্বনিশ্চ বর্ণশ্চ, যুদ্ধাদিত্ত্বো ধ্বনিঃ” উতাদি ।

(২) তাৎপৰ্য্য—শব্দসম্বন্ধে অনবস্থাদোষের আশঙ্কা এইরূপে হইয়াছিল—শব্দ যদি যপ্রকাশ না হইত, তাহা হইলে এক বেরূপ অর্থ প্রকাশ কবে, তদ্রূপ শব্দপ্রকাশের অন্ত্যও অপার প্রকাশকের (শব্দের) আবশ্যক হইত ; আবার সেই তৃতীয় প্রকাশকের প্রকাশের অন্ত্যও অপার প্রকাশকের আবশ্যক হইত, এইরূপে চিরকাল প্রকাশকের অপেক্ষা থাকিয়া যাইত . ফলে কোন শব্দই অর্থপ্রকাশনে সমর্থ হইত না, এইজন্য শব্দকে যপ্রকাশ বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যক হইয়াছে । তাই ভাস্কর্য্য বলিয়া দিলেন যে, “যাক্ প্রকাশিকৈব, যৎ ন প্রকাশ্য” ইতি ।

নাভিদেশ পর্নাস্ত ইহার প্রচারস্থান । শবীরস্থ যন্ত্রসমূহকে বিশেষরূপে সংযমন করা বাহার কার্য, তাহার নাম বান : বান বায়ু প্রাণ ও অপানের সন্ধি-স্থানীয় এবং বীৰ্য্যসাধা কর্ত্তের নিষ্পাদক । উদান—উত্তমরূপে উৎকৃষ্টমনাদি কার্য্য নিষ্পাদনের হেতুরূপ—উৎকর্গামী বায়ু, পাদতল হইতে মস্তক পর্নাস্ত ইহার অবস্থিতির স্থান । সমান—ভুক্ত ও পীত অন্নবসাদির সমীকরণ করে, ইহা কোষ্ঠে (জঠরে) অবস্থান করে, এবং ভুক্ত বস্তুব পরিপাক সাধন করে । অন অর্থ—বায়ুর বৃত্তিবিশেষ । উক্ত প্রাণ প্রভৃতিব যে, সর্বপ্রকার দৈহিক চেষ্টা-সম্পর্কিত সাধারণ বাপান, তাহার নাম অন । এই যে সমস্ত প্রাণাদি বৃত্তির কণা বলা হইল, ফলতঃ এ সমস্ত প্রাণই ‘প্রাণাতিবিক্রমতে’ । প্রাণ শব্দে প্রাণনাদি বৃত্তিবিশিষ্ট আধ্যাত্মিক অন অর্থাৎ সাধারণ বায়ুবৃত্তি উক্ত হইল ; এবং প্রাণনাদি বিশেষ বিশেষ বৃত্তিপ্রদর্শনে ইহার কার্য্যও প্রদর্শিত হইল (১ । ৬)

এইরূপ মন, বাক ও প্রাণ-নামক অন্নত্রয় বর্ণিত হইল । ‘এতন্নয়’ অর্থ—প্রজ্ঞাপতিসম্পর্কিত এই সমস্ত বাক, মন ও প্রাণ দ্বারা ইহা নির্মিত ; এষ্ট দেহে-স্থির সমষ্টিভূত সেই বস্তুটি কি ? তাহা আত্মা ; এখানে আত্মা অর্থ দেহপিণ্ড ; অবিনেদকী লোকের অজ্ঞানবশতঃ এষ্ট দেহপিণ্ডকেই আত্মা বলিয়া মনে কবে :

(১) তাৎপৰ্য্য—প্রাণ পদার্থট যে কি, এ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়, উদ্যোগে যে দুইটি প্রধান ও বিচারসহ, তাহারই উল্লেখ করিতেছি—সামখ্যাসাংগণ বলেন—“সাম্যাকরণবৃত্তি-প্রাপ্তো বায়রঃ পক” অর্থাৎ প্রাণ, অপান, বান, সমান ও উদান, এই যে পঞ্চ প্রাণ ইহা বায়ুর পদার্থ নহে, পরন্তু মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ কবচনিচয়ের সাধারণ বাপার মাত্র । অভিশ্রয় এই যে, অহঙ্কার প্রভৃতি প্রতিবিম্বই নিজ নিজ কাৰ্য্য সম্পাদন করিবে, থাকে, তাহাদের সেই বিশেষ বিশেষ কার্যের সাধারণ বল হইতেছে—এই প্রাণ । যেমন একটা পাঁচার মধ্যে কতকগুলি পাণী থাকিলে, সেই পাণীগুলি নিজেদের প্রয়োজনীয় কাৰ্য্য করিতে থাকিলে, বড়ই খাঁচাটি মড়িতে থাকে, কিন্তু কোন পাণীই-খাঁচা বাড়িবার জন্য বস্তুর ভাবে বস্তু করে না, ইহাও তেমনিই হইবে । বৈদান্তিকগণ এ কথায় সন্মত হন না ; তাহার বলেন—প্রাণ একটি স্বতন্ত্র পদার্থ ; ইহা পঞ্চভূতের সমষ্টিভূত রজোভাগ হইতে উৎপন্ন । “পঞ্চবৃত্তির্বনোবৎ বাপদিক্রমতে” (ব্রহ্মসূত্র ২।৪।১১), অর্থাৎ অহঙ্কার যেমন বস্তুরূপে এক হইলেও বৃত্তি বা বাপারভেদে তিনপ্রকার—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তেমনিই প্রাণ বস্তুতঃ এক হইলেও কার্য্যভেদে পাঁচপ্রকারে বিভক্ত হয় মাত্র ।

ভাস্কর্য্য এখানে ‘বান’ নামকে বীৰ্য্যসাধা কার্য্য বিশ্লেষণের সহায় এবং প্রাণ ও অপান-বায়ুর সন্ধিবন্ধন বলিয়াছেন । এ কথা হালদেওপনিষদে আরও স্পষ্টাকারে কথিত হইয়াছে । যথা—“অথ বঃ প্রাণাপানসন্ধৌ সন্ধিঃ স কায়ঃ ইত্যাদি (হালদেও পনিষদ—১) সেখানে উক্ত ।

এইজন্ত ইহাকে ‘আত্মা’ বলা হইল । ‘এতন্ময়’ শব্দে যাহার সামান্ত্যাকারে উল্লেখ করা হইয়াছে, ‘বাক্ময়’, ‘মনোময়’ ও ‘প্রাণময়’ শব্দে তাহাকেই বিশেষভাবে নির্দেশ করিয়া পরিস্ফুট করা হইল ॥ ৩৭ ॥ ৩ ॥

আভাসভাষ্মম্ :—তেবামেব প্রাজাপত্যানামন্নানামাধিভৌতিকেো
বিস্তারোহতিদীয়তে—

আভাসভাষ্মানুবাদ :—অতঃপর উক্ত পোজাপত্য অন্নসমূহের আধি-
ভৌতিক বিস্তার বর্ণিত হইতেছে—

ত্রয়ো লোক। এত এব, বাগেবায়ং লোকে মনোহস্তরিক্স-
লোকঃ প্রাণোহসৌ লোকঃ ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ :—এতে (বাহুমনঃ-প্রাণাঃ) এব ত্রয়ঃ লোকাঃ (ভূর্ভুবঃ-
স্বর্নামানঃ), নৈতেভ্যো ব্যতিরিক্তান্তে ইতি ভাবঃ) । [তত্র বিশেষমাহ—]
বাক্ এব অয়ং (দৃশ্যমানঃ) লোকঃ (ভূঃ), মনঃ অন্তরিক্সলোকঃ, তথা প্রাণঃ
অসৌ লোকঃ (স্বর্লোকঃ) । [উক্তমন্নত্রয়মেব চিন্তনীয়ম্ ইতি ভাবঃ] ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ :—এই যে, অন্নত্রয় উক্ত হইল, ইহারাই
ত্রিলোকস্বরূপ ; বাক্ এই ভূলোক, মনই অন্তরিক্সলোক (ভূর্লোক),
আর প্রাণ হইতেছে—স্বর্লোক, অর্থাৎ এই ত্রিলোকই উক্ত ত্রিবিধ
অন্নময় ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

শাকর-ভাষ্মম্ :—ত্রয়ো লোকাঃ ভূর্ভুবঃস্ববিত্যাখ্যাঃ ; এত এব বাক্মনঃ-
প্রাণাঃ । তত্র বিশেষঃ—বাগেবায়ং লোকঃ, মনঃ—অন্তরিক্সলোকঃ, প্রাণোহসৌ
লোকঃ ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

টিকা । বাগাদানামাখ্যানিকবিত্ত্বিপ্রদর্শনানন্তবনামাধিভৌতিকবিত্ত্বিপ্রদর্শনার্ণবুত্তরগ্রন্থনব-
গারয়তি—তেবামেবেতি । তত্রৈভ্যুক্তং সামান্ত্যং পরামুণতি ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

ভাষ্মানুবাদ :—ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ, এই লোকত্রয়ও এতৎস্বরূপই—বাক্,
মনঃ ও প্রাণস্বরূপই ; তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, বাক্ হইতেছে—এই পৃথিবীলোক,
মন হইতেছে—অন্তরিক্সলোক, আর প্রাণ হইতেছে—স্বর্লোক ॥ ৬৮ ॥ ৪ ॥

ত্রয়ো বেদা এত এব, বাগেবর্থেদো মনো যজুর্বেদঃ প্রাণঃ
সামবেদঃ ॥ ৯ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ :—এতে (বাহুমনঃ-প্রাণাঃ) এব ত্রয়ঃ বেদাঃ (ঋগ্ যজুঃ-
সামাখ্যাঃ) । [তত্রায়ং বিশেষঃ—] বাক্ এব ঋগ্বেদঃ, মনঃ যজুর্বেদঃ, প্রাণঃ

সামবেদঃ ; [অধ্বর্ষবেদস্ত বেদত্রয়াস্তর্গতত্বাৎ বেদস্ত ত্রিভূমিতি ভাবঃ] ॥ ৫৯ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ :—ইহারাই বেদত্রয়, তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, বাক্‌ই ঋগ্বেদস্বরূপ, মনই যজুর্বেদস্বরূপ, এবং প্রাণই সামবেদ-স্বরূপ ॥ ৫৯ ॥ ৫ ॥

দেবাঃ পিতরো মনুষ্যা এত এব ; বাগেব দেবা মনঃ পিতরঃ প্রাণো মনুষ্যাঃ ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

সরলার্থ :—এতে এব দেবাঃ পিতবঃ মনুষ্যাঃ । [তত্র] বাক্ এব দেবাঃ, মনঃ পিতবঃ, প্রাণঃ মনুষ্যা ইতি ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ :—এই অন্নত্রয়ই দেবগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণ, তন্মধ্যে বাক্ দেবগণস্বরূপ, মন পিতৃগণস্বরূপ এবং প্রাণ মনুষ্যগণস্বরূপ ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ :— ০ ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

টীকা । ০ ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ :— ০ ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

পিতা মাতা প্রজৈত এব, মন এব পিতা বাঙ্ মাতা, প্রাণঃ প্রজা ॥ ৬১ ॥ ৭ ॥

সরলার্থ :—এতে এব পিতা, মাতা, প্রজা (সম্ভবতি) । [তত্র] মনঃ এব পিতা, বাক্ মাতা, প্রাণঃ প্রজা ইতি ॥ ৬১ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ :—এই অন্নত্রয়ই পিতা, মাতা ও সম্ভবনস্বরূপ, তন্মধ্যে মনই পিতা, বাক্‌ই মাতা, এবং প্রাণই সম্ভবনস্বরূপ ॥ ৬১ ॥ ৭ ॥

শাকরভাষ্যম্ :—তথা ত্রয়ো বেদা ইত্যাদিনি বাক্যানি স্বার্থানি ॥ ৬১-৬১ ॥ ৭-৭ ॥

টীকা । ত্রিলোকীবাক্যবহুত্বং বাক্যং বিজ্ঞাতাবিক্যং প্রাপ্তবৎ বেদবাহিত্যাহ—
তথৈতি ॥ ৬১-৬১ ॥ ৭-৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—বেদত্রয়ও সেইরূপ । এই “ত্রয়ো বেদাঃ” ইত্যাদি তিনটি ক্রতির অর্থ সরল ; [স্তত্র্যং ব্যাখ্যায় প্রয়োজন নাই] ॥ ৬১-৬১ ॥ ৭-৭ ॥

বিজ্ঞাতং বিজিজ্ঞাস্তুমবিজ্ঞাতমেত এব, যৎ কিঞ্চ বিজ্ঞাতং বাচন্তরূপম্, বাগ্‌হি বিজ্ঞাতা, বাগেনং তদ্বৃত্তাবতি ॥ ৬২ ॥ ৮ ॥

সম্বলার্থঃ—তথা এতে এব বিজ্ঞাতং (বিশেষণ জ্ঞাতং), বিজিজ্ঞাস্তং, অবিজ্ঞাতং (চ) ; [তত্রায়ং বিশেষঃ—] যৎ কিঞ্চ বিজ্ঞাতং, তৎ বাচঃ (বচনস্ত) রূপম্ ; হি (যস্মাৎ) বাক্ বিজ্ঞাতা (প্রকাশকরূপত্বাদিত্যাশয়ঃ) । [বাগ্ বিজ্ঞানফলমুচ্যতে] বাক্ তৎ (বিজ্ঞাতং) ভূত্বা এনং (বাগ্‌বিভূতিবিদং) অবতি (পালয়তি) ॥ ৬২ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদঃ—বিজ্ঞাত, বিজিজ্ঞাস্ত এবং অবিজ্ঞাতও ইহারাই । যাহা কিছু বিজ্ঞাত, তৎসমস্তই বাক্যের রূপ ; কারণ, বাক্ নিজেই বিজ্ঞাতা : যাহা [যে লোক বাক্যের এইরূপ বিভূতি জানেন,] বাক্ নিজেই সেই বিজ্ঞাতস্বরূপ হইয়া তাহাকে পালন করিয়া থাকে ॥ ৬২ ॥ ৮ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্—বিজ্ঞাতং বিজিজ্ঞাস্তমবিজ্ঞাতমিতি এব ; তত্র বিশেষঃ—যৎকিঞ্চ বিজ্ঞাতং বিস্পষ্টং জ্ঞাতং, বাচস্তদ্রূপং ; তত্র স্বয়মেব হেতুর্মাহ—বাগ্ হি বিজ্ঞাতা, প্রকাশাত্মকত্বাৎ কথমবিজ্ঞাতা ভবেৎ, যা অজ্ঞানপি বিজ্ঞাপয়তি ; বাটৈব সম্রাড্ বজ্জুঃ প্রজ্ঞায়ত ইতি হি বক্ষ্যতি । বাগ্নিশেষবিদ ইদং ফলমুচ্যতে—বাগেবৈনং যথোক্তবাগ্নিভূতিবিদং তদ্বিজ্ঞাতং ভূত্বা অবতি পালয়তি । বিজ্ঞাত-রূপেণৈবাস্তান্নং ভোজ্যতাং প্রতিপত্ত্বত ইত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥ ৮ ॥

টীকা । বিজ্ঞাতাদিবাক্যমাদায় তদ্রূপং বিশেষঃ দর্শয়তি—বিজ্ঞাতমিতি । বিজ্ঞাতং সর্বং বাচো রূপমিতি প্রতিজ্ঞাতোহর্থঃ সপ্তমার্থঃ । প্রকাশকহেতুপি কথং বাচো বিজ্ঞাতত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কথমিতি । প্রকাশাত্মকত্বমেব কুতো বাচঃ সিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বাচেতি । বাগ্-বিশেষবস্তুবিভূতিঃ ॥ ৬২ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আর যে, বিজ্ঞাত, বিজিজ্ঞাস্ত ও অবিজ্ঞাত, তাহাও এই অন্নত্রয়ই বটে । তাহাতে বিশেষ এই যে, যাহা কিছু বিজ্ঞাত, অর্থাৎ বেশ উত্তম-রূপে জ্ঞাত, তাহা সমস্তই বাক্যের রূপ । শ্রুতি নিজেই সে সম্বন্ধে হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—যেহেতু বাক্‌ই বিজ্ঞাতা ; কারণ, বাক্ নিজেই প্রকাশাত্মক ; যাহা অজ্ঞ পদার্থ বিজ্ঞাপিত করিয়া দেয়, সে নিজে অবিজ্ঞাত থাকিবে কিরূপে ? অভিপ্রায় এই যে, যে বাক্ (শব্দ) নিজে অবিজ্ঞাত থাকে, সে কখনই অপরকে বিজ্ঞাপিত বা প্রকাশিত করিতে পারে না । ইহার পরেও বলিবেন যে, ‘হে সম্রাট্, বাক্যেই বজ্জু জানা যায়’ ইতি । যথোক্ত প্রকার বাক্যমহিমাভিজ্ঞ ব্যক্তির এইরূপ ফল বলা হইতেছে—বাক্ নিজেই স্বীয় বিভূতিস্বরূপ হইয়া উক্তপ্রকার বাগ্‌বিভূতিজ্ঞ লোককে রক্ষা করিয়া থাকেন,—অন্ন ইহার পরিজ্ঞাতভাবে ভোজনীয় হইয়া থাকে । অভিপ্রায় এই যে, যে যে অন্ন-ভোজন করিতে হইবে, তাহা তিনি পূর্বেই জানিতে পারেন ॥ ৬২ ॥ ৮ ॥

যৎ কিঞ্চ বিজিজ্ঞাস্তং মনসস্তদ্রূপং, মনো হি বিজিজ্ঞাস্তং,
মন এনং তদ্ভূত্বাবতি ॥ ৬৩ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ—যৎ কিঞ্চ বিজিজ্ঞাস্তং, তৎ মনসঃ রূপম্ ; হি (যস্মাৎ) মনঃ
বিজিজ্ঞাস্তং (জিজ্ঞাসা মনোবর্ধ ইত্যর্থঃ), ততঃ মনঃ তৎ (বিজিজ্ঞাস্তং) ভূত্বা
এনং (মনোবিকৃতিবিদং) অবতি (রক্ষতি) ॥ ৬৩ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ—যাহা কিছু বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্ত, তাহা মনেরই
রূপ ; যেহেতু, মনই বিজিজ্ঞাস্ত ; মনই বিজিজ্ঞাস্তরূপ ধারণ করিয়া
ইহাকে (মনের মহিমাভিজ্ঞকে) রক্ষা করেন ॥ ৬৩ ॥ ৯ ॥

শাকর-ভাষ্যম্—তথা যৎ কিঞ্চ বিজিজ্ঞাস্তং, বিস্পষ্টং জ্ঞাতুমিষ্টং
বিজিজ্ঞাস্তম্, তৎ সৰ্বং মনসো রূপম্ ; মনঃ হি যস্মাৎ সন্ধিস্থমানাকারত্বাভিজি-
জ্ঞাস্তম্ পূৰ্ণবস্তুনোবিকৃতিবিদঃ ফলং—মন এনং তদ্বিজিজ্ঞাস্তং ভূত্বাবতি
বিজিজ্ঞাস্ত-স্বরূপেণৈবারম্যাপত্ততে ॥ ৬৩ ॥ ৯ ॥

টীকা। সন্ধিস্থমানাকারত্বাৎ সন্ধ্যবিকল্পাকল্পত্বাদিত্য যাবৎ ; তস্মাৎ সৰ্বং বিজিজ্ঞাস্তঃ
মনোরূপমিত্য সৎকঃ । পূৰ্ণবস্তুস্ববিকৃতিবিদো যথা ফলমুভয়ং, তদ্বাদিত্য যাবৎ ॥ ৬৩ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেইরূপ যাহা কিছু বিজিজ্ঞাস্ত—বিস্পষ্টরূপে জানিতে
অভীষ্ট, সে সমস্তই মনের রূপ ; কেননা, সন্ধিস্থমান আকারেই মন প্রকটিত হয়,
অর্থাৎ সংশয় করাই মনের স্বাভাবিক ধর্ম ; এই জন্ত মনই বিজিজ্ঞাস্তরূপে
পরিগৃহীত । পূর্বের জ্ঞান, মনের বিকৃতিজ্ঞ ব্যক্তিরও ফল এই যে, মন
নিজেই সেই বিজিজ্ঞাস্ত বস্তুস্বরূপ হইয়া ইহাকে (মনের বিকৃতিজ্ঞকে)
রক্ষা করিয়া থাকে, অর্থাৎ বিজিজ্ঞাস্তরূপেই তাহার অন্নভাব প্রাপ্ত হইয়া
থাকে ॥ ৬৩ ॥ ৯ ॥

যৎ কিঞ্চাবিজ্ঞাতং প্রাণস্ত তদ্রূপং, প্রাণো হ্যবিজ্ঞাতঃ, প্রাণ
এনং তদ্ভূত্বাহবতি ॥ ৬৪ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ—যৎ কিঞ্চ অবিজ্ঞাতং (জ্ঞানাবিসরীভূতম্), তৎ (তৎ সৰ্বং)
প্রাণস্ত রূপম্ ; হি (যতঃ) প্রাণঃ অবিজ্ঞাতঃ । প্রাণঃ তৎ (অবিজ্ঞাতং) ভূত্বা
এনং (প্রাণবিকৃতিবিদং) অবতি (রক্ষতি) ॥ ৬৪ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ—যাহা কিছু অবিজ্ঞাত বস্তু, তৎসমস্তই প্রাণের
রূপ ; যেহেতু, প্রাণই স্বরূপতঃ অবিজ্ঞাত । প্রাণই সেই অবিজ্ঞাত রূপ
ধারণ করিয়া প্রাণবিকৃতিজ্ঞ লোককে রক্ষা করিয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥ ১০ ॥

শাক্তর-ভাষ্যম্ :—তথা যৎ কিঞ্চ অবিজাতং বিজ্ঞানাগোচরং, ন চ সন্ধিহমানং, প্রাণস্ত তদ্রূপং, প্রাণো হবিজ্ঞাতঃ ; অবিজাতরূপো হি যস্মাৎ প্রাণো-হনিকরুত্বশ্চ তেতঃ । বিজ্ঞাত-বিজিজ্ঞাস্তাবিজ্ঞাতভেদেন বাস্ম্যনঃপ্রাণবিভাগে স্থিতে ত্রয়ো লোকা ইত্যাদয়ো বাচনিকা এষ । সৰ্বত্র বিজ্ঞাতাদিরূপদৰ্শনাদ্ভিচিনাদেব তস্ত নিয়মঃ স্মৰ্তব্যঃ । প্রাণ এনং তদভূত্বা অবত্ৰি—অবিজ্ঞাতরূপেণৈবাত্ম প্রাণো-হনং ভবতীত্যর্থঃ । শিষ্যপুত্রাদিভিঃ সন্ধিহমানাবিজ্ঞাতোপকারকা আচার্য্য-পিত্রাদয়ো দৃশ্যন্তে ; তথা মনঃপ্রাণয়োৰপি সন্ধিহমানাবিজ্ঞাতয়োৰনন্তোপ-পত্তিঃ ॥ ৬৪ ॥ ১০ ॥

টীকা । অনিরুক্তশ্চতেরবিজ্ঞাতরূপো যস্মাৎ প্রাণস্তদবিজ্ঞাতঃ সৰ্বং প্রাণস্ত রূপম্ভিত যোজনম্ । বিজ্ঞাতাদিরূপাতিরেকেণ লোকবেদাদ্ভাবাবিজ্ঞাতাদিরূপত্বাভিধানেনৈব বাগাদীনং লোকাভ্যাস্তবে সিদ্ধে কিমর্থং ত্রয়ো লোকা ইত্যাদিবাক্যমিত্যাশঙ্ক্য তথৈব ধ্যানার্থমিত্যাহ—বিজ্ঞাতেতি । তুরাদিষ্টেকৈব বিজ্ঞাতাদিঅন্নদৃষ্টেকাগাদেশং ব্যবহৃত্ত্বাৎ কুতো বিজ্ঞাতা-দেকাদ্যাদ্ভাস্তকং নিয়ন্তঃ শকার্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নস্ম্যন্তেতি । প্রাণবিভূতিবিদঃ সম্প্রতি কলং কথয়তি—প্রাণ ইতি । লোকে বিজ্ঞাতৈশ্চৈব ভোজ্যভোপলভ্যাদবিজ্ঞাতাদিরূপেণ প্রাণাদেন ভোজ্যভোপলভ্যতির্য্যাশঙ্ক্যাহ—শিষ্টোতি । শিষ্টায়বৈকিভিঃ সন্ধিহমানোপকারা অপি গুরব-স্তেবাং ভোজ্যতামাপত্তমানা দৃশ্যন্তে, পুত্রাদিভিষ্ঠাবিত্যলৈরবিজ্ঞাতোপকারাঃ পিত্রাদয়ন্তেবাং ভোজ্যতামাপত্তন্তে, তথা প্রকৃতেহপি সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—সেইপ্রকার, যাহা কিছু অবিজাত অর্থাৎ বিজ্ঞানের অগোচর অথচ সন্দেহাস্পদও নহে, তাহাই প্রাণের রূপ ; কারণ, শ্রুতিতে প্রাণকে অনিরুক্ত বলায় [বুঝা যাইতেছে যে,] প্রাণ স্বরূপতঃ অবিজাতই বটে । বাক্ মন ও প্রাণের যথাক্রমে বিজ্ঞাত, বিজিজ্ঞাস্ত ও অবিজাতভেদে বিভাগ স্থিরতর থাকিতেও যে, আবার “ত্রয়ো লোকাঃ” ইত্যাদি বিভাগ, তাহা কেবল বাচনিক অর্থাৎ লোকাদিক্রমে ধ্যানের প্রয়োজন আছে বলিয়াই স্বয়ং শ্রুতি ঐরূপ উপদেশ করিয়াছেন । পূর্বোক্ত সকল স্থলে বিজ্ঞাতাদিভাব স্বাভাবিক দেখিতে পাওয়া যায় ; অতএব এই শ্রুতিবাক্যানুসারেই লোকাদি-দৃষ্টিতেও ধ্যানের অবশ্যকর্তব্যতা বুঝিতে হইবে । ‘প্রাণ তাহা হইয়া ইহাকে রক্ষা করে’ কথার অর্থ এই—প্রাণ যে, বিজ্ঞানের অঙ্গস্বরূপ হইয়া থাকে, তাহা তাহার বিজ্ঞাতরূপ নহে ; পরন্তু সম্পূর্ণ অবিজাত, অর্থাৎ প্রাণ যে, তাহার পোষণ করিতেছে, ইহা তাহার অবিজাত বা জ্ঞানগম্য নহে । অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, আচার্য্য ও পিতা প্রভৃতি হিতৈষী লোকেরা যে উপকারসাধন করেন, শিষ্য ও পুত্র প্রভৃতি সে উপকার বুঝিতে পারে না, অথবা ভবিষ্যে সম্পূর্ণ সন্ধিহান থাকে ; সেইরূপ মন ও প্রাণ

অবিজ্ঞাত বা সন্দেহাস্পদ থাকিয়াও তাহাদের অস্বভাবপ্রাপ্ত হইয়া, ইহা বিবক্ষ্য হইতে পারে না ॥ ৬৪ ॥ ১০ ॥

আভাষ-ভাষ্যম্ :—ব্যাখ্যাতো বাগ্মনঃপ্রাপানামাধিতৌতিকো বিস্তারঃ, অথায়মাধিদৈবিকার্থ আরম্ভঃ—

আভাষ-ভাষ্যানুবাদ :—বাক্, মন ও প্রাণের আধিতৌতিক বিস্তার বা মহিমা বর্ণিত হইল, অতঃপর আধিদৈবিক বিস্তারপ্রদর্শনার্থ পরবর্তী ক্রটি আরম্ভ হইতেছে—

তস্মৈ বাচঃ পৃথিবী শরীরঃ জ্যোতীরূপময়মগ্নিস্তদ্ব্যবত্যেব
বাক্ তাবতী পৃথিবী তাবানয়মগ্নিঃ ॥ ৬৫ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ :—তস্মৈ (তস্তাঃ প্রজাপতেঃস্বভূতারাঃ) বাচঃ [ইয়ং অপ্রকাশাত্মিকা] পৃথিবী শরীরঃ (বাহুভূতঃ আধারঃ), অয়ম্ অগ্নিঃ জ্যোতীরূপঃ (প্রকাশাত্মকং করণস্বরূপং চ শরীরঃ), তং (তস্তাং হেতোঃ) বাক্ যাবতী (বৎপরিমাণা), পৃথিবী [অপি] তাবতী এব, অয়ং অগ্নিঃ তাবান্ । [দ্বিরূপা হি প্রজাপতেঃ বাক্—কার্য্যঃ করণঞ্চ ; তত্র কার্য্যং আধারঃ অপ্রকাশাত্মকঃ, করণঞ্চ আশ্রিতং প্রকাশাত্মকঞ্চৈতি ভাবঃ] ॥ ৬৫ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ :—পূর্বোক্ত বাকের আশ্রয়ভূত শরীর হইতেছে পৃথিবী, আর জ্যোতির্ময় করণস্বরূপ শরীর হইতেছে—এই অগ্নি ; অতঃপর বাক্ যে পরিমাণ, পৃথিবীও সেই পরিমাণ, এবং অগ্নিও তন্তুল্য-পরিমাণ ॥ ৬৫ ॥ ১১ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ :—তস্মৈতস্তা বাচঃ প্রজাপতেরস্বভবেন প্রস্তুতারাঃ পৃথিবী শরীরঃ বাহু আধারঃ, জ্যোতীরূপং প্রকাশাত্মকং করণং পৃথিব্যা আধের-ভূতম্ অয়ং পাথিবোহগ্নিঃ । দ্বিরূপা হি প্রজাপতের্বাক্ কার্য্যমাধারোহপ্রকাশঃ, করণকাধেরং প্রকাশঃ, তত্হতয়ং পৃথিব্যাগ্নৌ বাগেব প্রজাপতেঃ । তং তত্র যাবৎ পরিমাপৈবাব্যাহাধিতুভেদভিন্না সত্যী বাগ্ভবতি, তত্র সৰ্ব্বত্রাধারস্বেন পৃথিবী ব্যবহিতা তাবজ্জ্যেব ভবতি কার্য্যভূতা ; তাবানয়মগ্নিরাধেরঃ করণরূপঃ—জ্যোতীরূপেণ পৃথিবীমগ্নিঃপ্রবিষ্টঃ তাবানেব ভবতি ; সমানমুত্তরম্ ॥ ৬৫ ॥ ১১ ॥

টীকা । বৃত্তবৃত্ত তস্মৈ বাচঃ পৃথিবীত্যাশ্রয়ভাষ্যকৃতি—ব্যাখ্যাত ইতি । আধিদৈবিকার্থ-বিভূতিপ্রদর্শনার্থ ইতি যাবৎ । সমনস্তরমসদৃশ তৎপরিমাণত্বাৎ বাক্যাকরাদি যোজনকৃতি—তস্তা ইতি । কৰ্ম্মাবারাদেশতাবো বাচো নির্দিষ্টতে, তস্তাহি—দ্বিরূপা ইতি । উক্তমর্থং সন্ধিপা নিবক্ষ্যতি—তন্তরমিতি । অধ্যায়মধিতুভঃ চ বা বাক্যপরিচ্ছিন্না, তস্তান্তরপরিমাণকমাধি-

দৈবিকবাগ্নশব্দাংশাংশিনোশ্চ ভাবান্ভাস্তরা সহ দর্শয়তি—তত্ত্বজ্ঞেতি । ভাবান্ভাস্তরমিহিতি
প্রতীকমান্বায় ব্যাকবোধি—আধেয় ইতি । সমানমুত্তরমিত্যন্তরমর্থোহধ্যাত্মমধিত্বং চ মনঃ-
প্রাণেরাশিদ্বেবিকমনঃপ্রাণাংশবাত্তাদ্ভাস্তিপ্রাণেণ তুল্যপরিমাণত্বমুচ্যতে । তথা চ বাচা
সমানঃ প্রাণাদাবুত্তরবাক্যে কথ্যমানঃ সমানপরিমাণত্বমিতি । ৬৫ ॥ ১১ ॥

ভাস্ত্রানুবাদ ।—সেই প্রজাপতির অনুরূপে বাহার বর্ণনা করা হইল, এই
পৃথিবী হইতেছে সেই বাকের শরীর—বাহিরের আশ্রয় ; আব জ্যোতীরূপে অর্থাৎ
পৃথিবীতে আশ্রিত প্রকাশাত্মক করণস্বরূপ হইতেছে—এই পার্থিব অগ্নি । প্রজা-
পতির বাক সাধারণতঃ দুইপ্রকার—একটা কার্য্যস্বরূপ, অপবটি করণস্বরূপ ;
তন্মধ্যে কার্য্যরূপটি হইতেছে আধার বা আশ্রয় এবং অপ্রকাশ্যক, আর করণ-
রূপটি হইতেছে আধেয় বা আশ্রিত এবং প্রকাশাত্মক, সেই পৃথিবী ও অগ্নি
উভয়ই প্রজাপতির বাক্তির আর কিছু নহে । তাহাতেও আবার, বাক্ অধ্যাত্ম
ও অধিত্বতাবভেদে বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হইয়া যে পরিমাণ হয়, সেই সকল স্থানে
আধাররূপে অবস্থিত কার্য্যরূপা পৃথিবীও সেই পরিমাণই বটে ; এবং আধেয় অর্থাৎ
জ্যোতিঃস্বরূপে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট এই অগ্নিও সেই পরিমাণই বটে ।
অস্ত্রান্ত্র অংশের অর্থ পূর্ব্বের মত ॥ ৬৫ ॥ ১১ ॥

অথৈতশ্চ মনসো হ্যৌঃ শরীরং জ্যোতীরূপমসাবাদিত্যস্তদ্যাব-
দেব মনস্তাবতী হ্যোস্তাবানসাবাদিত্যন্তৌ মিথুনং সমৈতাং ততঃ
প্রাণোহজায়ত, স ইন্দ্রঃ স এষোহসপত্ত্বো দ্বিতীয়ে বৈ সপত্ত্বো
নাস্ত্র সপত্ত্বো ভবতি য এবং বেদ ॥ ৬৬ ॥ ১২ ॥

সন্নলার্থঃ ।—অথ এতশ্চ (প্রজাপতেরন্থেন কল্পিতশ্চ) মনসঃ হ্যৌঃ
(হ্যালোকঃ) শরীরং (কার্য্যভূতম্) ; অসৌ আদিত্যঃ জ্যোতীরূপং (প্রকাশ-
াত্মকং করণভূতম্) । তৎ (তন্মাৎ হেতোঃ) যাবৎ (যৎপরিমাণঃ) এবং মনঃ, হ্যৌঃ
(হ্যালোকঃ) [অপি] তাবতী (তাদৃশপরিমাণবিশিষ্টা এবং) ; অসৌ আদি-
ত্যশ্চ তাবান্ (তাদৃশপরিমাণঃ) ; তৌ (দিবাদিত্যৌ) মিথুনং (পরস্পরসম্বন্ধং)
সমৈতাং (প্রাপ্তবন্তৌ) ; ততঃ (তাত্যাং মাতাপিতৃকপাত্যাং দিবাদিত্যাত্যাং)
প্রাণঃ অজারত (উৎপন্নঃ) ; সঃ (প্রাণঃ) ইন্দ্রঃ (প্রধানঃ) ; সঃ এষঃ অসপত্ত্বঃ
(শক্ররহিতঃ অধিত্বীয় ইতি যাবৎ) ; বৈ (যতঃ) দ্বিতীয়ঃ সপত্ত্বঃ (প্রতিপক্ষঃ)
[ভবতি] ; যঃ এবং বেদ (জানাতি—উপাস্তে), অশ্চ (বিচয়ঃ) সপত্ত্বঃ (শক্রঃ)
ন হ নৈব ভবতি ॥ ৬৬ ॥ ১২ ॥

Private Collection

“আরশিনগরের পড়শি”

<http://www.facebook.com/arshinogorer.porshi>

Private Collection

“আরশিনগরের পড়শি”

<http://www.facebook.com/arshinogorer.porshi>